Home / Service life / Autobiography

Book title: **রাজনৈতিক বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতার পরিণাম**

[Consequences of Teachership at Political University]

SN		Title	PDF
1		ভূমিকা (Preface)	PDF
2		বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরির ভূয়োদর্শন (Observations of university service)	+
3	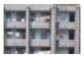	বিশ্ববিদ্যালয়ের বাসা বরাদ্দ ও রক্ষণাবেক্ষণ (University residential house allotment and maintenance)	+
4		বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাব্যবস্থা ও পরিবেশ (University education system and environment)	+
5		ভেটেরিনারি শিক্ষা ও পেশার ভূয়োদর্শন (Repeated observations of veterinary education and profession)	+
6		ভেটেরিনারি ক্লিনিকে আধিপত্য বিস্তার (Mastery at veterinary clinic)	+
7		মেডিসিন বিভাগের স্পেস দখল বৃত্তান্ত (Mastery fact of medicine departmental space)	+
8		গবেষণা, জার্নাল এবং বই প্রকাশনার অবস্থা (Situation of research and publication of journal and books)	+
9		মেডিসিন বিভাগের অভ্যন্তর পর্যবেক্ষণ (Observation of the interior aspects of Medicine department)	+
10		ভেটেরিনারি অনুষদের ডিন হিসেবে অভিজ্ঞতা (Knowledge acquired as veterinary dean)	+
11		বিশ্ববিদ্যালয়ে বিবিধ ঘটনার অভিজ্ঞতা (Experience acquired from miscellaneous events of the university)	+

রাজনৈতিক বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতার পরিণাম

[*Consequences of Teachership at Political University*]

সংকলন ও সম্পাদনা
মো. আব্দুস সামাদ পিএইচডি, হু ফেলো
রুয়াপ, কামেনি ভবন, উত্তরা-১৮, ঢাকা।

পাঁচ দশকের (১৯৬৯-২০১৯) অভিজ্ঞতার সংকলন

ওয়েব সাইটে প্রথম প্রকাশ
ফেব্রুয়ারি ২০২৩

-

বাংলাদেশে উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে জানা অজানা অগনিত

রাজনৈতিক কারনে

ন্যায্য অধিকার থেকে

বঞ্চিত

ও

নির্যাতিতদের

স্মৃতির উদ্দেশ্যে নিবেদিত

রাজনৈতিক বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতার পরিণাম

ভূমিকা

সর্বশক্তিমান মহান আল্লাহ্ তা'লার অশেষ অনুগ্রহ এবং অপার করুণায় ১৯৬৯ হতে ২০১৯ পর্যন্ত বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (বাকৃবি) ক্যাম্পাসে আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার অলোকে রচিত 'রাজনৈতিক বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতার পরিণাম' (Consequences of Teachership at Political University) ব্যক্তিগত ওয়েব সাইটে প্রকাশের আলো দেখতে পেলো। কুরআনের কয়েকটি আয়াত দিয়ে আরম্ভ করি। সূরা হজ্জ: আয়াত ৫ এর তফসীরে বর্ণনা করা হয়েছে যে, মাতৃগর্ভে ৮০ দিনে ফিটাসে একজন ফেরেশতা রূহ ফুঁকিয়ে চারটি বিষয়ে লিখে দেন যথা- (ক) তার বয়স কত?, (খ) সে কি পরিমাণ রিযিক পাবে?, (গ) সে কি কাজ করবে? এবং (ঘ) পরিণামে সে ভাগ্যবান না হতভাগ্য? তবে আল্লাহ কুরআনে প্রায় ৩৭ বার বলেছেন, 'ঈমান এবং সৎকাজের বিনিময়ে জান্নাত' যেমন সূরা- কাহফ ১০৭, হা-মীম-সাজ্জদাহ ৮, বাকারা ২৫, ৮২, মা-য়িদা ৯, আ'রা-ফ ৪২, মারইয়াম ৬০, হাজ্জ ১৪, ২৩,৫৬, আনকাবত ৫৮, রূম ১৫, লোক্বমা-ন ৮, আস সাজ্দাহ ১৯, ছোয়া-দ ২৪, আশ্শুরা ২২, বুরুজ ১১--)। সূরা- মা-য়িদাহ ৪৫: 'আর যারা আল্লাহ্‌র বিধান অনুযায়ী ফয়সালা করেনা তারাই জালিম' এবং ৪৭ আয়াতে রয়েছে, 'আল্লাহ্‌র বিধান অনুযায়ী যারা ফয়সালা করেনা তারাই ফাসেক'। সূরা- হুজুরত আয়াত ১৮: 'আল্লাহ্ তোমাদের কর্ম দেখেন।' সূরা- যুখরুক আয়াত ৭২, 'এটা সেই জান্নাত যা তোমাদের নেক আমলের বিনিময়ে পেলে।' তবে সূরা- নিসা ১৪৮ আয়াতে উল্লেখ করেছেন, 'আল্লাহ অত্যাচারিত ব্যক্তি ছাড়া কারও মন্দ কথার প্রচারণা পছন্দ করেনা, আল্লাহ সর্ব শ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা।' সূরা- মজ্জাদালাহ ৩,১১: 'আর আল্লাহ্ তোমাদের কৃতকর্মের সকল খবর রাখেন।' সূরা- গ-শিয়াহ্ ২৬: 'অতঃপর তাদের হিসাব নেয়ার দায়িত্ব আমার ওপর।' সূরা- আছর ৩: 'ঐ সকল লোক ব্যতীত যারা ঈমান এনেছে, নেক কাজ করে, এবং একে অন্যকে সত্যের উপদেশ প্রধান করতে থাকে ও এক অন্যকে ধৈর্যের উপদেশ প্রদান করে।' সূরা- বাক্বারাহ্ ১১৯: 'আপনাকে সত্যসহ সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করেছি।' আবার সূরা বাকারাহ ২৭২ আয়াতে উল্লেখ রয়েছে, 'তাদেরকে সৎপথে আনা আপনার দায়িত্ব নয়, বরং আল্লাহ্ যাকে চান সৎপথ দেখান।' উল্লেখ্য, গীবত করা হারাম, যেনার চেয়েও গুরুতর কবীরা গোনহ। অবশ্য ন্যায্য বিচার প্রার্থনা করতে গিয়ে বিচারকের নিকট প্রতিপক্ষের যে দোষ বর্ণনা করতে হয়, কিংবা কাউকে অপরের দ্বীনী বা দুনিয়াবী ক্ষতি থেকে সাবধান করার উদ্দেশ্যে বা গুরুজনের নিকট অধীনস্তদেরকে শাসন করানোর জন্য যে দোষ-ক্রটি উল্লেখ করা হয় তা গীবতের অন্তর্ভুক্ত নয় (আহকামে যিন্দেগী, পৃষ্ঠা ৬০৬)। উল্লেখ্য, যাদের সাথে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতায় আমার অভিজ্ঞতা হয়েছে তাদের অধিকাংশ মানুষ ইনতিকাল করে পরপারে চলে গেছেন। আর যারা পৃথিবীতে বেঁচে আছেন তারও বয়োবৃদ্ধ। তবে আমার সংশ্লিষ্ট ছাত্রছাত্রী এখনও বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত। তাই এই পুস্তক পড়ে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ যাতে আখরাতে উপকৃত হয় সে উদ্দেশ্যে লেখা।

বাংলাদেশে সরকারী উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দলীয় রাজনীতি, স্বজনপ্রীতি ও দুর্নীতি জাতির মেরুদন্ড শিক্ষাকে ধারাবাহিকভাবে যে ভাবে ধ্বংস করেছে তা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন জ্যেষ্ঠ (সিলেকশন গ্রেড) প্রফেসর পর্যবেক্ষণকারী হিসেবে বিভিন্ন তথ্য সহযোগে বইটি লেখা হয়েছে। বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন পর্যায়ের নব-নিযুক্ত ও বিদায়ী প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার স্বাগত ও বিদায়ী সভায় উপস্থিত থাকার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। দলীয়ভাবে নিয়োগকৃত বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ভাইস-চ্যান্সেলর মহোদয়গণের ভাষন শুনেছি। প্রায় সকলেই নিরপেক্ষ থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণার মান উন্নয়ন করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দেন। অনেকে আবার নিয়োগকালীন সময়ে ভাবাবেগে আপ্লুত হয়ে বলেন, 'প্রতিষ্ঠানটিকে আন্তর্জাতিক মানের বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে গড়ে তোলার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করব।' কিন্তু দুখের বিষয় আমাদের আশা-আকাঙ্খা কোনটায় পূরণ হয়না। দলীয় সরকারের পরিবর্তনের সাথে সাথে সকল ভাইস-চ্যান্সেলরদের ক্ষমতা থেকে সরিয়ে আবার নতুন দলীয় সরকার এক সেট নতুন দলীয় ভাইস চ্যান্সেলর নিয়োগ করে। আবার এসব দলীয় ভাইস-চ্যান্সেলরগণের বিদায়ী সভার ভাষণ শুনে উপলব্ধি করতে সক্ষম হই যে, প্রত্যেকেই সংশিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং শিক্ষার জন্য যে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের দলিলপত্র বলে ভিন্ন চিত্র। তাই এই বইটি লেখার মূল উদ্দেশ্য যাতে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম জাতীর মেরুদন্ড উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে মূলত রাজনৈতিক কারণে কীভাবে ধ্বংস করা হয়েছে তা সহজেই সনাক্ত এবং তার প্রতিকার করে জাতির মেরুদন্ডকে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়। আমার বইটি লেখার মূল উদ্দেশ্য বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য দিকনির্দেশনা- কাউকে বিব্রত করা নয়। তাই সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ বিব্রত না হয়ে আমাকে নিজ গুণে ক্ষমা করে দিবেন।

বাকৃবি এর বার্ষিক ডায়েরিতে শিক্ষকদের নামের তালিকা থেকে রাজনীতির সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক নাই এমন শিক্ষকের নাম খুজে পাওয়া দুর্লভ ব্যাপার। অর্থাৎ বাংলাদেশের সকল পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকাংশ শিক্ষকই কোন না কোন জাতীয় রাজনৈতিক দলের কার্যক্রমে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত। বর্তমানে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র রাজনীতি পেশাভিত্তিক দলীয় সংগঠনে পরিণত হয়েছে। তাই ছাত্র রাজনীতি বিপক্ষে কোন আলোচনা করাও একটি স্পর্শকাতর বিষয়। আর অতিশয়োক্তি না করেই বলা যায়, দেশের সকল পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ঝাড়ুদার থেকে আরম্ভ করে ভাইস-চ্যান্সেলর পর্যন্ত প্রায় সকলই কোষ্ঠিপাথরে যাচাইকৃত দলীয় রাজনৈতিক নেতা-কর্মী। দেশের উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এরূপ রাজনৈতিক পরিবেশে হাতে গোনা নিরপেক্ষ বা অ-রাজনৈতিক কর্মজীবীর অবস্থা সংখ্যা গরিষ্ঠ বাঘের জংগলে হরিণের উপস্থিতির মতই।

১৯৬৭ সনে আমি এসএসসি পরীক্ষায় পাস করি। সেসময় আমাদের স্কুলে বিজ্ঞান (সায়েন্স) গ্রুপ না থাকার কারণে আর্ট গ্রুপে পড়তে হয়। আমার এসএসসিতে পঠিত বিষয় ছিল পৌর বিজ্ঞান (civics) এবং অর্থ বিজ্ঞান (economics)। পরবর্তীতে সায়েন্স গ্রুপে (চাঁপাই) নবাবগঞ্জ কলেজে ভর্তি হই। ১৯৬৮ সনে একদিন কলেজে ক্লাস শেষে বের হয়ে দেখলাম একজন ছাত্র (সরকার দলীয়) হঠাৎ অন্য একজন ছাত্রের পেটে চাকু মেরে চলে গেল। ছাত্ররা বলাবলি করছিল কারণ নাকি পলিটিক্স। পরবর্তীতে বাকৃবিতে পড়ার সময় ১৯৭৩ সনে আমার এক সময়ের রুমমেট অন্য একজন ছাত্রের পেটে ছোরা মেরে দেয়। সেসময়ও হলের ছাত্ররা বলাবলি করছিল নোংরা পলিটিক্সই কারণ। একই সনে একই কারণে একজন ছাত্র আমার রুম-মেটকে পিস্তুল দিয়ে গুলি করার জন্য আমার হোস্টেলের কক্ষে এসেছিল। ভাগ্যিস সে সেসময় রুমে ছিলনা। উল্লেখ্য, সে পিস্তুল বহনকারী ছাত্রটিকে পরবর্তী সময়ে অন্য কোন এক ছাত্র মেরে ফেলে। ছাত্রজীবনে পর্যবেক্ষণ করলাম ছাত্রদের নোংরা পলিটিক্স এবং পরবর্তীতে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হয়ে দেখলাম শিক্ষক ও প্রশাসনে কর্মরত ব্যক্তিবর্গের নোংরা পলিটিক্স। যে পলিটিক্স সহপাঠিকে মারতে শেখায়, যে পলিটিক্স মানুষের হক নষ্ট করে, যে পলিটিক্স দুর্নীতি করতে শেখায় সে দলীয় পলিটিক্স আমাকে আকর্ষণ করতে ব্যর্থ হয়। তাই একজন অ-রাজনৈতিক জ্যেষ্ঠ প্রফেসর হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন পর্যায়ে আমি মূলত ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা দিয়ে যেসব দলীয়করণ, দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতি পর্যবেক্ষণ করেছি তার একটি অংশ দেশের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য এই পুস্তকে প্রকাশ করেছি।

বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর থেকেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ সকল সরকারী প্রতিষ্ঠানে চাকরীর লাভের জন্য মূল যোগ্যতা নির্ধারিত হয়েছে রাজনীতি এবং কোটা পদ্ধতি। ফলশ্রুতিতে প্রকৃত মেধা হয়েছে উপেক্ষিত। তাই বাংলাদেশ থেকে মেধা বিদেশে পাচার হয়েছে এবং এখনও সে নিয়ম বলবৎ রয়েছে। এই মেধা পাচার জাতির অবক্ষয়ের অশনিসংকেত।

বাংলাদেশের এক বিচারপতি চাকরী থেকে অবসর নেয়ার সময় বিচারাঙ্গণে শেষ দিবসে আক্ষেপ করে বলে গেলেন, 'বর্তমানে সমাজে দুর্নীতি, ভ্রষ্টাচার ও নীতিহীন জীবনাচার সর্বগ্রাসী। কালো টাকার দাপটে সুনীতি ও মানবিক মূল্যবোধ কোনঠাসা। সৎ জীবন যাপন খুবই কঠিন।'

বাংলাদেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের সকাতর উক্তি, 'সাধারণ হওয়াই কি আমাদের অপরাধ'- কোন গণতান্ত্রিক রাজার আমলেই আমাদের নিস্তার নেই। রাজনৈতিক ক্যাডাররা আমাদের মত সাধারণ শিক্ষার্থীদের হাত-পাগুলো লোহার রড, হকিস্টিক, পাইপ ইত্যাদি দিয়ে পেটায়। আমাদের দেখার কেউ নাই।'

জরিপে বাংলাদেশের ৭৫ শতাংশ সাধারণ মানুষ বলছে, 'এইসব ছাত্রনামধারী যুবকেরা হল দখল, চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজির মতো অপকর্ম চালিয়ে যাচ্ছে। সুতরাং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে ছাত্ররাজনীতি বন্ধ হোক।' অপরদিকে দেশের রাজনীতিবিদগণ ৭৫ শতাংশ সাধারণ জনগণের মতামতকে উপেক্ষা করে বলছেন, 'সাধারণ ছাত্রগণ ছাত্ররাজনীতি আর রাজনীতির দুর্বৃত্তায়নকে এক করে ফেলেছেন।' তাঁদের ব্যাখ্যা, 'ছাত্ররা দেশের ভবিষ্যৎ, ছাত্ররা রাজনীতি বিমুখ হলে ভবিষ্যতে দেশে যোগ্য নেতা পাওয়া দায় হবে।' ছাত্ররাজনীতি করার পক্ষে আরও জোরালো যুক্তি দেয়া হচ্ছে, 'ছাত্ররাই বাহান্নর ভাষা আন্দোলন, ১৯৭১ সনের মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটিয়েছে। সুতরাং ছাত্ররাজনীতি চালু রাখা অত্যাবশ্যক।' তাই বাংলাদেশের সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র-শিক্ষক, ভাইস-চ্যান্সেলরসহ সকল পর্যয়ের আধিকাংশ ব্যক্তিবর্গ রাজনীতিবিদ নেতা। একই চিত্র দেশের সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলোতে পরিলক্ষিত হচ্ছে। ফলশ্রুতিতে বাংলাদেশের সকল প্রতিষ্ঠান থেকে সাধারণ (অ-রাজনৈতিক) ছাত্রসমাজ, কর্মজীবী ও পেশাজীবীর সংখ্যা এমনিতেই কমে গেছে এবং এরূপ অবস্থা চলতে থাকলে কয়েক বছরের মধ্যে পৃথিবীর বিপন্ন প্রাণির মতই (endanger animals) বাংলাদেশ থেকে সৎ কর্মঠ নিরপেক্ষ সাধারণ সমাজের বিলুপ্তি ঘটবে। অপরদিকে দেশের সকল উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠনে যোগ্য শিক্ষাবিদ ও গবেষক তৈরি না হয়ে হবে দেশ চালানোর জন্য লাখ লাখ যোগ্য নেতা-কর্মী। দেশ চালানোর জন্য নেতার চাহিদা ও সরবরাহের ব্যাপক পার্থক্যের কারণে হল দখল, সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি ও টেন্ডারবাজির মতো অপকর্মে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত যুবকেরা সমাজে

অপকর্মের মাত্রা আরও বাড়িয়ে দিবে। অবশেষে অতিষ্ঠ হয়ে সাধারণ (অ-রাজনৈতিক) সকল পেশার যুবসমাজ ও অভিজ্ঞ পেশাজীবী বিপন্ন প্রাণিরমত খাঁচায় বসবাস না করে বিদেশে চলে যাবে। আর দেশে থাকবে শুধু শিশু, বয়োবৃদ্ধ, প্রতিবন্ধি এবং দেশ পরিচালনার জন্য প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নেতাগণ।

পিএইচডি, ফেলোশীল, বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরীর এবং কনফারেন্সে যোগদানের সুবাদে বিশ্বের বহু দেশের শিক্ষা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানে আমার যাবার সুযোগ হয়েছে। এছাড়া ইন্টারনেটের যুগে ইন্টারনেট সার্চ করে পৃথিবীর কোন দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দলীয় আনুগত্যের ভিত্তিতে কর্মচারী, শিক্ষক থেকে শুরু করে দলীয় ভাইস-চ্যান্সেলর নিয়োগের কোন তথ্য আমার নজরে আসেনি। এমতাবস্থায় বাংলাদেশের জাতীয় রাজনীতিবিদগণ কেন উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সকল অধিবাসীদের জাতীয় রাজনীতি করতে উৎসাহিত করছেন? এই পরিপ্রেক্ষিতে সেই মুখরোচক গল্পটি স্মরণ হয়। একটি ছেলে দৌঁড়ে এসে হাঁফাতে হাঁফাতে ওর বন্ধু বান্ধবদের উদ্দেশে বলছিল, ‘আল্লায় মানির মান বাঁচাইছে - আমার বাপরে মেথর পট্টিতে জুতাপেটা করতেছে, আমি কোন রকমে পালাইয়া চলি আইছি।’

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়া ৫০ বছরের অধিক সময় পার করেছে। স্বাধীন হবার পর থেকেই উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ব্যাপকভাবে দলীয় রাজনীতির প্রচলন হয়েছে। বর্তমানে যেদিকে তাকাই সেদিকে দেখি নেতা আর নেত্রীর সমাগম। কিন্তু এপর্যন্ত বাংলাদেশে একজনও মাহাথির মোহাম্মদ বা আব্রাহাম লিংকন তৈরি হয়নি। যা তৈরি হয়েছে তা আমাদের সকলেরই জানা। জমিতে যে বীজ বপন করা হয় সে অনুযায়ী প্রজাতি ও বৈশিষ্ট্যের শস্য হয়। তাই আজ বাংলাদেশে প্রয়োজন একজন মাহাথির মোহাম্মদ বা আব্রাহাম লিংকনের জন্য বীজ বপন করা। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিংকনের একটি ঘটনা বললে স্পষ্ট হবে কেন আমরা তাঁর মত বাংলাদেশে একজন রাষ্ট্র নায়ক প্রয়োজন। আমেরিকার গৃহযুদ্ধের সময় এক ধর্মযাজক কথা প্রসঙ্গে আব্রাহাম লিংকনকে বলেছিলেন, ‘মিস্টার প্রেসিডেন্ট আসুন আমরা বিশ্বাস রাখি এবং প্রার্থনা করি যে, এই দুঃসময়ে ঈশ্বর আমাদের পক্ষে থাকবেন।’ প্রতি-উত্তরে লিংকন বললেন, ‘ঈশ্বর নিয়ে আমি মোটেও চিন্তিত নই। কারণ আমি জানি যে ঈশ্বর সব সময় ন্যায় ও সত্যের পক্ষেই থাকেন। এর চেয়ে বরং আসুন, আমরা প্রার্থনা করি এই জাতিটা যেন সব সময় ঈশ্বরের পক্ষে থাকত পারে।’

এই গ্রন্থে উল্লিখিত অনেক গল্প, তথ্য, ঘটনা সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি প্রথম আলো, বাকৃবি ও অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং ইন্টারনেট থেকে সংগ্রহীত তথ্য সন্নিবেশিত করা হয়েছে। বাকৃবি গ্রন্থাগারের সুযোগ-সুবিধা ব্যবহার করা হয়েছে। এছাড়াও যে সব ব্যক্তিবর্গ বিভিন্ন তথ্য দিয়ে সাহায্য করেছেন তাঁদের প্রত্যেককে আমি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাই। বাকৃবি-এর প্রাক্তন ক্রমানুসারে দায়িত্ব পালনকারী তিনজন রেজিস্ট্রার মহোদয়দের মন্তব্য চেয়ে সংশ্লিষ্ট পাণ্ডুলিপি পাঠিয়েছিলাম। কিন্তু শুধুমাত্র বাকৃবির প্রথম ও সাবেক রেজিস্ট্রার ড. মো. মাহবুবুর রহমান সাহেব ‘বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকরীর ভূয়োদর্শন’ পরিচ্ছেদটি পড়ে মন্তব্য প্রদান করেছেন (সংশ্লিষ্ট অধ্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে) তার জন্য তাঁকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ। অবশ্য তিনি আজ আর পৃথিবীতে জীবিত নেই। আল্লাহ তাঁর সৎ কাজের জন্য বেহেশত নসীব করুন সে দোয়া করি। পরিশেষে বইয়ের কম্পোজকৃত পাণ্ডুলিপির প্রুফ সংশোধনের জন্য আমার ধর্মিণী মাহফুজা বুলবুলকে জানাই অশেষ ধন্যবাদ। বইটি নির্ভুল ছাপার ব্যাপারে যথেষ্ঠ সতর্কতা সত্ত্বেও ভুলভ্রান্তি রয়ে যাওয়া অসম্ভব নয়। আশা করি পাঠক তা ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন।

রাজউক উত্তরা এপার্টমেন্ট প্রজেক্ট,
কামিনী ভবন, উত্তরা সেক্টর-১৮, ঢাকা।

ড. মোঃ আব্দুস সামাদ

সূচীপত্র

পরিচ্ছেদ	বিষয়	পৃষ্ঠা
প্রথম পরিচ্ছেদ	**বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরীর ভূয়োদর্শন**	**০০১-০৩২**
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	বিশ্ববিদ্যালয়ের বাসা বরাদ্দ ও রক্ষণাবেক্ষণ	০৩৩-০৪৪
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাব্যবস্থা ও পরিবেশ	০৪৫-০৬৮
চতুর্থ পরিচ্ছেদ	ভেটেরিনারি শিক্ষা ও পেশার ভূয়োদর্শন	০৬৯-০৮৭
পঞ্চম পরিচ্ছেদ	**ভেটেরিনারি ক্লিনিকের দখল বৃত্তান্ত**	**০৮৯-১২২**
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ	মেডিসিন বিভাগের স্পেস দখল বৃত্তান্ত	১২৩-১৪২
সপ্তম পরিচ্ছেদ	জার্নাল, গবেষণা এবং বই প্রকাশণার হালহকিকত	১৪৩-১৫৮
অষ্টম পরিচ্ছেদ	মেডিসিন বিভাগের অভ্যন্তর পর্যবেক্ষণ	১৫৯-১৬৬
নবম পরিচ্ছেদ	ভেটেরিনারি ডিন হিসেবে অভিজ্ঞতা	১৬৭-১৭০
দশম পরিচ্ছেদ	বিশ্ববিদ্যালয়ে বিবিধ ঘটনার অভিজ্ঞতা	১৭১-১৮৯

বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরির ভূয়োদর্শন

বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরিলাভের ইতিবৃত্ত

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (বাকৃবি) এর ভেটেরিনারি অনুষদের প্রথম পোস্ট-এইচএসসি ব্যাচে ১৯৭০ সনে ডিভিএম ডিগ্রীর জন্য আমরা প্রায় ৫০ জন ছাত্র ভর্তি হই। অবশেষে ডিভিএম ফাইনাল পর্বে ১৯৭৩-৭৪ সেশনে ৪৩ জন ছাত্র ছিলাম। ১৯৭৫ সনে আমাদের ডিভিএম ফাইনাল পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হয়। উক্ত ডিভিএম ফাইনাল পরীক্ষায় আমরা ৬ জন প্রথম শ্রেণি পাই এবং অবশিষ্ট ছাত্রগন পায় দ্বিতীয় শ্রেণি। উল্লেখ্য, সে সময় ভেটেরিনারি স্নাতক শ্রেণিতে (ডিভিএম) প্রথম শ্রেণি পাওয়া অত্যধিক দুরূহ ছিল। তাই পোস্ট-এইচএসসি প্রথম ব্যাচে ৬ জন ডিভিএম ডিগ্রীতে প্রথম শ্রেণি পাওয়ায় অনুষদে একটি আশার আলো দেখা দেয়। অনেকের ধারণা হ'ল যে, প্রথম পোস্ট-এইচএসসি ব্যাচের ডিভিএম ডিগ্রীতে প্রথম শ্রেণি প্রাপ্ত ৬ জনই ভেটেরিনারি অনুষদের বিভিন্ন বিভাগে লেকচারার পদে নিয়োগ লাভ করবে। কারণ পূর্বে ভেটেরিনারির স্নাতক শ্রেণিতে প্রথম শ্রেণি প্রাপ্ত গ্র্যাজুয়েটের অভাবে অনুষদের অধিকাংশ শিক্ষক ছিলেন ডিভিএম শ্রেণিতে দ্বিতীয় শ্রেণি প্রাপ্ত। উল্লেখ্য, সে সময় দেশে মাঠ পর্যায়ের ভেটেরিনারিয়ান এর সংখ্যাও ছিল অ-পর্যাপ্ত। তাই ভেটেরিনারি ডিগ্রী পাশ করতে পারলেই 'থানা পশু পালন কর্মকর্তা' হিসেবে সরাসরি নিয়োগ দান করা হতো। সে কারণে এসএসসি এবং পোস্ট-এইচএসসি দু'টি ব্যাচের সদ্য পাশ করা ৫৪ জন ভেটেরিনারি গ্র্যাজুয়েটের একই সাথে 'থানা পশু পালন কর্মকর্তা' হিসেবে নিয়োগ পত্র দেওয়া হয় (প্র ঃ -১১০/৭৬/৩৪৭ তারিখ ১২-৬-৭৬ইং)। উল্লেখ্য, উক্ত পদগুলো জাতীয় বেতনক্রমের ৫ম গ্রেডভুক্ত পদ (প্রথম শ্রেণি গেজেটেড মর্যাদা সম্পন্ন) এবং বেতনের স্কেল ৪৭৫-৩৫-৬৮৫-ইডি-৪০-১০০৫-৪৫-১২৭৫/- টাকা। সেকারণে সাধারণত যেসব ভেটেরিনারি গ্র্যাজুয়েটের বিশ্ববিদ্যালয়ে লেকচারার হিসেবে নিয়োগ পাবার সম্ভাবনা থাকতো না তারা সরাসরি ডিভিএম ডিগ্রী নিয়ে থানা পশু পালন কর্মকর্তা হিসেবে মাঠ পর্যায়ে কাজে যোগদান করতেন। তবে বিগত দিনে স্নাতক শ্রেণিতে প্রথম শ্রেণি প্রাপ্ত গ্র্যাজুয়েট না থাকার কারণে ২য় শ্রেণি প্রাপ্ত গ্র্যাজুয়েট বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক হিসেবে যোগদান করতেন। প্রথম পোস্ট-এইচএসসি ডিভিএম ডিগ্রীতে ৬ জন প্রথম শ্রেণি প্রাপ্ত গ্র্যাজুয়েট বের হবার ফলে দ্বিতীয় শ্রেণি প্রাপ্ত গ্র্যাজুয়েটদের লেকচারার হবার সুয়োগ থাকার কথা নয়। সেকারণে আমাদের সাথে যে সব ছাত্র ডিভিএম শ্রেণিতে ২য় শ্রেণি পেয়েছিল তারা সাবাই 'থানা পশু পালন কর্মকর্তা' হিসেবে বাংলাদেশের বিভিন্ন থানায় কাজে যোগদান করে। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় যে, বাকৃবি এর শিক্ষক নিয়োগে দুর্নীতি, রাজনীতি ও স্বজনপ্রীতির কারণে প্রথম শ্রেণি প্রাপ্ত গ্র্যাজুয়েটদের আধিকারবঞ্চিত করে ২য় শ্রেণি প্রাপ্ত গ্র্যাজুয়েট নিয়োগ দান করা হয়েছে। বিগত ২৮শে মার্চ ২০০৭ তারিখে 'দৈনিক প্রথম আলো' পত্রিকায় প্রকাশিত কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের 'নিয়োগ-নৈরাজ্য'- শিরোনামে রিপোর্ট থেকে আমারা বাকৃবি এর গত পাঁচ বছরের শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগে বেপরোয়া দুর্নীতি, দলবাজি ও স্বজনপ্রীতির অবস্থা সম্পর্কে অবহিত। কিন্তু বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর থেকেই যে বাকৃবি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটির শিরায় শিরায় দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি ও অঞ্চল-প্রীতি প্রবেশ করে বাকৃবি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটির প্রতিষ্ঠিত শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রমকে ক্রমান্বয়ে কুলষিত করেছে এর খবর কতজন জানে। আমি ১৯৭৫ সনে বাকৃবি থেকে গ্র্যাজুয়েট হওয়া থেকে শুরু করে এই প্রতিষ্ঠানেই শিক্ষকতার কাজে জড়িত হয়ে আমার অভিজ্ঞতা দিয়ে প্রশাসনের যে অনিয়ম দেখেছি এখানে তা-ই উল্লেখ করছি।

১৯৭৫ সনে ডিভিএম ফাইনাল পরীক্ষার ফল প্রকাশের পর মার্ক শিট উঠিয়ে দেখলাম যে, আমার তিন বছরের গড় মার্ক প্যাথলজি বিষয়ে সর্বোচ্চ। তাই সিদ্ধান্ধ নিলাম যে প্যাথলজি বিভাগে এমএসি করবো। উল্লেখ্য, সে যুগে বিভাগের যে অধিক জ্যেষ্ঠ শিক্ষক তিনিই স্থায়ীভাবে বিভাগীয় প্রধান থাকতেন। সে অনুযায়ী সে সময়ের প্যাথলজি বিভাগের বিভাগীয় প্রধানের নিকট আমার উচ্চ শিক্ষার আগ্রহের কথা পেশ করলাম। তিনি আমার আগ্রহের কথা শুনে সাথে সাথে বললেন, 'আমার প্যাথলজি বিভাগে শিক্ষকের স্বল্পতা রয়েছে। তাই ডিভিএম শ্রেণিতে প্রথম শ্রেণি প্রাপ্ত দু'জনকে বিভাগে লেকচারার নিব। এর মধ্যে তোমাদের ব্যাচের প্রথম শ্রেণিপ্রাপ্ত এক জনের সাথে কথা হয়েছে এবং তুমি আমার বিভাগে আসলে ভালই হবে।' তখন আমি বলেছিলাম, 'আগামী সপ্তাহে আমাদের ফাইনাল ইয়ারের শিক্ষা সফর আরম্ভ হবে এবং আমাদের ঢাকা, চট্টগ্রাম, কক্সেস' বাজার, কুমিল্লা ইত্যাদি জেলায় যেতে হবে। তাই শিক্ষা সফর শেষে নিয়মিত আপনার বিভাগে আসবো।' তখন মাননীয় বিভাগীয় প্রধান স্যার বললেন, 'শিক্ষা সফর থেকে ফিরে এসে তোমাদের দু'জনের 'এড হক' ভিত্তিতে প্রভাষক পদে নিয়োগপত্রের আদেশনামা পেয়ে যাবে'। আমাদের শিক্ষা সফরে প্রধান গাইড হিসেবে ছিলেন আমাদের ভেটেরিনারি অনুষদের ডীন ও প্যারাসাইটোলজি বিভাগের প্রধান। বাকৃবি ক্যাম্পাস থেকে যে বাসটি বিভিন্ন ছাত্রাবাস থেকে আমাদেরকে পিক-আপ করছিল এবং যখন শাহজালাল হলের সহপাঠিরা বাসে উঠলো তখন জানা গেল যে আমাদের যে ক্লাস-মেট প্যাথলজি বিভাগে লেকচারার হবে সে শিক্ষা সফরে যাবেনা। সেদিন আমরা তাকে ছাড়াই শিক্ষা সফরে গমন করি। শিক্ষা সফর শেষে বাকৃবি ক্যাম্পাসে ফিরেই বিকেল বেলায় শাহজালাল হলে সেই সহপাঠীর সাথে দেখা করতে গেলাম। শাহজালাল ছাত্রাবাসে তার রুমে যেতেই সে বলল, 'আমি যেন বিভাগীয় প্রধান স্যারের সাথে দেখা করি।' তখন আমি তাকে জিজ্ঞোসা করি, 'আমাদের কি এড হক নিয়োগের অর্ডার এসে গেছে ?' সে গম্ভীর গলায় উত্তর দিল, 'না'। আরও বলল, 'এখনই চল স্যারের বাসায়।' তার কথামত তার সাথে গেলাম প্যাথলজি বিভাগের প্রধান স্যারের বাসায়। সন্ধ্যার একটু আগে প্রধান স্যারের বাসায় যেতেই একজন বুয়া ড্রয়িং রুমের দরজা খুলে দিল। কিছুক্ষণ পরে বুয়া তেল মাখানো মুড়ি সামনের টেবিলে রাখলো। আর এর পরপরই প্রধান স্যার ড্রয়িং রুমে প্রবেশ করলেন। দাঁড়িয়ে আদাব দিয়ে অনুমতি সাপেক্ষে সোফায় বসলাম। প্রধান স্যার শিক্ষা সফরের কোন কথা জিজ্ঞাসা না করেই সরাসরি বললেন, 'সামাদ তোমাকে প্যাথলজি বিভাগে চাকরী দিবার যে কথা বলেছিলাম সে চাকরী তোমাকে দিতে পারবো না।' তখন আমি উত্তরে বলেছিলাম, 'স্যার আমিতো প্রথমে আপনার নিকট চাকরী চাইনি, আমি আপনার গাইডে এমএসসি ডিগ্রী করতে চেয়েছিলাম মাত্র। বরং আপনি আমাকে চাকরী দিতে চেয়েছিলেন। অতএব, এখন আমাকে এমএসসি করার সুযোগ দিন সেটায় আমার জন্য আপতত যথেষ্ট হবে।' তখন উত্তরে জানালেন, 'আমি তোমাকে এমএসসিতে গাইড করতে পারবোনা'। আমি স্যারের কথায় হতবাক হয়ে গেলাম। হঠাৎ রাতারাতি এমন কী ঘটলো যে চাকরীতো দূরের কথা স্যার আমাকে এমএসসির গাইড হতে অপারগ! তবে মনে হয়েছিল কোথাও কিছু একটা ঘটেছে। ছাত্রজীবনে আমার রাজনীতি করার অভিজ্ঞতা নেই। তবে এটা বুঝতে বাকী রইলনা যে, মেধা দিয়ে নয়, বাকৃবি-তে চাকরী নিতে হলে শিক্ষক নেতাকে আগে খুশী করতে

হবে। কিন্তু এমএসসি করার জন্য যে নেতাকে খুশী করতে হবে তা বিশ্বাস হচ্ছিলনা। তাই ভাগ্য বিশ্বাসী হিসেবে কোন আক্ষেপ না করে প্রধান স্যারের বাসা থেকে ফিরে এলাম। আল্লাহ যা করেন তা মঙ্গলের জন্য। কোন শিক্ষক নেতার সুপারিশে এমএসসি ডিগ্রী করা বা চাকরী নেওয়ার কোন মানসিকতা আমার ছিলনা।

পরদিন সকাল ১০টায় ভেটেরিনারি অনুষদে গেলাম। আমাদের শিক্ষা সফরে গাইড ছিলেন ভেটেরিনারি অনুষদের ডীন এবং তিনি প্যারাসাইটোলজি বিভাগের প্রধান। সাধারণত তিনি ছাত্রদের সাথে খুব কম কথা বলতেন। স্যারের চেম্বারে যেতেই জিজ্ঞাসা করলেন, 'কেন এসোছো ?' সরাসরি বললাম, 'আমি প্যারাসাইটোলজিতে আপনার গাইডে এমএসসি করতে চাই'। সাধারণত সবাই জানতো যে প্রথম শ্রেণিপ্রাপ্ত আমাদের ব্যাচের ছয়জন কে কোথায় এমএসসি করবে। তাই প্যাথলজি বিভাগে আমার এমএসসি করার সর্বশেষ অবস্থা সম্পর্কে স্যারকে জানালাম। তিনি উত্তরে বললেন, 'আমি তোমাদের ব্যাচের একজনকে প্যারাসাইটোলজি বিভাগে নিবো বলে কথা দিয়েছি। তাই তোমাকে প্যারাসাইটোলজি বিভাগে এমএসসি করতেও নিতে পারবো না।" তবে তিনি বললেন, 'তুমি আগামী কালকে দেখা কর'। পরদিন দেখা করতেই ডীন স্যার বললেন, 'তুমি মেডিসিন ও সার্জারি বিভাগের প্রধান-এর সাথে দেখা কর।' যে কথা সেই কাজ, সরাসরি চলে গেলাম মেডিসিন ও সার্জারি বিভাগের প্রধানের সাথে দেখা করতে। উল্লেখ্য, সেসময় মেডিসিন ও সার্জারি বিভাগের মেডিসিন শাখায় দু'জন সিনিয়র সহযোগী প্রফেসর ছিলেন এবং তার মধ্যে সিনিয়র জন ছিলেন বিভাগীয় প্রধান। মেডিসিন ও সার্জারি বিভাগের বিভাগীয় প্রধানের চেম্বারে প্রবেশ করার সাথেই সাথেই স্যার বললেন, 'ডীন সাহেবের সাথে আলাপ হয়েছে তোমাকে মেডিসিন বিভাগে নেয়া হবে'। তিনি আরও বললেন যে, তোমাদের ব্যাচের একজনকে সার্জারি শাখায় এবং তোমাকে মেডিসিন শাখায় নেয়া হবে। তারপর মেডিসিন শাখার দ্বিতীয় সিনিয়র সহযোগী প্রফেসর এর সাথে দেখা হবার সাথে সাথে তিনি একই কথা বললেন এবং ভেটেরিনারি ক্লিনিকে নিয়মিত যাওয়ার জন্য বললেন। সুতরাং মেডিসিন ও সার্জারি বিভাগের দু'জন সিনিয়র শিক্ষকের আশ্বাসে আশ্বস্থ হয়ে প্রতিদিন পশু হাসপাতালে রোগীর চিকিৎসা করতে আরম্ভ করলাম।

১৯৭৬ সনের প্রথম দিকেই দৈনিক পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি দেয়া হয়েছিল যে, লিবিয়া বাংলাদেশ থেকে ভেটেরিনারিয়ান নিয়োগ করবে। তখন আবার অনেকের ধারণা হল যে, ডিভিএম শ্রেণিতে যাদের প্রথম বিভাগ আছে তাদেরকে চাকরীর জন্য লিবিয়া নিয়োগ করবে। যাহা হউক, আমরা অনেকেই লিবিয়ায় ভেটেরিনারিয়ান হিসেবে নিয়োগ পাবার উদ্দেশে ঢাকায় দরখাস্ত জমা দিতে যাই। ঢাকায় দরখাস্ত জমা দেবার পরদিন আমি ছাত্রাবাস থেকে মেডিসিন বিভাগে যাবার পথে ভেটেরিনারি অনুষদের করিডোরে প্যাথলজি বিভাগের বিভাগীয় প্রধানের সাথে দেখা হয়। তখন তিনি বললেন, 'সামাদ আমার সাথে এসো'। কোন বাক্য ব্যয় না করে স্যারকে অনুসরণ করলাম। তাঁর চেম্বারে পৌঁছেই তিনি বললেন, 'আমি তোমাদের ব্যাচের যাকে শিক্ষক হিসেবে নিবো ঠিক করেছিলাম সে লিবিয়া চলে যাবে। আমার বিভাগে শিক্ষকের অভাব, তাই তুমি আমার বিভাগে ফিরে এসো'। তখন উত্তরে আমি বললাম, 'আমিও গতকাল লিবিয়া যাওয়ার জন্য দরখাস্ত ঢাকায় জমা দিয়ে এসেছি'। তার উত্তরে তিনি বললেন, 'তা যাই হউক, আমার বিভাগের শিক্ষকের প্রয়োজনে আমি দুই জনকেই লেকচারার করে নিবো'। তোমাদের দুইজনের মধ্যে কমপক্ষে একজন বিদেশে গেলে কমপক্ষে একজনকেতো পাওয়া যাবে। আমি এক মহাবিপদে পড়লাম। একবার তিনি আমাকে প্যাথলজি বিভাগে নিয়োগ করবেন বলে মাত্র দু'সপ্তাহের ব্যবধানে তাড়িয়ে দিলেন। আবার এখন চাকরী দিতে চান। তিনি নিশ্চয় অবগত হয়েছেন যে, আমি এখন মেডিসিন ও সার্জারি বিভাগে এমএসসি ও চাকরীর জন্য কাজ করছি। তাই এই মহাবিপদ থেকে উদ্ধার পাবার জন্য প্যাথলজি বিভাগের বিভাগীয় প্রধানকে বললাম, 'মেডিসিন ও সার্জারি বিভাগের বিভাগীয় প্রধান আমাকে লেকচারার হিসেবে নিয়োগদান করবেন বলে জানিয়েছেন। এমতাবস্থায় প্যাথলজি বিভাগে আবার ফিরে আসার খবর প্রকাশ পেলে আমার জন্য অসুবিধা হবে। তবে আপনি যদি মেডিসিন বিভাগের আগে লেকচারার হিসেবে নিয়োগ দিতে পারেন তবে মেডিসিন বিভাগের বিভাগীয় প্রধানকে হয়তো বোঝানো সম্ভব হবে। তবে শর্ত থাকবে যে, লেকচারার হিসেবে নিয়োগ হবার পূর্ব পর্যন্ত আপনি এবং আমি ছাড়া আমাদের এই সিদ্ধান্ত তৃতীয় ব্যক্তি যেন না জানতে পারে। এছাড়া আপনার বিভাগে লেকচারার নিয়োগ না হওয়া পর্যন্ত আমি মেডিসিন বিভাগ তথা ভেটেরিনারি ক্লিনিকে কাজ করতে থাকবো'। তিনি আমার এসব শর্তে রাজী হয়ে গেলেন।

উপরোক্ত এই ঘটনার প্রায় দুই সপ্তাহ পরে হঠাৎ প্রথম শ্রেণিপ্রাপ্ত আমার ছয় ক্লাস-মেটের মধ্যে একজন এবং সম্পর্কে খালাতো ভাই আমার নিকট এসে হাজির। সে জানালো যে ভেটেরিনারি অনুষদের কোন বিভাগে সে এমএসসি করা বা চাকরীর ব্যবস্থা করতে পারেনি। সর্বশেষে সে ফার্ম্যাকলজি বিভাগের এক সহযোগী প্রফেসর এর সহায়তায় প্যাথলজি বিভাগের প্রধানের সাথে আলাপ করেছে। উল্লেখ্য, ফার্ম্যাকলজি বিভাগের সে শিক্ষক ও প্যাথলজি বিভাগের বিভাগীয় প্রধান রাশিয়া থেকে পিএইচডি ডিগ্রী করেছেন। কথা প্রসঙ্গে প্যাথলজি বিভাগের প্রধান না কি তাকে বলেছেন, 'সামাদ যদি প্যাথলজি বিভাগে না আসে তবে আমাকে প্যাথলজি বিভাগে নিতে পারবে'। এই পরিপ্রেক্ষিতে সে আমাকে অনুরোধ করতে এসেছে যে প্যাথলজি বিভাগ তার জন্য ছেড়ে দিতে। আলহামদুল্লিহা বলে ছেড়ে দিলাম। তখন থেকে সে প্যাথলজি বিভাগে আছে এবং পরবর্তীতে নেতা হয়ে সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এর ভাইস-চ্যান্সেলর হিসেবে দায়িত্ব পালন করে।

অবশেষে আমাদের ডিভিএম ব্যাচের প্রথম শ্রেণিপ্রাপ্ত ছয় জন গ্র্যাজুয়েটের মধ্যে দু'জন মেডিসিন ও সার্জারি বিভাগে, দু'জন প্যাথলজি বিভাগ, একজন প্যারাসাইটোলজি বিভাগ এবং একজন মাইক্রোবায়োলজি অ্যান্ড হাইজিন বিভাগে এমএসসি ডিগ্রী ও লেকচারার হবার জন্য স্থির হল। পরবর্তীতে দেখা গেল যে, ডিভিএম শ্রেণিতে ১ম স্থান আধিকারীকে ১৯৭৬ সনের ২৮শে এপ্রিল সর্বপ্রথম মেডিসিন ও সার্জারি বিভাগের সার্জারি শাখায়, ৫ম স্থান অধিকারীকে ৮ই মে ১৯৭৬ তারিখ প্যারাসাইটোলজি বিভাগে, ৬ষ্ঠ স্থান অধিকারীকে ১৯৭৬ সনের ২৪শে জুন মাইক্রোবায়োলজি অ্যান্ড হাইজিন বিভাগে এবং ২য় স্থান অধিকারীকে ১৯৭৬ সনে ৯ই জুলাই প্যাথলজি বিভাগে লেকচারার হিসেবে নিয়োগ দান করা হল। কিন্তু সমস্যা দেখা দিল ৩য় স্থান অধিকারী আমার সেই খালাতো ভাইয়ের যাকে প্যাথলজি বিভাগে ছেড়ে এসেছি এবং ৪র্থ স্থান অধিকারী আমার। যখন দেখলাম যে, ৫ম এবং ৬ষ্ঠ স্থান অধিকারীর লেকচারার হিসেবে ভেটেরিনারি অনুষদে চাকরী হয়ে গেল তখন আমি মেডিসিন ও সার্জারি বিভাগের প্রধানের নিকট আবেদন করলাম যে, মেডিসিন ও সার্জারি বিভাগে যে দু'টি শূন্য

লেকচারার পদ তার মধ্যে একটি আমার এক ক্লাস-মেটকে নিয়োগ দেয়া হয়েছে এবং কথা অনুযায়ী ২য় শূন্য লেকচারার পদটি আমার জন্য নির্ধারিত থাকার কথা। তাই বিভাগীয় প্রধানকে বিজ্ঞাপনের মধ্যেমে উক্ত পদটি পূরণ করার জন্য প্রস্তাব দিতে অনুরোধ করি। আমার অনুরোধ শুনে তিনি উত্তর দিলেন, 'আমার একটু অসুবিধা আছে। বিভাগে সত্যিই একটি লেকচারার পদ শূন্য আছে। তবে বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে পূরণ করা যাবেনা। কারণ এবিভাগে তোমার থেকে সিনিয়র দু'জন ভেটেরিনারিয়ান বিভাগের গবেষণা প্রকল্পে কাজ করছে তাদের কোন ব্যবস্থা না করে তোমাকে চাকরী দেয়া সম্ভবপর নয়।' তবুও বিভাগীয় প্রধানকে অনুরোধ করি যে বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে কম পক্ষে একজনের চাকরীর ব্যবস্থা করেন এবং ক্রমান্বয়ে উদ্যোগ গ্রহন করেন। তিনি না আমার জন্য প্রস্তাব দিলেন না বিজ্ঞাপনের জন্য লিখলেন। উল্লেখ্য, উক্ত সিনিয়র দু'জন ভেটেরিনারিয়ান ডিভিএম ডিগ্রীতে দ্বিতীয় শ্রেণিপ্রাপ্ত ছিলেন।

সে সময় বাকৃবি এর ভাইস-চ্যান্সেলর ছিলেন ভেটেরিনারি অনুষদের একজন প্রফেসর। সে সুবাদে ভাইস-চ্যান্সেলর মহোদয়ের সাথে দেখা করতে গেলাম। তিনি আমাকে ভালো ছাত্র হিসেবে জানতেন। তাই তাঁর চেম্বারে প্রবেশ করার সাথে সাথে তিনি বললেন, 'আমি দুই দুই বার (ব্যক্তির নাম উল্লেখ করে) ফাইল ফেরত পাঠিয়েছি এই বলে যে মেডিসিন বিভাগে প্রথম শ্রেণিপ্রাপ্ত প্রার্থী আছে। তাই ২য় শ্রেনিপ্রাপ্ত প্রার্থীর অ্যাড-হকে নিয়োগ দেয়া সম্ভমপর নয়'। আমাকে তিনি চাকরীর ব্যাপারে আশ্বস্থ করলেন। ইতিমধ্যে উল্লিখিত দু'জনের একজন অনুধাবন করেছিলেন যে সকল পরীক্ষায় ২য় বিভাগ নিয়ে মেডিসিন ও সার্জারি বিভাগে শিক্ষক হওয়া সম্ভবপর হবেনা এবং বিভাগীয় প্রধান তার জন্য তেমন একটা আগ্রহী নয়। কিন্তু অপরজন ছিলেন স্থানীয় ও বিভাগীয় প্রধানের প্রিয়ভাজন। একারণে বিভাগীয় প্রধান আমাকে জিম্মি করে তাকে মেডিসিন বিভাগের লেকচারারের শূন্যপদে নিয়োগ দেয়ার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালান। পরবর্তীতে আবার প্রায় দুই সপ্তাহ পরে ভাইস-চ্যান্সেলর মহোদয়ের সাথে দেখা করতে গেলাম। এবার তিনি বললেন যে, বিভাগীয় প্রধান প্রস্তাব না দিলে তিনি কী ভাবে নিয়োগ দিবেন। তাই তিনি বললেন, 'মেডিসিন বিভাগের শূন্য লেকচারার পদ উল্লেখ করে বিভাগীয় প্রধানের নিকট থেকে লেকচারার নিয়োগের প্রস্তাব নিয়ে আস'। এছাড়ও তিনি বললেন যে, এটি যদি সম্ভব না হয় তবে, মেডিসিন বিভাগে একটি প্রফেসর এর পদ শূন্য রয়েছে আপাতত মেডিসিন বিভাগে প্রফেসর হবার মত কেহ যোগ্য প্রার্থী নাই তাই সে পদের বিপরীতে লেকচারার নিয়োগের জন্য প্রস্তাব আনলেও নিয়োগ দেয়া হবে। কিন্তু বিভাগীয় প্রধানের পছন্দের ব্যক্তির চাকরীর পূর্বে বিভাগীয় প্রধানের নিকট থেকে আমার জন্য প্রস্তাব লেখানো ছিল অসম্ভব ব্যাপার। যেখানে বিভাগের শূন্য লেকচারার পদটি বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে পূরণ করতেই আগ্রহী নন কারণ সে পদ্ধতিতে তাঁর পছন্দের ব্যক্তিকে সিলেকশন কমিটির মাধ্যমে প্রথম শ্রেণিপ্রাপ্ত প্রার্থীকে বাদ দিয়ে সিলেকশন কমিটিতে সিলেকশন দেয়া সম্ভবপর নয়। অবশিষ্ট থাকলো বিভাগের শূন্য প্রফেসর পদের বিপরীতে লেকচারর হিসেবে নিয়োগ দান। ভাইস-চ্যান্সেলর মহোদয়ের উদ্ধৃতি দিয়ে শূন্য প্রফেসর পদের বিপরীতে লেকচারারের প্রস্তাব দেওয়ার কথা বলতেই বিভাগীয় প্রধান এক কথায় 'না' করে দিলেন। উল্লেখ্য, সে সময় প্রফেসর হবার মত বিভাগে কোন যোগ্য শিক্ষক মেডিসিন বিভাগে ছিলনা এবং সে পদটি প্রায় ছয় বছর শূন্য রেখে ২৯.৪.১৯৮২ তারিখে ডাঃ আব্দুর রহমান সাহেবকে নিয়োগ দান করা হয়। প্রফেসর পদের বিপরীতে লেকচারার হিসেবে নিয়োগের কথাটি যে ভাবেই হউক বিভাগে জানাজানি হয়। ফলে আমার কথাটি কানে আসে যে, সামাদ এখনই প্রফেসর হতে চাই। একথা শুনে আমার কিছুই বলার ছিলনা, তবে আমি পরবর্তীতে মেডিসিন বিভাগের বিভাগীয় প্রধান হয়ে আমার এক ছাত্র সহকর্মীকে মেডিসিন বিভাগের শূন্য প্রফেসর পদের বিপরীতে সহকারী প্রফেসর হিসেবে নিয়োগ দানের ব্যবস্থা করি। আমি মেডিসিন বিভাগে বিভাগীয় প্রধানের গাইডে এমএসসি ছাত্র ছিলাম এবং সব পরিস্থিতি বিবেচনা করে লেকচারার হবার সব সাধ মিটিয়ে দিয়ে গবেষণা কাজে আত্মনিয়োগ করলাম।

মাননীয় ভাইস-চ্যান্সেলর মহোদয় ২য় শ্রেণিপ্রাপ্ত ব্যক্তির লেকচারার হিসেবে নিয়োগের জন্য দুই দুই বার অসম্মতির কারণে এবং প্রথম শ্রেণিপ্রাপ্ত ব্যক্তি থাকা অবস্থায় ২য় শ্রেণি প্রাপ্ত ব্যক্তিকে অ্যাড-হক ভিত্তিতে নিয়োগ দান সম্ভব হবেনা বলে আমার ধারণা হয়। কিন্তু হঠাৎ সব জল্পনা কল্পনা আর বিশ্বাসের অবসান ঘটিয়ে ৭-৭-৭৬ তারিখ মেডিসিন ও সার্জারি বিভাগের বিভাগীয় প্রধান শূন্য লেকচারার পদের বিপরীতে অ্যাড হক ভিত্তিতে উক্ত ২য় শ্রেণিপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে এক্সটেনশন ভেটেরিনারিয়ান হিসেবে নিয়োগদানে সমর্থ হন। এই নিয়োগ দানের ফলে একদিকে যেমন প্রথম শ্রেণি প্রাপ্ত ব্যক্তিকে বঞ্চিত করা হলো তেমনি বিভাগের শিক্ষার জন্য পদটিকে মাঠ পর্যায়ে কাজের জন্য স্থানান্তর করার কারণে শিক্ষা ও শিক্ষা বিভাগ উপেক্ষিত হলো।

সম্ভবত ১৯৭৬ সনে বাকৃবি এর গবেষণা কার্যক্রম উন্নয়নের জন্য সকল বিভাগের জন্য একটি করে লেকচারার (রিসার্চ) নামকরণে অস্থায়ী ভিত্তিতে পদ সৃষ্টি করা হয়। অন্যান্য বিভাগে এই নতুন পদে নিয়োগ দান করা হয়। ফলে খোঁজ নিয়ে জানা গেল যে, মেডিসিন ও সার্জারি বিভাগের এরূপ একটি পদ সৃষ্টি করা হয়েছে। কিন্তু পূর্বের তিক্ত অভিজ্ঞতার পর ভাগ্য ও আল্লাহ এর উপর বিশ্বাস রেখে আর মেডিসিন বিভাগের প্রধানকে চাকরীর জন্য অনুরোধ করলাম না। অবশেষে দেখা গেল যে, ২য় শ্রেণিপ্রাপ্ত অপরজনকে উক্ত পদের বিপরীতে নিয়োগ দান করা হ'ল। তিনি উক্ত পদে নিয়োগ পাবার পর পরই ব্যক্তি উদ্যোগে ইন্ডো-বাংলাদেশ কালচারাল অ্যাকাডেমি এক্সচেইজ প্রোগ্রামের অধীনে পিএইচডি স্কলারশিপের ব্যবস্থা করে ভারতে গমন করেন। উল্লেখ্য, উচ্চ শিক্ষার জন্য তাঁর ভারতে গমনের কারণে মেডিসিন ও সার্জারি বিভাগে উক্ত লেকচারার (রিসার্চ) পদটি শূন্য হয়।

অবশেষে মেডিসিন ও সার্জারি বিভাগের বিভাগীয় প্রধান উক্ত শূন্য লেকচারার (রিসার্চ) পদটির বিপরীতে নিয়োগের জন্য প্রস্তাব দেন।[১]

ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ

সাধারণত অধিকাংশ ক্ষেত্রে ভাইস-চ্যান্সেলর মহোদয় লেকচারার এবং সহকারী অধ্যাপক পর্যন্ত অ্যাড-হক-এ নিয়োগ দান করতেন। আমার ক্ষেত্রে তিনি লেকচারার (রিসার্চ) পদটি বিজ্ঞাপন দিতে বললেন। এতে বুঝতে পারলাম যে, ভাইস-চ্যান্সেলর মহোদয় আমাকে যে পূর্বে যে সব কথা বলেছেন তা সবই ছিল পলিটিক্যাল কথাবার্তা। অপরদিকে পদটি বিজ্ঞাপনের কথা বলে দেরি করানো বা স্থগিত রাখা অবস্থার সৃষ্টি হ'ল। বিভাগীয় প্রধানের প্রস্তাব দেয়ার প্রায় দু'মাস সময় অতিবাহিত হলেও কোন চাকরীর নিয়োগপত্রের ব্যবস্থা হলনা। তাই পরবর্তী মাসে ঠিক করলাম একটি নতুন প্রস্তাব বিভাগীয় প্রধানের নিকট থেকে নিয়ে যথাযথ কর্তৃপক্ষের সুপারিশ নিয়ে ভাইস-চ্যান্সেলর মহোদয়ের নিকট হাতে হাতে নিয়ে যাব। তাই করলাম কিন্তু ততোদিনে ডীন, ভেটেরিনারি অনুষদ

[১]The post of Assistant Professor (Research) in the Department of Medicine and Surgery in which Muzahid Uddin Ahmed who was recently appointed is lying vacant due to his recent training in abroad. Department of Medicine and Surgery has got 4 on-going Research schemes. One lecturer in the Research is needed to work on the Research schemes. Md. Abdus Samad, son of Mr. Md. Ettaz Ali Biswas of Village Sabek Lavanga, PO Ranihati, Dist. Rajshahi has been working in relation to the scheme for 'Bovine sterility and Sub-fertility in Bangladesh.' He may kindly be appointed as Lecturer (Research) on ad hoc basis against the said post. Biodata of Md. Abdus Samad is enclosed herewith.

Sd/- Dr. Khandaker Md. Ali
Head
Department of Medicine and Surgery
Bangladesh Agricultural University
Mymensingh
Memo No. 1411 / DMS, Dated 17.5.76

Dean, FVS
Recommended and Forwarded
Sd/- Hafezuddin Shaikh
Dean, FVS

CASR
Forwarded and Recommended for favourable consideration.
Dr. Mohad. Ali has stated in above note the necessity of the post.
Sd/- Amir Hossain Talukdar 20-5-76

Vice-Chancellor
The post may be advertised immediately.
Sd/- Vice-Chancellor

এবং কো-অর্ডিনেটর পরিবর্তন হয়ে গেছে। যিনি কো-অর্ডিনেটর ছিলেন (৪-৮-৭৫ হতে ১৫-৭-৭৬) তিনি হলেন ভেটেরিনারি অনুষদের ডীন এবং কো-অর্ডিনেটর হলেন ভেটেরিনারি অনুষদের একজন শিক্ষক নেতা (১৬-৭-৭৬ হতে ১৪-৪-৭৮)। সুতরাং শিক্ষক নেতার নিকট গিয়ে কোন লাভ হবেনা বলে পুনরায় হতাশ হলাম। কো-অর্ডিনেটর মহোদয় আমার উক্ত প্রস্তাবটি ফরওয়ার্ড বা ফেরত না দিয়ে তার অফিসের কেরানির ফাইলে আবদ্ধ করে রেখে দিলেন। আমি প্রায় প্রতিদিন সে কেরানির নিকট যাই এবং সে কেরানী প্রতিদিনই বলেন যে প্রস্তাবটি ফাইলে পড়ে আছে। অবশেষে জানতে পারলাম যে, বিভাগীয় প্রধানের যে কোন নিয়োগের প্রস্তাব কো-অর্ডিনেটরের মাধ্যমে পাঠাতে হয়না, পাঠাতে হয় ডীনের মাধ্যমে। সংবাদটি জানার সাথে সাথে কো-অর্ডিনেটর সাহেবের কেরানির নিকট থেকে প্রস্তাবটি নিয়ে সোজা ভেটেরিনারি অনুষদের ডীন স্যারের চ্যাম্বারের দিকে যেতে থাকলাম। সে সময় ভেটেরিনারি অনুষদের ডীন ছিলেন অ্যানাটমি ও হিস্টোলজি বিভাগের প্রফেসর ড. মো, আমীর হোসেন তালুকদার। কিন্তু তখন মধ্যাহ্নকালীন ভোজ বা দুপুরের খাবার সময়। ডীন স্যারের বিভাগে প্রবেশ করতেই দেখলাম ডীন স্যার বাসায় যাচ্ছেন। করিডরে স্যারকে সালাম দিতেই জিজ্ঞাসা করলেন, 'এদিকে কোথায় যাচ্ছ?' উত্তরে বললাম, 'স্যার আপনার কাছে যাচ্ছিলাম আমার চাকরীর প্রস্তাবটি সুপারিশের জন্য'। তিনি সাথে সাথে বললেন, 'দাও'। আমি কাগজটি স্যারের হাতে দিতেই পার্শ্বের একটা রুমে প্রবেশ করে টেবিলের উপর রেখে সুপারিশ করে দিলেন। স্যারকে পুনরায় সালাম জানিয়ে চিন্তা করে দেখলাম যে, ডীন স্যার এবং কো-অর্ডিনেটর দুই জনই আমার শ্রেণি শিক্ষক ছিলেন। তাদের কার্যকলাপের মধ্যে পার্থক্য আকাশ ও জমিনের মধ্যে যেরূপ পার্থক্য। আল্লাহ মাফ করুন এবং আমাদের কাজের প্রতিদান প্রতিশোধ করুন।

অবশেষে বাকৃবি এর কর্তৃপক্ষ মেডিসিন বিভাগের লেকচারার (রিসার্চ) পদটি পূরণের জন্য পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেয়। ভালই হ'ল, অ্যাড-হকে নিয়োগের ক্ষেত্রে অন্যের অধিকার বঞ্চিত হওয়ার প্রশ্ন থাকে। উক্ত পদের জন্য আমরা চার জন ইন্টারভিউ দিয়েছিলাম। অবশেষে আমি ২৯.৭.১৯৭৬ তারিখ থেকে এই পদে নিয়োগ লাভ করে কাজে যোগদান করি।[২,৩]

Bangladesh Agricultural University, Mymensingh
Order[২]

No. 5768/ Estt. Dated, September 1, 1976

Mr. Md. Abdus Samad, DVM, S/O. Mvi. Md. Ettaz Ali Biswas of Village : Sabek Lavanga, P.O. Ranihati, Dt. Rajshahi, is temporarily appointed to act as Lecturer (Research) in the Department of Medicine & Surgery on an initial pay of Tk. 450/- (Taka four hundred & fifty) only per month in the scale of Taka 450-50-800-EB-50-1050/- for a period of 6 (six) months with effect from 29.7.76.

He shall be bound to abide by all University Ordinance, Statutes, Rules and Regulations that are currently in force and that may be prescribed from time to time by the University.

By order of the Vice-Chancellor
Sd/- M. Islam
Dy. Registrar

Memo No. 5768(9) / Estt. Dated : 1-9- 1976

Copy forwarded to:
1. Mr. Md Abdus Samad, Lecturer (Res), Dept of Medicine & Surgery.
2. Head, Department of Medicine & Surgery.
3. Dean, FVS
4. Treasurer.
5. Controllor of Exam.
6. Librarian
7. Public Relations Officer.
8. Academic Section.
9. Council Division for reporting in the next meeting of the Syndicate

Sd/- 1/9.76
Dy. Registrar

Bangladesh Agricultural University, Mymensingh
ORDER[৩]

No. / Estt. Dated, October 1976

Mr. Md. Abdus Samad, DVM, S/O. Mvi. Ettaz Ali Biswas, Village: Sabek Lavanga, P.O. Ranihati, Dist. Rajshahi is temporarily appointed to act as Lecturer (Research) in the Department of Medicine & Surgery on an initial pay of Taka 500/- (Taka five hundred) only per month in the scale of Taka 450-50-800-EB-50-1050/- for a period of 6 (six) months with effect from 29.7.76.

He shall be bound to abide by all University Ordinance, Statutes, Rules and Regulations that are currently in force and that may be prescribed from time to time by the University.

This supersedes this office order No. 5768/Estt. Dt.1.9.76.

By order of the Vice-Chancellor
Sd/- M.M. Rahman
Registrar

Memo No. 6301(8) / Estt. Dated: October 5, 1976

Copy forwarded to :
1. Mr. Md Abdus Samad, Lecturer (Res), DM & S
2. Head, DM & S
3. Dean, FVS
4. Controllor of Examinations.
5. Treasurer
6. Public Relations Officer.
7. Librarian
8. Academic Section.

Sd/- 4/10.76
Registrar

ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ

উপরোক্ত দু'টি নিয়োগপত্রের মূল পার্থক্য প্রথমে ডেপুটি রেজিস্ট্রার সাহেব ৪৫০/- টাকা মাসিক বেতন উল্লেখ করে নিয়োগ পত্রের অর্ডার ইস্যু করেন।[২] কিন্তু পরবতীর্তে বাকৃবি এর রেজিস্ট্রার মহোদয় মাসিক বেতন ৫০০/- টাকা উল্লেখ করে পূর্বের নিয়োগ আদেশনামাটি সংশোধন করেন।[৩] চাকরীর প্রথম নিয়োগপত্রের অর্ডারেই অনিয়ম! পরবর্তীতে প্রতি ছয় মাস পরপর লেকচারার (রিসার্চ) পদটিসহ আমার চাকরী পুনঃনিয়োগ হতে থাকল।

মেডিসিন বিষয়ে এমএসসি ডিগ্রী অর্জন

১৯৭৪ সনের সেশনের ডিভিএম ডিগ্রীর ফাইনাল পর্বের ফল ১৯৭৫ সনে প্রকাশিত হয়। অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় এক বছর সেশন পিছিয়ে থাকার কারণে ১৯৭৫ সেশনে এমএসসি ইন মেডিসিন ডিগ্রীর জন্য মেডিসিন বিভাগে ভর্তি হই। সে সময় যে সকল ছাত্রের বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরী হবার সম্ভাবনা ছিল মূলত সেসকল ছাত্ররাই স্নাতকোত্তর শ্রেণিতে ভর্তি হতো। সে সময়ও স্নাতকোত্তর শ্রেণীতে কোর্স সিস্টেম ছিল কিন্তু দুঃখের বিষয় স্নাতকোত্তর শ্রেণিতে নিয়মিত কোন ক্লাস অনুষ্ঠিত হবার সিস্টেম ছিলনা। বার্ষিক সিস্টেম হওয়ায় একবারেই ফাইনাল পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হতো। তাই ফাইনাল পরীক্ষার পূর্বে শ্রেণি শিক্ষকগণ ফাইনাল পরীক্ষার প্রশ্নপত্র সম্বন্ধে একটা গাইড লাইন দিতে অভ্যস্ত ছিলেন। উল্লেখ্য, সে সময় এমএসসি ইন মেডিসিন বিষয়ে তিনটি থিয়রি এবং তিনটি প্র্যাকটিক্যাল কোর্স ছিল। বিগত দিনের স্নাতকোত্তর শ্রেণির পরীক্ষার ফল পর্যালোচনা করলে বোঝা যায়, যে সকল ছাত্র স্নাতক শ্রেণিতে প্রথম বিভাগ প্রাপ্ত তারা সবাই স্নাতকোত্তর শ্রেণিতে প্রথম বিভাগ পেয়ে থাকে। আবার ২য় শ্রেণি প্রাপ্তরাও প্রথম শ্রেণি পেতো শিক্ষক হবার সম্ভাবনা থাকলে।

পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, এমএসসি ইন মেডিসিন কোর্সে তিনটি থিয়রি এবং তিনটি প্র্যাকটিক্যাল কোর্স ছিল। থিয়রি কোর্সে প্রশ্নের ক্ষেত্রে কিছুটা গাইড লাইন থাকলেও প্র্যাকটিক্যাল কোর্সের পরীক্ষার জন্য কোন গাইড লাইন থাকতোনা। সাধারণত প্র্যাকটিক্যাল পরীক্ষায় দু'জন ইন্টারন্যাল এবং একজন এক্সটারন্যাল পরীক্ষক দ্বারা পরীক্ষা পরিচালিত হতো। থিসিস ডিফেন্সের ভাইভা ভোসি পরীক্ষার জন্য থাকতো দু'জন ইন্টারনাল এবং একজন এক্সটারন্যাল। এমএসসি ইন মেডিসিন এর সকল পরীক্ষা খুব ভালই দিয়েছি। তবে সমস্যা দেখা দিল দু'টো পরীক্ষা নিয়ে, তার একটি পেপার-৩ এর প্রাকটিক্যাল পরীক্ষা এবং অপরটি থিসিস ডিফেন্স ভাইভা পরীক্ষা। এই পরীক্ষা দু'টির এক্সটারন্যাল পরীক্ষক ছিলেন দু'জন শিক্ষক নেতা। পেপার-৩ প্র্যাকটিক্যাল পরীক্ষায় ইন্টারন্যাল ছিলেন মেডিসিন ও সার্জারি বিভাগের দু'জন সম্মানিত শিক্ষক এবং এক্সটারনাল ছিলেন প্যাথলজি বিভাগের স্বনামধন্য বিভাগীয় প্রধান। পরীক্ষাটি শুধু মৌখিকভাবে সম্পন্ন হয়। মৌখিক পরীক্ষা দিয়ে আমি উক্ত স্যারের চেম্বারের বাহিরে দাঁড়িয়ে আপেক্ষা করছিলাম করণ দ্বিতীয়বার যদি ডাকে। হঠাৎ স্যারদের আলোচনা শুনতে পেলাম যে আমাকে উক্ত প্র্যাকটিক্যাল পরীক্ষায় ফেল মার্ক দিবে। উল্লেখ্য, উক্ত পরীক্ষটি অনুষ্ঠিত হচ্ছিল ভেটেরিনারি অনুষদের ভবন ৩ এর নিচ তলায় বর্তমানে সার্জারি বিভাগ। উক্ত পরীক্ষায় আমাকে ফেল মার্ক দিবে শুনে আশ্চর্য হয়ে সোজা মেডিসিন ও সার্জারি বিভাগের প্রধান ও আমার এমএসসি এর গাইডের চেম্বারে (দ্বিতীয় তলায়) গেলাম এবং আমি যা শুনেছি তা ব্যক্ত করলাম। তখন তিনি আমার কথা শুনেই তাঁর চেম্বার থেকে নেমে এসে নিচ তলায় উক্ত স্যারের চেম্বারে প্রবেশ করলেন। অবশেষে আমার গাইড স্যারের হস্তক্ষেপে ডিভিএম এ প্রথম শ্রেণি প্রাপ্ত এক ছাত্রের এমএসসি পরীক্ষায় ফেল করানো থেকে রক্ষা পেল। এখন রইল এমএসসি থিসিস ডিফেন্সের ভাইভা-ভোসি পরীক্ষা। এই পরীক্ষায় এক্সটারনাল ছিলেন সেই কো-অর্ডিনেটর স্যার। থিসিস ডিফেন্স পরীক্ষার ভাইভার জন্য ডাক পড়লে চেম্বারের ভিতর প্রবেশ করলাম। কোন কিছু প্রশ্ন না করে একজন ইন্টারনাল স্যার বললেন যে, মেডিকাল কলেজের দু'জন প্রফেসর থিসিসের পরীক্ষক ছিলেন তাঁরা গবেষণা কাজের খুব প্রশংসা করে কমেন্ট দিয়েছে এবং ভালো নম্বর দিয়েছে। এই কথা শুনেই এক্সটারনাল স্যার কোন প্রশ্ন না করেই বললেন, 'তুমি যাও'। আমি নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছিলামনা কারণ পরীক্ষায় কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা না করে কিভাবে পরীক্ষকবৃন্দ মার্ক দিবেন। যখন একজন ইন্টারন্যাল স্যার পুনরায় বললেন 'তুমি যাও'। তখন চেম্বার থেকে বেরিয়ে আসি। পরবর্তীতে এমএসসি ইন মেডিসিন পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণি অর্জন করি এবং ফল প্রকাশের পর সেপ্টেম্বর ৩, ১৯৭৭ তারিখে উক্ত পরীক্ষার মার্ক শিট সংশ্লিষ্ট শাখা থেকে সংগ্রহ করে দেখি সকল পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীর থেকে অধিক নম্বর আছে কিন্তু এই দু'টি পরীক্ষায় শতকরা ৫০ ভাগ নম্বর পেয়েছি।

অতপর ১৯৭৭ সনে সত্যসত্যিই লিবিয়া থেকে ভেটেরিনারিয়ান নিয়োগের জন্য বাংলাদেশে একটি সিলেকশন টিম আসলো। সেই টিম বাংলাদেশ থেকে প্রায় অর্ধশতাধিক অভিজ্ঞ ভেটেরিনারিয়ান নির্বাচন করলো। এসময় আমাদের মেডিসিন ও সার্জারি বিভাগ থেকে তিন জন শিক্ষককে লিবিয়ায় ভেটেরিনারি সার্জন হিসেবে নিয়োগ দান করল। ফলে আমাদের বিভাগের বিভাগীয় প্রধানসহ অন্য দু'জন শিক্ষক ৪-১১-১৯৭৭ইং তারিখে বাকৃবি থেকে লিয়েনে লিবিয়া গমন করেন। উল্লেখ্য, মেডিসিন ও সার্জারি বিভাগে যে দু'জন সিনিয়র সহযোগী অধ্যাপক ছিলেন তাদের একজন (বিভাগীয় প্রধান) লিবিয়া যাওয়ার কারণে অপরজনকে বিভাগীয় প্রধান হিসেবে নিয়োগ করা হয়। পরবর্তীতে মেডিসিন ও সার্জারি বিভাগ থেকে লিভ ভ্যাকানসিতে দু'টি লেকচারার পদ পূরণের জন্য বিজ্ঞপ্তি দেয়া হয়। সে বিজ্ঞাপিত পদের জন্য দরখাস্ত করি এবং পুনরায় ইন্টারভিউ দিয়ে লেকচারার (লিভ ভ্যাকান্সি) পদে নিয়োগ লাভ করি।[৪]

ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ

লেকচারার (লিভ ভেক্যান্সি) পদে নিয়মিত রেগুলারভাবে নিয়োগ লাভ করার পর দেখা গেল যে, উক্ত আদেশনামা অনুযায়ী ২২-৬-৭৮ইং ইউনিভারসিটি এমপ্লয়ীস কন্ট্রিবিউটারি প্রভিডেন্ট ফান্ড বেনিফিট দেয়া আরম্ভ করেছে। আমার বেতন থেকে কর্তনের অর্থ যে কন্ট্রিবিউটারি প্রভিডেন্ট ফান্ডে জমা হয়েছে।[৫]

ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ

পরবর্তীতে নিশ্চিত হলাম যে, আমার চাকরী নিয়মিত হয়েছে এবং আর ছয় মাস পর পর চাকরীর মেয়াদ বর্ধিত করতে হবেনা। এখন পদটি লিভ ভেক্যান্সিতে থাকলেও বিভাগে কোন লেকচারার বা অন্য কোন পদ খালি হলে বা থাকলেই অফিসিয়ালি তা ট্রান্সফার করা হবে। আর একাজটি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের করার কথা।

Bangladesh Agricultural University
Mymensingh
ORDER[৪]

No.   / Estt.   June   , 1978

Mr. Md. Abdus Samad, Lecturer (Res.), in the Department of Medicine & Surgery is appointed to act as Lecturer, until further orders, in the said Department (against a leave vacancy) on an initial pay of Taka 650/- (Taka six hundred & fifty) only per month in the scale of Taka 450-50-800-EB-50-1050/- with effect from 22.6.78 i.e the date of Sydicate approval.

His next increment will fall due on 30th August every year.

He shall be entitled to the benefit of the University Employees' contributory provident Fund.

He shall be bound to abide by all University Ordinance, Statutes, Rules and Regulations that are currently in force and that may be prescribed from time to time by the University.

By order of the Vice-Chancellor
Sd/- Registrar

Memo No. 2655(8) / Estt.   Dated : June 30, 1978

Copy forwarded to :

1. Mr. Md Abdus Samad, Lecturer (Res.), DepU. of Medicine & Surgery.
2. Head, Department of Medicine & Surgery.
3. Dean, Faculty of Veterinary Science.
4. Treasurer. The appointment of Mr. Abdus Samad has been made against the leave vacancy of Dr. Md. Azizul Haque, Associate Professor.
5. Controller of Examinations.
6. Librarian
7. Public Relations Officer.
8. Academic Section.

Sd/- 30.6.78
Registrar

Accounts Slip for the year 1978-79[৫]
Bangladesh Agricultural University, Mymensingh

Contributory Provident Fund
Name : Md. Abdus Samad
Designation: Lecturer , Deptt. (Medicine & Surgery)
Rate of interest 5% percent

Particulars of Account	Subscription Ta	P	Contribution Ta	p
1. Opening balance on 1st July 1978	x		x	
2. Deposite during the year	364.96		364.96	
3. Interest 5% per annum on balance	17.30		17.30	
4. Withdrawal during the year	x		x	
5. Recovery of loan	x		x	
6. Closing balance on 30the June 1979	382.26		382.26	
7. Outstanding loan	x		x	
8. Gross balance				

Notes: The subscriber is requested to satisfy himself as to the correctness of the statement and to bring errors, if any, to the notify of the Treasurer within three months from the data of receipt of this statement in default of which any sum not included in the account may ordinarily be lapsed to the University Central fund.

Sd/- 6.5.80	Sd/- 15.5.80	Sd/- 21/5/80	Sd/- 23/5/80
Jr. Acctt.	Sr. Acctt.	Budget Officer	Treasurer

পিএইচডি স্কলারশিপ অ্যাওয়র্ড এবং স্টাডি লিভকে অনিয়মতান্ত্রিকভাবে টেনিকরণ

১৯৭৭ সনের মার্চ মাসে ১৯৭৮-৭৯ বর্ষের ভারত সরকারের পিএইচডি স্কলারশীপের জন্য বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষা মন্ত্রনালয় দৈনিক খররের কাগজে বিজ্ঞাপন দেয়। সে বিজ্ঞাপনের পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের প্রায় সকল সমসাময়িক সহকর্মী ভারতের পিএইচডি স্কলারশিপের জন্য আবেদন করে। উল্লেখ্য, হঠাৎ একদিন দুপুর বেলা লক্ষ্য করি যে আমাদের বিভাগের এক সহকর্মী ও ক্লাস-মেট উক্ত স্কলারশিপের জন্য দরখাস্ত টাইপ করছে। প্রাথমিক অবস্থায় ভারতের স্কলারশিপের জন্য তেমন একটা আগ্রহ ছিলনা। কিন্তু আমাদের ক্লাস-মেটদের মধ্যে উক্ত সহকর্মী স্নাতক শ্রেণিতে প্রথম শ্রেণিতে প্রথম ছিল। তাকে ভারতে পিএইচডি স্কলারশিপের জন্য আবেদন করতে দেখে আমার বায়োডাটা তাকে দিয়ে বলেছিলাম যে, সে যেন বিভাগের একই খামের মধ্যে দিয়ে পাঠিয়ে দেয়। সত্যিই সে আমার বায়োডাটাটা তার আবেদনের খামের মাধ্যমে পাঠিয়েছিল। কারণ কয়েক সপ্তাহ পরেই দেখা গেল আমার ঠিকানায় শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে একটি বড় খামে ভারতের পিএইচডি স্কলারশিপের জন্য আমাকে এককভাবে নির্বাচন করে ফরম পূরণের জন্য সংশ্লিষ্ট সব কাগজ পত্র পাঠিয়েছে। পরবর্তীতে বাংলাদেশ শিক্ষা মন্ত্রণালয় এর দায়িত্বে নিয়োজিত সংশ্লিষ্ট অ্যাসিস্ট্যান্ট এডিউকেশন্যাল অ্যাডভাইজার জনাব মো. আবুল হোসেন সাহেবকে জিজ্ঞেসা করি যে, ভারতে পিএইচডি স্কলারশিপের জন্য অনেকেই দরখাস্ত করেছিল এবং আমার জানা মতে আমার মত তাদেরও বিভিন্ন পর্যায়ের প্রথম শ্রেণি সংখ্যা একই রকম। কিন্তু তাদেরকে না নির্বাচন করে আমাকে নির্বাচন করার কারণ কি? উত্তরে বললেন যে, পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণির সংখ্যা একই হলেও 'বাংলাদেশ অবজারভার' দৈনিক পত্রিকায় আপনার দু'টি বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। তাই অন্যদের তুলনায় আপনার দু'ই পয়েন্ট বেশী। তাই আপনাকে এই স্কলারশিপের জন্য নির্বাচন করা হয়েছে। তখন মনে হয়েছিল যে, এই নির্বাচন সভায় যদি বাকৃবি এর কোন নেতা শিক্ষক থাকতেন তবে এই স্কলারশিপ আমার হবার কথা ছিলনা। কারণ বাকৃবিতে আমার চাকরীর নিয়োগ সংক্রান্ত দলিলপত্রই এর প্রমাণ। অবশেষে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলাম যে, বাকৃবি আমাকে এই স্কলারশিপে পিএইচডি করার জন্য স্টাডি লিভ মঞ্জুর করলে ভারত যাব কিন্তু স্টাডি লিভ মঞ্জুর না করলে আমার পক্ষে এপর্যায়ে পিএইচডি করতে যাওয়া সম্ভবপর নয়। ভারতে পিএইচডি স্কলারশিপ সংক্রান্ত যে সব অফিসিয়ালি যোগাযোগ হয়েছে তা দেয়া হ'ল।[৬-৮]

ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ

রেজিস্ট্রার মহোদয়ের উপরোক্ত তিনটি অফিসিয়াল পত্র[৬-৮] থেকে আমার স্পষ্ট ধারণা হয় যে, আমি ভারতে পিএইচডি করতে যাচ্ছি এবং আমাকে প্রয়োজনীয় স্টাডি লিভ অর্থাৎ আমার পিএইচডি করার পিরিয়ডটি ডিউটি বা কর্তব্য ছুটি হিসেবে গন্য করা হবে। তদানুসারে আমি পিএইচডি করার উদ্দেশে স্টাডি লিভের জন্য আবেদনটি করি।[৯]

Bangladesh Agricultural University, Mymensingh[৬]

No. Scho. 18/74 - / Aca. the 10 April, 1978

To
Mr. Md. Abul Hossain
Assistant Educational Adviser,
Govt. of the People's Republic of Bangladesh,
Ministry of Education (Education Division)
Bangladesh Secretarat, Dacca-2.

Sub: Scholarship offered by the Govt. of India for the Academic year 1978-79.

Dear Sir,

Kindly refer to the letter No. DAC/EDU/17/24/77 dated 31-3-77 (Copy enclosed) from the Education Adviser, High Commission of India in Bangladesh Dacca in which Mr. Md. Abdus Samad, Lecturer, Department of Medicine and Surgery of this University has been selected for higher studies in India.

Mr. Md. Abdus Samad, Lecturer will be granted Leave for the period of the scholarship as admissible under the University Leave Rules on consideration that there are necessities of trained personnel in the relevant department for its institutional development both in teaching and research at this University. There is nothing on records at this University about any departmental enquiry / proceedings against Mr. Samad.

I am, therefore, directed to request you kindly to arrange for necessary clearance from the Govt. of Bangladesh for Mr. Md. Abdus Samad, Lecturer, so as to enable to join the post graduate course in India in time.

An early step in the matter will be very much appreciated.

Yours faithfully
Sd/- Registrar

No. Schol.18/74-444 (3) / Aca. the 10 April, 1978

Copy forwarded for information to :-

1. Mr. Md. Abdus Samad, Lecturer, Department of Medicine and Surgery.
2. Head of the Department of Medicine and Surgery.
3. Dean, Faculty of Veterinary Science.

Sd/- 11/4/78
Registrar

Bangladesh Agricultural University, Mymensingh[৭]

No. Schol.18/74-520 / Aca the 25 April, 197

To
The Assistant Director
Passport and Emigration
Govt. of the People's Republic of Bangladesh
Sher-e-Banglanagar, Dacca-15

Sub: Grant of passport facilities to Mr. Md. Abdus Samad S/O. Mr. Md. Ettaz Ali Biswas for India.

An application of Mr. Md. Abdus Samad who is working as Lecturer in the Department of Medicine and Surgery against a permanent post is forwarded herewith for necessary action. His antecedents have already been verified through the Police Department and there is nothing against him.

1. There is no likelihood of his services being dispensed with in the near future.
2. The teacher intense to go abroad for higher studies and he will be **granted Leave** for the period of his studies as admissible under the University Rules. His absence abroad will be treated as **on duty**. Therefore, there is no objection to the grant of gratis passport facilities for India applied for.
3. He is national of Bangladesh by parentage.

Sd/- (M.M. Rahman)
25.4.78
Registrar

Bangladesh Agricultural University, Mymensingh[৮]

No. Scho. 18/74 -1617 / Aca. 9.10.1978

To
Mr. Md. Abul Hossain,
Assistant Educational Adviser,
Ministry of Education (Education Division)
Bangladesh Secretarat, Dacca-2.

Sub: Scholarship offered by the Govt. of India for the Academic year 1978-79.

Dear Sir,

In continuation of this office letter No. Schol. 18/74 -444/ ACA dated 10-4-78, I am to inform you that Mr. Md. Abdus Samad, Lecturer in the Deptt. of Medicine & Surgery of this University, has been accepted for Ph.D degree in Veterinary Medicine in Haryana Agricultural University, Hissar, India as it appear from a letter No. DAC/EDU/17/17/78 dated 20-9-78 (copy enclosed) from Dr. D. C. Biswas, Education Adviser, High Commission of India, Dacca. Mr. Samad is requested to report to Haryana Agricultural University by 13.11.78 positively.

I am, therefore, directed to request you kindly to arrange for issuance of necessary clearance from the Govt. of Bangladesh for Mr. M. A. Samad, Lecturer so as to enable him to join Haryana Agricultural University, Hissar, India by 13-11-78.

Yours faithfully
Sd/- Registrar

No. Schol. 18/74-1617(1) /ACA Dated : 9-10-78

Copy forwarded for information to Mr. M. A. Samad, Lecturer, Deptt. of Medicine & Surgery, BAU, Mymensingh.

Sd/- 9/10/78
Registrar

Bangladesh Agricultural University, Mymensingh[৯]

No. 1089 / DMS October 25, 1978

To
The Registrar
Bangladesh Agricultural University
Mymensngh
Through Proper Channel

Subject: Study leave for 3½ years for doing Ph.D in India.

Dear Sir,

I beg to state that I have been finally accepted by the Government of India for doing Ph.D course (Vet. Medicine) at Haryana Agricultural University, Hissar during 1978-79 under the Indo-Bangladesh Cultural and Academic Exchange Program (copy enclosed). All corresponds were made through proper channel. My session will start from November 13, 1978 and I shall have to reach there on or before that date. I expect to leave this University Campus on 1^{st} November, 1978.

I would, therefore request you kindly grant me study leave for 3½ years with effect from 1^{st} November, 1978 and other necessary clearance.

Yours sincerely

Sd/- 25.10.78
(Md. Abdus Samad)
Lecturer, Department of Medicine and Surgery

ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ

আমি উপরোল্লিখিত পত্রের মাধ্যমে (মেমো নং ১০৮৯ / ডিএমএস, তারিখ ২৫.১০.১৯৭৮) বিদেশে পিএইচডি করার জন্য ২৫-১০-১৯৭৮ তারিখে স্টাডি লিভের জন্য আবেদন করি।[৯] বাস্তবে একটি আবেদনপত্র যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে রেজিস্ট্রার শাখায় পৌঁছানো এবং সেখান থেকে নোটিং করে ভাইস-চ্যান্সেলর মহোদয়ের অনুমোদন সাপেক্ষ

Bangladesh Agricultural University, Mymensingh[১০]
Order

No. 4838 / Estt. Dated, October 25,1978

Mr. Md. Abdus Samad, Lecturer, Department of Medicine & Surgery is hereby released from his duties at this University with effect from November 1, 1978 in order to enable him to proceed to India for higher studies leading to Ph.D degree in Veterinary Medicine at the Haryana Agricultural University, India.

He shall be bound to return to this University immediately after completion of his training and shall serve the University for a minimum period of 4 (four) years in any post at any pay that may be considered suitable by the University authorities.

By order of the Vice-Chancellor
Sd/- M. Islam
Deputy Registrar-I

Memo No. 4838(7) / Estt. Dated: October 25, 1978

Copy forwarded to:
1. Mr. Md Abdus Samad, Lecturer, Department of Medicine & Surgery. His prayer for granting study leave for a period of 3½ years will be placed before the Syndicate in its next meeting and the decision of the Syndicate will be communicated to him in due course.
2. Head, Department of Medicine & Surgery.
3. Dean, Faculty of Veterinary Science.
4. Treasurer.
5. Controllor of Examinations.
6. Public Relations Officer.
7. Academic Section.

Sd/- 25/10/78
Deputy Registrar-I

Bangladesh Agricultural University, Mymensingh[১১]
ORDER

No. / Estt. March ,1979

In pursuance of Sydicate resolution No. 57 dated 26.2.79, sanction is hereby accorded to the creation of a post of Trainee for Mr. Md. Abdus Samad in the Department of Medicine & Surgery, who has been allowed to avail himself of a scholarship offered by the Government of India for doing Ph.D in Veterinary Medicine in the Haryana Agricultural University, Hissar, India, at a consolidated salary of Taka 650/- (Taka six hundred & fifty) only per month for a period of 3 (three) years with effect from 1.11.78.

Mr. Samad shall be bound to return to this University immediately after completion of his training and also serve this University for a minimum period of 4 (four) years in any post at any pay that may be considered suitable by the University authorities.

By order of the Vice-Chancellor
Sd/- A.K.M. Moqbul Islam
Deputy Registrar-I

Memo No. 951(4) / Estt. March 16, 1979

Copy forwarded to :
1. Mr. Md Abdus Samad, Trainee, 15 C, Veterinary Hostel, HAU, Hissar (Haryana), India.
2. Head, Department of Medicine & Surgery.
3. Dean, Faculty of Veterinary Science.
4. Treasurer. This has reference to this office Memo No. 4838(7) /Estt, dated 25.10.78.

Sd/- 15/3/79
Dy. Registrar

আবেদনকারীকে আদেশনামা ইস্যু করা হয়। তাই সাধারণত খুব জরুরী হলেও ব্যক্তিগতভাবে আবেদনকারী হাতে হাতে নিয়ে প্রসেস করলেও আদেশনামা পেতে কয়েকদিন সময় লাগার কথা। কিন্তু আমার ক্ষেত্রে আমি ব্যক্তিভাবে সে পথ অবলম্বন করি নাই। আমার স্টাডি লিভের আবেদন পত্রটি বিভাগীয় প্রধানের অফিসে জমা দিয়ে আমার দায়িত্ব সম্পন্ন করেছিলাম। কিন্তু বাস্তবে দেখা গেল যে, আমি ২৫-১০-১৯৭৮ তারিখে স্টাডি লিভের জন্য আবেদন করি এবং আবেদন করার তারিখেই (২৫-১০-৭৮) আবেদন পত্রটি রেজিস্ট্রার শাখায় পৌঁছার পূর্বে আমার স্টাডি লিভের আবেদন পত্রের উত্তরের আদেশনামা (মেমো নং ৪৮৩৮(৭)/ সংস্থাপন, তারিখ ২৫-১০-১৯৭৮) আমার হস্তগত হয়।[১০] অর্থাৎ এসব দলিল থেকে প্রমাণিত হয় যে, উক্ত আদেশনামায় স্বাক্ষরদানকারী ডেপুটি-রেজিস্ট্রার আমার ব্যাপারে অধিক আগ্রহী ছিলেন। কিন্তু কেন?

ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ

আমার বিভিন্ন আদেশনামায় স্বাক্ষরকারী সংশ্লিষ্ট ডেপুটি-রেজিস্ট্রার সাহেব কেন আমার ব্যাপারে অতি উৎসাহী ছিলেন তা উপরের আদেশনামা থেকে কিছুটা আন্দায করা যায়। কারণ বাকৃবি এর রেজিস্ট্রার মহোদয় আমার পিএইচডি স্কলারশিপ সংক্রান্ত ব্যাপারে বিভিন্ন সংস্থার সাথে যে সব পত্র আদান-প্রদান করেছেন সেসব পত্র এত স্পষ্ট যে পিএইচডি করার জন্য আমাকে স্টাডি লিভ দেয়া হবে তা ডিউটি লিভ হিসেবে গন্য হবে তাতে সন্দেহ মাত্র ছিলনা। কিন্তু সংশিষ্ট ডেপুটি-রেজিস্ট্রার সাহেব কিভাবে আমার স্টাডি লিভের বিষয়টি সিন্ডিকেটে উপস্থাপন করলেন যে, বাকৃবি এর স্টাডি লিভ রুলের মধ্যে আমার চাকরীর অবস্থা পড়েনা এবং বিভাগে অনেকগুলি বিভিন্ন পর্যায়ের পোস্ট খালি থাকা সত্ত্বেও আমার জন্য সিন্ডিকেটে বিশেষ বিবেচনায় ট্রেনি পোস্ট সৃষ্টি করে রেগুলার ভাবে নিয়োজিত লেকচারারকে ট্রেনি করে ডাউনগ্রেড করা হল! অন্যদিকে আমি ট্রেনি হয়ে পিএইচডি করার জন্য আবেদন করি নাই। আমি ২৫-১০-১৯৭৮ তারিখে পিএইচডি করার জন্য স্টাডি লিভের আবেদন করি। উক্ত ডেপুটি-রেজিস্ট্রার সাহেব যেমন অতি উৎসাহী হয়ে আমার স্টাডি লিভের আবেদন করার পূর্বেই সিন্ডিকেটের অনুমোদন ছাড়ায় বাকৃবি এর অডিনেন্স বর্হিভূতভাবে আমাকে বিদেশে পিএইচডি করার জন্য কোন ছুটি মঞ্জুর না করেই ডিউটি থেকে মুক্ত করে কিভাবে আদেশনামায় উল্লেখ করলেন যে, দেশে ফিরে বাকৃবিতে আমাকে কমপক্ষে চার বছর চাকরী করার বন্ডে থাকতে হবে! তিনি কেন বলতে পারলেনা যে, আমার চাকরীর বর্তমান অবস্থা অনুযায়ী স্টাডি লিভ দেওয়া সম্ভবপর নয়! তাই সিন্ডিকেটের সিদ্ধান্তের জন্য অপেক্ষায় থাকতে হবে। সত্যিই দুঃখের বিষয় যে, আমি ২৫-১০-১৯৭৮ইং তারিখে স্টাডি লিভের জন্য আবেদন করি এবং যখন আমি বিদেশে দু'টি ট্রাইমেস্টার সম্পন্ন করছি এমন অবস্থায় প্রায় ছয় মাস পরে আমাকে জানানো হল যে, মেডিসিন বিভাগে একটি ট্রেনি পোস্ট সৃষ্টি করে আপনাকে ট্রেনি বানানো হ'ল।[১১] বাকৃবি এর অর্ডিনেন্সে কি কোন শিক্ষককে এমনি ভাবে বিদেশে পাঠিয়ে জিম্মি করে? অথবা কোন ট্রেনি পদ সৃষ্টি করে বিদেশ উচ্চ শিক্ষায় পাঠানোর ব্যবস্থা আছে? যে সব বিশেষজ্ঞ বাকৃবিএর অডিনেন্স ও লিভ রুল তৈরি করেছেন এবং যে সিন্ডিকেট ইহা অনুমোদন করেছে তারা

সবাই এক বাক্যেই উত্তর দিবেন 'না'। তবে কি পরবর্তীতে সিন্ডিকেট বাকৃবি এর লিভ রুল তথা স্টাডি লিভ রুল অ্যামেন্ড করে স্টাডি লিভে ট্রেনি রুল সংযোজিত করা হয়েছে? যে বাকৃবি এর অডিনেন্স পড়েছে সবাই এক বাক্যে বলবে 'না'। এর উত্তর পরের আদেশনামায় দেখানো ও ব্যাখ্যা করা হল।

আমরা সবাই জানি যে বীজের মান অনুযায়ী ফসলের মান ও উৎপাদনের পরিমাণ নির্ভরশীল। অর্থাৎ ফসলের বীজ উৎকৃষ্টমান সম্পন্ন হলে ফসলের পরিমাণ পর্যাপ্ত ও উৎকৃষ্টমান সম্পন্ন হয় কিন্তু বীজ যদি ত্রুটিপূর্ণ হয় তবে একদিকে ফসল উৎপাদনের পরিমাণ হ্রাস পায় অন্যদিকে উৎপাদিত বীজও হয় ত্রুটিপূর্ণ। আর এই ত্রুটিপূর্ণ বীজ যতদিন ব্যবহার হতে থাকবে ততোদিনই তার বিরূপ ফলাফল ব্যবহারকারীদের ভোগ করতে হবে। আর একটি বাস্তব উদাহরণ দিয়েই এই পর্বটা সমাপ্ত করি। আমার এক সিনিয়র সহকর্মী এমএসসি ডিগ্রীধারী। শিক্ষা জীবনে তিনি কোন প্রথম শ্রেণি অর্জন করতে পারেননি। তিনি দলীয় আনুগত্যের যোগ্যতায় একটি গবেষণা প্রতিষ্ঠানের পরিচালক হিসেবে নিয়োগ লাভ করেন। পরবর্তীতে তিনি যথাযথ বিজ্ঞাপন ও ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে সে প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রথম শ্রেণি প্রাপ্ত প্রার্থীদের চাকরীতে নির্বাচন না করে ২য় শ্রেণি প্রাপ্ত প্রার্থীদের চাকরীতে সিলেকশন করেন। তাঁকে এই অনিয়ম করার কারণ জিজ্ঞাসা করলে উত্তরে বলেন, '2nd class graduates are far better than the first class graduates'। কারণ হিসেবে এইটুকুই বলা যায় যে, যেহেতু তিনি শিক্ষা জীবনের কোন পরীক্ষায় প্রথম বিভাগ অর্জন করতে পারেননি মূলত দলীয় বিবেচনায় একটি প্রতিষ্ঠানের পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন, সেকারণেই স্বাভাবিকভাবেই তাঁর কাছে প্রথম শ্রেণি প্রাপ্ত প্রার্থী অপেক্ষা ২য় শ্রেণি প্রাপ্ত প্রার্থী অধিক যোগ্যতা সম্পন্ন মনে হওয়ায় স্বাভাবিক। একইভাবে একজন কেরানি বা টাইপিস্ট সাহেবকে কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার এবং জীবনে কোন পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণি অর্জন করতে পারেননি এমন কোন এমএসসি ডিগ্রীধারী ব্যক্তিকে স্বজনপ্রীতি বা দলীয় বিবেচনায় কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপচার্য্য মহোদয় হিসেবে বীজ বপন করা হলে সে বিশ্ববিদ্যালয়ের উৎপাদিত ফসল কী হবে তা সহজেই অনুমেয়। এরূপ প্রতিষ্ঠানের পরিবেশে প্রথম শ্রেণিপ্রাপ্ত পিএইচডি ডিগ্রীধারী চাকরীজীবিদের অবস্থাটাও সহজেই অনুধাবনযোগ্য।

যাহা হউক বাকৃবি আমাকে পিএইচডি করার জন্য পূর্বের আদেশনামা অনুযায়ী স্টাডি লিভ না দিয়ে ট্রেনি করার ব্যাপারটি আমি কোন ক্রমেই মেনে নিতে পারি নাই। তাই ট্রেনি বানানোর আদেশনামাটি পাবার পর থেকেই দেশে ফিরে পুনরায় আবেদন করে সংশোধন করার অপেক্ষায় থাকলাম। অবশেষে ১৯৮০ সনের জুন মাসে এক ছুটিতে দেশে ফিরেই প্রথমেই দেখা করতে যাই বাকৃবি এর মাননীয় ভাইস-চ্যান্সেরের সাথে। মাননীয় ভাইস-চ্যান্সেলরের সাথে দেখা হতেই তিনি নিজ থেকেই বললেন যে, তোমাকে আমি ট্রেনি বানাইনি এবং তিনি একজন শিক্ষক নেতা সিন্ডিকেটের সদস্যের নামে উল্লেখ করে বললেন যে, সে তোমাকে ট্রেনি করেছে। তখন ভাইস-চ্যান্সেলর মহোদয়কে বললাম যে, যারা আমার ক্লাস-মেট ছিল এবং এখন সমসাময়িক সহকর্মী আমার সাথে পিএইচডি স্কলারশিপের প্রতিযোগিতায় সুযোগ পায়নি তাদেরকে আমার বিদেশ যাবার কয়েক মাসের মধ্যে প্রমোশন দিয়ে সহকারী প্রফেসর করে দিলেন এবং যে পিএইচডি করার সুযোগ পেল তাকে প্রমোশন না দিয়ে বরং শাস্তি স্বরূপ অর্ডিন্যান্স বর্হিভূতভাবে নতুন ট্রেনি পদ সৃষ্টি এবং লেকচারার থেকে ডাইনগ্রেড করে ট্রেনি পদবী দান করলেন। উল্লেখ্য, আমি ১লা নভেম্বর ১৯৭৮ তারিখে পিএইচডি করার জন্য বিদেশ যাই এবং আমার একজন সমসাময়িক সহকর্মীকে ১৭-২-৭৯ এবং অন্য তিনজন ক্লাস-মেটকে ২৫-৫-৭৯ তারিখে সহকারী অধ্যাপক হিসেবে প্রমোশন দেয়া হয়। আমি নিশ্চিত যে, আমি বিদেশে পিএইচডি করতে না গেলে একই নিয়মে আমিও সহকারী অধ্যাপক হতাম। ভাইস-চ্যান্সেলর মহোদয় বললেন যে, তুমি এখনই বিভাগে যোগদান করে অ্যাড-হকে সহকারী অধ্যাপক নিয়োগের জন্য প্রস্তাব নিয়ে আসো, তোমাকে সহকারী প্রফেসর হিসেবে নিয়োগ দেয়া হবে। সে কথা অনুযায়ী আমি বিভাগে যোগদান করি[১২] এবং অ্যাড-হক ভিত্তিতে সহকারী প্রফেসর নিয়োগের জন্য বিভাগীয় প্রধান প্রস্তাব পেশ করেন এবং তার ফলাফল নিম্নে দেয়া হ'ল।

Bangladesh Agricultural University, Mymensingh[১২]

Memo No. 195 / DMS June 18,1980

To
The Registrar
Bangladesh Agricultural University, Mymensingh
Through Proper Channel
Sub: Joining report

Dear Sir,

I have the honour to state that I am a lecturer in your University in the Department of Medicine and Surgery, now doing Ph.D degree at HAU, Hissar, India as per your Order No. 951(4)/Estt, dated March 16, 1979. My Ph.D research programme deals with problems of Bangladesh for which I shall remain in this University for about 2 to 3 months. I have informed the matter to the Head, Department of Medicine and Surgery on 12.6.80 and since then doing research work in this Department. Under this situation I would like to join to the Department temporarily to my original position.

My joining report may kindly be accepted with effect from 12.6.80.

Yours faithfully

Sd/- 18.6.1980
(Md. Abdus Samad)
Lecturer, Department of Medicine and Surgery

ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ

বিভাগে যোগদান ও সহকারী অধ্যাপক হিসেবে বিভাগীয় প্রধানের মাধ্যমে নিয়োগের প্রস্তাব দিয়ে আমি ঢাকায় ডেয়রি ফার্মে গবেষণার জন্য স্যাম্পুল সংগ্রহ করতে যাই। প্রায় তিন সপ্তাহ ঢাকা থেকে বিভাগে ফিরে এসে দেখি সহকারী প্রফেসর হিসেবে নিয়োগের কোন আদেশনামা বিভাগে আসেনি। তাই পুনরায় দেখা করতে গেলাম বাকৃবি এর ভাইস-চ্যান্সেলর মহোদয়ের সাথে। তাঁর সাথে দেখা হতেই তিনি বললেন, জনৈক শিক্ষক নেতা (তিনি নাম উল্লেখ করেছেন) বলেছেন যে, কৃষি অর্থনীতি বিভাগের এক লেকচারারকে অ্যাড-হকে সহকারী প্রফেসর না করা পর্যন্ত আমাকে সহকারী প্রফেসর করতে দিবেনা। পরে দেখলাম যে, যার জন্য আমাকে আটকিয়ে রেখেছে সে ৯-১২-৭৬ইং তারিখে বাকৃবিতে লেকচারার হিসেবে নিয়োগলাভ করেন। আপরদিকে আমি ২৯-৭-৭৬ইং তারিখে বাকৃবি এর লেকচারার হিসেবে যোগদান করি। তখন আর বুঝতে বাকি রইলনা যে 'সরিষার মধ্যেই ভূত'। আবার আমাকে সান্তনা দেবার জন্য ভাইস-চ্যান্সেলর মহোদয় বললেন, 'পিএইচডি করে ফিরে এসো তখন তোমাকে ব্যাক-ডেট থেকে সহকারী প্রফেসর নিয়োগের ব্যবস্থা করা হবে।' ভাবলাম হায়রে উপাচার্য মহোদয়ের পলিটিক্যাল সান্তনা বাণী! যিনি একজন শিক্ষক

Bangladesh Agricultural University, Mymensingh[১৩]

Memo No. 269 / DMS Dated July 16,1980

To
The Registrar
Bangladesh Agricultural University, Mymensingh
Through Proper Channel
Subject: Prayer for correction from Trainee to Study Leave.

Dear Sir,

I have the honour to state that I was appointed as a Lecturer (Order No. 2655(8) / Estt, June 30,1978) from June 22nd 1978, i.e. the date of Syndicate's approval, now doing Ph.D degree at Haryana Agricultural University, Hissar, India from November 1, 1978 (Order No. 4838(7)/Estt, October 25, 1978). I came to Bangladesh to collect research material for my Ph.D work and came to know that the Syndicate No. 57 dated Feb., 26,1979 made me Trainee (Order No. 951(4) /Estt, March 16,1979) because I was holding Leave Vacancy post against Dr. Azizul Haque. I would like to mention here that Mr. Md. Noor Uddin in our Department was also appointed temporarily as Assistant Professor against Mr. Kh. Sirajul Islam (Order No. 4090(8)/Estt. Dated 4.9.79) but the Syndicate Resolution No. 1 dated 30.3.78 (Order No. 4091(9) / Estt, dated Sept. 4, 1979) has granted study leave for him (both true copies of Mr. Noor Uddin's Order are enclosed herewith). It should be mentioned here that I went for higher studies one year earlier than Mr. Noor Uddin.

I shall be highly obliged if you would kindly consider my case as per University Leave Rules 38(b) which has already been considered in case of Mr. Md. Noor Uddin.

Yours sincerely
Sd/- 16.7.80
(Md. Abdus Samad)

Bangladesh Agricultural University, Mymensingh[১৪]

Memo No. 276 / DMS Dated: 18.7.1980

To
The Registrar
Bangladesh Agricultural University, Mymensingh
Through Proper Channel

Sub: Application for study leave to continue studies in India.

Dear Sir,

I have the honour to state that I am leaving Bangladesh for India on July 19, 1980 to continue my Ph.D studies. As such my training leave period may be continued.

Yours faithfully,
Sd/- 18.7.80 (Md. Abdus Samad)
Lecturer, Department of Medicine & Surgery

যিনি একজন শিক্ষক নেতার ইঙ্গিতে সিনিয়র শিক্ষককে সহকারী প্রফেসর হিসেবে নিয়োগদান করতে পারছেননা, সেখানে তিনি কী ভাবে পিএইচডি করার পর ব্যাক-ডেট থেকে আমাকে সহকারী প্রফেসর নিয়োগদান করবেন! তাই তখন মনে হয়েছিল, 'আল্লাহ যেন আপনাকে অধিকার বঞ্চিতদের হক আদায় করার তওফিক দান করে'। পরবর্তীতে ট্রেনিকে স্টাডি লিভে রূপান্তরিত করার জন্য নিম্নোক্ত আবেদনটি করে পুনরায় বিদেশে গমন করি।[১৩] আমার বিদেশে যাওয়ার সাথে সাথেই আমার উক্ত জুনিয়ার সহকর্মীকে ৭-৭-৮০ইং তারিখ থেকে সহকারী প্রফেসর পদে নিয়োগদান করা হয়। বাস্তবে আল্লাহ তাঁকে সে হক আদায় করার আর সুযোগ দেননি। কারণ আমি পিএইচডি করে বাকৃবিতে ফিরে আসার পূর্বেই তাঁকে বাকৃবি থেকে চলে যেতে হয়।

ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ

সময় কারো জন্য অপেক্ষা করেনা। তাই আবার আমার বিদেশে যাবার সময় হ'ল। অবশেষে বুঝতে পারলাম নেতা হওয়া ছাড়া বা তাঁদের তল্পি বাহক না হলে অধিকার আদায় করা সম্ভবপর নয়। বাকৃবি-র কর্তৃপক্ষ যেভাবে বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনা করছে তাতে সন্তুষ্ট না হয়ে পুনরায় আমার স্টাডি লিভ কন্টিনিউ করার আবেদন করে ১৯.৭.১৯৮০ তারিখ বিদেশে চলে যাই।[১৪]

Bangladesh Agricultural University, Mymensingh[১৫]

No. 4178 / Estt Dated, 2-8-1980

To
Mr. Md. Abdus Samad
Ph.D Scholar
Deptt. of Medicine
Haryana Agricultural University
Hissar – 125004, India
Subject: Prayer for correction from Trainee to Study Leave.

Dear Sir,

With reference to your application dated July 16, 1980 on the above subject, I am directed to say that your prayer has not been considered as it is not comparable with that of Mr. Nooruddin, Assistant Professor, Deptt. of Medicine and Surgery who is now on study leave abroad.

Yours faithfully
Addl. Registrar

Memo No. 4178(2) / Estt Dated, Aug.2, 1980

Copy forwarded to :-

1. Head, Deptt. of Medicine & Surgery.
2. Dean, Faculty of Veterinary Science

ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ

পূর্বেই আমি লক্ষ্য করেছি যে, আমার আদেশনামায় স্বাক্ষরকারী সংশ্লিষ্ট অ্যাডিশন্যাল রেজিস্ট্রার সাহেব আমার ব্যাপারে অত্যধিক আগ্রহী ছিলেন। কারণ আমি ১৬ জুলাই ১৯৮০ তারিখে ট্রেনি থেকে স্টাডি লিভে পরিবর্তন করার জন্য আবেদন করি এবং তিনি আগষ্ট ২, ১৯৮০ তারিখেই আমার আবেদনের সিদ্ধান্ত ও উত্তর বিদেশে পাঠিয়ে দেন। উপরোক্ত অফিস অর্ডার স্বাক্ষরকারী অ্যাডিশন্যাল রেজিস্ট্রার সাহেব আমার ট্রেনি থেকে স্টাডি লিভের জুলাই ১৬, ১৯৮০ তারিখের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে জানান যে, আমার প্রার্থনা বিবেচনায় আনা হয়নি কারণ জনাব নূরুদ্দিন, সহকারী প্রফেসর, মেডিসিন ও সার্জারি বিভাগ এর সাথে তুলনাযোগ্য নয় যে বর্তমানে বিদেশে স্টাডি লিভে আছে।[১৫] বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে কোন বিশেষজ্ঞ প্রশাসনিক কর্মকর্তার স্বাক্ষরিত একটি আদেশনামা অস্পষ্ট এবং এত নিম্নমানের হতে পারে তা আমার জানা ছিলনা। কারণ নিম্নের আদেশনামাগুলি[১৬-২০] একটু ভালভাবেই পড়লেই তা স্পষ্ট হয়ে যাবে।

Bangladesh Agricultural University, Mymensingh[১৬]

ORDER

No. 3875 / Estt. August 28, 1978

Mr. Md. Noor Uddin, Lecturer in the Department of Medicine and Surgery, is temporarily appointed to act as Assstant Professor in the said Department (against a leave vacancy) on an initial pay of Taka 850/- (Taka eight hundred & fifty) only per month in the scale of Taka 600-50-900-EB-50-1250/= for a period of 6 (six) months with effect from 17.8.78.

He shall be entitled to the benefit of the University Employees' contributory provident Fund.

He shall be bound to abide by all University Ordinance, Statutes, Rules and Regulations that are currently in force and that may be prescribed from time to time by the University.

By order of the Vice-Chancellor
Sd/- M.Islam
Deputy Registrar

Memo No. 3875(9) / Estt. August 28, 1978

Copy forwarded to :

1. Mr. Md Noor Uddin, Asstt. Professor, Deptt. of Medicine & Surgery. He will have to take his chance along with the others when the post is filled up after advertisement.
2. Head, Deptt. of Medicine & Surgery.
3. Dean, Faculty of Veterinary Science.
4. Treasurer, Mr. Md. Noor Uddin has been appointed against the leave vacancy of Mr. Khandaker Serajul Islam, Asstt. Professor, Deptt. of Medicine & Surgery who is now on steady leave abroad.
5. Controllor of Examinations.
6. Librarian
7. Public Relations Officer.
8. Academic Section.
9. Council Division. This may be reported to the Syndicate in its next meeting.

Sd/- 28/8/78
Dy. Registrar

Bangladesh Agricultural University, Mymensingh[১৭]

ORDER

No. /Estt. Dated:

Mr. Md. Noor Uddin, who was temporarily appointed to act as Assistant Professor in the Department of Medicine & Surgery (leave vacancy) is appointed as such until further orders in the said Department on an initial pay of Tk. 1700/- (Taka Seventeen hundred) only per month in the scale of Taka 1400-75-2225/- with effect from the date of his ad-hoc appointment, i.e. 17.8.78.

He shall be entitled to the benefit of the University Employees' contributory provident Fund.

He shall be bound to abide by all University Ordinance, Statutes, Rules and Regulations that are currently in force and that may be prescribed from time to time by the University.

By order of the Vice-Chancellor
Sd/- M.Islam
Deputy Registrar

Memo No. 4090(8) / Estt. Dated: 4.9.79

Copy in connection of this office Memo No. 3875(9)/Estt dated 28-8-78 forwarded to:

1. Mr. Md Noor Uddin, Assistant Professor, Department of Medicine & Surgery.
2. Head, Department of Medicine & Surgery.
3. Dean, Faculty of Veterinary Science.
4. Treasurer
5. Controllor of Examinations.
6. Librarian
7. Public Relation Officer.
8. Academic Section.

Sd/- 3.9.79
Dy. Registrar-1

Bangladesh Agricultural University, Mymensingh[১৮]

ORDER

No. ___________/ Estt. Dated, September 1979

In pursuance of Syndicate Resolution No. 1 dated 30.3.78 and as per rule 38(b) of the university Leave Rules, Mr. Md. Noor Uddin, Assitant Professor in the Deptt of Medicine & Surgery, is granted study leave on full average pay for one year from 16.9.79 to 15.9.80 so as to enable him to avail himself of a Commonwealth Scholarship for post-graduate studies at the University Glasgow, U.K.

He shall be bound to return to this University immediately after completion of his study and shall also serve this university in any post and at any pay as may be decided by the university authorities.

By order of the Vice-Chancellor
Sd/- M. Islam
Dy. Registrar – I

Memo No. 4091(9) / Estt. Dated, September 4, 1979

Copy forwarded to:

1. Mr. Md Noor Uddin, Asstt. Prof., Deptt. of Medicine & Surgery.
2. Head, Deptt. of Medicine & Surgery.
3. Dean, Faculty of Vety. Science.
4. Treasurer.
5. Controllor of Examinations.
6. Librarian
7. Public Relations Officer.
8. Academic Section.
9. Council Division for reporting to the Syndicate in its next meeting.

Sd/- 3.9.79, Dy. Registrar-I

Bangladesh Agricultural University, Mymensingh[১৯]

Order

No. ___________/ Estt. Dated, February ,1982

Mr. Md. Noor Uddin who was temporarily appointed Asstt. Professor in the Department of Medicine and Surgery against leave vacancy under this office order No. 4090(8)/Estt. Dated 4-9-79 will now be shown on regular basis against the vacant post of Asstt. Professor created under this office Order No. 5127-Estt. Dated 20.10.81 with effect from 30.9.81 i.e. the date on which the post was created by the Syndicate under resol. No. 3.

The order is issued in pursuance of Syndicate resolution No. 4 dated 5.7.81.

By order of the Vice-Chancellor
Sd/- Registrar

Memo No. 166(4) / Estt. Dated, February 4, 1982

Copy forwarded to:

1. Mr. Md Noor Uddin, Asstt. Professor, Department of Medicine & Surgery.
2. Head, Department of Medicine & Surgery.
3. Dean, Faculty of Vety. Science.
4. Treasurer.

BAU Ordinance: Leave rule (Study leave)[20]

31. Study leave may be granted by the Syndicate to teachers only on regular appointment against permanent post at the university for the purpose of training provided that such leave may be granted by the Syndicate in special cases, to any other regular employee of the university.

38(b) A teacher / employee who goes under these scholarships for a Master's degree may be granted study leave for a period of two years, and, at the maximum, of three years with full average pay under the supervisors recommendation.

ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ

৩১: বাকৃবি এর স্টাডি লিভের অডিন্যান্স অনুয়ায়ী যে সকল শিক্ষক স্থায়ী পদের বিপরীতে রেগুলার (সিলেকশন কমিটির ইন্টাভিউয়ের মাধ্যমে নির্বাচিত) ভাবে নিয়োগপ্রাপ্ত তাদেরকেই সিন্ডিকেট স্টাডি লিভ প্রদান করবে। তবে সিডিকেট বিশেষ ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের রেগুলার এমপ্লয়িকে স্টাডি লিভ প্রদান করতে পরে।[২০]

৩৮(বি) যে সকল শিক্ষক / এমপ্লয়ি স্কলারশিপে মাস্টার ডিগ্রী করতে যাবে তাদের দুই বছর স্টাডি লিভ প্রদান করা হবে এবং সুপারভাইজারের সুপারিশে পূর্ণ গড় বেতনে সর্বোচ্চ তিন বছর পর্যন্ত স্টাডি লিভ দেয়া যেতে পারে।

(ক) জনাব মো. নূরুদ্দিন সাহেব লেকচারার হিসেবে স্থায়ী পদের বিপরীতে রেগুলার ছিলেন কিন্তু সহকারী প্রফেসর হিসেবে কোন স্থায়ী পদে রেগুলার হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত নয়। তিনি সংশ্লিষ্ট বিভাগের সহকারী প্রফেসর খন্দকার সিরাজুল ইসলাম সাহেব স্টাডি লিভে পিএইচডি করতে বিদেশে থাকা অবস্থায় তার পদের বিপরীতে অ্যাড-হক হিসেবে ছয় মাসের জন্য নিয়োগপ্রাপ্ত হন।[১৬] অর্থাৎ একই সহকারী প্রফেসর পদের বিপরীতে দু'জনকে কোন লিভ রুলের আওতায় কীভাবে স্টাডি লিভ দেয়ার ব্যবস্থা করা হ'ল তা বোধগম্য নয়। অপরদিকে আমি স্থায়ী পদের বিপরীতে (লিভ ভ্যাকান্সি যে পদ ড. মো আজিজুল হক সাহেব লিয়েনে লিবিয়ায় চাকরী নিয়ে যাওয়ার কারণে শূন্য হয়) রেগুলার নিয়োগপ্রাপ্ত হয়েও আমাকে স্টাডি লিভ না দিয়ে অর্ডিন্যান্সের কোন ধারায় আমার রেগুলার লেকচারার পদকে ট্রেনিতে ডাউনগ্রেড করা হয় তাও বোধগম্য নয়। উল্লেখ্য, স্টাডি লিভের ৩১ নং ধারা অনুযায়ী জনাব নূরুদ্দিন সাহেব লেকচারার হিসেবে স্টাডি লিভ পাওয়ার যোগ্য। অপরদিকে ৩১নং ধারার শেষ অংশের ধারা অনুযায়ী আমি স্টাডি লিভ পাওয়ার যোগ্য। আরও উল্লেখ্য, বাকৃবি-এর উচ্চ শিক্ষায় নিযুক্ত সকল শিক্ষকের স্টাডি লিভের আদেশনামায় বন্ড পিরিয়ড উল্লেখ থাকলেও জনাব মো. নূরুদ্দিন সাহেবের আদেশনামায় উল্লেখ করা হয়নি।[১৮] তাই বিষয়টি স্পষ্ট যে, সংশ্লিষ্ট অর্ডারে স্বাক্ষরকারী সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা হয় স্টাডি লিভের অর্ডিন্যান্স সম্পর্কে অজ্ঞ ছিলেন অথবা ইচ্ছাকৃতভাবে অর্ডিন্যান্স বহির্ভূত কাজ করেছেন।

(খ) জনাব মো. নূরুদ্দিন সাহেবকে স্টাডি লিভের অর্ডারে ৩৮(বি) অর্ডিনেন্স ধারা উল্লেখ করে এক বছরের স্টাডি লিভ দেয়া হয়েছে। উল্লেখ্য, ৩৮(বি) স্টাডি লিভের মূল অর্ডিন্যান্স ৩১ এর একটি উপধারা মাত্র। এই ধারায় যারা মাস্টার ডিগ্রী করার জন্য স্টাডি লিভে যাবে তাদের স্টাডি লিভের মেয়াদ নির্ধারণ করা সম্পর্কে বলা হয়েছে মাত্র। অর্থাৎ কেও মাস্টার ডিগ্রী করতে স্টাডি লিভে গেলে তার অর্ডার প্রথমে সে স্টাডি লিভ পাওয়ার যোগ্য কিনা তা অডিন্যান্স ধারায় (৩১) দেখিয়ে তারপর সে ডিগ্রীর জন্য কত সময় স্টাডি লিভ পাবে তা পরের ধারা (৩৮,বি) উল্লেখ করে অর্ডার ইস্যু হবার করা কথা।[২০] অডিন্যান্স বহির্ভূতভাবে আমার এবং জনাব নুরুদ্দিনের ক্ষেত্রে স্টাডি লিভের অর্ডার ইস্যু করার কারণে জনাব মো. নূরুদ্দিন-কে স্টাডি লিভ দেওয়ার কথা উল্লেখ করে একই নিয়মে ট্রেনি থেকে স্টাডি লিভের পরিবর্তনের জন্য আমি যে আবেদন করি তার পরিপ্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট স্বাক্ষরকারী অ্যাডিশন্যাল রেজিস্ট্রার সাহেব জানান যে, আমার প্রার্থনা কনসিডার করা হয়নি কারণ জনাব নূরুদ্দিন, সহকারী প্রফেসর, মেডিসিন ও সার্জারি বিভাগ এর সাথে তুলনাযোগ্য নয় যে বর্তমানে বিদেশে স্টাডি লিভে আছে।[১৫] কেন তুলনাযোগ্য নয় এবং অর্ডিন্যান্সে কোন ধারা অনুযায়ী জনাব নূরুদ্দিন সাহেবকে স্টাডি লিভ দেয়া হয়েছে এবং আমাকে কোন ধারা অনুয়ায়ী দেয়া যাবেনা এবং কোন ধারা অনুয়ায়ী ট্রেনি করা হয়েছে তা উল্লেখ করা অত্যবশ্যক ছিল। তা না করে অজ্ঞাত কারণে মনগড়া নিয়ম অনুসরণ করে প্রচলিত স্টাডি লিভের অর্ডিন্যান্সকে আমল দেয়া হয়নি।

(গ) উপরন্তু বাকৃবিতে যেখানে লেকচারার হিসেবে দু'বছরের অভিজ্ঞতা হলেই সহকারী প্রফেসর হওয়া যায় সেখানে চার বছরের অধিক লেকচারার এর অভিজ্ঞতা নিয়ে আমাকে পুনরায় লেকচারার হিসেবে নিয়োগপত্র দেয়া হয়।[২১]

Bangladesh Agricultural University, Mymensingh[২১]

ORDER

No. - Estt. October , 1980

Mr. Md. Abdus Samad, Trainee in the Department of Medicine and Surgery, is appointed to act as Lecturer in the said Department on an initial pay of Taka 955/- (Taka nine hundred and fifty five) only per month in the scale of Taka 750 - 50 - 900EB - 55 - 1230 - EB60 - 1470/- with effect from 18.9.80, i.e. the date on which the Syndicate approved the recommendation of the Selection Cimmittee.

He shall be on probation for a period of 2 (two) years with effect from 18.9.80.

He shall be bound to abide by all University Ordinance, Statutes, Rules and Regulations that are currently in force and that may be prescribed from time to time by the University.

Contd.

Contd.

By order of the Vice-Chancellor
Sd/- M.M. Rahman
Registrar

Memo No. 5888(8) / Estt. October 14, 1980

Copy forwarded to:
1. Mr. Md Abdus Samad, Lecturer, Department of Medicine & Surgery.
2. Head, Department of Medicine & Surgery.
3. Dean, Faculty of Veterinary Science.
4. Treasurer.
5. Controllor of Examinations.
6. Librarian
7. Public Relations Officer.
8. Academic Section.

ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ

উপরোক্ত অর্ডারটি যখন বিদেশে পিএইচডি করা অবস্থায় ডাক মারফত আমার হস্তগত হয় তখন আমি অত্যধিক আশ্চর্য হই। কারণ আমি দুই দুই বার ইন্টারভিউ দিয়ে প্রথমে ২৯.৭.৭৬ তারিখে লেকচারার (রিসার্চ) এবং দ্বিতীয়বার ২২.৬.৭৮ তারিখে রেগুলার লেকচারার (লিভ ভ্যাকান্সি) নিয়োগলাভ করি। অবশেষে বিদেশে পিএইচডি করার সময় আমার অনুপস্থিতে ১৮.৯.৮০ তারিখ তৃতীয়বার সিলেকশন কমিটি বসিয়ে লেকচার করা হ'ল।[২১] বাকৃবি-তে অন্য কারো ক্ষেত্রে এরূপ অনিয়মতান্ত্রিকভাবে প্রশাসনিক কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে বলে আমার জানা নাই।

উল্লেখ্য, বাকৃবি-এর প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী কোন শিক্ষক লেকচারার থেকে প্রফেসর স্থায়ী পদের বিপরীতে লিভ ভ্যাকান্সিতে রেগুলারভাবে নিয়োগপ্রাপ্ত হলে পরবর্তীতে সংশ্লিষ্ট বিভাগে নতুন পদ সৃষ্টি করে (নং ৫১২৭/সংস্থাপন, তারিখ ২০.১০.৮১) অথবা লীভ ভেক্যান্সিতে অ্যাড হক হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত সহকারী প্রফেসরকে বিভাগে শূন্য পদে সিলেকশন কমিটি ছাড়াই প্রশাসনিকভাবেই তাকে স্থায়ী শূন্য পদের বিপরীতে ট্রান্সফার দেখানো হয়েছে।[১৯] কিন্তু মেডিসিন ও সার্জারি বিভাগে আমার ক্ষেত্রে একই নিয়ম অনুসরণ না করে এবং বিভাগে যখন আমার জন্য কোন শূন্য লেকচারার পদ ছিলনা তখন কি করে শূন্যপদ পূরণের জন্য বিজ্ঞাপন দেয়া সম্ভব হ'ল ? উপরোক্ত আদেশনামাটি দেখে প্রতীয়মান হয় যে, মেডিসিন বিভাগে আমার অনুপস্থিতে একটি লেকচারার পদ পূরণের জন্য বিজ্ঞপ্তি দেয়া হয় এবং সে পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত সিলেকশন কমিটি আমাকে পুনরায় ট্রেনি থেকে টেনে তুলে লেকচারার হিসেবে নির্বাচন করে। অর্থাৎ বাকৃবিতে মেডিসিন ও সার্জারি বিভাগে আমাকে ধারাবাহিকভাবে তিনবার লেকচারার এবং একবার ট্রেনি হিসেবে নিয়োগদান করে। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার জানা মতে এসবই নজিরবিহীন। এমনকি যখন আমাকে ৩য়বার লেকচারার করা হল সে সময় আমার অন্যান্য ক্লাস-মেট সহকর্মী যারা পিএইচডি করার সুযোগ পাননি তাদের প্রায় একবছর সহকারী অধ্যাপক হিসেবে চাকরীর অভিজ্ঞতা হয়েছে। কী কারণে বা কী অপরাধে আমাকে আমার অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে তা বাকৃবি এর অর্ডিনেন্স অনুযায়ী আমি ব্যাখ্যা খুঁজে পাইনি। তবে আমার নিজস্ব বিশ্লেষণ হ'ল রাজনীতির সাথে সংশ্লিষ্টতা আমার কোন কালে ছিলনা। আমি কোন দলের ছিলাম না। হালল রুজি অর্জনের কারণে চাকরীর জন্য কোন সংশ্লিষ্ট শিক্ষক নেতা ও কর্মকর্তার নিকট ধন্না দেয়া আমার স্বভাব বিরুদ্ধ ছিল। আমি সব কিছু অর্জন করতে চেয়েছি আল্লাহর প্রদত্ত যোগ্যতা বলে- সুপারিশের বিনিময়ে নয়।

পরবর্তীতে দেখা যাক পিএইচডি করার পরে বাকৃবিতে আমার কর্মজীবন কেমন কেটেছে। পিইচডি ডিগ্রীর সার্টিফিকোট (ফটো কপি-১), পিএইচডি কোর্সের মার্ক শীট (ফটো কপি-২) এবং পিএইচডি-তে প্রাপ্ত এয়ার্ড সাটিফিকেট (ফটো কপি-৩) এর কপি সংযুক্ত করে বাকিবি-এর মেডিসিন বিভাগে যোগদানপত্র পাঠালাম। নিম্নোক্ত কয়েকটি আদেশনামা পড়েই বুঝতে অসুবিধা হবেনা যে সেই অ্যাডিশন্যাল রেজিস্ট্রার সাহেব আমার ব্যাপারে কত আগ্রহী এবং তৎপর! বিদেশ থেকে পিএইচডি ডিগ্রী অর্জন করে ৮ই ফেব্রুয়ারী ১৯৮২ তারিখে মেডিসিন ও সার্জারি বিভাগে যোগদান করলাম।[২২] বিশ্ববিদ্যালয়ের কনভেনশন অনুযায়ী পিএইচডি ডিগ্রী ধারীগনকে সরাসরি সহকারী অধ্যাপক হিসেবে নিয়োগদান করা হয়। তাই আমাকে মেডিসিন ও সার্জারি বিভাগে কাজে যোগদানের দিন থেকে সহকারী প্রফেসর হিসেবে অ্যাড-হকে নিয়োগ করা হ'ল।[২৩]

Bangladesh Agricultural University, Mymensingh[২২]

No. 316/DMS. Dated, 8.2.82

To
The Registrar
Bangladesh Agricultural University, Mymensingh
Through Proper Channel

Sub: Joining report of Dr. M. A. Samad

Dear Sir,

I have completed Ph.D degree at Haryana Agricultural University, India on 29-1-1982 for which I was deputed from November, 1978 (Memo No. 4838(7)/Estt. Dated, October 25,1978).

I shall be highly obliged if you would kindly allow me to serve this University from today (February 8, 1982) with facilities as per existing rules for the Doctorate persons.

Thanking you

Sincerely yours
Sd/- 8/2/82
(M. A. Samad)

ব্যাখ্যা ও বিশেষণ

ক. উপরোক্ত নিয়োগপত্রের অর্ডারটি থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, আমাকে অস্থায়ীভাবে ছয় মাসের জন্য সহকারী প্রফেসর হিসেবে অ্যাড হক ভিত্তিতে মেডিসিন ও সার্জারি বিভাগের জনাব মো. হাফিজুর রহমান সাহেবের ছেড়ে যাওয়া স্থায়ী পদের বিপরীতে নিয়োগদান করা হয়েছে।[২৩] উল্লেখ্য, আমাকে অ্যাড হক ভিত্তিতে নিয়োগকৃত সহকারী প্রফেসর পদটি যদি স্থায়ী হয় তবে নিয়োগপত্রে against a

Bangladesh Agricultural University, Mymensingh[২৩]

ORDER

No. 1010 / Estt. Dated, March 12,1982

Dr. Md. Abdus Samad, Lecturer in the Department of Medicine and Surgery, is temporarily appointed to act as Assistant Professor in the said Department (against a temporary vacancy) on an initial pay of Taka 1550/- (Taka one thousand five hundred and fifty) only per month in the scale of Taka 1400-75-2225/- for a period of 6 (six) months with effect from 8.2.82.

He shall be bound to abide by all University Ordinances, Statutes, Rules and Regulations that are currently in force and that may be laid down from time to time by the University.

By order of the Vice-Chancellor
Sd/- M. M. Rahman
Registrar

Memo No. 1010(10) / Estt. Dated, March 12, 1982

Copy forwarded to:

1. Dr. Md Abdus Samad, Assistant Prof., Dept. of Medicine & Surgery.
2. Head, Department of Medicine & Surgery.
3. Dean, Faculty of Veterinary Science.
4. Treasurer, The appointment has been made against the post of Assistant Professor previously held by Mr. Md. Hafizur Rahman.
5. Controllor of Examinations.
6. Public Relations Officer.
7. Librarian
8. Academic Section.
9. Pension cell
10. Council Division for reporting to the Syndicate in its next meeting.

Sd/- 11/3/82
Registrar

ফটো কপি-১

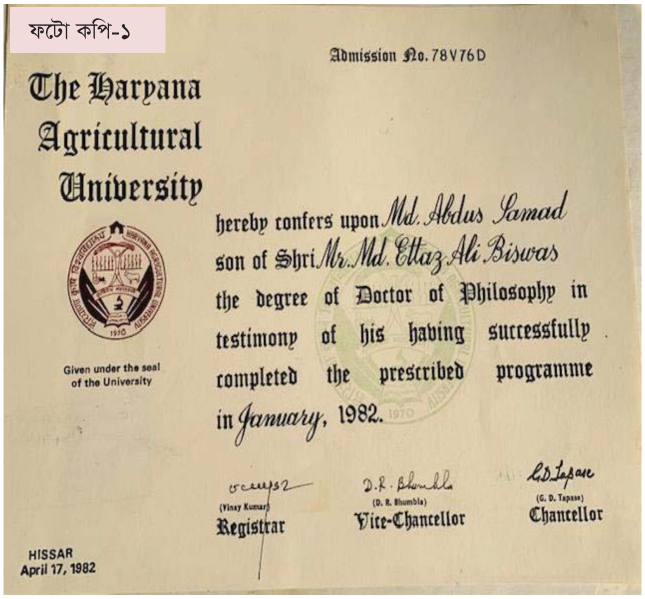

Admission No. 78V76D

The Haryana Agricultural University

hereby confers upon Md. Abdus Samad son of Shri Mr. Md. Ettaz Ali Biswas the degree of Doctor of Philosophy in testimony of his having successfully completed the prescribed programme in January, 1982.

Given under the seal of the University

(Vinay Kumar) Registrar — (D. R. Bhumbla) Vice-Chancellor — (G. D. Tapase) Chancellor

HISSAR
April 17, 1982

ফটো কপি-৩

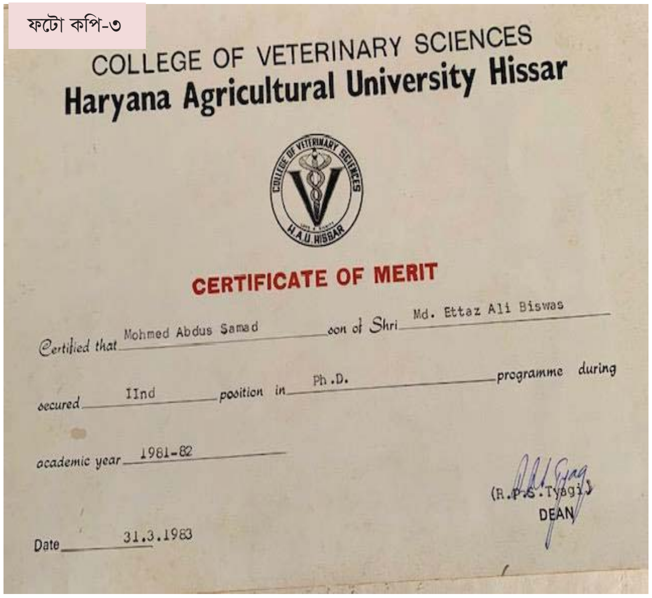

COLLEGE OF VETERINARY SCIENCES
Haryana Agricultural University Hissar

CERTIFICATE OF MERIT

Certified that Mohmed Abdus Samad son of Shri Md. Ettaz Ali Biswas secured IInd position in Ph.D. programme during academic year 1981-82

(R. P. S. Tyagi)
DEAN

Date 31.3.1983

ফটো কপি-২

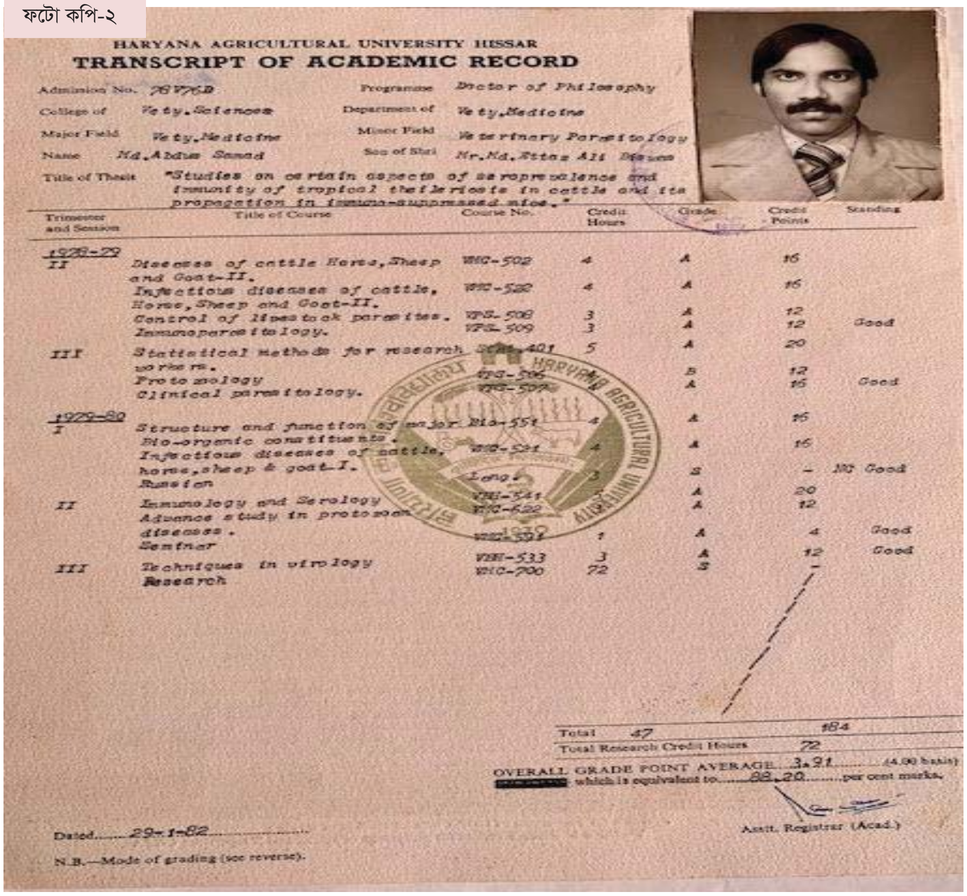

HARYANA AGRICULTURAL UNIVERSITY HISSAR
TRANSCRIPT OF ACADEMIC RECORD

Admission No. 78V76D — Programme: Doctor of Philosophy
College of: Vety. Sciences — Department of: Vety. Medicine
Major Field: Vety. Medicine — Minor Field: Veterinary Parasitology
Name: Md. Abdus Samad — Son of Shri: Mr. Md. Ettaz Ali Biswas
Title of Thesis: "Studies on certain aspects of seroprevalence and immunity of tropical theileriosis in cattle and its propagation in immuno-suppressed mice."

Trimester and Session	Title of Course	Course No.	Credit Hours	Grade	Credit Points	Standing
1978-79 II	Diseases of cattle Horse, Sheep and Goat-II.	VMC-502	4	A	16	
	Infectious diseases of cattle, Horse, Sheep and Goat-II.	VMC-520	4	A	16	
	Control of livestock parasites.	VPS-508	3	A	12	
	Immunoparasitology.	VPS-509	3	A	12	Good
III	Statistical methods for research workers.	Stat-401	5	A	20	
	Protozoology	VPS-506	4	B	12	
	Clinical parasitology.	VPS-507	4	A	16	Good
1979-80 I	Structure and function of major Bio-organic constituents.	Bio-551	4	A	16	
	Infectious diseases of cattle, horse, sheep & goat-I.	VMC-521	4	A	16	
	Russian	Lang.	3	S	–	NC Good
II	Immunology and Serology	VBM-541	5	A	20	
	Advance study in protozoan diseases.	VMC-622	3	A	12	
	Seminar	VMC-591	1	A	4	Good
III	Techniques in virology	VBM-533	3	A	12	Good
	Research	VMC-700	72	S	–	

Total 47 — 184
Total Research Credit Hours 72
OVERALL GRADE POINT AVERAGE 3.91 (4.00 basis) which is equivalent to 88.20 per cent marks.

Dated 29-1-82

Asstt. Registrar (Acad.)

N.B.—Mode of grading (see reverse).

temporary vacancy লেখাটি একটি অনিয়ম। এছাড়া ডকুমেন্ট ১৯ এরও ব্যাতিক্রম করা হয়েছে।

খ. পরবর্তীতে মেডিসিন ও সার্জারি বিভাগে দু'টি সহকারী প্রফেসর (লিভ ভ্যাকান্সি) পদ পূরণের জন্য বিজ্ঞাপন দেয়া হয়। উল্লেখ্য, বাকৃবি-এর প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী কোন শিক্ষক যদি একটি স্থায়ী পদের বিপরীতে অ্যাড-হক ভিত্তিতে নিয়োগপ্রাপ্ত হয় তবে তাকে রেগুলার করার জন্য তার নিয়োগকৃত পদটি বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে উক্ত শিক্ষককে রেগুলার করাই নিয়ম। কিন্তু এই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিয়ে পদ পূরণের বিজ্ঞাপনে লিভ ভ্যাক্যান্সি উল্লেখ করা হয় যা একটি অনিয়ম। যাহোক, উক্ত পদ পূরণের বিজ্ঞাপনের পরিপ্রেক্ষিতে আমরা দু'জন আবেদন করি। অবশেষে ২.১০.১৯৮২তারিখে সিলেকশন কমিটিতে ইন্টারভিউ হয়।[২৪]

Bangladesh Agricultural University, Mymensingh[২৪]

No. 525(2) /C.D Dated, 26-8-82
Dr. M. A. Samad
Assistant Professor on Ad-hoc basis
Deptt. of Medicine & Surgery
BAU, Mymensingh

Dear Sir,

With reference to your application for the temporary post of Assistant Professor against leave vacancy in the Department of Medicine & Surgery at this University, I am to inform you that a meeting of the Selection Committee will be held at 2.30 pm on Thursday, September 2, 1982 in the office chamber of the Vice-Chancellor, Administrative Building, University Campus, Mymensingh.

You are, therefore, requested to appear before the Selection Committee with necessary certificates, testimonials etc. to produce the same before the selection Committee.

Yours faithfully
Sd/- 26-8-82
Addl. Registrar

ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ

ক. উপরোক্ত ইন্টারভিউ কার্ডে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, আমি অ্যাড-হক ভিত্তিতে মেডিসিন ও সার্জারি বিভাগে সহকারী প্রফেসর হিসেবে নিয়োজিত। সহকারী প্রফেসর (টেম্পোরারি লিভ ভ্যাক্যান্সি) পদে নিয়মিত হবার জন্য সেপ্টেম্বর ২, ১৯৮২ তারিখ ২.৩০ মিনিটে ইন্টারভিউ হয়।[২৪]

খ. উল্লেখ্য, মেডিসিন ও সার্জারি বিভাগের জনাব মো. হাফিজুর রহমান সাহেবের ছেড়ে যাওয়া স্থায়ী সহকারী পদের বিপরীতে অ্যাড-হক ভিত্তিতে আমি সহকারী প্রফেসর হিসেবে নিয়োজিত (মেমো নং ১০১০(১০)/সংস্থাপন, মার্চ ১২, ১৯৮২) ছিলাম।[২৩] তাই আশ্চর্য হবারই কথা যখন একটি স্থায়ী পদের বিপরীতে নিয়োগপ্রাপ্ত হয়েও টেম্পোরারি লিভ ভ্যাক্যান্সি সহকারী প্রফেসর পদে রেগুলার নিয়োগলাভের জন্য আমাকে ইন্টাভিউ দিতে হয়েছে। এর কারণ আমার জানা নাই। তবে বাকৃবি এর রেজিস্ট্রার মহোদয় এর কারণ সম্পূর্ণভাবে অবগত ছিলেন। এটি স্পষ্টত অনিয়ম।

গ. অতঃপর বাকৃবি-এর রেজিস্ট্রার মহোদয় অর্ডিন্যান্স বহির্ভূতভাবে আমাকে যে স্টাডি লিভের পরিবর্তে ট্রেনি করেছেন যা আমার কোন আবেদন ছাড়াই নিম্নোক্ত বিভিন্ন পত্রের মাধ্যমে নিজ থেকেই প্রকাশ ও যায়েজ করার প্রয়াস পান। কারণ আমি পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, তিনি আমার ব্যাপরে কেন যেন অতি আগ্রহী ছিলেন।

Bangladesh Agricultural University, Mymensingh[২৫]

ORDER

No. 3505 / Estt. Dated, June 17,1982

Dr. Md. Abdus Samad, Assistant Professor in the Department of Medicine & Surgery, who was re-appointed Trainee on the fixed allowance of Tk. 850/- (Taka eight hundred & fifty) only per month for the period from 19-7-80 to 31-10-81 vide this office order No. 4179/Estt dated 2-8-80, will be shown as a Trainee on the said allowance for the period from 19-7-80 to 17-9-80 instead of the period from19-7-80 to 31-10-81.

This is in partial modification of para 1 of this office order mentioned above.

By order of the Vice-Chancellor
Sd/- Addl. Registrar

Memo No. 3505(7) / Estt. Dated, June 17, 1982
Copy in connection of this office Memo No. 4179(9)Estt dated 2-8-80 forwarded to:
1. Dr. Md Abdus Samad, Asstt. Prof., Dept of Medicine & Surgery.
2. Head, Dept. of Medicine & Surgery.
3. Dean, Faculty of Veterinary Science.
4. Treasurer. 5. Academic Section.
6. Pension cell
7. Council Division for reporting to the Syndicate in its next meeting.

Sd/- 17.6.82 Dy. Registrar

Bangladesh Agricultural University, Mymensingh[২৬]

ORDER

No. 3506 / Estt. June 17,1982

Dr. Md. Abdus Samad who was appointed Lecturer (now Assistant Professor) in the Department of Medicine & Surgery with effect from 18.9.80, is granted study leave on full average pay for the period from 18.9.80 to 7.2.82 in connection with his pursuing Ph.D at the Haryana Agricultural University, India.

By order of the Vice-Chancellor
Sd/- Addl. Registrar

Memo No. 3506(7) / Estt. June 17, 1982

Copy in continuation of this office Memo No. 3505(7) / Estt. Dated June 17, 1982 forwarded to:
1. Dr. Md Abdus Samad, Assistant Professor, Deptt. of Medicine & Surgery.
2. Head, Department of Medicine & Surgery.
3. Dean, Faculty of Veterinary Science.
4. Treasurer
5. Academic Section.
6. Council Division for reporting to the Syndicate in its next meeting.
7. Pension cell

Sd/- 17/6/82
Dy. Registrar

ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ

ক. উল্লেখ্য, আমি ১লা নভেম্বর ১৯৭৮ তারিখে লেকচারার হিসেবে পিএইচডি করতে বিদেশে যাই। অর্ডিন্যান্স বহির্ভূতভাবে আমাকে প্রায় পাঁচ মাস পরে ট্রেনি করা হয় (মেমো নং ৯৫১(৪)/ সংস্থাপন, তাং মার্চ ১৬, ১৯৭৯।[১১] ট্রেনি করার প্রায় এক বছর এগার মাস পরে পুনরায় আমাকে ৩য় বার লেকচারার নিয়োগ করা হয় (মেমো নং ৫৮৮৮(৮)/সংস্থাপন, তাং অক্টোবর ১৪, ১৯৮০)[২১]। আরও মজার ব্যাপার যে, পিএইচডি অর্জন করে বাকৃবি-তে যোগদান করার প্রায় চার মাস পরে যখন আমি সহকারী প্রফেসর তখন তৃতীয়বার যে তারিখ থেকে আমাকে পুনরায় লেকচারার নিয়োগ দেয়া হয় সে তারিখ থেকে রেজিস্ট্রার মহোদয় সিন্ডিকেট অনুমোদন উল্লেখ ছাড়াই স্টাডি লিভ-এর আদেশনামা ইস্যু করেন (মোমো নং ৩৫০৬(৭)/সংস্থাপন, তাং ১৭-৬-৮২)।[২৬] সুতরাং বিষয়টি অতি পরিষ্কার যে রেজিস্ট্রার মহোদয়ের মর্জির উপর সম্পুর্ণ নির্ভর করে কাকে ট্রেনি এবং কাকে স্টাডি লিভ দেয়া হবে।

খ. অবশেষে বিগত ভাইস-চ্যান্সেলর মহোদয়ের আশ্বাসবাণী মনে করে এবং বাস্তবে পিএইচডি ডিগ্রী নিয়ে এমএসসি ডিগ্রীধারী আমার ক্লাস-মেটদের সহকারী প্রফেসর হবার তারিখ (২৫.৫.৭৯) হতে সহকারী প্রফেসর হিসেবে নিয়োগ লাভের জন্য আবেদন করি।[২৭] তার পরিপ্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট অ্যাডেশেন্যাল রেজিস্ট্রার সাহেব নিম্নোক্ত আদেশনামা জারী করেন।

Bangladesh Agricultural University, Mymensingh[২৭]

No. -Estt. August ,1982

To
Dr. Md. Abdus Samad
Asstt. Professor
Deptt. of Medicine & Surgery
BAU, Mymensingh

Dear Sir,

With reference to your application dated 13.2.82, I am directed to inform you that it is not possible to give effect of your appointment as Assistant Professor with effect from 25.5.79.

Yours faithfully
Sd/- Addl. Registrar

No. 4565(1) /Estt. August 18, 1982

Copy forwarded to the Head, Deptt. of Medicine & Surgery, for information

Sd/- 17.8.82
Addl. Registrar

ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ

বিগত দিনে আমার ব্যাপারে যিনি অতি উৎসাহিত হয়ে আমাকে একবার লেকচারার, একবার ট্রেনি, পুনরায় লেকচারার এবং লেকচারার হিসেবে স্টাডি লিভের ব্যবস্থা করেছেন তিনি কী ভাবে প্রকাশ করবেন যে, পিএইচডি ডিগ্রী অর্জন করার পর আমার প্রতি সে আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছেন। তাই কোন কারণ উল্লেখ না করেই তিনি সরাসরি আপনাকে ২৫.৫.৭৯ তারিখে থেকে সহকারী প্রফেসর হিসেবে নিয়োগ দেয়া সম্ভবপর নয় বলেই উত্তর দিয়েছেন।[২৭]

রেগুলার সহকারী প্রফেসর হিসেবে নিয়োগদানে অনিয়ম

উপরে উল্লেখ করেছি যে, মেডিসিন ও সার্জারি বিভাগে দু'টি সহকারী প্রফেসর পদ পূরণের জন্য বিজ্ঞাপন দেয় হয় এবং সে দু'টি পদে নিয়োগ লাভের জন্য আমরা দু'জন ২.৯.১৯৮২ তারিখ ইন্টারভিউ দিই। উল্লেখ্য, বাকৃবি-এর শিক্ষক নিয়োগের আবেদন ফর্মের ১০ নং ক্রমিক নম্বরে উল্লেখ আছে, '10. Minimum salary on which you are prepared to accept the appointment: Tk 2075/- per month with effect from 8.2.1982 (Please see the justification on the attached sheet).'

জাস্টিফিকেশন

সে সময় এমএসসি ডিগ্রীধারী আমার ক্লাস-মেট সহকর্মীগণ প্রতি মাসে ১৯২৫/- টাকা বেতন পেতেন এবং প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী পিএইচডি ডিগ্রীর জন্য দু'টি ইনক্রিমেন্ট দেয়ার নিয়ম ছিল। তাই সব মিলিয়ে ২০৭৫/- টাকা আবেদন ফর্মে উল্লেখ করি। ইন্টারভিউ বোর্ডে আমার ইন্টারভিউয়ের শেষ পর্যায়ে বোর্ডের চেয়ারম্যান জানতে চাইলেন যে কেন আমি ২০৭৫/- টাকা মাসিক বেতন পেতে চাই। তখন আমি ব্যাখ্যা করে বললাম, 'আমার ক্লাস-মেট এমএসসি ডিগ্রীধারী সহকর্মীদের বেতন, পিএইচডি ডিগ্রী অর্জন, ৭ বছর চাকরীর অভিজ্ঞতা এবং দেশী ও বিদেশী জার্নালে প্রকাশিত ১৯টি গবেষণা প্রবন্ধের কথা।' তখন বোর্ডের চেয়ারম্যান তথা ভাইস-চ্যান্সেলর মহোদয় ক্যালকুলেশন করে বললেন, '২০৭৫/- টাকার আধিক বেতন আপনার প্রাপ্য।' যেহেতু আমি ২০৭৫/- টাকা পাবার জন্য আবেদন ফর্মে উল্লেখ করেছি, তাই সিলেকশন কমিটি আমার মাসিক বেতন ২০৭৫/- টাকা নির্ধারণ করে।

পরবর্তীতে আমার সাথে যে সহকর্মী সহকারী প্রফেসর পদের জন্য ইন্টারভিউ দিয়েছিল তিনি জানুয়ারী ২৩, ১৯৮৩ তারিখে নিয়োগ পত্র পান। কিন্তু সহকারী প্রফেসরের জন্য একই সাথে ইন্টারভিউ দেয়া সত্ত্বেও আমাকে কোন রেগুলার হবার নিয়োগপত্র ইস্যু না করে আর একটা অনিয়মের জন্ম দিল? তখন খোঁজ করে জানলাম যে, সিলেকশন কমিটি আমাকে বেশী বেতন নির্ধারণ করার কারণে সিন্ডিকেট অনুমোদন না করে একটি কমিটি করে দিয়েছে।

পরে অনুসন্ধান করে আরও জানতে পারলাম যে, কৃষি অনুষদের আমার জুনিয়ার একজন শিক্ষক সম্প্রতি বিদেশ থেকে পিএইচডি করে বাকৃবি-তে সহকারী প্রফেসর হিসেবে যোগদান করেছে। একই সিন্ডিকেটে সেও রেগুলার হয়েছে। তবে তার আবেদন ফর্মে অতিরিক্ত প্রারম্ভিক বেতন পাবার আবেদন বা যুক্তি না থাকার কারণে বাকৃবি এর প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী তার বেতন নির্ধারণ করা হয়েছে। কিন্তু যেহেতু একই সিন্ডিকেটে দুইটি কেসই রেগুলার হয়েছে সেহেতু তাকেও আমার সমান বেতন দিতে হবে অথবা আমার বেতন কমিয়ে তার সমান করে দিতে হবে। তাই সে সময়কার বাকৃবি-এর যে দু'জন ডীন সিন্ডিকেট সদস্য ছিলেন তাদের নিকট সে অভিযোগ করে যে আমাকে তার চেয়ে অধিক বেতন দেয়া হয়েছে। সেকারণে সেই দু'জন সিন্ডিকেট সদস্য সিন্ডিকেট সভায় আমাকে বেশী বেতন দেয়া হয়েছে বলে আভিযোগ করেন। ফলে উক্ত দু'জন সিন্ডিকেট সদস্যদ্বয় সমন্বয়ে সিন্ডিকেট একটি রিভিউ কমিটি করে দেয়। উল্লেখ্য, আমি বাকৃবি-তে লেকচারার হিসেবে যোগদান করি ২৯-৭-১৯৭৬ তারিখ এবং অভিযোগকারী বাকৃবি-তে অ্যাড হকে ১৮-৮-১৯৭৮ তারিখে লেকচারার হিসেবে যোগদান করে বিদেশে পিএইচডি করতে চলে যায় ফলে তাকে ট্রেনি করা হয়।

অবশেষে সিলেকশন কমিটি কর্তৃক বেতন নির্ধারণের কারণ ব্যাখ্যা করার জন্য উক্ত দুই অনুষদের ডীন সিন্ডিকেট সদস্যদের সাথে দেখা করতে গেলাম কিন্তু তারা আমার কোন কথাই শুনতে আগ্রহ দেখালেননা। যে টুকু তাদের সাথে আলাপ হলো তাতে নিশ্চিত হলাম যে, উনারই আমার রেগুলার হবার জন্য ইচ্ছাকৃতভাবে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছেন। তবে পরবর্তী সিন্ডিকেটে তাঁরা দু'জন ডীন একটি রিপোর্ট দিয়েছিলেন বলে শুনা যায়। বিশ্বস্তসূত্রে জানা যায়, 'বাকৃবি-এর অর্ডিন্যান্স অনুযায়ী তাদের কিছুই করার নাই' বলে তাঁরা দু'জনে সিন্ডিকেটে রিপোর্ট প্রদান করেন। তাঁদের এই রিপোর্ট থেকে স্পষ্ট যে, উক্ত দু'জন সম্মানিত সদস্যবৃন্দ সিডিকেটের সভায় বসার পূর্বে বাকৃবি-এর শিক্ষক নিয়োগের সিলেকশন কমিটি এবং সিন্ডিকেটের অথরিটি সম্বন্ধে জ্ঞাত ছিলেননা।

ইত্যবসরে সিলেকশন কমিটির চেয়ারম্যান বাকৃবি-এর তৎকালীন ভাইস চ্যান্সেলর মহোদয়ের আফিস কক্ষে একটি সভা হচ্ছিল। সে সভায় আমি উপস্থিত ছিলাম। সে সভায় তদানীন্তন বাকৃবি-এর শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক সাহেব বললেন, 'কোন শিক্ষককে বেশী বেতন দেয়া হবে সেটা আমাদের বিষয় নয়। তবে কোন শিক্ষককে যদি কম বেতন দেয়া হয় তবে আমরা প্রতিরোধ করবো।' সে সময় শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদকের একপেশে বক্তব্য শুনে আমি মর্মাহত হই। বুঝতে পারলাম শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পদকের মতে যোগ্যতা, চাকরীতে সিনিয়র ও জুনিয়ার এর কোন পার্থক্য নেই। তবে শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদকের বোঝা উচিৎ ছিল যে, একটি বিভাগে দু'টি সহকারী প্রফেসরের পদ পূরণের জন্য বিজ্ঞপ্তি হয়েছে, দু'জন যোগ্য প্রার্থী ইন্টারভিউ দিয়েছে এবং দু'জনের একসাথে চাকরীর অর্ডার ইস্যু হবার কথা। কিন্তু বাকৃবি কর্তৃপক্ষ একই নোট থেকে একটি অর্ডার ইস্যু করেছে এবং অন্যটি আঁটকিয়ে রেখেছে। এমতাবস্থায় শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদকের ভূমিকা হওয়া উচিৎ ছিল অনতিবিলম্বে দু'জনের সহকারী প্রফেসর অর্ডার একসাথে ইস্যু করার ব্যবস্থা করা। কিন্তু একজন সাধারণ শিক্ষককে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন যাতে আঁটকিয়ে রাখতে সক্ষম হয় সে ব্যাপারে শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক প্রশাসনকে সাহায্য করেছেন। শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক আমার প্রতি এইরূপ বৈরী আচরনের কারণ জানা নাই। তবে অভিযোগকারী শিক্ষক এবং সাম্যবাদী শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক রাজনৈতিকভাবে ভিন্ন মেরুতে অবস্থান করলেও উভয়ই একই অঞ্চলের বাসিন্দা, সুতরাং ন্যায় বিচার নয় অঞ্চলপ্রীতি বড় হয়ে দেখা দিয়েছিল। সেসময় শিক্ষক সমিতির সভাপতির সাথে আমার একদিন রাস্তায় দেখা হয়। রাস্তায় দেখা হতেই তিনি আমাকে বলেছেন, 'আমি ভাইস-চ্যান্সেলর সাহেবকে বলেছি যে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পরবর্তী সিন্ডিকেটে তোমার কেসটা অনুমোদন করে রেগুলার নিয়োগদান করার জন্য এবং তিনি করবেন বলেছেন'। শিক্ষক সমিতিরি উক্ত সভাপতি সাহেব পরবর্তীতে বাকৃবি এর ভাইস-চ্যান্সেলর হিসেবে নিয়োগলাভ করেন।

পরবর্তীতে সিন্ডিকেট সভায় আবার আমার সহকারী প্রফেসর রেগুলার হবার জন্য সিলেকশন কমিটির সুপারিশ আলোচনা হয়। এবার দু'সদস্যের পরিবর্তে সম্ভবত সকল অনুষদের ডীন সমন্বয়ে কৃষি অনুষদের ডীনকে চেয়ারম্যান করে সিন্ডিকেট পুনরায় একটি কমিটি গঠন করে। এখানে লক্ষণীয় বিষয় এই যে, প্রথমের দুই জন সিন্ডিকেট সদস্য সমন্বয়ে গঠিত কমিটির উভয় সদস্যই পরবর্তী সিন্ডিকেট সভার সদস্য ছিলেন কিন্তু পরবর্তীতে বাকৃবি-এর অর্ডিন্যান্স সম্পর্কে ধারনা হলেও পুনরায় যখন সিন্ডিকেট সভায় নুতন কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় তখন তাঁরা অজ্ঞাত কারণে নতুন কমিটি গঠনের বৈধতা প্রশ্নে নীরব ভূমিকা পালন করেন। উল্লেখ্য, বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর সিলেকশন কমিটি এবং সিন্ডিকেট উভয় সভার চেয়ারম্যান। এমনকি জানা যায় যে, তৎকালীন ভাইস-চ্যান্সেলর বাকৃবি-এর অর্ডিন্যান্স রচয়িতা।

পরবর্তীতে সকল ডীন সমন্বয়ে গঠিত উক্ত কমিটির একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় উপস্থিত ছিলেন এমন একজন সদস্যের নিকট উক্ত সভার বিভিন্ন আলোচনা ও সকল সদস্যের মতামত সম্বন্ধে জানতে পারি। সভার পরে উক্ত কমিটির চেয়ারম্যানের সাথে দেখা করতে গেলাম। কৃষি অনুষদে তাঁর চেম্বারে আমার বিষয়টি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতেই তিনি বললেন, 'সময়মত আসনি কেন?' উত্তর দিলাম, 'আমি জানতামনা যে সিন্ডিকেট পুনরায় অর্ডিন্যান্স বহির্ভূতভাবে আমার রেগুলার নিয়োগের জন্য পুনরায় কমিটি করছে'। এছাড়া আরও বললাম যে, সংশ্লিষ্ট ফাইলে আমারতো বায়োডাটা রয়েছে। তখন তিনি উত্তর দিলেন, 'বায়োডাটা দিয়ে কিছুই হয়না।' সত্যিইতো ! বায়োডাটা দিয়ে যদি কিছু হতো তাহলে সিন্ডিকেটের কমিটি করার কোন প্রয়োজন ছিলনা। কারণ বাকৃবি-এর অডিন্যান্স অনুযায়ী সিলেকশন কমিটি বায়োডাটা পরীক্ষা এবং ইন্টারভিউ নিয়েই চাকরীর সিলেকশন ও বেতন নির্ধারণ করে। পরে বিশ্বস্তসূত্রে জানতে পারলাম যে, উক্ত কমিটি রিপোর্ট করেছে, 'বাকৃবি-এর অডিন্যান্স অনুযায়ী কমিটির কিছুই করার নেই। তবে তাকে বেতন বেশী দেয়া হয়েছে'। এখন দেখা যাক এব্যাপারে বাকৃবি-এর অর্ডিন্যান্সে কি আছে।[২৮]

BAU Ordinance: The Selection Board (page 17-18)[28]

7.(4) The functions of the Selection Board shall be as follows:
(a) to consider the applications of candidates for the posts of teachers in the University;
(b) to recommend to the Syndicate the names of suitable candidates for appointment to the post of teachers; and
(c) to suggest the terms and conditions that may be offered to the selected candidates for the posts of teachers.
(5) In case of an unresolved difference of opinion between the Selection Board, and the Syndicate, the matter shall be referred to the Chancellor for final decision.

ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষেণ

ক. শিক্ষক নিয়োগ সংক্রান্ত বাকৃবি-এর অর্ডিন্যান্স স্পষ্ট। অর্থাৎ সিলেকশন কমিটি একটি স্ট্যাটিউটরি কমিটি বা অর্ডিন্যান্স অনুযায়ী অনুমোদিত অথরিটি। তাই সিলেকশন কমিটির কোন সুপারিশ সিন্ডিকেট অনুমোদন না করলে অর্থাৎ সিলেকশন কমিটি ও সিন্ডিকেটের মতপার্থক্য হলে, একমাত্র নিয়ম হল বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর মহোদয়ের নিকট সিদ্ধান্তের জন্য প্রেরণ করা।[২৮] কিন্তু আমার ক্ষেত্রে সিন্ডিকেট দুই বার অর্ডিন্যান্স বহির্ভূত কমিটি করে অনিয়মতান্ত্রিক পন্থা অবলম্বল করেছে।

খ. বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেটে দু'জন অনুষদীয় ডীন (আভ্যন্তরিক) সদস্য হিসেবে থাকার অর্থ বিশ্ববিদ্যালয়ের চত্বরের সমস্যা ও অর্ডিন্যান্স সম্বন্ধে তাদের বাহিরের সদস্য অপেক্ষা অধিক জ্ঞান সম্পন্ন হয়ে কার্যকর ভূমিকা পালন করা। কিন্তু বাস্তবে আভ্যন্তরিক দু'জন সম্মানিত সিন্ডিকেটের ডীন সদস্য একটি সিলেকশন কমিটির সুপারিশ নিয়ে অর্ডিন্যান্স বহির্ভূতভাবে যে ভূমিকা রাখলেন তা পলিটিক্স ছাড়া অন্য কোন অর্থ বহন করেনা। উল্লেখ্য, সিন্ডিকেটের উক্ত ডীন সদস্যদ্বয় পরবর্তীতে পর্যায়ক্রমে বাকৃবি-এর ভাইস চ্যান্সেলর হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত হন।

গ. বাকৃবি এর শিক্ষক সমিতির মূল উদ্দেশ্য প্রতিটি শিক্ষক সদস্যের ন্যায্য অধিকার আদায়ে কার্যকর ভূমিকা রাখা। কিন্তু সে সময়ের শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক আমার সহকারী প্রফেসর পদে রেগুলার নিয়োগের ব্যাপারে যে ভূমিকা পালন করেছেন তাতে অঞ্চলপ্রীতিই প্রাধান্য পেয়েছে এবং আমাকে স্পষ্টতই অধিকার বঞ্চিত করতে তিনি কুণ্ঠিত হননি।

সিলেকশন কমিটির সুপারিশ থাকা স্বত্ত্বেও আমাকে সহকারী প্রফেসর পদে রেগুলার হওয়ার আদেশনামা ইস্যু না করার কারণে মেডিসিন ও সার্জারি বিভাগের বিভাগীয় প্রধানকে প্রতি ছয় মাস পর পর আমার সহকারী প্রফেসর পদে নিয়োগের জন্য প্রস্তাব দিয়ে চাকরীর মেয়াদ বর্ধিত করতে হয়। সেসব নিয়োগ সম্পর্কে কয়েকটি উদাহরণ নিম্নে দেয়া হ'ল।

Extension for Assistant professor position at 6 months interval:

Memo No. 1010 / Estt.	Dated March 12, 1982	From 8.2.82 - 7.8.82
Memo No. 4564(6)/Estt.	Dated August 18, 1982	From 8.8.82 -7.2.83
Memo No. 1248(6) /Estt.	Dated, February 24, 1983	From 8.2.83- 7.8.83

এতক্ষণ ধরে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ম-নীতি, অর্ডার, অর্ডিনেন্স ইত্যাদি সম্বন্ধে আলোচনা করে লেখক ও তা পড়ে পাঠক ক্লান্ত। তাই একটা গল্প বলি। এক দেশে ছিল দু'বন্ধু। তারা দেশ ভ্রমণে বের হলো। ঘুরতে ঘুরতে এক আজব দেশে পৌঁছালো। সেদেশে লবণের চেয়ে চিনির দাম কম, তেলের থেকে ঘিয়ের দাম কম, চালের থেকে দুধের দাম কম ইত্যাদি। বাজারের খাদ্য দ্রব্যের এরূপ দামের অবস্থা দেখে এক বন্ধু আহ্লাদিত হয়ে সেখানে স্থায়ীভাবে থেকে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়ায় অন্য বন্ধু প্রমাদ গুণলো। কারণ তার গুরু বলেছে এইরূপ অস্বাভাবিক বাজারের অবস্থা দেখলে সে দেশে বাস করা বিপদজনক। সুতরাং সে বন্ধুকে সব খুলে বললো এবং দেশে ফিরে যাবার জন্য অনুরোধ করলো। বন্ধু এত খাবার সুখ ছেড়ে যেতে চাইলো না। অপর বন্ধু দেশে একা ফিরলো এবং অপর জন সস্তা সব খাবার খেয়ে খুব নাদুস নদুস হয়ে উঠলো। হঠাৎ একদিন সে দেশে একটি চুরির ঘটনা ঘটলো। রাজার দরবারে বিচার হল এবং সে বিচারের রায় হল, চোরকে শূলে চড়িয়ে মেরে ফেলতে হবে। জল্লাদ চোরকে ধরে নিয়ে শূলে চড়ালো। কিন্তু চোরের দেহ এত শীর্ণকায় বা কৃশকায় ছিলো যে তাকে শূলে বাসানো গেলনা। তখন রাজা সংবাদ পেয়ে বলল, 'এশহরে যে মানুষটা সবচেয়ে মোটা তাকে ধরে এনে শূলে চড়াও'। শেষ পর্যন্ত দেখা গেল যে ভিনদেশী বন্ধু প্রচুর সস্তা পুষ্টিকর খাদ্য খেয়ে দেহকে মোটা তাজা করেছে সেই বন্ধুকে ধরে আনা হ'ল। তখন সে তার ভুল বুঝতে পারলো কিন্তু তাকে এনে শূলে চড়িয়ে রাজার আদেশ কার্যকর করা হ'ল।

যে দেশে বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রকৃত মেধার মুল্যায়ন হয় না, যেখানে প্রথম শ্রেণি প্রাপ্ত ও পিএইচডি ডিগ্রীধারীদের উপেক্ষা করে ২য় শ্রেণি এমনকি তৃতীয় শ্রেণি প্রাপ্ত এমএসসি ডিগ্রীধরীদের প্রাধান্য দেয়া হয় সে দেশে বাস যোগ্য কিনা স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন জাগে। তাই বিদেশে চাকরী করার চিন্তা মাথায় আসে। এই উদ্দেশ্যে যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে আবেদন করে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে যে উত্তর পাই।[২৯]

Bangladesh Agricultural University, Mymensingh[২৯]

No. -Estt. Dated, December ,1982

To
Dr. Md. Abdus Samad
Asstt. Professor, Deptt. of Medicine & Surgery, BAU, Mymensingh

Sub: Forwarding of your application for a teaching post in the Ross University, USA

Dear Sir,

Kindly refer to your application dated 20.10.82 on the above subject, I am to inform you that you are under a bond to serve this University for a period of 4 years from 8.2.82 as per our order No. 4179(9)/Estt. dated 2.8.80.

Therefore, Vice-Chancellor regreds to forward your application.

Yours faithfully
Sd/- Addl. Registrar

Memo No. 6934(2) /Estt. Dated, December 7, 1982

Copy forwarded for information to:
1. Head, Department of Medicine & Surgery.
2. Dean, Faculty of Vety. Science.

Sd/- 5.12.82
Addl. Registrar

যখন আমি সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিত হলাম যে, আমার সহকারী প্রফেসর পদে রেগুলার নিয়োগের জন্য সিলেকশন কমিটির সুপারিশ নিয়ে কতিপয় শিক্ষক নেতা এবং সংশ্লিষ্ট নেতা কর্মকর্তা একটি নোংরা পলিটিক্স খেলছে সে সময় দু'টি আবেদন করি।[৩০,৩১]

Bangladesh Agricultural University, Mymensingh[৩০]

No. 64/DMS. Dated, January 25,.1883

To
The Vice-Chancellor
Bangladesh Agricultural University, Mymensingh
Through Head

Subject: Prayer for regular appointment order as Assistant Professor.

Sir,

With due respect I beg to place before you some points in favour of issuing my regular appointment as Assistant Professor in the Department of Medicine and Surgery at your earliest convenience.

1. I appeared before the selection committee for regularization for the post of Assistant Professor along with my two years junior colleague, Mr. Golam Shahi Alam on October 2, 1982. The regular appointment order (No. 602(9)/Estt, dated, 23.1.1983) of Mr. Alam as Assistant Professor has been issued by the Registrar but I have not received such order from the Registrar so far.
2. I got the opportunity to undergo Ph.D in abroad in 1978 and during my absence all of my contemporary colleagues in this University have been appointed as Assistant Professor in 1979. Beside this, those are in abroad for higher training also got appointment as Assistant Professor in absentia. But my case has not been considered that time.
3. Now, I have faced the selection committee for regular appointment for the post of Assistant Professor on October 2, 1982 with Ph.D degree, 19

publications and approximately 7 years service at this University but unfortunately I am not getting my regular appointment order as Assistant Professor.

With the above circumstances, I pray and hope that you would be kind enough to issue my regular appointment order at your earliest convenience so that I may be able to engage myself to work peacefully at this University.

Yours faithfully
Sd/- 25.1.83 (Dr. M. A. Samad)
Department of Medicine & Surgery

Bangladesh Agricultural University, Mymensingh[৩১]

No. 65/DMS. Dated, January 25,.1883

To
The Registrar
Bangladesh Agricultural University, Mymensingh
Through Proper Channel

Subject: Application for regular appointment order as Assistant Professor in the Department of Medicine and Surgery.

Dear Sir,

I beg to state that I appeared before the selection committee for regularization for the post of Assistant Professor in the Department of Medicine and Surgery along with Mr. Golam Shali Alam in the same Department in October 2,1982. The regular appointment order (No. 602(9)/ Estt. Dated, 23.1.1983) of Mr. Alam as Assistant Professor has been issued by you but I have not received such order from you so far. I shall be highly obliged if you would kindly issue my regular appointment order at your earliest convenience.

Yours faithfully
Sd/- 25.1.83
(Dr. M. A. Samad)
Department of Medicine and Surgery

Bangladesh Agricultural University, Mymensingh[৩৩]

ORDER

No. / Estt. Dated, August ,1982

The initial pay of Dr. Md. Abdus Samad as Assistant Professor, Deptt. of Medicine & Surgery is fixed at Tk. 1850/- (Taka one thousand eight hundred and fifty) only instead of Tk. 1550/- per month in the scale of Tk 1400-75-2225/- with effect from 8.2.82.

This order is issued in pursuance of Syndicate resolution No. 8 dated 29-7-83 and 30-7-83.

By order of the Vice-Chancellor
Sd/- Registrar

Memo No. 5431(4) / Estt. Dated, 21 August, 1983

Copy forwarded in continuation of this Office Memo No. 1654(9)/ Estt, dated 8.3.83 forwarded to:

1. Dr. Md Abdus Samad, Asstt. Professor, Dept. of Medicine & Surgery.
2. Head, Department of Medicine & Surgery.
3. Dean, Faculty of Veterinary Science.
4. Treasurer

Sd/- 18/8/83
Registrar

অবশেষে ভাইস-চ্যান্সেলর মহোদয় এবং রেজিস্ট্রার মহোদয়কে উপরোক্ত আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে বাকৃবি-এর অর্ডিন্যান্স বহির্ভূতভাবে নিম্নোক্ত অর্ডারটি ইস্যু করা হয়।[৩২]

Bangladesh Agricultural University, Mymensingh[৩২]

ORDER

No. / Estt. March ,1983

Dr. Md. Abdus Samad, who was temporarily appointed to act as Assistant Professor in the Department of Medicine and Surgery (against temporary vacancy) with effect from 8.2.82, is appointed as such until further orders on an initial pay of Taka 1550/- (Taka one thousand five hundred and fifty) only per month in the scale of Taka 1400-75-2225/- with effect from the date of his ad-hoc appointment, i.e 8.2.82.

Initial pay has been fixed provisionally subject to adjustment after finalization of his initial pay by the Syndicate.

He shall be entitled to the benefit of the University Employees' General Provident Fund.

He shall be bound to abide by all University Ordinances, Statutes, Rules and Regulations that are currently in force and that may be laid down from time to time by the University.

By order of the Vice-Chancellor
Sd/- Registrar

Memo No. 1654(9) / Estt. Dated, March 8 , 1983

Copy in continuation of this Office Memo No. 1010(10)/ Estt, dated 12.3.82 forwarded to:

1. Dr. Md Abdus Samad, Assistant Prof, Dept. of Medicine & Surgery.
2. Head, Dept. of Medicine & Surgery.
3. Dean, Faculty Vet. Science
4. Treasurer,
5. Controllor of Examinations.
6. Librarian
7. Public Relations Officer.
8. Academic Section.
9. Pension cell

Sd/- 8/3/83,
Registrar

ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ

ক. ১৯৮২ সনের মার্চ মাসে আমাকে মাসিক ১৫৫০/- টাকা বেতনে অ্যাড-হক ভিত্তিতে ছয় মাসের জন্য সহকারী প্রফেসর হিসেবে নিয়োগদান করা হয় (মেমো নং ১০১০/সংস্থাপন, তারিখ মার্চ ১২,১৯৮২)।[২৩] সহকারী প্রফেসর রেগুলার হিসেবে নিয়োগের জন্য সিলেকশন কমিটি সবদিক বিবেচনা করেই আমার মাসিক বেতন ২০৭৫/- টাকা নির্ধারণ করে। কিন্তু সিন্ডিকেট সিলেকশন কমিটির সুপারিশ অনুমোদন না করে বাকৃবি এর অর্ডিন্যান্স বহির্ভূতভাবে পর্যায়ক্রমে দু'টি কমিটি করে। উল্লেখ্য, দু'টি কমিটির রিপোর্ট-এ বলা হয় যে, বাকৃবি-এর প্রচলিত অর্ডিন্যান্স অনুযায়ী কমিটির কিছুই করার নেই। অথচ বাকৃবি-এর সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ অনিয়মতান্ত্রিভাবে অর্ডিনেন্স-এর তোয়াক্কা না করে সিন্ডিকেট অনুমোদ ছাড়াই আমার সহকারী অধ্যাপকের রেগুলার নিয়োগের অর্ডার ইস্যু করে।[৩২]

খ. বাকৃবি-এর প্রচলিত অর্ডিন্যান্স অনুযায়ী সিলেকশন কমিটির সুপারিশ সিন্ডিকেটে অনুমোদিত হলেই রেজিস্ট্রার অর্ডার ইস্যু করার কথা। কিন্তু তিনি কিভাবে আমার মাসিক বেতন ১৫৫০/- টাকা নির্ধারণ করে রেগুলার সহকারী প্রফেসর নিয়োগের আদেশনামা ইস্যু করলেন তা বোধ্যগোম্য নয়।[৩২] এপর্যায়ে বাকৃবি-এর সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ তিনটি অনিয়ম করল। প্রথমটি হ'ল, সিন্ডিকেটের অনুমোদন ছাড়াই রেগুলার নিয়োগপত্রের অর্ডার ইস্যু, দ্বিতীয়টি হ'ল, সিলেকশন কমিটি ২০৭৫/- টাকা মাসিক বেতন সুপারিশ করা সত্ত্বেও ১৫৫০/- নির্ধারণ করে অর্ডার ইস্যু করা এবং তৃতীয়টি হ'ল, যেহেতু সিলেকশন কমিটি আমার মাসিক বেতন নির্ধারণ করে দিয়েছেন সেহেতু অর্ডিনেন্স অনুযায়ী বেতন নির্ধারণের ব্যাপারে সিন্ডিকেটের কিছুই করার থাকে না কিন্তু

রেজিস্ট্রার উক্ত আদেশনামায় উল্লেখ করেছেন যে, পরবর্তী সিন্ডিকেটে বেতন নির্ধারণ করা হবে।[৩২]

গ. বাকৃবি-এর অর্ডিন্যান্স অনুযায়ী সিলেকশন কমিটির সুপারিশ সিন্ডিকেট সভায় গৃহীত বা অনুমোদিত না হলে বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলরের নিকট সিদ্ধান্তের জন্য পাঠানোর নিয়ম। কিন্তু রেজিস্ট্রার সাহেব তা না করে অনিয়মের আশ্রয় গ্রহণ করে প্রথমে আমাকে রেগুলার নিয়োগের আদেশনামা ইস্যু করেন এবং বেতন নির্ধারণের জন্য পরবর্তী সিন্ডিকেটে সিলেকশন কমিটির সুপারিশকে অগ্রাহ্য করে ১৮৫০/- টাকা মাসিক বেতন নির্ধারণ করার ব্যবস্থা করেন।[৩৩] ফলে বাকৃবি-তে অর্ডিন্যান্স অনুসরণ না করে একটি অনিয়মের দৃষ্টান্ত সৃষ্টি করা হলো।

ঘ. মেডিসিন ও সার্জারি বিভাগের জনাব মো. হাফিজুর রহমান চাকরীতে ইস্তফা দিয়ে বিদেশে চলে যান এবং সে স্থায়ী সহকারী প্রফেসর পদের বিপরীতে আমাকে অ্যাড-হক ভিত্তিতে নিয়োগদান করা হয়।[২৩] কিন্তু যখন রেগুলার সহকারী প্রফেসর হিসেবে নিয়োগদান করা হয় তখন আমাকে কোন পদের বিপরীতে নিয়োগ দেয়া হল তা কোষাধ্যক্ষের কপিতে উল্লেখ না করে বরং একটি অস্থায়ী শূন্য পদের বিপরীতে নিয়োগ দেয়া হয়েছে উল্লেখ করে আরও একটি অনিয়মের আশ্রয় নেয়া হলো।

ঙ. বাকৃবি-এর রেজিস্ট্রার সিন্ডিকেটের অনুমোদন ছাড়াই একজন শিক্ষকের রেগুলার নিয়োগের অর্ডার ইস্যু, সিলেকশন কমিটির সুপারিশকে অগ্রাহ্য করে সিন্ডিকেটের মাধ্যমে পুনঃবেতন নির্ধারণ এবং ইচ্ছামাফিক কোন পদের বিপরীতে নিয়োগ করা হয়েছে তা উল্লেখ না করা ইত্যাদি কার্যবলী থেকে স্পষ্ট ভাবে অনিয়মের আশ্রয় গ্রহণ করা হয়েছে প্রমানিত হয়। যে কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার পদটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তা বলাই বাহুল্য। কারণ উক্ত পদে অধিষ্ঠিত ব্যক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্ডিন্যান্সের ধারক, বাহক, রক্ষক ও সঠিকভাবে প্রয়োগকারী হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে হয়।

Bangladesh Agricultural University, Mymensingh[৩৪]
ORDER

No. / Estt. Dated, October 25, 1982

In pursuance of Syndicate Resolution No. 4 dated 29/30-7-83, Dr. M. A. Samad, Lecturer (now Assistant Professor), Department of Medicine and Surgery is granted traineeship allowance of Taka 1120/- (Taka one thousand one hundred and twenty) only per month with effect from 1-11-78 which is adjustable against the amount already drawn.

This supersedes all the previous orders issued in this respect.

By order of the Vice-Chancellor
Sd/- Deputy Registrar

Memo No. 6755(6) / Estt. Dated, October 25, 1983

Copy forwarded to:
1. Dr. Md Abdus Samad, Assistant Professor, Department of Medicine & Surgery.
2. Head, Department of Medicine & Surgery.
3. Dean, Faculty of Veterinary Science.
4. Treasurer
5. Public Relation Officer
6. Academic Section.

Sd/- 25.10.83
Deputy Registrar

ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ

অর্ডারটি পড়েই প্রবাদটি মনে পড়ল, **'গরু মেরে জুতো দান'**।[৩৪]

বাকৃবি-এর প্রচলিত অর্ডিন্যান্স অনুযায়ী চাকরীতে রেগুলার শিক্ষক উচ্চ শিক্ষা তথা পিএইচডি অর্জনকালীন সময় স্টাডি লিভ পাবার যোগ্য। অধিকন্তু বাকৃবি-এর অডিন্যান্সে কোন অ্যাড-হক ভিত্তিতে নিয়োজিত শিক্ষককে উচ্চ শিক্ষার জন্য স্টাডি লিভ দেয়া বা ট্রেনি পদ সৃষ্টি করে তার বিপরীতে নিয়োগ করে উচ্চ শিক্ষার ব্যবস্থা করার কোন সুযোগ নেই। সাধারণত বাকৃবি-এর সকল শিক্ষক বিদেশে উচ্চ শিক্ষায় গমনের পূর্বে স্টাডি লিভ পাওয়ার শর্তে বন্ডে চুক্তি করে যে স্টাডি লিভ তথা উচ্চ শিক্ষা সম্পন্ন করে নির্দিষ্ট সময় (চার বছর) বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরী করতে বাধ্য থাকবে। কিন্তু স্টাডি লিভ পাওয়ার উদ্দেশ্যে বন্ডে চুক্তিকারী শিক্ষককে পরে স্টাডি লিভ না দিয়ে তার রেগুলার পদ থেকে তাকে অপসারিত করে নতুন ডাউনগ্রেড ট্রেনি পদ সৃষ্টি এবং সে ট্রেনি পদে তাকে প্রদর্শন করা হলে নিয়ম অনুযায়ী স্টাডি লিভের জন্য দেয় চুক্তিকৃত বন্ডের আর কোন কার্যকারিতা থাকেনা। অর্থাৎ ইহা স্পষ্ট যে সে শিক্ষককে জিম্মি করে প্রস্তাব দেয়া হ'ল যা অত্যধিক অমানবিক। আমার ক্ষেত্রে বাকৃবি যে এরূপ আচরণ করেছে তা উপরে উল্লিখিত বিভিন্ন আদেশনামায় দেখানো হয়েছে। উল্লেখ্য, আমি রেগুলার লেকচারার পদে নিয়োগপ্রাপ্ত হয়ে ১-১১-৭৮ তারিখ পিএইচডি ডিগ্রী অর্জনের জন্য বিদেশে গমন করি।[৪,৫] বাকৃবি-এর কর্তৃপক্ষ পরবর্তীতে আমাকে ট্রেনি করে এবং আমি তাতে সম্মত না হয়ে ছুটিতে দেশে ফিরে এসে সংশোধনের জন্য ১৬ জুলাই ১৯৮০ তারিখে আবেদন করি কিন্তু কর্তৃপক্ষ আমার সে আবেদন নামঞ্জুর করে। এপর্যন্ত ১-১১-১৯৭৮ সন থেকে বিভিন্ন সময়ে একের পর এক আদেশনামা ইস্যু করতে থাকে। যেমন উপরোক্ত আদেশনামায় আমার প্রথম স্টাডি লিভের জন্য আবেদন করার পাঁচ বছর পরে বাকৃবি ট্রেনিশিপ ভাতা বৃদ্ধি করেছে।[৩৪] অর্থাৎ পাঁচ বছর পূর্বে 'গরু মেরে এখন জুতো দান করল'।

মেডিসিন ও সার্জারী বিভাগ বিভক্তকরণ

বাকৃবি-এর একাডেমিক কাউন্সিলের ২৯-১১-৮৩ এবং ১৫-১২-৮৩ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার সুপারিশ নং ১২ এবং ২৮/২৯-২-৮৪ তারিখে অনুষ্ঠিত সিন্ডিটের রেজলিউশন নং ১৫ এর পরিপ্রেক্ষিতে মেডিসিন ও সার্জারি বিভাগ-কে দু'টি পৃথক বিভাগে বিভক্ত করা হয় (নং ২৭৩৫ / সংস্থাপন, তারিখ এপ্রিল ২৫, ১৯৮৪)। সুতরাং মেডিসিন ও সার্জারি বিভাগ-এর সকল শিক্ষক ও কর্মচারীদের ডিগ্রী এবং কর্মক্ষেত্র অনুযায়ী নতুন দু'টি বিভাগে বিভক্ত করা হয়। আমার মেডিসিন বিষয়ে পিএইচডি ডিগ্রী হবার কারণে আমার মেডিসিন বিভাগ-এ জায়গা হয়।

পনরায় বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরির জন্য আবেদন

১৯৮৫ সনের মার্চ মাসে জানতে পারলাম যে, লিবিয়ার আল-ফাতে ইউনিভার্সিটি-এর ভেটেরিনারি মেডিসিন বিভাগে সহকারী প্রফেসর নিয়োগের জন্য বিজ্ঞাপন দিয়েছে। উল্লেখ্য, আমি ট্রেনি হিসেবে বিদেশে পিএইচডি করার জন্য বাকৃবি-তে কোন বন্ড দিয়ে চুক্তিবদ্ধ হয়নি। কারণ আমি স্টাডি লিভের আবেদন করে বন্ড দিয়ে বিদেশে পিএইচডি ডিগ্রী অর্জনের জন্য যাই। কিন্তু বাকৃবি-এর সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ উক্ত বন্ডটি আমার অনুমতি না নিয়েই ট্রেনির ক্ষেত্রের ব্যবহার করে। ট্রেনি হিসেবে উক্ত বন্ডটি ব্যবহার করলেও আমি পিএইচডি ডিগ্রী অর্জনের পর ৮-২-১৯৮২ তারিখ বাকৃবি-তে কাজে যোগদান করি এবং যোগদানের তারিখ হতে ১৯ মার্চ ১৯৮৫ তারিখ পর্যন্ত গণনা করলে দেখা যায় চার বছর বন্ডের বিপরীতে তিন বছরের অধিক বাকৃবি-তে সক্রিয়ভাবে চাকরী করেছি। উল্লেখ্য, বিদেশে কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা সংস্থায় চাকরীর আবেদন করে চাকরী হলে উক্ত চাকরীতে যোগদান করতে প্রায় বছরখানেক সময় লেগেই যায়। এছাড়া প্রতিটি চাকরীর বিজ্ঞাপনের আবেদনের সর্বশেষ তারিখ উল্লেখ থাকে। কিন্তু বাকৃবি-এর সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা আমার বিদেশী চাকরীর আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে প্রায় দুই মাস পরে আমাকে যে উত্তর দেয়।[৩৫]

Bangladesh Agricultural University, Mymensingh[৩৫]

No. ______ / Estt Dated, May 7, 1985

To
Dr. M. Samad
Assistant Professor
Department of Medicine
Bangladesh Agricultural University
Mymensingh

Subject: Application for the post of Assistant Professor in the Department of Veterinary Medicine, Faculty of Veterinary Medicine, Al-Fateh University, P.O. Box 13662. Tripoli, Libya

Dear Sir,

With reference to you application dated March 19, 1985 on the above subject, I am to inform you that as you are under a bond to serve the University for a minimum period of 4-years with effect from 8-2-82, Vice-Chancellor regrets his inability to forward your application for the above mentioned post in the University of Al-Fateh.

Yours faithfully
Deputy Register-I

Memo No. 238(2) / Estt Dated, May 7, 1985
Copy forwarded to :-
1. Head, Deptt. of Medicine
2. Dean, Faculty of Veterinary Science

Sd/- 7.5.85
Deputy Register-I

মেডিসিন বিভাগে সহযোগী প্রফেসর পদে নিয়োগে অনিয়ম

মেডিসিন ও সার্জারি বিভাগ বিভক্ত হবার পর মেডিসিন বিভাগে দু'টি সহযোগী প্রফেসর-এর পদ শূন্য ছিল। পদ দু'টি পূরণের জন্য বিজ্ঞাপন দেয়া হয়। উল্লেখ্য, সে সময় মেডিসিন বিভাগে চার জন সহকারী প্রফেসর ছিল। দু'জন পিএইচডি ডিগ্রীধারী এবং দু'জন ভারতে পিএইচডি-তে অধ্যায়নরত ছিলেন। দু'জন পিএইচডি ডিগ্রীধারীর মধ্যে আমি দেশে মেডিসিন বিভাগে কর্মরত ছিলাম এবং অন্যজন পোস্ট-ডক্ট করার জন্য বিদেশে অবস্থান করছিলেন। উল্লেখ্য, যিনি বিদেশে পোস্ট-ডক্ট করছিলেন তার শিক্ষা জীবনে কোন প্রথম শ্রেণি ছিলনা। অপরদিকে যে দু'জন ভারতে পিএইচডি করছিলেন তারা চাকরীতে অগ্রবর্তী ছিল। কিন্তু সে যুগে পিএইচডি ডিগ্রী ছাড়া সহযোগী প্রফেসর এবং প্রফেসর হওয়া খুব কঠিন ব্যাপার ছিল। এমতাবস্থায় মেডিসিন বিভাগের শূন্য সহযোগী প্রফেসর পদ দু'টি পূরণের জন্য বিজ্ঞাপন দেয়া হয়। উক্ত পদ দু'টিতে আবেদন করার শেষ তারিখ ছিল ২৫.১০.১৯৮৪। আমি যেহেতু দেশে বিভাগেই কর্মরত ছিলাম সেহেতু যথা সময়ে উক্ত পদের জন্য আবেদন করি। পোস্ট-ডক্ট প্রোগ্যামে বিদেশে অবস্থানকারী শিক্ষক আবেদন করেননি। আর যে দু'জন ভারতে পিএইচডি-তে অধ্যায়নরত ছিলেন তাদের মধ্যে একজন যথা সময়ে আবেদন করেন। উল্লেখ্য, যে দু'জন ভারতে পিএইচডি করছিলেন তাদের পরিবারবর্গ বাকৃবি ক্যাম্পাসের বাসায় বসবাস করত। তাই তারা ছুটিতে বাকৃবি ক্যাম্পাসে আসতেন। মেডিসিন বিভাগের দু'টি সহযোগী প্রফেসর-এর পদ পূরণের বিজ্ঞাপনের বিপরীতে যথাসময়ে দু'টি মাত্র আবেদন জমা হয়। কিন্তু মেডিসিন বিভাগে দু'টি সহযোগী প্রফেসর পদ পূরণের বিজ্ঞপ্তি হওয়ার পর প্রায় এক বছরের অধিককাল পর্যন্ত সিলেকশন কমিটি আহ্বান করা হয় নাই। অপরদিকে যে একজন শিক্ষক ভারতে পিএইচডি-তে অধ্যায়নরত এবং বিজ্ঞপ্তি হওয়া সহযোগী প্রফেসর পদে যথাসময়ে আবেদন করেননি। পরবর্তীতে তিনি মেডিসিন বিভাগের বিভাগীয় প্রধান শিক্ষক নেতার সহায়তায় উক্ত পদ বিজ্ঞপ্তি ও আবেদন জমা দেবার প্রায় আট মাস পরে নিম্নোক্ত ফরওয়ার্ডিং-এর মাধ্যমে ৩০-৬-২০০৫ তারিখ আবেদন পত্র জমা দেন।[৩৬]

ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ

১৯৮৪ সনে মেডিসিন বিভাগে দু'টি সহযোগী প্রফেসর-এর শূন্য পদ পূরণের জন্য বিজ্ঞপ্তি হবার প্রায় এক বছরের অধিক সময় পরে ১৯৮৬ সনের প্রথম দিকে উক্ত দু'টি পদে নিয়োগের জন্য সিলেকশন কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। সিলেকশন কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হবার পূর্বে কয়েক জন সিলেকশন কমিটির সদস্যদের সাথে আমার সাক্ষাৎ হলে তাঁরা আমাকে বকাবকি করেন এই বলে যে বিজ্ঞপ্তি হবার আট মাস পরে দরখাস্ত জমা দিয়ে যদি বিশ্ববিদ্যালয়ের মত একটি সর্বোচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নিয়ম বহির্ভূতভাবে আবেদন গ্রহন করে[৩৬] তবে তাদের সিলেকশন কমিটিতে কিছুই করার নেই। সংশ্লিষ্ট সদস্য মহোদয়দের বলেছিলাম যেহেতু এই অনিয়ম করার জন্য শিক্ষক নেতারা জড়িত তাই আমার মত অ-রাজনীতিক ব্যক্তির প্রতিবাদ করার কোন ক্ষমতাই নাই। অবশেষে দু'টি শূন্য সহযোগী প্রফেসর পদের জন্য তিন জন সিলেকশন কমিটিতে ইন্টাভিউ দিলাম। আমার পিএইচডি প্রোগ্যামে মেরিট রেকর্ড, প্রকাশিত গবেষণা প্রবন্ধ, পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণি, এমএসসি ছাত্র গাইড, অন্য দু'জনের প্রার্থীর থেকে তিন বছর আগে পিএইচডি অর্জন এবং সর্বোপরি ইন্টারভিউতে আশাতীত ভালো করা থেকে সিলেকশন বোর্ডেই বুঝতে পারি যে একটি সহযোগী পদে আমাকে কমিটি সুপারিশ করবে। উল্লেখ্য, তারা দু'জন আমার আগে ইন্টারভিউ দেয় এবং আমি সর্বশেষে। ইন্টারভিউ দিয়ে চেয়ারম্যানের কক্ষ থেকে বের হয়ে দেখলাম তারা দু'জন আমার জন্য অপেক্ষা করছে এবং বের হতেই বুঝতে পারলাম তারা

Bangladesh Agricultural University, Mymensingh[৩৬]

No. 644/VM. Dated, 30.6.85

To
The Registrar
Bangladesh Agricultural University, Mymensingh
Through Proper Channel
Sub: Application for a post of ASSOCIATE PROFESSOR of Veterinary Medicine.

Sir,

I would like to inform you that I am an Assistant Professor, Department of Veterinary Medicine, BAU, Mymensingh and I am on study leave for 3 years w.e.f 16.11.82 for higher studies leading to Ph.D in the Department of Veterinary Medicine, Punjab Agricultural University, Ludhiana, India.

During my recent visit to my family at BAU Campus I came to know that 2 posts of Associate Professor in the Department of Veterinary Medicine has been advertised. The last date for submission of application was 25.10.84. I am interested in the posts but as I was not informed officially or personally about the advertisement I could not apply in time. Since I am on study leave and I am studying abroad I was expecting such information from the Medicine Department as well as from the Establishment section.

Of the 4 Assistant Professor in this Department my positions is second on the basis of service length as Assistant Professor. My biodata submitted herein would show other differences and my eligibility for the post applied for.

I hope you will be kind enough to consider my case for the post of accepting my application and will be so kind as to allow me equal opportunity along with my other colleagues.

I hope my absence from the campus will not stand in any way in presenting my case before the selection committee to which I hope to appear in time provided I am informed accordingly.

Enclosure:

1. 10 copies of application supported by all certificates.
2. Letter from Dr. Balwant Singh, Dean, College of Vet. Science, PAU, Ludhiana.

Yours faithfully
Sd/- 30.6.85
(Md. Noor Uddin)

দু'জনই ইন্টারভিউ দিয়ে সন্তুষ্ট হতে পারেনি। যতো দোষ নন্দঘোষ। আমার হাসি-খুশি কথা শুনে তারা দু'জনই আমার সাথে ভালো আচরণ করল না। এরপর আমি কোন কিছুর খোঁজ রাখিনি। ইন্টারভিউ হবার মাস খানেক পরে হঠাৎ করে জানলাম গতকাল সিন্ডিকেটের মিটিং ছিল কিন্তু আমাদের বিভাগের সহযোগী প্রফেসর পদে নিয়োগের জন্য সিলেকশন কমিটির সুপারিশ সিন্ডিকেট অনুমোদন না করে স্থগিত করেছে। পরে জানতে পারলাম যে, আমাকে এবং পরে যে সহকর্মী আবেদন করেছিল তাকে সিলেকশন কমিটি সহযোগী প্রফেসর হিসেবে নিয়োগের জন্য সুপারিশ করেছিল। অন্যান্য বেশ কয়েকটি বিভাগের প্রফেসর পদে নিয়োগের জন্য সিলেকশন কমিটির সুপারিশও সিন্ডিকেট স্থগিত করেছে। কারণ হিসেবে জানা গেল যে, এমএসসি ডিগ্রীধারী শিক্ষক নেতাদের সিলেকশন কমিটি সুপারিশ না করে পিএইচডি ডিগ্রীধারী শিক্ষকদের সুপারিশ এবং পিএইচডি ডিগ্রীধারীদের মধ্যে যে কার্যক্ষেত্রে অধিক সক্রিয় এবং প্রকাশিত গবেষণা প্রবন্ধ অধিক তাদেরকে সিলেকশন কমিটি সুপারিশ করেছে। সুতরাং শিক্ষক নেতাদের পদোন্নতি না দিয়ে অ-নেতাদের পদোন্নতি কোনক্রমেই গ্রহনযোগ্য নয়। উল্লেখ্য, সে সিন্ডিকেট সভার একজন সদস্য ছিলেন আমার বিভাগের প্রফেসর এবং ভেটেরিনারি অনুষদেন ডীন। মজার ব্যাপার হ'ল সে সময় তিনি আমাদের রাজশাহী জেলা সমিতির সভাপতি। আমি সন্ধ্যায় তাঁর বাসায় গেলাম আশা নিয়ে যে তিনি আমার সরাসরি শিক্ষক, বিভাগের প্রবীন শিক্ষক এবং উপরন্ত রাজশাহী সমিতির সভাপতি। আমি নিশ্চিত ছিলাম যে, স্যারের কাছে গেলে সঠিকভাবে জানতে পারবো যে সিন্ডিকেটে কেন আমাদের পদোন্নতির ফাইল স্থগিত করলো। কিন্তু স্যারের বাসায় দেখা হবার সাথে সাথে বললেন, 'আমি আঁটকিয়ে দিয়েছি যা ইচ্ছা তাই করোগে'। স্যারের মুখ থেকে এই কথা শুনে আমি হতবাক হয়ে গেলাম। তাঁর বাসা থেকে ফিরে এসে মনে হ'ল, ভবিষ্যতে কোন দিন কোন স্যারের বাসায় যাবনা এবং এপর্যন্ত আর কোন স্যারের বাসায় যাইনি। উল্লেখ্য, যেসকল শিক্ষককে আমাদের সময় প্রাথমিক পর্যায়ে সহযোগী প্রফেসর এবং প্রফেসর প্রতিযোগিতায় সিলেকশন কমিটি পদোন্নতির জন্য সুপারিশ করেনি তাদের জন্য নতুন পদ সৃষ্টি এবং বিশেষ বিবেচনায় সিলেকশন কমিটি বসিয়ে এবং পরবর্তীতে একই সিন্ডিকেটে অনুমোদন করে সকলকেই একই তারিখ অর্থাৎ ২০-৩-১৯৮৬ তারিখ থেকে কার্যকর হওয়ার ভিত্তিতে তাদের নিজ নিজ পদকে আপ-গ্রেড (personal elevation) প্রক্রিয়ায় পদোন্নতির নিয়োগ দান করা হয়। আমার উক্ত পদোন্নতির আদেশনামাটি দেয়া হ'ল।[৩৭] আরও উল্লেখ্য, মেডিসিন বিভাগের ৪র্থ সহকর্মী সহকারী প্রফেসর বিদেশ থেকে এসে বিগত ৭-৮-১৯৮৬ তারিখ থেকে কার্যকর হওয়ার ভিত্তিতে তাঁর সহকারী প্রফেসর পদটি আপ-গ্রেড (personal elevation) করে সহযোগী প্রফেসর হিসেবে পদোন্নতি পান।

Bangladesh Agricultural University, Mymensingh[৩৭]

ORDER

No. 3020 / Estt. April 22,1986

Dr. Md. Abdus Samad, Assistant Professor, Department of Medicine is appointed Associate Professor in the said Department on an initial pay of Taka 4200/- (Taka four thousand two hundred) only per month in the scale of Taka 4200-150-5250/- with effect from 20.3.86.

He shall be on probation for a period of 2 (two) years with effect from 20.3.86. He shall be entitled to the benefit of the University Employee's General Provident Fund. He shall be bound to abide by all University Ordinances, Statutes, Rules and Regulations that are currently in force and that may be prescribed from time to time by the University.

This order is issued in pursuance of Syndicate resolution No. 11 dated 16/17.4.86.

By order of the Vice-Chancellor
Sd/- Registrar (in Charge)

Memo No. 3020(9) / Estt. April 22 , 1986

Copy forwarded to:

1. Dr. Md Abdus Samad, Associate Professor, Department of Medicine.
2. Head, Department of Medicine
3. Dean, Faculty of Vet. Science.
4. Treasurer, The appointment has been made against a vacant post of Associate Professor in the Deptt. of Medicine.
5. Controllor of Examinations.
6. Librarian
7. Director, Public Relations & Publications.
8. Academic Section.
9. Council Division

Sd/- 22/8/86
Registrar (in charge)

মেডিসিন বিভাগে প্রফেসর পদে নিয়োগে অনিয়ম

বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর থেকে দেখা গেছে, যে রাজনীতিক দল জাতীয় পর্যায়ে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিল সেই দলের দলীয় শিক্ষক নেতা পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর নিয়োজিত হয়েছেন। বাকৃবি তার ব্যাতিক্রম ছিলনা। তাই বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল কার্যক্রম চলেছে দলীয় ভিত্তিতে। মেডিসিন বিভাগের প্রফেসর পদের সংখ্যা এবং নিয়োগ বিষয়ে কার্যক্রম সম্বন্ধে পরিস্কার ধারণা পাবার জন্য তদানীন্তন মেডিসিন ও সার্জারি বিভাগের প্রফেসর পদের অবস্থাসহ বর্ণনা করা হ'ল।

তদানীন্তন মেডিসিন ও সার্জারি বিভাগে প্রফেসর ড. মো. আব্দুস সালাম মিয়া ছেড়ে যাওয়া একটি মাত্র প্রফেসর-এর শূন্য পদ ছিল। সে পদটিসহ বিভাগে যেসব প্রফেসর পদ সৃষ্টি করা হয়েছে তা উল্লেখ করা হ'ল।[৩৮-৪০]

Bangladesh Agricultural University, Mymensingh[৩৮]

Order

No. 715(8) / Estt. February 20, 1981

In pursuance of Syndicate Resolution No. 52 dated 15 & 24.1.81 the vacant post of Professor in the Deptt. of Medicine & Surgery is hereby transferred to the Deptt. of Crop Botany with effect from 1.7.76.

By order of the Vice-Chancellor
Sd. M. M. Rahman
Registrar

Memo No. 715(8) / Estt. February 20, 1981

Copy forwarded to:

1. Head, Deptt. of Medicine & Surgery
2. Dean, Faculty of Vet. Science
3. Head, Deptt. of Crop Botany
4. Dean, Faculty of Agriculture
5. Treasurer
6. Council Division
7. Pension cell
8. Mr. Aftabuddin, Sr. Asstt., Estt. Section.

Sd. 20-2-81
Registrar

Bangladesh Agricultural University, Mymensingh[৩৯]

Order

No. 720 / Estt. February 20, 1981

In pursuance of Syndicate Resolution No. 53 dated 15 & 24.1.81 one post of Professor in the scale of Taka 2350-100-2850/- in the Deptt. of Medicine & Surgery is created with immediate effect.

By order of the Vice-Chancellor
Sd. M. M. Rahman
Registrar

Memo No. 720(6) / Estt. February 20, 1981

Copy forwarded to:

1. Head, Deptt. of Medicine & Surgery
2. Dean, Faculty of Vet. Science
3. Treasurer
4. Council Division
5. Pension cell
6. Mr. Aftabuddin, Sr. Asstt., Estt. Section.

Sd. 20-2-81
Registrar

Bangladesh Agricultural University, Mymensingh[৪০]

ORDER

No. 4483 / Estt. Dated, 14 August, 1982

In pursuance of Syndicate Resolution No. 4(A) dated 17.4.82 of the Advisory Committee as approved by the Syndicate Resolution No. 31 dated 24.4.82, the following posts of Professor / Associate Professor are hereby created for development of the respective Department with immediate effect.

Name of the Department	Name of the post	No. of post	Scale
1. Horticulture	Professor	1	2350-100-2850/-
2. Genetics & Plant Breeding	Professor	1	- do -
3. Medicine & Surgery	Professor	1	- do -
4. Microbiology & Hygiene	Assoc. Prof.	1	2100-100-2600/-
5. Anatomy & Histology	Assoc. Prof.	1	- do -
6. Biochemistry	Assoc. Prof.	1	- do -

By order of the Vice-Chancellor
Sd. M. M. Rahman
Registrar

Memo No. 4483(11) / Estt. 14 August, 1982

Copy forwarded to:

1. Head of the Department of Horticulture
2. Head of the Department of Genetics and Plant Breeding
3. Head of the Department of Medicine and Surgery
4. Head of the Department of Microbiology and Hygiene
5. Head of the Department of Anatomy and Histology
6. Head, Department of Biochemistry
7. Dean, Faculty of Agriculture
8. Dean, Faculty of Veterinary Science
9. Treasurer
10. Mr. Md. Ismail, Senior Assistant (S.G.), Establishment Section.
11. Mr. Aftabuddin, Senior Assistant, Establishment Section.

Sd/- 26.6-82, Registrar

ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ

মেডিসিন ও সার্জারি বিভাগ-এ প্রথম হইতে যে প্রফেসর-এর পদটি ছিল তা ১-৭-১৯৭৬ তারিখ হতে কার্যকর হওয়ার ভিত্তিতে ২০-২-১৯৮১ তারিখে ক্রপ বোটনি বিভাগে স্থানান্তর কর হল।[৩৮] আবার একই সাথে মেডিসিন ও সার্জারি বিভাগ-এ ইমিডিয়েট ইফেকট ভিত্তিতে একটি প্রফেসর-এর পদ সৃষ্টি করা হ'ল।[৩৯] ইহার কারণ বোধ্যগম্য নয়। তবে পরবর্তীতে মেডিসিন ও সার্জারি বিভাগে যে প্রফেসর পদটি সৃষ্টি করা হয়।[৪০] তার মূল কারণ তদানীন্তন মেডিসিন ও সার্জারি বিভাগে দু'জন প্রফেসর হবার যোগ্য সহযোগী অধ্যাপক নিয়োজিত ছিলেন। তাঁরা দু'জনই যথা সময়ে বিভাগের উপরোক্ত দু'টি শূন্য প্রফেসর পদে নিয়োগ লাভ করেন।

মেডিসিন বিভাগে প্রফেসর পদ সৃষ্টি

মেডিসিন ও সার্জারি বিভাগ ১৯৮৪ সনে ভাগ হয়ে 'মেডিসিন বিভাগ' এবং 'সার্জারি ও অবস্টেট্রিক্স বিভাগ' নামে দু'টি পৃথক বিভাগ সৃষ্টি করা হয়। মেডিসিন বিভাগে যেসব প্রফেসর-এর পদ সৃষ্টি করা হয় তা ক্রমান্বয়ে দেয়া হ'ল।[৪১-৪৯]

ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ

উপরোক্ত সদ্য সৃষ্ট প্রফেসর পদটি[৪১] মেমো নং ৪৪১৩(২২)/সংস্থাপন, তারিখ ১৯-৭-৮৮ অনুযায়ী বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে ২০-৮-১৯৮৯ তারিখে ড. খন্দকার সিরাজুল ইসলাম-কে উক্ত পদের বিপরীতে অধ্যাপক নিয়োগ করা হয়।

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ।[৪১]

নং ৪১৬৮ / সংস্থাপন তারিখ ঃ ১২-৭-৮৮

বিগত ৮/৯/১৯/২০-৬-৮৮ তারিখে অনুষ্ঠিত সিন্ডিকেটের ১৭৮তম অধিবেশনের ৫৬ নং সিদ্ধান্তমূলে বিগত ৯-৭-৮৮ তারিখ অনুষ্ঠিত উপদেষ্টা কমিটির ২নং সিদ্ধান্তমূলে মেডিসিন বিভাগের জন্য ১টি অধ্যাপক পদ সৃষ্টি করা হইল এই মর্মে যে সুপারিশকৃত পদে যদি সহযোগী অধ্যাপকগণের কেহ নিয়োগ লাভ করেন, তবে তাঁহার সহযোগী অধ্যাপক পদটি নিয়োগের তারিখ হইতে আপনা হইতেই বিলুপ্ত বলিয়া গণ্য হইব।

উপাচার্য মহোদয়ের আদেশক্রমে
স্বাঃ রেজিস্ট্রার

মেমো নং ৪১৬৮(৫) / সংস্থাপন তারিখ ঃ ১২-৭-৮৮ইং

অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্য ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্ত অনুলিপি প্রেরিত হইল ঃ-

(১) প্রধান, মেডিসিন বিভাগ। (২) ডীন, ভেটেরিনারি অনুষদ।
(৩) কোষাধ্যক্ষ (৪) পরিষদ বিভাগ
(৫) সেকশন অফিসার-৭, সংস্থাপন শাখা।

স্বাঃ- ১২-৭-৮২
রেজিস্ট্রার

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ[৪২]

নং ৬৩০৮ / সংস্থাপন তারিখ: ১৯-১২-৮৯

বিগত ২৩-১১-৮৯ তারিখে অনুষ্ঠিত সিন্ডিকেটের ১৮৪তম অধিবেশনে গৃহীত ৮(খ) নং সিদ্ধান্তমূলে নিম্ন বির্ণিত পদসমূহ সৃষ্টি / উন্নীত করা হইল ঃ-

বিভাগ	সহযোগী অধ্যাপক	অধ্যাপক
ক. **বিভাগ উন্নয়ন কল্পে উচ্চতর পদসৃষ্টি**		
১. কৃষি সম্প্রসারণ ও শিক্ষক প্রশিক্ষণ	-	১টি
২. কৌলিতত্ব ও উদ্ভিদ প্রজনন	-	১টি
৩. মেডিসিন	-	১টি
৪. সেচ ও পানি ব্যবস্থাপনা	-	১টি
৫. ফুড টেকনোলজি	-	১টি
৬. ফিসারিস বায়োলজি ও লিমনোলজী	১টি	-
৭.কৃষি পরিসংখ্যান	-	১টি
৮. ফিজিওলজী	১টি	-
৯. রসায়ন	১টি	-
খ. **ব্যক্তি উন্নতি পদোন্নয়নের লক্ষ্যে উচ্চতর পদ সৃষ্টি।**		
১.কৌলিতত্ব ও উদ্ভিদ প্রজনন	-	১টি
২. সেচ ও পানি ব্যবস্থাপনা	-	১টি
৩. মৃত্তিকা বিজ্ঞান	-	১টি

মন্তব্য:- ব্যক্তি-উন্নতি-পদোন্নয়নের নিমিত্ত বর্ণিত বিভাগসমূহের (৩টি বিভাগ) বিপরীতে অধ্যাপকের পদ সৃষ্টি করা হইল এই - শর্তে যে সৃষ্ট পদে নিয়োগতব্য শিক্ষকের বর্তমান পদ (সহযোগী অধ্যাপক পদ) তাঁহার নিয়োগের তারিখ হইতে আপনা হইতেই বিলুপ্ত বলিয়া গণ্য হইব।

উপাচার্য মহোদয়ের আদেশক্রমে
স্বাঃ রেজিস্ট্রার

মেমো নং ৬৩০৮(১৯) / সংস্থাপন তারিখ: ১৯-১২-৮৯ইং

অনুলিপি প্রেরিত হইল ঃ-

০১. প্রধান, কৃষি সম্প্রসারণ ও শিক্ষক প্রশিক্ষণ।
০২. প্রধান, কৌলিতত্ত্ব ও উদ্ভিত প্রজনন ।
০৩. প্রধান, মেডিসিন।
০৪. প্রধান, সেচ ও পানি ব্যবস্থাপনা বিভাগ।
০৫. প্রধান, ফুড টেকনোলজি বিভাগ।
০৬. প্রধান, ফিসারিস বায়োলজি ও লিমনোলজী বিভাগ।
০৭. প্রধান, কৃষি পরিসংখ্যান বিভাগ।
০৮. প্রধান, ফিজিওলজী বিভাগ।
০৯. প্রধান, রসায়ন বিভাগ।
১০. প্রধান, মৃত্তিকা বিজ্ঞান বিভাগ।
১১. ডীন, কৃষি অনুষদ।
১২. ডীন, ভেটেরিনারি অনুষদ।
১৩. ডীন, কৃষি অর্থনীতি ও গ্রামীণ সমাজ বিজ্ঞান অনুষদ।
১৪. ডীন, কৃষি প্রকৌশল ও কারিগরী অনুষদ।
১৫. ডীন, মাৎস্য বিজ্ঞান অনুষদ।
১৬. কোষাধ্যক্ষ
১৭. পরিষদ বিভাগ
১৮. সেকশন অফিসার-১, সংস্থাপন শাখা।
১৯. সেকশন অফিসার-৭, সংস্থাপন শাখা।

স্বা/- ১৯-১২-৮৯
রেজিস্ট্রার

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ[৪৩]

মেমো নং ৪১৮ /ডিএম তারিখ: ১৫-৮-৯০ইং

বরাবর রেজিস্ট্রার
বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ।
মাধ্যম: ডীন, ভেটেরিনারি অনুষদ।
বিষয়: ব্যক্তি উন্নয়নের ভিত্তিতে অধ্যাপক পদ সৃষ্টি।

প্রিয় মহোদয়,

উপরোক্ত বিষয়ের আলোকে প্রেরিত আপনার ১৮-৭-৯০ইং তারিখের পত্র নং ২৬৮১ / সংস্থাপন মোতাবেক ব্যক্তি উন্নয়নের ভিত্তিতে মেডিসিন বিভাগে অধ্যাপক পদ সৃষ্টির নিমিত্ত তিন জন শিক্ষকের পূর্ণাঙ্গ জীবন বৃত্তান্তসহ চাকরীকাল ও অন্যান্য তথ্যাদির ১২ কপি করে প্রেরণ করা হলো।

স্বাক্ষর/- ১৫-৮-৯০
(ড. মোহাম্মদ নূরুদ্দিন)
প্রধান, মেডিসিন বিভাগ।

আবেদনকারী: (১) ড. মনোজ মোহন সেন। (২) ড. মোহাম্মদ নূরুদ্দিন। (৩) ড. মো. আব্দুস সামাদ

ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ

উপরোক্ত আদেশনামায় (নং ৬৩০৮(১৯)/ সংস্থাপন, তাং ১৯-১২-৮৯) বাকৃবি-এর বিভিন্ন বিভাগে প্রফেসর-এর পদ সৃষ্টি করা হয়।[৪২] মেডিসিন বিভাগের উক্ত সৃষ্ট পদের বিপরীতে ড. মনোজ মোহন সেন-কে ১৬-৫-১৯৯১ তারিখে প্রফেসর হিসেবে নিয়োগ দান করা হয়।

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ[৪৪]

বিজ্ঞপ্তি

নং ৭৪৫ / সংস্থাপন তারিখ ঃ ফেব্রুয়ারী ৯, ১৯৯১

এই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দের জন্য প্রণীত কেবলমাত্র একবার ব্যক্তি-উন্নতি-পদোন্নয়নের অনুমোদিত নীতিমালার ভিত্তিতে প্রভাষক, সহকারী অধ্যাপক ও সহযোগী অধ্যাপক পদ হইতে যথাক্রমে সহকারী অধ্যাপক, সহযোগী অধ্যাপক ও অধ্যাপক পদে পদোন্নয়নের ব্যাপারে বিবেচনার নিমিত্ত অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়োজিত উপযুক্ত শিক্ষকগণের নিকট হইতে দরখাস্ত আহ্বান করা যাইতেছে।

সংশ্লিষ্ট শিক্ষকগণের চাকুরীরকাল ও অন্যান্য তথ্যাদি ৩১-১২-৯০ তারিখ পর্যন্ত গণনা পূর্বক এতদসংগে সংযোজিত নির্ধারিত ছকে ১২ (বার) কপি দরখাস্ত প্রয়োজনীয় প্রশংসাপত্রাদি, সার্টিফিকেটের সত্যায়িত অনুলিপি ও প্রকাশনা সমূহের রি-প্রিন্টের ন্যূনপক্ষে প্রথম পৃষ্ঠার আলোকলিপিসহ যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে নিম্নস্বাক্ষরকারীর অফিসে আগামী ১৮-২-৯১ তারিখের মধ্যে দাখিল করিতে হইবে।

ভাইস-চ্যান্সেলর মহোদয়ের আদেশক্রমে
স্বা ঃ রেজিস্ট্রার

মেমো নং ৭৪৫(৫০)/ সংস্থাপন তারিখ ঃ ফেব্রুয়ারী ৯, ১৯৯১
অবগতি ও সংশি- ষ্ট সকলের মধ্যে প্রচারের অনুরোধসহ অনুলিপি প্রেরিত হইল:
(১) আহবায়ক, ডীন পরিষদ। (২) সকল অনুষদীয় ডীন।
(৩) সকল বিভাগীয় প্রধান। (৪) সমন্বয়ক, প্রগ্রসর শিক্ষা ও গবেষণা কমিটি।
(৫) পরিচালক, বাউরেস। (৬) পরিচালক, জিটিআই।
স্বাক্ষর/- ০৯-০২-৯১, ডেপুটি রেজিস্ট্রার

ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ

উপরোক্ত বিজ্ঞপ্তির পরিপ্রেক্ষিতে মেডিসিন বিভাগ-এ আমরা যে দু'জন পদোন্নতি বঞ্চিত শিক্ষক স্থায়ী পদের বিপরীতে সহযোগী অধ্যাপক হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত ছিলাম, একবার ব্যক্তি-উন্নতি-পদোন্নয়নের অনুমোদিত নীতিমালার অনুসরনে পুনরায় আবেদন করি। উল্লেখ্য, আমাদের চারজন সহযোগী অধ্যাপকের মধ্যে একজন ইতিমধ্যে প্রফেসর হিসেবে নিয়োগ লাভ করেছেন। আর একজন যেহেতু তাঁর সহকারী অধ্যাপক পদটি একবার ব্যক্তি-উন্নতি-পদোন্নয়নের মাধ্যমে আপ-গ্রেড করে সহযোগী প্রফেসর হিসেবে নিয়োগ লাভ করেন সেহেতু ব্যক্তি-উন্নতি-পদোন্নয়নের নীতিমালায় দ্বিতীয়বার আবেদন করার জন্য সুযোগ ছিলনা। তাই তিনি ব্যক্তি-উন্নতি-পদোন্নয়নের জন্য আবেদন করেননি। অবশেষে আমরা যে দু'জন একবার ব্যক্তি-উন্নতি-পদোন্নয়নের জন্য আবেদন করি সে পরিপ্রেক্ষিতে মেডিসিন বিভাগে যে দু'টি প্রফেসর-এর পদ সৃষ্টি করা হয়।[৪৫,৪৭]

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ[৪৫]
আদেশনামা
নং- ৩৭৭৪ / সংস্থাপন তারিখ: ২১-৯-৯১
বিগত ১৩/১৪/১৫/১৭-৮-৯১ তারিখে অনুষ্ঠিত সিন্ডিকেটের ১৯২ তম অধিবেশনে গৃহীত এবং সিদ্ধান্তনুসারে মেডিসিন বিভাগে অধ্যাপক-এর দুইটি পদ সৃষ্টি করা হইল।
ভাইস-চ্যান্সেলর মহোদয়ের আদেশক্রমে
স্বা ঃ রেজিস্ট্রার
মেমো নং ৩৭৭৪(৫) / সংস্থাপন তারিখ: ২১-৯-৯১
অনুলিপি প্রেরিত হইল ঃ
(১) ডীন, ভেটেরিনারি অনুষদ। (২) প্রধান, মেডিসিন বিভাগ।
(৩) কোষাধ্যক্ষ। (৪) ডেপুটি রেজিস্ট্রার (সংস্থাপন-১)।
(৫) ডেপুটি রেজিস্ট্রার (সংস্থাপন-৭)। স্বাক্ষর/- ২১/৯/৯১, রেজিস্ট্রার

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ[৪৬]
মেমো নং ১১১৬ / ডিএম তারিখ: ২৬-৯-৯১ইং
বরাবর রেজিস্ট্রার
বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ।
মাধ্যম: ডীন, ভেটেরিনারি অনুষদ।
বিষয়: মেডিসিন বিভাগে প্রফেসরের দুইটি শূন্য পদের বিজ্ঞাপন প্রসংগে।
মহোদয়,
আপনার বিগত ২১-৯-৯১ ইং তারিখের পত্র নং ৩৭৭৪/সংস্থাপন মোতাবেক জানা গেল যে, বিগত ১৩-১৭/৮/৯১ ইং তারিখে অনুষ্ঠিত সিন্ডিকেটের ১৯২ তম অধিবেশনে গৃহীত ৭নং সিদ্ধানুসারে মেডিসিন বিভাগে অধ্যাপকের দুইটি পদ সৃষ্টি করা হয়েছে।
উপযুক্ত তিনজন প্রার্থী অত্র বিভাগে আছেন এবং তাদের দুই জনের জীবন বৃত্তান্ত আলোকে পদ দুইট সৃষ্টি করা হয়েছে। অতএব, উপযুক্ত প্রার্থী দ্বারা পদ দুইটি অবিলম্বে পূরণ করা প্রয়োজন। কাজেই শূন্য পদ দু'টি বিজ্ঞাপন ও বাছাই কমিটির মাধ্যমে পূরণ করার জন্য অনুরোধ জানানো যাচ্ছে। স্বাক্ষর/- ২৬-৯-৯১
প্রধান, মেডিসিন বিভাগ।

প্রস্তাব (নোট শিট)[৪৬ক]
বিষয়: মেডিসিন বিভাগে ড. মোজাহিদ উদ্দিন আহমদের জন্য অধ্যাপকের একটি পদ সৃষ্টি প্রসংগে।
মেডিসিন বিভাগের ড. মোজাহিদ উদ্দিন আহমদ পদ পনর্গঠনের মাধ্যমে সহযোগী অধ্যাপক হিসেবে নিয়োজিত আছেন। বিশ্বস্তসূত্রে জানা যায় যে, অধ্যাপক ও সহযোগী অধ্যাপক পদ সৃষ্টি সংক্রান্ত বিষয়ে গঠিত উপদেষ্টা কমিটির বিগত সভায় অধ্যাপক পদের যোগ্যতা সম্পন্ন সকল শিক্ষকের জন্য অধ্যাপকের পদ সৃষ্টির সুপারিশ করা হয়। কিন্তু যে সকল শিক্ষক পদ পুনর্গঠনের মাধ্যমে সহযোগী অধ্যাপক নিয়োজিত ছিলেন, মাননীয় সিন্ডিকেট তাদের জন্য পদ সৃষ্টির সুপারিশ অনুমোদন করেননি। তবে এ্যাকুইকালচার এন্ড ম্যানেজমেন্ট এবং কৃষি রসায়ন বিভাগে এই নিয়মের ব্যাতিক্রম ঘটেছে।
অতএব, উল্লিখিত বিভাগের ন্যায় অত্র বিভাগের ড. মোজাহিদ উদ্দিন আহমেদের জন্য অধ্যাপকের একটি পদ সৃষ্টির লক্ষে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য অনুরোধ করা হলো।
স্বাক্ষর/- ২৯-১০-৯১
প্রধান, মেডিসিন বিভাগ।
মেমো নং ১১৫৫/ডিএম তারিখ: ২৯-১০-৯১
ডীন, ভেটেরিনারি অনুষদ।
বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ।
নং ১৩৯৮ / ভেটঃ অনুঃ তাং ৩০-১০-৯১

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ[৪৭]
আদেশনামা
নং- শা-১/সি-১/৯১/১৫১ / সংস্থাপন তারিখ: ১৩-১১-৯১
মেডিসিন বিভাগের Sruck-up কৃত শিক্ষকের ব্যক্তি উন্নতির নিমিত্ত (personal elevation) উক্ত বিভাগে অধ্যাপকের- ২ (দুই)টি পদ সৃষ্টি করা হইল এই শর্তে যে সৃষ্ট পদে নিয়োজিতব্য শিক্ষকের বর্তমান পদ (সহযোগী অধ্যাপক) তাঁহার নিয়োগের তারিখ হইতে আপনা হইতেই বিলপ্ত বলিয়া গণ্য হইবে (will stand automatically abolished)।
বিগত ৩১-১০-৯১ ও ২-১১-৯১ তারিখে অনুষ্ঠিত সিন্ডিকেটের ১৯৩ তম অধিবেশনের ২৫ নং সিদ্ধান্তমূলে ২১-৯-৯১ তারিখের ৩৭৭৪ / সংস্থাপন আদেশটি এতদ্বারা আংশিক সংশোধন করা হইল।
ভাইস-চ্যান্সেলর মহোদয়ের আদেশক্রমে
স্বা ঃ রেজিস্ট্রার
মেমো নং- শা-১/সি-১/৯১/১৫১(৪) / সংস্থাপন তারিখ: ১৩-১১-৯১
অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরিত হইল ঃ
(১) ডীন, ভেটেরিনারি অনুষদ। (২) প্রধান, মেডিসিন বিভাগ।
(৩) কোষাধ্যক্ষ। (৪) ডেপুটি রেজিস্ট্রার (সংস্থাপন -১)।
স্বাক্ষর/- ১৩/১১/৯১, রেজিস্ট্রার

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ[৪৮]
আদেশনামা
মেমো নং- শা-১/সি-১/৯১/১৩৮/ সংস্থাপন তারিখ: ১৩-১১-৯১
বিগত ৩১-১০-৯১ ও ২-১১-৯১ তারিখে অনুষ্ঠিত সিন্ডিকেটের ১৯৩ তম অধিবেশনের ২৫ নং সিদ্ধান্তনুসারে মেডিসিন বিভাগ উন্নয়ন কল্পে (Development of Department) অধ্যাপক-এর একটি পদ সৃষ্টি করা হইল।
ভাইস-চ্যান্সেলর মহোদয়ের আদেশক্রমে
স্বা: রেজিস্ট্রার
মেমো নং- শা-১/সি-১/৯১/১৩৮(৪) / সংস্থাপন তারিখ: ১৩-১১-৯১
অবগতির জন্য অনুলিপি প্রেরিত হইল:
(১) ডীন, ভেটেরিনারি অনুষদ। (২) প্রধান, মেডিসিন বিভাগ।
(৩) কোষাধ্যক্ষ। (৪) ডেপুটি রেজিস্ট্রার (সংস্থাপন -১)

স্বাক্ষর/- ১০/১১/৯১
রেজিস্ট্রার

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ[৪৯]

মেমো নং- শা-১/সি-১/৯১/১৭৮/ সংস্থাপন তারিখ: ২১-১১-৯১

প্রধান
মেডিসিন বিভাগ
বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ।
বিষয়: অধ্যাপক পদ সৃষ্টি প্রসংগে।
প্রিয় মহোদয়,

উপরোক্ত বিষয়ে আপনার ৩০-১০-৯১ তারিখের ১৩৯৮ / ভেট. অনু. সংখ্যক প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে আপনার জ্ঞাতার্থে জানান যাইতেছে যে, বিগত ৩১-১০-৯১ ও ২-১১-৯১ তারিখে অনুষ্ঠিত সিন্ডেকেটের ১৯৩ তম অধিবেশনের ২৫ নং সিদ্ধান্তমূলে মেডিসিন বিভাগ উন্নয়ন কল্পে অধ্যাপক এর একটি পদ সৃষ্টি করা হইয়াছে যাহা পত্র নং শা-১/সি-১/৯১/১৩৮ তারিখ ১৩-১১-৯১ মূলে আপনাকে ইতিমধ্যেই জানানো হইয়াছে।

আপনার বিশ্বস্ত,
স্বাক্ষর/- ২১-১১-৯১,
রেজিস্ট্রার

ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ

উপরোক্ত পাঁচটি আদেশনামা থেকে স্পষ্ট যে, তদানীন্তন বাকৃবি-এর প্রশাসনিক অবস্থা নিম্নোক্ত কারণে একটি অত্যন্ত শোচনীয় পরিণতি হয়েছিল।[৪৫-৪৯]

ক. উল্লেখ্য, বাকৃবি-এর প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী মূলত দু'টি পদ্ধতি অনুসরণ করে শিক্ষকদের পদোন্নতি দেয়ার ব্যবস্থা রয়েছে। প্রথমটি বিভাগ উন্নয়ন এবং দ্বিতীয়টি ব্যক্তি উন্নয়ন পদ্ধতি। কোন বিভাগে সাত জন শিক্ষকের মধ্যে যদি তিন জন প্রফেসর থাকেন এবং দুইজন ব্যক্তি উন্নয়নে প্রফেসর হবার জন্য পদ সৃষ্টি করা হয় ; অর্থাৎ একটি বিভাগে সাত জন শিক্ষকের মধ্যে পাঁচজনই যদি প্রফেসর হন তবে কি উক্ত বিভাগে নিয়ম অনুযায়ী বিভাগ উন্নয়নের জন্য প্রফেসর-এর পদ সৃষ্টি করার কোন যুক্তি আছে? অর্থাৎ ব্যক্তি উন্নয়নের জন্যও বিভাগ উন্নয়নের দোহাই দিয়ে সেটা সম্ভব হয়েছে।

খ. মেডিসিন বিভাগ থেকে দু'জন যোগ্যতা সম্পন্ন সহযোগী অধ্যাপক কেবলমাত্র একবার ব্যক্তি-উন্নতি-পদোন্নয়ন পদ্ধতিতে পদোন্নয়নের জন্য আবেদন করেন। সে পরিপ্রেক্ষিতে মেডিসিন বিভাগে দু'টি প্রফেসর-এর পদ সৃষ্টি করা হয়।[৪৫] কিন্তু উক্ত আদেশনামায় প্রফেসর পদ দুইটি বিভাগ উন্নয়ন বা ব্যক্তি উন্নয়নের জন্য সৃষ্টি অজ্ঞাত কারণে তা উল্লেখ করা হয়নি।[৪৫] তবে বিভাগীয় প্রধান উক্ত পদ দু'টি বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে পূরণের প্রস্তাবে উল্লেখ করেন যে, যেহেতু দু'জন যোগ্য শিক্ষক ব্যক্তি-উন্নতি-পদোন্নয়ন পদ্ধতিতে প্রফেসর হবার জন্য আবেদন করেছিলেন এবং সে পরিপ্রেক্ষিতে যে দু'টি অধ্যাপক-এর পদ সৃষ্টি হয়েছে তা বিজ্ঞাপন দেয়া প্রয়োজন। সে কারণে বিভাগীয় প্রধান পদ দু'টি যাদের বায়োডাটার বিপরীতে সৃষ্টি করা হয়েছে বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে তাদের দিয়ে পূরণ করার জন্য প্রস্তাব দেন।[৪৬] সেই সাথে বাকৃবি-এর প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী এবং অন্যান্য বিভাগের ন্যায় ড. মোজাহিদ উদ্দিন আহমদের জন্য অধ্যাপকের একটি পদ সৃষ্টির জন্য প্রস্তাব দেন।[৪৬ক] সে পরিপ্রেক্ষিতে রেজিস্ট্রার মহোদয় উক্ত পত্রের জবাবে পূর্বের দেয় আদেশনামাটি[৪৫] আংশিক সংশোধন করে পুনরায় আদেশনামা ইস্যু করে উল্লেখ করেন যে, উক্ত অধ্যাপকের পদ দু'টি ব্যক্তি উন্নতি পদোন্নয়নের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে।[৪৭] অপরদিকে পরবর্তীতে মেডিসিন বিভাগে বিভাগ উন্নয়ন-এর জন্য একটি অধ্যাপক-এর পদ সৃষ্টি করা হয়েছে।[৪৮]

গ. মেডিসিন বিভাগের বিভাগীয় প্রধানের প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে মেডিসিন বিভাগে যে দু'টি ব্যক্তি উন্নতি-পদোন্নয়নে অধ্যাপকের পদ সৃষ্টি করা হয় তা পূরণের জন্য বিজ্ঞপ্তি দেয়া হয়।[৪৬] উল্লেখ্য, কেবলমাত্র একবার ব্যক্তি-উন্নতি-পদোন্নয়নের পদ সৃষ্টির জন্য যোগ্যতা সম্পন্ন শিক্ষকদের বায়োডাটা বিশ্লেষণ করে পদ সৃষ্টি করা হয় কিন্তু উক্ত পদ পূরণের জন্য বিজ্ঞাপনের সময় তা উল্লেখ না থাকায় বিজ্ঞপ্তি দেয়া পদে যে পূর্বে পদ সৃষ্টির জন্য অযোগ্য ছিলেন তারাও আবেদন করতে পারেন। তবে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব বাকৃবি-এর প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী বিজ্ঞপ্তি দেয়া পদের জন্য যোগ্য ও জ্যেষ্ঠতা অনুসরে এবং অযোগ্য প্রার্থীর শর্ট-লিস্ট তৈরি করে সিলেকশন কমিটিতে সিলেকশনের জন্য উপস্থাপন করা। কিন্তু সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ যদি অনিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতি অবলম্বন করে শর্ট-লিস্টে অযোগ্য প্রার্থীকে যোগ্য প্রার্থী হিসেবে সিলেকশন কমিটিতে উপস্থাপন করে তবে তাকে কি ধরনের অনিয়ম বলে তা সংশিষ্ট কর্তৃপক্ষেরই জানার কথা।

আমাদের মেডিসিন বিভাগের চার জন সহযোগী অধ্যাপক-এর মধ্যে তিনজন পদোন্নতি পেয়ে সহযোগী প্রফেসর হয়েছিলেন একই তারিখে (২০-৩-১৯৮৬) এবং ৪র্থ জন পদোন্নতি পেয়ে সহযোগী প্রফেসর হন ৭-৮-১৯৮৬ তারিখে। উল্লেখ্য, ২০-৩-১৯৮৬ তারিখে নিয়োগপ্রাপ্ত তিন জন সহযোগী প্রফেসরের মধ্যে দু'জন ছিলেন স্থায়ী পদের বিপরীতে এবং অপর জন ও ৪র্থ জন নিজ নিজ সহকারী প্রফেসর পদের ব্যক্তি উন্নতি পদোন্নয়নের পদে অর্থাৎ সহকারী পদের বিপরীতে নিয়োগপ্রাপ্ত। এই অধ্যায়ের পূর্বেও উল্লেখ করেছি যে, একটি গবেষণা প্রতিষ্ঠানের পরিচালকের নতুন গবেষক নিয়োগের অবাস্তব ক্রাইটেরিয়া পদ্ধতি সম্পর্কে। একইভাবে ইহা পরিষ্কার যে, ভাইস-চ্যান্সেলর মহোদয়গনের দলীয় বিবেচনা ছাড়াও নিজেদের শিক্ষাগত যোগ্যতার প্রভাব পড়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও কর্মকর্তা নিয়োগের উপর। কারণ মেডিসিন বিভাগে যখন চারজন সহযোগী অধ্যাপক বাকৃবি-এর প্রফেসর হবার নীতিমালা অনুযায়ী প্রফেসর হবার যোগ্যতা অর্জন করেছে এমন সময় মেডিসিন বিভাগে মাত্র একটি প্রফেসর-এর শূন্য পদসৃষ্টি এবং তা পূরণের জন্য বিজ্ঞপ্তি দিয়ে চার জনের মধ্যে যিনি ব্যক্তি-উন্নতি-পদোন্নয়নে সহযোগী প্রফেসর ছিলেন তাঁকে ১৬-৫-১৯৯১ তারিখ প্রফেসর হিসেবে নিয়োগ দান করা হ'ল। লক্ষণীয় বিষয় এই যে, পূর্ববর্তী ভাইস-চ্যান্সেলরের সময় যে শিক্ষক সহযোগী অধ্যাপক হিসেবে সিলেকশন কমিটিতে দু'টি শূন্যপদের বিপরীতে তিন জন শিক্ষকের মধ্যে উপযুক্ত বিবেচিত হতে পারেনি তিনিই নতুন ভাইস-চ্যান্সেলরের শাসন আমলে এককভাবে বিভাগের পূর্বের অধিক উপযুক্ত দু'জনকে ডিঙ্গিয়ে প্রফেসর হবার অধিক যোগ্যতা সম্পন্ন বিবেচিত হলেন।

বাকৃবি-এর শিক্ষক নিয়োগ এবং পদোন্নতির একটি সুষ্ঠ নীতিমালা রয়েছে। ১৯৯০-১৯৯১ আর্থিক বৎসরে বাকৃবি-এর শিক্ষক নিয়োগ ও পদোন্নতি নীতিমালা এবং কর্মরত বিভিন্ন পদে নিয়োজিত শিক্ষকদের বায়ো-ডাটা পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, অনেক শিক্ষক বাকৃবি-এর শিক্ষক নিয়োগের নীতিমালা অনুযায়ী পদোন্নতি পাবার যোগ্য। কিন্তু

বিভাগে উচ্চতর কোন পদ শূন্য না থাকার কারণে অনেক শিক্ষক পদোন্নতি থেকে বঞ্চিত হচ্ছিল। তাই কেবল মাত্র একবার ব্যক্তি-উন্নতি-পদোন্নয়নের জন্য নিম্নোক্ত বিজ্ঞপ্তি প্রচারের মাধ্যমে যোগ্য শিক্ষদের নিকট থেকে দরখাস্ত আহ্বান করে।

একবার ব্যক্তি-উন্নতি-পদোন্নয়নের অনুমোদিত নীতিমালার ভিত্তিতে আমাদের দু'জনের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের নিয়োগকৃত দু'টি সহযোগী অধ্যাপকের পদের বিপরীতে দু'টি প্রফেসর পদ সৃষ্টি করা হয়। বাকৃবি-এর নিয়ম অনুযায়ী ব্যক্তি-উন্নতি-পদোন্নয়নের জন্য প্রফেসর পদ দু'টি পূরণের জন্য বিজ্ঞাপন দেয়া হয়। আশ্চর্যের বিষয় যে, ব্যক্তি উন্নতি-পদোন্নয়নের পদ দুটি বিজ্ঞপ্তি হবার পর আমরা দু'জন আবেদন করি। আমাদের আবেদনের সাথে সাথে আমাদের মেডিসিন বিভাগের জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে ৪র্থ জন যিনি ব্যক্তি-উন্নতি-পদোন্নয়ন নীতিমালায় যোগ্য নয় তিনিও আমাদের জন্য বিজ্ঞপিত পোস্টে আবেদন করলেন। যেহেতু বিজ্ঞপ্তি পোস্ট দু'টিতে আমরা নিয়োজিত সেহেতু সকল আবেদন প্রাপ্তির পর রেজিস্ট্রার মহোদয়ের দায়িত্ব ছিল শর্ট লিস্ট করে উক্ত ব্যক্তি-উন্নতি-পদোন্নয়নের পোস্টের জন্য অযোগ্য প্রার্থীর আবেদন বাতিল করা। কিন্তু অজ্ঞাত কারণে তা করা হয়নি। প্রফেসর পদের জন্য যেহেতু আবেদনকারীদের কোন ইন্টারভিউ হয়না সেহেতু আমার জানা ছিলনা যে আমাদের ব্যক্তি-উন্নতি-পদোন্নয়নে কখন সিলেকশন কমিটি বসছে এবং সিলেকশন হচ্ছে। এছাড়া আমি নিশ্চিত ছিলাম, যেহেতু যে পোস্টে আমি নিয়োজিত সে পোস্ট পূরণের জন্য বিজ্ঞপ্তি হয়েছে। সুতরাং আমাকে ছাড়া অন্য কোন ব্যক্তিকে আমার পোস্টের বিপরীতে নিয়োগ দেয়া সম্ভবপর নয়। সে সময় আমাদের ভেটেরিনারি অনুষদের ডীন সিন্ডিকেট সদস্য ছিলেন। উল্লেখ্য, পূর্ববর্তী ভাইস-চ্যান্সেলর মহোদয় অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রচলিত নিয়ম বহির্ভূতভাবে মেডিসিন বিভাগ-এ ব্যক্তি-উন্নতি-পদোন্নয়নের জন্য সৃষ্ট পদে অন্য শিক্ষককে সিলেকশন করেন। কিন্তু তিনি তাঁর এসব অনিয়মতান্ত্রিকভাবে গৃহীত সিদ্ধান্তবলী সিন্ডিকেট অধিবেশন করে অনুমোদন করার সুযোগ পাননি। বাকৃবি-এর ভাইস-চ্যান্সেলর পদ থেকে অপসারিত হওয়ার কারণে তাঁকে বাকৃবি ক্যাম্পাস ছেড়ে চলে যেতে হয়। এমতাবস্থায় অন্য একজন প্রবীন প্রফেসর ভাইস-চ্যান্সেলর হিসেবে নিয়োগ পান এবং তিনি নিয়োগ প্রাপ্তির পর দ্বিতীয় মাসেই সিন্ডিকেটের আধিবেশন আহ্বান করে বিগত ভাইস-চ্যান্সেলরের সকল অনিয়মতান্ত্রিক ভাবে গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুমোদন করেন। উক্ত সিন্ডিকেটের সভা অনুষ্ঠিত হবার পরদিন আমি জানতে পারি যে, পূর্বতন ভাইস-চ্যান্সেলর আমার ব্যক্তি-উন্নতি-পদোন্নয়নে সৃষ্ট পদে আমাকে নিয়োগ না করে ব্যক্তি-উন্নতি-পদোন্নয়নে অযোগ্য আমার থেকে চাকরীতে জুনিয়ার ৪র্থ জনকে প্রফেসর নিয়োগ করেছেন।

উক্ত সিন্ডিকেট অধিবেশনে আমাকে প্রফেসর হিসেবে নিয়োগ না করার সংবাদ জানতে পেরেই দেখা করতে যাই নব নিযুক্ত ভাইস-চ্যান্সেলর মহোদয়ের সাথে। ভাইস-চ্যান্সেলর মহোদয়ের চ্যাম্বারে প্রবেশ করতেই তিনি আমাকে কনগ্রেচুলেট করেন। কারণ জানতে চাইলে তিনি বলেন, 'গতকল্য সিন্ডিকেট আধিবেশনে তুমি প্রফেসর হয়েছো তাই'। আমি বললাম, 'আমিতো শুনে আসলাম আমাকে প্রফেসর না করে চাকরীতে আমার জুনিয়ার সহকর্মীকে প্রফেসর করা হয়েছে।' তখন তিনি বললেন, 'হতেই পারেনা।' সাথে সাথে তিনি রেজিস্ট্রারকে টেলিফোন করলেন। সেসময় বিকেল পাঁচটার অধিক বেজে যায়। রেজিস্ট্রারকে টেলিফোনে না পেয়ে সংশ্লিষ্ট সেকশন অফিসারকে ফোনে ডাকলেন। তাঁর সাথে আলাপ করে আমাকে বরলেন, 'সরি সামাদ'। আমি তখন ভাইস-চ্যান্সেলর মহোদয়কে জিজ্ঞেসা করেছিলাম যে, এজেন্ডা এবং বিষয়বস্তু সম্বন্ধে সিন্ডিকেটের চেয়ারম্যান জাননেনা তা কি করে পাস হয়ে গেল! তখন ভাইস-চ্যান্সেলর মহোদয় বললেন, 'আমার প্রথম সিন্ডিকেট মিটিং ছিল এবং সব বিষয়বস্তু পূর্বের ভাইস-চ্যান্সেলর কর্তৃক সম্পাদন করা। তাই সিন্ডিকেট অধিবেশনে কোন কিছুই আলোচনা হয়নি। যেসব এজেন্ডা ছিল সব প্যাকেজ হিসেবে সব সদস্যই স্বাক্ষর করেছেন।' আমি হতবাক হয়ে ভাইস-চ্যান্সেলর মহোদয়ের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকাতেই তিনি বললেন, 'তোমাকে একই ডেট থেকে প্রফেসর নিয়োগের ব্যাবস্থা করবো'। একথা শুনে আমার আর কিছুই বলার ছিলনা। তাই সেখান থেকে চলে আসি। পরে উক্ত সিন্ডিকেটের সভার একজন সদস্য ভেটেরিনারি অনুষদের ডীন মহোদয়ের নিকট দেখা করতে গেলাম। ডীন মহোদয়ের অফিস চ্যাম্বারে দেখা হতেই তিনি একই কথা বললেন যে বিগত সিন্ডিকেট সভায় কোন আলোচনা না করেই সকল এজেন্ডাতে স্বাক্ষর করা হয়েছে। ভেটেরিনারি অনুষদের ডীন তথা সিন্ডেকেটর সদস্য মহোদয় বললেন যে, তোমার প্রতি যে বিগত ভাইস-চ্যান্সেলর অবিচার করেছে তার এই অন্যায় প্রতিবাদের জন্য একটি আবেদন করতে। আমার দু'ই সহকর্মীকে যে আদেশনামায় প্রফেসর হিসেবে নিয়োগদান করা হয় তা উল্লেখ করা হলো।[৫০,৫১]

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ[৫০]

আদেশনামা

নং-শা-২/এ-১৬/৭২/১১৭ / সংস্থাপন তারিখ: ১০-২-৯২

মেডিসিন বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক, ডঃ মোজাহিদ উদ্দিন আহমেদ-কে টাকা ৭৮০০-২০০-৯০০০/- বেতনক্রমে মাসিক টাকা ৭৮০০/- (সাত হাজার আটশত) মাত্র প্রারম্ভিক বেতন ৮-২-৯২ তারিখ হইতে উক্ত বিভাগে অধ্যাপক হিসেবে নিয়োগ করা হইল।

তিনি ৮-২-৯২ তারিখ হইতে ২ (দুই) বৎসরের জন্য শিক্ষানবিশ হিসেবে থাকিবেন।

তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মচারী সাধারণ পরিনামদর্শী ও তহবিলের সুবিধা পাইবেন।

তিনি বর্তমানে প্রচলিত ও ভবিষ্যতে প্রবর্তিত বিশ্ববিদ্যলয়ের অর্ডিন্যান্স, স্ট্যাটুটস, রূলস, রেগুলেমন ইত্যাদি মানিয়া চলিতে বাধ্য থাকিবেন।

৮-২-৯২ তারিখে অনুষ্ঠিত সিন্ডিকেটের ৮নং সিন্ধান্তনুযায়ী এই আদেশ প্রদান করা হইল।

সহযোগী অধ্যাপক হিসেবে যে পদের বিপরীতে ডঃ মোজাহিদ উদ্দিন আহমেদ নিয়োজিত ছিলেন সেই পদটি পর্যায়োন্নীত হওয়ায় তাহার পূর্বপদ (মূল পদ) অর্থাৎ সহকারী অধ্যাপক পদটি ৮-২-৯২ তারিখ হইতে এতদ্বারা বিলপ্ত করা হইল।

ভাইস-চ্যান্সেলর মহোদয়ের আদেশক্রমে

স্বাঃ রেজিস্ট্রার

মেমো নং- শা-২/এ-১৬/৭২/১১৭(৯) / সংস্থাপন তারিখ ঃ ১০-২-৯২

অনুলিপি প্রেরিত হইল:

১. ডঃ মুজাহিদ উদ্দিন আহমেদ। অধ্যাপক, মেডিসিন বিভাগ।
২. প্রধান, মেডিসিন বিভাগ।
৩. ডীন, ভেটেরিনারি অনুষদ।
৪. কোষাধ্যক্ষ। শূন্য অধ্যাপক পদের বিপরীতে ডঃ মোজাহিদ উদ্দিন আহমেদ-কে নিয়োগ করা হইয়াছে এবং উক্ত বিভাগের সহকারী অধ্যাপক-এর একটি পদটি বিলপ্তি করা হইয়াছে।
৫. পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক।
৬. পরিচালক, জনসংযোগ ও প্রকাশনা।
৭. গ্রন্থাগারিক।
৮. ডেপুটি রেজিস্ট্রার (শিক্ষা)
৯. সহকারী রেজিস্ট্রার, পরিষদ বিভাগ।

স্বাক্ষর/- ১০/২/৯২
ডেপুটি-রেজিস্ট্রার

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ[৫১]

আদেশনামা

নং-শা-২/এ-৯০/৭৫/১১৯ / সংস্থাপন তারিখ: ১০-২-৯২

মেডিসিন বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক, ডঃ মোহাম্মদ নূরুদ্দিন-কে টাকা ৭৮০০-২০০-৯০০০/- বেতনক্রমে মাসিক টাকা ৭৮০০/- (সাত হাজার আটশত) মাত্র প্রারম্ভিক বেতন ৮-২-৯২ তারিখ হইতে উক্ত বিভাগে অধ্যাপক হিসেবে নিয়োগ করা হইল এই শর্তে যে তাঁহার পূর্বপদ (সহযোগী অধ্যাপক) আপনা হইতেই বিলুপ্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

তিনি ৮-২-৯২ তারিখ হইতে ২ (দুই) বৎসরের জন্য শিক্ষানবিশ হিসেবে থাকিবেন।

তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মচারী সাধারন পরিনামদর্শী ও তহবিলের সুবিধা পাইবেন।

তিনি বর্তমানে প্রচলিত ও ভবিষ্যতে প্রবর্তিত বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্ডিন্যান্স, স্ট্যাটুটস, রুলস, রেগুলেমন ইত্যাদি মানিয়া চলিতে বাধ্য থাকিবেন।

৮-২-৯২ তারিখে অনুষ্ঠিত সিন্ডিকেটের ৮নং সিদ্ধান্তনুযায়ী এই আদেশ প্রদান করা হইল।

ভাইস-চ্যান্সেলর মহোদয়ের আদেশক্রমে
স্বা/- রেজিস্ট্রার

মেমো নং- শা-২/এ-৯০/৭৫/১১৯(৯) / সংস্থাপন তারিখ: ১০-২-৯২

অনুলিপি প্রেরিত হইল:

১. ডঃ মোহাম্মদ নূরুদ্দিন। অধ্যাপক, মেডিসিন বিভাগ।
২. প্রধান, মেডিসিন বিভাগ।
৩. ডীন, ভেটেরিনারি অনুষদ।
৪. কোষাধ্যক্ষ। শূন্য অধ্যাপক পদের বিপরীতে ডঃ মোহাম্মদ নূরুদ্দিনকে নিয়োগ করা হইয়াছে এবং উক্ত বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক-এর একটি পদটি বিলুপ্ত করা হইয়াছে।
৫. পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক।
৬. পরিচালক, জনসংযোগ ও প্রকাশনা।
৭. গ্রন্থাগারিক।
৮. ডেপুটি রেজিস্ট্রার (শিক্ষা)
৯. সহকারী রেজিস্ট্রার, পরিষদ বিভাগ।

স্বাক্ষর/- ১০/২/৯২
ডেপুটি-রেজিস্ট্রার

তদানীন্তন বাকৃবি-এর সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ উপরোল্লিখিত অনিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতি প্রয়োগ করে আমাকে ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করে স্পষ্টত অবিচার করে। সেপরিপ্রেক্ষিতে আমি আবেদনটি করি।[৫২]

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ[৫২]

মেমো নং ৯৫ / ডিএম তারিখ: ২৬-২-৯২

মাননীয় চেয়ারম্যান
বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেট
বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ।
যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে।

বিষয়: ভেটেরিনারি মেডিসিন বিভাগের প্রফেসর পদে অনিয়মতান্ত্রিক উপায়ে নিয়োগের জটিলতা নিরসন কল্পে সুবিচারের আবেদন।

মহোদয়,

সবিনয় নিবেদন এই যে, নিম্নোক্ত অনিয়মের মাধ্যমে সম্প্রতি মেডিসিন বিভাগে প্রফেসর পদে নিয়োগ দান করা হইয়াছে।

১. বিগত ৭-২-৯১ইং তারিখে ব্যক্তি উন্নয়নের বিজ্ঞাপনের পরিপ্রেক্ষিতে মেডিসিন বিভাগ হইতে স্থায়ীভাবে নিয়োগকৃত সহযোগী অধ্যাপক ড. মো. নূরুদ্দিন এবং ড. মো. আব্দুস সামাদ ব্যক্তি উন্নয়নের জন্য দরখাস্ত করি। ইহার পরিপ্রেক্ষিতে মেডিসিন বিভাগে ব্যক্তি উন্নয়নের জন্যে দুইটি প্রফেসর পদ সৃষ্টি করা হয় এই শর্ত সাপেক্ষে যে, উক্ত পদে নিয়োজিতব্য শিক্ষকদের বর্তমান সহযোগী অধ্যাপক পদ নিয়োগের তারিখ হইতে আপনা হইতেই বিলুপ্ত বলিয়া গণ্য হইবে।[৪৭] কিন্তু আমার জন্য ব্যক্তি উন্নয়নে সৃষ্ট প্রফেসর পদটি প্রদর্শন করিয়া ড. মোজাহিদ উদ্দিন আহমেদ-কে স্পষ্টত অনিয়মতান্ত্রিক উপায়ে প্রফেসর পদে নিয়োগ করা হইয়াছে।[৫০] কারণ উক্ত প্রফেসর পদটি সহযোগী অধ্যাপকের বিপরীতে ব্যক্তি উন্নয়নের মাধ্যমে সৃষ্ট। অপরদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান নিয়মানুযায়ী একজন শিক্ষক একবার মাত্র ব্যক্তি উন্নয়নের সুযোগ পান।[৪৪] উল্লেখ্য যে, ড. আহমেদ ইতিপূর্বে সে সুযোগের সদব্যবহার করিয়া সহকারী অধ্যাপক হইতে সহযোগী অধ্যাপক পদ লাভ করিয়াছিলেন এবং তখন তাহার সহকারী অধ্যাপকের পদটি বিলুপ্ত ঘোষণা করা হয়। তথাপি আশ্চর্যজনক হইলেও সত্য এই যে, তাহাকে প্রফেসর পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে একইভাবে সহকারী অধ্যাপকের পদটি পুনরায় বিলুপ্ত ঘোষণা করা হইয়াছে।[৫০] অতএব, একটি পদ দুইবার বিলুপ্ত ঘোষণা করাও অনিয়মতান্ত্রিক।
২. জীবন বৃত্তান্ত, যোগ্যতা ও জ্যেষ্ঠতা কোন মাপকাঠিতেই ড. মোজাহিদ উদ্দিন আহমেদ-কে আমার অপেক্ষা অধিকতর যোগ্যতা সম্পন্ন হিসেবে বিবেচনা করা যায় না। আমার জন্য ব্যক্তি উন্নয়নের মাধ্যমে সৃষ্ট প্রফেসর পদের বিপরীতে অনিয়মতান্ত্রিক উপায়ে নিয়োগ করিয়া মেডিসিন বিভাগের শিক্ষকদের জ্যেষ্ঠতার অনুক্রমেরই কেবল ব্যাঘাত সৃষ্টি হয় নাই সেই সাথে আমার পেশাগত কার্যক্রম তথা বিভাগের কার্যাবলী বিঘ্নিত হইবার আশংকা দেখা দিয়াছে।

অতএব, আমার প্রতি এই অবিচারটি আসন্ন সিন্ডিকেট সভায় বিবেচনার জন্য কার্যতালিকায় অন্তর্ভূক্ত করিয়া একই তারিখ (৮-২-৯২ইং) হইতে আমাকে প্রফেসর পদে নিয়োগ দানের ব্যবস্থা করিলে অতিশয় বাধিত হইব।

ধন্যবাদান্তে

স্বাক্ষর/- ২৬-২-৯২
(ড. মো. আব্দুস সামাদ)
সহযোগী অধ্যাপক
মেডিসিন বিভাগ

বিভিন্ন প্রমাণ পত্রের ফটোকপি (১-৬টি) সংযোজিত হইল।

সুপারিশসহ পাঠানো হ'ল।
স্বাক্ষর/- ২৬-২-৯২
প্রধান, মেডিসিন বিভাগ

সুবিবেচনার জন্য সুপারিশসহ পাঠানো হ'ল।
স্বাক্ষর/- ২৬-২-৯২
ডীন, ভেটেরিনারি অনুষদ
নং ১৬৫০/ ভেট: অনু: তাং ২৬-২-৯২

ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ

বাকৃবি-এর সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ আমার উপরোক্ত আবেদনের এপর্যন্ত কোন জবাব দেয়নি। অর্থাৎ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বাকৃবি-এর অর্ডিন্যান্সকে বৃদ্ধাংগুলি দেখিয়ে আমাকে আমার অধিকার থেকে যেভাবে বঞ্চিত করেছে তার উত্তর দিবার মত কিছুই নেই। পরবর্তীতে মেডিসিন বিভাগসহ বাকৃবি-এর বিভিন্ন বিভাগের মোট ১৫টি প্রফেসর-এর পদ পূরণের জন্য বিজ্ঞপ্তি দেয়া হয় কিন্তু আমি আর কোন আবেদন করিনি কিন্তু এই জুনিয়ার দলের সাথে আমাকে প্রফেসরের নিয়োগপত্র দেয়া হয়।[৫৩]

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ[৫৩]

আদেশনামা

নং-শা-২/এ-১৫০/৭৬/১১৩৮ / সংস্থাপন তারিখ: ১৬-১১-৯২

মেডিসিন বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক, ডঃ মোঃ আব্দুস সামাদ-কে প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী নির্ধারিতব্য মাসিক প্রারম্ভিক বেতনে টাকা ৭৮০০-২০০-৯০০০/- এবং সর্বোচ্চ সীমায় পৌছার ১ (এক) বৎসর পর টাকা ৮৬০০-২২৫-৯৫০০/- এবং সিলেকশন গ্রেড টাকা ১০,০০০/- (নির্ধারিত, শুধুমাত্র ২৫% ক্ষেত্রে প্রযোজ্য) বেতন স্কেলে ১১-১১-৯২ তারিখ হইতে অধ্যাপক হিসেবে নিয়োগ করা হইল।

তিনি ১১-১১-৯২ তারিখ হইতে ২ (দুই) বৎসরের জন্য শিক্ষানবিশ হিসেবে থাকিবেন।

তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মচারী সাধারন পরিনামদর্শী ও তহবিলের সুবিধা পাইবেন।

তিনি বর্তমানে প্রচলিত ও ভবিষ্যতে প্রবর্তিত বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্ডিন্যান্স, স্ট্যাটুটস, রুলস, রেগুলেমন ইত্যাদি মানিয়া চলিতে বাধ্য থাকিবেন।

১১-১১-৯২ তারিখে অনুষ্ঠিত সিন্ডিকেটের ৭নং সিদ্ধান্তনুযায়ী এই আদেশ প্রদান করা হইল।

ভাইস-চ্যান্সেলর মহোদয়ের আদেশক্রমে
স্বা: রেজিস্ট্রার

মেমো নং- শা-২/এ-১৫০/৭৬/১১৩৮(১০) / সংস্থাপন তারিখ: ১৬-১১-৯২

অনুলিপি প্রেরিত হইল:

১. ডঃ মোঃ আব্দুস সামাদ, অধ্যাপক, মেডিসিন বিভাগ।
২. প্রধান, মেডিসিন বিভাগ।
৩. ডীন, ভেটেরিনারি অনুষদ।
৪. কোষাধ্যক্ষ। শূন্য অধাপক পদের বিপরীতে ডঃ মোঃ আব্দুস সামাদ-কে নিয়োগ করা হইয়াছে। প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী বেতন নির্ধারনের জন্য অনুরোধ করা হইল।
৫. পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক।
৬. গ্রন্থাগারিক।
৭. পরিচালক, জনসংযোগ ও প্রকাশনা।
৮. ডেপুটি রেজিস্ট্রার (শিক্ষা)
৯. সহকারী রেজিস্ট্রার, পরিষদ বিভাগ।
১০. সংস্থাপন শাখা-১ (গার্ড ফাইল)।

স্বাক্ষর/- ১৫/১১/৯২
ডেপুটি-রেজিস্ট্রার

ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ

উপরোক্ত তিনটি পৃথক আদেশামায় প্রফেসর আহমেদ,[৫০] প্রফেসর নূরুদ্দিন[৫১] এবং প্রফেসর সামাদ[৫৩]-কে প্রফেসর হিসেবে নিয়োগ করা হয়। উক্ত আদেশনামা তিনটি স্পষ্ট যে প্রফেসর আহমেদ (সহযোগী অধ্যাপক হিসেবে যে পদের বিপরীতে ডঃ মোজাহিদ উদ্দিন আহমেদ নিয়োজিত ছিলেন সেই পদটি পর্যায়োন্নীত হওয়ায় তাহার পূর্বপদ (মূল পদ) অর্থাৎ সহকারী অধ্যাপক পদটি ৮-২-৯২ তারিখ হইতে এতদ্বারা বিলপ্ত করা হইল,[৫০] এবং প্রফেসর নূরুদ্দিন (অধ্যাপক হিসেবে নিয়োগ করা হইল এই শর্তে যে তাঁহার পূর্বপদ (সহযোগী অধ্যাপক) আপনা হইতেই বিলুপ্ত বলিয়া গণ্য হইবে)। অর্থাৎ প্রফেসর আহমেদ এবং প্রফেসর নূরুদ্দিন-কে ব্যক্তি-উন্নতি-পদোন্নয়নে সৃষ্ট প্রফেসর পদের বিপরীতে নিয়োগ করা হয়েছে।[৪৭] অপরদিকে প্রফেসর সামাদ-কে বিভাগ উন্নয়নের জন্য সৃষ্ট পদের[৪৮] বিপরীতে নিয়োগ করা হয়েছে কারণ প্রফেসর সামাদ যে সহযোগী অধ্যাপক পদের বিপরীতে নিয়োগ প্রাপ্ত ছিলেন তা বিলুপ্ত ঘোষণা করা সম্ভব হয়নি।[৫৩] উল্লেখ্য, মেডিসিন বিভাগে ব্যক্তি উন্নতি-পদোন্নয়ন পদ্ধতিতে যে দু'টি সহযোগী অধ্যাপক পদের বিপরীতে অধ্যাপকের পদ সৃষ্টি করা হয় তার একটির বিপরীতে ড. নূরুদ্দিন এবং অপরটির বিপরীতে ড. সামাদ নিয়োগপ্রাপ্ত ছিলেন। উক্ত সহযোগী অধ্যাপক পদদ্বয়ের বিপরীতে সৃষ্ট প্রফেসর পদদ্বয়ের একটির বিপরীতে ড. নূরুদ্দিন-কে অধ্যাপক হিসেবে নিয়োগ দান করে তাঁর সহযোগী অধ্যাপক পদটির বিলুপ্ত ঘোষণা করা সম্ভব হলেও ড. আহমেদ-কে দ্বিতীয় পদটি প্রদর্শন করে অধ্যাপক হিসেবে অনিয়মতান্ত্রিক ভাবে নিয়োগ করা সম্ভব হলেও নিয়ম অনুযায়ী সে সহযোগী অধ্যাপকের পদটি বিলুপ্ত ঘোষনা করা সম্ভবপর ছিলনা কারণ সে সহযোগী অধ্যাপকের পদের বিপরীতে ড. সামাদ তখনও নিয়োজিত ছিলেন। এমতাবস্থায় মেডিসিন বিভাগে অধ্যাপকের কোন শূন্য পদ না থাকলেও ড. আহমেদ-কে অধ্যাপক হিসেবে নিয়োগ দান করে তাঁর একবার ব্যক্তি উন্নয়নে সহযোগী অধ্যাপক হওয়ার মূল পদ সহকারী অধ্যাপক পদটিকে দ্বিতীয়বার বিলুপ্ত ঘোষণা করা হয়। অর্থাৎ তাঁর সহকারী অধ্যাপক-এর পদটি দ্বিতীয়বার অধ্যাপক পদে উন্নতি না করেই তাঁকে ব্যক্তি উন্নতি পদোন্নয়ন পদ্ধতিতে অধ্যাপক হিসেবে নিয়োগ দান করা হয়। উল্লেখ্য, সেসময় বাকৃবি-এর প্রচলিত নিয়ম ছিল যে একজন শিক্ষক একবারই ব্যক্তি-উন্নতি-পদোন্নয়ন পাবার যোগ্য।[৪৪] সুতরাং উল্লিখিত তথ্য থেকে পরিষ্কার যে, তদানীন্তন বাকৃবি প্রশাসন প্রধান দু'টি অনিয়মের আশ্রয় গ্রহন করে ড. সামাদ-এর অধিকার বঞ্চিত করে ড. আহমেদ-কে অধ্যাপক হিসেবে নিয়োগে করেছে। প্রথমটি মেডিসিন বিভাগে ড. আহমেদ-এর জন্য ব্যক্তি উন্নতির লক্ষে কোন অধ্যাপকের পদ সৃষ্টি না করেই অন্যের বায়ো-ডাটায় সৃষ্ট অধ্যাপক পদ প্রদর্শন করে ব্যক্তি উন্নয়ন পদ্ধতিতে নিয়োগ দান। দ্বিতীয়টি যে শিক্ষক ব্যক্তি উন্নয়ন পদোন্নতি পাবার যোগ্য নয় তাঁকে ব্যক্তি উন্নতি পদ্ধতিতে নিয়োগ দান করে অনিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে বিভাগের একটি সহকারী অধ্যাপকের পদ ২য়বার বিলুপ্তি ঘোষনা। মেডিসিন বিভাগে অধ্যাপক পদে নিয়োগে তদানীন্তন বাকৃবি-এর প্রশাসনিক অনিয়মের কারণে ড. সামাদ-এর অধিকারবঞ্চিত করে তাঁকে বাকৃবি-এর শিক্ষকবৃন্দের জ্যেষ্ঠতা ভিত্তিক নামের তালিকায় প্রায় ১৪ জন সমসাময়িক শিক্ষকের থেকে জুনিয়ার করে দেয়া হয়।

পরবর্তীতে বিএনপি-এর অপশাসনের অবসান ঘটল। আসল আবার আওয়ামী লীগের অপশাসন। ফলে বিএনপি দলের নিয়োগকৃত সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর-দের বিদায় করে ১৪ই নভেম্বর ১৯৯৬ তারিখে নতুন আওয়ামী ভাইস-চ্যান্সেলর নিয়োগ করা হয়। নতুন আওয়ামী ভাইস-চ্যান্সেলর মহোদয় বিগত বিএনপি ভাইস-চ্যান্সেলরে অনিয়ম সনাক্ত এবং বিচারের জন্য একটি 'অনিয়ম তদন্ত কমিটি' গঠন করে (নং-শা-১ / বিবিধ-৩/৯৭/১৩৭(১২০)/ সংস্থাপন, তারিখ ২৭-২-১৯৯৭)। বাকৃবি-এর বিএনপি ভাইস-চ্যান্সেলর এর অনিয়ম সনাক্ত ও বিচারের জন্য গঠিত ('অনিয়ম তদন্ত কমিটি') কমিটিতে আবেদন জমা দেয়ার আহ্বান জানিয়ে বাকৃবি-এর বিভিন্ন বিভাগ ও শাখার প্রচার পত্র বিতরণ করা হয়। সে পরিপ্রেক্ষিতে আমি কিছুটা আশান্বিত হয়ে আবেদনটি করি।[৫৪]

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ[৫৪]

মেমো নং ৯৪১ / ডিএম তারিখ: মার্চ ১২, ১৯৯৭

বরাবর
প্রফেসর মোঃ জয়নাল আবেদীন খান
অনিয়ম তদন্ত কমিটি
কৃষি পরিসংখ্যান বিভাগ, কৃষি অর্থনীতি ও গ্রামীণ সমাজ বিজ্ঞান অনুষদ, বাকৃবি।

বিষয়: ভেটেরিনারি অনুষদের মেডিসিন বিভাগে প্রফেসর পদে নিয়োগে অনিয়ম তদন্তের আবেদন।

প্রিয় মহোদয়,

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় রেজিস্ট্রার শাখার প্রচারপত্র (নং-শা-১ /বিবিধ-৩/৯৭/১৩৭(১২০)/ সংস্থাপন, তারিখ ২৭-২-১৯৯৭) থেকে জানতে পারলাম যে, ৮-১-১৯৯৭ তারিখে অনুষ্ঠিত সিন্ডিকেটের ২২৯তম অধিবেশনে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়োগসহ সকল অনিয়ম তদন্তের জন্য আপনাকে সভাপতি করে একটি কমিটি গঠিত হয়েছে। উক্ত প্রচার পত্রের পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষক নিয়োগের একটি অনিয়ম তদন্ত ও ন্যায় বিচারের জন্য আবেদনটি পাঠানো হ'ল।

আপনার সদয় অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে, বিগত ৭-২-১৯৯১ তারিখে বাকৃবি এর শিক্ষকদের ব্যক্তি পর্যায়ে উন্নয়নের জন্য বিজ্ঞপ্তি (নং ৭০৯/ সংস্থাপন) দেয়া হয়। মেডিসিন বিভাগ হতে প্রফেসর পদে ব্যক্তি পর্যায় উন্নয়নের ক্রাইটেরিয়া পূরণ দু'জন (ড. মো. নূরুদ্দিন এবং আমি ড. মো. আব্দুস সামাদ) স্থায়ী পদে নিয়োজিত সহযোগী অধ্যাপকের হয়। তাই আমরা দু'জন ব্যক্তি উন্নয়নের জন্য আবেদন করি। এই পরিপ্রেক্ষিতে মেডিসিন বিভাগে ব্যক্তি উন্নয়নের নিমিত্তে দু'টি প্রফেসর পদ সৃষ্টি করা হয়, এই শর্ত সাপেক্ষে যে, সংশ্লিষ্ট শিক্ষক উক্ত প্রফেসর পদে নিয়োগের তারিখ থেকে বর্তমান

সহযোগী অধ্যাপক পদ দু'টি আপনা হতেই বিলুপ্ত হিসেবে গণ্য হবে (নং-শা-১/সি-১/৯১/১৪১(৪)/ সংস্থাপন, তারিখ ১৩-১১-১৯৯১)। পরবর্তীতে মেডিসিন বিভাগের ব্যক্তি পর্যায় উন্নয়নের জন্য সৃষ্ট উক্ত প্রফেসর পদ দু'টি নিয়োগের বিজ্ঞপ্তির পরিপ্রেক্ষিতে আমরা দু'জন আবেদন করা ছাড়াও মেডিসিন বিভাগের ড. মোজাহিদ উদ্দিন আহমেদও দরখাস্ত করেন। উল্লেখ্য, ড. আহমেদ সহকারী অধ্যাপক পদের বিপরীতে একবার ব্যক্তি পর্যায়ে উন্নয়নের মাধ্যমে সহযোগী অধ্যাপক হন (নং ৭২৬৯(৯)/সংস্থাপন, তারিখ আগষ্ট ১০,১৯৮৬)। শুধু তাই নয়, ব্যক্তি উন্নয়নের নিমিত্তে প্রফেসরের ক্রাইটেরিয় পূরণ না হওয়ায় তিনি আমাদের সাথে পোস্ট সৃষ্টির জন্য আবেদনও করেননি। অথচ দুঃখজনক হলেও সত্য এই যে, তদানীন্তন বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন আমার চাকুরীরত পদের বিপরীতে ব্যক্তি উন্নয়নের নিমিত্তে সৃষ্ট প্রফেসর পদটি সংশ্লিষ্ট কমিটিকে প্রদর্শন করিয়ে অনিয়মতান্ত্রিক উপায়ে প্রফেসর পদে ড. আহমেদ-কে নিয়োগদান করে (নং-শা-২ /এ-১৬/৭২/১১৭(৯) / সংস্থাপন, তারিখ ১০-২-১৯৯২)। এই স্পষ্টত অনিয়মের বিবরণ নিম্নে উল্লেখ করা হ'ল।

(১) ব্যক্তি পর্যায় উন্নয়নে প্রফেসর পদ সৃষ্টির জন্য ক্রাইটেরিয়া পূরণে ব্যর্থ শিক্ষকের আবেদনপত্র ক্রাইটেরিয়া পূরণকারী ব্যক্তি পর্যায় উন্নয়নের সিলেকশন কমিটিতে বিবেচনা করা প্রশাসনের একটি অনিয়মতান্ত্রিক পদক্ষেপ বলে আমি মনে করি। কারণ যে ব্যক্তির সহযোগী অধ্যাপক পদের বিপরীতে পদ উন্নয়ন করা হয়েছে সে ব্যক্তি তখনও সে পদে নিয়োজিত। তাই সংশ্লিষ্ট শিক্ষক ছাড়া অন্য কোন ব্যক্তিকে উক্ত পদের বিপরীতে নিয়োগ সম্ভবপর নয়। অথচ অনিয়মতান্ত্রিক উপায়ে ড. আহমেদ-এর দরখাস্ত বিবেচনা করে প্রফেসর পদে নিয়োগ করা হয়।

(২) বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক নিয়োগের সিলেকশন কমিটি একটি স্ট্যাটিউটরি কমিটি। উক্ত কমিটি মূলত বিজ্ঞপ্তিকৃত শূন্য পদের বিপরীতে শিক্ষক নিয়োগের জন্য সুপারিশ করে থাকে। কিন্তু কোন শূন্য পদ না থাকলে এবং উক্ত পদ বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে প্রচারিত না হলে সেক্ষেত্রে কোন আবেদনকারীকে সিলেকশন কমিটি নিয়োগের সুপারিশ করতে পারেনা। সে কারণে তদানীন্তন মেডিসিন বিভাগের প্রফেসর নিয়োগের সিলেকশন কমিটি ড. আহমেদ-কে কোন শূন্য পদ না থাকা সত্ত্বেও প্রফেসর নিয়োগের জন্য যে সুপারিশ করেছেন তা ছিল একটি সুস্পষ্ট অনিয়ম।

(৩) বিশ্ববিদ্যালয়েরর নিয়ম অনুযায়ী একজন শিক্ষক একবার মাত্র ব্যক্তি উন্নয়নের সুযোগ পান (মেমো নং ৭৪৫ / সংস্থাপন, তারিখ ফেব্রুয়ারী ৯, ১৯৯১)। কিন্তু তৎকালীন বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন নিয়ম বহির্ভূত ভাবে ড. আহমেদ-কে একই পদের বিপরীতে দু'বার ব্যক্তি পর্যায় উন্নয়ন দেয়। উল্লেখ্য, ড. আহমেদ ইতিপূর্বে সে সুযোগের সদ্ব্যবহার করে সহকারী অধ্যাপক হতে আপগ্রেডের মাধ্যমে সহযোগী অধ্যাপক পদ লাভ করেছিলেন (মেমো নং ৯২৬৯(৯)/সংস্থাপন, তারিখ আগষ্ট ১০, ১৯৮৬)। অর্থাৎ প্রফেসর আহমেদ-এর প্রফেসর পদ সৃষ্টি বা পদ আপগ্রেড না করেই প্রচলিত আইন বহির্ভূত ভাবে প্রথমে প্রফেসর পদে সিলেকশন এবং পরে অরিজিন্যাল সহকারী অধ্যাপকের পদটি দুই ধাপ আপগ্রেড করে প্রফেসর পদটি এবং সহকারী অধ্যাপক পদটি ২য় বার বিলুপ্ত ঘোষণা করে নিয়োগ দান করা হয় (মেমো নং-শা-২/এ-১৬/১২/১১৭(৯)/সংস্থাপন, তারিখ ১০-২-১৯৯২)।

(৪) উল্লেখ্য যে, আমার ব্যক্তি উন্নয়নের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে মেডিসিন বিভাগে স্থায়ী সহযোগী অধ্যাপক পদটির বিপরীতে (আমি যে পদের বিপরীতে ছিলাম) সংশ্লিষ্ট পোস্ট ক্রিয়েশন কমিটির সুপারিশে সিন্ডিকেট প্রফেসর পদ সৃষ্টি করে (মেমো নং-শা-১/সি-১/৯১/১৫১/সংস্থাপন, তারিখ ১৩-১১-১৯৯১)। অথচ পরবর্তীতে আমাকে বিভাগীয় উন্নয়নের জন্য সৃষ্ট স্থায়ী প্রফেসর পদে নিয়োগ দান করা হয় (মেমো নং শা-২/এ-১৫০/৭৬/১১৩৮/সংস্থাপন, তারিখ ১৬-১১-১৯৯২)। তা হলে আমার ব্যক্তি উন্নতির নিমিত্তে সৃষ্ট প্রফেসর পদটি গেল কোথায়? অর্থাৎ যেহেতু ব্যক্তি পর্যায় উন্নয়নে সৃষ্ট প্রফেসর পদটি আমার সহযোগী অধ্যাপক পদের বিপরীতে সৃষ্ট এবং আমার সহযোগী অধ্যাপক হিসেবে চাকুরী থাকা পর্যন্ত উক্ত পদের বিপরীতে অন্য কাওকে নিয়োগ দেয়া যায় না সেহেতু কোন নিয়মের তোয়াক্কা না করে সহকারী অধ্যাপকের পদের বিপরীতে আমার জুনিওর সহকর্মীকে প্রফেসর হিসেবে স্পষ্টত অনিয়মতান্ত্রিক উপায়ে নিয়োগ দান করা হয়েছে।

(৫) বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসন নিয়মতান্ত্রিক বা অনিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে কাকে প্রফেসর বা চাকরীতে নিয়োগদান করলো তা দেখা আমার বিষয় নয়। তবে মেডিসিন বিভাগের একই যোগ্যতাসম্পন্ন (একই বছর এসএসসি, এমএসসি ডিগ্রী, একই তারিখ থেকে সহযোগী অধ্যাপক ইত্যাদি) দু'জন সহযোগী অধ্যাপকের ব্যক্তি পর্যায় উন্নয়নের নিমিত্তে প্রফেসর পদ সৃষ্টি করে একজনকে নিয়োগ দান এবং অন্যজনকে নিয়োগ না করে তার পদের বিপরীতে সৃষ্ট প্রফেসর পদটি প্রদর্শন করে ব্যক্তি উন্নয়নে প্রফেসর পদের ক্রাইটেরিয়া পূরণে ব্যর্থ জুনিয়র সহকর্মীকে প্রফেসর পদে নিয়োগ শুধু অনিয়মতান্ত্রিকই নয় বরং শিক্ষকদের জ্যেষ্ঠতার অনুক্রমের ব্যাঘাত সৃষ্টি করে অধিক যোগ্যতা সম্পন্ন শিক্ষককে তার ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে।

(৬) মেডিসিন বিভাগের আমার দু'জন সহকর্মীর বিগত ৮-২-১৯৯২ তারিখ থেকে প্রফেসর পদে নিয়োগের সংবাদ প্রাপ্তির পরপরই আমি আমার সহকর্মীদের প্রফেসর নিয়োগের তারিখ থেকে প্রফেসর হিসেবে আমাকে নিয়োগদানের জন্য মাননীয় চেয়ারম্যান, বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেট এবং রেজিস্ট্রার মহোদয়ের কাছে আবেদন করি (মেমো নং ৯৫ / ডিএম, তারিখ ২৬-০২-১৯৯২ইং)। উক্ত আবেদনের ফটোকপি সংযোজিত করা হ'ল। কিন্তু আজ অবধি আমি কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে কোন উত্তর পাইনি। তাই আমি নিশ্চিত যে, তদানীন্তন বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ইচ্ছাকৃতভাবে অনিয়মতান্ত্রিক উপায়ে আমাকে আমার ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছে।

অতঃপর আমি আমার ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়ে দারুন হতাশায় নিমজ্জিত হই। আমার এই বিশ্বাস জন্মে যে, পার্থিব জগতের হাকীমদের (বিচারক) উপর আল্লাহ ছাড়া আর কেই নেই। সেই বিশ্বাসে বিচারের অপেক্ষায় থেকে প্রফেসর নিয়োগের তারিখ ও জ্যেষ্ঠতা সম্পর্কে চিন্তাভাবনা ত্যাগ করেছিলাম। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন প্রশাসন বিশ্ববিদ্যালয়ের অনিয়ম তদন্তের প্রচারপত্রের পরিপ্রেক্ষিতে আশার আলো দেখতে পেয়ে পুনরায় আবেদন করলাম।

অতএব, তদানীন্তন বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন মেডিসিন বিভাগে প্রফেসর পদে নিয়োগের ব্যাপারে যে অনিয়ম করেছে তা নিরপেক্ষ ভাবে তদন্ত সাপেক্ষে সুবিচার করে আমাকে বিগত ৮-২-১৯৯২ইং তারিখ থেকে প্রফেসর পদে নিয়োগ দানের ব্যবস্থা গ্রহণ করে বাধিত করবেন।

ধন্যবাদান্তে

সংযোজিত:

(ক) সংশ্লিষ্ট নথিপত্রসহ পূর্বের আবেদনের ফটোকপি।

আপনার বিশ্বস্ত
স্বাক্ষর/- ১২-৩-১৯৯৭
(ড. মো. আব্দুস সামাদ)
প্রফেসর, মেডিসিন বিভাগ

ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ

বিশ্বের উন্নত সভ্য দেশের সাথে বাংলাদেশের সামাজিক, শিক্ষাব্যবস্থা, অফিসিয়াল, রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ব্যবস্থার মধ্যে বেশ পার্থক্য রয়েছে। অফিসিয়াল বিশেষ পার্থক্য এই যে, বিদেশে কোন সরকারী বা বে-সরকারী প্রতিষ্ঠানে কেহ আবেদন করলে তার একটা জবাবপত্র আবেদনকারীকে দেয়া হয়। কিন্তু বাংলাদেশে অধিকাংশক্ষেত্রে আবেদনকারীকে তা দেয়া হয়না। তাই একই নিয়েমের অধীনে উপরোক্ত আমার আবেদনের এখনও কোন উত্তর দেয়া হয়নি। উল্লেখ্য, বাংলাদেশের প্রায় সকল সরকারী প্রতিষ্ঠানের প্রশাসনিক কার্যক্রম মূলত পরিচালিত হয় রাজনৈতিক ছত্রছায়ায়। আর আমাদের দেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপিঠ পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে রয়েছে কেন্দ্রীয় সকল রাজনৈতিক দলের লেজুড়ভিত্তিক সংগঠন। আর যে দল দেশের ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকে সেই দলের মতাদর্শ অনুযায়ী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রাজনীতিবিদ তৈরি, প্রশিক্ষণ, লালন-পালন ও কর্মসূচী বাস্তবায়নের কারখানা হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে। তাই দেশের প্রায় সকল সরকারী এবং সরকার নিয়ন্ত্রিত সকল প্রতিষ্ঠানে নিয়োগ, পদোন্নতি, বিদেশে উচ্চ শিক্ষা, অ্যাওয়ার্ড কোন কিছু পেতে হলে সকল যোগ্যতার উপর প্রয়োজন একমাত্র রাজনৈতিক যোগ্যতা। আর যেহেতু প্রতিষ্ঠানের নির্বাহী কর্মকর্তা সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক দলের প্যানেলে নিয়োগপ্রাপ্ত হন তাই তাকে অবশ্যই সে প্রতিষ্ঠানের সকল কার্যক্রম দলীয়ভাবে পরিচালনা করতে হয়। আর তিনি এককভাবে দলীয় কার্যক্রম পরিচালিত না করে গঠন করেন দলীয় সদস্যদের নিয়ে বিভিন্ন কমিটি এবং উপ-কমিটি। আর সে কমিটির কার্যক্রম এবং ফলাফল সহজেই অনুমেয়। সুতরাং বিশ্ববিদ্যালয়ে এইরূপ দলীয় অনিয়ম তদন্ত কমিটির ফলাফল যা হবার তাই হয়েছে।

বাকৃবি-তে আমার চাকরি এবং পদোন্নতি ঘটনার সারসংক্ষেপ

(ক) লেকচারার নিয়োগে তিনবার সিলেকশনন কমিটিতে ইন্টারভিউ দিয়ে তিনবারই লেকচার পদে নিয়োগ লাভ। রেগুলার লেকচারার থাকা স্বত্বেও পিএইচডি ডিগ্রী অর্জনের সময় স্টাডি লিভ মঞ্জুর না করে বিশেষ ট্রেনি পদ সৃষ্টি করে প্রথমে ট্রেনি এবং পুনরায় লেকচারার নিয়োগ করে বাকৃবি-এর প্রশাসনের একটি প্রশাসনিক অনিয়মের রেকর্ড সৃষ্টি।

(খ) লেকচারার পদে প্রায় সাড়ে পাঁচ বছরের অধিক কাল অভিজ্ঞতা এবং পিএইচডি ডিগ্রী অর্জনের সাটিফিকেট দিয়ে সহকারী অধ্যাপক হিসেবে নিয়োগলাভ বাকৃবি-তে দ্বিতীয় প্রশাসনিক অনিয়মের রেকর্ড সৃষ্টি। কারণ বাকৃবি-তে এমএসসি ডিগ্রী ও লেকচারার পদে মাত্র দুই বছরের অভিজ্ঞতা নিয়েই অন্যরা সহকারী অধ্যাপক হয়েছেন। আবার সহকারী অধ্যাপক পদের সিলেকশন কমিটির সুপারিশকৃত বেতন না দিয়ে বাকৃবি-এর অর্ডিন্যান্স লঙ্ঘন করে পরপর দু'টি অবৈধ কমিটি গঠন এবং প্রায় এক বছর মানসিক যন্ত্রণায় রেখে অবৈধভাবে প্রথমে রেগুলার সহকারী অধ্যাপকের আদেশনামা এবং পরবর্তীতে বেতনের আদেশনামা ইস্যু করে তৃতীয় প্রশাসনিক অনিয়মের রেকর্ড সৃষ্টি।

(গ) সহযোগী অধ্যাপক পদে সিলেকশন কমিটির নিয়োগের সুপারিশ সিন্ডিকেটে অনুমোদন না করে প্রথমে স্থগিত করে রাখা হয়। যে সব প্রার্থীকে সংশ্লিষ্ট সিলেকশন কমিটি পদোন্নতির জন্য সুপারিশ করেনি তাদেরকে একই সাথে নিয়োগদানের জন্য আমাদের জিম্মি করে সংশ্লিষ্ট বিভাগে কোন শূন্য পদ না থাকায় তাদের নিয়োগকৃত পদকে আপ-গ্রেড করে পদোন্নতির ব্যবস্থা করার পর একই তারিখ থেকে নিয়োগের আদেশনামা ইস্যু করে বাকৃবি-এর প্রশাসনিক অনিয়মের চতুর্থ রেকর্ড সৃষ্টি।

(ঘ) প্রফেসর পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে বাকৃবি-৫ম রেকর্ড সৃষ্টি করে আমার চাকরি লাভ এবং পদোন্নতির রেকর্ড সমাপ্ত করা হলো। প্রশাসনিক অনিয়মের ৫ম রেকর্ডটি হ'ল, আমার ব্যক্তি-উন্নতি-পদোন্নয়নে সৃষ্ট সহযোগী অধ্যাপক থেকে প্রফেসর পদটিতে আমাকে নিয়োগ না করে সে পদটি প্রদর্শন করে আমার এক সহকর্মীকে নিয়োগ দান।

বাকৃবি-সংশ্লিষ্ট রেজিস্ট্রার মহোদয়দের মন্তব্য

'বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরির ভূয়োদর্শন' পান্ডুলিপিটি প্রায় এক যুগ পূর্বে বাকৃবি-এর অবসরপ্রাপ্ত প্রথম তিনজন প্রাক্তন রেজিস্ট্রার মহোদয় যারা এসব কার্যসম্পাদন করেছিলেন তাঁদের মন্তবের জন্য পাঠিয়েছিলাম। অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম মাননীয় রেজিস্ট্রার মহোদয় (পরবর্তীতে তিনি ইন্তিকাল করেন) পান্ডুলিপিটি পড়ে আমাকে যে পত্র দিয়েছিলেন তা নিম্নে উল্লেখ করা হলো।[৫৫] তবে অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় এবং তৃতীয় রেজিস্ট্রার মহোদয় কোন উত্তর দেয়নি।

''বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরীর ভূয়োদর্শন'' প্রসঙ্গে[৫৫]

প্রফেসর ড. মো. আব্দুস সামাদ কর্তৃক লিখিত ''বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরীর ভূয়োদর্শন'' শীর্ষক নিবন্ধটি তিনি আমাকে পড়তে দিয়েছেন এবং এর মধ্যে বিধৃত বিষয়টি সম্বন্ধে আমার কোন বক্তব্য থাকলে তা ব্যক্ত করার অনুরোধ জানিয়েছেন। আমি নিবন্ধটি গভীর মনোযোগ দিয়ে পড়েছি। এটি একজন নীতি-নিষ্ঠ ধর্মপরায়ন শিক্ষকের কর্মজীবনের করুন ইতিহাস। এ প্রসঙ্গে বিখ্যাত কবি Lord Byron এর উক্তিটিই মনে পড়ে।-''It's strange but true; for truth is always strange- stranger than fiction''

ব্যতিক্রমক্ষেত্রে বাদ দিলে দেখা যায় পাকিস্তান আমল থেকেই এদেশে (সরকারী) বিশ্ববিদ্যালয় সমূহ পরিচালনায় ক্ষমতাধর কায়েমি স্বার্থগোষ্ঠির কারণে নানাবিধ অবাঞ্ছিত পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটেছে এবং অন্যায্য ঘটনার সৃষ্টি হচ্ছে। এসব বহুমাত্রিক পরিস্থিতি ও ঘটনা সংশ্লিষ্ট প্রশাসনিক দফতর এবং প্রশাসনিক কর্মকর্তার নিয়ন্ত্রণ শক্তির বাইরে। অতএব সঙ্গত কারণেই এসবের দায়ভার বিশেষ কোন প্রশাসনিক দফতর কিংবা প্রশাসনিক কর্মকর্তার উপর আরোপ করা চলেনা।

প্রফেসর ড. মো. আব্দুস সামাদের জীবন-পরিক্রমায় যেসব বিপর্যয়ের উদ্ভব ঘটেছে সেগুলোর কারণ তিনি নিজেই সম্যক উপলদ্ধি করতে পেরেছেন। তিনি লিখেছেন, উল্লেখ্য, বাংলাদেশের প্রায় সকল সরকারী প্রতিষ্ঠানের প্রশাসনিক কার্যক্রম পরিচালিত হয় রাজনৈতিক ছত্রছায়ায়। আর আমাদের দেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে রয়েছে কেন্দ্রীয় সকল রাজনৈতিক দলের লেজুর ভিত্তিক সংগঠন। আর যে দল দেশের ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকে সেই দলের মর্তাদর্শ অনুযায়ী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রাজনীতিবিদ তৈরি, প্রশিক্ষণ, লালনপালন ও কর্মসূচী বাস্তবায়নের কারখানা স্বীকৃতি লাভ করে। তাই দেশের প্রায় সকল সরকারী এবং সরকার নিয়ন্ত্রিত সকল প্রতিষ্ঠানে নিয়োগ, পদোন্নতি, বিদেশে উচ্চশিক্ষা, অ্যাওয়ার্ড কোন কিছু পেতে হলে সকল যোগ্যতার উপর প্রয়োজন একমাত্র রাজনৈতিক যোগ্যতা। আর যেহেতু প্রতিষ্ঠানের নির্বাহী কর্মকর্তা সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক দলের প্যানেলে নিয়োগ প্রাপ্ত হন, তাই তাকে অবশ্যই সে প্রতিষ্ঠানের সকল কার্যক্রম দলীয়ভাবে পরিচালনা করতে হয়। আর তিনি এককভাবে দলীয় কার্যক্রম পরিচালনা না করে গঠন করেন দলীয় সদস্যদের নিয়ে বিভিন্ন কমিটি এবং উপকমিটি।'' [ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ: পৃ. ৩০]।

আমার বিশ্বাস তাঁর এ উপলব্ধিটিই তাঁকে 'ছবর' করার জন্য অনুপ্রেরনা যোগাবে এবং এ 'ছবর' আল্লাহপাকের তরফ থেকে তাঁর জন্য নির্ধারিত দু'জাহানের সার্বিক প্রাপ্তব্য অর্জনে তাঁর হৃদয়ে অব্যাহত শক্তি সঞ্চার করবে। তাঁর জীবনে সংঘটিত এসব বিপর্যয়ের জন্য তাঁর সমব্যথী হিসেবে আমি ব্যক্তিগতভাবে অত্যন্ত দুঃখিত।

স্বাক্ষর/- ৪-২-২০০৯
(ড. মো. মাহবুবুর রাহমান)
সাবেক রেজিস্ট্রার (১৯৮৪ সনে অবসরপ্রাপ্ত), বাকৃবি, ময়মনসিংহ।

উপসংহার

আমার বাস্তব আভিজ্ঞতার আলোকে একটি ঘটনা এবং দু'টি গল্প বলে 'বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরীর ভূয়োদর্শন' অধ্যায়টির সমাপ্তি টানব।

অভিজ্ঞতার কথা

আমি মাঝে মাঝে বিকেলে বাকৃবি-এর কৃষি ফার্মের দিকে হাঁটতে যাই। ২০০৮ সনে একদিন বিকেলে কৃষি ফার্মের দিকে হাঁটতে গেছি। হঠাৎ আমার এক স্কুল সহপাঠী বর্তমানে বাকৃবি-এর অন্য অনুষদের একজন প্রফেসর তাঁর সাথে দেখা। কথা প্রসঙ্গে তাকে বললাম যে, তুমি আমার স্কুল জীবনের সহপাঠী এবং আর দু'জন আমার বিশ্ববিদ্যালয়ের সহপাঠী সমন্বয়ে ভাইস-চ্যান্সেলর মহোদয়কে বলেছিলে, 'সামাদ আমাদের সহপাঠী তাই তাকে প্রফেসর করলে তোমাদেরও করতে হবে'। কিন্তু তোমরা দেখলেনা যে, আমি তোমাদের তিন বছর পূর্বে পিএইচডি করেছি এবং বাকৃবি-এর ব্যক্তি-উন্নতি-পদোন্নয়ন পদ্ধতি ক্রাইটেরিয়া পূরণ করায় আমার পদোন্নতির জন্য প্রফেসরের পদ সৃষ্টি করা হয়েছে কিন্তু তোমাদের ক্রাইটেরিয়া পূরণ না হওয়ায় তোমাদের পদোন্নয়নের জন্য পদ আপ-গ্রেড করে নাই। তার উত্তরে সে বলল, 'তোমার বিরুদ্ধে সবাই লাগে কেন?' তখন তাকে বললাম, 'বলতো আমেরিকা কেন সন্ত্রাসীর দোহাই দিয়ে ইরাক, আফগানিস্তান আক্রমণ ও দখল করে রেখেছে? সে বলল, 'তেলের জন্য'। আবার তাকে প্রশ্ন করলাম, 'আমেরিকা বলছে গনতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করার জন্য ইরাক ও আফগানিস্তান আক্রমণ করেছে'। তবে সে দেশের জনগন ভোট দিয়ে যাকে নির্বাচিত করবে তাকে আমেরিকা ক্ষমতায় না বসিয়ে এবং গণভোটের ব্যবস্থা না করে তার মনোনিত ব্যাক্তিকে ক্ষমতায় বসিয়ে রেখেছে কেন? অর্থাৎ আমেরিকা নিজ স্বার্থের গনতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে আগ্রহী। তাই আমেরিকার স্বার্থের যে ব্যাঘাত ঘটাবে সেই পড়বে তার বন্ধুকের নলের মুখে। তাই আমিও আমার বন্ধুদের বন্দুকের নলের মুখে অবস্থান করছি।

প্রথম গল্প

সমাচারদর্পন-এ ১৮৩২ সালে প্রকাশিত একটি গল্প। এক নিবিড় অন্ধকার রাতে এক অন্ধজন যাচ্ছেন মাটির কলস কাঁধে। তাঁর আরেক হাতে জ্বলন্ত মশাল। তাঁর বিপরীত দিক থেকে দৌড়ে আসা একজন চক্ষুষ্মান ব্যক্তি বললেন, 'তুমি তো অন্ধ, তোমার কাছে দিনও যা রাতও তা। তুমি কেন মশালটা কষ্ট করে টানছ।' অন্ধ ব্যক্তি বললেন, 'আমি আমার জন্য তো মশাল টানছিনা, টানছি তোমার মতো চোখওয়ালা ব্যক্তির জন্য। অন্ধকারে উল্টো দিক থেকে দৌড়ে আসার সময় না জানি তুমি আমার সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে আমার কলসটা ভেঙ্গে দাও।' সত্যিই, মশাল যে সব সময় নিজের দেখার জন্য দরকার হয় তা নয়, বিপরীত দিক থেকে দৌড়ে আসা মানুষদের থেকে নিজেদের বাঁচানোর জন্যও দরকার হতে পারে। কাজেই মশাল কিন্তু জ্বালাতেই হবে। বাংলাদেশের উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে বাঁচাবার জন্য প্রতিরোধ ব্যবস্থা নিতেই হবে। আমরা এখন জানি রাজনীতির দোহাই দিয়ে দৌড়ে আসছে আমাদের জাতীর মেরুদন্ড শিক্ষার কলসটা ভাঙ্গার জন্য। স্বেচ্ছায় কিংবা পরিকল্পিতভাবে। আলো জ্বালাতে হবে। তথ্য কিন্তু নিজেই আলো। সব তথ্য দেশের শিক্ষিত জনগনের সামনে থাকলে তারা বুঝতে পারবে, সতর্ক ও সক্রিয় থাকতে পারবে। সত্যিকারের দেশপ্রেমিক দেশের জন্য ভালো কোনটি তা কিন্তু খুবই বোঝে।

দ্বিতীয় গল্প

কেহ আপন সখাকে প্রাতঃকালে নিদ্রিত দেখিয়া কহিলেন: বন্ধু তুমি কি নিদ্রিত আছ? শয্যাস্থ ব্যক্তি কহিলেন, 'কেন?' সখা প্রার্থনা করিলেন, আমার একটা টাকা প্রয়োজন হইয়াছে, যদি তুমি জাগ্রত থাক তবে উঠিয়া আমায় তাহা কর্জ দিলে ভালো হয়। সে কহিল, 'তবে আমি ঘুমুচ্ছি।' যদি বলেন, 'ওঠো, কাল যে তোমার কাছ থেকে এক টাকা নিয়েছিলাম, তা দিতে এসেছি', এই কথা শুনে এরা কিন্তু লাফিয়ে উঠে পড়বে। ওদের বলেন, নির্বাচনে তোমরাই দল জিতেছে। সুতরাং বিশ্ববিদ্যালয়ে তোমার দলের দলীয় ভাইস-চ্যান্সেলর ও রেজিস্ট্রার নিয়োগ করা হচ্ছে। তখনও একইভাবে লাফিয়ে উঠবে। প্রিয় শিক্ষক নেতাগন, আপনাদের ওপর বাংলাদেশের মানুষ জাতির মেরুদন্ড শিক্ষার মান রক্ষার দায়িত্ব অর্পণ করে রেখেছে। তারা আপনাদের বড় ভালোবাসে। সেই ভালোবাসার প্রতিদান আপনারা দিন। ২৮শে মার্চ ২০০৭ তারিখের 'দৈনিক প্রথম আলো' পত্রিকায় প্রকাশিত কৃষি বিশ্ববিদ্যলয়ের 'নিয়োগ-নৈরাজ্য' যাতে আর পুনরাবৃত্তি না হয় তার প্রতিশ্রুতি জাতিকে আপনারা দিন এবং জাতির মেরুদন্ড শিক্ষাকে বাঁচান তথা বাংলাদেশকে বাঁচান।

বিশ্ববিদ্যালয়ের বাসা বরাদ্দ ও রক্ষণাবেক্ষণ

আমি, মো. আব্দুস সামাদ, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (বাকৃবি) এর মেডিসিন বিভাগে ২৯.০৭.১৯৭৬ইং তারিখে লেকচারার (রিসার্চ) পদে যোগদান করি। চাকরীর প্রায় এক বছর পরে ১লা জুলাই, ১৯৭৭ইং তারিখে বাকৃবি-এর শাহাজালাল হল সংলগ্ন ওয়ার্ডেন কোয়ার্টার এর রুম নং ৩ (পশ্চিম) জন্য কক্ষটি আমার নামে বরাদ্দ করা হয়।[৫৬]

Bangladesh Agricultural University, Mymensingh[৫৬]

No. / Estt. **ORDER** July , 1977

Room No. 3 (West), Wardens' quarters attached to Shah Jalal Hall, is allotted to Mr. Md. Abdus Samad, Lecturer (Research), Department of Medicine & Surgery with effect from 1st July, 1977, i.e. the date on which he occupied the same.

Mr M. A. Samad will have to pay a house rent of Taka 15/- (Taka fifteen) only per month so long he will reside in the said room.

By order of the Vice Chancellor
Sd/-. Registrar

Memo No. 5034(4) / Estt. July 4, 1977

Copy forwarded for information and necessary action to:

1. Mr. Md. Abdus Samad, Lecturer (Research), Deptt. of Medicine & Surgery
2. Treasurer 3. Excutive Engineer 4. Caretaker

Sd/- 4 / 8 /77
Dy. Registrar

ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ

পরবর্তীতে ১লা নভেম্বর ১৯৭৮ইং তারিখ ইন্ডো-বাংলাদেশ কালচারাল ও একাডেমিক এক্সচেঞ্জ প্রোগ্রামের আওতায় স্কলারশিপ নিয়ে ভারতের হারিয়ানা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচডি করার উদ্দেশ্যে গমন করি। ভারত গমনের পূর্বেই ওয়ার্ডেন কোয়াটার এর কক্ষটি বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে বুঝিয়ে দিয়ে ভারত গমন করি। হারিয়ানা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচডি ডিগ্রী সম্পন্ন করে ৮ই ফেব্রুয়ারি ১৯৮২ তারিখ এই বিশ্ববিদ্যালয়ে আবার ফিরে এসে মেডিসিন বিভাগে কাজে যোগদান করি। উল্লেখ্য, পিএইচডি ডিগ্রী সম্পন্ন করার বছর স্নাতক শ্রেণির আমার দুই সহপাঠি মো. ইকবাল হোসেন এবং মো. মোস্তাফিজুর রহমান হারিয়ানা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে একই স্কলারশিপ প্রোগ্রামে পিএইচডি করার সুযোগ পান। আমার ক্লাস-মেট ও সহকর্মী মো. মোস্তাফিজুর রহমান বাকৃবি ক্যাম্পাসের এস-১০ (টিন শেড) বাসায় বাস করতো। যেহেতু বাকৃবিতে অবস্থানের জন্য আমার কোন জায়গা ছিলনা সেহেতু আমি মো. মোস্তাফিজুর রহমান-কে তার টিন শেড বাসাটি সাময়িকভাবে আমার জন্য রাখতে অনুরোধ করি। ভারত থেকে এসে বাকৃবিতে যোগদান করে ক্যাম্পাসের তার টিন শেড বাসায় উঠি। বিভাগে কাজে যোগদান করেই এস-১০ বাসায় আবস্থান উল্লেখ করি এবং যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে আমার নামে যে কোন একটি বাসা, এমনকি অস্থায়ীভাবে আবস্থানরত ডা. মো. মোস্তাফিজুর রহমান-এর এস-১০ বাসাটি আমার নামে বরাদ্দ করার জন্য আবেদন করি। উল্লেখ্য, বিশ্ববিদ্যালয় এর সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ আমার কাজে যোগদানের প্রায় ১০ মাস পর অর্থাৎ উক্ত বাসায় ১০ মাস অবস্থান করার পরও আমার নামে বাসাটি বরাদ্দ করার আশ্বাস না দিয়ে হারিয়ানা কৃষি বিশ্ববিদ্যলয়ে ডা. মো. মোস্তাফিজুর রহমানকে বাসাটি ছেড়ে দেবার জন্য চরমপত্র পাঠায়। উল্লেখ্য, আমি আমার আবেদনে ক্যাম্পাসে এস-১০ বাসায় অবস্থানের কথা ১০ মাস পূর্বেই কাজে যোগদানের সময়ই লিখিতভাবে জানিয়েছিলাম। সেকারণে আমি ডা. মোস্তাফিজুর রহমানের বাসায় থাকলেও আমি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কোন বাসা ভাড়া উত্তোলন করি নাই। বরং ডা. রহমানকে বাসা বাবদ সব পাওনা যথা সময়ে পরিশোধ করেছি। ক্যাম্পাসের এস-১০ বাসায় আমার অবস্থান সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট অফিসে লিখিত তথ্য থাকলেও কেয়ার টেকারের উদ্ধিৃতি দিয়ে আমাকে ১৫দিনের মধ্যে উক্ত বাসাটি ছেড়ে দেবার জন্য চরমপত্র দেয়।[৫৭]

REGISTERED WITH A/D
Bangladesh Agricultural University, Mymensingh[৫৭]

No. / Estt. Dated, December , 1982

To
Dr. Mostafizur Rahman
Bangladeshi Ph.D Scholar
Department of Vet. Microbiology
Haryana Agricultural University,
HISSAR- 125004, INDIA

Dear Sir,

It is observed from the report of the Caretaker that you have retained Qrs. No. S-10 under your possession though none of your family members (family means, wife, children and dependent parents) resides in the aforesaid Qrs. which is not permissible as per accommodation rules of BAU. In this connection you were requested to vacate and handover the same to the Caretaker of this University vide this office letter No. 2769/Estt, dated 15.5.82, but to no effect.

However, as per decision of the Accommodation Committee, I am to request you once again to arrange vacating and handing over the possession of Qrs. No. S-10 to the Caretaker, BAU under intimation to the undersigned within 30 days from date of receipt of this letter, failing which the matter will be referred the appropriate authority for necessary action.

Yours faithfully
Sd/- Dy. Registrar-II

Memo No. 6962(2)/Estt. Dated, December 8, 1982

1. Dr. Md. Abdus Samad, Assistant Professor, Department of Medicine and Surgery. He is requested to vacate and handover possession of the quarters No. S-10 to the Caretaker of this University with 15 days of the date of receipt of this letter under intimation to this office, as the same is under his unauthorise occupation (as per report of this caretaker).
2. Caretaker, for information and necessary action.

Sd- 7.12.82
Dy. Registrar-II

ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ

ক.আমার ক্লাস-মেট ও সহকর্মী সহকারী অধ্যাপক মো. মোস্তাফিজুর রহমান এমএসসি ডিগ্রী নিয়ে বাকৃবি ক্যাম্পাসে যে টিন শেড বাসা বরাদ্দ পায়, আমি পিএইচডি ডিগ্রী সম্পন্ন করে বাকৃবিতে সহকারী অধ্যাপক হিসেবে ক্যাম্পাসে কোন বাসা এমনকি উক্ত টিন-শেড বাসাটিও পাওয়ার যোগ্যতা অর্জনে ব্যর্থ হই। অথচ আমার টিন-শেড বাসার পার্শ্বে যারা বাস করতো তারা সবাই আমার থেকে জুনিয়ার সহকর্মী ছিলেন।

খ. টিন শেড (এস-১০) বাসায় প্রায় ১০ মাস অবস্থান কালীন সময় সংশিষ্ট কর্তৃপক্ষ নিশ্চুপ ছিলেন এবং ১০ মাস বাসায় বাস করার পর হঠাৎ বাসা ছেড়ে দেবার চরমপত্র ইস্যু করার কারণ মনে হল যে, আহ্বান সত্ত্বেও শিক্ষক রাজনীতিকদের উচ্চাভিলাস চরিতার্থ করার জন্য কোন দলে যোগদান না করা। কয়েকজন শিক্ষক রাজনীতিকদের সাথে আলাপ করে বুঝতে পারলাম যে, বাসা বরাদ্দ পাবার পয়েন্ট থাকলেও দলে যোগদান না করলে বাসা বরাদ্দ পাবার সম্ভাবনা নেই।

গ. ডা. মো. মোস্তাফিজুর রহমানকে তার নামে বরাদ্দকৃত এস-১০ বাসাটি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ চিঠি প্রাপ্তির ৩০দিনের মধ্যে ছেড়ে দিতে বলতে পারে। আমি যেহেতু এস-১০ বাসাটি বরাদ্দ পাবার উদ্দেশ্যে ১০ মাস পূর্বেই সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাকে অবহিত করেছিলাম সেহেতু সে পত্র মোতাবেক আমাকে সরাসরি সেসময়ই এস-১০ বাসাটি ছেড়ে দিবার জন্য বলতে পারতো। কিন্তু তা না করে কেয়ারটেকারের উদ্ধৃতি দিয়ে ১৫দিনের মধ্যে এস-১০বাসাটি আমাকে ছেড়ে দিবার জন্য চরমপত্র দেয়া কি বিবেচক প্রশাসনের কাজ ?

উল্লেখ্য, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র জীবনে আমার পরিচিত যে সব ছাত্র রাজনীতি করতো তাদের কর্মকান্ড আমার পছন্দ হতনা। তাই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম কখনও কোন রাজনীতিতে অংশ নিব না। তাই বিলম্ব না করেই এস-১০ বাসাটি ডা. মো. মোস্তফিজুর রহমানের পক্ষে ১৯৮২ সনের ডিসেম্বরের ২য় সপ্তাহেই অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট শাখায় হস্তান্তর করি এবং ক্যাম্পাসের বাহিরে বাসা ভাড়া করে বাকৃবি ক্যাম্পাস থেকে প্রস্থান করি।

ময়মনসিংহ শহরে প্রথমে পুরহিত পাড়া এবং পরে ডেঙ্গুবেপারী রোডে বাসা ভাড়া করে বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরী করি। উল্লেখ্য, সে সময় ময়মনসিংহ শহর থেকে বাকৃবি ক্যাম্পাসে যাতায়াতের জন্য একমাত্র রিকসা ছাড়া তেমন কোন ব্যবস্থা ছিলনা। তাই প্রতিদিন প্রায় ছয় (৩ + ৩) মাইল পথ বাইসাইকেলে যাতায়াত করতে হ'ত। ফলে শহর থেকে কর্মস্থলে শিক্ষকতা ও গবেষণা করা অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়ে। অপরদিকে বাকৃবি ক্যাম্পাসে বাসা পাওয়া আমার জন্য অসম্ভব ব্যাপার। তাই বাকৃবি ক্যাম্পাসে একটি রুম পেলেও ক্যাম্পাসে ফিরে আসব এই চিন্তায় ছিলাম। বাকৃবি ক্যাম্পাসের পূবালী ব্যাংকের যে কয়টি রুমে শিক্ষকগণ বসবাস করতেন তার মধ্যে কক্ষ নং ৪ এ বাস করতেন কৃষিতত্ত্ব বিভাগের শিক্ষক জনাব মো. আব্দুস সামাদ। তিনি ২২শে ফেব্রুয়ারী ১৯৮৩ তারিখ পিএইচডি করার জন্য নিউজিল্যান্ড গমন করেন। ফলে পূবালী ব্যাংকের উপরে (২য় তলায়) উক্ত কক্ষটি খালি হয়। তাই উক্ত কক্ষটি বরাদ্দ পাবার জন্য ক্যাম্পাসের বাইরে দু'মাস অবস্থানের পর বাসা বরাদ্দের পয়েন্টসহকারে দরখাস্ত করি। সেসময় বাসা বরাদ্দের অফিসের কাজের জন্য একজন সেকশন অফিসার এবং প্রশাসনিক দায়িত্বে একজন ডেপুটি রেজিস্ট্রার-২ ছিলেন। উক্ত কক্ষটি নিয়মমাফিক বরাদ্দ পাবার জন্য উক্ত সেকশন অফিসারকে বেশ কয়েকদিন নিজে তার অফিসে গিয়ে অনুরোধ করি। অবশেষে তিনি একদিন রেজিস্ট্রার অফিসের সকল শাখার নথিপত্র পরীক্ষা করে আমাকে জানালেন, 'এই কক্ষটির জন্য আপনি ছাড়া আর কেউ আবেদন করেনি। তাই নিয়ম অনুযায়ী এই কক্ষটি আপনি বরাদ্দ পাবেন।' তাই সংশ্লিষ্ট সেকশন অফিসার সাহেব রুমটি বরাদ্দ দেবার নোট লেখার পূর্বে আমাকে সাথে করে সংশ্লিষ্ট ডেপুটি রেজিস্ট্রারের কক্ষে নিয়ে গেলেন এবং তাকে বললেন, 'নিয়ম অনুযায়ী ড. সামাদ সাহেব ব্যাংকের উপরের ৪ নং খালি কক্ষটি বরাদ্দ পান। তাই নোট লিখার জন্য অনুমতি চাচ্ছি'। কিন্তু উত্তরে উক্ত ডেপুটি-রেজিস্ট্রার সাহেব বললেন যে, 'কক্ষটি বরাদ্দ দেয়া সম্ভবপর নয়। কারণ এক শিক্ষক নেতা ফোন করেছেন যে, তার এক প্রাক্তন ছাত্র এবং সহকর্মী বিদেশ থেকে পিএইচডি করে আসবে তাই তার জন্য রুমটি সংরক্ষণ করে রাখতে হবে।' ডেপুটি রেজিস্ট্রার সাহেবকে বললাম, 'যে শিক্ষক এক বছর পূর্বে বিদেশ থেকে পিএইচডি ডিগ্রী করে বাকৃবিতে কাজ করেছে তাকে রুমটা না দিয়ে তাকে বঞ্চিত করে তার এক জুনিয়ার সহকর্মী যে নাকি এখনও বিদেশ থেকে আসেনি তার জন্য রুমটি সংরক্ষণ কোন বিবেকবান মানুষ কি করতে পারে!' এর পরিপ্রেক্ষিতে তিনি সে শিক্ষক নেতার নাম ও বিদেশ থেকে যে আসবে তার প্রাক্তন ছাত্র-সহকর্মী শিক্ষকের নাম বললেন এবং তিনি আরও বললেন, 'এব্যাপারে আমার কিছুই করার নাই।' আমি বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যাই। হায়রে বিশ্ববিদ্যালয়! হায়রে তার শিক্ষক নেতা এবং নেতা কর্মকর্তা! হায় তাঁদের বিবেক! এই এমএসসি ডিগ্রীধারী শিক্ষক নেতা পরবর্তীতে বাকৃবি এর মাননীয় উপাচার্য্য মহোদয় হিসেবে নিয়োগ পান।

অবশেষে বুঝতে বাকী রইলনা যে ক্যাম্পাসে বাসা বরাদ্দ পেতে হলে বাসা বরাদ্দের পয়েন্টের যতটা গুরুত্ব তার চেয়ে অধিক গুরুত্বপূর্ণ মানুষের হক মারার পলেটিক্স করা বা করতে সহযোগীতা করা। কিন্তু সে কাজ করা আমার পক্ষে একেইবারে অসম্ভব ছিল। তাই বাকৃবি ক্যাম্পাসে বাসাতো দূরের কথা থাকার জন্য একটি রুমের ব্যবস্থা করতে না পেরে শহর থেকেই অফিস করি।

আমার জন্য বিস্ময়ের পর বিস্ময় অপেক্ষা করছিল। পরবর্তীতে বাসা বরাদ্দের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের আচরণ দেখে অত্যন্ত আশ্চার্য হয়েছিলাম। কারণ ১৯৮২ সনের ডিসেম্বর মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে আমাকে এস-১০ বাসা থেকে বের করে দেবার প্রায় এক বছর দু'মাস পরে হঠাৎ বাসা বরাদ্দের সেই সেকশন অফিসারকে আমার বিভাগের অফিস চ্যাম্বারে আসতে দেখে অত্যন্ত আশ্চর্য হই। তিনি সরাসরি আমাকে বললেন যে, আপনি একবছর পূর্বে যে এস-১০ বাসাটি (টিন শেড) ছেড়ে গেছেন তা এখনও খালি রয়েছে। তিনি আরও বললেন যে, আপনি যে বাসার জন্য পয়েন্টসহকারে দরখাস্ত করে রেখেছেন আপনার ছেড়ে যাওয়া এস-১০ বাসাটি পয়েন্ট অনুযায়ী আপনার প্রাপ্য। এখন আপনি এস-১০ বাসাটি বরাদ্দ নিতে চাইলে আপনার নামে বরাদ্দ দেয়া হবে। এপ্রশ্নের জবাবে তাকে জিজ্ঞেসা করি যে, এক বছর অধিক সময় ধরে একটি বাসা খালি রেখে নিয়মতান্ত্রিকভাবে প্রাপককের নামে বরাদ্দ না দিয়ে অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের যে আর্থিক ক্ষতি সাধন করা হয়েছে তার দায়দায়িত্ব কার? তিনি উত্তরে বললেন, 'এপ্রশ্নের জবাব আমার জানা নাই'। উল্লেখ্য, এস-১০ বাসাটি থেকে এক বছর পূর্বে আমাকে বের করে দেয়া হয় এবং ক্যাম্পাসে যে কোন বাসা বরাদ্দ পাবার জন্য আবেদন করে রাখি। তবে সেকশন আফিসারকে কেন আমার নিকট পাঠিয়ে যাচাই করা হ'ল যে এস-১০ বাসাটি আমি বরাদ্দ নিব কি না তার রহস্য উৎঘাটন করতে পারিনি। তবে অত্যন্ত দ্বিধাদ্বন্দ্বের মধ্যে ছিলাম যে এটা আবার আর একটি রাজনীতি চাল নয়তো। পিএইচডি করেছি শিক্ষকতা ও গবেষণা করার জন্য। তাই ব্যক্তিগত মান সম্মান বিসর্জন দিয়ে পুনরায় এস-১০ বাসাটি বরাদ্দ পাবার জন্য সম্মতি জানালাম। ফলশ্রুতিতে এক আদেশনামায় আমার নামে এস-১০ বাসাটি বরাদ্দ করা হয়।[৫৮]

Bangladesh Agricultural University, Mymensingh[৫৮]

ORDER

No. _______ / Estt. Dated -2 - 84

Qrs. No. S-10 (Vacant) is allotted to Dr. Md. Abdus Samad, Assistant Professor, Deptt. of Medicine and Surgery.

By order of the Vice-Chancellor
Sd/- Dy. Registrar-II

Memo No. 1169(4) / Estt. Dated 15-2-84

Copy forwarded to:-

1. Dr. Md. Abdus Samad, Assistant Professor, Deptt. of Medicine and Surgery. He is requested to occupy the Qrs. within 7 days of receipt of this order failing which the allotment will be treated as cancelled.
2. Treasure
3. Executive Engineer, BAU, Works (Civil) Division-2.
4. Caretaker

Sd/- 13-2-84
Dy-Registrar-II

ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ

এস-১০ টিন শেড বাসাটি থেকে আমাকে প্রায় এক বছর দুই মাস পূর্বে বের করে দেয়। এর পর থেকে বাসাটি খালি পড়েছিল। ফলে বাসাটি ছিল অপরিত্যাক্ত অবস্থায়। এখন সমস্যা দেখা দিল এস-১০ বাসাটির মেরামত নিয়ে। বাকৃবি এর প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী যে কোন বাসা বরাদ্দ দিবার পুর্বে অবশ্যই বাসা মেরামত করে বরাদ্দ দেয়ার নিয়ম। কিন্তু বরাদ্দকৃত এস-১০ বাসাটি সরজমিনে গিয়ে দেখি কর্তৃপক্ষ আমার জন্য এনিয়মটিরও ব্যতিক্রম করেছে। এস-১০ বাসাটি বরাদ্দের আদেশনামা পাবার পরপরই সংশ্লিষ্ট ডেপুটি রেজিস্ট্রার বরাবর বাসাটি মেরামত করার জন্য আবেদন করি।[৫৯]

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ।[৫৯]
মেমো নং ৫২৩/ ডিএম.এস তারিখ: ২২-২-১৯৮৪
বরাবর ডেপুটি রেজিস্ট্রার
বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ।

জনাব,

সবিনয় নিবেদন এই যে, আমার নামে বরাদ্দকৃত এস-১০ বাসায় (মেমো নং ১১৬৯(৪), তাং ১৫/২/৮৪) আমি আপনার দেয় নির্ধারিত ৭ দিনের মধ্যেই সানন্দে উঠতে ইচ্ছুক, কিন্তু বাসার কিছু মেরামত এর কাজ অত্যাবশ্যক। যেমন:

(১) বাসা চুন কামের প্রয়োজন।
(২) জানালার দুইটি কাঁচ নাই।
(৩) কিছু বৈদ্যুতিক গোলযোগ রহিয়াছে, ইহা ব্যতীত একটি রুমের বৈদ্যুতিক পাখা কাজ করিতেছেনা।
(৪) কয়েকটি দরজার ছিটকান লাগিতেছেনা বা কাজ করিতেছেনা।
(৫) ছাদের সিলিং ঝুলিয়া পড়িয়াছে যাহা মেরামতের প্রয়োজন।

অতএব, আমার নামে বরাদ্দকৃত এস-১০ বাসাটির মেরামত কাজ যতশীঘ্র সমাধা করিয়া অবিলম্বে উঠিবার বন্দোবস্ত করিতে অনুরোধ জানাইতেছি।

ধন্যবাদ। নিবেদক
ড. এম. এ. সামাদ
সহকারী অধ্যাপক, মেডিসিন ও সার্জারি বিভাগ

মেমো নং ৫২৩ (৩) / ডিএমওএস তারিখ: ২২-২-৮৫
অনুলিপি প্রেরন করা হ'ল:
(১) সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল) (২) সহকারী প্রকৌশলী (বিদ্যুৎ)
(৩) কেয়ার টেকার স্বাক্ষর/- ২২/২/৮৪
(ড. এম. এ. সামাদ)

ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ

কিন্তু প্রধান সমস্যা একটাই। আর সেটা হল শিক্ষক নেতা বা তার চামচা হতে না পারলে বাসা মেরামত করার প্রশ্নই উঠেনা। অপর দিকে বাসা বরাদ্দের আদেশনামায় আদেশ করা আছে যে, ৭ দিনের মধ্যে বাসায় না উঠলে আপনা-আপনি বরাদ্দকৃত বাসাটির বরাদ্দ বাতিল বলে গন্য হবে। আর সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলী ছিলেন আমাদের বাকসুর প্রাক্তন সভা নেতা। তাই বাসাটি কিভাবে মেরমত করা যাবে আমার ধারণার বাহিরে ছিল। সেসময় আমার গাইডে প্রায় ছয় জন এমএসসি ছাত্র গবেষণা করছিল। শহর থেকে আফিস করে তাদের সময় দেয়া খুব কঠিন ছিল। তাই তাদের বলেছিলাম যে, আর কয়েকটা দিন অপেক্ষা কর। বাসার মেরামত কাজ শেষ হলেই ক্যাম্পাসে এসে তোমাদের সময় দিতে পারেবো। এর একদিন পরের ঘটনা। আফিসের এক পিয়ন এসে আমাকে সংবাদ দিল যে, 'স্যার আপনার টেলিফোন'। হালো বলতেই। অপর প্রান্ত থেকে কথা এল, 'সামাদ সাহেব আপনাকে দেখ নিব'। আমিতো হতবাক, বললাম, 'আপানি কে এবং কেনবা আমাকে দেখে নিবেন?' তিনি বললেন, 'আমি নির্বাহী প্রকৌশলী, আপনি ছাত্র পাঠিয়েছেন বাসা মেরামত করার সুপারিশ নিয়ে। তাই আপনাকে আমি ছাড়বোনা।' আমিতো এসবের কিছুই জানিনা। কালকে আমার এমএসসি ছাত্রদের সাথে আলাপ হয়েছে যে ক্যাম্পাসে আসার পর তাদের গবেষণার জন্য সময় দিতে পারবো। কিন্তু তারা যে আপনার কাছে গেছে তা আমার জানা নেই। বুঝলাম আপনি আমাকে দেখে নিবেন ভালো কথা কিন্ত মেরামত না করে এস-১০ বাসাটি মেরামত করা হয়েছে সার্টিফিকেট দিয়ে আমার নামে বাসাটি বরাদ্দ দিয়েছেন কেন? এরপর তিনি কোন উত্তর না দিয়ে টেলিফোন রেখে দেন।

অবশেষে আমার নামে বরাদ্দকৃত এস-১০ বাসটি শুধু মাত্র চুনকাম করে দেয়। আর তাতেই খুশী হয়েই শহর থেকে এস-১০ বাসায় বসবাসের জন্য ফিরে আসি। বড় আশা বাকৃবি ক্যাম্পাসে বসবাস করে সুষ্ঠুভাবে শিক্ষকতা এবং গবেষণায় আত্মনিয়োগ করব। কিন্তু বিধিবাম। ১৯৮৪ সনে ফেব্রুয়ারি মাসে এস-১০ বাসায় উঠে চার মাসের অধিক আর সে বাসায় বসবাস করতে পারলাম না। ১৭ই জুন' ৮৪ তারিখ ছিল রমজান মাস। ঐদিনই রাত্রি ১.৪৫ মিনিটে আমার এস-১০ বাসায় সংঘটিত হল ডাকাতি। প্রাচীর ঘেরা টিন শেড বাসার ঘরের বাহিরে বারান্দা পেরিয়ে ছিল টয়লেট। টয়লেটে যাওয়ার জন্য দরজা খুলতেই ডাকাত ঢুকে পড়ে ঘরের ভিতর এবং প্রথমেই রামদা দিয়ে জখম করল আমার বাম হাত। রক্ত ঝরছে কাটা হাত দিয়ে। আর তারা সবকিছু লুটপাট করছে। এর ফাঁকেই সামনের দরজা দিয়ে বাসা থেকে বের হয়ে ডাকাত ডাকাত বলে চিৎকার করতে করতে দৌড়াতে আরম্ভ করলাম। কিন্তু হায় আমার বাসার আশে পাশের প্রতিবেশী বাসিন্দারা (নেতা শিক্ষক, কর্মকর্তা, মুক্তিযোদ্ধা নেতা) কেউ এগিয়ে এলোনা। এসব নেতা শিক্ষক ও কর্মকর্তা তাদের বাসার জানালা দিয়ে আমার করুণ অবস্থা উপভোগ করছিল কিন্তু সাহায্যের জন্য বাসা থেকে কেউ বের হয়ে আসেনি। চিৎকারে আমার অবস্থান বুঝে ফেলে একজন ডাকাত রাম দা উঁচু করে আমার পিছু ধাওয়া করেছে আর আমি সাহায্য চেয়ে চিৎকার করছি। কেউ এগিয়ে আসছেনা। কী ভয়াবহ দৃশ্য ভাবুন! শিয়াল কুকুর একটা মুরগি ধরলে অনেক সময় সবাই চিৎকার দিলে মুরগি ছেড়ে দেয় সেটুকুও সাহায্য তাদের নিকট

থেকে পাইনি। অবশ্য উক্ত টিন শেডের বাসার দক্ষিণ পার্শ্বে ছিল জি-টাইপ বাসা, আর সে বাসায় থাকতো ডিভিএম শেষ বর্ষের আমার এক ছাত্র মো. রাশেদুল হক। তার পিতা ছিলেন আমাদের ভেটেরিনারি অনুষদের ডীন আফিসে সহকারী রেজিস্ট্রার। আমার উক্ত ছাত্র আমার গলার চিৎকারের শব্দ শুনে চিনতে পারে এবং সে তার আব্বাকে নিয়ে চিৎকার করতে করতে বের হয়ে আসে। ফলে ডাকাততেরা মালামাল নিয়ে দ্রুত চলে যায়। সেকারণে আমি জনাব মো. আমিনুল হক এবং তার ছেলে আমার সরাসরি ছাত্র মো. রাশেদুল হক এর প্রতি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ। আল্লাহ তাদের সেদিনের উত্তম বদলা দিক।

রাত্রে ডাকাতির পর সকাল হতেই ডাকাতির সংবাদ ক্যাম্পাসে ছড়িয়ে পড়ে। ডাকাতি হওয়া বাসায় নামে মানুষের ঢল। বড় বড় শিক্ষক নেতাগনও আসেন আমার অসহায় অবস্থা দেখতে। তাদের অনেক ব্যাখ্যা শ্রবণ করি এবং তাদের চোখ ও মুখের দিকে অসহায় অবস্থায় তাকিয়ে দেখি। আমার ডাকাতি হওয়া বাসার আশে পাশের বাসার বড় বড় রাজনীতিবিদ শিক্ষকগন দুঃখ প্রকাশ করে বলেন যে তারা ভয়ে ডাকাতির সময় সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসতে পারেনি এমনকি নিজের বাসা থেকেও ভয়ে চিৎকার দিতে পারেনি, যদি ডাকাতেরা তাদের বাসায় আক্রমণ করে এই ভয়ে। হায়রে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বার্থপর নেতা শিক্ষক ও কর্মকর্তা। যেখানে জনাব মো. আমিনুল হক ও তাঁর ছেলে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে বাসা থেকে বেরিয়ে আসতে পারে সেখানে শিক্ষক রাজনীতিবিদগনের জীবনের মুল্যতো অনেক বেশী হবারই কথা! সকালে বিভিন্ন পর্যায়ের পরিচিত ও অপরিচিত অনেক শিক্ষক ও কর্মকর্তা আমার বাসায় ডাকাতির হবার অবস্থা সরজমিনে দেখার জন্য আসলেন কিন্ত আমাকে যে ডাকাতি হওয়া বাসায় আগামী রাত্রে পুনরায় একটা বিরাট ঝুঁকির মধ্যে অতঙ্কে থাকতে হবে এবং আমি কীভাবে থাকবো তা একজনের মুখ থেকে শুনলামনা। অবশেষে কৌলিতত্ব ও উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগের শিক্ষক ড. মোহাঃ আমিরুল ইসলাম (পরবর্তীতে তিনি বাকৃবি এর উপাচার্য্য হন) আমাকে তাঁর ই-৩০/৪ বাসায় আশ্রয় দেন। যার জন্য আমি ব্যক্তিগত তাঁর কাছে ভাবে অত্যন্ত কৃতজ্ঞ। ডাকাতি হবার পরদিন (১৮ই জুন, ১৯৮৪) বাকৃবি এর নিরাপত্তা কর্মকর্তা মো. মহিউদ্দিন ফকির এবং কৃষি অর্থনীতি বিভাগের জনাব মু. মুস্তাফিজুর রহমান (পরবর্তীতে তিনি বাকৃবি এর উপাচার্য্য হন) সাহেব আমার নিকট এসে বললেন যে আমাকে থানায় যেতে হবে। কারণ থানায় ডাকাতির কেস করতে হবে। আমার ধারণা হ'ল ডাকাতির কারণতো স্পষ্ট। কেস করে কি হবে? কেস করার পর আবার সেই ডাকাত দলের রোষানলে পড়বো। কিন্তু বাকৃবিতে চাকরী করতে হলে তাদের কথামত থানায় না গেলে আবার সমস্যাই পড়বো। তাই তাদের দু'জনের সাথে থানায় গেলাম।

থানায় ডায়রি লেখার সময় আমার নিকট থেকে ডাকাতি হবার সব ঘটনা শুনে দারোগা সাহেব নিজে ডায়রি লিখলেন। লিখে বললেন এখানে সই করেন। আমি দারগা সাহেবকে ডায়রি পড়ে শুনানোর জন্য অনুরোধ করলাম। তিনি সব কিছু ঠিকই লিখেছেন কিন্তু ডাকাতির স্থানে লিখেছেন চুরি। আমি আশ্চার্য হয়ে জিজ্ঞেসা করলাম ডাকাতি হয়েছে আর আপনি লিখেছেন চুরি হয়েছে। আমি এই মিথ্যা ডায়রিতে স্বাক্ষর দিতে পারবোনা। এর চেয়ে কেস না করাই আমার জন্য উত্তম হবে। তখন দারোগা সাহেব বললেন, 'আপনার যেসব মালামাল ডাকাতেরা নিয়ে গেছে সেসব মাল উদ্ধার করে আপনাকে ফেরত দানের ব্যবস্থা করলেই তো হ'ল'। একদিকে কেস করলে আবার সেসব ডাকাত দ্বারা আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা অন্যদিকে মিথ্যা ডায়রিতে স্বাক্ষরদান করতে মন সাড়া দিল না। দারোগার যুক্তি একই থানায় মাসে অধিক সংখ্যায় ডাকাতির কেস রেকর্ড হলে থানার রেকর্ড ভালো হয় না। তাই তাদের অনুরোধ যে ডাকাতির কেসগুলো চুরি হিসেবে রের্কড করা। অবশেষে আমার সাথের দু'জন সহকর্মীর চাপে চুরির কেস হিসেবে স্বাক্ষর করি। আর সত্য সত্যিই কয়েকদিন পরে কোট থেকে উদ্ধারকৃত মালামাল আমার কিনা সনাক্তকরণের জন্য ডাক পড়ল। কোর্টে গিয়ে দেখি ম্যাজেস্ট্রেট আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন প্রাক্তন ছাত্র এবং যেসব মালামাল দেখানো হ'ল তার মধ্যে একটি সিলাই মেশিন ও একটি টুইন-অন আমার। অন্যগুলো আমার নয়। দু'টি মাল সনাক্ত করে পরে মাল দু'টি বাসায় নিয়ে আসি কিন্তু অন্য মালামাল আর পায়নি। এরপর কয়েক সপ্তাহ ছুটি নিয়ে দেশের বাড়ী চলে যাই।

ডাকাতি হওয়া উদ্ধারকৃত মালের সাথে কয়েকজন ডাকাতকেও পুলিশ গ্রেফতার করে। নিয়ম অনুযায়ী জেলখানায় গিয়ে তাদের সনাক্তকরণের জন্য আমার ডাক পড়ে। এমন সময় বাকৃবিতে কর্মরত একজন শিক্ষক আমার স্কুলের সহপাঠি ছিলেন, জানালো যে তার বাসায় উক্ত ডাকাত দলের একজন সদস্য গিয়ে জানতে চাই যে আমি জেলখানায় গিয়ে গ্রেফতারকৃত ডাকাতদের সনাক্ত করতে সক্ষম হব কিনা?

পুনরায় ফিরে আসি আবাসন সমস্যা সম্পর্কে। পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, ডাকাতির পর দেশ থেকে ফিরে এসে ময়মনসিংহ শহরে বাসা ভাড়া করে অফিস করতাম। কোটে ডাকাতির কেস চলছে। তাই শহর থেকে একা অফিস আসা-যাওয়া করা অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ মনে হল। তাই লজ্জা শরম পরিত্যাগ করে মানবিক কারণে আমাকে বাকৃবি ক্যাম্পাসে যে কোন একটা বাসা বরাদ্দ করার জন্য আবেদন করি।[৬০]

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ।[৬০]

মেমো নং ৮৩/ ভিএম তারিখ: ২১-৬-১৯৮৪

বরাবর রেজিস্ট্রার
বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ।
যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে।
বিষয়: মানবিক কারণে বাসা বরাদ্দের জন্য আবেদন।
জনাব,

সবিনয় নিবেদন এই যে, আমি কৃষি বিশ্বদ্যিালয় আবাসিক এলাকার এস-১০ বাসায় গত ২৯শে ফেব্রুয়ারী ১৯৮৪ হইতে বাস করিতেছিলাম। কিন্তু গত ১৭ই জুন ১৯৮৪ দিবাগত রাত্রি আনুমান ১.৪৫ মিনিটের সময় আমার উক্ত বাসায় এক দুর্ধষ্য ডাকাতি সংঘটিত হয়। উল্লেখ্য যে আমি এবং আমার পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের উপর শারীরিক নির্যাতন ও মারাত্মক ভাবে যখম করিয়া আমার আনুমানিক ৩১০০০.০০ (একত্রিশ হাজার) টাকা মূল্যের জিনিষপত্র লুট করিয়া নিয়ে যায়। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিরাপত্তা কর্মকর্তার (স্মারক নং ৬৬২(৫) / এস,এস, তারিখ ১৮-৬-৮৪) ময়মনসিংহ কোতয়ালী থানায় ডাকাতির এজাহার পত্র দেয়। এমন কি আমি নিজেও উক্ত দিনে ঘটনা তদন্তের জন্য থানায় এজাহার করি। আমার শারীরিক জখম ও বাসায় নিরাপত্তার অভাব বোধ করায় আমার নামে বরাদ্দকৃত এস-১০ বাসা ছেড়ে চলে আসি এবং বাসা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার নিকট হস্তান্তর করিয়া দিয়াছি। আমি ও আমার পরিবারের সদস্যসহ অসহায় অবস্থায় আছি এবং বর্তমানে আমার কোন বাসা না থাকায় নিরাপত্তাহীন অবস্থায় দিন কাটাইতেছি। এমতাবস্থায় আমি শারীরিকভাবে অসুস্থ ও মানসিকভাবে বিপর্যস্ত।

অতএব, উপরোল্লিখিত বিষয়দি বিবেচনা করিয়া মানবিক কারণে জরুরী ভিত্তিতে অন্তত সাময়িকভাবে হইলেও আমার নামে একটি বাসা বরাদ্দ করিয়া এই বিপর্যয় হইতে মুক্ত করিবার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করিতেছি।

ধন্যবাদান্তে আপনার বিশ্বস্ত
(ড. এম. এ. সামাদ) ২১-৬-৮৪

মানবিক কারণে যে কোন একটি বাসা বরাদ্দের আবেদন করেও যখন এক মাস আতিবাহিত হবার পরও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে কোন উত্তর পেলাম না তখন আমার ধারণা হল যে এখানে আমার মানবিক আবেদনের কোন গুরুত্ব নেয়। তারপর পুনরায় আবেদন করলাম।[৬১]

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ।[৬১]

মেমো নং ১৫০/ভিএম তারিখ: ৩০-৭-১৯৮৪

বরাবর রেজিস্ট্রার
বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ।
যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে।

বিষয়: মানবিক কারণে বাসা বরাদ্দের জন্য আবেদন।

মহোদয়,

সবিনয় নিবেদন এই যে, আমি কৃষি বিশ্বদ্যিালয় আবাসিক এলাকার এস-১০ বাসায় গত ২৯শে ফেব্রুয়ারী ১৯৮৪ হইতে বাস করিতেছিলাম। কিন্তু গত ১৭ই জুন ১৯৮৪ দিবাগত রাত্রি আনুমান ১.৪৫ মিনিটের সময় আমার উক্ত বাসায় এক দুর্ধর্ষ ডাকাতি সংঘটিত হয়। উল্লেখ্য যে আমি এবং আমার পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের উপর শারীরিক নির্যাতন ও মারাত্মক ভাবে যখম করিয়া আমার আনুমানিক ৩১০০০.০০ (একত্রিশ হাজার) টাকা মূল্যের জিনিষপত্র লুট করিয়া নিয়ে যায়। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিরাপত্তা কর্মকর্তার (স্মারক নং ৬৬২(৫) / এস,এস, তারিখ ১৮-৬-৮৪) ময়মনসিংহ কোতয়ালী থানায় ডাকাতির এজাহার পত্র দেয়। এমন কি আমি নিজেও উক্ত দিনে ঘটনা তদন্তের জন্য থানায় এজাহার করি। আমার শারীরিক জখম ও বাসায় নিরাপত্তার অভাব বোধ করায় আমার নামে বরাদ্দকৃত এস-১০ বাসা ছেড়ে চলে আসি এবং বাসা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার নিকট হস্তান্তর করিয়া দিয়াছি। আমি ও আমার পরিবারের সদস্যসহ অসহায় অবস্থায় আছি এবং বর্তমানে আমার কোন বাসা না থাকায় নিরাপত্তাহীন অবস্থায় দিন কাটাইতেছি। এমতাবস্থায় আমি শারীরিকভাবে অসুস্থ ও মানসিকভাবে বিপর্যস্ত।

আরও উল্লেখ করা যায় যে, বর্তমানে আমি একটি গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা প্রকল্পের তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে কাজ করিতেছি। উক্ত প্রকল্পের বিভিন্ন কার্যাবলী তদারক ও অনুসন্ধান করিতে রাত্রেও বিশ্ববিদ্যালয়ে আসিতে হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক এলাকার বাহিরে শহরে অবস্থান করিলে উক্ত গবেষণা কাজ বিশেষভাবে ব্যবহত হয়। বর্তমানে প্রকল্পের কাজ আমার শহরে থাকার দরুন ব্যাহত হইতেছে।

অতএব, উপরোল্লিখিত বিষয়দি বিবেচনা করিয়া মানবিক কারণে জরুরী ভিত্তিতে আমার নামে একটি বাসা বরাদ্দ করিয়া এই বিপর্যয় হইতে মুক্ত করিবার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করিতেছি।

ধন্যবাদান্তে আপনার বিশ্বস্ত

(ড. এম. এ. সামাদ) ৩০.৭.৮৪
সহকারী অধ্যাপক, মেডিসিন বিভাগ।

ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ

মানবিক কারণে বাকৃবি ক্যাম্পাসে যে কোন একটি বাসা বরাদ্দ পাবার জন্য পরপর দু'টি আবেদন করেও যখন সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে কোন উত্তর পেলাম না তখন ধরে নিলাম আর সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ আমাকে না বাসা দিবে না চিঠির উত্তর দিবে। অতএব মহোদয়দের আর বিরক্ত না করে শহরেই বাসবাস করতে থাকলাম। উল্লেখ্য, সংশ্লিষ্ট বাসা বরাদ্দের ফাইল পরীক্ষা করলে দেখা যাবে যে, প্রতি বছর অন্য কোন কারণ দেখিয়ে মূলত রাজনৈতিক ছত্রছায়ায় বিশেষ বিবেচনায় অনেক বাসা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে।

শেষ পর্যন্ত ক্যাম্পাসে বাসার কোন বন্দোবস্ত না করতে পেরে ঝুঁকি নিয়ে শহরেই বসবাস অব্যাহত রইল। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও কর্মকর্তাদের কলুষিত রাজনীতি থেকে দূরেই থাকা শ্রেয় বলে নিজেকে শান্তনা দিলাম। আমার বাসায় ডাকাতি হবার প্রায় চার মাস পর (অক্টোবরে) হঠাৎ করে বাকৃবি-এর শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক সাহেব আমাকে জানালেন যে, কৃষি অর্থনীতি বিভাগের রেজাউল করিম তালুকদার ই-২৩/৪ বাসাটি ছেড়ে দিয়ে পিএইচডি করার জন্য অস্ট্রেলিয়া গেছেন। সে বাসায় আমাকে শহর থেকে ফিরে এসে উঠতে বললেন। ডাকাতির পরপর আমি যখন অত্যধিক বিপদের মধ্যে ছিলাম তখন বাসার ব্যাপারে কেহ এইটুকু সহানভূতি দেখালোনা। আর ডাকাতি হবার প্রায় চার মাস পরে এই সহানুভূতিটা পানসে মনে হ'ল। তাই প্রথমে আমি সাধারণ সম্পাদক সাহেবের কথা বিশ্বাস করিনি। কারণ আমি যেখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের বাসা বরাদ্দের পয়েন্ট অনুযায়ী বাংকের উপর দো-তলায় একটি রুম এবং এমনকি এস-১০ বাসাটি বরাদ্দ পেতাম তা স্বাভাবিক নিয়মেই পায়নি, ই-২৩/৪ বাসাটি কিভাবে পাবো। আর ব্যাংকের উপরের রুমটি যদি স্বাভাবিক নিয়মেই আমার নামে বরাদ্দ দিতো তবে আমার বাসায় এই দুর্ধষ ডাকাতির মত ঘটনা ঘটতোনা। আবশেষে সাধারণ সম্পাদক সাহেব আমাকে আশ্বস্ত করলেন, ই-২৩/৪ বাসাটি তোমার নামে বরাদ্দ দেবার ব্যবস্থা করছি। পরে একদিন (১৬.১০.৮৪) সম্পাদক সাহেব আমাকে সেই ডেপুটি-রেজিস্ট্রার এর নিকট নিয়ে গেলেন। তার অফিসে যেতেই একটা সাদা কাগজ বের করে দিয়ে বললেন অঙ্গীকার বা আন্ডারটেকিং দিয়ে একটা দরখাস্ত করুন যে কর্তৃপক্ষ চাইলে বাসাটি ছেড়ে দিতে বাধ্য থাকব। পিএইচডি করতে যাচ্ছে তাদের ছেড়ে যাওয়া বাসা পাবার যোগ্যতা পিএইচডি ডিগ্রীধারীদের নেই. তাকে বাসা নিতে হবে সত্ত্ব দিয়ে! তা হলে কেন আবার ক্যাম্পাসে ফিরে আসা! যাহা হউক, আমার পুনরায় সেই ডেপুটি রেজিস্ট্রাররের পূর্বের কথাসহ চেহারা মনে পড়ে গেল। আমি সরাসরি অঙ্গিকার নামা লিখে দিয়ে ক্যাম্পাসে বাসা পেতে অস্বীকার করলাম। কারণ আমি শিক্ষক নেতা নই। অঙ্গিকারনামা লিখে দিয়ে বাসায় উঠার সাথে সাথে পুনরায় এস-১০ (টিন-শেড) বাসার মতই বের করে দিবে। আমি সাধারন সম্পাদক সাহেবকে সরাসরি আমার কথাটা বুঝিয়ে বললাম কিন্তু তিনি সব রকম আশ্বাস দিলেন এবং তাঁর আশ্বাসের উপর ভিত্তি করে অঙ্গীকারনামা লিখে দিলাম। ফলশ্রুতিতে ই-২৩/৪ বাসাটি আমার নামে বরাদ্দ আদেশনামা দেয়া হয়।[৬২]

Bangladesh Agricultural University. Mymensingh[৬২]

ORDER

No. / Estt. Dated: October, 1984

Dr. Md. Abdus Samad, Assistant Professor, Deptt. of Medicine is temporarily allotted to stay in the Qrs. E-23/4 against an undertaking furnished by him to the effect that he will vacate the Quarters in question if he does not get allotment of the same as per points, as and when asked by the authority.

By order of the Vice-Chancellor
Sd/- Deputy Registrar

Memo No. 8129(6) / Estt. Dated: 30 October, 1984

Copy forwarded for information and necessary action to :-

1.Dr. Md. Abdus Samad, Assistant Professor, Deptt. of Medicine. This has reference to his undertaking dated 16.10.84.

2. Treasurer
3. Executive Engineer, Civil Works Division-II
4. Executive Engineer (Electrical) 5. Security Officer
6. Caretaker Sd/ 30.10.84 Dy. Registrar-II

ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ

উপরোক্ত বাসা বরাদ্দের আদেশনামা প্রাপ্তির পর সরজমিনে ই-২৩/৪ বাসায় গিয়ে দেখি উক্ত বাসায় পুর্বে যে জনাব রেজাউল করিম তালুকদার থাকতেন তিনি বাসাটি বাকৃবিকে হস্তান্তর না করে বিদেশে চলে গেছেন। কারণ তার এক ছোট ভাই বাসায় থাকে এবং সে কোন এক প্রকল্পে চাকরী করে। আশ্চার্য হবার কিছুই নাই। কারণ নিয়ম অনুযায়ী কোন বাসা অফিসিয়ালি খালি থাকলেই বরাদ্দ দেবার কথা। যাহাহউক, এমন অবস্থায় জনাব তালুকদার সাহেবের ছোট ভাইকে ই-২৩/৪ বাসায় একটি রুমে থাকার ব্যবস্থা করে দিয়ে তার নিকট থেকে বাসাটি প্রথমে কেয়ারটেকার বুঝে নিয়ে এবং তারপর আমি অফিসিয়ালি কেয়াটেকারের নিকট থেকে ই-২৩/৪ বাসাটি বুঝে নিই। আমি ক্যাম্পাসে আসার দুই মাসের মধ্যেই ই-২৩/৪ বাসাটি কৃষি সম্প্রসারণ ও শিক্ষা বিভাগের ড, মো. মনিরুল ইসলাম এর নামে কর্তৃপক্ষ বরাদ্দ করে দেয় এবং আমাকে পুনরায় ৭ দিনের মধ্যে ই-২৩/৪ বাসটি ছেড়ে দেওয়ার জন্য চরমপত্র দেয়। যে আশংকার কারণে ক্যাম্পাসে বসবাসের জন্য আসতে ইচ্ছুক ছিলান না সেটি ঘটল। অবশেষে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের এজুলুমের সংবাদটা শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক সাহেবকে জানালাম। তিনি সত্যিই আমার সামনে ফোনে উত্তেজিত কণ্ঠে সংশ্লিষ্ট ডেপুটি-রেজিস্ট্রার সাহেবকে বকাবকি করলেন। ভালো কাজ হলো। এরপর তিনি আর আমাকে ই-২৩/৪ বাসা সম্পর্কে কোন চরমপত্র ইস্যু করেননি।

পরবর্তীতে ই-২৩/৪ বাসায় স্থায়ীভাবে বসবাসের সুযোগ হলেও বাসার সমস্যাও ছিল অনেক। কারণ পূর্বে যিনি বাসায় ছিলেন তার বাসা হস্তান্তরের পূর্বে বাসা গ্রহণের কারণে বাসাটির কোন মেরামত করা সম্ভবপর হয়নি। বেশ কয়েকবার সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলী বরাবর আবেদেন করে কোন সুরাহা করতে পারলামনা। যেখানে শিক্ষক নেতাগন তাদের ক্যাম্পাসের বাসা সংশ্লিষ্ট শাখার মাধ্যমে মেরামত করাতে হিমশিম খান সেখানে আমার মত সাধারণ শিক্ষকের পক্ষে বাসা মেরামত করা অসম্ভব ছিল। তাই ১৯৮৪ থেকে ১৯৯১ সন পর্যন্ত বাসাটির প্রধান সমস্যা ছিল বাথরুম ও রান্না ঘরের ছাদ দিয়ে পানি পড়া এবং ল্যাট্রিন থেকে মল উপচিয়ে পড়া। এছাড়া বর্ষার সময় ছাতি নিয়ে বাথরুম ও রান্নার কাজ করতে হতো। যখন বাসাটি মেরামত করাতে ব্যর্থ হলাম তখন বাসা পরিবর্তন করার জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহন করলাম। কিন্তু জানতাম বাকৃবিতে আমার মত সাধারণ শিক্ষকের বাসা পরিবর্তন করা অত্যন্ত দূরহ ব্যাপার। তবুও আশা ছিল যে, অন্য বিল্ডিংয়ে একই রকম চারতলা হয়তো বরাদ্দ পেতে অসুবিধা হবেনা।

এমতাবস্থায় ১৯৯১ সনের ডিসেম্বর মাসের শেষে আমার এক বিভাগীয় সহকর্মী ড. মোহাম্মদ নূরুদ্দিন শহরে নতুন বাসা তৈরি করে তার ক্যাম্পাসের ই-২২/৪ বাসাটি ছেড়ে যান। তার বাসাটি ছিল আমার ই-২৩/৪ বাসার মতই চারতলায়। তার ই-২২/৪ বাসাটি হস্তান্তর করার সাথে সাথে আমি বাসা বরাদ্দের নিয়ম অনুযায়ী পয়েন্ট গণনা করে ই-২২/৪ বাসাটি আমার নামে বরাদ্দ পাবার জন্য আবেদন করি। যা হবার তাই হ'ল। উক্ত ই-২২/৪ বাসাটি বিশেষ বিবেচনায় আমার এক জুনিয়ার সহকর্মীর শিক্ষক নেতার নামে বরাদ্দ দেয়া হয়। সুতরাং বাকৃবিতে নিয়ম অনুযায়ী বাসা পরিবতনের আশা আবার ধূলিসৎ হয়ে যায়।

অবশেষে পুনরায় ২২-২-৯৩ইং তারিখে (মেমো নং ৭৬৯ / ডিএম) চারতলা বিশিষ্ট ই-টাইপের যে কোন একটি বাসা বরাদ্দ পাবার জন্য আবেদন করি। কিন্তু কয়েক মাস ধরে বাসা পরিবর্তনের কোন সম্ভাবনা না দেখে পুনরায় ১২-৬-৯৩ই (মেমো নং ৯২৯ / ডিএম) তারিখে ই-২৩/৪ বাসায় কম পক্ষে রান্নাঘরের ছাদের পানি পড়া বন্দ করার জন্য আবেদন করি।[৬৩]

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ।[৬৩]
মেমো নং ৯২৯ / ডিএম তারিখ: ১২-৬-৯৩
বরাবর নির্বাহী প্রকৌশলী (সিভিল)
বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ।
বিষয়: ই-২৩/৪ বাসার রান্না ঘরের ছাদ দিয়ে পানি পড়া বন্দ করা প্রসঙ্গে।

প্রিয় মহোদয়,
বেশ কিছুদিন যাবত ই-২৩/৪ বাসার রান্না ঘরের ছাদ দিয়ে অনবরত পানি পড়ছে। ফলে রান্নার কাজের ভীষন অসুবিধা হচ্ছে। উল্লেখ্য, একই কাজের জন্য বিগত ৮-৬-১৯৯৩ তারিখে চিঠি লেখা হয়েছে (মেমো নং ৯২১ / ডিএম)।
অতএব, জরুরী ভিত্তিতে উক্ত পানি পড়া বন্দ করার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করছি।
ধন্যবাদান্তে আপনার বিশ্বস্ত,
(ড. এম. এ. সামাদ)
প্রফেসর, মেডিসিন বিভাগ।

অবশেষে বুঝতে বাকী রইলনা যে, আমার পক্ষে ই-২৩/৪ বাসাটির ছাদের পানি পড়া বন্দ বা মেরামত করানো কোনটাই সম্ভবপর নয়। অপরদিকে এক চারতলা থেকে অন্য চার তলায় বাসা বরাদ্দ পাবার সম্ভাবনাই বেশী। তবে বারবার মনে হতো যে, আমি ই-২৩/৪ বাসাটি ছেড়ে অন্য যে কোন চার তলায় যাবার পর ই-২৩/৪ বাসাটিতো আর একজনকে বরাদ্দ দেয়া হবে। তখন বাসাটি অবশ্যই মেরামত করে অন্য জনকে হস্তান্তর করা হবে কিন্তু আমার ক্ষেত্রে মেরামত করে দিবেনা। অর্থাৎ আমার বাসা পরিবর্তনের শুধু ভোগান্তি হবে। তবে তাই হউক। বিশ্বস্তসূত্রে জানতে পারলোম যে, ই-৩০/ ৪ বাসাটি খালি হয়েছে। যদিও সে বাসাটি চারতলায় তবুও খবর নিয়ে জানতে পারলাম যে, সেটির ছাদ থেকে বাসার ভিতরে পানি পড়েনা। পূর্বেই বাসা বরাদ্দের পয়েন্টসহকারে দরখাস্ত করা ছিল। তাই ই-৩০/৪ বাসাটি বরাদ্দ পাবার জন্য পুনরায় আবেদন করি।[৬৪]

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ।[৬৪]
মেমো নং ৮২/ ভিএম তারিখ: ২৯-৭-৯৩ইং
বরাবর ডেপুটি রেজিস্ট্রার -২
সদস্য সচিব, বাসা বরাদ্দ কমিটি
বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ।
বিষয়: একই টাইপ ও ফ্লোরে বাসা পরিবর্তনের আবেদন।
প্রিয় মহোদয়,
নিবেদন এই যে, আমি বর্তমানে ই-২৩/৪ বাসায় বাস করিতেছি। ব্যক্তিগত সুবিধার জন্য আমার বাসাটি পরিবর্তন করা একান্ত প্রয়োজন। বর্তমানে ক্যাম্পাসে ই-৩০/৪

বাসাটি খালি রহিয়াছে। উল্লেখ্য, উক্ত বাসাটির জন্য পয়েন্টসহ যথাসময়ে দরখাস্ত করিয়াছি।

অতএব, একই টাইপ ও ফ্লোরের ই-৩০/৪ বাসাটি আমার নামে বরাদ্দ করিয়া বাধিত করিবেন।

ধন্যবাদান্তে

আপনার বিশ্বস্ত
(ড. মো. আব্দুস সামাদ)
প্রফেসর ও প্রধান, মেডিসিন বিভাগ।

ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ

অবশেষে আদেশনামা নং-শা-৭/ বিবিধ-১১/ ৯৩ / ৩৬৮ / সংস্থাপন, তারিখ ৩০/ ৮/ ৯৩ ইং অনুযায়ী আমার নামে ই-৩০/৪ বাসাটি বরাদ্দ করা হয়। উল্লেখ্য, ই-৩০/৪ বাসাটির বরাদ্দের আদেশনামা পাবার পর বাসাটি সরজমিনে দেখে বুঝতে পারলাম যে, বর্তমানের ই-২৩/৪ এবং বরাদ্দকৃত ই-৩০/৪ বাসার মধ্যে তেমন কোন পার্থক্য নেই। তবে নতুন বরাদ্দকৃত ই-৩০/৪ বাসার ছাদ দিয়ে পানি পড়েনা। তাই অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রচলিত নিয়ম অনুযাযী নতুন বাসা দখল নেয়ার পর্বে বরাদ্দকৃত বাসা মেরামত করে দেয়ার নিয়ম। তাই বরাদ্দকৃত নতুন ই-৩০/৪ বাসাটি মেরামত করার জন্য আবেদন করি।[৬৫]

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ।[৬৫]

মেমো নং ১৯৪/ ভিএম তারিখ: ৯-৯-৯৩

বরাবর ডেপুটি রেজিস্ট্রার
সংস্থাপন শাখা-২
বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ।
বিষয়: ই-৩০/৪ বারা বরাদ্দ প্রসঙ্গে।

প্রিয় মহোদয়,

আপনার আদেশনামা নং-শা-৭/বিবিধ-১১/৯৩/৩৮৫(১৯)/ সংস্থাপন, তারিখ ৩০-৮-৯৩ইং অনুযায়ী আমার নামে ই-৩০/৪ খালি বাসাটি বরাদ্দ করা হইয়াছে। উল্লেখ্য, সরজমিনে উক্ত বাসাটি পরীক্ষা করে দেখা যায় যে, বাসাটি খালি থাকলেও অনেক দ্রব্যাদি না থাকায় বা ভেঙ্গে যাওয়ার কারণে বাসাটি বাসের অযোগ্য অবস্থায় রহিয়াছে (সমস্যাদির কপি সংযোজিত)। তাই বাসাটি বাস উপযোগী অবস্থায় মেরামত করিবার জন্য সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলী সিভিল (মেমো নং ১৯১ / ডিএম, তাং ৮-৯-৯৩) এবং নির্বাহী প্রকৌশলী বিদ্যুৎ (মেমো নং ১৯২ / ডিএম, তাং ৮-৯-৯৩) বিভাগে আবেদন করিয়াছি। এছাড়া নিজে ব্যক্তিগতভাবে সংশ্লিষ্ট বিভাগে যোগাযোগ করিয়া জরুরী ভিত্তিতে বাসাটি মেরামতের আশ্বাস পাইয়াছি। এমতাবস্থায় বরাদ্দকৃত বাসাটি বাস উপযোগী করে মেরামত করার সাপেক্ষে বাসাটির দখল ও পূর্বের বরাদ্দকৃত বাসাটি হস্তান্তর করা সম্ভব হইবে।

অতএব, বরাদ্দকৃত বাসাটি জরুরী ভিত্তিতে মেরামত ও হস্তান্তর করার ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়া বাসা বরাদ্দের শর্তাবলী পালনে সহযোগীতা করিবার জন্য অনুরোধ করছি।

আপনার বিশ্বস্ত,
(ড. মো. আব্দুস সামাদ) প্রফেসর, মেডিসিন বিভাগ।

ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ

অবশেষে ই-৩০/ ৪ বাসায় উঠার পর মেরামত করে দিবে নির্বাহী প্রকৌশলীদের আশ্বাসে ১৪/৯/৯৩ই তারিখে ই-৩০/৪ বাসায় উঠি। উল্লেখ্য, ই-৩০/৪ বাসায় একটি বাথরুমে কোন ব্যাসিন ছিলনা। স্বভাবত কেহ চুরি করে নিয়েছিল। এমতাবস্থায় ৯৬৫/- টাকা ফেরত পাবার সত্ত্বে একটি ব্যাসিন ও আনুষঙ্গিক দ্রব্যাদি ক্রয়ের জন্য সহকারী প্রকৌশলীর নিকট অগ্রীম টাকা হস্তান্তর করি। সে অনুযায়ী ই-৩০/৪ বাসায় ব্যাসিনসহ আনুষঙ্গিক দ্রব্যাদি ক্রয় করে মেরামত করা হয়। পরবর্তীতে ৫ / ১ / ৯৪ই তারিখে টাকা ফেরত পাবার জন্য উক্ত সহকারী প্রকৌশলী আবেদন করতে বলেন। সে অনুযায়ী আবেদনটি করি।[৬৬] কিন্তু তিনি পরে জানান যে বিশ্ববিদ্যালয় প্রকৌশলী টাকা ফেরত দিতে অস্বীকার করেছেন। এখন তদানীসবদন বিশ্ববিদ্যালয় সেই প্রকৌশলী চাকরী জীবন থেকে অবসরে গেছেন কিন্তু আমার ৯৬৫/- টাকা ফেরত দিয়ে যাননি। আল্লাহ মাফ করুন।

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ।[৬৬]

মেমো নং ৪০৮/ভিএম তারিখ: ৫-১-৯৪

বরাবর বিশ্ববিদ্যালয় প্রকৌশলী
বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ।
বিষয়: ই-৩০/ ৪ বাসার মেরামতির টাকা ফেরত পাওয়ার আবেদন।

প্রিয় মহোদয়,

নিবেদন এই যে, আদেশনামা নং-শা-৭/ বিবিধ-১১/ ৯৩ / ৩৬৮/ সংস্থাপন, তাং ৩০-৮-৯৩ ইং অনুযায়ী ই- ৩০ / ৪ বাসাটি মেরামতির কাজ সম্পন্ন না করেই আমার নামে বরাদ্দ করা হয় (কপি নং ১)। উক্ত বরাদ্দকৃত বাসাটি বাসের উপযোগী অবস্থায় না থাকায় মেরামতের জন্য নির্বাহী প্রকৌশলী সিভিল (মেমো নং ১৯১ / ডিএম, তাং ৮-৯-৯৩ইং (কপি নং ২) এবং নির্বাহী প্রকৌশলী বিদ্যুৎ (মেমো নং ১৯২ / ডিএম, তাং ৮-৯-৯৩ (কপি নং ৩) শাখায় আবেদন করি এবং ব্যক্তিগতভাবে যোগাযোগ করলে সংশ্লিষ্ট শাখা কর্তৃক বাসাটি মেরামতের মৌখিক আশ্বাস দেয়া হয়। তাই মেরামতের আশ্বাস সম্পূর্ণ বাসা বরাদ্দকারী কর্তৃপক্ষকে জানানো হয় (মেমো নং ১৯৪ / ডিএম, তাং ৯-৯-৯৩ ইং, কপি নং ৪)। তাই মেরামতের আশ্বাসে বিগত ১১-৯-৯৩ ইং তারিখে বাসাটি গ্রহন করি (কপি নং ৫)। পরবর্তীতে বিদ্যুৎ সম্পর্কিত সমস্যাদি মেরামত করা হয়। কিন্তু সিভিলের কাজের জন্য স্টোরে মালামালের অভাবে মেরামত করা সম্ভব না হলে সহকারী প্রকৌশলী জনাব মো. আব্দুস সালাম সাহেবের মৌখিক আশ্বাসে টাকা ফেরত পাওয়ার সাপেক্ষে একটি ব্যাসিন ও তার আনুষঙ্গিক দ্রব্যাদি ক্রয়ের জন্য ৯৬৫/- (নয়শত পয়ষট্রি) টাকা জনাব সালাম সাহেবকে দেয়া হয়। সে পরিপ্রেক্ষিতে ই-৩০/৪ বাসার ভাঙ্গা ব্যাসিনটি বদলানো হয়। এছাড়া বাসার অন্যান্য সমস্যাদি (কপি নং ৫) ব্যাসিনের টাকা প্রাপ্তির পর করা হবে বলে মৌখিকভাবে আমাকে জানানো হয়। উল্লেখ্য, ই-৩০/৪ বাসায় ব্যাসিন লাগানো প্রায় চার মাস অতিবাহিত হয়েছে কিন্তু এ পর্যন্ত না ব্যাসিনের জন্য দেয় টাকা ফেরত পাচ্ছি না বাসার অবশিষ্ট মেরামতির কাজ সম্পন্ন হচ্ছে। আরো উল্লেখ্য যে, ই-৩০/৪ বাসার ব্যাসিনসহ অন্যান্য সমস্যাদি সম্পর্কে আপনার শাখার কর্মচারী জনাব বাতেনসহ আপনার সাথে আলোচনাও হয়েছিল।

এমতাবস্থায়, ব্যাসিন ক্রয়ের জন্য আমার দেয় ৯৬৫/= টাকা ফেরত দানের ব্যবস্থা ও বাসার অবশিষ্ট সমস্যাদি মেরামত করার জন্য আপনার জরুরী হস্তক্ষেপ কামনা করছি।

ধন্যবাদান্তে

আপনার বিশ্বস্ত
(ড. মো. আব্দুস সামাদ)
অধ্যাপক, মেডিসিন বিভাগ।

বাসা মেরামতের জন্য লেখা আবেদন পত্রের পুরাতন ফাইল খুলে অনেক আবেদন পত্র পেলাম যা একটি কাজের জন্য পুনঃপুনঃ আবেদন করা হয়েছে। এখান থেকে প্রতীয়মান হয় যে, প্রকৌশল শাখায় অধিকাংশ রাজনৈতিক বিবেচণায় নিয়োগ লাভ করায় উক্ত শাখার সেবা বলতে যা বোঝায় তা ছিলনা বললেই চলে। অনিয়মতান্ত্রিক উপায়ে বাকৃবি-তে বাসার বরাদ্দ ও মেরামতের ফিরিস্তির বর্ণনা দিতে গিয়ে ফাইলে পেলাম নিরাপত্তা কর্মকর্তাকে লেখা ক্যাম্পাসে সংঘটিত অসামাজিক কার্যকলাপ সম্পর্কে আবেদন করি।[৬৭]

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ।[৬৭]

মেমো নং ৪৩০/ভিএম তারিখ: ২২-৬-৯৬

বরাবর
নিরাপত্তা কর্মকর্তা
বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ।

বিষয়: ক্যাম্পাসের মধ্যে সংঘটিত অসামাজিক কার্যকলাপ প্রসঙ্গে।
জনাব,
আমি ই-৩০/৪ এর বাসিন্দা। আমার বাসার ছাদে প্রায় রাতের বেলায় স্ত্রী লোকের আনাগোনা লক্ষ্য করা গেছে। কয়েক বার এসব অবাঞ্ছিত মেয়েদের তাড়ানোও হয়েছে। তবে এসব কার্যকলাপে কারা ইন্ধন যোগাচ্ছে তা উৎঘাটন করা সম্ভব হয়নি। সম্প্রতি প্রকাশ্যে দিবালোকে এই বিল্ডিং এ যে ঘটনা ঘটেছে তা এ বিল্ডিং বাসীদের আতঙ্কগ্রস্থ করে তুলেছে। ঘটনাটি এই, গত ১৫ই জুন, শনিবার, বেলা দুপুর ২ টায় আমাদের কাজের মেয়ে নাজমা (আনুমানিক বয়স ১২/১৩ বছর) নিচের টিউবওয়েল থেকে পানি আনতে যায়। পানি নিয়ে আসার সময় সে ৩ তলায় সিড়িতে জনৈক যুবক (আনুমানিক বয়স ২০/২২ বছর) দ্বারা আক্রান্ত হয়। যুবকটি জোর পূর্বক কলস নামিয়ে রাখে এবং অসৎ উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য নাজমার মুখ চেপে কোলে করে ছাদের দিকে নিয়ে যেতে থাকে। নাজমা সুযোগ বুঝে চিৎকার দিলে বাড়ির সবাই ছুটে আসে। যুবকটির পিছে ধাওয়া করলে সে ই-২৯ এর ছাদ দিয়ে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। ঘটনার সময় ছেলেটি খালি গায়ে ছিল। পরনে ছিল জল প্রিন্ট ছাপের ভেজা লুঙ্গি। সম্ভবত কিছুক্ষণ আগে পাশের পুকুরে গোসল সেরেছে। যুবকটিকে পরে সনাক্ত করা হয়। তবে তার সঠিক নাম জানা সম্ভব হয়নি। কারণ সে বিভিন্ন বার বিভিন্ন নাম বলছে যেমন- মকবুল হোসেন, মো. হোসেন, হোসেন আলী। সে জানিয়েছে যে, সে ই-২৯/২ নং বাসায় থাকে এবং মাঝে মাঝে উক্ত বাসার বাগান পরিষ্কার করে।
প্রকাশ্যে দিবালোকে সকল ভয়ভীতি অগ্রাহ্য করে যে এসব কার্যকলাপে অগ্রসর হয় সে নিঃসন্দেহে বড় অপরাধী এবং আমাদের ক্যাম্পাসের ভদ্র পরিবেশ কলুষিত করার জন্য যথেষ্ট। তার শাস্তিমূলক ব্যবস্থা না হলে সে ভবিষতে এই ধরনের কাজ অপ্রতিরোধ্য সহসী হয়ে পড়বে। ইতিপূর্বে ছাদে সংঘটিত অসামাজিক কায়কলাপের জন্য সে-ই দায়ী কিনা সে ব্যাপারটিও অনুসন্ধান করা ক্যাম্পাসের সুষ্ঠ পরিবেশ বজায় রাখার জন্য অত্যনত জরুরী।
অতএব, ভবিষ্যতে যেন এধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি না ঘটে সে ব্যাপারে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহন করে ক্যাম্পাসের সুষ্ঠ পরিবেশ বজায় রাখার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ জানাচ্ছি।
(প্রফেসর ড. এম. এ. সামাদ)
বাসা: ই-৩০/৪, বাকৃবি আ/এ
অফিস: মেডিসিন বিভাগ, বাকৃবি, ময়মনসিংহ।

ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ

বাকৃবি নিরাপত্তা শাখা থেকে এক কর্মকর্তা আমার বাসায় অনুসন্ধান করতে এসে জানালেন যে, তিনি সবকিছু জানেন এবং স্পষ্ট বুঝতে পারছেন। কিন্তু তার কিছুই করার নেই। কারণ যার বাসায় সে অপরাধকারী থাকে সে বাসার মালিক একজন প্রভাবশালী শিক্ষক রাজনীতিবিদ- বড় নেতা। এমনকি তিনি ক্যাম্পাসের কমিউনিটি কাউন্সিলের সভাপতি। সুতরাং যা হবার তাই হ'ল। কোন বিচার হলনা।

আবার ফিরে আসি বাকৃবি ক্যাম্পাসে বাসা বরাদ্দ ও মেরামত প্রসঙ্গে। ১৯৯৮ সনের ঘটনা। এসময় বাকৃবিতে আমার মোট চাকরীর বয়স হয়েছে প্রায় ২১ বছর। আমি ই-৩০ নং বিল্ডিং এর চার তলায় (ই-৩০/৪) থাকি। আর একই বিল্ডিংয়ের তিন তলায় থাকতেন কৌলিতত্ত্ব ও উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগের প্রফেসর ড. মোহা. আমিরুল ইসলাম। তিনি ১৯৯৮ সনের ১০ই জুন ই-৩০/৩ বাসাটি পরিবর্তন করে একটি সিংগল কোয়াটারে চলে যান। তখন মনে হ'ল চারতালা (ই-৩০/৪) বাসাটি পরিবর্তন করে তিন তলায় (ই-৩০/৩) বাসায় আসা প্রয়োজন। তাই ই-৩০/৩ বাসাটি আমার নামে বরাদ্দ পাবার জন্য বাসা বরাদ্দের পয়েন্ট গণনা করে আবেদন করি (মেমো নং ২৬৫/ ডিএম, তাং ১০-৬-৯৮)
পরবর্তীতে বিশ্বস্তসূত্রে জানতে পারি যে, ২০-৬-৯৮ইং তারিখে একোমোডেশন কমিটির ৩৩তম অধিবেশনে বাসা বরাদ্দের পয়েন্ট অনুযায়ী আমারে নামে ই-৩০/৩ বাসাটি বরাদ্দ দেয় হয়। কিন্তু অজ্ঞাত কারণে প্রায় ছয় মাস যাবৎ ই-৩০/৩ বাসাটি খালি পড়ে থাকলেও আমার নামে বাসা বরাদ্দের আদেশনামা ইস্যু করা হয়নি। সে কারণে আমি রেজিস্ট্রার বরাবর একটি আবেদন করি।[৬৮]

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ।[৬৮]
মেমো নং ২৭২/ ডিএম তারিখ: ১৬ই নভেম্বর, ১৯৯৮
বরাবর রেজিস্ট্রার
বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ।
বিষয়: ই-৩০/৩ বাসাটি বরাদ্দ প্রসঙ্গে।

প্রিয় মহোদয়,
নিবেদন এই যে, আমি ক্যাম্পাসের ই-৩০/৪ বাসায় থাকি। আমার নিচের বাসাটি ই-৩০/৩ ১০ই জুন খালি হলে আমি বাসাটি পাবার জন্য আবেদন করি (মেমো নং ২৬৫/ডিএম, তাং ১০-৬-১৯৯৮)। বিগত ২০শে জুন ১৯৯৮ তারিখে একোমোডেশন কমিটির মিটিং অনুষ্ঠিত হবার পর আমি সংশ্লিষ্ট অফিস থেকে জানতে পারি যে, বাসাটি আমার নামে বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। আরও জানতে পারি যে, প্রজেক্ট সেকশন কর্তৃক বাসাটির মেরামত সার্টিফিকেট পেলেই আমার নামে বরাদ্দের অর্ডার ইস্যু করা হবে। সেইমত আমি বাসাটির জন্য অপেক্ষা করতে থাকি। কিন্তু ৫ মাস অপেক্ষা করেও অজ্ঞাত কারণে অদ্যবধি বাসাটির বরাদ্দপত্র আমার হস্তগত হয়নি। সংশ্লিষ্ট অফিসে খোঁজ নিয়ে জানলাম, প্রজেক্ট সেকশন থেকে এখনও সার্টিফিকেট পৌছায়নি। ইতিমধ্যে আরও দু'টি একোমোডেশন কমিটির সভা (সভা নং ৩৪, তাং ২২-৮-৯৮ এবং সভা নং ৩৫, তাং ২৬-৯-৯৮) অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং যথানিয়মে বাসা বরাদ্দ ও হস্তান্তর হয়েছে। কিন্তু ই-৩০/৩ বাসাটি বরাদ্দ অর্ডার কেন এবং কার অবহেলায় ইস্যু করা হচ্ছেনা তা আমার বোধগম্য নয়। এখানে উল্লেখ না করে পারছিনা যে, উক্ত বাসাটি খালি রাখার কারণে অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি মাসে আমার জানামতে প্রায় ৬,৫০০/- টাকা (যেমন- বাসা ভাড়া বাবদ ৪০০০/-, গ্যাস বিল ২৫০/-, বিদ্যুৎ বিল ২৫০/-, গার্ড বাবদ ২০০০/- টাকা) হিসেবে ৫ মাসে প্রায় ৩২,৫০০/- টাকা গচ্চা গেছে। দেশের আর্থিক সংকটে যেখানে সরকার কর্তৃক সর্বত্র মিতব্যয়িতার কথা বলা হচ্ছে সেখানে এই অপচয়ের ইন্ধন কি স্বার্থে কারা যোগাচ্ছে তা খতিয়ে দেখা উচিত বলে আমি মনে করি।
অতএব, বাসাটি বরাদ্দের ব্যাপরে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য বিশেষ ভাবে অনুরোধ জানাচ্ছি।

আপনার বিশ্বস্ত,
(প্রফেসর ড. এম. এ, সামাদ)
মেডিসিন বিভাগ।

মন্তব্য: আমার উপরে উল্লেখিত আবেদেন পত্রটি প্রাপ্তির পর ২২-১২-৯৮ইং তারিখে আমার নামে ই-৩০/৩ বাসাটি বরাদ্দের আদেশনামা ইস্যু করা হয়।[৬৯]

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ।[৬৯]
আদেশনামা
নং শা-৭ / বিবিধ-৭ /৯৮/ ৫৫২ / সংস্থাপন তারিখ: ২২/১২/৯৮ ইং
বিগত ২০-৬-৯৮ইং তারিখে অনুষ্ঠিত একোমোডেশন কমিটির ৩৩ তম অধিবেশনে গৃহীত সুপারিশ ও ভাইস-চ্যান্সেলর মহোদয়ের অনুমোদনক্রমে প্রফেসর ড. মো. আব্দুস সামাদ, মেডিসিন বিভাগ এর নামে নিম্ন বর্নিত শর্তে বাসা নং ই-৩০/৩ (খালি) বরাদ্দ করা হইল।
শর্তাবলী:
(১) বরাদ্দকৃত খালি বাসাটির দখল, বরাদ্দাদেশ ইস্যুর তারিখ হইতে ১৫ (পনর) দিনের মধ্যে সিনিঃ এস্টেট অফিসার মহোদয়ের নিকট হইতে বুঝিয়া নিতে হইব। অন্যথায়, বরাদ্দাদেশ আপনা-আপনি বাতিল বলিয়া গণ্য হইব এবং বরাদ্দাদেশ ইস্যুর তারিখ হইতে ৬ (ছয়) মাস সময়কাল পর্যনত বাসা বরাদ্দের কোন আবেদন বিবেচিত হইবে না। নতুন বরাদ্দকৃত বাসার দখল গ্রহণ করিলে পূর্বের বরাদ্দকৃত বাসা উল্লিখিত তারিখের

মধ্যে অর্থাৎ বরাদ্দাদেশ ইস্যুর ১৫ (পনর) দিনের মধ্যে সম্পূর্ণ খালি অবস্থায় সিনিঃ এস্টেট অফিসার মহোদয়কে বুঝাইয়া দিতে হইব।

(২)নিয়ম বহির্ভূতভাবে, একই সংগে ২টি বাসা দখলে রাখিলে, উল্লিখিত তারিখের পর হইতে দখলকালীন সময়ের জন্য সিন্ডিকেট কর্তৃক নির্ধারিত হারে, পূর্বের বরাদ্দকৃত বাসার স্ট্যান্ডার্ড রেন্ট এবং প্রচলিত নিয়ম মোতাবেক নতুন বরাদ্দকৃত বাসার ভাড়া একই সাথে আদায় করা হইবে।

ভাইস-চ্যান্সেলর মহোদয়ের আদেশক্রমে
স্বা/- ডেপুটি রেজিস্ট্রার

মেমো নং শা-৭ / বিবিধ-৭/৯৮/৫৫২(১৫) / সংস্থাপন তারিখ: ২২/১২/৯৮ইং

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধসহ অনুলিপি প্রেরিত হইল।

১.প্রফেসর ডঃ মোঃ আব্দুস সামাদ, মেডিসিন বিভাগ।
২.প্রফেসর ডঃ এম. সাদুল্লাহ, পশু বিজ্ঞান বিভাগ ও সভাপতি, একোমোডেশন কমিটি।
৩.প্রফেসর মঈন উদ্দিন আহমেদ, উদ্ভিদ রোগতত্ত্ব বিভাগ ও সদস্য, একোমোডেশন কমিটি।
৪.প্রফেসর ডঃ সৈয়দ সাখাওয়াত হোসেন, পশু প্রজনন ও কৌলি বিজ্ঞান বিভাগ ও সদস্য, একোমোডেশন কমিটি।
৫.প্রফেসর ডঃ রেজাউল করিম তালুকদার, কৃষি অর্থনীতি বিভাগ ও সদস্য, একোমোডেশন কমিটি।
৬.কোষাধাক্ষ্য, বাকৃবি, ময়মনসিংহ ও সদস্য, একোমোডেশন কমিটি।
৭.বিশ্ববিদ্যালয় প্রকৌশলী ও সদস্য, একোমোডেশন কমিটি।
৮.কোষাধাক্ষ্য, বাকৃবি, ময়মনসিংহ।
৯. বিশ্ববিদ্যালয় প্রকৌশলী।
১০. নির্বাহী প্রকৌশলী, পুর্ত বিশেষ এলাকা- ৪
১১. নির্বাহী প্রকৌশলী, বিদ্যুৎ।
১২. নির্বাহী প্রকৌশলী (গ্যাস ও পানি সরবরাহ)
১৩. সিনিঃ এস্টেট অফিসার।
১৪. নিরাপত্তা কর্মকর্তা।
১৫.সংস্থাপন শাখা-১ (গার্ড ফাইল)

স্বাক্ষর/- ২২/১২/৯৮
ডেপটি রেজিস্ট্রার।

ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ

বাকৃবি এর ক্যাম্পাসের বাসা বরাদ্দের শর্তাবলী অত্যন্ত সুন্দর এবং বাস্তবমুখী। কিন্তু উপরের উল্লিখিত তথ্য থেকে বিষয়টি স্পষ্ট হয় যে বাস্তবে বাসা বরাদ্দের শর্তাবলী সকলের ক্ষেত্রে একইভাবে প্রয়োগ করা হয় না। কারণ আমাদের দেশের রাজনীতিবিদসহ অধিক ক্ষমতাধর ব্যাক্তিদের ক্ষেত্রে আইনের প্রয়োগ সাধারনত অ-রাজনৈতিক ব্যক্তিদের থেকে ভিন্ন। এছাড়া বাকৃবি এর যে শাখা এবং কমিটি বাসা বরাদ্দের দায়িত্বে নিয়োজিত তাদের কার্য সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য কিছু শর্তাবলী থাকা প্রয়োজন ছিল। কারণ এসব শাখায় কর্মরত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের গাফলতি এবং কাজ পরিচালনার ক্ষেত্রে কোন দায়-দায়িত্ব না থাকার কারণে অনিয়মের আশ্রয় নিয়ে কাজ করে। ফলে একদিকে অ-রাজনৈতিক ব্যক্তিদেরকে বঞ্চিত করে অন্যদিকে বাকৃবি তথা দেশের আর্থিক ক্ষতিসাধন করে।

বাকৃবি এমপ্লয়ী অন্য সংস্থায় (দেশ-বিদেশ) চাকরীর ক্ষেত্রে আবাসনবিধি

বাকৃবি এর কোন চাকরীজীবি ব্যক্তি বিদেশ বা দেশের অন্য বিশ্ববিদ্যালয় বা কোন সংস্থায় লিয়েন বা ডেপুটেশনে থাকলে তাদের জন্যও একটি আবাসনবিধি রয়েছে। আমি একটি বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরী করার সময় আমার ক্ষেত্রে যে নিয়ম প্রয়োগ করা হয়েছে তা নিম্নে দেয়া হ'ল।

বাকৃবি-এ একজন অ-রাজনৈতিক শিক্ষক হিসেবে ক্যাম্পাসে আমার নামে বাসা বরাদ্দ ও বাসা মেরামত ব্যাপারে যেসব ঘটনা ঘটেছে তা সংক্ষেপে বর্ণনা করা হ'ল। এরপর ২০০৫ সনে বিদেশে 'দি পাপুয়া নিউগিনি ইউনিভারসিটি অব টেকনলোজি'-তে একটি চাকরী পাই। বিদেশে অবস্থানকালীন সময়ে আমার সাথে বাসার ব্যাপারে প্রশাসন যে আচরন করেছে তা নিম্নে উল্লেখ করা হ'ল।

বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরী নিয়ে যাবার পূর্বে আমি মেডিসিন বিভাগের বিভাগীয় প্রধান ছিলাম। এমতাবস্থায় বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরী নিশ্চিত হলে তদানীন্তন ভেটেরিনারি অনুষদের ডীন, বাকৃবি-এর রেজিস্ট্রার এবং ভাইস-চ্যান্সেলর মহোদয়ের সাথে ব্যক্তিগতভাবে দেখা করে বিদেশে চাকরীতে যাওয়ার ব্যাপরে আলোচনা করি। উল্লেখ্য, সে সময় আমার দু'টি ছেলেই বুয়েটে পড়ত। তাই বিদেশে চাকরীতে গেলে আমার পরিবারের তিন সদস্যকেই দেশে রেখেই যেতে হবে। সকলেই আমাকে বিদেশে চাকরীতে যাবার ব্যাপারে উৎসাহিত করেন এবং নিয়ম অনুযায়ী ক্যাম্পাসের বাসায় আমার পরিবার বর্গ অবস্থান করতে পারবে বলে জানান। সে পরিপ্রেক্ষিতে আমি ক্যাম্পাসের বাসায় আমার পরিবার বর্গ থাকার অনুমতিসহ লিয়েনের জন্য আবেদন করি। কিন্তু যখন লিয়েনের আদেশনামা হাতে পেলাম[৭০] তখন বাসার ব্যাপারে কিছু সীমাবদ্ধতা দেখতে পেলাম।

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ।[৭০]

নং-শা-১/এ-১৫০/৭৬/১৭৩/সংস্থাপন তারিখ: ৭-৩-২০০৫

প্রফেসর ড. মো. আব্দুস সামাদ, মেডিসিন বিভাগ-কে, The Papua New Guinea University of Technology -তে সিনিয়র লেকচারার হিসেবে কাজ করার জন্য ১০-৩-২০০৫ হতে ৩০-১১-২০০৬ তারিখ পর্যন্ত লিয়েন মঞ্জুর করা হল।

প্রফেসর ড. মো. আব্দুস সামাদ-এর পরিবারবর্গ-কে তাঁর নামে বরাদ্দকৃত বিশ্ববিদ্যালয় বাসায়, প্রচলিত আবাসন বিধি অনুযায়ী তাঁর লিয়েনকালীন সময়ে প্রথম ৩ (তিন) মাস স্বাভাবিক হারে এবং পরবর্তী ১২ মাস সংশ্লিষ্ট নির্ধারিত হারে মাসিক স্ট্যান্ডার্ড রেন্ট এবং উভয় সময়কালের জন্য গ্যাস + বিদ্যুৎ + পানি চার্জ ইত্যাদি বাবদ অর্থ বিশ্ববিদ্যালয়ের হিসাব শাখায় নগদ অর্থে জমা দানের শর্তে সর্ব্বোচ ১৫ (পনের) মাস অবস্থান করার অনুমতি দেয়া হল।

ভাইস-চ্যান্সেলর মহোদয়ের আদেশক্রমে
স্বা:/- রেজিস্ট্রার

নং-শা-১/এ-১৫০/৭৬/১৭৩(৮)/সংস্থাপন তারিখ: ৭-৩-২০০৫

অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধসহ অনুলিপি প্রেরিত হইল:

(১) প্রফেসর ডঃ মোঃ আব্দুস সামাদ, প্রধান, মেডিসিন বিভাগ।
(২) প্রধান, মেডিসিন বিভাগ।
(৩) ডীন, ভেটেরিনারি অনুষদ।
(৪) কোষাধ্যক্ষ।
(৫) পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক।
(৬) ডেপুটি রেজিস্টার (সংস্থাপন) -১।
(৭) সহকারী রেজিস্ট্রার (পরিষদ)। বিষয়টি সিন্ডিকেটে রিপোর্ট করার অনুরোধসহ।
(৮) গার্ড় ফাইল (সংস্থাপন শাখা-১)

স্বা:/- রেজিস্ট্রার৭/৩/০৫

ব্যাখ্য ও বিশ্লেষণ

উপরোক্ত আদেশনামাটি নিয়ে পুনরায় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সাথে আলাপ করে জানতে পারলাম যে, বাকৃবি এর আবাসন বিধি অনুযায়ী বাকৃবি-এর বাহিরে অন্য কোন সংস্থায় বা বিশ্ববিদ্যালয়ে কেও চাকরি করলে সকলেরই জন্য একই নিয়ম অর্থাৎ বাহিরে চাকরি করলে ক্যাম্পাসে

সর্বোচ্চ ১৫ মাস পর্যন্ত বাসায় পরিবারবর্গকে থাকার সুযোগ দেয়া হয়। কিন্তু আমাদের বাকৃবি থেকে অনেকেই অন্য সংস্থায় কনসালট্যান্ট বা ভাইস-চ্যান্সেলর হিসেবে নিয়োজিত আছেন এবং অনেক ক্ষেত্রে ৪/৫ বছর ধরে তাঁদের পরিবার বর্গ কীভাবে ক্যাম্পাসের বাসায় অবস্থান করছেন? এপ্রশ্নের উত্তরে জানালেন যে সব নিয়ম কার্যকর করা সম্ভবপর হয়না। তাই যখন আপনার প্রয়োজন হবে তখন দরখাস্ত করলে সময় বর্ধিত করা সম্ভব হবে। তবুও এই নিয়ম জানার পর থেকে আমার মন থেকে ভয় দূর হলোনা কারণ তারা যে নেতা এবং আমি নেতা নই। এছাড়া সংশ্লিষ্ট প্রশাসন বাসার ব্যাপারে আমার সাথে বিগত দিনে যে আচরণ করেছে তাতে সন্দিহান হওয়ার যথেষ্ট কারণ রয়েছে। তাই সে আশংকা রয়ে গেল। অবশেষে যথাসময়ে আমার পরিবারবর্গকে বাকৃবি ক্যাম্পাসে অবস্থানের সময় বর্ধিত করার জন্য বিদেশ থেকে আবেদনটি করি।[৭১]

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ[৭১]

মেমো নং ২০১ / ডিএম তারিখ: ১৫-৪-০৬

বরাবর রেজিস্ট্রার
বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ।
মাধ্যম: বিভাগীয় প্রধান ও ডীন।
বিষয়: ই-৩০/৩ বাসাটি লিয়েন পিরিয়ড (১০-৩-২০০৫ হতে ৩০-১১-২০০৬) পর্যন্ত বর্ধিত করার আবেদন।

প্রিয় মহোদয়,

নিবেদন এই যে, আপনার আদেশনামা নং- শা -১ /এ-১৫০/৭৬/১৭৩/ সংস্থাপন, তারিখ ৭-৩-২০০৫এর পরিপ্রেক্ষিতে আমি 'দি পাপুয়া নিউগিনি ইউনিভারসিটি অব টেকনোলজি'-তে ১০-৩-২০০৫ হতে ৩০-১১-২০০৬ইং পর্যন্ত লিয়েনে কর্মরত। উল্লেখ্য, উক্ত আদেশনামায় আমার নামের বরাদ্দকৃত বাসাটি আমার পরিবার বর্গকে সর্বোচ্চ ১৫ মাস অবস্থান করার অনুমতি প্রদান করা হয়েছে। যার মেয়াদ জুন ২০০৬ এ শেষ হয়ে যাবে। অপরদিকে আমি আশা করছি লিয়েন শেষে বাকৃবিতে পুনরায় কাজে যোগদান করব। এমতাবস্থায় অবশিষ্ট সময়ের জন্য আমার পরিবারবর্গকে বিদেশে আনা অথবা আমার অনুপস্থিতে বাসা পরিবর্তন করা সঠিক হবেনা। উল্লেখ্য, আমার পরিবার বর্গ বাকৃবি এর আবাসনবিধি অনুযায়ী বাসাভাড়াসহ অন্যান্য চার্জ নিয়মিত পরিশোধ করছে।

অতএব, আমার নামে বরাদ্দকৃত ই-৩০/৩ বাসাটি লিয়েন পিরিয়ড পর্যন্ত (৩০-১১-২০০৬ ইং) আমার পরিবারবর্গকে বিশেষ বিবেচনায় অবস্থানের অনুমতিদানে বাধিত করবেন।

আপনার বিশ্বস্ত,
(ড. এম. এ. সামাদ)
প্রফেসর, মেডিসিন বিভাগ।

ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ

আমি বাসার ব্যাপারে যে আশঙ্কা করেছিলাম শেষ পর্যন্ত তাই হ'ল। যারা আমাকে বাকৃবি-তে প্রশাসনিক দায়িত্ব বিভাগীয় প্রধান ও অনুষদের ডীন হবার চেয়ে বিদেশে চাকরীতে যাবার জন্য উৎসাহ যুগিয়েছিলেন তারাই আবার আমার অনুপস্থিতে আমার পরিবারবর্গকে ক্যাম্পাসের বাসা ছেড়ে দিবার জন্য আদেশনামা ইস্যু করে।[৭২]

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ[৭২]

নং শা-৭/বিবিধ-১/২০০৬ / ১৬৫ /সংস্থাপন তারিখ: ১৫-০৫-২০০৬

প্রফেসর ডঃ এম. এ. সামাদ
মেডিসিন বিভাগ,
বাকৃবি, ময়মনসিংহ।

প্রিয় মহোদয়,

আপনার নামে বরাদ্দকৃত বাসা নং ই-৩০/৩ অবস্থান সংক্রান্ত ব্যাপারে ১৫-৪-০৬ ইং তারিখে দাখিলকৃত আবেদনের প্রেক্ষিতে আদিষ্ট হয়ে জানানো হচ্ছে যে, লিয়েন থাকাকালীন সময় বরাদ্দকৃত বাসায় সর্বোচ্চ ১৫ (পনর) মাস অবস্থানের নিয়ম রয়েছে। আপনার ঐ সময়সীমা জুন/০৬-এ শেষ হবে বিধায় এ পর্যায় আপনার আবেদন বিবেচনার সুযোগ নেই।

এমতাবস্থায়, বাসাটি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কর্তপক্ষকে বুঝিয়ে দেয়ার জন্য আপনাকে অনুরোধ জ্ঞাপন করা হল।

ধন্যবাদান্তে

আপনার বিশ্বস্ত
স্বাক্ষর/- ১০/০৫/০৬
ডেপুটি রেজিস্টার (সংস্থাপন)-২

ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ

বিদেশে ১৫ মাস চাকরি করার পরপরই বাকৃবি-তে পরিবারবর্গের জন্য ক্যাম্পাসের বাসায় থাকতে দিবে কিনা এই চিন্তায় ছিলাম। সে সময় বাসা থেকে ফোনে জানতে পারলাম যে, বাসা ছেড়ে দিতে হবে। তখন সিদ্ধান্ত নিলাম যে বিদেশী বিশ্ববিদ্যায়-এর চাকরি ছেড়ে বাকৃবি-তে পুনরায় যোগদান করবো। সে পরিপ্রেক্ষিতে বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকরীতে ইস্তফা দিয়ে বাকৃবি-তে ২৮/৭/২০০৭ইং তারিখে যোগদান করি। বিদেশী বিশ্বদ্যিালয়ের চাকরিতে ইস্তফা দেয়ার পর আমাকে চাকরি থেকে মুক্ত করে।[৭৩]

FROM THE OFFICE OF
THE REGISTRAR [৭৩]
YOUR REF:
P/F: Samad, A (Dr)
OUR REF:

THE PAPUA NEW GUINEA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
Private Mail Bag
Lae, Morebe Province
Papua New Guinea
Telephone: (675) 473 4999
Facsimile: (675) 475 7667

25th June, 2007

Dr. Abdus Samad
C/- Department of Agriculture
PNG University of Technology
Private Mail Bag
LAE 411, Morobe Province

Dear Dr. Samad,

RESIGNATION FROM SERVICE

I acknowledge receipt of your latter dated 26th April 2007 in which you intend to leave the University early. Your resignation from service with the University becomes effective as of 25th July 2007.
Your resignation is accepted and on behalf of the University, I would like to thank you for the two years and four (4) months service rendered to the University, especially to the Department of Agriculture. I wish you all the best in your future endeavour.
The following will be your terminal entitlements under your employment with this University.

Contd.

1. Payment of pro-rata recreation leaves of 14.00 working days.
2. Payment of Repatriation fares for self from Lae to Mymensingh-Bangladesh.
3. Payment of Settling Out Allowance of K 850.00
4. Payment of Tools of Trade Allowance of K 650.00
5. Payment of (1) one night accommodation in PNG if required.

As a normal requirement, a bond fee of K 2,000.00 will be held pending clearance, should there be no debt(s) incurred by you at the time of your separation, a full or balance of refund will be paid to your nominated account or posted to you on clearance after three (3) months.

You are required to complete the attached **Staff Clearance Form** before you receive your final payment from the Salaries Office.

Furniture and items issued to your residence should be in good order, nothing missing or damaged prior to your departure and the keys handed to the Housings and Property manager.

Yours sincerely
Sd/- John J FAINAME
ACTING REGISTRAR
AD / JJF / emp
Copy: 1. HOD
2. Asst. Accountant (Payroll) via Acting Bursar
3. Medical Officer 4. Housing & Property Manager

ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ

বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরীতে ইস্তফা দিয়ে বাকৃবি-তে যোগদান করার পর ক্যাম্পাসের বাসায় যে অতিরিক্ত সময় আমার পরিবারবর্গ অবস্থান করেছিল সে সময়ের বাসাভাড়াসহ অন্যান্য চার্জ আদেশনামা অনুযায়ী বাকৃবি-এর কোষাগারে পরিশোধ করি।[৭৪]

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ।[৭৪]
আদেশনামা

নং শা-৭/বিবিধ-১/২০০৭ / ২২৫ /সংস্থাপন তারিখ: ২১-৮-২০০৭

প্রফেসর ড. মো. আব্দুস সামাদ, মেডিসিন বিভাগ-কে, তাঁর নামে বরাদ্দকৃত বাসা নং ই-৩০/৩ -এ গত ১০-৩-২০০৫ তারিখ হতে ২৭-৭-২০০৭ তারিখ পর্যন্ত লিয়েনে থাকাকালীন অবস্থায় বাসা দখলে রাখার কারণে তাঁর নিকট হতে বাসার ভাড়া ও অন্যান্য চার্জ নিম্নে বর্ণিত হারে আদায় করার অনুমোদন দেয়া হল:

ক. গত ১০-৩-২০০৫ ইং তারিখ হতে ৯-৬-২০০৫ ইং তারিখ পর্যন্ত ৩ (তিন) মাস স্বাভাবিক হারে বাড়ি ভাড়া ও অন্যান্য চার্জ।

খ. গত ১০-৬-২০০৬ইং তারিখ হতে ২৭-৭-২০০৭ইং তারিখ পর্যন্ত সময়ের জন্য বাসার স্ট্যান্ডার্ড রেন্ট প্রতিমাসে ৪,৫০০/- (চার হাজার পাঁচশত) টাকা গ্যাস + বিদ্যুৎ + পানি ইত্যাদি চার্জ। এতদ্বারা পূর্বের আদেশনামা আংশিক সংশোধন করা হল।

ভাইস চ্যান্সেলর মহোদয়ের আদেশক্রমে
স্বাক্ষর/- রেজিস্ট্রার

মেমো নং শা-৭/বিবিধ-১/২০০৭ / ২২৫(১১)/ সংস্থাপন তারিখ: ২৯-৮-২০০৭

অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধসহ অনুলিপি প্রেরিত হইল:

(১) প্রফেসর ডঃ মোঃ আব্দুস সামাদ, মেডিসিন বিভাগ। এর সাথে আদেশনামা নং শা ২/এ-১৫০/৭৬/৩৩২(৮)/সংস্থাপন তারিখ ৩-৩-২০০৭ এর যোগাযোগ রয়েছে।
(২) সভাপতি, আবাসন কমিটি। (৩) কোষাধ্যক্ষ
(৪) প্রধান প্রকৌশলী। (৫) অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী।
(৬) নির্বাহী প্রকৌশলী, পানি সরবরাহ, গ্যাস, পয়ঃনিস্কাশন ও সেনিটেশন বিভাগ।
(৫) প্রধান নিরাপত্তা কর্মকর্তা। (৬) এস্টেট অফিসার।
(৭) পেনশন সেল। (৮) সংস্থাপন শাখা-১ (গার্ড ফাইল)

স্বাক্ষর/- ২১/৮/০৭ ডেপুটি রেজিস্ট্রার (সংস্থাপন)-২

ব্যাখ্যা ও বিশেষণ

ক. বাকৃবি এর আবাসনবিধি অনুযায়ী সুনির্দিষ্ট বাসার জন্য বাসা বরাদ্দের সর্বোচ্চ পয়েন্টধারী ব্যক্তির নামে বাসা বরাদ্দ দেয়া বাঞ্ছনীয়।

খ. বাকৃবি-তে বাসা বরাদ্দ পাবার যোগ্যতা সম্পন্ন শিক্ষক বাসা বরাদ্দ পাননি। এমন অবস্থায় রাজনৈতিক বিবেচনায়, আঞ্চলিক বা আত্মীয়তার স্বার্থে বিদেশ থেকে কোন শিক্ষক দেশে আসবে বলে দেশে অবস্থানরত যোগ্যতা সম্পন্ন শিক্ষককের অধিকার বঞ্চিত করে কোন বাসা সংরক্ষণ করা কতটা নীতি বর্জিত কাজ তা সহজেই অনুমেয়।

গ. বাকৃবি বাসা বরাদ্দের প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী বরাদ্দকৃত বাসা মেরামত করে অতি দ্রুত হস্তান্তরের ব্যবস্থা করা। কিন্তু মেরামত না করেই খালি বাসা ৭ বা ১৫ দিনের মধ্যে দখলের শর্ত বেঁধে দেওয়া এবং বাসা দখলের পর মেরামত করে দেওয়া হবে অথবা টাকা নিয়ে বাসা মেরামত করে পরে টাকা দেওয়া হবে এরূপ মৌখিক অঙ্গিকার করে পরে বাসা মেরামত না করা বা টাকা নিয়ে বাসা মেরামত করে টাকা ফেরত না দেওয়া কোন শ্রেণির আপরাধ?

ঘ. ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃতভাবে বাসা খালি রেখে বরাদ্দ না করা, মেরামত ও হস্তান্তরের ব্যবস্থা না করে অত্র বিশ্ববিদ্যালয় তথা দেশের যে আর্থিক ক্ষতি হয় তার দায়-দায়িত্ব কার?

ঙ. বাসা বরাদ্দে নিয়োজিত সংশ্লিষ্ট কমিটি, শাখার কর্মকর্তা এবং এমনকি সর্বোচ্চ নির্বাহী কর্মকতার মাধ্যমে বাসা বরাদ্দে অনিয়ম সংঘটিত হলে আবাসন বিধিতেই তার জবাবদিহিতার ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। অপরদিকে বাকৃবি আবাসন বিধি সম্পর্কে সকলকে (বিশেষ করে লিয়েন ও ডেপুটেশন, অবসর গ্রহনকারী ব্যক্তিকে) বাসা বরাদ্দের নিয়ম, বাসা হস্তান্তর ও গ্রহন ব্যবস্থা পদ্ধতি ইত্যাদি বিষয়ে বাকৃবি এর সকল বিভাগ বা শাখায় সরবরাহ করা বাঞ্ছনীয়। আর সেই সাথে রাজনৈতিক বিবেচণায়, আঞ্চলিক ও জেলা প্রীতি ইত্যাদি পরিহার করে বাসা বরাদ্দ নিয়ম কঠোরভাবে অনুসরণ করা উচিত। আমি মনে করি যারা বাসা বরাদ্দ পেতে চাই তাদের কোন সমস্যা নেই মূল সমস্যা হল বাসা বরাদ্দকারী সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগনের।

পরিশেষে প্রকৃতিতে স্বাভাবিক নিয়মে যা ঘটছে সৃষ্টিকর্তার এমন একটি উদাহরণ দিয়ে বাকৃবি এর বাসা বরাদ্দ সংক্রান্ত্র অধ্যায় সমাপ্ত করব। আমরা জানি একটি ছাগীর দু'টি দুধের বোঁটা বা বাঁট থাকে। কিছু ছাগীর ≥ তিনটি বাচ্চা হয়। ছাগীর মালিক তখন হাতে ধরে তিনটি বাচ্চাকে সমানভাবে দুধ খাওয়াতে চেষ্টা করে। বাস্তবে সমানভাবে দুধ খাওয়ানো সম্ভব হয়না। তিন বাচ্চার মধ্যে একটি মায়ের দুধ থেকে বঞ্চিত হয়। ফলে বাচ্চাটা পুষ্টিহীনতায় ভুগে দুর্বল হয়ে যায়। অন্য দু'টো হয় সবল হৃষ্টপুষ্ট। সূত্রটা হ'ল, 'সার্ভাইভাল অব দি ফিটেস্ট'। সৃষ্টিকর্তা ছাগলকে সে পরিমাণ বুদ্ধি বা বিবেক দিয়েছেন ততোটুকুই ব্যবহার করেই সে তার তিনটি বাচ্চাকে বাঁটের দুধ খাওয়াবে। সমানভাবে বন্টন করে তিনটি বাচ্চাকে দুধ খাওয়ানোর সামর্থ বা জ্ঞান তাকে দেয়া হয়নি। অপর দিকে একটি মহিলার তিনটি বাচ্চা হলে সে সত্যিই সত্যিই তিনটি বাচ্চাকে

নিজ হাতে সমানভাবে দুধ খাওয়াবে। এমনকি তিনটি বাচ্চার মধ্যে যেটি অধিক দুর্বল হবে মা সেটির প্রতি অধিক যত্নবান এবং অধিক দুধ পান করাবে। কারণ মা (মানুষ) হ'ল আশরাফুল মকলুকত। সৃষ্টির সেরা জীব। তাই একটি মায়ের তিনটি বাচ্চা হলে মা যে ভাবে প্রতিটি বাচ্চার প্রতি আচরণ করবে সকল মানুষ তার পরিবেশ এবং কার্যক্ষেত্রে একইভাবে নিয়ম অনুযায়ী আচরণ করার কথা। কিন্তু মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব হয়ে যখন বিভিন্ন স্বার্থ সংশ্লিষ্ট হয়ে কোন নিয়মের তক্কা না করে ছাগীর মত আচরণ করবে তখন তাদের এই আচরণকে কিসের সাথে তুলনা করতে হবে। তাই আল্লাহ্ তালা কোরআনের বলেছেন, 'নিশ্চয় যারা ঈমান এনছে এবং নেক আমল করেছে, তারাই সৃষ্টির সেরা বা আশরাফুল মকলুকত (সূরা- বাইয়্যিৎনাহ ৭)।

বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাব্যবস্থা ও পরিবেশ

বিশ্ববিদ্যালয় ল্যাটিন শব্দ 'ইউনিভার্সিটাস' ('universitas') শব্দ থেকে ব্যুৎপত্তি যার অর্থ 'সমগ্র বিশ্ব' ('the whole world)। The word university is derived from the Latin '*universitas magistrorum et schlarium*', roughly meaning 'community of teachers and scholars.' The original Latin word 'universitas' first used in time of renewed interest in classical Greek and Roman tradition, tried to reflect this feature of the Academy of Plato (established 385 BC). Taxila in Gandhara and the Buddhist Nalanda University in Bihar, India (5th century BC). The University of Paris was founded in 1150, University of Oxford in 1167 and University of Cambridge in 1209. The earliest universities in Western Europe were developed under the agis of the Catholic Church. A university is an institution of higher education and research, which grants academic degrees in a variety of subjects. The then East Pakistan Agricultural University (EPAU), now Bangladesh Agricultural University (BAU) was established in 1962. During the Pakistan period EPAU was considered as a pioneer Agricultural institution in South Asia and South-East Asian countries. Accordingly, EPAU had a considerable number of students from Malaysia, Bhutan, West Pakistan, Nepal, SriLanka, Iraq, Iran and other countries. Currently BAU has a very insignificant number of foreign students, mostly from Nepal. What is the main reason behind it? It is mainly due to poltical degree curriculum and involvement of teachers and students in the national politics which has already destroyed the educational standard of the BAU.[1,2,3]

২০০৪ সন থেকে আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয় র‍্যাঙ্কিং পদ্ধতি চালু হয়েছে। ২০০৮ সন পর্যন্ত সমগ্র বিশ্বের ১৬,০০০ বিশ্ববিদ্যালয় বা উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মূল্যায়ন করা হয়েছে এবং আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয় র‍্যাঙ্কিং-এর নামের তালিকায় বাংলাদেশের কোন বিশ্ববিদ্যলয়ের নাম নেই। অর্থাৎ আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয় র‍্যাঙ্কিং সংস্থা বাংলাদেশের কোন বিশ্ববিদ্যলয়কে র‍্যাঙ্কিং করার মত বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন বৈশিষ্ট্য খুঁজে পায়নি। অপরদিকে ট্র্যান্সপেরেন্সি ইন্টারন্যাশন্যাল বাংলাদেশকে সামগ্রিকভাবে প্রথম শ্রেণির দুর্নীতিগ্রস্থ দেশ হিসেবে চিহ্নিত করেছে। বিভিন্ন জাতীয় পত্রপত্রিকায় বাংলাদেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যলয়ের দুর্নীতি সম্বন্ধে যে সব খবর প্রকাশিত হয়েছে তা থেকে আন্তর্জাতিক র‍্যাঙ্কিং সংস্থা বাংলাদেশের কোন উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে গণনা বা বিবেচনা করতে নারাজ।

বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে প্রায় ৫০ বছর। প্রধানত আওয়ামী লীগ এবং বিএনপি সরকার হিসেবে বাংলাদেশ শাসন করেছে। তবে এর মধ্যেও এদেশকে শাসন করেছে স্বৈরাশাসক এবং সম্প্রতি দুই বছর জরুরী অবস্থায় নির্দলীয় নামধারী তত্ত্বধায়ক সরকার। আমরা সবাই জানি বাংলাদেশে আওয়ামী লীগ এবং বিএনপি এই দু'টি বড় রাজনীতিক দল। দল দু'টির নেতারা জানে যে তাদের ছাড়া বাংলাদেশে পাশ্চাতের গনতন্ত্র রক্ষার জন্য আর কোন বিকল্প নেই। তাই এক দল ক্ষমতায় থেকে লুটপাট করে এবং অন্য দল মাঠে থেকে হরতাল করে। সেখানেও জনগণের দুর্ভোগ। পরবর্তীতে জনগন হরতালকারী দলকে ভোট দিয়ে ক্ষমতায় বাসায়। আর বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ বড় রাজনীতিক দুই দলের দুর্নীতি, দলবাজী, স্বজনপ্রীতি ইত্যাদি অবস্থা দেখতে দেখতে প্রায় ৫০ বছর পার করে দিয়েছে। বিগত ২০০৭ সনের জানুয়ারী মাসে হঠাৎ করে বাংলাদেশের এই বড় দু'টি রাজনৈতিক দলের বিশৃঙখলা সৃষ্টি চরম পর্যায়ে পৌঁছে। মূলত সে কারণে দু'বছরের (২০০৭-২০০৮) জন্য বাংলাদেশে একটি নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠিত হবার সুযোগ সৃষ্টি হয় এবং জরুরী অবস্থা ঘোষণা দিয়ে দেশ পরিচালনা করা হয়।

আমাদের ধারণা বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয় এবং অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে খুবই অল্প সংখ্যক শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিরেপেক্ষ থেকে বিশ্ববিদ্যালয় তথা দেশের জন্য কাজ করছেন। অর্থাৎ বাংলাদেশে শিক্ষিত জন গোষ্ঠির একটি অংশ এখনও রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত না থেকে জীবন যাপন করছে। আর নির্দলীয় তত্ত্বধায়ক সরকার সৃষ্টি হয়েছে নিরপেক্ষ কতিপয় বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে নিয়ে যাতে তাঁরা পক্ষপাতদুষ্ট না হয়ে নিরপেক্ষভাবে তাঁদের দায়িত্ব পালন করতে পারেন। কিন্তু বাস্তবে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দেশে জরুরী অবস্থায় বিভিন্ন পর্যায়ে দলীয় আদর্শ বিশিষ্ট এবং অধিকাংশ অবসরপ্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গের নিয়োগ ও দলীয় কার্যকলাপের কারণে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দুর্নীতি ও নির্দলীয় কার্যক্রম ভেস্তে যায়। অবশ্য প্রাথমিক পর্যায়ে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার কিছুটা নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করে যেমন- বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস থেকে দলীয় রাজনীতি বন্ধের উদ্দেশ্যে কিছু দলীয় শিক্ষক ও ছাত্রদের গ্রেফতার এবং উচ্চ পর্যায়ের একটি কমিটি গঠন করা হয়। ফলশ্রুতিতে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রথম পর্যায়ে জনগণ কিছুটা নিরপেক্ষতা লক্ষ্য করলেও বাস্তবে দলীয় সরকারের থেকে তেমন কোন গুরুত্বপূর্ণ নিরপেক্ষ ভূমিকা জনগন দেখতে পায়নি। তাই বাস্তবে দেশের জনগন পর্যবেক্ষণ করলো বিশ্ববিদ্যলয়ের ভাইস-চ্যান্সলর নিয়োগের জন্য গঠিত দলীয় সদস্য সমন্বয়ে সার্চ কমিটি গঠন এবং দলীয় সার্চ কমিটি কর্তৃক সুপারিশকৃত বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে দলীয় ভাইস-চ্যান্সেলর নিয়োগ। পিএসসি-সহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের একই অবস্থা। বাংলাদেশ একটি ছোট দেশ এবং এদেশে মানুষের সংখ্যা অধিক হলেও যেসব উচ্চ শিক্ষিত ব্যাক্তিবর্গ দলীয় রাজনীতিতে সক্রিয়ভাবে জড়িত বা জড়িত ছিলেন না তা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে কর্মরত প্রায় সকলেই অবগত। আর দলীয় ব্যক্তিবর্গের আদর্শ সম্পর্কে প্রায় সকল প্রতিষ্ঠানের সহকর্মীগন অবগত। অর্থাৎ দলীয় সরকারের কাঠামো থেকে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার বেরিয়ে আসতে পারেনি যা জনগনের একান্ত কাম্য ছিল। সুতরাং নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার কর্তৃক বাংলাদেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে দলীয় ভাইস-চ্যান্সেলর-সহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে দলীয় নিয়োগদানের ফলে একদিকে তত্ত্বাবধায়ক সরকার নিজেকে বাস্তবে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার হিসেবে প্রমান করতে বার্থ হয়েছে অন্য দিকে বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দলীয় রাজনীতিমুক্ত করার ব্যবস্থা একটি প্রহসন হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। ফলে আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয় র‍্যাঙ্কিং ব্যবস্থায় বাংলাদেশের কোন বিশ্ববিদ্যালয় নাম অন্তর্ভূক্ত হবার সম্ভাবনা হয়েছে সুদূর পরাহত।

বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন-এর ভূমিকা

বাংলাদেশের সকল পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলো বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন কো-অর্ডিনেট বা নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। তাই বাংলাদেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ব্যাপারে বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন-এর পরিকল্পনা সম্বন্ধে উল্লেখ করা হ'ল।[৭৫]

বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন[৭৫]

শেরেবাংলানগর, ঢাকা-১২০৭

পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার (১৯৯৭-২০০২ইং) রাইট-আপ প্রণয়ন সংক্রান্ত ২-১-৯৭ইং তারিখে বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরনী:

১. পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার (১৯৯৭-২০০২ইং)- রাইট-আপ প্রণয়ন সংক্রান্ত বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের উন্নয়ন কর্মকান্ডের উপর বিস্তারিত আলোচনার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদ এর সভাপতিত্বে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের ভাইস-চ্যান্সেলরগনের একটি সভা ২-১-৯৭ইং তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের তালিকা পরিশিষ্ট 'ক' এ সন্নিবেশিত হ'ল।

২.শুরুতে সভার সভাপতি বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদ উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানান। তিনি বলেন যে, বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার উন্নতির সাথে জাতির অগ্রগতি ও উন্নতি নির্ভরশীল। একথা সর্বজন স্বীকৃত যে, বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা একটি ব্যয় বহুল ব্যাপার এবং দৃশ্যমান কারণেই বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা উপ-খাতের ব্যয় অন্যান্য শিক্ষা উপ-খাতের সাথে তুলনীয় নয়। কিন্তু সরকার কর্তৃক দেশের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ এবং তৎসংলগ্ন ইনস্টিটিউসমূহের জন্য বিভিন্ন উন্নয়ন পরিকল্পনার অধীনে যে বরাদ্দ ধার্য্য করা হয় তা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা উপ-খাতের একান্ত জরুরী এবং অগ্রাধিকারযোগ্য চাহিদার তুলনায় অপ্রতুল। প্রসংগত উল্লেখ্য যে, ১৯৯৬-৯৭ অর্থ বছরে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা উপখাতের জন্য সরকার কর্তৃক উন্নয়ন বাজেটের অধীনে যে বরাদ্দ ধার্য্য করা হয়েছে তা দেশের শিক্ষা সেক্টর বাজেটের ৭.১৫% এবং জাতীয় বাজেটের ১.০১%। তিনি আরও অভিমত প্রকাশ করেন যে, উচ্চশিক্ষার ব্যাপক চাহিদা এবং তার অপরিকল্পিত সম্প্রসারণ দেশের উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে সমস্যা হিসেবে দেখা দিয়েছে। সীমিত সম্পদ দিয়ে এই সম্প্রসারিত চাহিদা মোকাবিলা করতে গিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার ন্যূনতম মান বজায় রাখা সম্ভব হচ্ছে না। উচ্চ শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়নের জন্য থাইল্যান্ডে এআইটি এবং ভারতে আইআইটি এর ন্যায় Centre of Excellence গড়ে উঠেছে, বাংলাদেশে এ ধরনের কোন Centre of Excellence এখন পর্যন্ত কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতিষ্ঠা করতে সফলকাম হয়নি। বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে এ ব্যাপারে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন।

অতঃপর সভাপতি মহোদয় অনুমতিক্রমে বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের পরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) সভার কর্মপত্র সংক্ষিপ্তাকারে সভায় উপস্থাপন করেন।

৩.কর্মপত্রের উপর বক্তব্য রাখতে গিয়ে কমিশনের সদস্যদ্বয় কমিশনের চেয়ারম্যান মহোদয়ের প্রারম্ভিক বক্তব্যের সংগে ঐক্যমত পোষণ করে অভিমত ব্যক্ত করেন যে, দেশের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহকে শিক্ষার গুণগতমানের অবক্ষয় রোধ এবং গুণগতমান যথাযথভাবে সংরক্ষণের জন্য ভবিষ্যতে অবকাঠামোগত এবং বেদনভাতাদি বাবদ ব্যয় হ্রাস করে একাডেমিক উন্নয়নের প্রতি অধিক গুরুত্ব আরোপ করতে হবে।

৪.বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর মহোদয়গন কর্মপত্রের উপর বিস্তারিত আলাপ আলোচনা করেন এবং সুপরিচ্ছন্ন অভিমত ব্যক্ত করেন। কর্মপত্রে বর্ণিত পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা কালে (১৯৯৭-২০০২) বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষাখাতের উদ্দেশ্যে স্ট্রাটেজী ও প্রোগ্রামস এর সংগে মোটামুটিভাবে ঐক্যমত পোষণ করেন এবং সে সংগে ভাইস-চ্যান্সেলর মহোদয়গণ কিছু মুল্যবান পরামর্শ ও সংশোধনী প্রস্তাব করেন যার সারসংক্ষেপ নিম্নরূপ:

৪.১ কমিশন কর্তৃক প্রণীত কর্মপত্রে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র / শিক্ষকগনের যে তথ্য প্রদান করা হয়েছে তা অনেক ক্ষেত্রে হাল নাগাদ নয় বিধায় এ তথ্য সংশোধন করা প্রয়োজন।

৪.২ কর্মপত্রে প্রস্তাবিত পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার (১৯৯৭-২০০২) ১২টি নতুন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাব বাস্তবসম্মত হবে না বলে অভিমত প্রকাশ করা হয়।

৪.৩ দেশের পুরাতন বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে উন্নয়ন বাজেটের ৫৫% একাডেমিক উন্নয়নে এবং অবশিষ্ট ৪৫% অবকাঠামো ও অন্যান্য সুযোগসুবিধা বাবদ ব্যয়ের প্রস্তাবকে স্বাগত জানিয়ে অপেক্ষাকৃত নতুন সদ্য প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে এ নীতি বাস্তবায়ন করা সঠিক হবে না বলে অভিমত প্রকাশ করা হয়।

৪.৪ উচ্চতর গবেষণা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষার গুণগতমান উন্নয়নসহ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি শিক্ষার উপর সবিশেষ গুরুত্বারোপ করার পক্ষে অভিমত ব্যক্ত করা হয়।

৪.৫ বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের সার্বিক উন্নয়নে আরও কার্যকর ভূমিকা পালনের স্বার্থে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনকে শক্তিশালী করা প্রয়োজন।

৪.৬ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা উপখাতের একান্ত জরুরী চাহিদার তুলনায় বরাদ্দ অপ্রতুল বিধায় এ খাতের বরাদ্দ বৃদ্ধি করা আশু প্রয়োজন।

৪.৭ আগামী ২০২০ সালে প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থান কি হবে এ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে একটি দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার আলোকে বিশ্ববিদ্যালয়ের আগামী পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করা সমীচীন হবে।

(৫) পরিশেষে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার উন্নয়নের বিভিন্ন বিষয়দি সার্বিকভাবে পর্যালোচনার মাধ্যমে সভায় নিম্নবর্নিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়:

৫.১ বিশ্ববিদ্যালয়সমূহকে- সামনে রেখে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার (১৯৯৭-২০০২) প্রোগামস কমিশন অফিসে প্রেরণ করতে হবে।

৫.২ একইসংগে প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়কে ২০ বছর মেয়াদী একটি মাষ্টার প্লান প্রণয়ন করে কমিশন অফিসে প্রেরণ করতে হবে।

৫.৩ পুরাতন বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে উন্নয়ন বাজেটের ৫৫% একাডেমিক উন্নয়ন কাজে ব্যয় করতে হবে। তবে অপেক্ষাকৃত নতুন এবং সদ্য প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে এ নীতিমালা প্রযোজ্য হবেনা।

৫.৪ বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের সার্বিক উন্নয়নে আরও কার্যকর ও ফলপ্রসূ ভূমিকা পালনের উদ্দেশ্যে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার জন্য নিয়োজিত একক প্রতিষ্ঠান বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনকে আরও শক্তিশালী করতে হবে।

(৬) সবশেষে সভাপতি মহোদয় সকলকে ধন্যবাদ দিয়ে সভার কাজ সমাপ্ত করেন।

স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-
অধ্যাপক ড. ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদ	মোহাম্মদ মোফাক্কের
চেয়ারম্যান	পরিচালক (পঃ উঃ)
বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন।	বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন।

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন-এর উপরোক্ত সিদ্ধান্তের আলোকে বাকৃবি-এর ভাইস-চ্যান্সেলর মহোদয় অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের নিকট যে পত্রে আবেদন রাখেন তা নিম্নে দেয়া হ'ল।[৭৬]

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ।[৭৬]

নং ৫৯৯ (৪০০) / ভিসি সচিবালয় তারিখ : ১-২-১৯৯৭

প্রিয় সহকর্মী

আজ আমরা বিংশ শতাব্দীর দোরগোড়ায় এসে পৌছেছি। জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়কে এ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় প্রত্যাশিত ভূমিকা পালন করার জন্য এখনি প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে। বাংলাদেশের আপামর মানুষের অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে আমাদের মাতৃসম এ বিশ্ববিদ্যালয়কে যুগের দাবী মেটাতে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে আরো সমৃদ্ধ করে তুলতে হবে। আবহমান বাংলার কৃষি কর্মের মধ্যে আমাদের যে বিকাশমান সংস্কৃতি, একে বিশ্বসমাজে আরো আদৃত করে তোলার জন্য আমাদেরকে অধিকতর কর্মমুখর হতে হবে।

এ লক্ষ্যে দু'হাজার বিশ (২০২০) সালের মধ্যে আপনি আপনার বিশ্ববিদ্যালয়কে কি রূপে দেখতে চান, কি ভাবে বিশ্ববিদ্যালয়কে সাজাতে চান, কি ভাবে সমৃদ্ধ করবেন এবং কি কৌশলে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাবমূর্তিকে আরো উন্নত করবেন, ইত্যাদি প্রসঙ্গে আপনার চিন্তা, চেতনা ও মনীষা দিয়ে দিকনির্দেশনা প্রদান করার জন্য অনুরোধ করছি।

উচ্চতর কৃষি শিক্ষা, গবেষণা, সম্প্রসারণ, প্রশিক্ষণ, মানবিক মূল্যবোধ ও মুক্ত বুদ্ধির চর্চা প্রভৃতির এ অঙ্গনে উত্তরোত্তর বিকাশ সাধনের লক্ষ্য স্থির রেখে আপনার সুচিন্তিত মতামত, প্রস্তাব ও বাস্তবমূখী কর্মসূচীর রূপরেখা (শিক্ষা, গবেষণা উপকরণ ও ব্যবস্থাপনা, অবকাঠামো নির্মাণ ইত্যাদি বিষয়ে) দিয়ে আমাদেরকে মহাপরিকল্পনা প্রণয়নে সহায়তা

সহায়তা প্রদান করুন।
অকপটে আপনার
স্বাক্ষর/- (প্রফেসর মুহাম্মদ হোসেন)
ভাইস-চ্যান্সেলর
অনুলিপি প্রেরণ:
প্রফেসর ড. মো. আব্দুস সামাদ
মেডিসিন বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ।

বাকৃবি-এর ভাইস-চ্যান্সেলর মহোদয়ের উপরোক্ত প্রচার পত্রের পরিপ্রেক্ষিতে আমি 'বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যলয়কে দু'হাজার সালের মধ্যে কি রূপে দেখতে চাই' প্রতিবেদনটি প্রস্তুত করে ভাইস-চ্যান্সেলর মহোদয়ের নিকট জমা দিই তা নিম্নে দেয়া হ'ল।[৭৭]

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ।[৭৭]
মেমো নং ৯৪২ / ডিএম তারিখ: মার্চ ১২, ১৯৯৭
বরাবর
মাননীয় ভাইস-চ্যান্সেলর
বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ।
বিষয়: 'বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যলয়কে দু'হাজার সালের মধ্যে কি রূপে দেখতে চাই' প্রসঙ্গে।
মহোদয়,
অপনার অফিস স্মারক নং ৫৯৯(৪০০) / ভিসি সচিবালয়, তারিখ ২-২-১৯৯৭ এর পরিপ্রেক্ষিতে আমার অভিজ্ঞতার আলোকে রচিত কিছু প্রস্তাবনা আপনার সদয় অবগতির জন্য দেয়া হ'ল।[৭৮]
ধন্যবাদান্তে। ড. মো. আব্দুস সামাদ
প্রফেসর, মেডিসিন বিভাগ।

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়কে দু'হাজার সালের মধ্যে যে রূপে দেখতে চাই[৭৮]
ড. মো. আব্দুস সামাদ
প্রফেসর, মেডিসিন বিভাগ।

আলোচনায় যাবার পূর্বে প্রথমেই আমি বর্তমান ভাইস-চ্যান্সেলর মহোদয়কে অশেষ ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতে চাই এই জন্য যে, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (বাকৃবি) এর সামগ্রিক উন্নয়নের মহাপরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত প্রতিটি শিক্ষককে প্রস্তাব দেয়ার জন্য আহ্বান করেছেন যা আমার ২১ বছরের কর্মজীবনে এই প্রথম অভিজ্ঞতা। বাকৃবিকে দু'হাজার বিশ সালের মধ্যে কি রূপে দেখতে চাই তার সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব দেওয়ার পূর্বে জানা দরকার বাকৃবি কি লক্ষ্যে ও কার্যক্রম নিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং বর্তমানে বাকৃবি এর প্রশাসনিক কাঠামো ও কার্যক্রম কি অবস্থায় দাঁড়িয়েছে। এই উদ্দেশ্যে আমার এই আলোচনাটি নিম্নোক্ত তিন পর্যায়ে ভাগ করা হয়েছে। (I) বাকৃবি : প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য ও কার্যক্রম। (II) বাকৃবি : বর্তমান প্রশাসনিক কাঠামো ও কার্যক্রম এবং (III) বাকৃবি : লক্ষ্য ও কার্যক্রম উন্নয়ন মহাপরিকল্পনা প্রণয়নে প্রস্তাব।

(I) বাকৃবি: প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য ও কার্যক্রম।

বাংলাদেশ একটি কৃষি প্রধান দেশ। এদেশের শতকরা প্রায় ৮০ ভাগ মানুষের জীবিকা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কৃষির উপর নির্ভরশীল। এছাড়া আমাদের জাতীয় আয়ের সিংহ ভাগ আসে কৃষি খাত থেকে। আমাদের জাতীয় উন্নয়নের জন্য কৃষি উন্নয়ন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই কৃষি ক্ষেত্রে উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার সুযোগ সৃষ্টি তথা আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির পরিকল্পিত প্রয়োগ ও প্রসারের লক্ষ্যে বাকৃবি এর গোড়াপত্তন হয়। ময়মনসিংহ শহর থেকে প্রায় চার কিলোমিটার দক্ষিণে পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নদের পশ্চিম তীরে প্রায় বার শত একর এলাকা জুড়ে বাংলাদেশের এক মাত্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়টি অবস্থিত।

বাংলাদেশের জাতীয় অর্থনীতি কৃষির উপর নির্ভরশীল। তাই কৃষকের অর্থনৈতিক মুক্তি তথা দেশের কৃষি সম্পদ উন্নয়নে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অতএব, দেশের কৃষি সম্পদ উন্নয়নের জন্য বাকৃবি এর মূল লক্ষ্য ও কার্যক্রম হল: (ক) কৃষি বিষয়ক শিক্ষা, (খ) কৃষি বিষয়ক গবেষণা এবং (গ) কৃষি বিষয়ক প্রশিক্ষণ ও সম্প্রসারণ (চিত্র-১)।

(ক) কৃষি বিষয়ক শিক্ষা।

কৃষি ও কৃষি সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞানের সব শাখায় স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর (এমএস, পিএইচডি) ডিগ্রী প্রদান করা হয়। সাধারণ স্নাতক ডিগ্রীধারী ব্যক্তিবর্গ মাঠপর্যায়ে সংশ্লিষ্ট কৃষি উন্নয়নের জন্য উপযোগী হবেন। অধিক মেধা সম্পন্ন (স্নাতক ডিগ্রীর ফলাফলের উপর ভিত্তি করে) গ্রাজুয়েটগণ স্নাতকোত্তর শিক্ষা ও গবেষণা (এমএস, পিএইচডি) শেষে গবেষণা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত হয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবেন (চিত্র -১)।

(খ) কৃষি বিষয়ক গবেষণা।

কৃষি বিষয়ক উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মূলতঃ দু'ভাবে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে থাকে যেমন- স্নাতকোত্তর শ্রেণির (এম.এস, পিএইচডি) ছাত্রছাত্রীদের থিসিসের গবেষণা এবং প্রকল্প ভিত্তিক গবেষণা। সকল গবেষণার ফলাফল জার্নালসহ অন্যান্য প্রকাশনার মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। গবেষণা কার্যের ফলাফল প্রকাশিত হবার ফলে গবেষকের পাশাপাশি গবেষণাকারী প্রতিষ্ঠানও জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে পরিচিতি ও স্বীকৃতি লাভ করে।

(গ) কৃষি বিষয়ক প্রশিক্ষণ ও সম্প্রসারণ।

কৃষি ও কৃষি সম্পর্কিত সকল গবেষণার নতুন নতুন তথ্য, পদ্ধতি আবিষ্কার দেশ বিদেশে জার্নালে প্রকাশিত হয়। তাই প্রতি বছরই শিক্ষার কারিকুলাম ও সিলেবাস পরিবর্তন ও যুগোপযোগী করার বিধান রয়েছে। আর যে সব গ্রাজুয়েট এক যুগ (১২ বছর) পূর্বে স্নাতক ডিগ্রী নিয়ে মাঠ পর্যায়ে কর্মরত আছেন তাদের জ্ঞান ও দক্ষতাকে আধুনিকীকরন করার জন্য চাকুরীকালীন প্রশিক্ষণ প্রয়োজন হয়। আবার শিক্ষিত কৃষকদের ব্যবহারিক ও গবেষণালব্ধ জ্ঞান প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দান করে বিশ্ববিদ্যালয়েরর কার্যক্রমকে মাঠ পর্যায়ে সম্প্রসারণ করার বিধান রয়েছে।

(II) বাকৃবি: বর্তমান প্রশাসনিক কাঠামো ও কার্যক্রম।

বাকৃবি এর আমি একজন প্রাক্তন ছাত্র। এখান থেকেই আমি স্নাতক ও স্নাতকোত্তর (এমএসসি) ডিগ্রী অর্জন করি। ১৯৭৬ সালে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হিসেবে কাজে যোগদান করি। আমার প্রায় ২১ বছরের কর্মজীবনে বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল লক্ষ্য ও কার্যক্রমে (শিক্ষা, গবেষণা ও সম্প্রসারণ) যে ক্রমঃ অবনতি ঘটেছে তা আমার অভিজ্ঞতার আলোকে বিশ্লেষণ করবো। আমার মনে হয়, বর্তমানে বাকৃবি তার প্রতিষ্ঠা লগ্নের লক্ষ্য ও কার্যক্রম থেকে বিচ্যুত হয়ে একটি প্রশাসনিক প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত হয়েছে। শিক্ষা, গবেষণা ও সম্প্রসারণ কার্যক্রমের জন্য প্রশাসনিক কাঠামো না হয়ে, হয়েছে প্রশাসনিক শিক্ষা, গবেষণা ও সম্প্রসারণ কাঠামো (চিত্র- ২)। বাকৃবি: ডায়েরী (১৯৯৭) অনুযায়ী প্রশাসনিক কাঠামোর শাখা ও প্রশাখার কার্যক্রম সম্পর্কে নিম্নে বর্ণনা করা হ'ল।

(১) স্ট্যাটিউটরি কমিট।

ভাইস-চ্যান্সেলর মহোদয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল কর্মকান্ডের মূখ্য নির্বাহী। তিনি সিন্ডিকেট, একাডেমিক কাউন্সিল, ফিন্যান্স কমিট, পরিকল্পনা ও উন্নয়ন কমিটি এবং অপরাপর স্ট্যাটিউটরি কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে সামগ্রিক কার্য পরিচালনা করেন। তাই এ প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য ও কার্যক্রম বাস্তবায়নে ব্যর্থতা মূলতঃ প্রতিষ্ঠানের মূখ্য নির্বাহী কর্তার উপর পড়ে। তবে বিভিন্ন শাখায় নিয়োজিত কাজের প্রতি অমনোযোগী, অদক্ষ কর্মকর্তা কর্মচারী মূখ্য কর্মকর্তার তথা প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম বাস্তবায়নে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে।

(২) ভাইস-চ্যান্সেলরের সচিবালয়।

বর্তমানে ভাইস-চ্যান্সেলরের সচিবালয়েরর সহকারী থেকে ডেপুটি রেজিস্ট্রার পদমর্যদার মোট ৩ জন অফিসার কর্মরত। তাদের কার্যক্রম সম্বন্ধে আমার বিশেষ ধারণা নাই।

(৩) রেজিস্ট্রার অফিস।

ভাইস-চ্যান্সেলর মহোদয়ের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থায়ী কর্মকর্তা হিসেবে রেজিস্ট্রার মহোদয় যাবতীয় প্রশাসনিক কার্যক্রম বাস্তবায়নে দায়িত্ব পালন করেন। তাই রেজিস্ট্রার মহোদয়ের দক্ষতা, দায়িত্বশীলতা ও ন্যায় নীতির উপর ভাইস-চ্যান্সেলর মহোদয় তথা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রমের অগ্রগতি ও স্বার্থকতা নির্ভরশীল। বর্তমানে রেজিস্ট্রার অফিসে ৪টি শাখায় মোট ৩৩ জন অফিসার কর্মরত আছেন। এত অফিসার সমন্বয়ে গঠিত একটি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার অফিস ও ভাইস-চ্যান্সলের সচিবালয় বেশ জমজমাট বটে। তবে কার্যক্ষেত্রে মনে হয় দেশের সচিবালয়ও হার মেনেছে। প্রায়শঃ আবেদন যথাযথ

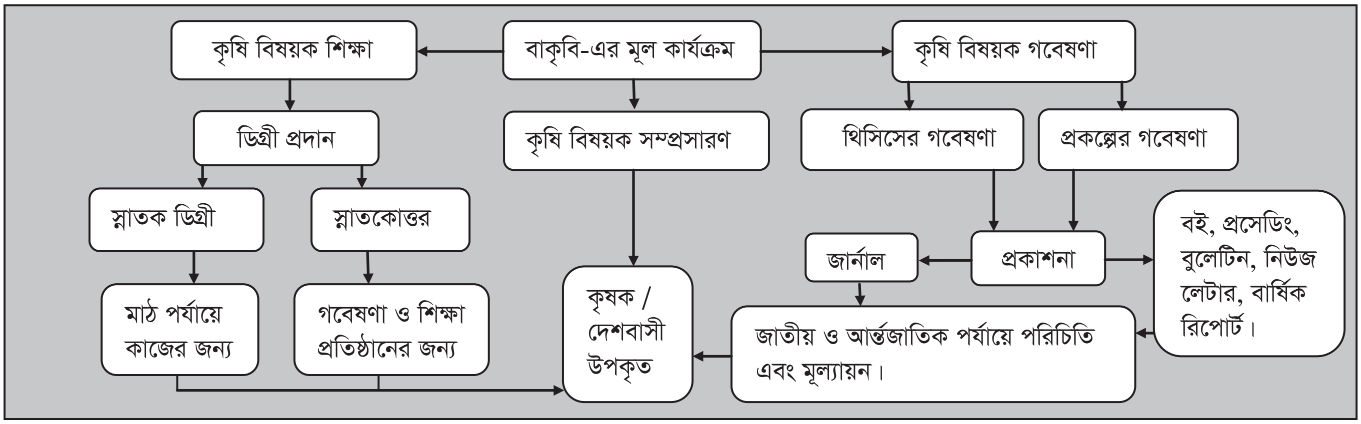

চিত্র- ১: বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এর মূল লক্ষ্য ও কার্যক্রমের রূপরেখা।

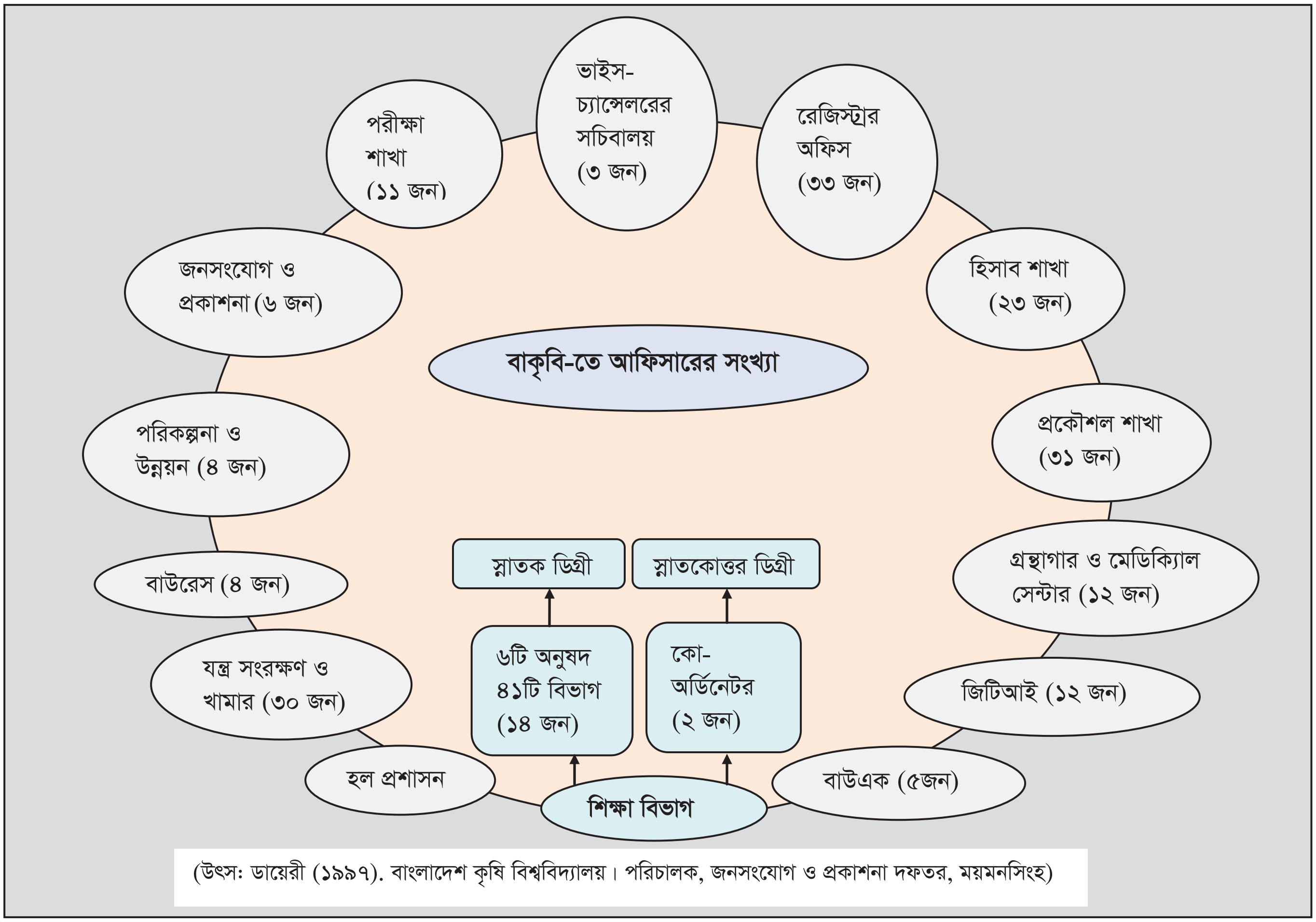

চিত্র- ২. বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যলয়ের বর্তমান প্রশাসনিক কাঠামো ও কার্যক্রমের অবস্থা (স্থায়ী পদে নিয়োজিত অফিসারের সংখ্যা)।

কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে সেখানে প্রেরিত হলেও তার পরিণতি আবেদনকারীর নিকট পৌছায়না। এরকম বহু নজীর রয়েছে যেমন- আমি বিগত ২৬-০২-১৯৯২ তারিখে (মেমো নং ৯৫/ ভিএম) ভেটেরিনারি মেডিসিন বিভাগে প্রফেসর পদে অনিয়মতান্ত্রিক উপায়ে নিয়োগের জটিলতা নিরসন কল্পে সুবিচারের আবেদন' শিরোনামে যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে আবেদন করি। কিন্তু তার কোন উত্তর এ পর্যন্ত পাইনি। এব্যাপারে সাধারণ শিক্ষক মাত্রই একমত পোষণ করবেন। এরূপ অবস্থায় ভুক্তভোগী শিক্ষক কাজের উদ্যম হারিয়ে ফেলেন।

(৪) হিসাব শাখা।

প্রশাসন শাখা, উন্নয়ন শাখা, ক্যাশ শাখা, বাজেট শাখা ও অডিট শাখা সমন্বয়ে বাকৃবি এর হিসাব শাখা গঠিত। এখানে মোট ২৩ জন অফিসার নিয়োজিত রয়েছেন। হিসাব শাখা মূলত সংস্থাপন শাখার অর্ডার অনুযায়ী অর্থ প্রদান করে থাকে। তবে বেতনের বিল ছাড়া প্রায়শঃ অন্যান্য খাতের উত্তোলনের বিপত্তি ঘটে। আমি কেবল আমার একটি অভিজ্ঞতা থেকে উদাহরণ তুলে ধরছি। ১৯৯৫-'৯৬ সালে 'বাংলাদেশ ভেটেরিনারি জার্নাল' প্রকাশের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ হিসাব শাখায় অনুদানের অর্থের জন্য আবেদন করি (মেমো নং ১৩৪ / বিভিজে, তারিখ ০৪-০৪-১৯৯৬)। উল্লেখ্য, আমার প্রেরিত সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র আমার বিল থেকে খুলে নিয়ে অন্য জার্নালের জন্য অনুদানের অর্থ বরাদ্দ করা হয়। কয়েকমাস পর যখন এই কেলেংকারী ফাঁস হয়ে যায় তখন আমি কোষাধ্যক্ষর নিকট বিষয়টি জানিয়ে আবেদন করি (মেমো নং ১৫৮ / বিভিজে, তারিখ ১১-০৬-১৯৯৬)। কিন্তু তার কোন বিচার হয়েছে কিনা আমার জানা নেই। কোন অর্থ উত্তোলনের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ শিক্ষকদের হিসাব শাখা পর্যন্ত দৌড়াদৌড়ি না করলে কাজ হয় না। এটা ভুক্তভোগী মাত্রই জানেন। সুতরাং বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রমকে সুষ্ঠুভাবে পালন ও উন্নয়নের জন্য হিসাব শাখার কার্যক্রমকে বিকেন্দ্রীকরণ করা আত্যাবশ্যক।

(৫) পরীক্ষা শাখা।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরীক্ষা শাখা একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শাখা। বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা শাখায় মোট ১১ জন অফিসার কর্মরত আছেন। যে সব দেশে সেমিস্টার বা ট্রাইমিস্টার শিক্ষা পদ্ধতি চালু আছে সে সব দেশে কোন পরীক্ষা শাখা নাই। সেখানে পরীক্ষা সংক্রান্ত সব দায়িত্ব শিক্ষকরাই পালন করে। তবে মার্কসিট ও সাটিফিকেট ইস্যু করেন শিক্ষা বিষয়ক রেজিস্ট্রার। আমদের বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক শ্রেণিতে বার্ষিক পদ্ধতি এবং স্নাতকোত্তর শ্রেণিতে সেমিস্টার পদ্ধতি চালু আছে যা পৃথিবীর কোন দেশে আছে বলে আমার জানা নেই। শুধু তাই নয়, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতক শ্রেণির পরীক্ষা সংক্রান্ত দায়িত্ব পালন করে বিভাগীয় প্রধান, ডীন ও পরীক্ষা শাখা। অনুরূপ স্নাতকোত্তর শ্রেণির পরীক্ষা সংক্রান্ত দায়িত্ব পালন করে শিক্ষা বিভাগ, কো-অর্ডিনেটর ও পরীক্ষা শাখা। তবে শিক্ষা বিষয়ক রেজিস্ট্রার থাকা সত্ত্বেও মার্কসিট পরীক্ষা শাখা ইস্যু করলেও সাটিফিকেট ইস্যু করেন রেজিস্ট্রার মহোদয়।

(৬) বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার।

বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থগারে প্রায় ১৬ জন অফিসার কর্মরত রয়েছেন। গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনা প্রশাসনিক উপশাখা, সংগ্রহ ও বাঁধাই, পদ্ধতিকরণ, শ্রাব্য দর্শন ও রিপ্রোগ্রাফিক এবং পাঠক পরিচর্যা (লেনদেন শাখা, সাধারণ পুস্তকাগার, নির্দেশিকা প্রশাখা, সংরক্ষণ প্রশাখা) সমন্বয়ে গঠিত। আপাতঃদৃষ্টিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে কর্মরত অফিসারের সংখ্যা এবং ব্যবস্থাপনার কাঠামো দেখে মনে হওয়া স্বাভাবিক যে এটি একটি আধুনিক গ্রন্থাগার। তবে কার্যতঃ গ্রন্থাগারের কম বেশী সর্বত্রই অব্যবস্থার ছাপ সুস্পষ্ট। এক দিকে যেমন সাম্প্রতিক সংস্করণের কোন পুস্তক নাই, তেমনি অধিকাংশ জার্নালের ধারাবাহিকতা রক্ষিত হয়নি। ফলে জার্নালের হয়তো টাইটেল আছে কিন্তু প্রয়োজনীয় আর্টিকেলের ইস্যুটি পাওয়া সম্ভব হয়না। এছাড়া দেশী সব লেখকের পুস্তকও গ্রন্থাগারে সংগৃহীত হয়নি। অনেক বাঁধাই করা এমনও বই জার্নাল আছে যা বছরের পর বছর কেই খুলে দেখেনি। আবার অনেক জার্নাল বা পুস্তক আছে যার প্রয়োজনীয় অংশটুকু কেউ কেটে নিয়ে গেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারের কমিটিতে কারা রয়েছেন আমার জানা নেই। তবে অবস্থাদৃষ্টে মনে হয় উক্ত কমিটি গ্রন্থাগারের জার্নাল ও পুস্তক নিয়মিত ব্যবহারকারী কোন ব্যক্তি সমন্বয়ে গঠিত হয়নি।

(৭) জনসংযোগ ও প্রকাশনা দপ্তর।

জনসংযোগ ও প্রকাশনা অফিসে বর্তমানে ৬ জন অফিসার কর্মরত। প্রধানত এই দপ্তরটি সংবাদপত্র, বেতার ও টেলিভিশনের মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রচার কাজ পরিচালনা, বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন মাসিক ও বার্ষিক প্রকাশনা এবং উচ্চ শিক্ষা ও গবেষণামুলক প্রকল্পে ফটোগ্রাফিক সার্ভিস দেয়ার মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ের উজ্জ্বল ভাবমূর্তি গঠন কাজ করার কথা। কিন্তু বাস্তব ভিন্নতর।

(ক) বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন প্রতিবেদন বা অনুষ্ঠান নিয়মতান্ত্রিকভাবে সংবাদপত্র, রেডিও বা টেলিভিষনে প্রচার হয় কিনা আমার জানা নেই।

(খ) পাকিস্তান আমলে এবং বাংলাদেশের প্রথম দিকে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে যে একটি মাসিক পত্রিকা জনসংযোগ ও প্রকাশনা অফিস থেকে প্রকাশিত হতো তা আমরা অনেকেই ভুলে গেছি।

(গ) কয়েক বছরের সমন্বয়ে অনিয়মিতভাবে যে বার্ষিক রিপোর্ট জনসংযোগ ও প্রকাশনা অফিস থেকে প্রকাশিত হয় তার প্রেজেন্টেশন ও প্রিন্টিং অবস্থা দৃষ্টে মনে হয়না যে বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন দক্ষ ব্যক্তি দ্বারা সম্পাদনের কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

(ঘ) পৃথিবীর প্রায় সব বিশ্ববিদ্যালয় থেকে জার্নাল প্রকাশিত হয়। তবে আশ্চার্য হলেও সত্যি এই যে, এই বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত নিজস্ব কোন জার্নাল নাই। অথচ বিশ্ববিদ্যালয়ের ওরিয়েন্টেশন স্মরনিকায় ১২টি জার্নালের এক তালিকা দেয়া আছে যা নাকি বিশ্ববিদ্যালয় হতে প্রকাশিত। অথচ বর্ণিত সব জার্নালই কোন সমিতি বা সোসাইট কর্তৃক প্রকাশিত। আবার এর মধ্যে ৬টি জার্নালকে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বীকৃত জার্নাল (সাময়িকী) হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে (নং-শা-১/বিবিধ-১৮/১৪/৯৬১ / সংস্থাপন, তারিখ ২৭-১১-১৯৯৫)। এই ভুল তথ্য পরিবেশন বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য অগৌরবের।

(ঙ) এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্প্রতি প্রকাশিত ১৯৯৭ এর ডায়েরিও ত্রুটিমুক্ত নয়। উল্লেখ্য, উক্ত ডায়েরিতে বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত অনেক শিক্ষক ও কর্মকর্তার নামের বিপরীতে অফিস ও বাসার লোকাল ও ডাইরেক্ট টেলিফোন নম্বর দেয়া আছে। মজার ব্যাপার অধিকাংশ ডাইরেক্ট নম্বরগুলো ব্যক্তিগত। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক দেয় অফিসিয়াল ডাইরেক্ট টেলিফোন থেকে ব্যক্তিগত ডাইরেক্ট টেলিফোন নম্বর পৃথক দেখানো বাঞ্ছনীয় ছিল।

(৮) বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিক্যাল সেন্টার।

মোট আটজন ডাক্তার ও চারজন সেকশন অফিসার সমন্বয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিক্যাল সেন্টারের কার্যক্রম পরিচালিত। বাকৃবি এর মেডিকাল সেন্টারে কেবল মাত্র প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা রয়েছে।

(৯) যন্ত্র সংরক্ষণ শাখা।

বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ের যন্ত্র সংরক্ষণ শাখা বিভিন্ন পর্যায়ের মোট ১১জন অফিসার কর্মরত আছেন। আমার একটি মাত্র অভিজ্ঞতা বর্ণনায় এ শাখা সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যাবে বলে মনে করি। বিগত ১৯৯৫ সালের শেষার্ধে গবেষণা কাজে ব্যবহৃত মেডিসিন বিভাগের একটি ফ্রিজ নষ্ট হয়ে যায়। সংশ্লিষ্ট শাখায় চিঠি লিখে মেকানিক্স আনা হয়। কয়েক দিন পরীক্ষা নিরীক্ষা করে তারা জানায় ফ্রিজটি মেরামত করতে প্রায় দুই হাজার টাকা লাগবে। তারা আরও জানালো, যন্ত্র সংরক্ষণ শাখা থেকে মেরামত খরচ বহন করা সম্ভব নয়। উপায়ান্তও না দেখে শেষ পর্যন্ত ফ্রিজটি বিভাগীয় কন্টিজেন্সির খাত থেকে টাকা দিয়ে মেরামত করা হয়। বিভাগের কন্টিজেন্সির খাত মূলত শিক্ষার উপকরণের জন্য ব্যবহার হওয়ার কথা। অপর দিকে যন্ত্র সংরক্ষণ শাখার কন্টিজেন্সির বরাদ্দকৃত অর্থ বিশ্ববিদ্যালয়ের যন্ত্রপাতি মেরামত ও সংরক্ষণের জন্য ব্যবহার হওয়ার কথা।

(১০) পরিকল্পনা ও উন্নয়ন শাখা।

বিশ্ববিদ্যলয়ের পরিকল্পনা ও উন্নয়ন শাখা একজন পরিচালকের নেতৃত্বে দু'জন উপ-পরিচালক ও দু'জন সহকারী পরিচালক সমন্বয়ে গঠিত। পরিকল্পনা ও উন্নয়ন শাখার কার্যক্রম ও ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে আমার মত একজন সাধারণ শিক্ষকের জানা না থাকায় কোন মন্তব্য করা সম্ভবপর নয়।

(১১) বিশ্ববিদ্যালয় প্রকৌশল শাখা।

বিশ্ববিদ্যালয় প্রকৌশল শাখা মোট পাঁচটি উপশাখা (প্রশাসন, স্টোর, পূর্ত বিভাগ-১, পূর্ত বিভাগ-২ ও বিদ্যুৎ বিভাগ) সমন্বয়ে গঠিত। এই শাখায় মোট ৩১ জন অফিসার কর্মরত। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকৌশল শাখার কাঠামো, ব্যবস্থাপনা, অফিসের অবস্থা ও অফিসারের সংখ্যা থেকে মনে হয় না এই শাখাটি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকৌশল বিষয়ক মেরামত ও সংরক্ষণের দায়িত্বে নিয়োজিত। ক্যাম্পাসে বসবাসকারী সাধারণ শিক্ষকগণ এই শাখাটি সম্পর্কে অত্যন্ত অসন্তষ্ট ও সন্ধিহান। এই শাখাটি সম্পর্কে আমার তীক্ত অভিজ্ঞতার শেষ নেই। এই শাখার অবস্থা পরিপূর্ণভাবে বোঝানোর জন্য আমি একটি উদাহরণ তুলে ধরছি। আমি ১৯৮৪ থেকে ১৯৯৪ পর্যন্ত প্রায় ১০ বছর ক্যাম্পাস্থ ই-২৩/৪ বাসার বাসিন্দা ছিলাম। বর্ষাকালে বাথরুম, পাক ঘরসহ একটা বেড রুমের দেয়াল চুয়ে পানি পড়তো। পাক ঘরে রান্নার সময় ও টয়লেটে ব্যবহারের সময় ছাতা ব্যবহার করতে হত। এছাড়া দেয়াল ড্যাম্প হয়ে বাসাটা প্রায় বাসের অনুপযোগী হয়ে পড়ে। বাসাটি মেরামত করার জন্য সংশ্লিষ্ট প্রকৌশল শাখায় কয়েক বছর ধরে পুনঃপুনঃ আবেদন করি। কোন ফল না পেলে শেষে বিশ্ববিদ্যালয়ের ই-২৩/৪ বাসাটি রক্ষার্থে মেরামত কাজের জন্য পুনঃ আবেদন করি। সেটাতেও কাজ না হলে মরিয়া হয়ে প্রকৌশল শাখায় মানবিক কারণ বাস অনুপযোগী ই-২৩/৪ বাসার মেরামত কাজের জন্য পুনঃ আবেদন করেও কোন কাজ হয়নি (মেমো নং ১২৯ / ডিএম, তারিখ ১৮-০৩-১৯৯২)। টেলিফোন করলে জানা যায় নির্বাহী প্রকৌশলী সাহেব অপিসে নাই সাইটে গেছেন। একদিন ত্যক্ত বিরক্ত হয়ে নিজেই অফিসে স্বশরীরে হাজীর হলাম। নির্বাহী প্রকোশলী সাহেবকে পাওয়া গেল। তিনি পরিষ্কার জানালেন, 'আমি এসব কাজ করিনা। এসব ওভারসিয়ারের কাজ।' এরূপ অবস্থায় আমি প্রচন্ড মানসিক চাপ বোধ করি। কিছু কিছু সহৃদয় সহকর্মী নিজ খরচেই বাসা মেরামত করার পরামর্শ দেন। আমি নিরুপায় হয়ে বাসা পরিবর্তনের আবেদন করি। সেই পরিপ্রেক্ষিতে ই-৩০/৪ বাসাটি আমার নামে বরাদ্দ হয়। ই-২৩/৪ থেকে উত্তম মনে করে আমি ই-৩০/৪ বাসায় উঠে আসতে দ্বিধা করলাম না। বাসা বরাদ্দের চিঠিতে (নং-শা-৭/বিবিধ-১১/৯৩/৩৬৮/সংস্থাপন. তারিখ ৩০-০৮-১৯৯৩) পরিষ্কার উল্লেখ ছিল যে, বরাদ্দকৃত বাসায় ১৫ দিনের মধ্যে না উঠলে বরাদ্দ বাতিলসহ এক বছরের মধ্যে আর কোন বাসা পাবো না। তাই সেভাবে বাসা বুঝে নিতে গিয়ে দেখি, বাসাটির একটি বাথরুমের বেসিন ভেঙ্গে মাটিতে পড়ে আছে, একটি কমোড ফাটা, বাথরুমের বীপ কক্ নেই ফলে অনবরত পানি পড়ছে। বাসার এইরূপ অবস্থা দেখে আমি আশ্চার্য হয়ে যাই। বাসা কোনরূপ মেরামত না করেই বাসা বরাদ্দের পূর্বে নির্বাহী প্রকৌশলী সার্টিফিকেট দিয়েছেন যে বাসা যথাযথভাবে মেরামত করা হয়েছে। এক্ষেত্রেও বরাদ্দকৃত বাসাটি মেরামতের জন্য আমি নির্বাহী প্রকৌশলী বরাবর আবেদন করি। সংশ্লিষ্ট একজন সহকারী প্রকৌশলীর নিকট থেকে আশ্বাস পাই যে, নিজ খরচে আপাতত ব্যাসিন কিনে বাসায় উঠে গেলে পরে আমার খরচকৃত টাকা পরিশোধ করে দেয়া হবে। আমি ঘোরপ্যাচ না বুঝে একটা ভাল বাসা পাবো এ আশায় প্রায় দু'হাজার টাকা সংশ্লিষ্ট সহকারী প্রকৌশলীর নিকট দিয়ে বরাদ্দকৃত বাসাটি মেরামত করার অনুরোধ করি। তিনি সে টাকা দিয়ে ব্যাসিন, বীপ কক্ সহ অন্যান্য দ্রব্যাদি ক্রয় করে বাসায় উঠার ব্যবস্থা করে দেন। আমাকে এই মর্মে আশ্বাস দেয়া হয় যে, বাসার পিছনে আমার খরচকৃত টাকা শ্রীঘ্রই প্রকৌশল শাখার কন্টিজেন্সি উঠিয়ে দেয়া হবে। বেশ কয়েক মাস অপেক্ষা করার পর কোন টাকা না পেয়ে আমি এই বিষয়ে নির্বাহী প্রকৌশলীর নিকট আবেদন করি (মোমা নং ৪০৮/ডিএম, তারিখ ০৫-০১-১৯৯৪)। এ বাসাতেও আমি নানা সমস্যায় ভুগছি। যথারীতি প্রকৌশল শাখায় চিঠি দেয়া হয় এবং কাজ হয়না। এভাবে চার বছর কেটে যায়। অবশেষে আমি তৎকালীন ভাইস-চ্যান্সেলর মহোদয়ের শরানাপন্ন হই। তিনি আমাকে আশ্বাস না দিয়ে হতবাক করে বললেন, 'ও তো আমরই কথা শুনে না'। ভাইস চ্যান্সেলর মহোদয়ের কথা শুনে আমি হতাশ হয়ে যাই। সেই দিনই আমি অনুধাবন করি বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থা কী এবং কোন দিকে যাচ্ছে।

(১২) ক্রীড়া প্রশিক্ষণ শাখা।

ক্রীড়া প্রশিক্ষণ শাখা সম্পর্কে আমার কোন ব্যক্তিগত যোগাযোগ বা অভিজ্ঞতা নাই।

(১৩) নিরাপত্তা শাখা।

বাকৃবি ডায়েরী (১৯৯৭) অনুযায়ী নিরাপত্তা শাখায় অফিসারের সংখ্যা তিন জন। যতদূর মনে পড়ে ১৯৮৪ সালে আমার আবাসিক এলাকাস্থ এস-১০ বাসায় দুর্ধর্ষ ডাকাতি সংঘটিত হবার পর নিরাপত্তা শাখার তৎপরতা বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে তাদের কার্যক্রমের কিছুটা সীমাবদ্ধতা আছে বলে আমার বিশ্বাস যা নিঃসন্দেহে ভীতিজনক। বিগত ১৫ জুন, ১৯৯৬ দুপুরে আমার ই-৩০/৪ বাসার ১২/১৩ বছরের এক কাজের মেয়েকে পাশের বাসার এক কাজের ছেলে (পরে জানা গেছে সে জনৈক প্রভাবশালী শিক্ষক নেতার প্রজেক্ট-এ কাজ করে) অসৎ উদ্দেশ্য চরিতার্থ করবার জন্য জোর করে ছাদে ধরে নিয়ে যায়। মেয়েটির চিৎকারে ছেলেটি পালিয়ে যায়। এব্যাপারে নিরাপত্তা শাখায় আমি ঘটনার বিবরণ দিয়ে আবেদন করি (নং ৪৩০ / ডিএম, তারিখ ২২-০৬-১৯৯৬)। কিন্তু নিরাপত্তা শাখা কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে বলে মনে হয়না। কারণ ছেলেটিকে এখনও ক্যাম্পাসে আমার বাসার আসে পাশেই নিঃসঙ্কোচে ঘুরাফেরা করতে দেখা যায়।

(১৪) পরিবহন শাখা।

আমার ব্যক্তিগত কোন অভিজ্ঞতা নেই।

(১৫) খামার ব্যবস্থাপনা শাখা।

খামার ব্যবস্থাপনা শাখায় ৫ জন অফিসার কর্মরত রয়েছেন। এ শাখা সম্পর্কে তেমন কোন অভিজ্ঞতা না থাকলেও গত বছর কয়েক মন গম কিনেছিলাম। গমের গঠন ভাল হলেও সংরক্ষণের ত্রুটির কারণে তাতে তেলাপোকার উৎকট গন্ধ বিদ্যমান ছিল যা খাবার অযোগ্য।

(১৬) ফার্ম, গার্ডেন ও অন্যান্য।

বিভিন্ন কৃষি, মৎস্য, ডেয়রি, পোল্ট্রি ফার্ম, গার্ডেন ইত্যাদি শাখায় প্রায় ১৫ জন অফিসার কর্মরত আছেন। পূর্বে (বাংলাদেশের প্রথম দিকে) এসব ফার্মে এত বেশী অফিসার কর্মরত ছিলেন না। অথচ আশ্চর্য তখনই বিশ্ববিদ্যালয়ের পুকুরের মাছ, ডেয়রি ফর্মের দুধ, পোল্ট্রি ফার্মের ডিম সহজলভ্য ছিল। এখন সেসব কতিপয় ভাগ্যবান শিক্ষক নেতা ছাড়া সাথারণ শিক্ষকগন চোখে দেখেন না। এসব ফার্মের বেহাল অবস্থার কারণ খুঁটিয়ে দেখা প্রয়োজন।

(১৭) স্নাতক শিক্ষা বিভাগ।

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে ৬টি অনুষদের মধ্যেমে ৬টি স্নাতক ডিগ্রী প্রদান করা হয়। এটি বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রমের মূল কাজ। কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠার সার্থকতা মুলত দেশের চাহিদা ভিত্তিক দক্ষতা সম্পন্ন গ্রাজুয়েট তৈরি করা। কিন্তু বাস্তবে কি বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় দেশের চাহিদা ভিত্তিক গ্রাজুয়েট তৈরি করছে? আবার যে সমস্ত গ্রাজুয়েট তৈরি হচ্ছে সে সব গ্রাজুয়েট কি যথেষ্ট দক্ষতা সম্পন্ন? আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় দুটো প্রশ্নের মন্তব্যই নেগেটিভ। প্রথমটির কারণ সরকার তথা নিয়োগকারী সংস্থার সাথে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন যোগসূত্র নাই। দ্বিতীয়টির কারণ বহুবিধ হলেও মুলত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গণতান্ত্রিক অধিকারর নামে ছাত্র শিক্ষকদের দলীয় রাজনীতিতে সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ এবং দলীয় দৃষ্টিকোণে ছাত্র ও শিক্ষক মুল্যায়নই দায়ী। কথাটা অপ্রিয় হলে সত্য এই যে, অনেক শিক্ষকের বিশেষ আনুকূল্য সাধারণ মেধাবী ছাত্রদের চেয়ে নেতা বা পাতি নেতা ছাত্ররাই লাভ করে থাকে। যেমন ঐ শ্রেণির ছাত্ররা ক্লাসে নিয়মিত অনুপস্থিত থাকা সত্ত্বেও বার্ষিক পরীক্ষায় অংশ গ্রহণে সুবিধা দেওয়া, তাদের নিয়মবহির্ভূতভাবে বিশেষ প্রিওডিক্যাল পরীক্ষা নেয়ার ব্যবস্থা করা, ফেল করা ছাত্রদের প্রথম শ্রেণি নম্বর লাভ ইত্যাদি। এছাড়াও শিক্ষা বিভাগের কন্টিজেন্সি বাজেটের অর্থ ব্যবহারিক ক্লাসের উপকরণ ক্রয়ে ব্যবহার না হয়ে অন্য খাতে ব্যবহারও কিছুটা হলেও দায়ী।

(১৮) স্নাতকোত্তর শিক্ষা বিভাগ।

বর্তমানে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এমএস এবং পিএইচডি স্নাতকোত্তর শ্রেণির কার্যক্রমের সাথে সক্রিয়ভাবে জড়িত। মজার ব্যাপার এই যে, এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে স্নাতক শ্রেণিতে বার্ষিক বা ট্রাডিশন্যাল পদ্ধতি এবং স্নাতকোত্তর শ্রেণিতে সেমিস্টার পদ্ধতি চালু আছে। উল্লেখ্য, বিশ্বের যে সব বিশ্ববিদ্যালয়ে সেমিস্টার বা ট্রাইমিস্টার পদ্ধতি চালু আছে সে সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শুধু গ্রেড, ওভারঅল গ্রেড পয়েন্ট ও প্রাপ্ত মার্কের মাধ্যমে ছাত্রদের মূল্যায়ন করা হয়। অপর দিকে যে সব বিশ্ববিদ্যালয়ে ট্রাডিশন্যাল বা বার্ষিক পদ্ধতিতে শিক্ষা দান করা হয় সে সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ক্লাস ও শতকরা মার্কের মাধ্যমে মূল্যায়ন করা হয়। অথচ বাকৃবি এর স্নাতকোত্তর শ্রেণির মূল্যায়ন ক্লাস বা বিভাগ ও গ্রেড উভয় পদ্ধতি করা হয়।

বিভিন্ন কারণে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর শ্রেণির প্রচলিত সেমিস্টার পদ্ধতিকে ম্লান করে দিয়েছে যেমন- ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষা পদ্ধতি, প্রশাসনিক অব্যবস্থা, শিক্ষক ও ছাত্রদের দলীয় রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ, গ্রন্থাগার ও গবেষণাগার ব্যবহারে শিক্ষকদের ঔদাসীন্য, বিভাগে সময়মত উপস্থিত না থাকা, চাকুরীরত ছাত্র-ছাত্রীদের গাইড করা এবং পরীক্ষায় মূল্যায়নে অনিয়ম ইত্যাদি। প্রশাসনকেও এই জন্য অনেকটা দায়ী করা হয়। কারণ শিক্ষকদের কাজের, মেধার কোনটার এখানে মূল্যায়ন হয় না। এখানে শুধুমাত্র এমএসসি ডিগ্রী নিয়ে, সুহৃদদের গবেষণার আর্টিকেলের শেষ প্রান্তে নাম যোগ করে, বিনা গবেষণায় রাজনীতির ছত্রছায়ায় প্রফেসর হওয়া যায়। অন্যদিকে এমনও দেখা গেছে একজন দলীয় রাজনীতিতে সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ না করে শিক্ষা জীবনে মেধার পরিচয় দিলো, পিএইচডি, পোস্ট-ডক্ট করলো, গবেষণা করলো, পর্যাপ্ত গবেষণাপত্র প্রকাশ করলো সে শিক্ষকের প্রকৃত মুল্যায়ন হয়না বরং পদে পদে তিনি বাধাপ্রাপ্ত হয়ে হতাশাগ্রস্থ হয়ে-কাজের স্পৃহা হারিয়ে ফেলেন।

(১৯) গবেষণা বিভাগ।

বাকৃবি রিসার্চ সিস্টেম (বাউরেস) বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা কার্য পরিচালনার করে থাকে। বাকৃবি এর দিনপুঞ্জি (১৯৯৭) অনুযায়ী বর্তমানে অগ্রসরমান গবেষণা প্রকল্পের সংখ্যা ৯০টি। এসব গবেষণা প্রকল্প বাহিরের প্রতিষ্ঠানের অথবা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থানুকুলে অথবা উভয় সংস্থার অর্থে পরিচালিত তা পরিষ্কার নয়। যদি বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থে কোন প্রকল্প পরিচালিত হয়ে থাকে তবে আমার এটিও জানা নেই যে, কি ভাবে প্রকল্প প্রক্রিয়ান্বিত হয়েছে। কারণ আমার মনে পড়ে না যে, বাউরেস বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থে পরিচালিত প্রকল্প আহ্বানের জন্য কোন দিন প্রচার দিয়েছে। তা হলে সে সব প্রকল্প কি ভাবে শিক্ষকদের মাঝে দেয়া হয় তা সহজেই অনুমেয়।

আশ্চার্যজনক হলেও সত্য এই যে, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকাশিত নিজস্ব কোন জার্নাল নেই। এমনকি বুলেটিন বা নিউজ লেটারও প্রকাশ করা হয়না। তা হলে বাউরেস এবং প্রকল্প পরিচালনা কিসের জন্য বোধগম্য নয়। অপরদিকে ১২টি সমিতি বা সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত জার্নালকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত জার্নাল হিসেবে দেখানো বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য নিশ্চয় সম্মানের নয়।

(২০) প্রশিক্ষণ ও সম্প্রসারণ বিভাগ।

আমার ধারণা জিটিআই এবং বাউএক শিক্ষিত কৃষক প্রশিক্ষণ ও সম্প্রসারণের দায়িত্ব পালন করে থাকে। তবে এ দু'টি প্রতিষ্ঠানের সম্প্রসারণ কার্যক্রম ও সম্প্রসারণ সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ বিষয়ক কোন প্রচার পত্র আমার নজরে আসেনি। তাই বিশ্ববিদ্যালয়ের শাখা দু'টি সম্পর্কে আমার বাস্তব ধারণা নেই বললেই চলে।

(২১) হল প্রশাসন ও ছাত্র ব্যবস্থাপনা।

বর্তমানে বাকৃবি'র হলের সংখ্যা ৯টি (ছাত্র হল-৮টি এবং ছাত্রী হল-১টি) প্রভোস্ট, হাইস টিউটর ও অফিস স্টাফের মাধ্যমে হল প্রশাসন একটি পদ্ধতির মাধ্যমে পরিচালিত। এক সময় হাইস টিউটর হিসেবে হল প্রশাসন সম্পর্কে আমার কিছু বাস্তব অভিজ্ঞতা হয়। এছাড়া ছাত্রদের সাথে আলাপ আলোচনা করে বুঝেছি, হল প্রশাসন বলতে যা বুঝায় তা বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ের হলে নেই। সদ্য স্নাতক ডিগ্রীপ্রাপ্ত এক ছাত্র জানালো, তার নামে অফিসিয়ালি কোন সিট বরাদ্দ ছাড়াই সে ৫/৬ বছর কাটিয়ে দিয়েছে। কারণ হিসেবে সে জানালো, হলের সিট যেসব ছাত্র রাজনীতি করে ও গ্রূপ সার্পোর্ট করে তাদের নামে বরাদ্দ দেয়া হয়। আর যেহেতু সে কোন সুনির্দিষ্ট দলের সদস্য নয় বা কোন দল সমর্থন করে না তাই তার নামে কোন সিট বরাদ্দ করা হয়নি। অবশ্য হলের সার্বিক প্রশাসনিক অবস্থা সম্পর্কে ছাত্র শিক্ষক সকলেই অবগত।

(২২) ছাত্র বিষয়ক বিভাগ ও প্রোক্টর অফিস।

এই দু'টি বিভাগে দলীয় অনুগত্যেও ভিত্তিতে শিক্ষক নেতাদের নিয়োগদান করা হয়। এছাড়া এই দু'টি বিভাগ সম্পর্কে আমার ব্যক্তিগত কোন অভিজ্ঞতা নেই।

(III) বাকৃবি: লক্ষ্য ও কার্যক্রম উন্নয়ন মহাপরিকল্পনা প্রণয়নে প্রস্তাব।

(১) বিশ্ববিদ্যালয়ের পবিত্র অঙ্গনকে দলীয় রাজনীতির কবল থেকে মুক্তকরণ।

বাকৃবি প্রতিষ্ঠার মূল লক্ষ্য ও কার্যক্রম (চিত্র-১) এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান সার্বিক অবস্থা (চিত্র-২) সম্পর্কে আমরা সবাই অবগত। কথাটা অপ্রিয় শোনালেও বাস্তব সত্য এই যে, বর্তমানে ইউনিভার্সিটি অব এডুকেশন, রিসার্চ এন্ড এক্সটেনশনের রূপরেখা পরিবর্তিত হয়ে আজ রূপান্তরিত হয়েছে ইউনিভার্সিটি অব পলিটিক্স এ্যান্ড অ্যাডমিনেস্ট্রেশন। অনেকে মনে করেন, এইরূপ অবস্থা সৃষ্টির কারণ মূলত কতিপয় শিক্ষক, ছাত্র ও কর্মচারীর সক্রিয়ভাবে দলীয় রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ এবং দলীয় মতের ভিত্তিতে প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ। অবশ্য অন্য পক্ষ মনে করেন, রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ গণতান্ত্রিক অধিকার। তাদের মতে, লোভ লালসা, ক্ষমতার মোহ ইত্যাদির উর্দ্ধে থেকে রাজনীতি করলে বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রমের বিঘ্ন ঘটবেনা। একথাটি ধোপে কতটা টেকে যখন দেখতে পাই বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল কর্মকান্ডে (নিয়োগ, গবেষণা, শিক্ষা, কমিটি গঠন ইত্যাদি) উত্তরোত্তর রাজনীতির প্রভাব বাড়ছে। এতে ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে মেধাবী ছাত্ররা- ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে ভবিষ্যত প্রজন্ম। অভিভাবকেরা মেধাবী ছেলের শেষ পরিণতি দেখে হতাশায় নিমজ্জিত। এই প্রসঙ্গে গত বছরের এক ঘটনা আমার মনে পড়লো। সন্ধ্যে বেলা এক উষ্ক খুষ্ক ভদ্রলোক আমার বাসায় এলেন। পরিচয়ে জানলাম, এক ছাত্রের অভিভাবক। ভদ্রলোক রেলওয়েতে চাকরী করেন। ছেলের অবস্থার কথা বলতে গিয়ে প্রায় কেঁদে ফেললেন। বললেন, রাজনীতি করে ছেলে তার শেষ হয়ে গেছে। অথচ ছেলেটি ছিলো ট্যালেন্ট পুলে বৃত্তি পাওয়া এবং ষ্টার মার্কস পেয়ে এসএসসি এবং এইচএসসি পাশ করা। একমাত্র এই ছেলেটিকে নিয়ে তিনি অনেক স্বপ্ন দেখেছিলেন যা এখন ভেঙ্গে খান খান হয়ে গেছে। রাজনীতি করতে গিয়ে ছেলেটির জীবন থেকে দু'বছর বেকার চলে গেছে। এখন ছেলেটির চৈতন্যোদয় হয়েছে। পরীক্ষা দিয়েছে কিন্তু ভাল হয়নি। এবারের মত উৎরে গেলে তার হয়তো শেষ রক্ষা হয়।

উপরোক্ত ঘটনার আমি প্রত্যক্ষ সাক্ষী। এরূপ কত পিতার সন্তান বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজনীতির বেড়াজালে আটকে জীবন নষ্ট করেছ তার হিসেব কে রাখে? বাংলা ছাড়া বিশ্বের কোন উন্নত দেশে শিক্ষা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানে দলীয় রাজনীতি করার নজির নেই। বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্বিক পরিস্থিতি দেখে আর বলার অপেক্ষা রাখেনা এই অবক্ষয়ের জন্য মূলত কে দায়ী। 'যিনি জ্ঞানী, বিজ্ঞান সাধক ও সত্যের সন্ধানী, তাঁকে তো প্রদর্শন করতে হয়না, তিনি আপনা আপনি বিকরণ করেন।' কথাটি ঠিক। কিন্তু আকাশে মেঘ জমলে সূর্য ও চন্দ্র বিকিরণ কি মর্তে এস পৌছাতে পরে? তাই প্রয়োজন নিজকে উদ্ভাসিত করার মত পরিবেশ ও কাজের মূল্যায়ন। বিশ্ববিদ্যালয় একটি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান। তাই এপ্রতিষ্ঠানের কর্মকান্ডের উন্নয়নে বিশ্বের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ন্যায় দলীয় রাজনীতি মুক্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

(২) বিশ্ববিদ্যালয়ের গণতান্ত্রিক অধ্যাদেশ বাস্তবায়ন প্রসঙ্গে।

দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের মত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যেখানে দলাদলির রাজনীতি তুঙ্গে সেখানে গণতান্ত্রিক অধ্যাদেশ কার্যকর হলে দলাদলির রাজনীতিটা পূর্ণতা লাভ করে। তবে অনেকের মতে, ডীন ও ভাইস-চ্যান্সেলর নির্বাচনের প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকতে পারে একটি ক্রাইটেরিয়া সাপেক্ষে। আর সেটি একডেমিক ক্রাইটেরিয়া, সৃজনশীল কর্মতৎপরতা, মৌলিক গবেষণাপত্র, অভিজ্ঞতা এবং নেতৃত্বদানের সুনির্দিষ্ট প্রমাণের উপর ভিত্তি করে। আমার মতে, একাডেমিক গবেষণা প্রতিষ্ঠানের প্রধান হতে হলে আরও সুনির্দিষ্ট ভাবে হওয়া প্রয়োজন যেমন- পয়েন্টের উপর ভিত্তি করে ক্যালকুলেশনের মাধ্যমে প্রাথমিক পর্যায়ে যোগ্যতাসম্পন্ন প্রার্থী নির্বাচন করলে বিশ্ববিদ্যালয়ের মত পবিত্র অঙ্গনে ক্ষতিকর দলাদলির রাজনীতিটা হ্রাস পাবে। পয়েন্ট ক্যালকুলেশনের উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, একাডেমিক ক্যারিয়ারে প্রথম শ্রেণীর জন্য ২ পয়েন্ট, দ্বিতীয় বিভাগের জন্য ১ পয়েন্ট, পিএইচডি ডিগ্রীর জন্য ৩ পয়েন্ট এবং পোস্ট ডক্ট ফেলোর জন্য ১ পয়েন্ট, আবার প্রতি প্রকাশিত পূর্ণ আর্টিকেললের প্রথম অথারশিপের জন্য ১ পয়েন্ট এবং শর্ট কমিনিকেশনের জন্য ০.৫ পয়েন্ট। এছাড়া পুস্তক রচনার জন্য (দুই শত পৃষ্ঠার উর্দ্ধে) বই প্রতি ১ পয়েন্ট, বিভাগীয় প্রধানের জন্য ১ পয়েন্ট এবং ডীনের দায়িত্ব পালনের জন্য ২ পয়েন্ট হিসেবে ক্যালকুলেশন করে সর্বোচ্চ পয়েন্টধারী ব্যক্তি ডীন ও ভাইস-চ্যান্সেলর নির্বাচনের যোগ্যতা হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। এইরূপ নিয়মে বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল নিয়োগ ও কর্মকান্ডে প্রযোজ্য হলে শিক্ষকবৃন্দ দলাদলির রাজনীতি ছেড়ে শিক্ষা, গবেষণা ও প্রকাশনায় আত্মনিয়োগ করবে।

(৩) বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসন ও বাজেট বিকেন্দ্রীকরণ।

ক. বর্তমানে বাকৃবি একটি প্রশাসনিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে (চিত্র- ২)। ফলে রাজনীতির পাশাপাশি অহেতুক প্রশাসনিক জটিলতা ও অনিয়ম বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রমকে ব্যাহত করেছে। অতএব, শিক্ষা ও গবেষণার অবক্ষয় রোধ ও উন্নয়নের জন্য একটি বিকেন্দ্রীকরণ প্রশাসনিক কাঠামো দেয়া হ'ল (চিত্র- ৩)। প্রস্তাবিত বিকেন্দ্রীকরণ কাঠামো অনুযায়ী ফ্যাকাল্টি বা কলেজ প্রধানের নেতৃত্বে সংশ্লিষ্ট প্রশাসন, অর্থ, শিক্ষা, সংরক্ষণ, মেরামত ইত্যাদির দায়িত্ব পালন করার প্রস্তাব করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার, কোষাধ্যক্ষ ও সংশ্লিষ্ট প্রশাসনিক প্রধান (অফিস) কো-অর্ডিনেটর হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন।

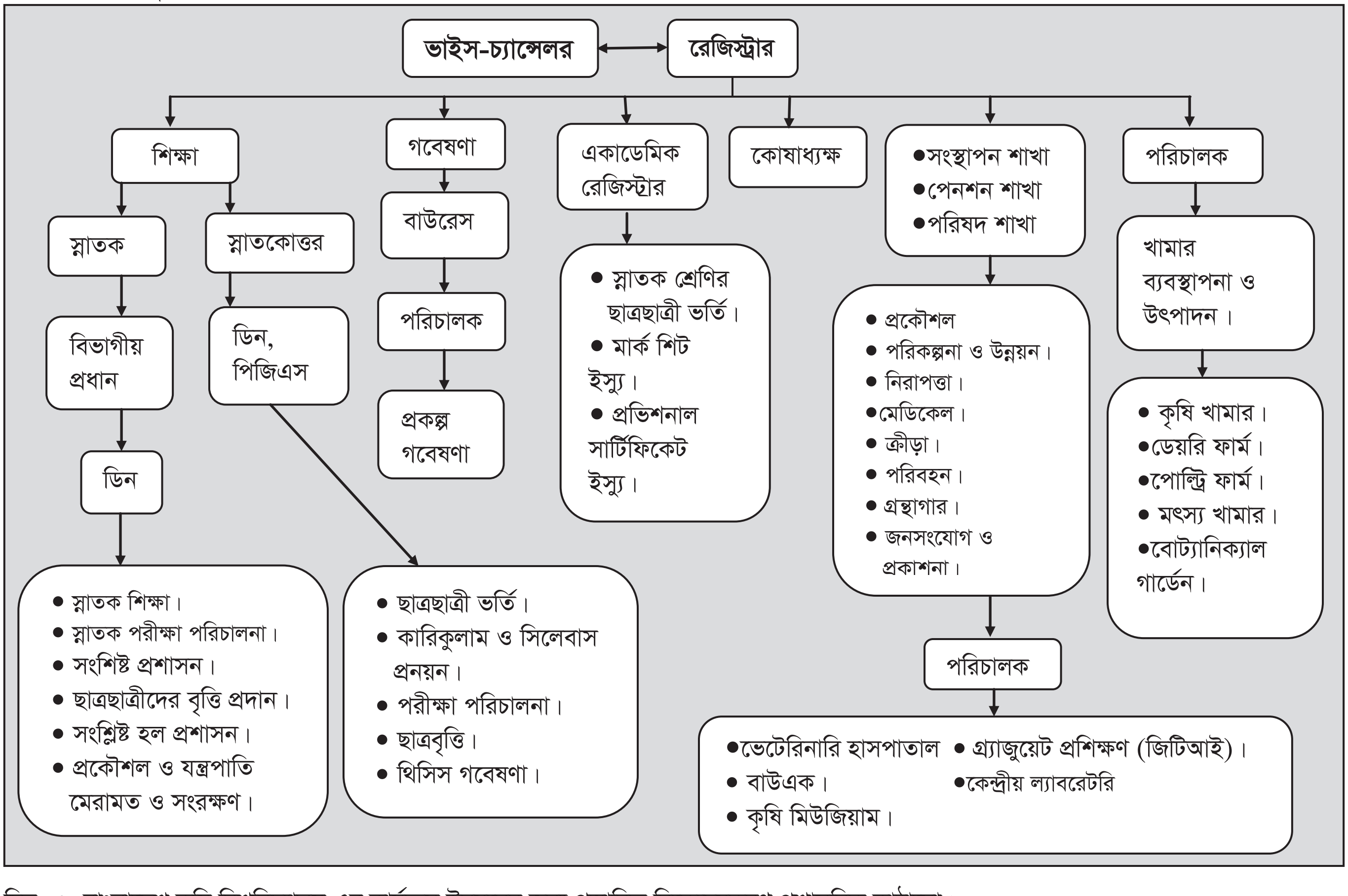

চিত্র- ৩. বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এর কার্যক্রম উন্নয়নের জন্য প্রস্তাবিত বিকেন্দ্রয়করণ প্রশাসনিক কাঠামো।

খ. বর্তমানে ডেপুটি রেজিস্ট্রার (শিক্ষা), পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক, কো-অর্ডিনেটর, বাউরেস প্রতিষ্ঠানের কিছু কিছু কাজের পুনরাবৃত্তি দেখা যায় যেমন- ইউ.জি.সি, এন.এসটি ইত্যাদি গবেষণা প্রকল্প, বাউরেস ও ডেপুটি রেজিস্ট্রার (শিক্ষা) প্রক্রিয়ান্বিত করে থাকে। স্নাতকোত্তর শ্রেণির পরীক্ষা ও ফলাফল সংশ্লিষ্ট বিভাগ, কো-অর্ডিনেটর ও পরীক্ষা শাখা পরিচালনা করে থাকে। কিন্তু প্রস্তাবিত বিকেন্দ্রীকরণ পদ্ধতিতে সংশিষ্ট বিভাগীয় প্রধান ও ডীন স্নাতক শ্রেণির এবং বিভাগীয় প্রধান ও ডীন, পোস্ট-গ্যাজুয়েট স্ট্যাডিজ (পিজিএস) স্নাতকোত্তর শ্রেণির পরীক্ষার যাবতীয় কার্যক্রম সম্পন্ন করবে এবং একাডেমিক রেজিস্ট্রার ফলাফল প্রকাশ, মার্ক সিট, সার্টিফিকেট ইত্যাদি ইস্যুর দায়িত্বে থাকবে। এই ব্যবস্থায় পরীক্ষা সংক্রান্ত জটিলতা হ্রাস পাবে এবং একটি বিশাল পরীক্ষার শাখার বিলুপ্তি ঘটবে।

গ. প্রতিটি ছাত্র হোস্টেলে বা সকল অনুষদের ছাত্ররা থাকে। ফলে প্রভোস্ট ও হাউজ টিউটর যে অনুষদের শিক্ষক সে অনুষদের ছাত্ররা প্রভোস্ট ও হাউজ টিউটরদের মান্য করলেও রাজনৈতিক কারণে অন্য অনুষদের ছাত্ররা অনুগত থাকেনা। আবার ছাত্র বৃত্তির টাকা হল প্রশাসন অনুষদের ডীনের রিপোর্টের (ক্লাস হাজিরা) উপর ভিত্তি করে বিতরণ করে। সে কারণে হলে ছাত্রদের বৃত্তির টাকা প্রদানের জটিলতা দেখা দেয়। তাই যদি অনুষদ ভিত্তিক হল হয় এবং সেই ভাবে হল প্রভোস্ট ও হাউজ টিউটর নিয়োগ (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে) হয় তবে হল প্রশাসনের অনেক জটিলতা দূর হবে।

ঘ. বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ের বাজেটের সকল অর্থ কোষাধ্যক্ষের অধীনে ন্যাস্ত। ফলে প্রতিটি ক্ষেত্রে (বেতন ছাড়া) টাকা উত্তোলনে জটিলতা দেখা দেয়। এতে শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম ব্যাঘাত সৃষ্টি হয়। তাই বিশ্ববিদ্যালয়ের বাজেট অনুষদ ভিত্তিক হওয়া বাঞ্ছনীয়। কোয়ার্টার অনুযায়ী প্রতিটি অনুষদের বাজেট ডীন মহোদয়ের অধীনে বিকেন্দ্রীকরণ করা প্রয়োজন। বাজেট অনুযায়ী বিভাগীয় প্রধান ও ডীন মহোদয় অর্থ খরচ করে তার হিসেব সমন্বয় সাধন করবেন। আর কোষাধ্যক্ষ মহোদয় থাকবেন হিসাব শাখার কো-অর্ডিনেটর।

(৪) প্রকৌশল ও যন্ত্রপাতি সংরক্ষণ ব্যবস্থার উন্নয়ন।

আমার মত অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকের মতে বাকৃবি এর প্রকৌশল শাখার দায়িত্ব পালনের অবস্থা অত্যন্ত হতাশাব্যঞ্জক। তাইএসব শাখার দায়িত্ব অনুষদ ভিত্তিক হলে অনুষদ ভিত্তিক ছাত্র হল, শিক্ষা ও গবেষণা ভবন, শিক্ষক ও কর্মচারীদের বাস ভবনের সংরক্ষণ ও মেরামতের কাজ সুষ্ঠু ও সহজতর হবে। অথবা ক্যাম্পাসের বাসায় বসবাসের জন্য যে ভাড়া কেটে নেয়া হয় তার অর্ধেক পরিমাণ প্রতিটি বাসা মেরামতের জন্য নির্দিষ্ট করে দেয়া প্রয়োজন। যার নামে বাসা বরাদ্দ করা হয়েছে উক্ত অর্থ তার অনুমতি সাপেক্ষে প্রকৌশল শাখা বাসার মেরামত কাজ সম্পন্ন করবেন।

(৫) বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা উন্নয়ন।

ক. দেশের চাহিদা অনুযায়ী যথেষ্ট দক্ষতা সম্পন্ন কৃষি বিষয়ক গ্রাজুয়েট তৈরি করা বাকৃবি প্রতিষ্ঠার প্রধান উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য। বাকৃবি থেকে বর্তমানে ৬টি অনুষদের মাধ্যমে ৬টি স্নাতক ডিগ্রী প্রদান করা হয়। বর্তমানে কৃষি অর্থনীতে ও গ্রামীণ সমাজ বিজ্ঞান অনুষদ এবং কৃষি প্রকৌশল ও কারিগরি অনুষদ থেকে স্নাতক ডিগ্রী প্রাপ্তদের কোন চাকরী হচ্ছেনা। অর্থাৎ এসব গ্রাজুয়েটদের চাহিদা দেশে অত্যন্ত সীমিত। অপর দিকে এ প্রতিষ্ঠান থেকে পশু সম্পদের উপর দু'টি পৃথক ডিগ্রীর (ডিভিএম এবং বিএসসি এএইচ) ভবিষ্যত অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। সরকারের (সংশ্লিষ্ট বিষয়ে চাকরী নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ) চাহিদা অনুযায়ী পশু সম্পদের উপর পূর্ণাঙ্গ এক ধরনের গ্রাজুয়েট তৈরির উদ্দেশ্য ভেটেরিনারি কলেজ (সিলেট ও চট্রগামে) সম্প্রতি চালু হয়েছে। উক্ত দু'টি কলেজ থেকে পশু সম্পদের উপর পূর্ণাঙ্গ ডিগ্রীধারীরা বের হলে পরিস্থিতি জটিল থেকে জটিলতর হবে। তাই এই বিষয়ে একটি সিদ্ধান্ত এখনই নিতে হবে। অর্থাৎ সকল প্রতিষ্ঠান থেকে পশু সম্পদের উপর একই কারিকুলামে এবং একটি নামকরণে ডিগ্রী প্রদান করার জন্য বাকৃবিকে এখনই উদ্যোগ নিতে হবে।

খ. যথেষ্ট দক্ষতা সম্পন্ন গ্রাজুয়েট তৈরির জন্য যুগোপযোগী কারিকুলাম, সিলেবাস এবং তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক বিষয়ে যথোপযুক্ত পাঠ দান ব্যবস্থা থাকা আবশ্যক। এছাড়া প্রয়োজন সুনির্দিষ্ট একাডেমিক ক্যালেন্ডার, লেকচার সিডিউল, দক্ষ ও যোগ্যতা সম্পন্ন শিক্ষক এবং গবেষণাগারের ব্যবস্থা ও ব্যবহার।

গ. বর্তমানে বাকৃবিএ স্নাতক শ্রেণিতে বার্ষিক বা ট্র্যাডিশনাল এবং স্নাতকোত্তর শ্রেণিতে সেমিস্টার পদ্ধতি চালু রয়েছে। একই প্রতিষ্ঠানে দু'পদ্ধতিতে শিক্ষা দান কোন যুক্তিতেই গ্রহণীয় হতে পারেনা। দলীয় রাজনীতি মুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সেমিস্টার পদ্ধতি সবদিক থেকে উত্তম।

ঘ. যথেষ্ট দক্ষতা সম্পন্ন গ্রাজুয়েট তৈরি এবং মাঠ পর্যায়ে সমস্যার উপর ভিত্তি করে গবেষণা প্রকল্প পরিচালনা করার জন্য প্রয়োজন বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিল্ড স্টেশন ও ইন্টার্নীশিপ প্রোগ্রাম। বিশেষ করে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেটেরিনারি অনুষদ থেকে যথেষ্ট দক্ষতা সম্পন্ন গ্রাজুয়েট তৈরির জন্য ফিল্ড স্টেশন ও ইন্টার্নীশিপ প্রোগ্রাম অতি জরুরী। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, বিশ্বের প্রায় সব দেশেই ভেটেরিনারি অনুষদের ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রমের জন্য বাঘাবাড়িঘাট, পাবনা এবং সাভার, ঢাকা ফিল্ড স্টেশনের জন্য অত্যন্ত উপযোগী। ভেটেরিনারি ইন্টার্নশীপ চালুর পূর্বে প্রয়োজন বাকৃবিতে ইন-ডোর প্যাসেন্ট বিশিষ্ট পশু হাসপাতাল চালু করা।

ঙ. ক্লাসে ডিকটেশন দিয়ে নোট দেয়া কোন ক্রমে যুক্তিসঙ্গত নয়। ক্লাসে বুঝিয়ে দেয়ার পরিবর্তে ডিকটেশন দিলে ছাত্র-ছাত্রীরা শিক্ষকের প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলে। তখন তারা ক্লাস করা, গ্রন্থগারে বই, জার্নাল দেখার পরিবর্তে নোট সংগ্রহ বা ফটোকপির দিকে ঝুঁকে পড়ে। ক্লাসে শিক্ষক যদি পাঠ্য বিষয় সহজ করে বুঝিয়ে দেন তবে ছাত্ররা বইয়ের সহায়তায় নিজেরাই নোট তৈরি করতে সক্ষম হবে।

চ. সকল ক্লাসে ছাত্রছাত্রীদের হাজিরা শতকরা ৭৫ ভাগ নিশ্চিত করতে হবে। ক্লাসে হাজিরা শতকরা ৭৫ ভাগের কম হলে বার্ষিক পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করতে না দেয়ার কড়াকড়ি নিয়ম কার্যকর করতে হবে।

ছ. কোর্স সমাপ্ত হবার পর শিক্ষক ক্লাসের প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীকে তার পাঠদান ও কোর্স সম্মন্ধে মতামত দেয়ার জন্য একটি ফরম পূরণ করতে দিবেন। শুধু

টিক মার্ক (গ্রেডিং) দিয়ে ছাত্রদের স্বাক্ষর বিহীন মতামত গ্রহণ শিক্ষকতার মান উন্নয়নে সাহায্য করবে। এরূপ ছাত্রছাত্রীদের মতামতের মাধ্যমে শিক্ষকদের মুল্যায়নের ব্যবস্থা করা যাবে। তবে প্রচলিত শিক্ষক ও ছাত্রদের দলীয় রাজনীতির পরিস্থিতিতে এই পদ্ধতিতে শিক্ষকদের মুল্যায়ন সঠিক না হবারই সম্ভাবনা বেশী।

জ. বিশ্ববিদ্যালয়ের জ্যেষ্ঠ শিক্ষকদের ক্লাশে পাঠদান অপেক্ষা প্রশাসনিক কর্মকান্ডে উৎসাহী হতে বেশী দেখা যায়। কারণ প্রশাসনিক কর্মকান্ডে রয়েছে অতিরিক্ত অর্থ ও ক্ষমতার আকর্ষণ। অন্যদিকে একাডেমিক ও গবেষণা সেরূপ আকর্ষণীয় নয়। তাই একাডেমিক ও গবেষণায় উৎসাহ দানের ব্যবস্থা রাখতে হবে।

ঝ. বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল দলীয় নিয়োগ বন্ধ করে পয়েন্টের ভিত্তিতে (ক্রমিক নং ২ দ্রষ্টব্য) নিয়োগ ও প্রমোশনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

ঞ. প্রত্যেক শিক্ষক অথবা ২ জন শিক্ষকের গ্রূপের জন্য এক বছর মেয়াদী অন্তত একটি করে বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থে (বিশ হাজার টাকার) পরিচালিত প্রকল্প থাকা বাঞ্ছনীয়। এই উদ্দেশ্যে প্রতি বছর বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা শাখার (বাউরেস) পরিচালক প্রতিটি শিক্ষকের নিকট থেকে এক বছর মেয়াদী গবেষণা প্রকল্প আহ্বান করবেন। অতঃপর সে সব প্রকল্প সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞ কমিটির মাধ্যমে সংশোধন ও পরিবর্ধন করে সংশ্লিষ্ট শিক্ষক বা শিক্ষক গ্রূপের প্রধান গবেষককে কাজটির জন্য অনুমোদন দিবেন। তবে প্রতিটি প্রকল্পের একটি উদ্দেশ্য (টারগেট বেসড) থাকবে এবং ধারাবাহিকতা রক্ষা করে পরবর্তী বছর গুলোতে গবেষণা চালিয়ে যেতে হবে। অবশ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের এসব প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য নিম্নোক্ত প্রধান শর্ত থাকা প্রয়োজন।

- প্রথমত প্রকল্প বাজেটের সমুদয় অর্থ একালীন প্রকল্প শুরু হওয়ার প্রথম মাসেই হস্তান্তর করতে হবে।
- দ্বিতীয়ত বাকৃবি এর যেহেতু কোন নিজস্ব জার্নাল নেই। তাই নিদেন পক্ষে একটি জার্নাল (*Bangladesh Agricultural University Journal of Research*) প্রকাশের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। উক্ত জার্নালের এডিটরিয়াল বোর্ড গঠিত হবে প্রতিটি অনুষদের একজন করে শিক্ষক নিয়ে যাদের পয়েন্ট সংখ্যা সর্বোচ্চ হবে। উক্ত প্রকল্পের সকল গবেষণার ফলাফল বিশ্ববিদ্যালয়ের জার্নালে প্রকাশ করতে হবে। জার্নালে প্রকাশিত আর্টিকেলের ভিত্তিতে প্রতি বছর ৬ জন শিক্ষককে 'গবেষণা এয়ার্ড' (দশ হাজার টাকা গবেষণা প্রতি) দেয়ার ব্যবস্থা থাকতে হবে।
- তৃতীয়ত বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্যেক শিক্ষক প্রতি বছর অন্তত একটি গবেষণা আর্টিকেল প্রকাশ করবেন। এতে ব্যর্থ হলে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাভাবিক ক্লাস লোডের নিচে ক্লাস থাকলে বার্ষিক ইনক্রেমেন্ট স্থগিত রাখার ব্যবস্থা থাকতে হবে।

ট. আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয়, সংশ্লিষ্ট কলেজ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সাথে শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রমের অগ্রগতি বিনিময়ের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন, জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের আর্থিক সহায়তায় (ফেলোশীপ) স্যাব্যাটিক লীভের ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।

(৬) বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবহন শাখা।

বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবহন ব্যবস্থা মূলত প্রশাসনিক কাজের জন্য। তাই শিক্ষা, গবেষণা ও সম্প্রসারণ কাজে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবহন ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।

(৭) গ্রন্থাগার সুবিধাদি ও ব্যবস্থাপনা।

বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারের ধারাবাহিকতা রক্ষা করে দেশে প্রকাশিত সকল কৃষি বিষয়ক জার্নাল, পুস্তক, প্রসেডিং এবং বিদেশে প্রকাশিত প্রয়োজনীয় পুস্তক ও জার্নাল যোগান দেয়া প্রশাসনের একটি পবিত্র দায়িত্ব। এছাড়া যে সব জার্নাল বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে নাই সে সব জার্নালের কোন আর্টিকেলের প্রয়োজন হলে তা সংগ্রহের জন্য যে কোন শিক্ষককের সুপারিশই যথেষ্ট হতে হবে।

(৮) জনসংযোগ ও প্রকাশনা শাখার ব্যবস্থাপনা।

বাকৃবি এর নিয়মিত কোন প্রকাশনা নাই। এছাড়া অনিয়মতিভাবে প্রকাশিত বার্ষিক রিপোর্ট অত্যন্ত নিম্নমানের। জনসংযোগ ও প্রকাশনা শাখা প্রধানত বিভিন্ন সংবাদপত্রে সংবাদ সংগ্রহ, বার্ষিক ক্যালেন্ডার ছাপানো, বিভিন্ন সভাসমিতির ফটোগ্রাফিতে কার্যপরিধি সীমাবদ্ধ রেখেছে। অথচ এই শাখার মাধ্যমেই বিশ্ববিদ্যালয় জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে পরিচিত হয়। তাই এ শাখার কার্যক্রমকে নিয়মতান্ত্রিক পর্যায়ে নিম্নোক্তভাবে পরিচালিত করা যায়।

ক. একটি সম্পাদনা ও প্রকাশনা কমিটি গঠন করা প্রয়োজন। প্রতি অনুষদ থেকে একজন করে বিশেষ করে যাদের পুস্তক, জার্নাল, রিপোর্ট ইত্যাদি রচনার অভিজ্ঞতা আছে তাদের নিয়ে কমিটি গঠন করতে কবে। সেক্ষেত্রে অতিরিক্ত এই কাজের জন্য বার্ষিক কিছু ভাতার ব্যবস্থা থাকলে ভাল হয়।

খ. বিশ্ববিদ্যালয়ের বুলেটিন প্রতি মাসে এবং বার্ষিক রিপোর্ট প্রতি বছরের জানুয়ারীতে নিয়মিত প্রকাশের ব্যবস্থা করতে হবে।

গ. বুলেটিন প্রধানত রিভিউ আর্টিকেল ও বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন সংবাদ প্রকাশের ব্যবস্থা থাকতে হবে। রিভিউ আর্টিকেল লেখার জন্য শিক্ষকদের পারিশ্রমিক দেয়ার ব্যবস্থা থাকতে হবে।

ঘ. বিশ্ববিদ্যালয়ের এসব প্রকাশনা বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানের প্রকাশনার সাথে বিনিময় কার্যক্রম চালু করতে হবে।

ঙ. প্রত্যেক শিক্ষককে এক কপি করে এবং বিভিন্ন শাখা ও হলে ছাত্রছাত্রীদের পড়ার জন্য বিনামূল্যে বিতরণের ব্যবস্থা করতে হবে। তবে জন সাধারনণের জন্য নামমাত্র মূল্যে বিক্রির ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

চ. প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক ফটোগ্রাফির পাশাপাশি শিক্ষা, গবেষণা ও সম্প্রসারণ কার্যক্রমের ফটোগ্রাফির ব্যবহার সহজলভ্য করতে হবে।

ছ. বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি অফসেট ছাপার প্রেসের ব্যবস্থা থাকা আবশ্যক। সেখান থেকে বিশ্ববিদ্যালয়েরর জার্নাল, বার্ষিক রিপোর্ট, মাসিক বুলেটিন, সিলেবাস, লেকচার সিডিউল, ম্যাগাজিন, পুস্তক ইত্যাদি ছাপার ব্যবস্থা থাকবে।

জ. বিশ্ববিদ্যালয়ে পঠিতব্য সকল বিষয়ে দেশোপযোগী পুস্তক রচনার জন্য সংশ্লিষ্ট বোর্ড অব স্টাডিজকে দায়িত্ব প্রদান করে পান্ডুলিপি সংগ্রহ ও ছাপার ব্যবস্থা করতে হবে। সেক্ষেত্রে লেখকদের পারিশ্রমিকের ব্যবস্থা রাখতে হবে।

ঝ. বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রমকে জাতীয় পর্যায়ে বিকশিত করার জন্য বেতার ও টিভিতে ধারাবাহিকভাবে অনুষ্ঠান প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

(৯) খামার ব্যবস্থাপনা ও উৎপাদন।

বাকৃবি এর খামার বা ফার্ম (কৃষি, পোল্ট্রি, ডেয়রি, মৎস্য, গার্ডেন ইত্যাদি) বিভিন্ন বিভাগ বা শাখার অধীনে পরিচালিত হয়। এসব খামার সংশ্লিষ্ট অনুষদের ছাত্রছাত্রীদের ব্যবহারিক ক্লাসের জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এসব খামার মডেল বা আদর্শ খামার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা প্রয়োজন। মডেল বা আদর্শ খামার প্রতিষ্ঠিত হলে সে খামার বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের ব্যবহারিক ক্লাসের সাথে সাথে শিক্ষিত কৃষকদের প্রশিক্ষণ ও সম্প্রসারণ কাজে ব্যবহার করলে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশিক্ষণ ও সম্প্রসারণ কার্যক্রম যেমন ফলপ্রসু হবে তেমনি এ প্রতিষ্ঠানের মান মর্যদা বৃদ্ধি পাবে। শিক্ষা ও গবেষণা পর্যায়ে খামার লাভজনক না হলে শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম অর্থহীন হবে। তাই বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতাধীন সব খামারকে একজন প্রশাসনিক পরিচালকের দায়িত্বে ন্যাস্ত করে খামার বিশেষজ্ঞের মাধ্যমে পরিচালিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। এছাড়া খামারে উৎপাদিত পণ্য সব জিনিষ ন্যায্যমূল্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসের ভিতর প্রচারপত্রের মাধ্যমে বিক্রির ব্যবস্থা করতে হবে।

(১০) সম্প্রসারণ ও প্রশিক্ষণ শাখা।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা পদ্ধতি প্রয়োগের মাধ্যমে খামার ব্যবস্থাপনা লাভজনক হলেই সম্প্রসারণ ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম ফলপ্রসু হবে। পরীক্ষামুলকভাবে বা গবেষণার মাধ্যমে পরীক্ষিত পদ্ধতি লাভজনক হলেই কেবল সেই পদ্ধতি বা খামার ব্যবস্থা সম্প্রসারণ ও প্রশিক্ষণের জন্য প্রয়োগ করা প্রয়োজন।

পরিশেষে আমি বলতে চাই যে, বাকৃবি-এ আমার ২১ বছরের (১৯৯৭ সন) চাকরীর জীবনের অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে 'দু'হাজার বিশ সালের মধ্যে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়কে যে রূপে দেখতে চাই' রচনা করেছি। আমার প্রবন্ধে নিশ্চয় প্রতীয়মান হয়েছে যে, গণতান্ত্রিক অধিকারের নামে আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানে (বিশ্ববিদ্যালয়) দলীয় রাজনীতির অবকাশ নেই। তাই পরিবেশিত অনেক তথ্য অনেকের নিকট পছন্দ ও গ্রহণযোগ্য না-ও হতে পারে। তবে আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, এই সুপারিশ মালার আলোকে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা, গবেষণা, সম্প্রসারণ ও প্রশাসনিক কার্যক্রম পরিচালিত হলে বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রমের গুণগতমানের অবক্ষয় রোধসহ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে প্রতিষ্ঠাতা লাভ করবে।

ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ

(ক) বিগত ১৯৯৭ সনে উপরোক্ত রিপোর্ট জমা দেবার পরে সে সময় থেকে ২০০৮ সন পর্যন্ত বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এবং বাংলাদেশের উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সামগ্রিক অবস্থা কিরূপ হয়েছে তা কারো অজানা নয়। তবে আমার উপরোক্ত সুপারিশমালার মধ্যে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে বিগত আট বছরে মাত্র একটি জার্নাল *Journal of the Bangladesh Agricultural University (JBAU)*) প্রকাশের ব্যবস্থা করা হয়েছে। তবে আমি জার্নালের নাম প্রস্তাব করেছিলাম '*Bangladesh Agricultural University Journal of Research* '(*BAU J Res*) কিন্তু নামকরণ করা হয়েছে '*J BAU*' যা পড়ে মনে হয় বাকৃবি-এর একটি সম্পদ জার্নাল। তাই আমার মতে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় যে ভাবে জার্নালের নামকরণ করা করেছে সে অনুকরণে বাকৃবি-এর গবেষণার জার্নালের নামকরণ হলে '*BAU J Res*' ভালো হতো। পরবর্তীতে স্নাতকোত্তর শ্রেণির ন্যায় স্নাতক শ্রেণিতে সেমিস্টার পদ্ধতি চালু করা হয়েছে। অপরদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ে দলীয়ভাবে নিয়োগকৃত ভাইস-চ্যান্সেলর-এর প্রায় সকল কার্যক্রম দলীয়ভাবে পরিচালনার কারণে সাধারণ শিক্ষক এমনকি দলীয় শিক্ষকগনও বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন শিক্ষা ও গবেষণা সম্পর্কিত সভা বা অধিবেশনে যোগদানে উৎসাহ হারিয়ে ফেলেছে তার একটি নমুনা দেয়া হ'ল।[৭৯]

বাংলাদেশে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ।[৭৯]

নং ৪৩৯(৩০০)/ভিসি সচিবালয় তারিখ: ২৯ জানুয়ারি ২০০০
প্রফেসর ড. মো. আব্দুস সামাদ
মেডিসিন বিভাগ, বাকৃবি, ময়মনসিংহ।

প্রিয় সহকর্মীবৃন্দ,

শিক্ষা পরিষদ বাংলাদেশে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাকাডেমিক বিষয়ে সুপারিশমূলক সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী সংবিধিবদ্ধ সর্বোচ্চ সংস্থা। বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্বিক শিক্ষা কার্যক্রমে গতিময়তা সঞ্চারে, আধুনিকায়নে ও যুগোপযোগীকরণে শিক্ষা পরিষদের ভূমিকা তাই অতীব গুরুত্বপূর্ণ। অ্যাকাডেমিক স্বার্থেই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবীণ শিক্ষকবৃন্দ ও মহামান্য চ্যান্সেলর কর্তৃক মনোনীত প্রতিনিধিবর্গ সমবায়ে গঠিত এই পরিষদের কার্যক্রম নিয়মিতভাবে পরিচালনা করা জরুরি। অন্যথায়, সার্বিক শিক্ষা পরিবেশ মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত হবার উপক্রম ঘটে। সঠিক সময়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভব না হলে শিক্ষা কার্যক্রম মুখ থুবড়ে পড়ে থাকবে। কৃষি-নির্ভর বাংলাদেশের কৃষিতে উচ্চ শিক্ষার সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে এ অবস্থা কিছুতেই হতে দেয়া যায়না।

না। বিগত ১৩ ডিসেম্বর ১৯৯৯ ও ২৬ জানুয়ারি ২০০০ তারিখে আহুত শিক্ষা পরিষদের ১৩৭তম অধিবেশন কোরাম পূর্ণ না হওয়ায় দু'দুবার সভা অনুষ্ঠান সম্ভব হয়নি। বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্বিক শিক্ষা কার্যক্রমকে সচল রাখার স্বার্থেই শিক্ষা পরিষদের অধিবেশনসমূহে সম্মানিত সকল সদস্যের উপস্থিতি ও অংশ গ্রহণ অত্যাবশ্যক। এটি শিক্ষাদান ও গবেষণা কার্যক্রমের মতোই সদস্যবৃন্দের পবিত্র দায়িত্ব। শিক্ষা ও গবেষণার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে তাই আমাদের সমধিক মনোযোগ দেয়া দরকার এবং শিক্ষা পরিষদের অধিবেশনগুলোতে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে অংশগ্রহন নিশ্চিত করা প্রয়োজন।

আগামী দিনগুলোতে আমি এ ব্যাপারে আপনাদের ঐকান্তিক সহযোগিতা কামনা করি।

অকপটে আপনার,

স্বাক্ষর/- (প্রফেসর ডঃ মুহাম্মদ হোসেন)
ভাইস-চ্যান্সেলর ও সভাপতি অ্যাকাডেমিক কাউন্সিল

ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ

মাননীয় ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. মুহাম্মদ হোসেন ২৯ জানুযারি ২০০০ তারিখ এই পত্রটি স্বাক্ষর করেন এবং তিন দিন পর ৪ ফেব্রুয়ারি ২০০০ তারিখ দুর্ঘটনায় মারা যান। অর্থাৎ তিনি দেখে যেতে পারেননি যে, উপরোক্ত তাঁর পত্রটির প্রতিক্রিয়া অ্যাকাডেমিক কাউন্সেলের শিক্ষক সদস্যদের উপর কোন প্রভাব পড়েছিল কি না। এক কথায় বলা যায় কোন প্রভাবই পড়েনি। কারণ দলীয় শিক্ষক রাজনীতি।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা পরিষদের অধিবেশনে শিক্ষক সদস্যদের নিয়মিত যোগদান না করার কারণ বহুবিধ। তবে একজন অ-রাজনীতিক শিক্ষক হিসেবে আমার ধারণা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা পরিষদের দলীয় সভাপতি অধিবেশনের পূর্বের রাত্রেই দলীয় সভায় বিভিন্ন আলোচ্যসূচির উপর দলীয় সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকেন। অপরদিকে অধিকাংশ আলোচ্যসূচিতে থাকে অর্ডিন্যান্স বহির্ভূত বিষয়াদি। অর্থাৎ বিধিবিরুদ্ধ বিষয়াদি। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, একজন ছাত্র চার বছর কোর্সে ৩য় বর্ষে রেফার্ড বা ক্যারি পেয়েছিল কিন্তু সেসব পরীক্ষা না দিয়েই ৪র্থ বর্ষের ফাইনাল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে। আবার আর্ডিন্যান্স আনুযায়ী কোন ছাত্র চার বা পাঁচ বছরের ডিগ্রী কোর্স আট বছরেও সম্পন্ন করত ব্যর্থ হলে বিশেষ বিবেচনায় আরও কয়েক বছর বাড়িয়ে দিয়ে ডিগ্রী প্রদানের ব্যবস্থা করা। আবার অর্ডিন্যান্স অনুযায়ী ছাত্রছাত্রীদের ক্লাসের উপস্থিতির উপর ১০% নম্বর রয়েছে এবং শতকরা ৬০টি ক্লাসে যোগদান না করলে ফাইনাল পরীক্ষা দিতে পারেনা। কিন্তু কোন দিন সংশ্লিষ্ট ক্লাসে উপস্থিতি না হয়েই ফাইনাল পরীক্ষা দেয়ার সুযোগ দেয়ার ব্যবস্থা করা ইত্যাদি। অর্থাৎ শিক্ষক রাজনীতি কাকে বলে বিশ্ববিদ্যালয়ের এসব অধিবেশনের কার্যবিবরণী অর্ডিন্যান্সের সাথে মিলিয়ে নিরপেক্ষভাবে পরীক্ষা করলেই তার স্পষ্ট উত্তর মিলে।

আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয় র‌্যাঙ্কিং

বাংলাদেশের প্রায় সকল শিক্ষা, স্বাস্থ্য, প্রশাসন প্রায় সকল প্রতিষ্ঠানে কর্মরত অধিকাংশ ব্যক্তিবর্গ রাজনীতিবিদ এবং তাঁদের ভাষনের মূল বিষয়টি হ'ল দেশের রাজনীতি বিশেষ করে ছাত্ররাজনীতি, শিক্ষানীতি, চিকিৎসানীতি ইত্যাদি ক্ষেত্রে গুণগত মান উন্নয়ন করতে হবে। কিন্তু কিভাবে গুণগত মান উন্নয়ন করতে হবে তা তাদের জানা থাকলেও অজ্ঞাত কারণে উল্লেখ করেন না। আন্তর্জাতিক উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়নের বিষয়টি একটু ব্যাখ্যা করি।

বিশ্ববিদ্যালয় একটি আন্তর্জাতিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে ছাত্রছাত্রীদের পাঠদান করেন এবং ছাত্রছাত্রীদের পরীক্ষার মাধ্যমে মূল্যায়ণ করেন। অপরদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার মান বজায় রাখার জন্য প্রতিটি কোর্স সমাপ্তি পর্যায়ে ছাত্রছাত্রীদের মাধ্যমে শ্রেণি শিক্ষককে মূল্যায়ন করা হয়। আবার বিশ্ববিদ্যালয়কে সাগ্রিকভাবে মূল্যায়ণ করে আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয় র‌্যাঙ্কিং সংস্থা। উল্লেখ্য, ২০০৪ সন থেকে ইন্টারনেটে ইউনিভার্সিটি র‌্যাঙ্কিং ওয়েব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এরপর থেকে প্রতি বছর জানুয়ারি ও জুলাই মাসে আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয় র‌্যাঙ্কিং এর ফলাফল প্রকাশিত হয়।

আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা বিশ্ববিদ্যালয় এর গুণগত মানের উপর ভিত্তি করে বিশ্ববিদ্যালয়কে র‌্যাঙ্কিং করা হয়। ২০০৮ সন পর্যন্ত সমগ্র বিশ্বের ১৬,০০০ বিশ্ববিদ্যালয় বা উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মূল্যায়ন করা হয়েছে। কিন্তু বাংলাদেশের কোন বিশ্ববিদ্যালয় উক্ত র‌্যাঙ্কিং করার ক্রাইটেরিয়ায় মধ্যেই পড়ে নাই। আন্তর্জাতিকভাবে ব্যবহৃত বিশ্ববিদ্যালয়ের র‌্যাঙ্কিং পদ্ধতি সম্পর্কে বর্ণনা উল্লেখ করা হলো (টেবিল- ১)।

বিশ্ববিদ্যালয় র‌্যাঙ্কিং পদ্ধতির ব্যাখ্যা

① Academic Peer Review

পৃথিবীর উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তথা বিশ্ববিদ্যালয়কে র‌্যাঙ্কিং করার জন্য সমগ্র পৃথিবীর বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মধ্যে অনলাইন জরিপ করা হয়। তবে জরিপে অংশ গ্রহনকারী শিক্ষক যে বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত সে বিশ্ববিদ্যলয় ছাড়া তাঁর মতে সেরা বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম উল্লেখ করতে হয়। একের অধিক বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম উল্লেখ করা যায়না। এই ভাবে তিন বছরের জরিপের ফলাফল বিশ্লেষণ করে এই পর্বের জন্য ৪০% নম্বর দেয়া হয়। উল্লেখ্য, ২০০৮ সন পর্যন্ত ৬,৩৫৪ জন বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক জরিপে অংশ গ্রহন করেছেন।

② Employer Review

সমগ্র পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের নিয়োগকর্তাদের অন লাইনে তাদের প্রতিষ্ঠানে কর্মরত বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্র্যাজুয়েটদের সম্পন্ন কার্য বা কাজের কৃতিত্ব সম্পর্কে জরিপ করা হয়। এক্ষেত্রে ১০% নম্বর নির্ধারিত থাকে। উল্লেখ্য, ২০০৮ সন পর্যন্ত ২,৩৩৯ জন নিয়োগকর্তা জরিপে অংশ গ্রহন করেছেন।

③ Faculty Student Ratio

অনুষদ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক এবং ছাত্রের অনুপাতের উপর রয়েছে ২০% নম্বর। অর্থাৎ পর্যাপ্ত যোগ্য শিক্ষক প্রাপ্যতা উপর।

Table 1. Methods of ‘World University Rankings’

S/N	Indicator	Explanation	Weighting, %
①	Academic peer review	Composite score drawn from peer review survey (which is divided into five subject areas) 6,354 responses in 2008.	40
②	Employer review	Score based on responses to employer surver, 2,339 responses in 2008.	10
③	Faculty student ratio	Score based on student faculty ratio.	20
④	Citations per faculty	Score based on research performance factored against the size of the research study.	20
⑤	International faculty	Score based on propotion of international faculty.	05
⑥	International students	Score based on proportion of international students.	05

④ Citations Per Faculty

বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যে সব গবেষণা প্রবন্ধ আন্তর্জাতিক জার্নালে প্রকাশিত হয় তার মূল্যায়ানের উপর রয়েছে ২০% নম্বর। অর্থাৎ গবেষণা পত্র কোন জার্নালে প্রকাশিত, কোথায় কোথায় অ্যাবস্ট্রাক্ট হয়েছে এবং রিসার্চ ডাটাবেসের দৃষ্টান্তের উপর মূল্যায়ন হয়।

⑤ International Faculty

নিয়োগকৃত আন্তর্জাতিক শিক্ষক এবং দেশী শিক্ষকের আনুপাতিক সংখ্যার উপর রয়েছে ৫% নম্বর।

⑥ International students

বিভিন্ন দেশে থেকে পড়তে আসা আন্তর্জাতিক ছাত্রছাত্রী এবং দেশী ছাত্রছাত্রীর আনুপাতিক সংখ্যার উপর রয়েছে ৫% নম্বর।

- অর্থাৎ বিশ্ববিদ্যালয় র‍্যাঙ্কিং এর জন্য সর্বমোট ১০০ নম্বরে মূল্যায়ন করা হয়।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপট

নিশ্চয় পাঠকগণ এখন সহজেই বুঝতে পারছেন যে, বাংলাদেশের কোন বিশ্ববিদ্যালয় আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয় র‍্যাঙ্কিং পদ্ধতিতে র‍্যাঙ্কিং করার জন্য উপযোগী নয় কেন। অপর দিকে আমার জানা মতে বাংলদেশের উল্লেখযোগ্য সংখ্যায় কৃতী সন্তান বিশ্বের র‍্যাঙ্কিংয়ে স্থান অধিকারী বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করছেন এমনকি প্রফেসর হিসেবে নিয়োজিত রয়েছেন। অর্থাৎ বাংলাদেশের ছাত্র ও শিক্ষকদের যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও দেশের উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অস্পষ্ট কেন্দ্রীয় দলীয় রাজনীতির কারণে বাংলাদেশের অত্যধিক মেরিটরিয়াস ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষকগণ একদিকে ব্যক্তিগত ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে অন্যদিকে দেশ জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে বঞ্চিত হচ্ছে। আর এর জন্য সম্পূর্ণ দায়ী বাংলাদেশ সরকার। আর সরকারের দায়দায়িত্ব সম্পর্কে কতিপয় প্রধান কারণ নিম্নে উল্লেখ করা হ'ল।

বাংলাদেশে এপর্যন্ত যতগুলো সরকার এসেছে তারা সবাই দেশের উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অর্থাৎ বিশ্ববিদ্যালয়ের দলীয় রাজনীতি উৎসাহিত করেছে। গনতন্ত্রের কথা বলে বিশ্ববিদ্যালয়ে রাজনীতির অনুপ্রবেশ ঘটেছে যা দল তন্ত্রের নামান্তর। তার পরিণতিতে মেধা নয় সরকার দলের অনুগত্যের ভিত্তিতে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক নির্বাচিত হয়েছে। তাই দেখা গেছে, প্রথম, দ্বিতীয় তৃতীয় সবাইকে ডিঙ্গিয়ে দ্বাদশতম ছাত্রটি শিক্ষক হবার যোগ্যতায় বিবেচিত হয়েছে। কারণ সে সরকারের দলীয় লোক- মেধার সার্টিফিকেটের চেয়ে মন্ত্রী সাংসদের সুপারিশই এখানে যোগ্যতার মাপকাঠি। একই নিয়মে হয়েছে ভাইস-চ্যান্সেলর নিয়োগ। এখানেই শেষ নয় প্রমোশন, বিদেশী উচ্চ শিক্ষার জন্য স্কলারশীপ, স্ট্যাডি লিভ, গবেষণা প্রকল্প, অতিরিক্ত প্রশাসনিক দায়িত্ব ইত্যাদিও জন্য দলীয় রাজনীতির সনদপত্র প্রয়েজন হয়। সেকারণে যে সব শিক্ষক শিক্ষা জীবনে প্রথম শ্রেণিপ্রাপ্ত তাঁরও শিক্ষা ও গবেষণার সাথে আসল সম্পর্ক ছিন্ন করে শিক্ষকদের দলীয় রাজনীতিতে আত্মনিয়োগ করে। এরূপ একজন দলীয় যোগ্যতা সম্পান্ন শিক্ষকের কথা উল্লেখ করছি। তিনি শিক্ষা জীবনে সকল পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণিপ্রাপ্ত। বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক হিসেবেই যোগদান করেই প্রয়োজনের তাগিদে শিক্ষক রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েন। ফলে অতি দ্রুত বিদেশে পিএইচডি এবং পোস্ট-ডক্ট করার সুযোগসহ চাকরীর বিভিন্ন পর্যায়ে খুব দ্রুত প্রমোশন পান। শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক ও সভাপতি নির্বাচিত হন। পরবর্তীতে তাঁর থেকে কম যোগ্যতা সম্পন্ন শিক্ষক যখন দলীয় ভাইস-চ্যান্সেলর হিসেবে নিয়োগ লাভ করেন তখন তিনি অত্যসন্ত ফ্রাস্ট্রেশনে ভূগছিলেন। এমতাবস্থায় আমার সাথে একদিন আলাপ হয়। তিনি বললেন, ‘আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর হবার জন্য শিক্ষকতা ও গবেষণা সব পরিত্যাগ করে দলীয় শিক্ষক রাজনীতিতে আত্মনিয়োগ করেছিলাম কিন্তু এখন যদি ভাইস-চ্যান্সেলর হতে না পারি তবে আমার আরতো শিক্ষকতা বা গবেষণায় ফিরে যাওয়া সম্ভবপর নয়। তাই আমার জীবনটাই বৃথা হয়ে গেল।’ আমি তাঁকে সান্তনা দিয়ে বলেছিলাম, ‘কোন পরিশ্রম বৃথা যায়না। অপেক্ষা করেন ভাইস-চ্যান্সেলর হবেন।’ সত্যিই একদিন তিনি অনেক দেনদরবার করে একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর হিসেবে নিয়োগ পান এবং চার বছরের মেয়াদ পূরন করে অন্য একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য

পুনরায় চার বছরের মেয়াদের জন্য ভাইস-চ্যান্সেলর হিসেবেও নিয়োগ লাভ করেন। কিন্তু বেরসিক তত্ত্বাবধায়ক সরকার দুর্নীতির দায়ে তাঁকে ভাইস-চ্যান্সেলর পদ থেকে অব্যহতি দান করে। অবশ্য নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকার সে শিক্ষক নেতাকে ভাইস-চ্যান্সেলর পদ থেকে অব্যহতি দিয়ে অন্য দলের আর একজন শিক্ষক নেতাকে ভাইস-চ্যান্সেলর হিসেবে নিয়োগদান করে প্রমাণ করে যে তত্ত্বাবধায়ক সরকারও দলীয় রাজনীতির অনুসারী। অর্থাৎ দলীয় শিক্ষক রাজনীতি করা ছাড়া বাংলাদেশে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর হবার কোন সুযোগ নাই।

দলীয় সরকার দলীয় শিক্ষক নেতাদের প্রশাসনের উচ্চ পর্যায়ে যেমন ভাইস-চ্যান্সেলর, পিএসসি-এর চেয়ারম্যান ও সদস্য এবং ইউজিসি-এর চেয়ারম্যান ও সদস্য ইত্যাদি পদে নিয়োগদান করবে এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু নিরপেক্ষ অ-রাজনৈতিক নামধারী তত্ত্বাবধায়ক সরকার জরুরী অবস্থা জারী করে যদি একই দলীয় নিয়ম বাস্তবায়ন করে তবে দেশের ভবিষৎ অবস্থা সম্পর্কে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ইঙ্গিত বহন করছে যা জাতি এবং দেশের ভবিষৎ প্রজন্মে জন্য সুখকর নয়।

বাংলাদেশের সৃষ্ট দলীয় ব্যবস্থাপনায় সকল বিশ্ববিদ্যালয়ে দলীয় ভাইস-চ্যান্সেলর নিয়োগ হবে এবং সে সাথে বিশ্ববিদ্যালয়ে সংশিষ্ট দলীয়, আঞ্চলিক ও স্বজনপ্রীতির কল্যানে শিক্ষক ও কর্মচারী নিয়োগ হবে এটাই স্বাভাবিক। ফলে দেশের মেধা হয় বিদেশে পাচার হবে নয়তো প্রাইভেট কোম্পানিতে কাজ করবে। এছাড়া যেসব প্রথম শ্রেণিপ্রাপ্ত ছাত্রছাত্রী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হবার সুযোগ পাবে তারা হবে দলীয় রাজনীতিক শিক্ষক নেতা। অপরদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের দলীয় ছাত্রছাত্রীরা হবে সংশিষ্ট দলীয় শিক্ষক এবং দলীয় প্রশাসনের মেহমান। সুতরাং দেশের সকল উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দুর্নীতিবাজ নেতা তৈরির কারখানা হিসেবে স্বীকৃতিলাভ করবে। আর এসব নেতা যখন জাতীয় পর্যায়ে কোন উচ্চতর পদে নিয়োগ পবে তখন সে নেতা তৈরির জন্য সংশিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়কে বাহবাও দেয়া হবে। আর এসব নেতা দেশের প্রশাসক হয়ে ভাষণ দিবেন, ‘দেশের শিক্ষা, গবেষণা, চিকিৎসা এমনকি দেশের রাজনীতিতে গুণগতমাণের পরিবর্তন আনতে হবে।’ সুতরাং বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান বা সংস্থায় তথা বাংলাদেশের সকল পর্যায়ে গুণগতমাণ উন্নয়ন করার জন্য সরকার বা রাজনীতিকদের দলীয় একটি বাঁধা বুলি হয়ে আত্মপ্রকাশ করবে। এমনকি আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয় র‌্যাঙ্কিংয়ে বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয় নাম র‌্যাকিং পদ্ধতিতে অন্তর্ভুক্ত করার আশ্বাসও রাজনীতিবিদগন ভাষণে উল্লেখ করবেন। একটি প্রবাদ আছে, ‘আদার ব্যাপরী হয়ে জাহাজের খবর?’ সে প্রবাদটি এখন আর তেমন গুরুত্ব বহন করেনা। কারণ এখন আদা জাহজের মাধ্যমে বিদেশ থেকে আমদানী করা হয়। তাই নিরাশ হতে নেই। অবশ্যই আশা করতে হবে যে একদিন না একদিন আন্তর্জাতিক ১৬,০০০ বিশ্ববিদ্যলয়-এর র‌্যাঙ্কিংয়ে বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম অন্তর্ভুক্ত হবে। তবে কতিপয় রিপোর্ট পড়ে ক্ষণিকের জন্য হলেও আশান্বিত হওয়া যায়।[৮০]

The Daily Star Vol.5, Num 583, Wed January 18, 2006

20-year Higher Education Strategic Plan[৮০]
Politics by teachers, students discouraged
Ashique Rahman

UGC has prepared a 20-year strategic plan for higher education that aims to discourage direct involvement of the university teachers and students with party politics, development of a single legislation for all public universities, and increasing the universities internal resources.

It also proposes setting 20 more public universities in 20 years to meet the growing demand for higher education.

The short-term phase from 2008 to 2013 includes accelerating resource mobilization by the universities, providing Information Communication Technology (ICT) facilities to all higher education and affiliated colleges, establishing a national research council, setting up Research Coordination Cell in ministries, establishing a national research laboratory, supporting PhD and new researchers, setting up three new public universities and rationalizing the students fee structure in the public universities.

The mid-term phase from 2014 to 2019 includes setting up post-graduate university, adopting zero based budgeting and setting up seven new public universities.

The long-term phase from 2020 to 2025 includes setting up seven new public universities.

The UGC’s 20-year plan for higher education stresses the need for rationalizing the different university laws by developing a single legislation for public universities with a view to ensuring accountability of teachers, students and university administrators.

It urges actively discouraging direct involvement of the teachers with national politics for removing present division and polarization among the university teachers due to partisan politics.

The UGC plan also urges building up a national consensus on discouraging the students’ affiliation with the party politics.

It stresses the need for restricting the political meetings, slogans and processions on the university campus and regular elections of student bodies based on student’s representation in faculties.

We are very much optimistic that the 20-year strategic plan will bring about a significant change in the country’s higher education, UGC Chairman said.

The UGC plan titled, ‘Strategic plan for Higher education in Bangladesh’ 2005-2025 is supposed to be submitted to the Prime Minister in the next week, the UGC sources said.

রিপোর্টের সারসংক্ষেপ

'দি ডেলি স্টার' পত্রিকায় প্রকাশিত বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন কর্তৃক প্রস্তাবিত '২০-বছরের উচ্চ শিক্ষার সুপরিকল্পিত পরিকল্পনা' এর অংশ বিশেষ উপরে উল্লেখ করা হয়েছে। উক্ত পত্রিকার ভাষ্য অনুযায়ী উক্ত পরিকল্পনার রিপোর্ট মাননীয় প্রধান মন্ত্রীর নিকট জমা দেবার কথা। উক্ত পূর্ণাঙ্গ রিপোর্টটি আমার দেখার সৌভাগ্য হয়নি। তবে উপরোক্ত পত্রিকার রিপোর্টে নিম্নোক্ত বিষয়গুলির উপর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে।

(ক) দেশের উচ্চ শিক্ষার প্রয়োজনে ২০ বছরে তিনটি পর্যায়ে ২০টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হবে।

(খ) শর্ট-টার্ম পর্যায়ে (২০০৮-২০১৩) ইনফরমেশন কমিউনিকেশন টেকনলজি, ন্যাশন্যাল রিসার্চ কাউন্সিল, রিসার্চ কো-অর্ডিনেশন সেল, ন্যাশন্যাল রিসার্চ ল্যাবর‍্যাটরি, পিএইচডি ছাত্র-ছাত্রী ও তরুণ গবেষকদের সাহায্য এবং তিনটি নতুন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন এবং যুক্তসংগতভাবে ছাত্রছাত্রীদের ফি সংশোধন করা হবে।

(গ) মধ্য-পর্যায়ে (২০১৪-২০১৯) পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট ইউনিভার্সিটিসহ ৭টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হবে।

(ঘ) দীর্ঘ মেয়াদে (২০২০-২০২৫) ৭টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হবে।

(ঙ) শিক্ষক, ছাত্র এবং বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসকদের বাধ্যবাধকতা পালনের দায়িত্বের জন্য সকল পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের একই নিয়ম কার্যকর করা হবে।

(চ) শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রীদের জাতীয় রাজনীতিতে সক্রিয় অংশ গ্রহণ নিরুৎসাহিত করা হবে। প্রয়োজেনে জাতীয় কনসেনসাস গ্রহণ করা হবে।

ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ

To make any comments on the report, it is essential to know about the current status of universities in Bangladesh. Universities in Bangladesh are mainly categorized into three different types, viz. (A) Public (Government owned and subsidized), (B) Private (Private sector owned universities) and (C) International (operated and funded by International organizations such as the organization of the Islamic conference).

বাংলাদেশের পাবলিক (টেবিল- ২), প্রাইভেট (টেবিল- ৩) এবং ইন্টারন্যাশন্যাল (টেবিল-৪)। বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম, প্রতিষ্ঠাকাল এবং ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা।

Table 2. Status of Public Universities in Bangladesh (upto 2008)

S/N	Name of the University	Nickname	Founded	Students
01.	Patuakhali Science and Technology University	PSTU	2001	1300
02.	Chittagong University of Engineering and Technology	CUET	1968 / 2003	2100
03.	Chittagong Veterinary and Animal Science University	CVASU	1998 / 2006	336
04.	Chittagong University	CU	1966	18,000
05.	Comilla University	?	2006	n/a
06.	Noakhali Science and Technology University	NSTU	2005	540
07.	Bangladesh Agricultural University	BAU	1961	15,580
08.	Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman Agricultural University	BSMAU	1983 / 1998	419
09.	Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman Medical University	BSMMU	1965 / 1998	n/a
10.	Bangladesh University of Engineering and Technology	BUET	1962	5,500
11.	Bangladesh University of Professionals	BUP	2008	n/a
12.	Dhaka University of Engineering and Technology	DUET	1980 / 2003	n/a
13.	Jagannath University	JNU	2005	27,000
14.	Jahangirnagar University	JU	1970	4,985
15.	Jatiya Kabi Kazi Nazrul Islam University	KNU	2005	n/a
16.	Mawlana Bhashani Science and Technology University	MBSTU	1999	n/a
17.	Sher-e-Bangla Agricultural University	SBAU	1938 / 2001	n/a
18.	University of Dhaka	DU	1921	30,000
19.	Khulna University	KU	1991	4086
20.	Khulna University of Engineering and Technology	KUET	1969 / 2003	1887
21.	Islamic University	IU	1980	9200
22.	Hajee Mohammad Danesh Science and Technology University	HDUST	2002	n/a
23.	Rajshahi University	RU	1953	25,000
24.	Rajshahi University of Engineering and Technology	RUET	1962 / 2003	2000
25.	Shahjalal University of Science and Technology	SUST	1987	7000
26.	Sylhet Agricultural University	SAU	2006	350
27.	Bangladesh National University	NU	1992	1,20,000
28.	Bangladesh Open University	BOU	1992	4,32,767
29.	Begum Rokya University, Rongpur	?	2008	n/a

ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ

ক. বাংলাদেশে ২০০৮ সন পর্যন্ত সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা ২৯টি (টেবিল-২), বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা ৫৪টি (টেবিল- ৩) এবং আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয়ের মোট সংখ্যা ২টি (টেবিল-৪)। সরকারী ২৯টি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে ব্রিটিশ শাসনে প্রতিষ্ঠিত মাত্র ১টি (DU 1921), পাকিস্তান আমলে ৫টি (RU 1953, BAU 1961, BUET 1962, CU 1966, JU 1970) এবং অবশিষ্ট ২৩টি বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর স্থাপিত হয়েছে। তবে ২৩টি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে ১৫টিই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ২০০০-২০০৮ সনের মধ্যে।

খ. বাংলাদেশে বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার স্বীকৃতি লাভ করে ১৯৯২ সনে বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন (UGC) এর বেসরকারী

Table 3. Status of Private Universities in Bangladesh (up to 2008)

S/N	Name of the University	Nickname	Location	Founded	Students
01.	Begum Gulchemonara Trust University	BGTU	Chittagong	2002	n/a
02.	East Delta University	EDU	Chittagong	2006	n/a
03.	International Islamic University	IIUC	Chittagong	1995	6,000
04.	Premier University	PU	Chitagong	2002	n/a
05.	Southern University, Bangladesh	SUB	Chittagong	2001	n/a
06.	University of Science and Technology	USTC	Chittagong	1989	2000
07.	Ahsanullah University of Science and Technology	AUST	Dhaka	1995	n/a
08.	American International University, Bangladesh	AUB	Dhaka	1996	n/a
09.	Asian University of Bangladesh	AUB	Dhaka	1996	n/a
10.	Asa University of Bangladesh	ASAUB	Dhaka	2006	n/a
11.	Atis Dipankar University of Science & Technology	ADUST	Dhaka	2004	2000
12.	Bangladesh Islami University	BIU	Dhaka	-	n/a
13.	Bangladesh University	BU	Dhaka	2001	1758
14.	Bangladesh University of Business & Technology	BUBT	Dhaka	2003	n/a
15.	BRAC University	BRACU	Dhaka	2001	n/a
16.	Central Women's University	CWU	Dhaka	1993	n/a
17.	City University, Bangladesh	CUB	Dhaka	2002	800
18.	Daffodil International University	DIU	Dhaka	2002	8000
19.	Darul Ihsan University	DIU	Dhaka	1989	n/a
20.	Dhaka International University	DIntU	Dhaka	1995	n/a
21.	Eastern University, Bangladesh	EU	Dhaka	2003	n/a
22.	East West University	EWU	Dhaka	1996	6,162
23.	Gano Bishwabidyalaya	GB	Dhaka	1996	n/a
24.	Green University of Bangladesh	GUB	Dhaka	2002	n/a
25.	IBAIS University	IU	Dhaka	2002	n/a
26.	Independent University, Bangladesh	IUB	Dhaka	1993	3000
27.	International University of Business, Agriculture and Technology	IUBAT	Dhaka	1991	n/a
28.	Manarat International University	MIU	Dhaka	2001	n/a
29.	Millennium University	MU	Dhaka	2003	n/a
30.	Northern University, Bangladesh	NUB	Dhaka	2002	10,000
31.	North South University	NSU	Dhaka	1992	7000
32.	Peoples University of Bangladesh	PUB	Dhaka	1996	n/a
33.	Presidency University	PU	Dhaka	2003	n/a
34.	Prime University	PU	Dhaka	2002	n/a
35.	Primeasia University	PAU	Dhaka	2003	2000
36.	Queens University	QU	Dhaka	1996	n/a
37.	Royal University of Dhaka	RUD	Dhaka	2003	750
38.	Shanto Mariam University of Creative Technology	SMUCT	Dhaka	2003	n/a
39.	South East University	SEU	Dhaka	2002	6000
40.	Stamford University	SU	Dhaka	1994	18,000
41.	State University of Bangladesh	SUB	Dhaka	2002	n/a
42.	United International University	UIU	Dhaka	2003	n/a
43.	University of Asia Pacific (Bangladesh)	UAP	Dhaka	1996	3000
44.	University of Development Alternative	UODA	Dhaka	2002	n/a
45.	University of Information Technology & Sciences	USTC	Dhaka	2003	1000
46.	University of Liberal Arts Bangladesh	ULAB	Dhaka	2004	n/a
47.	University of South Asia, Bangladesh	USAB	Dhaka	2003	n/a
48.	Uttara University	UU	Dhaka	2004	4000
49.	Victoria University of Bangladesh	VUB	Dhaka	2003	n/a
50.	World University of Bangladesh	WUB	Dhaka	2003	n/a
51.	Pundra University of Science and Technology	PUST	Bogra	2001	n/a
52.	Leading University	LU	Sylhet	2002	n/a
53.	Metropolitan University	MU	Sylhet	2003	n/a
54.	Sylhet International University	SIU	Sylhet	2001	n/a

বিশ্ববিদ্যালয় আইন (Private University Act 1992) পাশ করার সময় থেকে। ২০০৮ সন পর্যন্ত বাংলাদেশে বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা ৫৪টি। বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশিন (UGC) সরকারী ও বেসরকারী উভয় বিশ্ববিদ্যালয়-এর মনিটরিং সংস্থা হিসেবে কার্য সম্পাদন করে। বাস্তবে একই সংস্থা (UGC) কর্তৃক দেশের সকল বিশ্ববিদ্যালয়গুলো মনিটরিং করার পরেও সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়গুলো দলীয় রাজনীতি ও দুর্নীতির প্রতিষ্ঠান এবং বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়গুলো বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। বাংলাদেশের সরকারী ও বে-সরকারী বিশ্বিবিদ্যালয়গুলোর ছাত্রছাত্রীর সংখ্যার সাথে বিশ্বের প্রথম শ্রেণির বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা তুলনা করলেই বিষয়টি আরও স্পষ্ট হবে। কারণ বিশ্বের প্রথম শ্রেণির যে কোন বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ইন্টারনেটে পরিবেশিত তথ্য অত্যধিক সুস্পষ্ট অপরদিকে বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়-গুলোর ইন্টারনেটে পরিবেশিত তথ্য অস্পষ্ট ও তথ্যহীন যেমন বিশ্বের প্রথম শ্রেণির বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা সহজেই জানা যায় যা ১২ থেকে ৯২ হাজার পর্যন্ত (টেবিল-৫)। অপরদিকে বাংলাদেশের ২৯টি সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে ২০টি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীর সংখ্যার তথ্য ইন্টারনেটে থাকলেও ৯টির কোন তথ্য নেই (টেবিল-২)। আবার ২০০০ সনের পরে যে সব বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সে সব বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা অনেক ক্ষেত্রে ৩৫০ থেকে ৫৪০ জন যা বাংলাদেশের যে

Table 4. Status of International Universities in Bangladesh

S/N	Name of the University	Nickname	Location	Founded	Students
1.	Asian University for Women	AUW	Chittagong	2008	n/a
2.	Islamic University of Technology	IUT	Gazipur	1981	1040

n/a = Not available

Table 5. Status of Some Top Ranked Universities in the World (2008)

S/N	Name of Universities / Institutes	Position	Established	Country	UG students	PG students	Total students
01.	Massachusetts Institute of Technology	01	1861	USA	41,272	6,048	47,320
02.	Harvard University	02	1636	USA	6,715	12,424	19,139
03.	Stanford University	03	1885	USA	6,759	8,186	14,945
04.	University of California	04	1864	USA	24,638	10,317	34,955
05.	Pennsylvania State University	05	1855	USA	-	-	92,613
06.	University of Michigan	06	1817	USA	26,083	14,959	41,042
07.	Cornell University	07	1865	USA	13,510	6,290	19,800
08.	University of Minnesota	08	1851	USA	28,645	13,929	42574
09.	University of Wisconsin Madison	09	1848	USA	28,999	11,423	40,422
10.	University of Cambridge	26	1209	UK	12,018	6,378	18,396
11.	University of Toronto	28	1827	Canada	38,865	12,287	59,000
12.	Australian National University	42	1946	Australia	8100	4,382	12,482
13.	University of Oxford	43	1096	UK	12,106	7,380	19,486
14.	University of Calgary	50	1966	Canada	24,000	5,500	29,500

কোন একটি প্রতিষ্ঠিত স্কুল বা কলেজের ছাত্রছাত্রীর সংখ্যার তুলনায় অনেক কম। তাই ইহা স্পষ্ট যে মূলত রাজনৈতিক ও বাণিজ্যিক কারণেই কয়েকশত ছাত্রছাত্রী নিয়ে সরকারী ও বে-সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের মত অত্যধিক ব্যয়বহুল প্রতিষ্ঠান পরিচালিত হচ্ছে।

গ. বাংলাদেশের বেসরকারী ৫৪টি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে ১৭টির ছাত্রছাত্রীর সংখ্যার তথ্য ইন্টারনেটে থাকলেও ৩৭টির কোন তথ্য নেই (টেবিল- ৩)। খুব সম্ভবত বাণিজ্যিক কারণে বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইন্টারনেটে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা উল্লেখ করা হয়না। আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতের একটি বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম হল, ম্যানিপাল বিশ্ববিদ্যালয় (Manipal University)। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে রয়েছে ২০টি কলেজ এবং এই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৪টি বিষয়ের উপর ডিগ্রী প্রদান করা হয়। আর পৃথিবীর প্রায় ৫৫টি দেশের ছাত্রছাত্রী এই বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনা করে। বাংলাদেশের সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়গুলো দলীয় রাজনীতি ও দুর্নীতিতে আক্রান্ত কিন্তু বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ে বিদেশী ছাত্রছাত্রীর লেখা পড়া না করার কারণ নিশ্চয় সকলেই অবগত।

ঘ. দৈনিক প্রথম আলো, বৃহস্পতিবার, ২৫ ডিসেম্বর ২০০৮ তারিখে প্রকাশিত 'বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশে সম্মতি না দিতে রাষ্ট্রপতির কাছে অনুরোধ'- শিরোনামে সংবাদটি থেকে বাংলাদেশের বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় সম্বন্ধে ধারনা স্পষ্ট হবে। 'বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ ২০০৮ প্রত্যাখ্যান করেছে অ্যাসোসিয়েশন অব প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিজ অব বাংলাদেশ। সম্প্রতি উপদেষ্টা পরিষদে অনুমোদন হওয়া ওই অধ্যাদেশে সম্মতি না দেওয়ার জন্য সমিতির পক্ষ থেকে রাষ্ট্রপতির কাছে অনুরোধ করা হয়েছে। সমিতির এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে গতকাল বুধবার বলা হয়, প্রণীত অধ্যাদেশের মাধ্যমে উচ্চ শিক্ষার গুণ ও মান রক্ষা হবে না বলে সমিতি মনে করে। এই পরিপ্রেক্ষিতে অধ্যাদেশ জারির বিষয়টি স্থগিত রাখার আবেদন জানানো হয়েছে। উল্লেখ্য, সমিতির পক্ষ থেকে কয়েক বছর ধরে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন বা অধ্যাদেশ জারির বিরোধিতা করা হচ্ছে। অন্যদিকে উচ্চ শিক্ষা ঘিরে কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতারণা ও সনদ বিক্রি বন্ধে পুরোনো আইনের সংশোধন ও সংযোজন অপরিহার্য হওয়ায় শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন নতুন অধ্যাদেশ প্রণয়নের উদ্যোগ নেয়।

ঙ. বাংলদেশ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়-এর ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ১,২০,০০০ এবং উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়-এর ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ৪,৩২,৭৬৭ জন। অন্য দিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ৩০,০০০ জন এবং রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ২৫,০০০ জন ছাত্রছাত্রী পড়াশুনা করে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রী সংখ্যার (৩০,০০০) মতই দেশের সরকারী ২৬টি বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রী লেখাপড়ার সুযোগ সৃষ্টি করা হলে মোট ছাত্রছাত্রীর প্রয়োজন হবে (৩০,০০০ × ২৬) ৭,৮০,০০০ জন। অথাৎ প্রতি বছর সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ে মোট ১,৯৫,০০০ জন ছাত্রছাত্রী উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করে ভর্তি হবার সুয়োগ পাবার কথা। কিন্তু বর্তমানে বাংলাদেশের সব সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ে মোট ১,৮৮,৭৩৪ জন মত ছাত্রছাত্রী। অর্থাৎ বাংলাদেশে যে সব সরকারী বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে সেসব বিশ্ববিদ্যালয়ে এখনও ৫,৯১,২৬৬ জন ছাত্রছাত্রী পড়ার সুযোগ সৃষ্টি করা সম্ভব। তাই আগামী ২০ বছরে বাংলাদেশে আরও ২০টি অত্যধিক ব্যয়বহুল সরকারী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা রাজনৈতিক কারণ ছাড়া অন্য কোন যুক্তি আছে কি না তা বোধগম্য নয়।

চ. বাংলাদেশ সরকারের ব্যাপকহারে সরকারী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের অনুকরণে ছোট বেলাকার একটি গল্প মনে করিয়ে দেয়। সেটি হ'ল, এক রাজার একটি মাত্র ছেলে ছিল। রাজার মৃত্যুর পূর্বে ছেলেকে তিনটি বিষয় পালন করার জন্য উপদেশ দিয়ে মারা গেলেন। প্রথম উপদেশটি হল, 'ছায়ায় ছায়ায় রাস্তায় চলাচল করবে।' দ্বিতীয়টি হল, 'খালি পায়ে পথ চলবেনা' এবং তৃতীয়টি হ'ল, 'মাছ যখন খাবে তখন মাছের মাথা খাবে।' উপদেশ দেবার সময় আরও বলে গেলেন, 'এসব উপদেশ বুঝতে না পারলে গ্রামের যে তেমাথা বিশিষ্ট বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তির নিকট পরামর্শ নিও'। এরপর রাজা মারা যায়। রাজার মৃত্যুর পর মান সম্মান হানি হবে মনে করে বৃদ্ধের নিকট পরামর্শ না করেই পিতার উপদেশ অনুযায়ী চলতে আরম্ভ করল। সে প্রথম উপদেশের ক্ষেত্রে ছায়ায় ছায়ায় চলার জন্য একটি ছাতা ব্যবহার না করে রাস্তায় কাপড়ের পাল খাটিয়ে চলার ব্যবস্থা করল। দ্বিতীয় উপদেশের ক্ষেত্রে পায়ে জুতা বা সেন্ডেল না

ব্যবহার করে রাস্তায় চট বিছিয়ে চলার ব্যবস্থা করল এবং তৃতীয় উপদেশের ক্ষেত্রে ছোট ছোট মাছের মাথা না খেয়ে বড় বড় মাছ কিনে মাথা খেতে আরম্ভ করল। ফলে কয়েক বছরের মধ্যে তার রাজভান্ডার শেষ হয়ে গেল। যখন সে তেমাথা বিশিষ্ট বয়োবৃদ্ধের নিকট পরামর্শ নিল তখন তার আর রাজত্বের কিছুই অবশিষ্ট ছিলনা। তাই বাংলাদেশ একটি গরীব দেশ। বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত যে সব সরকারী বিশ্ববিদ্যালয় আছে প্রায় সব কয়টি বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ্য শিক্ষকের অত্যধিক অভাব এবং শিক্ষার উপকরণ অপ্রতুল। আবার প্রতিটি সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ে যে বাজেট বরাদ্দ থাকে তার সিংহভাগ ব্যয় হয় কর্মচারী ও কর্মকর্তার বেতন ভাতাদি প্রদানে ও দুর্নীতির কারণে। তাই প্রয়োজন প্রতিটি প্রতিষ্ঠিত সরকারী বিশ্বদ্যিালয়ে দলীয় রাজনীতি বন্ধ করে মেধা ও যোগ্যতাকে প্রাধান্য দিয়ে, শিক্ষার জন্য দুই বা তিন গুণ বাজেট বৃদ্ধি করে দুই বা তিনগুণ ছাত্রছাত্রী ভর্তি ও শিক্ষার ব্যবস্থা করলে নতুন নুতন বিশ্ববিদ্যালয় করার মত বিলাসিতা এবং রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান করার প্রয়োজন হয়না।

ছ. বাংলাদেশে ২০০৮ সন পর্যন্ত বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের মোট সংখ্যা ৫৪টি এবং এসব ৫৪টি বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে ১৭টি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ৭৫০ থেকে সর্বোচ্চ ১৮,০০০ পর্যন্ত এবং গড়ে প্রায় ৪,৭৯২ জন। সেঅনুযায়ী বাংলদেশে বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ে মোট ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা খুব সম্ভবত (৪৭৯২ × ৫৪) ২,৫৪,৭৮৪ জন। বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত ৫৪টি বেসরকারী এবং ২৯টি সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের মনিটরিং এবং ডিগ্রীর মান নিয়ন্ত্রণ ইউজিসি এর মত একটি ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে করা সম্ভবপর নয়। তাই বাংলাদেশের সকল বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীর মান নিয়ন্ত্রণ মনিটরিং এর জন্য জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ন্যায় কেন্দ্রীয়ভাবে একটি মাত্র কেন্দ্রীয় বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করে সকল বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা কেন্দ্রীয়ভাবে নিয়ন্ত্রণ করে কেন্দ্রীয় বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় এর নামে ডিগ্রীর সদনপত্র প্রদানের ব্যবস্থা করে ডিগ্রীর মান একইরূপ রাখা সম্ভব।

জ. বাংলাদেশের সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়গুলো মূলত দলীয় রাজনীতির কেন্দ্র এবং পরিকল্পাহীনভাবে পরিচালিত হওয়ার কারণে বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়গুলো বাণিজ্য করতে অধিক আগ্রহী হয়ে একটি ছোট দেশে এপর্যন্ত প্রায় ৫৪টি বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় এবং এমনকি বেসরকারী মেডিকেল কলেজও স্থাপন করা সম্ভব হয়েছে।

ঝ. বাংলাদেশে ২০০০-২০০৮ সনের মধ্যে সরকারী ও বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা অতি দ্রুত হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। মূলত সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়গুলো রাজনীতিক কারণে এবং বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালগুলো ব্যবসায়িক কারণে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। একটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয় ভিত্তিক বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন ও পরিচালনা করা অত্যন্ত ব্যয়বহুল। সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের অবকাঠামো রাতারাতি তৈরি করা সম্ভব হলেও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে শিক্ষা ও গবেষণা পরিচালনা করার মত প্রয়োজনীয় বিশেষজ্ঞ শিক্ষক দেশে নেই। বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়গুলো তাদের কোর্সের জন্য অনেকটা দেশের পুরাতন সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত ও কর্মরত শিক্ষকদের উপর নির্ভশীল। সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে দলীয় শিক্ষক নিয়োগ, বয়স্ক ও অভিজ্ঞ শিক্ষকদের অবসর গ্রহণ, তরুন শিক্ষকদের উচ্চ শিক্ষায় বিদেশ গমন এবং সর্বপরি ২০০৭-২০০৮ সনে তত্ত্বাবধায়ক সরকার কর্তৃক সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়োগ বন্ধ করার কারণে বাংলাদেশের সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর শিক্ষা ও গবেষণার বেহাল অবস্থা বিরাজ করছে। এমন অবস্থায় নতুন নতুন বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা দেশের উচ্চ শিক্ষা ব্যবস্থার উপর 'মড়ার উপর খাঁড়াড় ঘাঁ' সদৃশ। বিষয়টি বোধগম্য করার জন্য একটি বাস্তব উদাহরণ দেয়া হল। বাংলাদেশে ভেটেরিনারি ডিগ্রী প্রদানের ১৯৯৬ সনের পূর্বে একমাত্র প্রতিষ্ঠান ছিল বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়। দেশে ভেটেরিনারিয়ান-এর চাহিদা ও বিশেষজ্ঞ শিক্ষকের প্রাপ্যতা বিচার বিবেচনা না করেই ১৯৯৬ থেকে ২০০৪ সনের মধ্যে ৫টি ভেটেরিনারি কলেজ স্থাপন করা হয়। এমনকি বিশ্ববিদ্যালয় নামকরণ করে ডিভিএম ডিগ্রী প্রদান করা হচ্ছে। বাংলাদেশে ভেটেরিনারি শিক্ষার মূল প্রতিষ্ঠান বাকৃবি। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিসিন বিভাগে স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর শ্রেণিতে মোট ৩৬টি কোর্স রয়েছে। ২০০৭ সনে মেডিসিন বিভাগে মাত্র একজন মেডিসিন বিষয়ে বিশেষজ্ঞ সক্রিয় শিক্ষকের মাধ্যমে ৩৬টি কোর্স পড়িয়ে ছাত্রছাত্রীদের ডিভিএম এবং এমএস ডিগ্রী প্রদান করা হয়েছে। অপরদিকে দেশের অন্য পাঁচটি ভেটেরিনারি কলেজে মেডিসিন বিষয়ের বিশেষজ্ঞ শিক্ষক নেই বললেই চলে। তবুও সেসব কলেজ থেকেও ডিভিএম (ডক্টর অব ভেটেরিনারি মেডিসিন) ডিগ্রী প্রদান করা হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে। [৮১]

'প্রথম আলো' ১৭ ফেরুয়ারি ২০০৯ : বিশাল বাংলা।
সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় : ক্লাস-পরীক্ষার দাবিতে ধর্মঘট ভবনে তালা।[৮১]

অংশবিশেষ: ভেটেরিনরি অনুষদের ডিন অধ্যাপক মো. নজরুল ইসলাম বলেন, 'বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকসংকট থাকায় অনেক সময় নিয়মিত ক্লাস ও পরীক্ষা নেওয়া সম্ভব হয় না।'

এমতাবস্থায় এসব ভেটেরিনারি গ্র্যাজুয়েটদের মান সম্পর্কে কোন মন্তব্য না করায় শ্রেয়। এরপরও বাংলাদেশের সদ্য প্রতিষ্ঠিত এবং পরবর্তীতে প্রতিষ্ঠিত হবে প্রায় সকল বিশ্ববিদ্যালয়ে ভেটেরিনারি ডিগ্রী প্রদানের ব্যবস্থা করা হবে। বাংলাদেশে পরিকল্পনাহীন সরকারী ও বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ফলাফল সম্বন্ধে একটি বাস্তব ভিত্তিক উদাহরণ দেয়া হ'ল। বিদেশী উন্নত দুধাল জাতের প্রতিটি গাভী (যেমন- হলস্টিন-ফ্রিজিয়ান) দৈনিক প্রায় ২০-৩০ লিটার দুধ দেয়। অপর দিকে আমাদের একটি দেশী গাভী দৈনিক ১-৩ লিটার দুধ দেয়। দেশী ও বিদেশী জাতের গাভীর দুধ উৎপাদনের জন্য মূলত দু'টি বিষয়ের উপর নির্ভরশীল যথা- জীন এবং ব্যবস্থাপনা। আর ব্যবস্থাপনার মধ্যে রয়েছে সুষম খাদ্য, পরিবেশ ও পরিচর্যা। অর্থাৎ বিদেশী দুধাল জাতের গাভী থেকে পর্যাপ্ত পরিমাণে দুধ লাভের জন্য প্রয়োজন গাভীর সুষম খাদ্য ও সুষ্ঠু পরিবেশ। অপরদিকে দেশী গাভীকে বিদেশী গাভীর মত সুষম খাদ্য ও পরিবেশ যোগান দিলেও বিদেশী গাভীর মত দুধ পাবার সম্ভবনা নেই। আবার বিদেশী দুধাল জাতের গাভীকে দেশী গাভীর মত পালন করলে দেশী গাভীর মত দুধ উৎপাদন করবে। তাই বিদেশী উন্নত দুধাল জাতের প্রচুর সংখ্যাক গাভী ফার্মে দেশী গাভীর মত পালন করলে সে ফার্মে লোকসান ছাড়া কোন লাভ হবার কোন সম্ভাবনা নেই।

অনুরূপভাবে সরকার দেশে সংশ্লিষ্ট পেশায় বিশেষজ্ঞ শিক্ষক ও শিক্ষার পরিবেশ এবং প্রয়োজনীয়তা বিচার বিবেচনা না করে মূলত রাজনৈতিক কারণে দলীয় জীন যুক্ত বীজ বপন এবং দলীয়ভাবে ব্যবস্থাপনা করে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা, গবেষণা ও প্রশাসন প্রতিষ্ঠা করা বিদেশী দুধাল জাতের গাভীকে দেশী জাতের গাভীর মতই লালন পালন করার অবস্থা। অর্থাৎ ব্যাপকহার রাজনৈতিক কারণে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা দলীয় স্বার্থসিদ্ধি হবে কিন্তু দেশের ভবিষৎ প্রজন্মকে লোকসানের ভার বহন করতে হবে।

বাকৃবি-এর ভর্তিকৃত ছাত্রছাত্রীর স্থিতি

জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয় প্রসঙ্গ ছেড়ে এখন বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (বাকৃবি)-এর বর্তমানে যে বেহাল অবস্থা বিরাজ করছে তা সংক্ষেপে বর্ননা করছি (টেবিলে- ৬)। বর্তমানে অধ্যায়নরত বাকৃবি এর ছাত্রছাত্রীদের সংখ্যা ও ভর্তি হবার সংখ্যা তুলনা করলে দেখা যায যে, যে সব ছাত্রছাত্রী ২০০৪-২০০৭ পর্যন্ত বাকৃবি-তে ভর্তি হয়েছিল তার প্রায় অর্ধেক (৪৮%) ছাত্রছাত্রী বাকৃবি ছেড়ে অন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে চলে গেছে এবং প্রায় অর্ধেক (৫২%) ডিগ্রীর জন্য বাকৃবি-তে লেখাপড়া করছে (টেবিল-৬)। উল্লেখ্য, প্রায় ১০ বছর পূর্বে বাকৃবি-এর এরূপ অবস্থা ছিলনা। সে সময় বাকৃবি জাতীয় পর্যায়ে তৃতীয় স্থানে ছিল। অর্থাৎ বাংলাদেশে ডিগ্রীর জন্য ছাত্রছাত্রীদের অগ্রাধিকার প্রথমে বুয়েট, দ্বিতীয় মেডিকেল এবং তৃতীয় স্থানে ছিল বাকৃবি এবং চতুর্থ স্থানে ছিল সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়। সম্প্রতি জরিপে দেখা যায় যে, বুয়েট এবং মেডিকেল নিজ নিজ অবস্থান ধরে রাখতে সক্ষম হলেও বাকৃবি তার অবস্থান ও ঐতিহ্য ধরে রাখতে পারেনি। জাতীয় পর্যায়ে বাকৃবি-এর গুরুত্ব ও ঐতিহ্য হারানোর কারণে নিম্নরূপ হতে পারে।

টেবিল- ৬. বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন অনুষদে ভর্তিকৃত এবং অধ্যায়নরত ছাত্রছাত্রীর সংখ্যার অবস্থা।

ক্র/ নং	অনুষদ	প্রতি বছর ছাত্রছাত্রী ভর্তির সংখ্যা।	অধ্যায়নরত ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা (ভর্তির বছর)				চার বছরে মোট ছাত্রছাত্রী		
			L1S2 (২০০৭)	L2S2 (২০০৬)	L3S2 (২০০৫)	L4S2 (২০০৪)	ভর্তি হয়েছিল	ছেড়ে চলে গেছে	আছে (%)
১.	ভেটেরিনারি অনুষদ	১২০	০৫০	০৫৩	০৭৮	০৬৫	৪৮০	২৩৪	২৪৬ (৫১)
২.	কৃষি অনুষদ	৩০০	১৬৭	১৫৪	১৭৩	১৬১	১২০০	৫৩৫	৬৬৫ (৫৫)
৩.	পশু পালন অনুষদ	০৯৬	০৫৬	০৪৯	০৫৯	০৫২	৩৮৪	১৬৮	২১৬ (৫৬)
৪.	কৃষি অর্থনীতি ও গ্রামীন সমাজ বিজ্ঞান অনুষদ	০৯৬	০৪২	০৪৪	০৪০	০৩১	৩৮৪	২২৭	১৫৭ (৪১)
৫.	কৃষি প্রকৌশল ও কারিগরি অনুষদ	০৭২	০৩১	০২৭	০৩৫	০৩৪	২৮৮	১৬১	১২৭ (৪৪)
ক.	ফুড টেকনোলজি ও গ্রামীন শিল্প	০৩৬	০২৩	০২০	০২২	০১৩	১৪৪	০৬৬	০৭৮ (৫৪)
৬.	মাৎস্য বিজ্ঞান অনুষদ	০৮৪	০৪৬	০৪৯	০৫১	০৪০	৩৩৬	১৫০	১৮৬ (৫৫)
	সর্বসমেত	৮০৪	৪১৫	৩৯৬	৪৫৮	৩৯৬	৩,২১৬	১,৫৪১	১,৬৭৫ (৫২)

ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ

(ক) বাংলাদেশ সরকারের পরিকল্পনাহীন কৃষি বিষয়ক উচ্চ শিক্ষা ও সংশ্লিষ্ট গ্র্যাজুয়েটদের কর্মসংস্থান সমস্যা। উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলাদেশে মূলত বাকৃবি থেকে কৃষি বিষয়ক গ্র্যাজুয়েট তৈরি হয়েছে এবং বাকৃবি থেকে পাশ করা কৃষি বিষয়ক গ্র্যাজুয়েটদের সংখ্যা এবং বাংলাদেশে সংশ্লিষ্ট চাকরীর পদের সংখ্যার মধ্যে একটি সামঞ্জস্য ছিল। কিন্তু বিংশ শতাব্দীতে কৃষি বিষয়ক গ্র্যাজুয়েটদের চাকরীর কোন সংস্থান বা পদ সৃষ্টি না করেই প্রয়োজনের অতিরিক্ত চারটি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এবং সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়ে কৃষি বিষয়ক শিক্ষা বিভাগ খুলে চাহিদার অতিরিক্ত কৃষি বিষয়ক গ্র্যাজুয়েট তৈরির ফলে বাকৃবি তথা কৃষি বিষয়ক শিক্ষার গুরুত্ব ও ঐতিহ্য মারাত্মক হুমকির মুখে ঠেলে দেয়া হয়েছে।

(খ) সাধারণত ছাত্রছাত্রীরা একটি প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্র্যাজুয়েট হতে আগ্রহী। বাংলাদেশে কৃষি বিষয়ক উচ্চ শিক্ষার প্রথম ও প্রতিষ্ঠিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম হ'ল বাকৃবি। কিন্তু কেন্দ্রীয় দলীয় রাজনীতির কারণে বাংলাদেশের অন্যান্য উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মতই বাকৃবি-তে সকল পর্যায়ের নিয়োগে বেপরোয়া দুর্নীতি, দলবাজি ও স্বজনপ্রীতির কারণে (দৈনিক প্রথম আলো, ২৮-৩-২০০৭) শিক্ষা ও গবেষণার মান ও আদর্শ থেকে বাকৃবি-র বিচ্যুতি ঘটেছে। ফলে নবগত ছাত্রছাত্রীদের সে ঐতিহ্যের ভিত্তিতে ভর্তি হয়, পরে ক্যাম্পাসে প্রথম সেমিস্টারে বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল বিষয়ে অবগত হবার পর কৃষি বিষয়ক টেকনিক্যাল গ্র্যাজুয়েট না হয়ে অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে এমন কি সাধারণ সায়েন্স গ্র্যাজুয়েট হবার জন্য হলেও বাকৃবি ছেড়ে চলে যায়।

(গ) বাকৃবি-তে রাজনীতিক আদর্শ ও স্বজনপ্রীতির শিক্ষক নিয়োগের কারণে শিক্ষার মান নিম্নমুখী। অন্যদিকে বিগত দলীয় সরকারদ্বয়ের দলীয় নিয়োগের কারণে দু'বছরের জন্য নিয়োগ প্রাপ্ত তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিশ্ববিদ্যালয়ে সকল নিয়োগ বন্ধ করে দেয়। ফলে প্রায় প্রতিটি শিক্ষা বিভাগে শিক্ষকদের বিদেশে উচ্চ শিক্ষা, চাকরী গ্রহণ এবং অবসর গ্রহণের কারণে বিভাগে শিক্ষক শূন্যতার সৃষ্টি হয়। উদাহরন স্বরূপ বলা যায় যে, বর্তমানে (২০০৭-২০০৮)

মেডিসিন বিভাগে স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর পর্যায়ে মোট ৩৬টি কোর্স একজন মাত্র সক্রিয় শিক্ষক দ্বারা ছাত্রছাত্রীদের ডিভিএম ডিগ্রী প্রদান করা হয়। ফলে শিক্ষার মান বা গ্র্যাজুয়েটদের মান যা হবার তাই হয়েছে। বাকৃবি-এর এসব প্রশাসনিক অব্যবস্থাপনা অবশ্যই নবগত ছাত্রছাত্রীদের সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করেছে।

(ঘ) বাকৃবি-এর রাজনীতিক শিক্ষক নেতা ও সংশিষ্ট প্রশাসনের যুক্তি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাথে তাল মিলিয়ে বাকৃবি-তে নতুন নতুন বিভাগ ও ডিগ্রী চালু করে ঐতিহ্য ধরে রাখতে হবে। তাই বাকৃবি-তে খুলেছে এগ্রাফরেস্ট্রি বিভাগ, বায়োটেক-নোলজি বিভাগ, এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্স বিভাগ, সীড সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি বিভাগ। এমনকি ফুড টেকনোলজি বিভাগের নাম পরিবর্তন করে ফুড টেকনোলজি ও গ্রামীন শিল্প বিভাগ করে নতুন ডিগ্রী প্রদান করা হয়। এছাড়াও আরও একধাপ এগিয়ে নতুন কাঠামো তৈরি করে করা হচ্ছে স্নাতকোত্তর কৃষি বিষয়ক বিজিনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন। উল্লেখ্য, এসব নতুন নতুন বিভাগ এবং ডিগ্রী প্রদানের ব্যবস্থা করার পরও শতকরা ৫০ ভাগ প্রথম সেমিস্টারে ভর্তি হওয়া ছাত্রছাত্রী বাকৃবি ছেড়ে চলে যাচ্ছে। বাকৃবি থেকে প্রথম শ্রেণীতে ভর্তিকৃত ছাত্রছাত্রীর চলে যাওয়া রোধকল্পে বাকৃবি-এর সংশ্লিষ্ট প্রশাসন সিদ্ধান্ত নেয় যে ২০০৮ সনে এইচএসসি-তে পাশ করা ছাত্রছাত্রীদের বাংলাদেশের সকল উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তথা বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজের প্রথম বর্ষে ছাত্রছাত্রী ভর্তি সম্পন্ন হবার পরে বাকৃবি-তে ছাত্রছাত্রী ভর্তির ব্যবস্থা করা হবে। ফলে ভর্তিকৃত ছাত্রছাত্রীদের পরবর্তীতে অন্য কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে চলে যাবার কোন বিকল্প রাস্তা খোলা থাকবেনা। অর্থাৎ ২০০৮ সনে এইচএসসি পাশ করা ছাত্রছাত্রীরা যারা ২০০৮ সনে অন্য কোন উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হবার সুযোগ হবেনা তাদের জন্য বাকৃবি-তে ভর্তি পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে ১৫ই জানুয়ারী ২০০৯ তারিখ। সুতরাং সহজেই অনুমেয় বাকৃবি ২০০৯ সনে কোন পর্যায়ের ছাত্রছাত্রী ভর্তি করার জন্য অপেক্ষা করছে। এছাড়া ভর্তিকৃত এসব ছাত্রছাত্রীরা আবার পরবর্তী বছর কি আচরণ করবে তার জন্যও অপেক্ষায় থাকতে হবে।

(ঙ) বাকৃবি-এর মত একটি আন্তর্জাতিক মান সম্পন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ধ্বংসের দ্বার প্রান্তে যাবার কারণ হয়তো বহুবিধ তবে সকল কারণের কেন্দ্রবিন্দু একটি। অবশ্য বাংলাদেশের প্রায় সকল উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠনের দলীয় রাজনীতির কারণে প্রায় একই অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। বুধবার ২৬ নভেম্বর ২০০৮ তারিখে 'দৈনিক প্রথম আলো' পত্রিকায় প্রকাশিত সাংবাদিক জনাব মিজানুর রহমান খান সাহবের 'আসুন আমরা তওবা করি' লেখাটি পড়ে বুঝতে কষ্ট হয়না যে বাংলাদেশের শাসকশ্রেণির হীনম্মন্যতা, সংকীর্ণতা, স্ববিরোধিতা এবং সর্বোপরি নৈতিক অধঃপতন মূলত উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এই পরিণতির জন্য দায়ী। বাংলাদেশে উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তথা দেশে সমগ্রিক অবস্থা কেমন এবং এর কারণ কি এর পর আর কী বলার আছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ে দলীয় রাজনীতি

১৯৭১ সনে বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর থেকেই বাংলাদেশের উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বিশেষ করে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ব্যাপক হারে দলীয় রাজনীতি ছড়িয়ে পড়ে। সেকারণে বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়োগ ও শিক্ষা কার্যক্রম দলীয় পর্যায়ভুক্ত হয়। ফলে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে শিক্ষা ও গবেষণার মান দিন দিন হ্রাস পেতে থাকে। পরবর্তীতে বাংলাদেশ সরকার ছয় সদস্য বিশিষ্ট একটি উচ্চ পর্যায়ে 'Universities Inquiry Commission 1976-78' গঠন করে। উক্ত কমিশন বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক ও ছাত্রদের দলীয় রাজনীতি ব্যাপারে যে রিপোর্ট প্রদান করে তা উল্লেখ করা হ'ল।[৮২]

Teachers and Students- their participation in active politics[৮২]

488. 'In our Reports on Dacca University and Jahangirnagar University, we have elaborately discussed about the adverse impact of participation of teachers and students in active politics. We reaffirm our views on the subjects and request the Government to take appropriate steps to relieve the Universities of this strain. In the absence of adequate remedial measures, it is feared that this malady will continue to grow and may ultimately prove to be fatal.'

Source: Huq Z, Khan MF, Hossain T, Rahman MM, Mamun KA and Faiz AKM: Report of the Universities Inquiry Commission 1976-78. Report of the Bangladesh Agricultural University Inquiry Commisson (August 1977). Page 470.

'Universities Inquiry Commission 1976-78' এর রিপোর্ট প্রকাশের পর কোন দলীয় সরকার উক্ত রিপোর্টের সুপারিশ বাস্তবায়ন করার কোন উদ্যোগ গ্রহন করে নাই। অবশেষে বাংলাদেশে দুই বছরের (২০০৭-২০০৮) জন্য একটি নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন হয়। নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠনের পরপরই বাংলাদেশের শাসক শ্রেণির বিভিন্ন পর্যায়ের যে সব নেতা কর্মকর্তা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রীর রাজনীতি বন্ধ করা নিয়ে যে ভূমিকা রেখেছেন এবং পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে তার মধ্যে একটি পত্রিকার প্রকাশিত কতিপয় সংশ্লিষ্ট সংবাদ উল্লেখ করা হ'ল।[৮৩-৮৬]

The Daily Star, Vol. 5, Num 1011, Thu. April 05,2007

Campus Politics to be Banned for Good[৮৩]

Govt brackets politics of students, teachers as major hurdles for education; UGC drafting law.

Shakhawat Liton and Rashidul

The Government has initiated a move for a permanent ban on politics of students and teachers in public universities and

colleges, in a significant bid to restore proper atmosphere for education.

Since January 11, all political activities have remained banned under the emergency rules while the university Grants Commission (UGC) is drafting a law that will restrict politics in educational institutions ever after the sate of emergency is withdrawn, source said.

The education ministry that directed drafting the law, identified students' and teachers' politics as a major obstacle to suitable atmosphere for education.

A seven-member high-powered committee headed by UGC Chairman Prof. M. Asaduzzaman and comprising educationists and legal experts, which to submit it to the education ministry early next month.

The draft of the law would be sent for opinion to different students' and teachers' organizations, the UGC Chairman said.

When asked to comment on the move, former president of Dhaka University Teacher's Association (DUTA) and also a leader of Pro-Awami league teachers' body Prof. AAMS Arefin Siddique said the politics of students and teachers should be de-linked from partinsan politics. He however said the rights of students and teachers to be involved in politics should not be curtailed for the interest of the society.

News Central / South Asia

Mecca Time, Monday, April 30, 2007 (http://english.ajazeera.net/news.asia)

Bangladesh to Ban Student Politics

Bangladesh's army-backed interim Government wants to ban university students and teachers from joining political parties as part of its campaign to crack down on corruption.

'All the political parties should help the government in implementing this decisions'- Deplored.

'Student politics cannot be banned or throttled by making laws. This will backfire' said Hasanul Haque Inu, Chief of Jatyio Samajtantrik Dal, a small left-learning party.

Tofayel Ahmed, a former president of Dhaka University Central students Union and a minister in the Government of Sheikh Hasina, the former Prime Minister, said students should be free to pursue politics alongside their studies.

'If they want to become politicians after graduating, they must be familiar with political activities before leaving campus', Tofayel said, 'Their choices can not be curtailed by law'.

Students have played a leading role in national political movements in Bangladesh, including the 1952 campaign to make Bengali a state language in what was then East Pakistan, and the 1971 war of independence against Pakistan.

But over the past decades student organizations have mainly served as cadres of the main political parties, with campuses mostly controlled by the Bangladesh Nationalist Party (BNP) of Begum Khaleda Zia and the Awami League led by her rival Hasina.

The Daily Star, Friday, October 31, 2008

Teachers do politics abusing autonomy of universities[৮৫]

Staff Correspondent

There is no place for free thinking in the universities nowadays, as the teachers have gotten involved in partisan politics abusing the autonomy of the institutions, they are ever getting promotions wielding politics clout, said Dr. Kamal Hossain yesterday.

They blamed teachers' and students' affiliations with political parties for the down ward slide of education.

ছাত্ররাজনীতি[৮৬]

প্রথম আলো: জনমত জরিপ, বুধবার, ২৪ ডিসেম্বর ২০০৮; সূত্র: জাতীয় জনমত জরিপ, ২০০৮; ওআরজি-কোয়েষ্ট রিসার্চ লিঃ।

'জাতীয় রাজনীতিতে ছাত্ররাজনীতি প্রসঙ্গ স্পর্শকাতর হয়ে উঠেছে। লেজুরবৃত্তিক ছাত্ররাজনীতি নিয়ে যেমন সমালোচনা রয়েছে, তেমনি ছাত্ররাজনীতির নামে চাঁদাবাজি, সন্ত্রাস ও মারামারি ঘটনা সম্পর্কে মানুষের মধ্যে নেতিবাচক মনোভাব তৈরি করেছে। জনমত জরিপে ৭২ শতাংশ উত্তরদাতা ছাত্ররাজনীতি সমর্থন করেন না বলে মত দিয়েছেন। এর বিপরীতে ছাত্ররাজনীতি সমর্থন করে মত দিয়েছেন ২৬ শতাংশ উত্তরদাতা।'

ছাত্ররাজনীতি বন্ধের পক্ষে নন প্রধানমন্ত্রী
কূটনৈতিক প্রতিবেদক, প্রথম আলো: ২৯ জানুয়ারি ২০০৯

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্ররাজনীতি বন্ধের পক্ষে তিনি নন। তিনি বলেন, আমি নিজেও ছাত্র রাজনীতির সঙ্গে জড়িত ছিলাম। আর ছাত্ররা রাজনীতি করবে এতে আমি দোষের কিছু দেখছিনা। কিন্তু তাদের ভূমিকা ইতিবাচক ও গঠনমূলক হওয়া বাঞ্ছনীয়।' এ ক্ষেত্রে তিনি ছাত্রদের সামাজিক-সাংস্কৃতিক ও জাতি গঠনমুলক কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত হওয়ার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

গতকাল বুধবার ঢাকা সফররত জার্মান পররাষ্ট্রসচিব রাইনহার্ড জিলবারাক সৌজন্য সাক্ষাৎ করতে গেলে প্রধানমন্ত্রী তাঁকে এ কথা বলেন।

ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ

ক. উপরোক্ত পাঁচটি রিপোর্টের মধ্যে চারটি রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে দুই বছরের (২০০৭-২০০৮) জন্য নিয়োজিত অ-রাজনৈতিক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের শাসন আমলে। অ-রাজনৈতিক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের শাসনের প্রথমদিকের শাসন কার্য ব্যবস্থা দেখে সংশ্লিষ্ট সকলের ধারণা হয়েছিল যে তত্ত্বাবধায়ক সরকার দেশে জরুরী অবস্থা জারী করে দলীয় দুর্নীতির যে শিকড় দেশের প্রবেশ করেছে তার একটা সূরাহা করবে। সেসাথে উচ্চ শিক্ষার সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ আশান্বিত হয়েছিল যে উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে দলীয় রাজনীতি উচ্ছেদের একটা দফারফা হবে। 'যত গর্জে তত বর্ষেনা' প্রবাদটি পুনরায় সত্য প্রমাণিত হল।

খ. উপরোক্ত চারটি রিপোর্ট থেকে পরিষ্কার যে বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে সরাসরি সংশ্লিষ্ট নয় এরূপ ব্যক্তিগণও দেশের ভবিষৎ প্রজন্মের জন্য চিন্তিত হয়ে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসকে দলীয় রাজনীতিমুক্ত করার সমর্থনে রিপোর্ট করেছে। কিন্তু তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিগত দু'বছরে ১৪৪টি অধ্যাদেশ (অর্ডিন্যান্স) পাশ করে সেঞ্চুরি করলেও জাতীর মেরুদন্ড উচ্চ শিক্ষার জন্য কিছুই করেনি বরং বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে দলীয় শিক্ষক নেতাদের ভাইস-চ্যান্সেলর নিয়োগ দান করে প্রমাণ করেন যে বাংলাদেশের উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দলীয় রাজনীতি অত্যাবশ্যক। তাই বোধ হয় সাংবাদিক মিজানুর রহমান খান লিখেছেন, 'আসুন আমরা তওবা করি। মহান সৃষ্টিকর্তা যেন আমাদের গত দুই বছরের গুনাহখাতা মাফ করে দেন। আমিন' (প্রথম আলো, ২৬-১১-২০০৮)।

গ. কতিপয় দুইজন রাজনীতিবিদদের যুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র ও শিক্ষকদের দলীয় রাজনীতি থাকা প্রয়োজন (Mecca Time, Monday, April 30, 2007)। তাঁদের মতে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস ছাত্রছাত্রীদের রাজনীতির প্রশিক্ষণ কেন্দ্র। আবার ছাত্ররা ১৯৫২ সনের ভাষা আন্দলোন ও ১৯৭১ সনে স্বাধীনতা আন্দলোনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। এমনকি স্বাধীন বাংলাদেশে স্বৈরাশাসক এবং গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত দুর্নীতিবাজ সরকারদের উৎখাত করতেও ছাত্রছাত্রীদের রাজনীতির প্রয়োজনীয়তা অত্যবশ্যক। অর্থাৎ তাঁদের ধারণা বাংলাদেশে ভবিষ্যতে দুর্নীতি, দলীলকরণ ও স্বজনপ্রীতির উর্ধ্বে কোন সরকার গঠিত হবেনা। তাই সক্রিয়ভাবে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ছাত্রছাত্রীগণ রাজনীতির আন্দলোনের মাধ্যমে সরকার উৎখাত করা অত্যাবশ্যক হবে। অর্থাৎ 'যেমনি বুনো ওল, তেমনি বাঘা তেতুঁল' প্রয়োজন।

ঘ. প্রথম আলো: জনমত জরিপ (বুধবার ২৪ ডিসেম্বর ২০০৮) এর ভাষ্য অনুযায়ী বাংলাদেশের উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শুধুমাত্র ছাত্রছাত্রীরাই দলীয় রাজনীতিতে জড়িত। কিন্তু বাস্তবে আজ বাংলাদেশের সকল বিশ্ববিদ্যালয়ে ঝাঁড়ুদার থেকে ভাইস-চ্যান্সেলর পর্যন্ত দলীয় রাজনীতিবিদ। তাই জরিপের বিষয় শুধু ছাত্ররাজনীতি না হয়ে উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দলী রাজনীতি হওয়া বাঞ্ছনীয়।

ঙ. আজ বাংলাদেশের সকল সরকারী উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দলীয় রাজনীতির জীন বিশিষ্ট বীজ বপন এবং তার ফসলকে সরকার স্বীকৃতদান ও প্রতিষ্ঠিত করেছে। প্রথম আলোর ছাত্ররাজনীতি জরিপের ফলাফল অনুযায়ী প্রমাণিত যে ২৮ শতাংশ উত্তরদাতা দেশের উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের রাজনীতিক দলীয় জীন বিশিষ্ট ফসলের সাথে জীবন ও জীবিকা নির্বাহ করছে। অন্যদিকে দেশের ৭২ শতাংশ উত্তরদাতা বিশ্বাস করছে যে, এখন দেশের উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে দলীয় জীন অপসারণ করে প্রকৃত শিক্ষা ও গবেষণার জীন প্রতিস্থাপন করা প্রয়োজন। কিন্তু বিড়ালের গলায় ঘন্টা বাঁধবে কে?

চ. ছাত্ররাজনীতি বন্ধের পক্ষে নন প্রধানমন্ত্রী: প্রথম আলো ২৯ জানুয়ারি ২০০৯, এই রিপোর্ট প্রকাশিত হবার পরে প্রথম আলো পত্রিকায় প্রতিবাদ জানিয়ে যে সব চিঠিপত্র এবং সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়েছে তার মধ্যে কয়েকটি এখানে উল্লখ করা হ'ল (টেবিল- ৭)।

ছ. 'প্রথম আলো' পত্রিকায় প্রকাশিত উপরোক্ত রিপোর্টগুলো পড়ে একটি ছোট গল্প মনে পড়ে গেল। গল্পটি হ'ল। একদা একটি প্রাইমারি স্কুলে একজন স্কুল ইনসপেকটর সাহেব স্কুল পরিদর্শেনে গিয়ে সে স্কুলের প্রধান শিক্ষককে এবং ছাত্রছাত্রীদের উদ্দেশ্যে বললেন, 'উচ্চ শিক্ষা এবং পাশাপাশি প্রচুর অর্থ রয়েছে। দু'টির মধ্যে কোনটি বেছে নিবে?' প্রধান শিক্ষক সাহেব বললেন, 'উচ্চ শিক্ষা' এবং একজন ছাত্র জোর গলায় উত্তর দিল, 'আমি নিব অর্থ।' অর্থাৎ ইনসপেকটর সাহেব বললেন, 'যার যেটা বড় অভাব সে সেটায় অধিক পচ্ছন্দ করবে এটাই স্বাভাবিক।'

জ. বাংলাদেশের উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দলীয় ছাত্ররাজনীতির হালহকিকত সমন্ধে একটি সচিত্র প্রতিবেদন বিগত ১৮ই ফেব্রুয়ারি ২০০৯ তারিখের 'বিশেষ প্রথম আলো' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দলীয় রাজনীতির গুরুত্ব অনুধাবনের জন্য সে ইস্যুটির কয়েকটি শিরোনাম উল্লেখ করা হ'ল। 'ছাত্রলীগ-ছাত্রদলের লেজুড়ের রাজনীতি বৈধ করেছে ইসি', 'চাঁদাবজি ও সন্ত্রাসের চক্রে ছাত্ররাজনীতি', 'শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়ের সুনাম হারিয়েছে নোংরা ছাত্ররাজনীতির কারণে', 'ছাত্র রাজনীতি : সংঘর্ষ', 'জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে সংঘাতময় চার আমল।' 'বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক খুনের মামলাও একপর্যায়ে বেওয়ারিশ হয়ে যায়' ইত্যাদি ইত্যাদি। বিশ্বের কোন দেশ উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দলীয় রাজনীতি করে শিক্ষা ও গবেষণা তথা দেশের উন্নয়ন করেছে তার নজীর বিশ্বে নেই। অপরদিকে বাংলাদেশের রাজনীতিবিদগণ আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ সকল পর্যায়ে রাজনীতির মাধ্যমে দেশের শিক্ষা, গবেষণা, স্বাস্থ্য, প্রশাসন সকল স্তরে বিপ্লব ঘটিয়ে উন্নয়ন করতে। দুঃখের বিষয় সকল স্তরে রাজনীতির মাধ্যমে উন্নয়নের বিপ্লব

ঘটানো আপ্রাণ চেষ্টা হয়েছে প্রায় ৫০ বছর ধরে কিন্তু তার কোন সুফল জনগন দেখতে পায়নি। তাই বাংলাদেশের ৭২ শতাংশ জনগন দলীয় ছাত্ররাজনীতি সমর্থন করেনা।[৮৬] অর্থাৎ বিশ্বের উন্নত দেশসমূহ যে পদ্ধতি অনুসরণ করে উন্নয়ণ করেছে সেসব পরীক্ষিত পদ্ধতি অবলম্বলের মাধ্যমেই দেশের উন্নয়ন ঘটানো সম্ভব। আজ আমাদের একান্ত প্রয়োজন একজন মাহাথিরের। আল্লাহ আমাদের আবেদন কবুল করুন।- আ-মীন।

টেবিল- ৭. ছাত্রদের দলীয় রাজনীতি বন্ধের জন্য প্রথম আলো পত্রিকায় প্রকাশিত রিপোর্টসমূহ।

ক্র/নং	রিপোর্টের শিরোনাম	রিপোর্টের প্রকৃতি	লেখকের ঠিকানা	দিন ও তারিখ
(১)	ক্যাম্পাসে সহিংসতা কেন	চিঠিপত্র কলাম	জাদু ও মাহমুদ, শিক্ষার্থী জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।	প্রথম আলো ২৯ জানুয়ারি, ২০০৯
(২)	ছাত্ররাজনীতিকে দলীয় রাজনীতি থেকে বিযুক্ত থাকতে হবে।	সম্পাদকীয়	জোবাইদা নাসরীন, গবেষক, একটি বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক	প্রথম আলো ৩০ জানুয়ারি ২০০৯
(৩)	ছাত্ররাজনীতির আজ আর প্রয়োজন নেই।	খোলা কলম	গালিব আহসান খান, অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।	প্রথম আলো ৩১ জানুয়ারি ২০০৯
(৪)	শিক্ষাঙ্গনে ছাত্ররাজনীতি ও আমাদের প্রত্যাশা	সম্পাদকীয় অভিমত ভিন্নমত	হোসেন সাইফুল আশরাফ জয়, শিক্ষার্থী, আইইআর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।	প্রথম অলো ০৪ ফেব্রুয়ারি ২০০৯
(৫)	ছাত্ররাজনীতি বনাম শিক্ষার পরিবেশ	সম্পাদকীয়	আহমেদ মাতীন, অধ্যাপক, উদ্ভিদ বিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।	প্রথম আলো ০৫ ফেব্রুয়ারি ২০০৯
(৬)	ছাত্ররাজনীতির আজ আর প্রয়োজন নেই।	খোলা কলম	রয়হান রাইন: শিক্ষক, দর্শন বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়।	প্রথম আলো ০৬ ফেব্রুয়ারি ২০০৯
(৭)	শিক্ষায়তনের রাজনৈতিক সংস্কৃতি।	খোলা কলম	মোহীত উল আলম, অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান, ইংরেজি ও মানববিদ্যা বিভাগ, ইউনিভার্সিটি অব লিবারেল আর্টস বাংলাদেশ।	প্রথম আলো ০৭ ফেবুয়ারি ২০০৯
(৮)	ছাত্ররাজনীতি: প্রতিক্রিয়ার জবাব	সম্পাদকীয়	গালিব আহসান খান, অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।	প্রথম আলো ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০০৯

ঝ. প্রথম আলো-এর 'বদলে যাও, বদলে দাও' শ্লোগান।

প্রথম আলো পত্রিকার দশম বর্ষ পূর্তি উপলক্ষে কিছু বিজ্ঞাপন চিত্র এবং 'বদলে যাও, বদলে দাও' শ্লোগানটি যথেষ্ট জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। কিন্তু প্রশ্ন একটাই, কিভাবে দেশের মানুষ বদলে যাবে এবং কে বদলে দিবে? দৈনিক প্রথম আলো (সোমবার ২২, ডিসেম্বর ২০০৮) পত্রিকার সম্পদকীয় কলামে প্রকাশিত ফারুক মঈনউদ্দীন সাহেবের লেখা পরিবর্তন: 'বদলে যাওয়া এবং বদলে দেওয়া' সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ লিখেছেন। তাঁর মতে 'বদলে যাওয়ার কাজটা দুরুহ বলেই বদলে দেওয়ার কাজটা কাউকে করতে হবে। কারা করবেন? একটা কার্যকর রাষ্ট্র ও প্রশাসনের নিজ দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করলেই হয়তো বদলে দেওয়ার কাজটা সহজ হয়।' কিন্তু বাস্তবে বাংলাদেশে বদলে দেওয়ার কাজটি কি সম্ভব? কারণ দু'বছরের জন্য নিয়োজিত তত্ত্বাবধায়ক সরকার দলীয় রাজনীতিবিদদের নিয়োগ, শতাধিক (১৪৪টি) অর্ডিন্যান্স অনুমোদন এবং বিচার বিভাগকে স্বাধীন করে আন্তর্জাতিক ও জাতীয় দুর্নীতিবাজ নেতাদের বিচারের নামে যে প্রহসন করলো তখন দলীয় সরকার তাদের ভবিষ্যৎ দলীয় সাফল্য ও উন্নতি সাধনের বিপরীতে পদক্ষেপ কেন গ্রহণ করবেন?

ভেটেরিনারি শিক্ষা ও পেশার ভূয়োদর্শন

ভেটেরিনারি শিক্ষার ইতিবৃত্ত

- পৃথিবীর সর্বপ্রথম ভেটেরিনারি শিক্ষার স্কুলটি স্থাপিত হয় ১৭৬১ সালে ফ্রান্সের লিয়ন (Lyon) নামক স্থানে। ১৭৬৭ সনে ভিয়েনা, অস্ট্রিয়ায় 'ইম্পেরিয়াল রয়াল স্কুল ফর দি কিউর এ্যান্ড সার্জারি অব হর্সেস' প্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্তীতে ১৭৭৬ সনে তৃতীয় স্কুলটি স্থাপিত হয় ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসের নিকটবর্তী আলফোর্ড (Alfort) নামক স্থানে। আর ১৭৯১ সালে লন্ডনে পৃথিবীর ৩য় ভেটেরিনারি শিক্ষার বিদ্যাপিঠ 'রয়াল ভেটেরিনারি কলেজ' প্রতিষ্ঠিত হয়।
- ভারত উপমহাদেশে ভেটেরিনারি শিক্ষার প্রাচীন ইতিহাস সম্বন্ধে লিখিত কোন দলিল নেই। তবে বৃটিশ শাসনের পূর্বে পাক-ভারত উপমহাদেশে সম্ভবত হাকিম ও কবিরাজগণ পশু পাখির চিকিৎসা করতো।
- বৃটিশ শাসন আমলে একজন অ-ভেটেরিনারিয়ান বৃটিশ অশ্বারোহী সৈন্যদলের অফিসার ইউলিয়াম ফ্রেজার (William Frazer) ভারতে গরু ও ঘোড়া উন্নয়নে আগ্রহী হন। ১৭৯৫ সনে মে মাসে তিনি ভারতের পুনায় (Puna) একটি গরুর খামার স্থাপন করেন এবং ইংল্যান্ড থেকে দু'টি ষাঁড় এবং ছয়টি গাভী উক্ত ফার্মে নিয়ে আসেন।
- ১৮০৮ খ্রীষ্টাব্দে লন্ডনের 'কোর্ট অব ডিরেক্টরস' একজন অসামরিক ব্যক্তি মিঃ মুরিক্রফ্ট-কে (Mr. Moorecroft) ভারতে সর্বপ্রথম ভেটেরিনারি সার্জন হিসেবে নিয়োগদান করে।
- ১৮২০ সন হতে ভেটেরিনারি পেশার আকর্ষণে ইংল্যান্ড থেকে ভারতে ভেটেরিনারি চিকিৎসক আসতে আরম্ভ করে।
- ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে ভারতের পুনায় 'আর্মি ভেটেরিনারি স্কুল' স্থাপিত হয় এবং উক্ত ভেটেরিনারি স্কুলে মি. জে.এইচ. বি. হালেন (Mr. J.H.B. Hallen) প্রিন্সিপাল ভেটেরিনারি সার্জন হিসেবে নিয়োগ লাভ করেন।
- মানুষের ডাক্তার ডা. কে. পালমার (Dr. K Palmer) বেঙ্গালে গরুর রোগ অধিক আগ্রহের সাথে পর্যবেক্ষণ করেন। ১৮৬৭ সনে তিনি গরুর এপিডেমিক ফুট-অ্যান্ড মাউথ ডিজিজ, রিন্ডারপেস্ট, অ্যানথ্রাক্স ও হেমোরেজিক সেপ্টিসেমিয়া রোগ সম্বন্ধে একটি রিপোর্ট প্রকাশ করেন। সেই রিপোর্টের পরিপ্রেক্ষিতে মি. জে. এইচ. বি. হালেন-কে সভাপতি করে একটি ইন্ডিয়ান প্লেগ কমিশন গঠন করা হয়।
- ভারত বর্ষে ভেটেরিনারি পেশার অগ্রগতির উৎকর্ষ সাধন ঘটে ৯ই ডিসেম্বর ১৮৮৯ তারিখে 'ইম্পিরিয়্যাল ব্যাকটেরিওলজিক্যাল ল্যাবরেটরি' স্থাপনের মাধ্যমে। অবশ্য পরবর্তীতে ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে কুমান হিলস-এর মুক্তেসারে উক্ত ল্যাবরেটরিটি স্থানান্তর করা হয়। পুনরায় ১৯১৩ সালে উক্ত ল্যাবরেটরিটির নাম 'ইম্পিরিয়াল ভেটেরিনারি রিসার্চ ইনস্টিটিউট' পরিবর্তন করে ইজতনগরে স্থানান্তর করা হয়। ভারত বিভাগের পর পুনরায় নাম পরিবর্তন করে 'ইন্ডিয়ান ভেটেরিনারি রিসার্চ ইনস্টিটিউট' নামকরণ করা হয়। ১৯৮৩ সনে ভারতের ইউনিভার্সিটি গ্রান্ট কমিশন ইন্ডিয়ান ভেটেরিনারি রিসার্চ ইনস্টিটিউটকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায় উন্নীত করে।
- পাক-ভারত উপমহাদেশে বৃটিশ শাসন-আমলে (১৭৫৭-১৯৪৭) ভারতের বিভিন্ন অংশে বেশ কয়েকটি ভেটেরিনারি কলেজ স্থাপিত হয়। তাদের মধ্যে স্মরণীয় হ'ল। (ক) ১৮৬২ সনে পুনায়, পুনা ভেটেরিনারি স্কুল। (খ) ১৮৭৭ সনে হাপুরে, হাপুর ভেটেরিনারি স্কুল। (গ) ১৮৮২ সনে লাহোরে, লাহোর ভেটেরিনারি কলেজ। (ঘ) ১৮৮৬ সনে বোম্বেতে, বোম্বে ভেটেরিনারি কলেজ। (ঙ) ১৮৯৩ সনে বেঙ্গালে, বেঙ্গল ভেটেরিনারি কলেজ। (চ) ১৯০৩ সনে মাদ্রাজে, মাদ্রাজ ভেটেরিনারি কলেজ। (ছ) ১৯৩৬ সনে ভারতের মাদ্রাজ ভেটেরিনারি কলেজে সর্বপ্রথম ভেটেরিনারি সায়েন্স বিষয়ে ডিগ্রী কোর্স চালু হয়। উল্লেখ্য, ভারতে নিযুক্ত প্রথম অ্যানিমাল হাজব্যান্ড্রি কমিশনার স্যার আথ্রার ওল্লিভার (Sir Arthur Olliver) ডিগ্রী কোর্সটি চালু করেন।
- ১৮৯৩ সনে প্রতিষ্ঠিত বেঙ্গল ভেটেরিনারি কলেজ-এ তিন বছরের ডিপ্লোমা কোর্সের (GVSc) ব্যবস্থা ছিল।
- ১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগের পর পাকিস্তান সরকার তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের জন্য কুমিল্লায় ভেটেরিনারি কলেজ স্থাপন করে। কলেজটিতে তিন বছরের ডিপ্লোমা কোর্স (DVMS = Diploma in Veterinary Medicine and Surgery) চালু ছিল।
- ১৯৫০ সালে কুমিল্লার ভেটেরিনারি কলেজটি ঢাকায় স্থানান্তর করা হয়। ডিপ্লোমা কোর্সের (DVMS) নামটি এলভিএস (LVS = Licentiate in Veterinary Science) নামকরণ করা হয়।
- ১৯৫১ সনে ঢাকায় স্থানান্তরিত ভেটেরিনারি কলেজ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এর অ্যাফিলিয়েশনে তিন বছরের কোর্সের ডিপ্লোমার সাথে পাঁচ বছরের কোর্সে ডিগ্রী (BSc AH) চালু হয়।
- ১৯৫৭ সালে ঢাকাস্থ ভেটেরিনারি কলেজটি ময়মনসিংহে স্থানান্তরিত হয়। সেই সাথে পূর্বের ডিপ্লোমা কোর্স বিলুপ্ত করা হয়। পূর্বের ডিগ্রীর (BSc AH) নাম পরিবর্তন করে (BSc Vet. Sc & AH) চালু করা হয়।
- জাতীয় শিক্ষা কমিশন এবং কৃষি কমিশনের সুপারিশে ১৯৬১ সালের সেদিনের 'কলেজ অব ভেটেরিনারি সায়েন্স অ্যান্ড অ্যানিম্যাল হাসবেন্ড্রি'-কে কেন্দ্র করেই আজকের বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্ম।
- কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্ম লগ্ন থেকেই ভেটেরিনারি শিক্ষা ব্যবস্থা রাহুগ্রস্থ। আমেরিকান প্রকল্পের অধীনে ভেটেরিনারি অনুষদ এবং পশু পালন অনুষদ নামে দু'টো পৃথক অনুষদ সৃষ্টি করে পৃথিবীতে ভেটেরিনারি পেশায় একটি অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করা হয়।
- বিশ্বস্ত সূত্রে জানা যায় যে, একটি ভেটেরিনারি পেশায় দু'টি ডিগ্রী (DVM ; BSc AH) প্রদানের ব্যাপারে ভেটেরিনারিয়ানগন দু'ভাগে বিভক্ত ছিলেন। প্রশাসনিক ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ভেটেরিনারিয়ানগণ বিশেষ করে জ্যেষ্ঠ দু'জন ভেটেরিনারিয়ান প্রশাসনিক ক্ষমতার আকর্ষণে ভেটেরিনারি পেশা ও দেশের গুরুত্বকে প্রাধান্য না দিয়েই মূলত ব্যক্তি স্বার্থে একটি ভেটেরিনারি পেশার জন্য দু'টি পৃথক ডিগ্রী প্রদানের ব্যবস্থা চালু করেন। ফলশ্রুতিতে উক্ত জ্যেষ্ঠ দু'জন

ভেটেরিনারিয়ানযের মধ্যে একজন ভেটেরিনারি অনুষদের ডিন এবং অন্যজন পশু পালন অনুষদের ডিন হিসেবে নিয়োগলাভ করেন। পরবর্তীতে দু'জনেই পর্যায়ক্রমে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর হন।

- একটি ভেটেরিনারি পেশার শিক্ষা, গবেষণা, প্রশাসন ও মাঠ পর্যায়ের কর্মক্ষেত্রে দু'টি প্রতিপক্ষ সৃষ্টির মাধ্যমে শুধু দ্বন্দ্বই সৃষ্টি করা হয়নি সংশ্লিষ্ট শিক্ষা, গবেষণা ও কর্মক্ষেত্রকে কলুষিত করে আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন ভেটেরিনারি পেশাকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেয়া হয়েছে।
- আমেরিকার প্রকল্পের সাথে সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞগণ অর্থের বিনিময়ে একই সাথে পূর্ব পাকিস্তান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এবং ভারতের হারিয়ানা কৃষি বিশ্ববিদ্যলয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে একটি ভেটেরিনারি পেশার জন্য দু'টি পৃথক ডিগ্রী প্রদানের ব্যবস্থা করতে সক্ষম হয়। তবে আমেরিকার প্রকল্পের মেয়াদ ও অর্থ শেষ হবার সাথে সাথে হারিয়ানা কৃষি বিশ্ববিদ্যলয় আমেরিকান ত্রুটিযুক্ত পরিকল্পনা ত্যাগ করে ভারতের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ন্যায় ভেটেরিনারি পেশার জন্য একটি মাত্র ডিগ্রী ব্যবস্থা করে। কিন্তু তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় তথা আজকের বাকৃবি-তে এখনও ভেটেরিনারি পেশা এবং পশু সম্পদে জন্মগত ত্রুটি সৃষ্টিকারী আমেরিকার বপন করা জীনযুক্ত বীজ বহন করছে। ফলে বাংলাদেশে ত্রুটিযুক্ত ভেটেরিনারিয়ানদের রাজ্য দখল করে শাসন করছে অ-ভেটেরিনারিয়ান পশু পালনবিদ এমকি কৃষি অর্থনীতিবিদগণ।
- আমেরিকান জীনযুক্ত বীজ ব্যাবহার করে একটি ভেটেরিনারি পেশায় দু'টি ডিগ্রী প্রদানের মুল ধারণা হ'ল BSc AH ডিগ্রীধারীগণ পশুর পালন বিশেষজ্ঞ এবং DVM ডিগ্রীধারীগণ পশু চিকিৎসায় বিশেষজ্ঞ বা পশুর ডাক্তার সৃষ্টি করা। আমাদের দেশের তদানীন্তন প্রশাসনিক ক্ষমতায় অধিষ্ঠ ভেটেরিনারিয়ানদের ভূমিকার সাথে আমাদের দেশের রাজনীতিবিদদের ভূমিকার মিল খুঁজে পাওয়া যায়।
- মেডিক্যাল এবং ভেটেরিনারি মেডিক্যাল পেশার মূল বিষয়টি দিয়ে উদ্দেশ্যটি পরিষ্কার করা যায়। যেমন মানুষের যে ডাক্তার রোগীর চিকিৎসা করে সেই ডাক্তারই উক্ত রোগীর খাদ্য সম্বন্ধে বলে দেয়। আবার যে ডাক্তার পরিবার পরিকল্পনায় নিয়োজিত সে জন্ম নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতিসহ চিকিৎসা ও খাদ্য ব্যবস্থাসহ প্রেসক্রিপশন দিয়ে থাকেন। বিশ্বের সব দেশে ভেটেরিনারি মেডিকেল ডাক্তারগণ একইভাবে কার্য সম্পাদন করে। অর্থাৎ ভেটেরিনারি মেডিকেল ডাক্তরগনই পশু পাখির উৎপাদন এবং স্বাস্থ্যের উপর কাজ করে। কিন্তু এই নিয়মের ব্যতিক্রম একমাত্র বাংলাদেশে। কারণ পৃথিবীর মধ্যে একমাত্র বাংলাদেশেই একটি ভেটেরিনারি বা পশু সম্পদ পেশায় দু'ধরনের গ্র্যাজুয়েট তৈরি করা হয়। একটি পশু পালনের উপর এবং অন্যটি পশু চিকিৎসার উপর। পশু সম্পদের উপর এই দু'ধরনের গ্র্যাজুয়েট কি ধরনের কাজ করে তা একটা উদাহরণ দেওয়া হ'ল। একটি রোগাক্রান্ত পশুর চিকিৎসার জন্য পশু ডাক্তারের নিকট চিকিৎসার ব্যবস্থাপত্র নিয়ে পরে পশু পালন গ্র্যাজুয়েটের নিকট পথ্যের বা খাদ্যে ব্যবস্থাপত্র নিতে হবে। একজন পশুর মালিককে একই কাজের দু'জন বিশেষজ্ঞের নিকট যেতে হবে। আবার একজন পশুর ডাক্তারকে রোগাক্রান্ত এবং উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য পশুকে কি খাওয়াতে হবে সে শিক্ষা থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। অপরদিকে কোন ধরনের রোগে কোন ধরনের খাদ্য প্রয়োজন এবং খাদ্যের কারণে কিধরনে রোগ হতে পারে সে সম্বন্ধে একজন পশু পালন গ্র্যাজুয়েটকে অজ্ঞ রাখা হয়। এতদসত্ত্বেও একটি পেশায় দু'ধরনের গ্র্যাজুয়েটদের কোন অসুবিধা হয়না কারণ তারা সময়মত বেতন পান। অসুবিধা শুধু সেবা বঞ্চিত অসুস্থ পশু আর হতভাগ্য পশুর মালিক।

অপূর্ণাঙ্গ ডিভিএম ডিগ্রী অর্জন করে বিব্রত হবার ঘটনা

বাকৃবি-এর ডিভিএম কারিকুলামে আমাদের সময় পশু পালন বিষয়ের জেনেটিক্স ও ব্রিডিং এবং অ্যানিম্যাল নিউট্রিশন দু'টি তাত্ত্বিক কোর্স ছিল। আবার অ্যানিম্যাল নিউট্রিশন কোর্সটির সিলেবাস ও ক্লাসে লেকচারের বিষয়বস্তু বায়োকেমিস্ট্রি এবং ফিজিওলজি বিষয়ের পূণরাবৃত্তি। অর্থাৎ কার্বোহাইড্রেট. ফ্যাট, প্রোটিন, ভিটামিন ও মিনারেল সম্বন্ধে তিনটি বিভাগে একরূপ সিলেবাস ছিল। এমতাবস্থায় অ্যানিম্যাল নিউট্রিশন বিষয়ে ব্যবহারিক কোন কোর্স না থাকায় পশু পাখির খাদ্য দেশী বিদেশী ঘাস সম্বন্ধে ছাত্রছাত্রীদের জানার কোন সুযোগ ছিলনা। অর্থাৎ পশু সম্পদের উপর দেয় ডিগ্রীর কারিকুলাম ও সিলেবাস এমনভাবে তৈরি করা হয় যেন উভয়ই গ্র্যাজুয়েটের পশু সম্পদের উপর জ্ঞান থাকে অপূর্ণাঙ্গ। এরূপ অবস্থায় ১৯৭৬ সনে বাংলাদেশ রিমাউন্ট ভেটেরিনারি কোরে ভেটেরিনারিয়ান নিয়োগের বিজ্ঞপ্তির পরিপ্রেক্ষিতে আমরা অনেকেই ইন্টারভিউ দিতে যাই। উক্ত ভাইভা পরীক্ষায় আমাকে জিজ্ঞাসা করে, 'দেশী ও বিদেশী পশু খাদ্য ঘাসের নাম এবং তাদের পুষ্টির গুণাগুণ।' ভেটেরিনারি পেশার উপর অপূর্ণাঙ্গ ডিগ্রী প্রদানকারী বাকৃবি-এর গ্র্যাজুয়েটের কেল্লা ফতে। তাই উক্ত ইন্টারভিউতে আমি সরি বলে ব্যার্থ হয়ে ফিরে আসি। এই ইন্টারভিউ দিবার পর থেকেই খুঁজতে আরম্ভ করি একটি ভেটেরিনারি পেশায় দু'ধরনের গ্র্যাজুয়েট সৃষ্টি করে ভেটেরিনারি পেশা তথা ভেটেরিনারিয়ানদের কারা বিপদগ্রস্থ করেছে। এরপর আরও ধারণা হয় যে, একটি ভেটেরিনারি পেশায় দু'টি ডিগ্রী প্রদানের ব্যবস্থা নিশ্চয় পেশা তথা দেশের স্বার্থে করা হয়নি বরং ব্যক্তিগত স্বার্থে করা হয়েছে। তাই একদিকে পশু পালন বিষয়ের বই, জার্নাল পড়াশুনা এবং সংশ্লিষ্ট বিষযে গবেষণা আরম্ভ করলাম অন্যদিকে অনুসন্ধান আরম্ভ করলাম কারা বাংলাদেশে ব্যক্তিগত স্বার্থে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত ভেটেরিনারি পেশার ক্ষতিসাধন করেছে। বাংলাদেশ থেকে ২০০০ সন পর্যন্ত পশু পালন ও পশু চিকিৎসা সংক্রান্ত প্রকাশিত সব গবেষণা প্রবন্ধ বিশ্লেষণ করে একটি সংকলিত রিভিউ প্রবন্ধ বাংলাদেশ ভেটেরিনারি জার্নালের ২000 ডিসেম্বর ইস্যুতে প্রকাশ করি। আর প্রমাণ করার চেষ্টা করি যে, পশু পালন ও পশু চিকিৎসা ভেটেরিনারি সায়েন্স একটি দেহের দু'টি হাত বা দু'টি পা বা দু'টি চোখ বা দু'টি কান সদৃশ। অর্থাৎ একটি ছাড়া অন্যটি অসম্পূর্ণ। এর প্রমাণ স্বরূপ আমি এপর্যন্ত লিখেছি ১২টি পশু পালন ও চিকিৎসা বিষয়ের উপর সম্মিলিত পুস্তক যেমন 'পশু পালন ও চিকিৎসাবিদ্যা', 'লাভজনক আধুনিক পশুপাখি পালন ও চিকিৎসা', 'পোল্ট্রি পালন ও চিকিৎসাবিদ্যা' এবং ইংরেজি ভাষায় '*Poultry Science and Medicine*', '*Animal Husbandry and Veterinary Science*' ইত্যাদি। ফলশ্রুতিতে বাংলাদেশে পশু সম্পদের সাথে সংশ্লিষ্ট প্রায় সকল ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক, গবেষক, মাঠ পর্যায়ে কর্মরত ব্যক্তিবর্গ এসব পুস্তক ব্যবহার করছে। বাংলাদেশে ভেটেরিনারি পেশার বারোটা বাজিয়ে যাঁরা দেশের পশু সম্পদের সর্বনাশ ডেকে দেশের ক্ষতি সাধন করেছেন তাঁদের মধ্যে দু'জন জ্যেষ্ঠ ভেটেরিনারিয়ান

অন্যতম। তাঁরা দু'জনই পশু সম্পদের শিক্ষার উপর দু'টি অনুষদ সৃষ্টির উদ্যোক্তা এবং পরবর্তীতে দু'জনই অনুষদীয় ডীন এবং বাকৃবি-এর ভাইস-চ্যান্সেলর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

বাকৃবি-এর প্রতিষ্ঠালগ্নতে এসএসসি পাশ করা ছাত্র ভর্তি করা হতো। সে সময় পশু পালন ডিগ্রী কোর্স ছিল পাঁচ বছর মেয়াদী এবং ডিভিএম কোর্স ছিল ছয় বছর মেয়াদী। আর থানা পর্যায়ে একই পদের বিপরীতে উভয় গ্র্যাজুয়েটদের নিয়োগ দেয়া হয়। পশু পালন গ্র্যাজুয়েট পাঁচ বছরের ডিগ্রী নিয়ে চাকরীতে যোগ দিতো কিন্তু একই ব্যাচের ছাত্রগণ ছয় বছরের কোর্সের ডিভিএম ডিগ্রী নিয়ে এক বছর পরে একই পদে চাকরীতে যোগদান করতো। ফলে চাকরীতে ডিভিএম গ্রাজুয়েটগণ পশু পালন গ্র্যাজুয়েট অপেক্ষা এক বছর জুনিয়ার হতো। ফলে পশু সম্পদ অধিদপ্তরের পশু পালন গ্র্যাজুয়েটগন উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত থাকতো। ফলশ্রুতিতে পশু সম্পদ অধিদপ্তরে থেকে আরম্ভ করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং মাঠ পর্যায়ে কর্মরত সমকক্ষ দু'টি প্রতিপক্ষ সৃষ্টির কারণে পশু সম্পদের উন্নয়ন ব্যহত হলো। উল্লেখ্য, ভেটেরিনারি অনুষদ এবং পশু পালন অনুষদ-এর ছাত্রছাত্রী এবং মাঠ পর্যায়ে কর্মরত উভয় গ্র্যাজুয়েটদের মতামতের উপর নিরপেক্ষভাবে জরিপ করে জানা যায় যে সকলেই একটি পেশায় একটি ডিগ্রী হওয়া বাঞ্ছনীয় বলে মত প্রকাশ করে। কিন্তু বাস্তবে ইহা একটি অত্যন্ত দুরূহ কাজ। কারণ একটি ভেটেরিনারি পেশায় দু'টি ডিগ্রী করার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে যে জটিলতায় তা গভীরে প্রোথিত হয়েছে। অন্যদিকে এ বিষয়ে প্রথম উদ্যোক্তদের উত্তরসূরীতো ক্রমাগত বেড়েছে। পশু সম্পদ একটি পেশায় দু'ধরের গ্র্যাজুয়েটদের মধ্যে কর্মক্ষেত্রে যে দ্বন্দ এবং রেষারেষি সৃষ্টি হয়েছে তা আমার কয়েকটি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে বর্ণনা করছি।

প্রথমটি হল, আশি দশকের ঘটনা, আমি বাকৃবি-তে ভেটেরিনারি মেডিসিন বিভাগের শিক্ষক ছুটিতে গ্রামের বাড়ী গিয়েছি। তখন আমার অব্বা মা জীবিত ছিলেন। আমার আব্বা গ্রামের লোকজনের সব ধরনের সংবাদ রাখতেন। খুব সকালে তিনি আমাকে বললেন, 'গ্রামের এক কৃষক ১২ হাজার টাকা ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে এক জোড়া বলদ কিনেছে। গতকাল একটি বলদ হঠাৎ করে মারা গেছে। অন্য বলদটি রোগে আক্রান্ত। ফলে সে কৃষক কান্নাকাটি করছে।' তাই তার বাড়ীতে গিয়ে বেঁচে থাকা বলদটির চিকিৎসা করতে বললেন। আমি শুনামাত্র সে কৃষকের বাড়ীতে যাই। রোগের ইতিহাস এবং আক্রান্ত বলদটি পরীক্ষা করে অ্যানথ্রাক্স রোগ সনাক্ত করে দ্রুত বাজার থেকে পেনিসিলিন ইনজেকশন আনার জন্য প্রেসক্রিপশন লিখছি। এমন সময় শিবগঞ্জ থানার পশু পালন কর্মকতা পশু পালন গ্র্যাজুয়েট মো. হাবিবুর রহমান এবং থানা পশু হাসপাতলের একজন সহকর্মীকে নিয়ে সে গরুর চিকিৎসা করতে হাজীর। তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'তুমি কেন এসেছো? তুমিতো পশু ডাক্তার নও।' গরুর মালিক সে সময় বললেন, 'তিনি আমার মরে যাওয়া গুরুটির চিকিৎসা করেছেন।' এর মধ্যে তার সাথে আসা ব্যক্তিটি ভেসুলং ইনজেকশন সিরিঞ্জে ভরতে আরম্ভ করেছে। তাকে জিজ্ঞেসা করলাম, 'কী ঔষধ ইনজেকশন দিচ্ছ?' সে ঔষধের নাম বললে তাকে বললাম, 'এই রোগের জন্য তোমার এই ইনজেকশন উপযোগী নয়'। পরে সে আমার পরিচয় জেনে দুঃখ প্রকাশ করে। পশু পালনবিদ হাবিবুর রহমানের থানা পশু সম্পদ অফিসে যাই। সেখানে জানলাম যে, সে থানায় একজন ভেটেরিনারি সার্জন আছেন এবং তিনি রাশিয়া থেকে পাশ করা। পশু পালনবিদ হাবিবুর রহমানের ভাষ্য অনুযায়ী রাশিয়ায় পাশ করা ডাক্তার ভালোভাবে চিকিৎসা করতে পারেননা। তাই পশু পালন গ্র্যাজুয়েট হাবিবুর রহমার ভেটেরিনারি কম্পাউন্ডারের সহায়তায় পশুর চিকিৎসা করেন। এমনকি হাবিবুর রহমান পশুর অস্ত্রোপচারও করেন। ভেটেরিনারি কাউন্সিল এবং ভেটেরিনারি প্র্যাকট্রিশনার অ্যাক্ট সম্বন্ধে জানে কি না প্রশ্ন করলে সে জানে বলে উত্তর দেয়। তার যুক্তি যে পশু পালন গ্র্যাজুয়েটদের মাঠ পর্যায়ে কোন কাজ নেই। তাই পশু চিকিৎসা করে কিছু টাকা আয় হয়। যে ব্যক্তির পশুর রোগ সম্বন্ধে কোন ধারণা নেই, তিনি করছেন পশুর রোগের চিকিৎসা! একবার ভাবুন! আমার ধারণা এর দায় দায়িত্ব নিশ্চয় মো. হাবিবুর রহমানের নয়। দায় দায়িত্ব তাদের যারা এধরনের গ্র্যাজুয়েট তৈরির ব্যবস্থা অনুমোদন করেছে এবং যারা সুনির্দিষ্ট কাজ ছাড়াই পশু সম্পদ আধিদপ্তরে নিয়োগ দান করে থানায় পশু চিকিৎসায় বারোটা বাজাচ্ছে।

দ্বিতীয় ঘটনা, বাকৃবি-এর মেডিসিন বিভাগে প্রভাষক নিয়োগের জন্য ভাইস-চ্যান্সেলরের চেম্বারে বেশ কয়েকজন ডিভিএম গ্র্যাজুয়েটদের ইন্টাভিউ নেয়া হচ্ছে। উক্ত সিলেকশন কমিটির চেয়ারম্যান ভাইস-চ্যান্সেলর এবং আমি বিভাগীয় প্রধান হিসেবে একজন সদস্য ছিলাম। আর পশু পালন অনুষদের একজন প্রফেসর ছিলেন সিন্ডিকেট থেকে দলীয়ভাবে মনোনিত সদস্য। তিনি একজন প্রার্থীকে জিজ্ঞেসা করলেন, 'ইনকিউবেশন পিরিয়ড কি?' প্রার্থী আমাদের দিকে তাকাছিল? প্রার্থীকে বললাম, 'স্যারকে জিজ্ঞাসা কর রোগের ইনকিউবেশন পিরিয়ড না পোল্ট্রির ডিমের ইনকিউবেশন পিরিয়ড?' প্রফেসর সাহেব বিব্রত হয়ে প্রশ্ন পরিবর্তন করে আবার প্রশ্ন করলেন, 'তড়কারোগ কিভাবে প্রতিরোধ করবে?' সেদিন তাঁর প্রশ্ন করার ধরন দেখে আমি বিস্মিত না হয়ে পারিনি।

তৃতীয় ঘটনা, বাকৃবি-এর এক পশু পালনবিদ শিক্ষক একটি গবেষণা প্রকল্প পশু পালন বিষয়ের সাথে পশুর পরজীবী আক্রান্ত ও তার চিকিৎসা সম্বেন্ধেও গবেষণা করে সেমিনারে তার ফলাফল উপস্থাপন করছেন। সে সেমিনারে আমি উপস্থিত ছিলাম। তিনি সেমিনারে উপস্থাপন করলেন যে আমাদের দেশে ১২ শতাংশ গবাদিপশু *ফ্যাসিওলা হেপাটিকা* কৃমিতে আক্রান্ত এবং আক্রান্ত গরুকে ফ্যাসিনেক্স দিয়ে চিকিৎসা করা হয়েছে। তার গবেষণার ফলাফল শুনে তাকে বললাম, 'বাংলাদেশে *ফ্যাসিওলা হেপাটিকা* কৃমি নেই আছে *ফ্যাসিওলা জাইগানটিকা* প্রজাতির কৃমি। *ফ্যাসিওলা হেপাটিকা* কৃমির মাধ্যমিক পোষক (একজাতের শামুক) বাংলাদেশে নেই। আপরদিকে বাংলাদেশ *ফ্যাসিওলা জাইগানটিকা* কৃমির মাধ্যমিক পোষক আছে বিধায় *ফ্যাসিওলা জাইগ্যানটিকা* কৃমি আমাদের দেশে আছে। এই হলো আমাদের দেশে গবেষণার হাল। যার যে বিষয়ে কোন ধারণা নেই সে বিষয়ে গবেষণা করা যায় এটা একটা জলন্ত উদাহরণ। এর জন্য দায়ী কে? একারণে আমেরিকায় বিএসসি অ্যানিম্যাল সায়েন্স ডিগ্রী করার পরে একই গ্রাজুয়েটকে ডিভিএম ডিগ্রী প্রদান করা হয়।[৭]

চতুর্থ ঘটনা, ২০০৪ সনে আমি দ্বিতীয়বার মেডিসিন বিভাগের বিভাগীয় প্রধান। খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেখলাম আন্তর্জাতিক সংস্থা ফাও রংপুর জেলায় পশু সম্পদ উন্নয়নের জন্য একজন বিশেষজ্ঞ ভেটেরিনারিয়ান নিয়োগ করবে। আমাদের মেডিসিন বিভাগ থেকে আমরা তিন জন প্রফেসরসহ অনুষদ থেকে অনেকেই উক্ত পদের জন্য আবেদন করি। কিন্তু বাকৃবি থেকে শুধু মাত্র আমাকে ইন্টারভিউ কার্ড ইস্যু করে। মনে করেছিলাম আমার বায়ো-ডাটা আন্তর্জাতিক সংস্থায় চাকরীর উপযোগী তাই শুধু আমাকে ইন্টারভিউ কার্ড ইস্যু করেছে। কিন্তু বাস্তব চিত্র ছিল ভিন্ন। ইন্টারভিউ দিতে গিয়ে দেখি প্রায় চার-পাঁচ জন পশু

পালন গ্র্যাজুয়েটস। ভেটেরিনারি থেকে আমাকে এবং মাঠ পর্যায়ে কর্মরত আমার একজন ছাত্র ভেটেরিনারিয়ানকে ডেকেছে। ভিতরে একজন পশু পালন গ্র্যাজুয়েট ইন্টারভিউ দিচ্ছে। এমন সময় একজন অ্যানিম্যাল হাসব্যান্ড্রি গ্র্যাজুয়েট আমাকে বলল, ‘স্যার আপনি কেন এখানে ইন্টারভিউ দিতে এসেছেন?’ তাকে প্রশ্ন করলাম, ‘তুমি আমাকে কিভাবে চিনলে?’ তখন সে উত্তর দিল, ‘আপনাকে চিনেনা বাংলাদেশের পশু সম্পদে কাজ করে এমন কোন মানুষ আছে বলে আমার জানা নাই। সে আরও বলল, ‘আপনার লেখা ‘পশু পালন ও চিকিৎসাবিদ্যা’ এবং ‘পোল্ট্রি পালন ও চিকিৎসাবিদ্যা’ বই আমরা প্রায় সবাই ব্যবহার করি।’ তারপর সে দুঃখ করে বলল, ‘আমি পশু পালন অনুষদে ডিগ্রীতে প্রথম শ্রেণিতে প্রথম হয়েছিলাম কিন্তু আমাকে আপনারা প্রভাষক করেন নাই, করেছেন যারা আপনাদের মেয়ে বা বোনকে বিয়ে করেছে এবং দলীয় কর্মীদের’। তাকে আমার উত্তর দেবার মত কিছুই ছিলনা কারণ এরূপ যে বাকৃবি-তে ঘটনা ঘটেছে তা বাস্তবে পত্র পত্রিকায়ও এসেছে। সে নিজে আরও বলল, ‘আমি পিএইচডি থিসিস জমা দিয়ে গতকাল জাপান থেকে এসেছি এই ইন্টারিভিউ দেবার জন্য কারণ আমাকে চাকরী দেয়া হবে বলে ডেকে আনা হয়েছে। একটি মাত্র পোস্ট।’ তার কথা শুনে আমার আকাশ থেকে পড়ার মত অবস্থা হলো। সে আরও বলল, ‘আন্তর্জাতিক সংস্থার একটি প্রকল্পের কিছু বেঁচে যাওয়া অর্থ ব্যবহারের জন্য বিজ্ঞপ্তি দেয়া হয় এবং নিয়োগের ব্যবপারটাও প্রায় চূড়ান্ত হয়ে আছে।’ ফাও-এর মত একটি আন্তর্জাতিক সংস্থার নাম ব্যবহার করে পত্রিকায় রীতিমত বিজ্ঞাপন দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসরকে ইন্টারভিউতে ডেকে অপমান করবে প্রথমে তার কথা বিশ্বাস হয়নি। ইন্টারভিউ বোর্ডে প্রবেশ করে দেখলাম প্রশ্নকর্তার আসনে আসীন পশু সম্পদ অধিদপ্তরের সদ্য অবসর গ্রহনকারী অ্যানিম্যাল হাজব্যান্ড্রি গ্র্যাজুয়েট মহাপরিচালক সাহেব।

কে এই সদ্য অবসর গ্রহনকারী অ্যানিম্যাল হাজব্যান্ড্রি গ্র্যাজুয়েট? তাঁকে আমি প্রথম দেখি ভেটেরিনারি অনুষদের সম্মেলন কক্ষে। প্রথমেই আমি উল্লেখ করেছি যে, একটি ভেটেরিনারি পেশায় দু’টি ডিগ্রীকে সম্মিলিত করার জন্য মূল প্রতিবন্ধকতা ছিল ‘সরিষার মধ্যে ভূত’ আর পেশার একটি জাতীয় রাজনীতিবিদগন। অর্থাৎ ভেটেরিনারি অনুষদে যে সকল শিক্ষক আওয়ামী লীগ করতো তারা প্রায় সবাই ডাবল-ডেকার খেতাবধারী অ্যানিম্যাল হাজব্যান্ড্রি বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রীধারা জাতীয় পর্যায়ে কেন্দ্রীয় নেতার অনুসারী ছিলেন। আর উক্ত কেন্দ্রীয় নেতা ছিলেন স্বঘষিত ১০০% অ্যানিম্যাল হাজবেন্ড্রি ম্যান। তবে আমার ধারণা ছিল বাকৃবি-এর ভেটেরিনারি অনুষদের সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা তাদের ডিভিএম ডিগ্রী এবং ভেটেনারি অনুষদের অনন্যতা নিয়ে গর্ববোধ করতো। কিন্তু হঠাৎ একদিন এক ছাত্র এসে আমাকে জানালো, ‘স্যার আপনি জানেন ভেটেরিনারি অনুষদের ডিনের আমন্ত্রণে ভেটেরিনারি অনুষদে পশু সম্পদের মহাপরিচালক অ্যানিম্যাল হাজব্যান্ড্রি ডিগ্রীধারী আসছেন? আমি বললাম, ‘না, এবং তাকে জানালাম, ‘ভেটেরিনারি অনুষদের অনুষদীয় সভায় এরূপ কোন সিদ্ধান্ত হয়নি’। তাছাড়া এপর্যন্ত বিগত দিনে কোন অ্যানিম্যাল হাজব্যান্ড্রি গ্র্যাজুয়েটকে ভেটেরিনারি অনুষদে আমন্ত্রণ জানানো হয়নি। কারণ বাংলাদেশে তারা ভেটেরিনারি পেশা তথা পশু সম্পদ উন্নয়নের একমাত্র অন্তরায়। এমতাবস্তায় কোন ডিন কোন অ্যানিম্যাল হাজব্যান্ড্রি গ্র্যাজুয়েটকে আমন্ত্রণ করে থাকলে তাঁর নিজস্ব দলীয় ব্যাপার। কিন্তু বাস্তবে ডিন অনুষদে একটি প্রচারের মাধ্যমে সকল শিক্ষককে উক্ত সভায় যোগদানের বিজ্ঞপ্তি দেয়। উল্লেখ্য, সে সময় ভেটেরিনারি অনুষদের ডিন ছিলেন আওয়ামী লীগ পন্থী শিক্ষক এবং পশু সম্পদের মহাপরিচালক ছিলেন আওয়ামী লীগ পন্থী। ভেটেরিনারি অনুষদের বিগত দিনের যে একটি ঐতিহ্য ছিল তা ভেটেরিনারি অনুষদের ডিন জাতীয় রাজনীতির কারণে তাকে ধূলিসাত করে দিল। সে সভায় আমার যাওয়ার কোন ইচ্ছা না থাকলেও কিছু ছাত্রের অনুরোধে উক্ত সভায় যোগদান করি। পশু সম্পদের মহাপরিচালকের ভাষণের মূল অর্থ ছিল, ‘পশু খাদ্যের পুষ্টির মান নিরূপণের জন্য কোটি কোটি টাকা ব্যয়ে যন্ত্রপাতি বিদেশ থেকে আমদানী করা হচ্ছে এবং এসব যন্ত্রপাতি ব্যবহার করার জন্য উপজেলা পর্যায়ে একজন করে অ্যানিম্যাল হাজব্যান্ড্রি গ্র্যাজুয়েট নিয়োগের জন্য পদ সৃষ্টি করা হচ্ছে। ফলে কৃষকের পশুর প্রয়োজনীয় পুষ্টি নিরূপণ করে সুষম খাদ্য সরবরাহের মাধ্যমে পশুর উন্নয়ণ সাধন করা হবে। এছাড়া উপস্থিত ছাত্রলীগ পন্থী ভেটেরিনারি ছাত্র নেতাদের খুশী করার জন্য তিনি আরও বললেন পশুর রোগ নির্ণয়ের জন্য প্রতিটি উপজেলায় একটি করে ভেটেরিনারি প্যাথলজিস্ট-এর পদ সৃষ্টি করা হবে।’ তাঁর এই ভাষণ শুনে আমি অত্যন্ত আশ্চার্য হই এবং সেদিন উপলব্ধি করতে সক্ষম হই। বাংলাদেশে বিদেশের মত পশুর কোন চারণ ভূমি নাই এবং বিশেষ করে শীত এবং গ্রীষ্মকালে আমাদের দেশের মাঠে কোন ঘাস থাকেনা। সেসময় কৃষক ছেনী দিয়ে মাঠের ঘাস শিকড়সহ উঠিয়ে পুকুরের পানিতে ধুয়ে গরুকে খাওয়ায়। এমতাবস্থায় পশুর সুষম খাদ্য প্রস্তুত করার জন্য কোটি কোটি টাকা ব্যয়ে যন্ত্রপাতি আমদানি করা এবং সেগুলো যন্ত্রপাতি ব্যবহারের জন্য আবার প্রতিটি উপজেলায় একজন করে অ্যানিম্যাল হাজব্যান্ড্রি গ্র্যাজুয়েটকে নিয়োগের জন্য একটি করে পদ সৃষ্টি করার প্রস্তাব সত্যই অতুলনীয়। উল্লেখ্য, বাংলাদেশে প্রতিটি উপজেলায় পাকিস্তান আমল থেকে একটি মাত্র ভেটেনিরারি সার্জনের পদ রয়েছে। উপজেলা পর্যায়ে ভেটেরিনারি সার্জন পদের সংখ্যা বৃদ্ধির প্রস্তাব না করে উপজেলা পর্যায়ে ভেটেরিনারি প্যাথলজিস্টের পদ সৃষ্টি করার প্রস্তাব সত্যিই প্রশংসনীয়। কারণ ভেটেরিনারি চিকিৎসা পেশায় পশুর রক্ত, প্রস্রাব পরীক্ষা করে রোগ নির্ণয় বা চিকিৎসা করা হয়না। সুনির্দিষ্ট অণুজীবি জনিত সৃষ্ট রোগ নিরূপণের জন্য প্রয়োজন মাইক্রোবায়োলজিক্যাল ল্যাবরেটরি। সেক্ষেত্রে প্রতিটি উপজেলায় একটি করে ভেটেরিনারি প্যাথলজিস্টের পদ সৃষ্টি করার প্রস্তাব উদ্দেশ্য রহস্যজনক। তবে এপর্যন্ত পশু সম্পদ অধিদপ্তরের অধীনে উপজেলা পর্যায়ে অ্যানিম্যাল নিউট্রেশন বা ভেটেরিনারি প্যাথলজিস্টের কোন পদ সৃষ্টি হয়েছে বলে আমার নিকট তথ্য নেই। কোটি কোটি টাকার সেসব যন্ত্রপাতি আমদানী করা হয়েছিল কি না তাও জানা যায়নি।

এখন পুনরায় ফিরে আসি ফাও এর চাকরীর ইন্টারভিউ প্রসঙ্গে। জাপান থেকে ডেকে আনা উক্ত অ্যানিম্যাল হাজবান্ড্রি গ্র্যজুয়েটের তথ্যের পরে ইন্টারভিউ না দিয়ে ফিরে আসার জন্য চিন্তা করছি এমন সময় আমাকে ইন্টভিউ দেবার জন্য ভিতরে ডাকা হলো। অনিচ্ছা স্বত্বেও ভিতরে প্রবেশ করলাম। ভিতরে প্রবেশ করেই দু’জন সদস্যকে সনাক্ত করতে পারলাম। তাঁর মধ্যে একজন অ্যানিম্যাল হাজব্যান্ড্রি গ্র্যাজুয়েট সদ্য অবসর প্রাপ্ত পশু সম্পদের মহাপরিচালক। অন্যরা কৃষি ও অন্য বিষয়ের গ্র্যাজুয়েট। প্রথমে সদ্য অবসর প্রাপ্ত পশু সম্পদ অদিধপ্তরের মহাপরিচালক সাহেব প্রশ্ন করলেন, ‘আপনি আগে কোন কনসালট্যান্সি পাননি?’ আমি উত্তর দিলাম, ‘না।’ তখন তিনি বললেন, ‘আমিতো পশু পালন অনুষদের অনেক শিক্ষককে কনসালট্যান্সি দিয়েছি।’ তিনি আরও বললেন, ‘আপনি এসেছেন ভালই হয়েছে, আমাদের দেশের মুরগির ফার্মে ব্রয়লার মুরগির ‘স্টান্টেড গ্রোথ সিড্রোম’ দেখা দিয়েছে। কি কারণে এরূপ হচ্ছে? উত্তরে

বললাম, ‘Runting-Stunting Syndrome (RSS)’ এর সুনির্দিষ্ট কারণ জানা যায়নি। তবে এক বা একাধিক ভাইরাল এজেন্টস, পরিবেশ, ব্যবস্থাপনা এবং পুষ্টির অভাব কারণের সমন্বয়ে এরোগের কারণ হিসেবে সনাক্ত করা হয়েছে। তারপর একজন সদস্য জিজ্ঞেসা করলেন, ‘আপনার ১০০টির উপরে প্রকাশিত গবেষণা প্রবন্ধ রয়েছে। এছাড়া আপনার লেখা ১২টি পশু সম্পদের উপর পুস্তক রয়েছে। গবেষণা এবং পুস্তক লেখার কাজ ছেড়ে মাঠ পর্যায়ে কেন কাজ করতে আগ্রহী হলেন? উত্তরে বললাম, ‘আমি যে গবেষণা করেছি এবং যে সমস্ত পুস্তক লিখেছি সেসব গবেষণার ফলাফল এবং পুস্তক মাঠ পর্যায়ের সাথে সংশ্লিষ্টতা নিরক্ষণ করার সুযোগ পেলে সে অভিজ্ঞতা আমাকে পরবর্তীতে আরও প্রয়োজনীয় গবেষণা এবং সংশ্লিষ্ট পুস্তক লিখতে সাহায্য করবে।’ এরপর সদ্য অবসরপ্রাপ্ত পশুসম্পদ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক অ্যানিম্যাল হাজব্যান্ডি গ্র্যাজুয়েট সাহেব প্রশ্ন করলেন, What is biosecurity? আমি উত্তর দিলাম, ‘The term ‘biosecurity’ is derived from Greek word, ‘bio’ refers to ‘life’ and ‘security’ implies some sort of protection that is, biosecurity refers to a type of program that is designed to protect life.’ উত্তর শুনে তিনি বললেন, ‘Vaccination বলবেননা? তাঁর প্রশ্ন শুনে আকাশ থেকে পড়ার মত অবস্থা। তাঁর জানা উচিৎ ছিল বায়োসিকিউরিটি প্রধানত চার প্রকারে করা হয় এবং চতুর্থ প্রকারের নাম হল, ④ Operational biosecurity এবং তার অধীনে রয়েছে (a) Sanitation, (b) Disinfection, (c) Vaccination, (d) Medication, (e) Parasitic control, (f) Good nutrition and (g) Good environment. তাঁর কথা শুনে বুঝতে বাকী রইলনা যে তাঁর উদ্দেশ্য মহৎ। একজন অ্যানিম্যাল হাজব্যান্ড্রির গ্র্যাজুয়েট ভেটেরিনারি পেশায় লেম্যান প্রশ্ন করছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের সিলেকশন গ্রেডের একজন প্রফেসর অব ভেটেরিনারি মেডিসিন বিশেষজ্ঞকে। তখন মনে হয়েছিল, ‘যদি প্রশ্নকর্তাকে প্রশ্ন করি, ‘আপনার অপারেশন্যাল বায়োসিকিউরিটি সম্বন্ধে ধারণা আছে?’ তখন অ-ভেটেরিনারিয়ান অন্য সদস্যগণ নিশ্চয় কিছু বুঝতেননা এবং বলতেন এটা অ্যানিম্যাল হাজব্যান্ড্রি এবং ভেটেরিনারির বিয়য়। এছাড়া সে সময় ছোট বেলায় শুনা একটি গল্প মনে পড়ে যায়।

গল্পটি হ'ল, একটি গ্রামের সকল লোকই অশিক্ষিত। সে গ্রামের এক গৃহস্থ তার ছেলেকে পড়ানোর জন্য একজন স্কুলের ছাত্রকে লজিং রেখেছে। ছেলেটি লেখা পড়ায় বেশ ভাল ছাত্র। আর সে গ্রামে ছিল একজন দুষ্ট প্রকৃতির ছেলে। সে দু'একটা ইংরেজি শিখেছিল কিন্তু সে সর্বদায় গ্রামে সমস্যা করতো। আর তার দুষ্টামী সহজেই লজিং ছেলেটির নিকট ধারা পড়তো। সে গ্রামের মাতবরকে বলে দিত। ফলে গ্রামের মাতবর দুষ্ট ছেলেটাকে মাঝে মধ্যে বকা দিত। সে কারণে দুষ্ট ছেলেটা তাকে শাস্তি দিবার জন্য ফন্দি আঁটলো। একদিন সে মাতবরের নিকট অভিযোগ করল, ‘লজিংয়ে থাকা ছেলোটা কিছুই জানেনা অথচ সে ধোকা দিয়ে আমাদের গ্রামের ভাত খাচ্ছে এবং সমস্যা সৃষ্টি করছে। সুতরাং তাকে গ্রাম থেকে তাড়িয়ে দেয়া প্রয়োজন।’ মাতবর দুষ্ট ছেলেটাকে জিজ্ঞেসা করল, ‘তার প্রমান কি?’ দুষ্ট ছেলেটা বলল, ‘গ্রামের সকল মানুষকে একদিন মাঠে ডাকেন এবং সকলের উপস্থিতিতে তাকে আমি প্রশ্ন করলেই তার উত্তর শুনেই আপনারা বুঝতে পারবেন যে সে কিছুই জানেনা এবং ধোকা দিয়ে আমাদের গ্রামে রয়েছে।’ যে কথা সেই কাজ। গ্রামের সকল মানুষকে মাঠে ডাকা হল। গ্রামের কোন মানুষই কোন ইংরেজি শব্দ জানতোনা। শত শত গ্রামের অশিক্ষিত মানুষের সামনে দুষ্ট ছেলেটি লজিং ছেলেটিকে জিজ্ঞাসা করল, ‘বলতো I don’t know মানে কি?’ লজিং ছেলেটি উত্তর দিল ‘আমি জানিনা’। তখন দুষ্ট ছেলেটি হো হো করে হেসে গ্রামের সকল অশিক্ষিত গ্রামবাসীকে বলল, ‘দেখলেন তো সে আমার প্রশ্নের উত্তর জানেনা।’ সুতরাং সে এতদিন আপনাদের ধোকা দিয়ে গ্রামে আছে। তাকে এখনই গ্রাম থেকে বের করে দেন।’ আমিও ইন্টারভিউ থেকে বের হয়ে চলে আসলাম। জাপান থেকে ডেকে আনা অ্যানিম্যাল হাজব্যান্ড্রি গ্রাহজুয়েটের কথায় সত্য হলো। পরবর্তী বছর ২০০৫ সনে বাংলাদেশের ভেটেরিনারি পেশাকে বঞ্চিত করে আল্লাহ ‘দি পাপুয়া নিউগিনি ইউনিভারসিটি অব টেকনোলজি’ বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার চাকরীর ব্যবস্থা করে দেন।

বাংলাদেশ সরকার পশু সম্পদ অধিদপ্তরের প্রশাসন ও মাঠ পর্যায়ে দু'ধরনের অপূর্ণাঙ্গ গ্র্যাজুয়েট নিয়োগ ও কর্মক্ষেত্রে জটিলতার কারণে বাকৃবি-এর প্রশাসনকে পরপর দু'বার ভেটেরিনারি এবং পশু পালন এর উপর দেয় অপূর্ণাঙ্গ ডিগ্রী দু'টিকে একত্রিত করে একটি পূর্ণাঙ্গ ডিগ্রী প্রদানের জন্য অনুরোধ করে। কিন্তু বাকৃবি তার অটনমির দোহাই দিয়ে পশু সম্পদের উপর দেয় দু'টি ডিগ্রীকে একত্রিত করে একটি ডিগ্রী করতে ব্যর্থ হয়।

বাংলাদেশ সরকার ১৯৭৬-৭৮ সনে দেশের সকল স্বায়ত্তশাসিত ও আধা-স্বয়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানগুলির দুর্নীতি ও অব্যবস্থাপনা নিরূপণের জন্য একটি অনুসন্ধান কমিশন গঠন করে। উক্ত কমিশন পশু সম্পদের শিক্ষা ব্যবস্থা এবং নিয়োগের উপর রিপোর্ট প্রদান করে।[৮৭]

Phase II:[৮৬]

5. Miscellaneous points: Thana Livestock Officer should preferably be Veterinary Surgeon. Existing system of appointing Veterinary Surgeon / Animal Husbandry as Thana Livestock Officer may continue till the Agricultural University revised their syllabus.

Phase III:[৮৬]

5. Pending Government decision the Faculty of Veterinary Science & Animal Husbandry has been kept separate. The set up given may be reviewed by the University Syndicate as per latest decision of the Government.

Sources

① Huq Z, Khan MF, Hossain T, Rahman MM, Mamun KA and Faiz AKM (1976-78). Report of the Universities Inquiry Commission 1976-78. Report of the Bangladesh Agricultural University inqury Commission (August 1977). 335-579.

② Zaman MM (1984). Table of Organization and Equipment of Public Statutory Corporations (Autonomous / Semi-Autonomous bodies) and Allied Organization. Phase II and III. Martial Law Committee on Organization Set up- with 7 Members Committee with Brigadier Enamul Huq Khan as a Chairman. Government of the People’s Republic of Bangladesh, Dacca. 30-31.

ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ

বাকৃবি-এর ভেটেরিনারি এবং অ্যানিম্যাল হাজবান্ড্রি দু'টি অনুষদ থেকে পশু সম্পদের উপর প্রদানকৃত পৃথক দু'টি ডিগ্রীকে একত্রিত করে একটি পূর্ণাঙ্গ ডিগ্রী প্রদানের জন্য বাংলাদেশ সরকার বাকৃবি-কে যে দুইবার দু'টি অফিস স্মারক পত্র পাঠায় এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের অনিয়ম অনুসন্ধান কমিশন দু'টির রিপোর্টের[৮৬] পরিপ্রেক্ষিতে পশু সম্পদের উপর দু'টি ডিগ্রীকে একত্রিত করে একটি ডিগ্রী প্রদানের ব্যাপারে বাকৃবি-এর এক্যাডেমিক কাউন্সিলে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত এক্যাডেমিক কাউন্সিল সভায় আমি উপস্থিত ছিলাম। উক্ত সভায় ভেটেরিনারি অনুষদ ছাড়া পাঁচটি অনুষদের শিক্ষক নেতাদের বক্তব্য শুনে বুঝতে সক্ষম হই যে তারা দেশের পশু সম্পদ তথা দেশের স্বার্থ অপেক্ষা বাকৃবি-এর স্বার্থকে অধিক গুরুত্ব দিচ্ছে। অপরদিকে ভেটেরিনারি অনুষদের শিক্ষক নেতাদের সেহেতু এক্যাডেমিক কাউন্সিল সভায় কোন বলিষ্ঠ বক্তব্য লক্ষ্য করিনি। কারণ আগেই বলেছি 'সরিয়ার মধ্যে ভূত।' উক্ত সভায় অমি বলেছিলাম বাকৃবি-থেকে পশু সম্পদের উপর ডিগ্রী অর্জনকারী গ্র্যাজুয়েটদেরকে মূলত বাংলাদেশ সরকারের পশু সম্পদ মন্ত্রণালয়ের পশু সম্পদ অধিদপ্তরে চাকরী দেয় এবং সরকারের সংশ্লিষ্ট অধিদপ্তরের প্রয়োজন পশু সম্পদের উপর সম্মিলিত একটি ডিগ্রীধারী গ্র্যাজুয়েট কিন্তু বাকৃবি একই পদের জন্য দু'ধরনের গ্র্যাজুয়েট তৈরি করছে। তাই বাকৃবি দেশের প্রয়োজন এবং চাকরীদাতাদের প্রয়োজন অনুযায়ী গ্র্যাজুয়েট তৈরি না করলে যদি চাকরীদাতা পশু সম্পদের উপর সম্মিলিত গ্র্যাজুয়েট তৈরির জন্য অন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থা করে তখন বাকৃবি-এর পশু সম্পদের উপর প্রদানকৃত দু'ধরনের গ্র্যাজুয়েট এবং বাকৃবি-এর ভেটেরিনারি অনুষদ এবং পশু পালন অনুষদের ভবিষৎ কি হবে? এই প্রশ্নের পরিপ্রেক্ষিতে এক্যাডেমিক কাউন্সিল ফসল উদ্ভিদ বিজ্ঞান বিভাগের প্রফেসর ড. মোহম্মদ আবদুল হক সাহেবকে চেয়ারম্যান করে একটি কমিটি গঠন করে দেয়। সে কমিটির আমি একজন সদস্য ছিলাম। এছাড়াও সে কমিটির সদস্য ছিলেন মাৎস্য বিজ্ঞান অনুষদের প্রফেসর ড. মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম এবং পশু পালন অনুষদের জনাব আবিদুর রেজা। কমিটি গঠনের ধরন দেখে পরিষ্কার যে, বাকৃবি-এর একাডেমিক কাউন্সিলের চেয়ারম্যান বিষয়টিকে জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনা না করে ভেটেরিনারি অনুষদ এবং পশু পালন অনুষদের মধ্যের সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করেন। ভেটেরিনারি অনুষদ থেকে আমি যেহেতু ভেটেরিনারি পেশায় একটি ডিগ্রীর জন্য অধিক আগ্রহী সেহেতু উক্ত কমিটিতে আমাকে রাখা হয়। উক্ত কমিটির কয়েকটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিটি সভায় বিশ্বের অন্যান্য দেশের মত একটি ভেটেরিনারি পেশায় একটি ডিগ্রী প্রদানের পক্ষে যুক্তি উপস্থাপন করি। আমার যুক্তির পরিপ্রেক্ষিতে ব্যাক্তি স্বার্থ ছাড়া একটি পেশায় দু'ধরনের গ্র্যাজুয়েট তৈরির জন্য কোন সদস্য কোন যুক্তি দিতে সমর্থ হয়নি। আমার যুক্তিকে প্রফেসর ড. মো. আনোয়ারুল ইসলাম সমর্থন করেন। কিন্তু চেয়ারম্যানের পক্ষপাতিত্বের কারণে উক্ত কমিটি কোন সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে ব্যর্থ হয়। ফলে বাকৃবি-তে একটি ভেটেরিনারি পেশায় দু'টি ডিগ্রী প্রদানের ব্যবস্থা অটল রইল।

বাকৃবি-তে ভেটেরিনারি পেশায় একটি ডিগ্রী প্রদানে নিস্ফল চেষ্টার অভিজ্ঞতা

ভেটেরিনারি পেশায় একটি ডিগ্রী প্রদানের মতাদর্শের ভেটেরিনারি অনুষদের কোন শিক্ষকের সাথে আমার পরিচয় ঘটেনি। তবে অনুষদীয় সভা এবং ভেটেরিনারি ডিগ্রী সম্পর্কিত অনেক সভায় অনেক শিক্ষককে একটি ডিগ্রী প্রদানের ব্যাপারে মতামত প্রকাশ করতে লক্ষ্য করেছি। কিন্তু এসব কতিপয় শিক্ষকের সাথে যখন ব্যক্তিগতভাবে আলাপ হয়েছে তখন মনে হয়েছে যে তাদের ভেটেরিনারি ডিগ্রী এক করার থেকে অধিক গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় দলীয় রাজনীতি। তবে ভেটেরিনারি অনুষদের ছাত্রছাত্রীদের চাপের কারণে ডিনসহ ভেটেরিনারি অনুষদের শিক্ষকগণ মুখে ভেটেরিনারি পেশায় একটি ডিগ্রী প্রদানের পক্ষে কিন্তু কাজে ভিন্ন।

ভেটেরিনারি অনুষদের এরূপ অবস্থায় পশু সম্পদ অধিদপ্তরে কর্মরত একজন সুযোগ্য ভেটেরিনারিয়ান ডা. মো. ফজলুল হক ভাইয়ের সাথে আমার পরিচয় ঘটে। তিনি সে সময় কেন্দ্রীয় পশু হাসপাতাল, ঢাকায় চীফ ভেটেরিনারি অফিসার হিসেবে কর্মরত ছিলেন। ডা. হক ভাইয়ের সাথে আমার পরিচয় ঘটে মূলত ভেটেরিনারি অনুষদের ছাত্রছাত্রীদের মেডিসিন বিষয়ের ব্যবহারিক ক্লাস করার জন্য কেন্দ্রীয় পশু হাসপাতালে যাওয়ার কারণে। ড. হক ভাইয়ের সাথে আলাপ করে আমি নিশ্চিত হই যে, বাংলাদেশে পশুসম্পদ অধিদপ্তরে কর্মরত অন্তত একজন যিনি আমার মতই ভেটেরিনারি পেশায় একটি ডিগ্রীর জন্য আগ্রহী এবং এর জন্য যা করার প্রয়োজন করবেন।

নব্বইয়ের দশকের প্রথমার্ধে 'বাংলাদেশ ভেটেরিনারি সমিতি'এর নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। সে নির্বাচনে দু'টি প্যানেল প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। একটি প্যানেল ভেটেরিনারি অনুষদের জ্যেষ্ঠ প্রফেসর ড. শেখ হেফাজউদ্দিন সভাপতি এবং ডা. মো. ফজলুল হক মহাসচিব এবং আমি এই প্যানেলের একজন সদস্য ছিলাম। অপর প্যানেলটি গঠিত হয় ভেটেরিনারি এবং পশু পালন বিষয়ে পূর্বের কম্বাইড ডিগ্রীধারী পশু পালন বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রীধারী জনাব মীর্জা আবদুল জলিল। তিনি নিজে 'বাংলাদেশ অ্যানিম্যাল হাজব্যান্ড্রি সমিতি' পরিচালনা করতেন এবং নিজকে ১০০% অ্যানিম্যাল হাজব্যান্ড্রি ম্যান হিসেবে বিভিন্ন সভায় ঘোষনা দিয়ে রেখেছেন। উল্লেখ্য, পূর্বের ভেটেরিনারি এবং অ্যানিম্যাল হাজব্যান্ডি কম্বাইন্ড ডিগ্রীধারীগন যাদেরকে সে সময় 'ডবল-ডেকর' বলা হতো তারা হয় ভেটেরিনারি অথবা পশু পালনবিদ হিসেবে ঘোষণা দিয়ে পশু সম্পদ অধিদপ্তরে চাকরী করতেন। ভেটেরিনারিয়ানগন 'বাংলাদেশ ভেটেরিনারি সমিতিরি' সদস্য এবং অ্যানিম্যাল হাজবান্ড্রি গ্র্যাজুয়েটগণ সদস্য হন 'বাংলাদেশ অ্যানিম্যাল হাজবান্ড্রি সমিতি'-র এটাই স্বাভাবিক কিন্তু পূর্বের অধিকাংশ 'ডবল-ডেকর' ডিগ্রীধারীগণ হয় ভেটেরিনারি অথবা অ্যানিম্যাল হাজব্যান্ড্রির সমিতির সদস্য হয়ে পৃথক ছিলেন। কিন্তু জাতীয় রাজনীতিবিদ ডবল-ডেকর জনাব মীর্জা আব্দুল জলিল সাহেব উভয় সমিতির সদস্য ছিলেন। তিনি জাতীয় পর্যায়ে একজন আওয়মী লীগ নেতাও বটে। জনাব মীর্জা আবদুল জলিল সাহেব যেহেতু মনে প্রাণে ১০০% অ্যানিম্যাল হাজব্যান্ড্রি ম্যান ছিলেন সেহেতু তিনি মনে প্রানে একটি ভেটেরিনারি পেশায় দু'টি ডিগ্রী অর্থাৎ পশু পালনের উপর পৃথক ডিগ্রী রাখার জন্য সারাজীবন আপ্রাণ চেষ্টা করেন। তিনি ভেটেরিনারি অনুষদের আওয়মী লীগ পন্থী কতিপয় শিক্ষক এবং ভেটেরিনারি অনুষদের কতপিয় এমএসসি ছাত্র যেমন এমরান, রহমান, তরুন-দের সহয়তায় একটি প্যানেল তৈরি করে নিজে সভাপতি পদে নাম রেখে 'বাংলাদেশ ভেটেরিনারি সমিতি'-ও নির্বচনের জন্য দাখিল

করেন। তাই সেসময় দু'টি প্যানেলের মধ্যে আমাদের প্যানেলর মূল বিষয় ছিল একটি ভেটেরিনারি পেশায় একটি ডিগ্রী ও পশু সম্পদের উন্নয়ন এবং অপর প্যানেলটির মূল বিষয় ছিল পশু সম্পদের উন্নয়ন।

বাংলাদেশ ভেটেরিনারি সমিতির সে নির্বাচনের পূর্বে আমার ধারণা ছিল, ভেটেরিনারি অনুষদের অধ্যায়নরত ও সদ্য পাশ করা এবং মাঠ পর্যায়ে কর্মরত সকল ভেটেরিনারিয়ানগণ চাই বিশ্বের সকল দেশের মত পশু সম্পদের উপর বাংলাদেশ একটি ডিগ্রী প্রদানের ব্যবস্থা করা হোক। তাই ধারণা ছিল বাংলাদেশ ভেটেরিনারি সমিতির নির্বাচনে তার প্রতিফলন ঘটবে। তবে আশ্চর্য হলাম যে অ্যানিম্যাল হাজব্যান্ড্রি সমর্থনকারী প্যানেলে ভেটেরিনারি অনুষদের কতিপয় শিক্ষক এবং ছাত্রদের নাম দেখে। আমাকে আরও আশ্চার্য করলো আমার সুপারভাইজারে এমএসসি অধ্যায়নরত ছাত্র আমার বিরুদ্ধে একই সদস্য পদে বিপরীততে প্রতিযোগিতা করা দেখে। নির্বাচনের প্রায় এক সপ্তাহ পূর্বে সদ্য ডিভিএম পাশ করা দু'জন ছাত্র আমার অফিস চেম্বার এসে সরাসরি আমাকে প্রস্তাব দেয় যে আমি যেন অ্যানিমাল হাজব্যান্ড্রির কেন্দ্রীয় নেতা এবং প্রফেসর মানিক লাল দেওয়ান প্যানেলে যোগদান করে এক হয়ে যায়। উত্তরে বলেছিলাম, 'আমরা একটি ভেটেরিনারি পেশায় একটি ডিগ্রী চাই। আর তোমাদের প্যানেল চাই পশু সম্পদের উপর যে দু'টি ডিগ্রী প্রদান করা হচ্ছে তাকে চিরস্থায়ী করতে। এমতাবস্থায় সকল ভেটেরিনারিয়ান নিজ স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে যদি একটি পেশায় একটি ডিগ্রী চাইতো তা হলে আমার নির্বাচনে যাওয়ার প্রশ্নই উঠেনা। তাছাড়া তোমরা অ্যানিম্যাল হাজব্যান্ড্রি ম্যানকে নিয়ে প্যানেল করেছ। আমিতো অ্যানিম্যাল হাজব্যান্ড্রি ম্যান নই। সুতরাই তোমরা শুধু ভেটেরিনারিয়ান মিলে একটা প্যানেল কর সে প্যানেলে আমার থাকার প্রয়োজন নেই।' তখন একজনন বলল, 'আপনি আমাদের প্যানেলে যোগদান না করলে অথবা অপর প্যানেল থেকে নাম প্রত্যাহার না করলে আপনার বাসায় ডাকাতি পড়বে।' আমার ধারণা ছিল একটি ভেটেরিনারি পেশায় দু'টি ডিগ্রী হবার এবং বজায় রাখার জন্য ভেটেরিনারিয়ানগনই দায়ী এবং যারা ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য করেছেন এবং সমর্থন করেন কিন্তু গোপণীয়ভাবে। তাই সে অবস্থাকে 'সরিষার মধ্যে ভূত' বলে অভিহিত করেছিলাম। কিন্তু প্রকাশ্যে সরিষার মধ্য থেকে ভূত বের হয়ে আসবে এধারণা আমার ছিলনা। আমি নিশ্চিত হলাম যে বাংলাদেশে ভেটেরিনারিয়ানদের মধ্যে যে পর্যায়ে 'সরিষার মধ্যে ভূত' রয়েছে তা আমার পক্ষে তাড়ানো সম্ভবপর নয়।

ভেটেরিনারি অনুষদের ডিভিএম শ্রেণির ছাত্রছাত্রীগণ প্রায় সবাই একটি ভেটেরিনরি পেশায় একটি ডিগ্রী করার পক্ষে কাজ করছিল। তাই তাদের অনুরোধে বাংলাদেশ ভেটেরিনারি সমিতির নির্বাচনের পূর্বের দিন বিকেলে ঢাকায় যাই। উল্লেখ্য, স্নাতক শ্রেণির কোন ছাত্র ভোটার ছিলনা কিন্তু তাদের নিজের আগ্রহে তারা ঢাকায় যায়। সে বছর প্রায় ৫০ জন ছাত্রছাত্রী ডিভিএম ডিগ্রী অর্জন করে ভোটার হয়। তারা সবাই ভেটেরিনারি পেশায় একটি ডিগ্রীর জন্য আপ্রাণ চেষ্টায় কাজ করছিল। কিন্তু নির্বাচনের পূর্বের রাত্রে প্রায় ১০টার দিকে সদ্য ডিভিএম পাশ করা কয়েকজন ভোটার ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয় গেস্ট হাইজে এসে আমাকে জানালো,' অ্যানিমাল হাজব্যান্ড্রির কেন্দ্রীয় নেতা ভেটেরিনারি সমিতির সভাপতি পদপ্রার্থীকে আমাদের ভেটেরিনারি অনুষদের কতিপয় শিক্ষকদের সহয়তায় সদ্য ডিভিএম পাশ করা প্রায় ৩৬ জন ভোটারের সাথে চুক্তি সম্পাদন করেছে যে ভোটের বিনিময়ে তাদের বাংলাদেশ লাভস্টক রিসার্চ ইনস্টিটিউটে (বিএলআরআই) চাকরী দিবে। তারা আরও জানালো যে, তারা সকলের জন্য ভোট চাচ্ছেনা শুধু অ্যানিমাল হাজব্যান্ড্রির সভাপতির জন্য ভোট চাচ্ছে।

বাংলাদেশ ভেটেরিনারি সমিতির নির্বাচন সম্পন্ন হল। নির্বাচনের ফলাফল ভেটেরিনারি পেশায় একটি ডিগ্রীর পক্ষের প্যানেলে অধিকাংশ সদস্য জয়যুক্ত হলেও প্রফেসর ড. শেখ হেফাজ উদ্দিনের পরিবর্তে ভেটেরিনারিয়ানগণ ভোট দিয়ে ১০০% অ্যানিম্যাল হাজবান্ড্রি মানকে সভাপতি নির্বাচন করলো। সুতরাং বাংলাদেশ ভেটেরিনারি সমিতির সভাপতি নির্বাচিত হলেন একজন অ্যানিম্যাল হাজব্যান্ড্রি বিশেষজ্ঞ। পরবর্তীতে আমি সমিতির সদস্য হিসেবে প্রথম প্রথম সমিতির কার্যনির্বাহী কমিটির সভায় ময়মনসিংহ থেকে ঢাকায় গিয়ে যোগদান করে বুঝতে পারি যে, 'সরিষার মধ্যে ভূত' এখন সে ভূত সরিষা থেকে বের হয়ে এসেছে এবং 'কয়লা ধূলে ময়লা যায়না' প্রবাদ দু'টি ভেটেরিনারি সমিতির কার্যনির্বাহী কমিটির সভায় প্রকট হয়েছে। ফলে আমি বাংলাদেশ ভেটেরিনারি সমিতির লাইভ মেম্বারের চাঁদা দিয়ে একবারই চলে আসি। আর কোন দিন সে সমিতির ধারে কাছে যাইনি। এপর্যন্ত আমি যতদূর সংবাদ পেয়েছি 'বাংলাদেশ ভেটেরিনারি সমিতি' এবং 'বাংলাদেশ ভেটেরিনারি কাউন্সিল' এর হর্তাকর্তা সেই অ্যানিম্যাল হাজবান্ড্রি সভাপতির সমার্থক। অতএব, ভেটেরিনারি পেশার উন্নয়নের অবস্থা যা হবার কথা তাই হয়েছে।

বাংলাদেশ ভেটেরিনারি কাউন্সিল কর্তক ভেটেরিনারি শিক্ষার সিলেবাস পরিবর্তন ও পরিবর্ধন প্রসঙ্গ

বাংলাদেশ সরকারের অনুরোধ সত্ত্বেও বাংলাদেশ কৃষি বিশ্বদ্যিালয় (বাকৃবি) ভেটেরিনারি এবং পশু পালনের উপর প্রদানকৃত দু'টি পৃথক ডিগ্রীকে একত্রিত করে দেশোপযোগী একটি ডিগ্রী প্রদানে ব্যর্থ হয়। এমতাবস্থায় পশু সম্পদ অধিদপ্তর এবং মন্ত্রণালয় একটি পশু সম্পদ পেশায় একটি ডিগ্রী প্রদানের জন্য সরকারী ভেটেরিনারি কলেজ স্থাপন করার চিন্তাভাবনা শুরু করে। এছাড়া বাকৃবি-এর ভেটেরিনারি শিক্ষার সিলেবাস যুগোপযোগী এবং দেশোপযোগী নয়। তাই বাংলাদেশ ভেটেরিনারি কাউন্সিল ভেটেরিনারি শিক্ষার সিলেবাস পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।[৮৮]

বাংলাদেশ ভেটেরিনারি কাউন্সিল, ঢাকা।[৮৮]
৭৪১, সাত মসজিদ রোড (তিনতলা), ধানমন্ডি আ/এ, ঢাকা-১২০৯
নম্বর ঃ- ভেঃ শিঃ সিঃ -৯৮ / ১০২(৩) তারিখ: ২৬-৪-৯৩ই (১৩-১-১৪০০ বাঃ)
প্রফেসর আব্দুস সামাদ
ভেটেরিনারি অনুষদ, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ।
বিষয়: ভেটেরিনারি শিক্ষার সিলেবাস পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের প্রস্তাব।
জনাব,
অত্র কাউন্সিলের ৩৭তম (জরুরী) অধিবেশনের কার্যবিবরণীর সংশ্লিষ্ট অংশ আপনার সদয় অবগতি ও বিহিত কার্যক্রম গ্রহনের জন্য অত্র পত্রে সংগে সংযক্ত করিয়া দিলাম।

আপনার বিশ্বস্ত
রেজিস্ট্রার স্বাক্ষর/-(আখলাখ উদ্দিন আহমদ)
১৪-৩-৯৩ইং / ৩০শে ফাল্গুন, ১৩৯৯ বাং তারিখে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ ভেটেরিনারি কাউন্সিলের ৩৭তম (জরুরী) অধিবেশনের কার্যবিবরণী। সংশ্লিষ্টাংশ।
গত ১৪ই মার্চ, ১৯৯3 ইং / ৩০শে ফাল্গুন, ১৩৯৯ বাং তারিখ বেলা ৩-৩০ ঘটিকায় বাংলাদেশ ভেটেরিনারি কাউন্সিলের সভা কক্ষে কাউন্সিলের প্রেসিডেন্ট প্রফেসর মো. মনসুরুল আমিনের সভাপতিত্বে কাউন্সিলের ৩৭তম (জরুরী) অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। সভায় নিম্ন বর্ণিত সদস্যগণ উপস্থিত ছিলেন ঃ-
(১) ডাঃ নাজির আহমেদ, পরিচালক, পশু সম্পদ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ সরকার, ঢাকা।

(২) অধ্যাপক মোঃ মোজাম্মেল হক, ডীন, ভেটেরিনারি অনুষদ, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ।
(৩) মোঃ কর্নেল মাহবুবার রহমান, আর. ভি.এফ.সি অধিনায়ক, আর.ভি এন্ড এফ ডিপোঃ সাভার সেনানিবাস, সাভার, ঢাকা।
(৪) ডাঃ মঞ্জুরুল হক ভূঁইয়া, জেলা পশু সম্পদ কর্মকর্তা, ঢাকা।
(৫) ডাঃ মোঃ আবদুল আজিজ মন্ডল, উর্দ্ধতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, আঞ্চলিক পশু রোগ অনুসন্ধান গবেষণাগার, গাইবান্ধা।
(৬) ডাঃ ফারুক আহমদ, পোল্ট্রি নিউট্রিশনিষ্ট, জোনাল পোল্ট্রি ফার্ম, পাহাড়তলী, চট্টগ্রাম।
(৭) ডাঃ সরদার আবুল বাশার, ভেটেরিনারি সার্জন, কেন্দ্রীয় পশু হাসপাতাল, ৪৮ কাজী আল-াউদ্দিন রোড, ঢাকা।

৩ (খ) বর্তমান যুগের চাহিদা অনুযায়ী ভেটেরিনারি শিক্ষা যুগোপযোগী ও আরও কার্যকরী করার জন্য বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেটেরিনারি শিক্ষার সিলেবাস পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের প্রস্তাব প্রণয়ন করার জন্য নিম্নোক্ত ব্যক্তিদের সমন্বয়ে একটি সাব-কমিটি গঠন করা হয়।
(১) প্রফেসর আব্দুস সামাদ, মেডিসিন বিভাগ, ভেটেরিনারি অনুষদ, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ। - সদস্য।
(২) ডাঃ এ,কে,এম, সিরাজুল হক - সমন্বয়কারী।
(৩) ডাঃ সরদার আবুল বাশার - সদস্য।

এই সাব-কমিটি পশু সম্পদ অধিদপ্তরের সংগে যোগাযোগ রক্ষা করিয়া যে প্রস্তাব প্রণয়ন করিবেন উহা কাউন্সিলের বিবেচনার জন্য কাউন্সিল কর্তৃক ইহা ৩২তম অধিবেশন গঠিত সিলেবাস কমিটির নিকট দাখিল করিবেন। উক্ত সিলেবাস কমিটি ইহার উপর তাঁহাদের মতামতসহ কাউন্সিলে প্রস্তাবটি পেশ করিবেন। কাউন্সিল প্রয়োজন বোধে ইহা সংশোধন করতঃ বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের নিকট পরবর্তী প্রয়োজনীয় কার্য্যক্রমের জন্য প্রেরণ করিবেন।

স্বাক্ষর/- প্রফেসর মোঃ মনসুরুল আমিন
প্রেসিডেন্ট, বাংলাদেশ ভেটেরিনারি কাউন্সিল, ঢাকা।

বাংলাদেশ ভেটেরিনারি কাউন্সিল, ঢাকা।[৮৯]

৭৪১, সাত মসজিদ রোড (তিনতলা), ধানমন্ডি আ/এ, ঢাকা-১২০৯
নম্বর ঃ- সিঃ প্রঃ সাঃ কঃ ১১০ / ১৩৯(২) তারিখঃ ৩০-৮-৯৩ই / ১৫-৫-১৪০০ বাঃ)
প্রতিঃ-
(১) প্রফেসর আব্দুস সামাদ
বিভাগীয় প্রধান, মেডিসিন বিভাগ, ভেটেরিনারি অনুষদ, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ।
(২) ডাঃ সরদার আবুল বাশার
ভেটেরিনারি সার্জন, কেন্দ্রীয় পশু হাসপাতাল, ৪৮, কাজী আলাউদ্দিন রোড, ঢাকা।
বিষয় ঃ ভেটেরিনারি শিক্ষার সিলেবাস প্রণয়ন সাব-কমিটির ১ম সভা।
জনাব,

বর্তমান যুগের চাহিদা অনুযায়ী ভেটেরিনারি শিক্ষাকে যুগোপযোগী ও আরও কার্যকর করার জন্য বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেটেরিনারি শিক্ষার সিলেবাস পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের প্রস্তাব প্রণয়নের উদ্দেশ্যে কাউন্সিলের ৩৭তম (জরুরী) অধিবেশনে যে সাব-কমিটি গঠন করা হয় উহার প্রথম সভা আগামী ১২ই সেপ্টেম্বর, ১৯93ইং তারিখে বেলা ১১-০০ মিঃ- এ প্রফেসর আব্দুস সামাদ, বিভাগী প্রধান, ভেটেরিনারি মেডিসিন বিভাগের অফিস কক্ষ বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হইবে।

আপনাকে উক্ত অধিবেশনে উক্ত তারিখে যথা সময়ে ও যথা স্থানে উপস্থিত হওয়ার জন্য অনুরোধ জানাইতেছি।

আপনার বিশ্বস্ত
(ডাঃ এ. কে.এম. সিরাজুল হক)
সমন্বয়কারী, সিলেবাস প্রণয়ন সাব-কমিটি ও ডেপুটি রেজিস্ট্রার
ইহার অনুলিপি সদয় অবগতি ও বিহিত কার্যক্রমের জন্য ঃ-
(১) পরিচালক, পশু সম্পদ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ সরকার, ঢাকা।
(২) রেজিস্ট্রার, বাংলাদেশ ভেটেরিনারি কাউন্সিল, ঢাকা-কে দেওয়া হইল।

সমন্বয়কারী, (ডাঃ এ. কে.এম. সিরাজুল হক)

বাংলাদেশ ভেটেরিনারি কাউন্সিল, ঢাকা।[৯০]

৭৪১, সাত মসজিদ রোড (তিনতলা), ধানমন্ডি আ/এ, ঢাকা-১২০৯
নম্বর ঃ- ভেঃ শিঃ সিঃ ৯৮ / ১৫ তারিখঃ ২৭-১-৯৪ই / ১৪-১০-১৪০০ বাঃ

প্রফেসর আব্দুস সামাদ
বিভাগীয় প্রধান, মেডিসিন বিভাগ
ভেটেরিনারি অনুষদ, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ।
বিষয় ঃ ভেটেরিনারি শিক্ষার সিলেবাস প্রণয়ন প্রসংগে।

অত্র কাউন্সিলের ৪০তম মুলতবী অধিবেশনের কার্যবিবরণীর সংশ্লিষ্ট অংশ সংযুক্ত করতঃ উপরোল্লিখিত বিষয়ের প্রতি আপনার সদয় দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া জানাইতেছি যে, কাউন্সিলের ৩৭তম অধিবেশনের ৩ (খ) নং সিদ্ধান্ত অনুসারে ভেটেরিনারি শিক্ষার সিলেবাস পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও যুগোপযোগী করার জন্য তিন সদস্য বিশিষ্ট যে সিলেবাস কমিটি গঠন করা হয় তাহাতে কোন আহ্বায়ক না থাকায় উহা সংশোধন পূর্বক আপনাকে আহ্বায়ক করা হইয়াছে। আরো জানাইতে নির্দেশিত হইয়াছি যে প্রস্তবিত সিলেবাস প্রণয়নের কাজ করিতে প্রয়োজনীয় কাগজ, টাইপিস্ট ইত্যাদি খরচ সংকুলানের জন্য উক্ত সিলেবাস সাব-কমিটির আহ্বায়ক-কে পরিচালক, পশু সম্পদ অধিদপ্তর তাঁহার অধিনস্থ তহবিল হইতে ৫,০০০/- (পাঁচ হাজার) টাকা প্রদান করিতে সম্মত হইয়াছে। অতএব, আপনি অনুগ্রহ করিয়া উক্ত সিলেবাস সাব-কমিটির আহ্বায়ক হিসেবে পরিচালক, পশু সম্পদ অধিদপ্তরের নিকট হইতে উপরোক্ত টাকা প্রপ্তির পরবর্তী প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করিবেন।

আপনার বিশ্বস্ত
স্বাক্ষর/- (আখ্লাখ উদ্দিন আহমদ)
রেজিস্ট্রার, ফোন ঃ ৩১২৯৩৭

ইহার অনুলিপি পরিচালক, পশু সম্পদ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ সরকার, ঢাকা-কে বাংলাদেশ ভেটেরিনারি কাউন্সিলের ৪০তম মূলতবী অধিবেশনের সিদ্ধান্তের সংশ্লিষ্ট অংশসহ তাঁহার সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যক্রমের জন্য দেওয়া হইল।

রেজিস্ট্রার

বাংলাদেশ ভেটেরিনারি কাউন্সিল, ঢাকা।[৯১]

৭৪১, সাত মসজিদ রোড (তিনতলা), ধানমন্ডি আ/এ, ঢাকা-১২০৯
নম্বর ঃ- ভেঃ শিঃ সিঃ ৯৮ / ৭৯ তারিখঃ ২-৮-৯৫ই / ১৮-৪-১৪০২ বাঃ

প্রফেসর আব্দুস সামাদ
বিভাগীয় প্রধান, মেডিসিন বিভাগ,
ভেটেরিনারি অনুষদ, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ।
বিষয়: ভেটেরিনারি শিক্ষার সিলেবাস প্রনয়ণ প্রসংগে।

নির্দেশিত হইয়া অত্র কাউন্সিলের ৪৪তম অধিবেশনের কার্যবিবরনীর সংশ্লিষ্ট অংশ আপনার সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যক্রমের জন্য সংযুক্ত করিয়া দিলাম। অত্র কাউন্সিলের সিদ্ধান্ত অনুসারে আগামী ১ (এক) মাসের মধ্যে ভেটেরিনারি শিক্ষার সিলেবাসের রিপোর্টটি দাখিল করার জন্যও আপনাকে অনুরোধ জানাইতে আদিষ্ট হইয়াছি।

আরো জানাইতে নির্দেশিত হইয়াছি যে, বাংলাদেশ ভেটেরিনারি কাউন্সিল অফিসের পত্র নং ভেঃ শিঃ সিঃ- ৯৮/১৫ তাং ২৭-১-৯৪ইং দ্বারা আপনাকে পশু সম্পদ অধিদপ্তর হইতে যে টাকা সংগ্রহ করিতে অনুরোধ করা হইয়াছিল তাহা অদ্যবধি সংগ্রহ করিয়া না থাকিলে উপরোক্ত রিপোর্ট প্রণয়নের আনুষঙ্গিক ব্যয় মিটানোর জন্য অনুগ্রহ করিয়া ঐ টাকা সংগ্রহের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করিবেন।

আপনার বিশ্বস্ত
স্বাক্ষর/- (আখ্লাখ উদ্দিন আহমদ)
রেজিস্ট্রার

ইহা অনুলিপি মহা-পরিচালক, পশু সম্পদ অধিদপ্তরকে অত্র কাউন্সিলের ২৭-১-৯৪ ইং তারিখের ভেঃ শিঃ সিঃ- ৯৮/১৫(১) নং পত্রের বরাতে ৪৪তম অধিবেশনের কার্যবিবরণীর সংশ্লিষ্ট অংশসহ সদয় অবগতি ও বিহিত কার্য্যক্রমের জন্য দেওয়া হইল।

রেজিস্ট্রার

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ।[৯২]

মেমো নং ৪৮ / ডিএম তারিখ ঃ ৭-৮-৯৫ইং
রেজিস্ট্রার
বাংলাদেশ ভেটেরিনারি কাউন্সিল
৭৪১ সাত মসজিদ রোড (তিন তলা)
ধানমন্ডি আবাসিক এলাকা, ঢাকা- ১২০৯
বিষয়: ভেটেরিনারি শিক্ষার সিলেবাস প্রণয়ন প্রসঙ্গে।

প্রিয় মহোদয়,

আপনার স্বারক নম্বর ভেঃ শিঃ সিঃ ৯৮/৭৯, তারিখ ২-৮-১৯৯৫ইং এর পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, উলি-খিত বিষয়ে বাংলাদেশ ভেটেরিনারি কাউন্সিল কর্তৃক গঠিত সাব-কমিটির দুইটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত দুইটি সভায় ভেটেরিনারি শিক্ষার একটি কারিকুলাম প্রস্তাব করা হয়। উক্ত কারিকলিামের কপির সঙ্গে কতিপয় বিষয়ের সিদ্ধান্ত চেয়ে কাউন্সিলে পাঠানো হয়েছিল। কাউন্সিল বিগত ৮-১২-১৯৯৩ইং তারিখে (নং সিঃ প্রাঃ সাঃ কঃ ১১০/১৯৩) উক্ত কারিকুলামের কপি দেশের ভেটেরিনারি পেশায় নিয়োজিত বিভিন্ন বিভাগ / শাখা প্রধানের নিকট সুচিন্তিত মতামত চেয়ে প্রচার করে। প্রস্তাবিত কারিকুলামের উপর মতামত পাওয়া না গেলে সুনির্দিষ্ঠ কারিকুলাম ও সিলেবাস তৈরির জন্য নিম্নোক্ত কতিপয় মৌলিক বিষয়ে সিদ্ধান্তের প্রয়োজন।

(ক) ভেটেরিনারি কারিকুলাম ৮ বছরের না ৫ বছরের হবে?
(খ) ইন্টার্নশিপ ৬ মাস অথবা ১ বছরের হবে?
(গ) ইন্টার্নশিপ ৪ বছর অথবা ৫ বছরের কারিকুলামের মধ্যে থাকবে, অথবা পৃথক অতিরিক্ত ভাবে হবে।

অতএব, উল্লিখিত বিষয়ে বাংলাদেশ ভেটেরিনারি কাউন্সিলের সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত পাওয়া গেলেই ভেটেরিনারি শিক্ষার কারিকুলাম ও সিলেবাস প্রস্তুত করা সহজ ও সমীচীন হবে।
ধন্যবাদান্তে

আপনার বিশ্বস্ত
(ড. মো. আব্দুস সামাদ
প্রফেসর, মেডিসিন বিভাগ

বি. দ্র. মহা-পরিচালক, পশু সম্পদ অধিদপ্তর এর নিকট ভেটেরিনারি শিক্ষার সিলেবাস প্রণয়ন এ আর্থিক সহায়তার উদ্দেশ্যে আবেদনকৃত পত্রের কার্বন কপি কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংযোজিত করা হলো।

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ।[৯৩]

মেমো নং ৪৯ / ডিএম তারিখ ঃ ৭-৮-৯৫ইং
ডাঃ নাজির আহমদ
মহা-পরিচালক, পশু সম্পদ অধিদপ্তর
কৃষি খামার সড়ক, ফার্ম গেইট, ঢাকা।
বিষয়: ভেটেরিনারি শিক্ষার সিলেবাস প্রণয়নে আর্থিক সহায়তা প্রদান প্রসঙ্গে।

প্রিয় মহোদয়,

আপনার সদয় অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, বিগত ১২-১২-১৯৯৩ইং তারিখে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ ভেটেরিনারি কাউন্সিলের ৪০তম সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ভেটেরিনারি শিক্ষার সিলেবাস প্রণয়নের ব্যয়ভার বহনের জন্য আপনার অধীনস্থ তহবিল থেকে ৫০০০/- (পাঁচ হাজার) টাকা প্রদানে আপনার সম্মতির কথা কার্যবিবরণীতে লিপিবদ্ধ হয়েছে (ভেঃ শিঃ সিঃ ৯৮/১৫, তাং ২৭-১-১৯৯৪)। সম্প্রতি ১৩ই জুলাই ১৯৯৫ ইং তারিখে অনুষ্ঠিত উক্ত কাউন্সিলের ৪৪তম অধিবেশনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আপনার নিকট থেকে উক্ত ৫,০০০/- (পাঁচ হাজার) টাকা সংগ্রহ করে এক মাসের মধ্যে সিলেবাস প্রণয়নের জন্য আমাকে জানানো হয়েছে (ভেঃ শিৎ সিঃ -৯৮ / ৭৯, তাং ২-৮-১৯৯৫ ইং)। এমতাবস্থায়, অর্থের অভাবে সিলেবাস প্রস্তুতের ব্যাপারে অগ্রসর হওয়া সম্ভব হচ্ছেনা।
অতএব, ভেটেরিনারি শিক্ষার সিলেবাস প্রণয়নের উদ্দেশে উল্লিখিত পাঁচ হাজার টাকা জরুরী ভিত্তিতে প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা যাচ্ছে।
ধন্যবাদান্তে আপনার বিশ্বস্ত
(ড. মো. আব্দুস সামাদ)
প্রফেসর ও আহবায়ক, ভেটেরিনারি শিক্ষার সিলেবাস সাব-কমিটি।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার[৯৪]

পশু সম্পদ অধিদপ্তর, কৃষি খামার সড়ক, ফার্ম গেইট, ঢাকা।
নং শাখা-৩ / ডিএসও-১(অংশ -২)/৯৫/৪৮৬ তারিখ ২০-৮-৯৫ইং/৫-৫-১৪০২ বা.
বরাবর
ড. মো. আব্দুস সামাদ
প্রফেসর, মেডিসিন বিভাগ, ভেটেরিনারি অনুষদ
বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ।
বিষয়. ভেটেরিনারি শিক্ষার সিলেবাস প্রণয়নে আর্থিক সহায়তা প্রদান প্রসংগে।
সূত্র: আপনার স্বারক নং ৪৯, তাং ৭-৮-৯৫ইং

উপরোক্ত বিষয়ে সূত্রে বর্ণিত স্মারকের বরাতে আপনাকে জানানো যাইতেছে যে ভেটেরিনারি শিক্ষার সিলেবাস প্রণয়নের ব্যয়ভার বহনের জন্য অধিদপ্তর হইতে আর্থিক বরাদ্দ প্রদানের কোন সুযোগ নাই বিধায় তাহা দেওয়া সম্ভব হইল না।

(ডা. মো. আবদুল খালেক খান)
সহকারী পরিচালক
পক্ষে- মহা-পরিচালক, পশু সম্পদ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ, ঢাকা।

নং- শাখা-৩ /ডিএসএ-১(অংশ-২)/৯ ৫ তারিখ ঃ ২০-৮-৯৫ইং / ৫-৫-১৪০২ বাং
অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হইল ঃ-
(১) রেজিস্ট্রার, বাংলাদেশ ভেটেরিনারি কাউন্সিল, ৭৪১ সাত মসজিদ রোড (তিনতলা), ধানমন্ডি আ/এ, ঢাকা- ১২০২।
ভেটেরিনারি সিলেবাস প্রণয়নের ব্যয়ভার কাউন্সিলের নিজস্ব আনুষঙ্গিক খাত হইতে মিটানোর ব্যবস্থা নিতে অনুরোধ করা হইল।

(ডাঃ মোঃ আবদুল খালেক খান)
সহকারী পরিচালক
পক্ষে- মহা-পরিচালক, পশু সম্পদ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ, ঢাকা।

বাংলাদেশ ভেটেরিনারি কাউন্সিল, ঢাকা।[৯৫]

৭৪১ সাত মসজিদ রোড (তিনতলা)
ধানমন্ডি আ/এ, ঢাকা-১২০৯
নম্বর ঃ- ভেঃ শিঃ সি -৯৮ / ১৮৫ তারিখঃ ২৫-১০-৯৫ইং/ ১০-৮-১৪০২ বাঃ
অধ্যাপক ড. মো. আব্দুস সামাদ
বিভাগীয় প্রধান, মেডিসিন বিভাগ, ভেটেরিনারি অনুষদ,
বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ।
বিষয়: ভেটেরিনারি শিক্ষার সিলেবাস প্রণয়ন প্রসংগে।
সূত্র: আপনার পত্র নং ৪৮ তাং ৭-৮-৯৫ইং

সূত্রে উল্লিখিত পত্রের বরাতে অত্র কাউন্সিলের ৪৬তম অধিবেশনের কার্য্যবিবরনীর সংশ্লিষ্ট অংশ সংযুক্ত করিয়া জানাইতেছি যে, ভেটেরিনারি শিক্ষার কারিকুলাম ১ (এক) বৎসরের ইন্টার্নশিপসহ ৫ (পাঁচ) বৎসরের হইবে। ইন্টার্নশিপসহ কোর্স সমাপন করিয়া চাকুরীতে নিয়োজিত হইলে ঐ সকল ভেটেরিনারি গ্র্যাজুয়েটকে একটি ইনক্রিমেন্ট ও চাকরীর জ্যৈষ্ঠতা প্রদানের জন্য ও কাউন্সিল সুপারিশ করেন।

আপনার বিশ্বস্ত
(ডাঃ এ, কে, এম, সিরাজুল হক)
ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার।

বাংলাদেশ ভেটেরিনারি কাউন্সিল, ঢাকা।[৯৬]

৭৪১ সাত মসজিদ রোড (তিনতলা)
ধানমন্ডি আ/এ, ঢাকা-১২০৯
নম্বর ঃ- ভেঃ শিঃ সিঃ - ৯৮ / ১৮৬ তারিখ ঃ ২৫-১০-৯৫ইং/ ১০-৮-১৪০২ বাঃ
অধ্যাপক ড. মো. আব্দুস সামাদ
বিভাগীয় প্রধান, মেডিসিন বিভাগ,
ভেটেরিনারি অনুষদ,
বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ।
বিষয়: ভেটেরিনারি শিক্ষার সিলেবাস প্রণয়নের আর্থিক সহায়তা প্রদান প্রসংগে।

জনাব,

অত্র কাউন্সিলের ৪৬তম অধিবেশনের কার্য্যবিবরনীর সংশ্লিষ্ট অংশ আপনার সদয় অবগতির জন্য পত্রের সংগে সংযুক্ত করিয়া দিলাম।

আপনার বিশ্বস্ত
(ডাঃ এ, কে, এম, সিরাজুল হক)
ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার।

৭ই সেপ্টেম্বর ১৯৯৫ইং / ২০শে ভাদ্র ১৪০২ বাং তারিখে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ ভেটেরিনারি কাউন্সিলের ৪৬তম অধিবেশনের কার্য্যবিবরনীর সংশ্লিষ্ট অংশ।

(৮) ভেটেরিনারি শিক্ষার সিলেবাস প্রণয়নের আর্থিক সহায়তা প্রদান প্রসংগে মহা-পরিচালক, পশু অধিদপ্তরের পত্রটি কাউন্সিলে উপস্থাপন করা হইলে কাউন্সিল ইহার উপর কোন মন্তব্য করিতে অনীহা প্রকাশ করেন। কাউন্সিল সর্বসম্মতিক্রমে এই সিদ্ধান্ত গ্রহন করেন যে সিলেবাস প্রণয়নের জন্য যে, ৫,০০০/- (পাঁচ হাজার) টাকা প্রয়োজন হইবে তাহা বর্তমান আর্থিক বছরে কাউন্সিল তহবিল হইতে মিটানো হইবে।

স্বাক্ষর/- প্রেসিডেন্ট
বাংলাদেশ ভেটেরিনারি কাউন্সিল, ঢাকা।

বাংলাদেশ ভেটেরিনারি কাউন্সিল, ঢাকা।[৯৭]
৭৪১ সাত মসজিদ রোড (তিনতলা)
ধানমন্ডি আ/এ, ঢাকা-১২০৯

নম্বর ঃ- ভেঃ শিঃ সিঃ -৯৮ / ২২১ তারিখঃ ১০-১২-৯৫ইং/ ২৬-৮-১৪০২ বাং

অধ্যাপক ডঃ মোঃ আব্দুস সামাদ
বিভাগীয় প্রধান, মেডিসিন বিভাগ, ভেটেরিনারি অনুষদ
বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ।
বিষয়ঃ ভেটেরিনারি শিক্ষার সিলেবাস প্রণয়ন প্রসংগে।

জনাব,

অত্র কাউন্সিলের ৪৭তম অধিবেশনের কার্য্যবিবরনীর সংশ্লিষ্ট অংশ সংযুক্ত করতঃ বর্তমান যুগের চাহিদা অনুযায়ী ভেটেরিনরি শিক্ষার সিলেবাস প্রণয়ন করিয়া অত্র কাউন্সিলে দাখিল করার অনুরোধ জানাইতে আদিষ্ট হইয়াছি।

আপনার বিশ্বস্ত
(ডাঃ এ, কে, এম. সিরাজুল হক)
ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ।[৯৮]

মেমো নং ২২১ / ডিএম তারিখ ঃ ৩১-১২-৯৫ইং

ডাঃ এ, কে, এম, সিরাজুল ইসলাম
ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার, বাংলাদেশ ভেটেরিনারি কাউন্সিল
৭৪১ সাত মসজিদ রোড (তিন তলা)
ধানমন্ডি আবাসিক এলাকা, ঢাকা- ১২০৯
বিষয়ঃ ভেটেরিনারি শিক্ষার সিলেবাস প্রণয়নে অগ্রিম অর্থ প্রদান প্রসংগে।

প্রিয় মহোদয়,

আপনার বিগত স্মারক নম্বর ভেঃ শিঃ সিঃ ৯৮/১৮৫, তারিখ ২৫-১০-১৯৯৫ এবং ভেঃ শিঃ সিঃ ৯৮/২২১, তারিখ ১০-১২-১৯৯৫ এর পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, ভেটেরিনারি শিক্ষার সিলেবাস প্রস্তুতের কাজ চলছে এবং আশা করছি দুই সপ্তাহের মধ্যে কম্পিউটার কম্পোজের কাজ আরম্ভ করতে পারব ইনশাআল্লাহ। এমতাবস্থায়, উক্ত সিলেবাস প্রস্তুতে ব্যবহৃত উপকরণ ও কম্পিউটার প্রিন্টিংয়ের খরচ বাবদ ৫,০০০/- (পাঁচ হাজার) টাকা মাত্র অগ্রিম প্রদানের জন্য অনুরোধ করছি।

ধন্যবাদান্তে

আপনার বিশ্বস্ত
(ড. মো. আব্দুস সামাদ)
প্রফেসর ও আহবায়ক,
ভেটেরিনারি শিক্ষার সিলেবাস সাব-কমিটি।

বাংলাদেশ ভেটেরিনারি কাউন্সিল, ঢাকা।[৯৯]
৭৪১ সাত মসজিদ রোড (তিনতলা)
ধানমন্ডি আ/এ, ঢাকা-১২০৯

নম্বর ঃ- ভেঃ শিঃ সিঃ -৯৮/০৪ তারিখ ঃ ৬-১-৯৬ইং/ ২৩-৯-১৪০২ বাঃ

অধ্যাপক ডঃ মোঃ আব্দুস সামাদ
আহ্বায়ক
সিলেবাস সাব-কমিটি এবং প্রফেসর অবঃ ভেটঃ মেডিসিন
বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ।
বিষয়: ভেটেরিনারি শিক্ষার সিলেবাস প্রণয়নে অগ্রিম অর্থ প্রদান প্রসংগে।
সূত্র আপনার পত্র নং ২২১, তারিখ ৩১-১২-৯৫ইং

প্রিয় মহোদয়,

উল্লিখিত বিষয় ও সূত্রের বরাতে জানাইতেছি যে, কাউন্সিল তহবিল হইতে অগ্রীম প্রদানের কোন ব্যবস্থা না থাকায়, ভেটেরিনারি শিক্ষার সিলেবাস প্রস্তুতে ব্যবহৃত উপকরণ সংগ্রহ ও কম্পিউটার প্রিন্টিংয়ের কাজ সমাপন করিয়া বিল প্রদানের অনুরোধ জানাইতেছি। বিল প্রাপ্তির পর যতশ্রীঘ্র সম্ভব পরিশোধের প্রয়োজনীয় কার্য্যক্রম গ্রহণ করা হইবে।

আপনার বিশ্বস্ত
(ডাঃ এ, কে, এম. সিরাজুল হক)
ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার

বাংলাদেশ ভেটেরিনারি কাউন্সিল, ঢাকা।[১০০]
৭৪১ সাত মসজিদ রোড (তিনতলা)
ধানমন্ডি আ/এ, ঢাকা-১২০৯

নম্বর ঃ- সিঃ প্রঃ সাঃ কঃ- ১১০/৯ তারিখ ঃ ১৪-১-৯৬ইং/ ১-১০-১৪০২ বাঃ

(১) প্রফেসর ডঃ মোঃ আব্দুস সামাদ
ভেটেরিনারি মেডিসিন বিভাগ, ভেটেরিনারি অনুষদ,
বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ। এবং
আহ্বায়ক, ভেটেরিনারি শিক্ষার সিলেবাস প্রণয়ন সাব-কমিটি,
বাংলাদেশ ভেটেরিনারি কাউন্সিল, ঢাকা।

(২) ডাঃ সরদার আবুল বাসার
ভেটেরিনারি সার্জন, মোড়েলগঞ্জ, বাগেরহাট এবং
সদস্য,ভেটেরিনারি শিক্ষার সিলেবাস প্রণয়ন সাব-কমিটি,
বাংলাদেশ ভেটেরিনারি কাউন্সিল, ঢাকা।

বিষয়: ভেটেরিনারি শিক্ষার সিলেবাস সাব-কমিটির দ্বিতীয় সভা।

জনাব,

আদিষ্ট হইয়া জানাইতেছি যে, বর্তমান যুগের চাহিদা অনুযায়ী ভেটেরিনারি শিক্ষার সিলেবাস পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের উদ্দেশ্যে সিলেবাস প্রণয়ন সাব-কমিটির এক জরুরী সভা আগামী ১৯শে জানুয়ারী রোজ শুক্রবার বেলা ১১-০০ ঘটিকায় প্রফেসর আব্দুস সামাদ, ভেটেরিনারি মেডিসিন বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়-এর অফিস কক্ষে অনুষ্ঠিত হইবে।

আপনাকে উক্ত অধিবেশনে যথা সময়ে উপস্থিত হওয়ার জন্য অনুরোধ জানাইতেছি।

আপনার বিশ্বস্ত
(ডাঃ এ, কে, এম. সিরাজুল হক)
সমন্বয়কারী ও ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার, বাংলাদেশ ভেটেরিনারি কাউন্সিল, ঢাকা।

বাংলাদেশ ভেটেরিনারি কাউন্সিল, ঢাকা।[১০১]
৭৪১ সাত মসজিদ রোড (তিনতলা)
ধানমন্ডি আ/এ, ঢাকা-১২০৯

নম্বর ঃ- ভেঃ শিঃ সিঃ - ৯৮ / ১৬ তারিখ ঃ ২১-১-৯৬ইং/ ৮-১০-১৪০২ বাঃ

ডঃ এম. এ. সামাদ
আহ্বায়ক, সিলেবাস সাব-কমিটি এবং প্রফেসর অব ভেটে. মেডিসিন
বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ।
বিষয়: ভেটেরিনারি শিক্ষার সিলেবাস প্রণয়ন ও ছাপানোর খরচ বাবদ অগ্রিম অর্থ প্রদান প্রসংগে।

প্রিয় মহোদয়,

বাংলাদেশ ভেটেরিনারি শিক্ষার কারিকুলাম ও সিলেবাস প্রণয়ন করতঃ ছাপা করার খরচের যে এস্টিমেট আপনি কাউন্সিল প্রেসিডেন্টের নিকট দাখিল করিয়াছেন উহার প্রেক্ষিতে তাঁহার নির্দেশে আপনাকে চেক গক/২৫ নং ০৭২০২৭৫ তাং ২০-১-৯৬ইং দ্বারা = ৫,০০০/- (পাঁচ হাজার) টাকা অগ্রিম প্রদান করা হইল। অনুগ্রহ করিয়া ইহার প্রাপ্তি স্বীকার করিবেন। এই টাকার সমন্বয় সাধনের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় ভাউচার যতশ্রীঘ্র সম্ভব অত্র দপ্তরে প্রেরণ করার জন্যও আপনাকে অনুরোধ জানাইতে আদিষ্ট হইয়াছি।

আপনার বিশ্বস্ত
(ডাঃ এ, কে, এম. সিরাজুল হক)
সমন্বয়কারী ও ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার

বাংলাদেশ ভেটেরিনারি কাউন্সিল, ঢাকা।[১০২]
৭৪১ সাত মসজিদ রোড (তিনতলা)
ধানমন্ডি আ/এ, ঢাকা-১২০৯

নম্বর ঃ- সিঃ এম-২ (অংশ-৯)/১৮ তারিখ ঃ ২৪-১-৯৬ইং

প্রফেসর আব্দুস সামাদ
ভেটেরিনারি মেডিসিন বিভাগ, ভেটেরিনারি অনুষদ,
বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ।
ও
আহ্বায়ক, ভেটেরিনারি শিক্ষার প্রণয়ন সাব-কমিটি
বাংলাদেশ ভেটেরিনারি কাউন্সিল, ঢাকা।
বিষয়: বাংলাদেশ ভেটেরিনারি কাউন্সিলের মূলতবী ৪৮তম অধিবেশন।

জনাব,

বাংলাদেশ ভেটেরিনারি কাউন্সিলের মূলতবী ৪৮তম অধিবেশন আগামী ২৭শে জানুয়ারী ১৯৯৬ইং / ১৪ই মাঘ ১৪০২বাং রোজ শনিবার বেলা ৪-০০ ঘটিকায় কাউন্সিল অফিসের সভা কক্ষে অনুষ্ঠিত হইবে।

উক্ত অধিবেশনে সিলেবাস সাব-কমিটি কর্তৃক প্রণীত বাংলাদেশে ভেটেরিনারি শিক্ষার সিলেবাস সম্পর্কে আলোচনা হইবে।

অতএব, সিলেবাস প্রণয়ন সাব-কমিটির আহ্বায়ক হিসেবে আপনাকে উক্ত অধিবেশনে যথা সময়ে উপস্থিত হওয়ার জন্য অনুরোধ জানাইতে আদিষ্ট হইয়াছি।

আপনার বিশ্বস্ত
(ডাঃ এ, কে, এম. সিরাজুল হক)
সমন্বয়কারী ও ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার, বাংলাদেশ ভেটেরিনারি কাউন্সিল, ঢাকা।

ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ

ক. বাংলাদেশ ভেটেরিনারি কাউন্সিল বাংলাদেশে ভেটেরিনারি শিক্ষাকে যুগোপযোগী ও আরও কার্যকর করার লক্ষে কারিকুলাম এবং সিলেবাস তৈরির জন্য ২৬-৪-১৯৯৩ তারিখ একটি সাব-কমিটি গঠন করে।[৮৮] উক্ত ভেটেরিনারি শিক্ষার কারিকুলাম এবং সিলেবাস প্রণয়নের জন্য আমাকে আহ্বায়ক করে।[৮৯,৯০] কিন্তু বাংলাদেশ ভেটেরিনারি কাউন্সিলের প্রশাসনিক সমস্যা এবং ধীর গতির কারণে উক্ত কারিকুলাম এবং সিলেবাসের কাজ সম্পূর্ণ করতে দুই বছর আট মাস সময় লেগে যায়।[১০২]

খ. বাংলাদেশ ভেটেরিনারি কাউন্সিল থেকে প্রস্তুতকৃত এই কারিকুলাম ও সিলেবাস মূলত একটি ভেটেরিনারি পেশায় পূর্ণাঙ্গ ডিগ্রীর জন্য তৈরি করা হয়েছে। এক বছর ইন্টার্নীশিপ ট্রেনিংসহ মোট পাঁচ বছরের কোর্সে ভেটেরিনারি ডিগ্রীর জন্য তৈরি করা হয়েছে কারিকুলাম এবং সিলেবাস।

গ. বাংলাদেশ ভেটেরিনারি কাউন্সিল ১৯৯৩ সনে ভেটেরিনারি শিক্ষার যুগোপযোগী কারিকুলাম এবং সিলেবাস তৈরির জন্য একটি সাব-কমিটি গঠন করে প্রায় দু'বছর নিশ্চুপ ছিল। কিন্তু হঠাৎ ২-৮-১৯৯৫ তারিখের পত্রে আবগত হলাম যে, কাউন্সিলের সিদ্ধান্ত অনুসারে আগামী ১ (এক) মাসের মধ্যে ভেটেরিনারি শিক্ষার সিলেবাসের রিপোর্টটি দাখিল করতে হবে।[৯১] অর্থাৎ জরুরী ভিত্তিতে ভেটেরিনারি পেশায় একটি পূর্ণাঙ্গ ডিগ্রীর কারিকুলাম ও সিলেবাসের প্রয়োজন।

ঘ. সাব-কমিটি একটি পূর্ণাঙ্গ ভেটেরিনারি ডিগ্রীর জন্য একটি খসড়া কারিকুলাম প্রস্তুত করে দেশের ভেটেরিনারি পেশায় নিয়োজিত বিভিন্ন বিভাগ / শাখা প্রধানের নিকট সুচিন্তিত মতামত চেয়ে প্রচার করা হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় তেমন কোন সাড়া মিলেনি। তবে তদানীন্তন বাকৃবি-এর প্যারাসাইটলোজি বিভাগের প্রধান প্রফেসর সামছুল হক সাহেব প্রশ্ন করেন, 'বাংলাদেশ ভেটেরিনারি কাউন্সিল সামাদকে কেন কারিকুলাম এবং সিলেবাস তৈরি করতে দিয়েছে?' বাংলাদেশ ভেটেরিনারি কাউন্সিল কেন প্রফেসর হককে ভেটেরিনারি শিক্ষার কারিকুলাম ও সিলেবাস তৈরির করার জন্য নির্বাচন করেনি তার উত্তর আমার জানা ছিলনা। তবে কয়েকদিন পরে তিনি আমার অফিস চেম্বারে এসে তার মন্তবের জন্য দুঃখ প্রকাশ করে যান।

ঙ. বাংলাদেশ ভেটেরিনারি কাউন্সিলে ১৯৯৬ সনের ২৭শে জানুয়ারী ভেটেরিনারি পেশার একটি পূর্ণাঙ্গ কারিকুলাম এবং সিলেবাস অনুমোদিত হয়। উল্লেখ্য, ১৯৯৬ সনে সিলেট সরকারী ভেটেরিনারি কলেজ এবং ১৯৯৭ সনে চট্টগ্রাম সরকারী ভেটেরিনারি কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। উভয় কলেজে এক বছর ইন্টার্নশীপসহ পাঁচ বছরের ভেটেরিনারি ডিগ্রী চালু করা হয়।

বাংলাদেশে ভেটেরিনারি কলেজ প্রতিষ্ঠা ও ডিগ্রীর নামকরণ

বাকৃবি থেকে আমি এবং পশু সম্পদ অধিদপ্তরে কর্মরত ডা. মো. ফজলুল হক ভেটেরিনারি পেশায় একটি ডিগ্রী পুনঃপ্রবর্তনের জন্য আমরা ভেটেরিনারিয়ানদের সমর্থন যেভাবে আশা করেছিলাম তা পাইনি। ফলে ভেটেরিনারি একটি পেশায় একটি ডিগ্রী করার পরিকল্পনা ভেস্তে যায়।

বাংলাদেশ সরকারের সংশ্লিষ্ট অধিদপ্তর বাকৃবি-কে পশু সম্পদের উপর একটি ডিগ্রী প্রদানের অনুরোধ করা সত্ত্বেও বাকৃবি-অপারগতা প্রকাশ করে। পরবর্তীতে সংশ্লিষ্ট অধিদপ্তর ভেটেরিনারি অনুষদকে জানায় যে, আগামী পাঁচ থেকে ১০ বছরের মধ্যে বাংলাদেশে এক হাজার অতিরিক্ত পূর্ণাঙ্গ ভেটেরিনারি গ্র্যাজুয়েট প্রয়োজন। তাই পশু সম্পদের উপর বাকৃবি থেকে পৃথক ডিগ্রীকে একত্রিত করার অনুরোধ করে। বাকৃবি-এর ভেটেরিনারি অনুষদ দু'টি শিফটে এক হাজার অতিরিক্ত পশু চিকিৎসক গ্র্যাজুয়েট তৈরিতে আগ্রহ প্রকাশ করলেও পূর্ণাঙ্গ বা সম্পূর্ণ ভেটেরিনারি গ্র্যাজুয়েট তৈরিতে অক্ষমতা প্রকাশ করে।

বাংলাদেশ সরকার বিশ্বের অন্যান্য দেশের মত বাংলাদেশে পশু সম্পদের উপর একটি পেশায় এক ধরনের গ্র্যাজুয়েট তৈরি করার জন্য বাকৃবি-কে সম্মত করতে ব্যর্থ হয়। অবশেষে বাংলাদেশ সরকার পশু সম্পদের উপর একটি পূর্ণাঙ্গ ডিগ্রী প্রদানের জন্য বেশ কয়েকটি সরকারী ভেটেরিনারি কলেজ স্থাপনের

সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ক্রমান্বয়ে চারটি সরকারী ভেটেরিনারি কলেজ স্থাপনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যথা- ১৯৯৬ সনে সিলেট সরকারী ভেটেরিনারি কলেজ, ১৯৯৭ সনে চট্টগ্রাম সরকারী ভেটেরিনারি কলেজ এবং ২০০২ সনে দিনাজপুর সরকারী ভেটেরিনারি কলেজ। ১৯৯৬ সনে সিলেট সরকারী ভেটেরিনারি কলেজ এবং ১৯৯৭ সনে চট্টগ্রাম সরকারী ভেটেরিনারি কলেজ স্থাপনের পরপরই ছাত্রছাত্রী ভর্তির বিজ্ঞাপন দেয়া হয়। ভর্তির বিজ্ঞাপনে ভেটেরিনারি এবং পশু পালন এর উপর একটি সম্মলিত ডিগ্রী যেমন- BSc (Vet.Sc & AH), BVSC & AH, DVM & AH নাম করণ করা হবে বলে ছাত্রছাত্রী ভর্তির বিজ্ঞাপনে উল্লেখ করা হয়। এই বিজ্ঞাপনের পরিপ্রেক্ষিতে পশু সম্পদের উপর অপূর্ণাঙ্গ দু'টি পৃথক ডিগ্রী প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান বাকৃবি-এর সংশ্লিষ্ট দু'টি অনুষদের টনক পড়ে। এব্যাপরে পশু পালন অনুষদের ভূমিকা সম্পর্কে আমার ধারণা নেই। তবে সে সময় ভেটেরিনারি অনুষদের ডিন ছিলেন প্রফেসর ড. মো. ইসমাইল হোসেন। তিনি বিষয়টির উপর আলোচনার জন্য ভেটেরিনারি অনুষদের একটি অনুষদীয় সভা আহ্বান করেন। উক্ত অনুষদীয় সভায় আমি বিশ্বের সকল দেশের মত ভেটেরিনারি পেশা এবং বাংলাদেশের স্বার্থে একটি ভেটেরিনারি পেশায় একটি ডিগ্রী প্রদানের জন্য যুক্তিতর্ক উপস্থাপন করি। বাংলাদেশের চিন্তাশীল ভেটেরিনারিয়ানগণ এবং অধ্যায়নরত ভেটেরিনারি অনুষদের প্রায় সকল ছাত্রছাত্রীগণ বাংলাদেশের সকল ভেটেরিনারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে ডিভিএম ডিগ্রী চালু রাখার জন্য আগ্রহী ছিল। আমিও বাংলাদেশের সকল ভেটেরিনারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে ডিভিএম ডিগ্রী প্রদান করার ব্যবস্থা গ্রহণ করার পক্ষে ছিলাম। কিন্তু আমার প্রশ্ন ছিল, 'সেসময় একটি পশু সম্পদ পেশায় অপূর্ণাঙ্গ ভেটেরিনারি এবং অপূর্ণাঙ্গ পশু পালন পুথক দু'টি ডিগ্রীর গ্র্যাজুয়েটদের মধ্যে যে দ্বিমুখী লড়াই হচ্ছিল যার পরিপ্রেক্ষিতে কম্বাইন্ড ডিগ্রী প্রদানের জন্য সরকারী ভেটেরিনারি কলেজ স্থাপিত হয়েছে। আর সেসব সরকারী ভেটেরিনারি কলেজ থেকে প্রদান করা হবে পশু পালন ও ভেটেরিনারি বিষয়ের সমন্বয়ে ডিগ্রী। পরবর্তীতে বাকৃবি-এর অপূর্ণাঙ্গ সিলেবাসে ডিভিএম ডিগ্রী এবং নতুন ভেটেরিনারি কলেজ থেকে পূর্ণাঙ্গ সিলেবাসে ডিভিএম ডিগ্রী এবং বাকৃবি থেকে পশু পালন থেকে বিএসসি এএইচ ডিগ্রী পশু সম্পদ অধিদপ্তরে যে ত্রিমুখী সমস্যা সৃষ্টি করবে তার কি ব্যবস্থা হবে?' তাই বিশ্বে একমাত্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বাকৃবি থেকে প্রদানকৃত বিএসসি এএইচ ডিগ্রী বন্ধ করা সম্ভব হলে একটি দেশে ডিভিএম প্রদান করার ব্যবস্থা করা উত্তম প্রস্তাব। কিন্তু আমি পূর্বেই বলেছি সেটা ১৯৬২ সন থেকেই কতিপয় স্বার্থপরায়ণ ভেটেরিনারিয়ানদের মাধ্যমে একটি পেশায় দু'টি অপূর্ণাঙ্গ ডিগ্রী লালিত-পালিত হয়ে আসছে। এমতাবস্থায় একটি পেশার জন্য একটি দেশে তিন ধারনের গ্র্যাজুয়েট তৈরি একটি পেশা তথা দেশের জন্য অত্যধিক ঝুঁকিপূর্ণ। সে পরিপ্রেক্ষিতে আমি প্রস্তাব দিয়েছিলাম যে, সরকারী ভেটেরিনারি কলেজে ভর্তি হওয়া ছাত্রছাত্রীদেরকে আমেরিকার মত পাঁচ বছরের কোর্সে মধ্যে তিন বছরের কোর্ষের মধ্যে পশু পালন এবং প্রি-ক্লিনিক্যাল ভেটেরিনারি সায়েন্স কোর্স সম্পন্ন করে বিএস (এএইচ) ডিগ্রী এবং চতুর্থ ও পঞ্চম বছর ক্লিনিক্যাল ভেটেরিনারি সায়েন্স এবং ইন্টার্নশিপ সম্পন্ন করে ডিভিএম ডিগ্রী প্রদানের ব্যবস্থা করা।[১] সেক্ষেত্রে বাকৃবি-এর পশু পালন অনুষদ থেকে বিএসসি এএইচ পৃথক ডিগ্রী প্রদানের গুরুত্ব আপনা আপনি কমে গিয়ে বন্ধ হয়ে যাবে। এই প্রস্তাবে অনুষদের একজন শিক্ষক নেতা প্রতিবাদ করেন এবং কলেজে বাকৃবি-এর মত ডিভিএম ডিগ্রী চালু করার জন্য প্রস্তাব দেন। উক্ত শিক্ষক নেতার প্রস্তাব অনুযায়ী অনুষদীয় সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহন করেন। উল্লেখ্য, ২০15 সনের ৫ জুলাই খুলনা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এই বিশ্ববিদ্যালয়ে পৃথিবী থেকে বিলুপ্ত ভেটেরিনারি ডিগ্রী বিএসসি (ভেট. সায়েন্স এন্ড এএইচ) একই গ্রুপের নেতা উপাচার্য পুনরায় চালু করে রেকর্ড সৃষ্টি করে। সাধারণত আমেরিকায় বিএসসি ডিগ্রী অর্জন করে ডিভিএম কোর্সে ভর্তি হয়। কিন্তু এসময় সেসব নেতাদের কোন বক্তব্য প্রকাশ পায়নি।

বাকৃবি-এর অসহযোগীতার কারণেই পশু সম্পদের উপর একটি মাত্র পূর্ণাঙ্গ ডিগ্রী প্রদানের জন্য সরকারী ভেটেরিনারি কলেজ স্থাপন করা হয়। তাই ভেটেরিনারি অনুষদের অনুষদীয় সভার সিদ্ধান্ত বাংলাদেশ সরকারের বাস্তবায়ন করার প্রশ্নই উঠেনা তা ভেটেরিনারি অনুষদের শিক্ষক নেতারা নিশ্চিত ছিলেন। সেকারণে সংশ্লিষ্ট শিক্ষক নেতা ভেটেরিনারি অনুষদের ছাত্র নেতাদের এবং ডিনের মাধ্যমে ভেটেরিনারি অনুষদের সকল ছাত্রছাত্রীদের ভেটেরিনারি পেশার একটি সংকটাপূর্ণ মুহূর্ত উল্লেখ করে তাদের মাধ্যমে ঢাকায় পশু সম্পদ অধিদপ্তরের মহাপরিচালককে সরকারী ভেটেরিনারি কলেজে ডিভিএম ডিগ্রী প্রদানের জন্য চাপ সৃষ্টি করে। অবশেষে কিছু অদূরদর্শী ভেটেরিনারি শিক্ষক নেতা ও ডিনের কারণে এবং সাময়িক বাকৃবি-এর স্বার্থের জন্য বাংলাদেশে একটি পশু সম্পদ পেশায় বিভিন্ন ধরনের কারিকুলাম এবং সিলেবাসের মাধ্যমে তিন ধরনের ডিগ্রী প্রদানের ব্যবস্থা করা হ'ল। সেই দিনই ভেটেরিনারি অনুষদের ছাত্রছাত্রীরা ঢাকা থেকে সন্ধ্যায় ক্যাম্পাসে ফিরে আসে। কয়েকজন ছাত্র সেইদিন রাত্রি প্রায় দশটার দিকে আমার ক্যাম্পাসের বাসায় এসে আমাকে সরাসরি বলে, 'স্যার আগামী কাল আপনি অফিসে না গিয়ে বাসায় থাকেন।' 'কেন?' জিজ্ঞেসা করতে তারা বলল, 'ভেটেরিনারি অনুষদের ডিন ও কতিপয় শিক্ষক নেতা এবং ভেটেরিনারি অনুষদের ছাত্রছাত্রীরা পশু সম্পদ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মোঃ নাজির আহম্মেদ-এর নিকট সরকারী ভেটেরিনারি কলেজে ডিভিএম ডিগ্রী চালুর প্রতিশ্রুতি নিয়ে ঢাকায় এক সভা করে এবং সে সভায় একজন শিক্ষক নেতা বলেন, 'ডঃ সামাদ ডিভিএম ডিগ্রী চায়না। সুতরাং আগামী কাল অনুষদে গিয়ে তার অফিস চেম্বারে তালা ঝুলিয়ে দিবে।' তারপর সে শিক্ষক নেতার নামসহ উক্ত মিশনের সকল বিষয় সম্পর্কে ছাত্রদের নিকট থেকে অবগত হই। পরদিন সকালে ভেটেরিনারি অনুষদে ডিনের সাথে সাক্ষাৎ হয়। তিনি একই কথা বললেন, 'আপনি কয়েকদিন আফিসে না এসে বাসায় থাকেন।' তাঁর একথা শুনে আশ্চার্য হলাম। ছাত্ররা যেভাবে আমাকে সব কিছু বিস্তারিত বলেছে সেভাবে তিনি বিস্তারিত আমাকে কিছু বলেননি। পরে ভেটেরিনারি অনুষদের ছাত্রদের সাথে বিস্তারিত আলাপ করার পর তারা উক্ত শিক্ষক নেতার স্বভাব উল্লেখ করে আমার নিকট দুঃখ প্রকাশ করে। আমি উক্ত আওয়ামী লীগ পন্থী অ্যানিম্যাল হাজব্যান্ড্রি সমর্থনকারী শিক্ষক নেতার উদ্দেশ্য সম্পর্কে সুস্পষ্টভাবে জানতে পারলাম। এমতাবস্থায় আমি ভেটেরিনারি পেশার নেতৃত্ব থেকে নিজকে সরিয়ে নিলাম যাতে ছাত্ররা এখন থেকে আর আমার কাছে না এসে উক্ত শিক্ষক নেতার নিকট যায়। ১৯৭৬ সনে বাংলাদেশ রিমাউন্ড ভেটেরিনারি কোরে ইন্টারভিউ দেবার পর থেকে একটি ভেটেরিনারি পেশায় দু'টি পৃথক অপূর্ণাঙ্গ ডিগ্রী প্রদান থেকে একটি ডিগ্রী প্রদানের জন্য যে সব দলিল পত্র সংগ্রহ করে একটি ফাইল করেছিলাম তা বন্ধ করে দিই। পরবর্তীতে আমি বাকৃবি থেকে লিয়েন নিয়ে 'দি পাপুয়া নিউগিনি ইউনিভারসিটি অব টেকনলোজি'-তে চাকরী নিয়ে বিদেশ চলে যাই। ২০০৭ সনে বিদেশ থেকে বাকৃবি-তে ভেটেরিনারি অনুষদে রাজনৈতিক কারণে যে বিপর্যয় ঘটেছে তা দেখে সেসব ফাইল হকারের

নিকট সের দরে বিক্রি করে দিই।

বর্তমানে বাংলাদেশে ভেটেরিনারি পেশার অবস্থা

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ভেটেরিনারি অনুষদ (ডিভিএম) এবং পশু পালন অনুষদ (বিএসসি, এএইচ) থেকে পশু সম্পদের জন্য পৃথক দু'টি ডিগ্রী প্রদানসহ বেশ কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় ডিভিএম ডিগ্রী প্রদান করছে। উল্লেখ্য, ১৯৯৬ সনে সিলেট, ১৯৯৭ সনে চট্টগ্রাম, ২০০২ সনে দিনাজপুর এবং ২০০৩ সনে বরিশাল জেলায় সরকারী ভেটেরিনারি কলেজ স্থাপিত হয়। পরবর্তীতে সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম ভেটেরিনারি এ্যান্ড অ্যানিম্যাল সায়েন্স বিশ্ববিদ্যালয়, পটুয়াখালী সায়েন্স এ্যান্ড টেকনলজি বিশ্ববিদ্যালয় এবং হাজী দানেশ সায়েন্স এ্যান্ড টেকনলজি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হওয়ার কারণে সংশ্লিষ্ট জেলার সরকারী ভেটেরিনারি কলেজগুলি সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

বাংলাদেশে বিগত দুই বছরের (২০০৭-২০০৮) জন্য নিয়োজিত তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর নিয়োগের জন্য একটি সার্চ কমিটি গঠন করে। উক্ত সার্চ কমিটিতে যে সব সদস্য ছিলেন তারা অধিকাংশই জাতীয় রাজনীবিদ। বাকৃবি-এর পশু পালন অনুষদের আওয়ামী লীগের সমর্থক একজন প্রফেসর ছিলেন উক্ত সার্চ কমিটির সদস্য। বাকৃবি ছাড়া পৃথিবীর অন্য কোন দেশে পশু পালন বা অ্যানিম্যাল হাজব্যান্ড্রির এবং ভেটেরিনারি সমকক্ষ পৃথক কোন ডিগ্রী প্রদান করা হয়না।[1] বাংলাদেশ পশু সম্পদ তথা ভেটেরিনারি পেশাকে জিম্মি করে কতিপয় ভেটেরিনারিয়ান নেতা অ্যানিম্যান হাজব্যান্ড্রি ডিগ্রীকে লালন-পালন করে যাচ্ছে। অ্যানিম্যাল হাজব্যান্ড্রি ডিগ্রীকে ভেটেরিনারি ডিগ্রীর সমকক্ষ হিসেবে বাকৃবি তথা পৃথিবীর বুকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য অ্যানিম্যাল হাজব্যান্ড্রি গ্র্যাজুয়েটগন জোর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। আওয়ামী লীগ পন্থী অ্যানিম্যাল হাজব্যান্ড্রির দু'জন গ্র্যাজুয়েট, একজন হাজী দানেশ সায়েন্স এ্যান্ড টেকনলজি বিশ্ববিদ্যালয় এবং অন্যজন পটুয়াখালী সায়েন্স এ্যান্ড টেকনলজি বিশ্ববিদ্যালয় ভাইস-চ্যান্সলের হিসেবে নিয়োগ পান। উক্ত সার্চ কমিটির পশু পালন অনুষদের সংশ্লিষ্ট মেম্বারের অবদান তা বলাই বাহুল্য। যে সমস্ত সরকারী ভেটেরিনারি কলেজ স্থাপিত হয়েছিল সে সব ভেটেরিনারি কলেজে ডিগ্রীর নাম ডিভিএম করা হয়েছে। পরবর্তীতে সেসব সরকারী ভেটেরিনারি কলেজ সংশ্লিষ্ট জেলার নতুন বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি ফ্যাকাল্টি হিসেবে সংযুক্ত করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রোটকলে ভেটেরিনারি অনুষদের নাম 'ফ্যাকল্টি অব ভেটেরিনারি মেডিসিন' এবং ডিগ্রীর নাম ডিভিএম করা হয়েছে। ফলে এসব ভেটেরিনারি কলেজ তথা বিশ্ববিদ্যালয়ে ডিগ্রী এবং ফ্যাকাল্টির নামে রয়েছে শুধু ভেটেরিনারি মেডিসিন-এর নাম কিন্তু সে নামকরণে নেই কোন অ্যানিম্যাল হাজব্যান্ড্রির বা অ্যানিম্যাল সায়েন্স নামের গন্ধ। অপরদিকে ভাইস-চ্যান্সেলর নিয়োগ করা হয়েছে অ্যানিম্যাল হাসব্যান্ড্রি ম্যানকে। তাই অ্যানিম্যাল হাজব্যান্ড্রি গ্র্যাজুয়েট ভাইস-চ্যান্সেলর হয়ে ভেটেরিনারির সাথে অ্যানিম্যাল হাজবান্ড্রি বা অ্যানিম্যাল সায়েন্স নামটি সংযোজন করতে চাইবেন সেটাই স্বাভাবিক। তাই 'ফ্যাকালটি অব ভেটেরিনারি মেডিসিন' নামকে পরিবর্তন করে 'ফ্যাকালটি অব ভেটেরিনারি এ্যান্ড অ্যানিম্যাল সায়েন্স' করার অনিয়মতান্ত্রিক উদ্যোগ গ্রহনকালীন যার প্রতিবাদ দৈনিক পত্রিকায় ছাপানো হয়।[১০৩]

প্রথম আলো, বুধবার, ১৯ নভেম্বর ২০০৮, পৃষ্ঠা ৪

দিনাজপুরের হাজী দানেশ বিশ্ববিদ্যালয় - ভেটেরিনারি অনুষদের নাম বদল- কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে অভিযোগ।[১০৩]

দিনাজপুর অফিস

দিনাজপুরের হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেটেরিনারি মেডিসিন অনুষদের নাম ভেটেরিনারি অ্যান্ড এনিমেল সায়েন্স করা হয়েছে। অভিযোগ উঠেছে, আন্তর্জাতিক মানদন্ড বিবেচনা না নিয়ে ও অনুষদের বেশির ভাগ শিক্ষকের মতামত উপেক্ষা করে অসৎ উদ্দেশ্যে অনুষদের নাম পরিবর্তন করা হয়েছে।

গত সোমবার দুপুরে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিআইপি কনফারেন্স রুমে এক মতবিনিময় সভায় উপাচার্য অধ্যাপক ডঃ মোঃ আফজাল হোসেন অনুষদের নাম পরিবর্তনের যুক্তি তুলে ধরেন। তবে সভায় ওই অনুষদের কোন শিক্ষক উপস্থিত ছিলেন না।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানায়, মন্ত্রণালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে ভেটেরিনারি কলেজকে বিশ্ববিদ্যালয়ে অন্তর্ভুক্ত করার সিদ্ধান্তের পর উপাচার্যসহ শিক্ষকদের একটি অংশ ফ্যাকাল্টি অব ভেটেরিনারি মেডিসিনের নাম পরিবর্তনের পক্ষে অবস্থান নেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আফজাল হোসেন বলেন, নিরপেক্ষভাবে নতুন নামকরণ করতে পাঁচ সদস্যের কমিটিতে এনিমেল হাজবেন্ড্রি বা ভেটেরিনারি মেডিসিনের কোন শিক্ষককে রাখা হয়নি।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে বিশ্ববিদ্যালয়ের একাধিক শিক্ষক বলেন, বিশ্বের উন্নত দেশগুলোতে ভেটেরিনারি মেডিসিন নামই কোর্স রয়েছে। তা ছাড়া জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা, এডিবি, বিশ্বব্যাংক, পশু সম্পদ মন্ত্রণালয়, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন পশুসম্পদ শিক্ষায় আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত ভেটেরিনারি কোর্স নামে দেশে একটি মাত্র কোর্স রেখে এনিম্যাল হাজবেন্ড্রি অনুষদ বন্ধের সুপারিশ করে।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একজন শিক্ষক অভিযোগ করেন, মতবিনিময়ে তাদের ডাকা হয়নি। উপাচার্য ও কয়েকজন শিক্ষক নিয়মবহির্ভূতভাবে নতুন নামকরণ করেছেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আফজাল হোসেন বলেন, বৃহত্তর ও বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বার্থের কথা বিবেচনা করে ভেটেরিনারি মেডিসিন ও এনিমেল হাজবেন্ড্রি - এই দুইটি অনুষদের সমন্বয় ঘটাতে এই নাম পরিবর্তন করা হয়েছে।

- পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যানিমাল হাজবেন্ড্রি গ্র্যাজুয়েট উপাচার্য একই অনুষদ (Animal Science and Veterinary Medicine Faculty) থেকে একটি পেশায় দু'টি সমকক্ষ ডিগ্রী (DVM and BSc AH) প্রদানের ব্যবস্থা করে নতুন একটি বিশ্ব রেকর্ড সৃষ্টি করা হয়েছে। অথচ বাকৃবি এর প্রথম

বর্ষের ভর্তির আবেদন বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে সর্বনিম্ন সংখ্যায় (১.০৯%) আবেদনকারী বিএসসি এএইচ ডিগ্রী পড়তে চায় যেখানে ডিভিএম পড়তে চায় ৪১.৮৭%।[২]

বাংলাদেশ ভেটেরিনারি শিক্ষার কারিকুলাম ও সিলেবাস

বাংলাদেশ ভেটেরিনারি কাউন্সিল কর্তৃক ভেটেরিনরি ডিগ্রীর জন্য প্রণীত কারিকুলাম এবং সিলেবাস দেশের প্রায় সবকয়টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় ডিভিএম ডিগ্রীর কারিকুলাম এবং সিলেবাস হিসেবে গ্রহণ করলেও বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি পশু সম্পদ পেশায় পশু পালন এবং ভেটেরিনারি অনুষদ থেকে পৃথক দু'টি ডিগ্রী প্রদানের কারণে ভেটেরিনারি অনুষদ এখনও বাংলাদেশ ভেটেরিনারি কাউন্সিলের প্রণীত কারিকুলাম এবং সিলেবাস ব্যবহার করতে সক্ষম হয়নি। ফলে বাকৃবি-এর ডিভিএম ডিগ্রীর কারিকুলাম এবং সিলেবাস অন্য পাঁচটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বেশ পার্থক্য রয়েছে। আপাতদৃষ্টিতে যে সব পার্থক্য সুস্পষ্ট তা নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

১. বাকৃবি থেকে পশু সম্পদের উপর একটি পেশায় দু'টি ডিগ্রী প্রদান করা হয় যথা- পশু চিকিৎসার জন্য ডিভিএম এবং পশু পালনের জন্য বিএসসি (এইচ)। অপরদিকে বাকৃবি ছাড়া বাংলাদেশের অন্য বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পশু পালন ও চিকিৎসার কারিকুলাম ও সিলেবাস সমন্বয় করে পশু পালন ও চিকিৎসার উপর একটি ডিভিএম ডিগ্রী প্রদান করা হয়।

বাকৃবি-এর ডিভিএম কারিকুলামের বিভিন্ন সিলেবাসে ব্যাপকভাবে পুনরাবৃত্তি[১০৪]

Table 8. Same syllabus in different courses of DVM degree offered by the BAU[১০৪]

S/N	Course No.	Course title	S/N	Course No.	Course title
①	VPHY 211:	Nutritonal Physilogy	①	AN 223 :	Animal Nutrtion
②	VPHY 221:	Endocrinology and Reproductive Physiology	②	VSO 426 :	Andrology and Artificial insemination
③	VMH 311:	Animal and Poultry Hygiene and Management	③	AS 113 :	Animal Science
			③	DS 213:	Elementary Dairy Science
			③	PS 123 :	Elementary Poultry Science

Source : Brochure (2007). Faculty of Veterinary Science, Bangladesh Agricultural University, Mymensingh-2202, Bangladesh

২. পশু পালন অনুষদ তাদের অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্য কোন ক্রমেই বাকৃবি-এর ডিভিএম ডিগ্রীতে পশু পালন বিষয়ের পূর্ণাঙ্গ কারিকুলাম ও সিলেবাস সম্মিলিত কোন কোর্স অফার করতে নারাজ। সে কারণে ডিভিএম কোর্সে ডেয়রি সায়েন্স এবং পোল্ট্রি সায়েন্স নাম করণে কোন কোর্স না দিয়ে এলিমেন্ট্যারি ডেয়রি সান্সেস এবং এলিমেন্ট্যারি পোল্ট্রি সায়েন্স নাম করণে কোর্সের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এলিমেন্ট্যারি শব্দটির অর্থ প্রাথমিক। অর্থাৎ বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে প্রাথমিক শ্রেণির ডেয়রি এবং পোল্ট্রি সায়েন্স পড়ানো হয়। ফলশ্রুতিকে ভেটেরিনারি অনুষদের একটি কোর্সের (③VMH 311: Animal and Poultry Hygiene and Management) যেসব সিলেবাস রয়েছে পশু পালন কর্তৃক অফারকৃত তিনটি কোর্সে (③ AS113: Animal Science, ③ DS 213 : Elementary Dairy Science, ③ PS 123 : Elementary Poultry Science) একই সিলেবাস রয়েছে। অর্থাৎ চারটি কোর্স একই বিষয়বস্তু পড়ানো হয় যা বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে একটি এক্যাডেমিক অপরাধ।

৩. বাকৃবি-এর ভেটেরিনারি অনুষদে ফিজিওলজি বিভাগের একটি কোর্সের (① VPHY 211 : Nutritonal Physilogy) সিলেবাসের সাথে পশু পালনের পশু পুষ্টি বিভাগের একটি কোর্সের (① AN 223 : Animal Nutrtion) সিলেবাসের রয়েছে হুবাহুব মিল। এমকি ভেটেরিনরি অনুষদের ফিজিওলজি বিভাগের একটি কোর্সের (② VPHY 221: Endocrinology and Reproductive Physiology) অধিকাংশ সিলেবাসই পুনরাবৃত্তি ঘটেছে সার্জারি অ্যান্ড অবস্ট্রেটিক্স বিভাগের কোর্সে (② VSO 426 : Andrology and Artificial insemination)।

৪. এপিডেমিওলজি, ভেটেরিনারি পাবলিক হেলথ এবং জুনোটিক ডিজিজেস বিষয়গুলো অ্যাপ্লায়েড বিভাগ অর্থাৎ মেডিসিন বিভাগ থেকে কোর্স অফার করার কথা। কিন্তু বাকৃবি-এর ভেটেরিনারি অনুষদে বাস্তবে স্নাতকোত্তর শ্রেণিতে জুনোটিক ডিজিজেস নামে একটি কোর্স মেডিসিন বিভাগ থেকে অফার করা হলেও স্নাতক শ্রেণিতে ভেটেরিনারি পাবলিক হেলথ এবং জুনোটিক ডিজিজেস কোর্স অফার করা হয় প্রি-ক্লিনিক্যাল মাইক্রোবায়লজি এবং হাইজিন বিভাগ থেকে। উল্লেখ্য, প্যারাসাইটক জুনোটিক ডিজিজেস মাইক্রোবায়লজির অর্ন্তভুক্ত নয়। এমতাবস্থায় বাকৃবি-এর ভেটেরিনারি অনুষদের ডিভিএম কারিকুলাম এবং সিলেবাস বিশ্বের অন্য যে কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিভিএম কারিকুলাম এবং সিলেবাসের এমনকি বাংলাদেশরে ডিভিএম ডিগ্রী প্রদানকারী অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের কারিকুলাম এবং সিলেবাসের সাথে তুলনা করলেই বাকৃবি যে একাডেমিক দুর্নীতিগ্রস্থ অবস্থায় পতিত হয়েছে তা সহজেই অনুমেয়। পশু সম্পদের উপর বাকৃবি কর্তৃক ডিগ্রীর শিক্ষার কারিকুলামে যে ব্যাপক অনিয়ম রয়েছে যেমন-(ক) বিশ্বের কোন দেশে একটি পশু সম্পদ পেশায় দু'টি সমকক্ষ ডিগ্রী প্রদান করেনা যা বাকৃবি করে। (খ) ডিভিএম কারিকুলামে পোল্ট্রি সায়েন্স এবং ডেয়রি সায়েন্স বিষয়ের স্নাতক পর্যায়ের সিলেবাসযুক্ত কোর্সের ব্যবস্থা না করে প্রাথমিক কোর্সের ব্যবস্থা করা হয়েছে। (গ) ডিভিএম কারিকুলাম এবং সিলেবাসে প্রায় ২০% পুনরাবৃত্তি রয়েছে। (ঘ) অ্যাপ্লায়েড কোর্স ক্লিনিক্যাল বিভাগে পড়ার ব্যবস্থা না করে প্রি-ক্লিনিক্যাল বিভাগে পড়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

৫. ভেটেরিনারি অনুষদে শ্রেণি শিক্ষক স্নাতক পর্যায়ে সিলেবাস ও নিয়মবহির্ভূতভাবে পাঠদান। উল্লেখযোগ্য, প্রি-ক্লিনিক্যাল বিষয়ে যেমন প্যারাসাইটোলজি

এবং মাইক্রোবায়লজি বিষয়ের ডিভিএম শ্রেণির সিলেবাসে রয়েছে ক্লাসিফিকেশন, বায়লজি, লাইভ সাইকেল, মরফলজি, আইসলেশন এবং আইডেন্টিফিকেশন পদ্ধতি শিক্ষা দেয়া। অপরদিকে মেডিসিন বিয়য়ে শিক্ষা দেবার কথা রোগের এপিডেমিওলজি, ক্লিনিক্যাল উপসর্গ, রোগ নির্ণয়, রোগের চিকিৎসা এবং রোগের প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি। কিন্তু বাস্তবে প্রি-ক্লিনিক্যাল বিভাগের শ্রেণি শিক্ষকগণ প্রি-ক্লিনিক্যাল সিলেবাস অনুযায়ী শিক্ষা দান না করে রোগের কারণ থেকে আরম্ভ করে নিয়ন্ত্রণ পর্যন্ত পড়ান। ফলে ছাত্রছাত্রীরা জীবাণুর বায়লজি, আইসলেশন এবং আইডেন্টিফিকেশন পদ্ধতি না শিখে রোগের চিকিৎসা ও নিয়ন্ত্রণ শিখে মেডিসিন কোর্সে আসে। আর প্রি-ক্লিনিক্যাল বিয়য়ে যে চিকিৎসা এবং নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি শিখে আসে তা যুগোপযোগী নয়। ফলে মেডিসিন বিষয়ে পুনরায় রোগের চিকিৎসা পড়ানোর পর তাদের যে ক্ষতি হয়েছে তা তারা অনুধাবন করতে পরে। বিষয়টি বোধগম্য করার জন্য একটি বাস্তব ঘটনা উল্লেখ করছি।

ঘটনাটি হল, আমি ২০০৫ সনের জানুয়ারী মাসে 'দি পাপুয়া নিউ গিনি ইউনিভারসিটি অব টেকনলজি' বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরী করার জন্য একটি অফার পেয়েছি। সেসময় আমি মেডিসিন বিভাগের বিভাগীয় প্রধানের দায়িত্বে নিয়োজিত। সে পরিপ্রেক্ষিতে ভেটেরিনারি অনুষদের তদানীন্তন ডিন মোহাম্মদ ড. নূরুদ্দিন সাহেব আমার আফিস চেম্বরে এসে আলাপ করছেন। এমন সময় ডিভিএম শেষ বর্ষের একজন ছাত্র আমার চেম্বারে প্রবেশ করে ডিনের সামনে বলল, 'স্যার আপনারা মেডিসিন বিভাগে রোগের এপিডেমিওলজি, ক্লিনিক্যাল উপসর্গ, রোগ নির্ণয়, চিকিৎসা এবং রোগ নিয়ন্ত্রণ মাঠ পর্যায়ে ব্যবহার উপযোগী করে পড়ান। কিন্তু প্রি-ক্লিনিক্যাল সায়েন্স বিভাগে পুরাতন ঔষধের নাম দিয়ে রোগের চিকিৎসা পড়ান তাতে আমাদের বেশ অসুবিধা হয়। এছাড়া প্রি-ক্লিনিক্যাল বিভাগে জীবাণুর বায়লজি সম্বন্ধে না পড়িয়ে রোগের উপসর্গ, রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসা সম্বন্ধে পড়ান যা আপনাদের পড়ানো তথ্যের সাথে মিল নেই।' তখন তাকে প্রশ্ন করি, 'কোন সুনির্দিষ্ট বিষয় আছে যে তুমি পার্থক্য খুঁজে পেয়েছো?' সে উত্তর দেয়, 'প্রোটোজলজি।' পরদিন ভেটেরিনারি অনুষদে ডিভিএম শ্রেণির কোর্স কারিকুলাম নিয়ে বিভাগীয় প্রধানদের এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সে সভায় আমি উক্ত ছাত্রের উদ্ধৃতি দিয়ে ছাত্ররে বক্তব্য উপস্থাপন করি যাতে পরবর্তীতে প্রি-ক্লিনিক্যাল এবং ক্লিনিক্যাল বিভাগগুলি তাদের নিজ নিজ বিষয়ের সিলেবাস অনুযায়ী ক্লাসে ছাত্রছাত্রীদের পাঠ দান করে। আমার উক্ত বক্তব্য পেশ করার সাথে সাথে প্যারাসাইটোলজি বিভাগের জৈনক ধর্মনিরপেক্ষ মতাদর্শী প্রফেসর বললেন, 'আমি মনে করেছিলাম আপানি মসজিদে পাঁচ ওয়াক্ত নমাজ পড়েন কিন্তু আপনি এতো খারাপ মানুষ তা আমার জানা ছিলানা।' তাকে বললাম, 'একজন মানুষের ধর্ম পালন করার সাথে কোর্স কারিকুলাম অনুযায়ী পড়ানোর মধ্যে কি কোন সম্পর্ক আছে? তার কথার ভাষা শুনে আমি আশ্চার্য হয়েছিলাম। ভেটেরিনারি অনুষদে শিক্ষা কার্যক্রম নিয়মমাফিক চলুক অথবা কারো মনগড়া অনুযায়ী চলুক তা আমার ব্যক্তিগত বিষয় নয়। পরের দিন ডিন সাহেব আমাকে জানালেন, 'পরবর্তী অনুষদীয় সভায় জৈনক প্রফেসর প্যারাসাইটোলজি বিভাগের অন্য প্রফেসরদের সাথে করে আনবেন এবং আপনার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।' পাপুয়া নিউগিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের অফার পাবার পর যাব কি যাবনা দ্বিধাদ্বন্দের মধ্যে ছিলাম। কিন্তু প্যারাসাইটোলজি বিভাগের জৈনক প্রফেসর-এর কথা সেদিন আমাকে পাপুয়া নিউগিনি যাবার জন্য উৎসাহ যুগিয়েছিল। তার জন্য তাঁকে ধন্যবাদ। তবে একই রাজনীতিক দলের একজন ভাইস-চ্যান্সেলার হয়েই সে ধর্মনিরপেক্ষ প্রফেসর নেতার চাকুরি খেয়ে ফেলে।

বিশ্বে ভেটেরিনারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নামকরণ

বাংলাদেশসহ বিশ্বের প্রায় সকল দেশ থেকে লাইভস্টকের উপর প্রদানকৃত ডিগ্রী এবং প্রতিষ্ঠানে নামসহ বিভিন্ন বিষয় রিভিউ করে একটি গবেষণা আর্টিকেল ওয়ার্ল্ড অর্গানাইজেশন ফর অ্যানিমলে হেলথ (OIE)[১] জার্নালে প্রকাশ করি যাতে বিশ্বের সকল দেশের ভেটেনারিয়ানগন জানতে পারে পৃথিবীতে ভেটেরিনারি পেশায় কী কী ডিগ্রী প্রদান করা হয়।

বাংলাদেশে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেটেরিনারি অনুষদ, ভেটেরিনারি এবং অ্যানিম্যাল সায়েন্স অনুষদ, ভেটেরিনারি মেডিসিন অনুষদ, কলেজ বা বিভাগ বিভিন্ন নামকরণের মাধ্যমে ডিভিএম ডিগ্রী প্রদান করছে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের বিশ্ববিদ্যালয় ভেটেরিনারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কি নাম করণ করেছে তা একটা তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে।[1]

ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ

ক. ভেটেরিনারি বিশ্ববিদ্যালয় প্রসঙ্গে।

ইন্টারনেট প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, পৃথিবীতে ১০টি দেশে ২৬টি ভেটেরিনারি বিশ্ববিদ্যালয় আছে।[1] পাক-ভারত উপমহাদেশ ১৯৮৯ সনে সর্বপ্রথম তামিল নাড়ু ভেটেরিনারি এবং অ্যানিম্যাল সায়েন্সেস বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। আমি ১৯৯৭ সনে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ফেলোশীপের (WHO Fellowship) অধীনে তামিলনাড়ু ভেটেরিনারি এবং অ্যানিম্যাল সায়েন্সেস বিশ্ববিদ্যালয় যাই। সেসময় উক্ত ভেটেরিনারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর সাহেবকে জিজ্ঞেসা করি, 'কেন পৃথকভাবে ক্ষুদ্র পরিসরে ভেটেরিনারি বিশ্ববিদ্যালয় করেছেন?' তিনি উত্তরে বললেন, 'কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এর ক্ষেত্রে কৃষি অনুষদ অপেক্ষা ভেটেরিনারি অনুষদের অধিক গুরত্বপূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও কৃষি অনুষদের শিক্ষকগণ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসন, অর্থ, স্কলারশীপ ইত্যাদি বিষয়ে ভেটেরিনারি অনুষদকে বঞ্চিত করে। তাই ভেটেরিনারি শিক্ষা ও পেশার অধিকার প্রতিষ্ঠিত করার জন্য পৃথক ভেটেরিনারি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। তিনি আরও উল্লেখ করলেন, 'এর ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর, রেজিস্ট্রার, ট্রেজারার সকল উল্লেখযোগ্য পদে অধিষ্ঠিত হয়েছে ভেটেরিনারিয়ানগন।'

পৃথকভাবে ভেটেরিনারি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করার পক্ষে তামিরনাড়ু ভেটেরিনারি অ্যান্ড অ্যানিম্যাল সায়েন্সেস বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলরের যুক্তি বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়-এ অনুসন্ধান করলে দেখা যায় যে নিম্নোক্ত কারণে তাঁর যুক্তির সত্যতা মিলে।

- প্রথমত বাকৃবি প্রতিষ্ঠাতা লগ্নে ভেটেরিনারি অনুষদ এবং কৃষি অনুষদের বিভাগ এবং ছাত্রছাত্রী ভর্তির সংখ্যা ছিল প্রায় সমান। কিন্তু বর্তমানে কৃষি অনুষদে

বিভাগের সংখ্যা ১৬টি এবং ভেটেরিনারি অনুষদে বিভাগের সংখ্যা মাত্র ৮টি। অপরদিকে কৃষি অনুষদে প্রতি বছর ছাত্রছাত্রী ভর্তি হয় ৩০০ জন এবং ভেটেরিনারি অনুষদে মাত্র ১২০ জন।

- দ্বিতীয়ত ১৯৮৭ সনের কমনওয়েলথ স্টাফ ফেলোশীপ নির্ধারিত ছিল ভেটেরিনারিসহ তিনটি অনুষদের জন্য কিন্তু সে ফেলোশীপ ভেটেরিনারি অনুষদকে বঞ্চিত করে কৃষি অনুষদের একজন শিক্ষক নেতাকে দেয়া হয়।
- তৃতীয়ত ২০০৮ সনে বাকৃবি-এর ভাইস-চ্যান্সেলর এর দায়িত্ব সাময়িকভাবে ভেটেরিনারি অনুষদের ডিন-কে নিয়োগ দান করা হয়। কিন্তু পরবর্তীতে তাঁকে উক্ত দায়িত্ব থেকে অব্যহতি দিয়ে একজন নন-টেকনিক্যাল কৃষি অর্থনীতিবিদকে ভাইস-চ্যান্সেলর হিসেবে নিয়োগদান করা হয়।
- চতুর্থত বাকৃবি-এর মোট ছয়টি অনুষদের মধ্যে পাঁচটি অনুষদের ডিন কমপ্লেক্স পৃথক বিল্ডিং করা হয়েছে কিন্তু ভেটেরিনারি অনুষদকে বঞ্চিত করা হয়েছে।

খ. ভেটেরিনারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নামকরণ প্রসঙ্গে।

ইন্টারনেট সার্চ থেকে দেখা যায় যে পৃথিবীতে ভেটেরিনারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নামকরণ ২৬ ভাবে করা হয়েছে। তবে সর্বোচ্চ সংখ্যাক দেশে (প্রায় ১৭টি দেশ) ভেটেরিনারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নামকরণ 'Faculty of Veterinary Medicine' করা হয়েছে। দ্বিতীয় অবস্থায় রয়েছে 'Faculty of Veterinary Science' এবং তৃতীয় অবস্থায় 'College of Veterinary Medicine' রয়েছে।[1] তাই বাংলাদেশে বিভিন্ন ভেটেরিনারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নামকরণ মনগড়াভাবে বা ব্যক্তিগত স্বার্থে না করে বিশ্বের অধিকাংশ দেশ যেভাগে নামকরণ করছে ভেটেরিনারি পেশার স্বার্থে সেভাবে নামকরণ করা অত্যাবশ্যক। তবে বাংলাদেশের মত উন্নয়নশীল দেশে 'ভেটেরিনারি মেডিক্যাল কলেজ' নামকরণ অধিক যুক্তিযুক্ত।

গ. ভেটেরিনারি ডিগ্রীর নামকরণ।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ভেটেরিনারি পেশার ডিগ্রীর নামকরণ বিভিন্ন ভাবে (DVM, BVSc, VetMB, BVM&S, BVMS, BVetMed, MVB, BVSc & AH) করা হয়েছে।[1] তবে সর্বোচ্চ ১৭টি দেশ DVM ডিগ্রী প্রদান করে। দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে 'BVSc' ডিগ্রী যা প্রায় ৫টি দেশ প্রদান করে থাকে। অন্য ভেটেরিনারি ডিগ্রীর নামকরণে খুব কম সংখ্যক দেশ প্রদান করে থাকে। তাই বাংলাদেশের সকল ভেটেরিনারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে একই কারিকুলাম ও সিলেবাসে ডিভিএম ডিগ্রী প্রদান করা ভেটেরিনারি পেশা তথা দেশের জন্য অত্যাবশ্যক। তবে খুলনা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে পৃথিবী থেকে বিলুপ্তপ্রাপ্ত ডিগ্রীর নামকরণে বাংলাদেশে ভেটেরিনারি শিক্ষায় ডিগ্রীর বিভিন্ন নাম এবং বিভিন্ন কারিকুলাম ও সিলেবাস আরও জটিল অবস্থা সৃষ্টি করেছে।

বাংলাদেশে পশু পালন বা অ্যানিম্যাল হাজব্যান্ড্রির উপর ডিগ্রী প্রদান প্রসঙ্গে।

১৯০৪ সনের পূর্বে বিশ্বের ভেটেরিনারি শিক্ষায় ডিগ্রী প্রদানের তেমন একটা প্রচলন ছিলনা। পাক-ভারত উপমহাদেশে সর্বপ্রথম ১৯৩৬ সনে মাদ্রাজ ভেটেরিনারি কলেজে ডিগ্রী প্রদানের ব্যবস্থা চালু হয়। এছাড়া ভেটেরিনারি পেশায় সেযুগে যে ডিগ্রী প্রদান করা হতো অধিকাংশ ক্ষেত্রে নামকরণ করা হয় BSc (AH)। উল্লেখ্য, তদানীনমশন পূর্ব পাকিস্তানে ভেটেরিনারি পেশার উপর সর্বপ্রথম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে B.Sc (AH) প্রদান করা হতো। সে কারণে বিশ্বের অনেক দেশে ১৯০৪ থেকে ১৯৫৮ পর্যন্ত পৃথিবীতে অ্যানিম্যাল হাজব্যান্ড্রি নামকরণে ডিগ্রীর নামকরণ ছিল এবং ১৯০৪ থেকে ১৯৫৮ পর্যন্ত প্রায় ২,৭৪০ জনকে অ্যানিম্যাল হাজব্যান্ড্রি ডিগী প্রদান করা হয় (Creationwiki.org/ Animal_husbandry)। তবে ১৯৫৮ সনের পর পৃথিবীর সকল ভেটেরিনারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে অ্যানিম্যাল হাজব্যান্ড্রি নামকরণে ডিগ্রী প্রদান বদ্ধ করা হয়। তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তান কলেজ অব ভেটেরিনারি সায়েন্স অ্যান্ড অ্যানিম্যাল হাজব্যান্ড্রি থেকে B.Sc (Vet Sc & AH) ডিগ্রী প্রদান করা হতো। কিন্তু ১৯৬১ সনে পূর্ব পাকিস্তান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় এবং পৃথিবীতে সর্বপ্রথম ভেটেরিনারি একটি পেশায় পৃথক দু'টি সমক্ষক ডিগ্রী (DVM and BSc (AH) চালু করা হয়।

অ্যানিম্যাল হাজব্যান্ড্রি এর উপর ভেটেরিনারি সমক্ষক পৃথক ডিগ্রী

বর্তমান ইন্টারনেটের যুগ। কোন বিষয়ে জানতে আগ্রহী হলে গুগল-সার্চ করলেই তথ্য পাওয়া যায়। অ্যানিম্যাল হাজব্যান্ডি ডিগ্রী সার্চ করে যে তথ্য পাওয়া গেছে তা দেয়া হ'ল।[১০৫]

Animal Husbandry degrees/Courses[১০৫]

There are many documents on animal husbandy degree and courses offered from different institutions in the world.[1] Some of these are 80 Institutions offering Animal Husbandry Courses abroad, 5 Bachelor Programs in Animal Husbandry-Bachelorstudies, 572 Animal Husbandry courses aborad/IDP Global, 423 Animal Husbandry courses in United States/ IDP Global/ Animal Science degrees etc. These courses and degrees are pre-requisite for admission in DVM degree and not considered equivalent to DVM degree, whereas in Bangladesh both the AH graduate and DVM degree holders are considered equivalent at both the educational institutions and service status.

ভেটেরিনারি শিক্ষা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানের নামকরণ প্রসঙ্গে

পূর্বে বিশ্বের বিভিন্ন উন্নয়নশীল দেশে পশু সম্পদের উপর অ্যানিম্যাল হাজব্যান্ড্রি নামকরণে যে ডিগ্রী দেয় হতো তা পরবর্তীতে ভেটেরিনারি নামকরণে ডিগ্রী প্রদান করা হয়। আপরদিকে বিশ্বের কোন দেশে একটি পশু সম্পদ পেশায় দু'টি সমক্ষক ডিগ্রী প্রদানের ব্যবস্থা নেই। তবে বাংলাদেশে পৃথিবী থেকে বিলুপ্ত হওয়া অ্যানিম্যাল হাজব্যান্ড্রি নামকরণে ভেটেরিনারি সমক্ষক ডিগ্রী প্রদানের ব্যবস্থা রয়েছে। আধুনিক বিশ্বের প্রায় সব দেশে অ্যানিম্যাল হাজব্যান্ড্রি নামকরণ

পরিহার করে পশু সম্পদের উপর একটি ভেটেরিনারি ডিগ্রী, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম ফ্যাকাল্টি বা কলেজ অব ভেটেনারি মেডিসিন এমনকি বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম 'ইউনিভারসিটি অব ভেটেরিনারি মেডিসিন' নামকরণ করা হয়েছে।[1] কিন্তু বাংলাদেশে পৃথিবী থেকে বিলুপ্ত হওয়া ভেটেনারি সমক্ষক অ্যানিম্যাল হাজব্যান্ড্রি ডিগ্রী প্রদান করার ব্যবস্থা এখনও চালু রয়েছে। সেকারণে বাংলাদেশের পশু সম্পদের উপর প্রতিষ্ঠিত শিক্ষা এবং গবেষণা প্রতিষ্ঠানের নামকরণ করা হয়েছে কোন সময় অ্যানিম্যাল হাজব্যান্ড্রি, কোন সময় লাইভস্টক আবার কোন সময় অ্যানিম্যাল সায়েন্স। বাংলাদেশেসহ বিশ্বের ভেটেরিনারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির নামকরণ পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।[1] বাংলাদেশে ভেটেরিনারি গবেষণা প্রতিষ্ঠানের নামকরণও করা হয়েছে একইভাবে। বাংলাদেশসহ বিশ্বের উল্লেখযোগ্য ভেটেরিনারি গবেষণা প্রতিষ্ঠানের নাম দেয়া হল (টেবিল- ৭)।

Table 7. Comparison on the nomenclature of Veterinary research institute of the world with Bangladesh

S/N	Name of the Veterinary research instuture	Name and address of the country
01.	Livestock Research Institute (LRI)	Mohakahali, Dhaka, Bangladesh
02.	Bangladesh Livestock Research Institute (BLRI)	Savar, Dhaka, Bangladesh
03.	International Livestock Research Institute (ILRI)	Nairobi, Kenya (Head office)
04.	Directorate of Veterinary Research Institute (DVRI)	Pakistan
05.	Veterinary Research Institute (VRI)	Lahore, Pakistan
06.	Veterinary Research Institute (VRI)	Greece
07.	Indian Veterinary Research Institute (IVRI)	Izatnagar, Bareilly, UP, India
08.	Central Veterinary Research Institute (CVRI)	Lusaka, Zambia
09.	Central Veterinary Laboratory (CVL)	Syria
10.	Central Veterinary Research Laboratories (CVRL)	Sudan
11.	Harbin Veterinary Research Institute (HVRI)	China
12.	Institute of Animal Health and Veterinary Biologicals	Kerala, India
13.	Institute of Veterinary Preventive Medicine (IVPM)	Ranipet, Tamil Nadu, India
14.	Institutal National de Medieina Veterinara Pasteur	Romania
15.	KARI Veterinary Vaccines Production Centre	Kenya
16.	National Veterinary Research Institute	Nigeria
17.	Poultry Health Laboratories	USA
18.	Veterinary Research Institute (VRI)	Malaysia
19.	Veterinary Research Institute (VRI)	Brno, Czech Republic, Estb. 1956.
20.	Research Institute of Veterinary Medicine	Kosice,
21.	Veterinary Serum and Vacine Research Institute (VSVRI)	Egypt
22.	Poland National Veterinary Research Institute	Poland
23.	California Avian Laboratory	USA
24.	Veterinary Medical Diagnostic Laboratory	USA
25.	National Institute of Animal Science (NIAS)	Korea

ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ

গুগল-সার্চ করে পৃথিবীর ২৫টি পশু সম্পদের উপর প্রতিষ্ঠিত গবেষণা প্রতিষ্ঠানের নাম পাওয়া গেছে (টেবিল-৭)। মোট ২৫টি গবেষণা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে মাত্র তিনটি গবেষণা প্রতিষ্ঠানের নামকরণ করা হয়েছে লাইভস্টক রিসার্চ ইনস্টিটিউট এবং ২২টি ভেটেরিনারি রিসার্চ ইনস্টিটিউট। তিনটি লাইভস্টক রিসার্চ ইনস্টিটিউট-এর মধ্যে দু'টি বাংলাদেশে অবস্থিত। অর্থাৎ বাংলাদেশে ভেটেরিনারি রিসার্চ ইনস্টিটিউট নামকরণে কোন প্রতিষ্ঠান নেই। যে একটি 'ইন্টারন্যাশন্যাল লাইভস্টক রিসার্চ ইনস্টিটিউট' আছে তার প্রধান অফিস কেনিয়ায় অবস্থিত এবং ইহা একটি অ-লাভজনক এনজিও যার শাখা অন্য দেশে রয়েছে। বাংলাদেশের ভেটেরিনারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান এবং প্রশাসনিক প্রতিষ্ঠনের অবস্থার কয়েকটি উদাহরণ দিয়ে বিষয়টি উপস্থাপন করছি। প্রথমত 'লাইভস্টক রিসার্চ ইনস্টিটিউট'-টি মূলত পশু ও পোল্ট্রির কতিপয় ভ্যাকসিন প্রস্তুত করে। সে অনুযায়ী প্রতিষ্ঠানটির নাম 'ইনস্টিটিউট অব ভেটেরিনারি প্রিভেন্টিভ মেডিসিন' অথবা 'ভেটেরিনারি ভ্যাকসিন প্রডোকশন ইনস্টিটিউট' হওয়া বাঞ্ছনীয় ছিল। অপরদিকে 'বাংলাদেশ লাইভস্টক রিসার্চ ইনস্টিটিউট'-টির নামকরণ হওয়া উচিৎ ছিল 'বাংলাদেশ ভেটেরিনারি রিসার্চ ইনস্টিটিউট'। বাংলাদেশে পশু সম্পদের উপর শিক্ষা এবং গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলির নামকরণ এবং অর্গনোগ্রাম যুগোপযোগী না করে বিলুপ্ত হওয়া পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়েছে। এর মূল কারণ বাংলাদেশে পশু সম্পদ-এর উপর একটি পেশায় পেশায় দু'ধরনের সমক্ষক গ্র্যাজুয়েট এবং ভেটেরিনারি শিক্ষা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানের এরূপ নামকরণ স্পষ্টতই অ্যানিম্যাল হাজব্যান্ড্রি ডিগ্রীধারী এবং তাদরে আস্থাভাজন ভেটেরিনারিয়ানদের অবদান।

বাংলাদেশ লাইভস্টক রিসার্চ ইনস্টিটিউট-এর অর্গ্যানোগ্রাম দেখে পরিষ্কার বোঝা যায় যে এটি কেনিয়ায় অবস্থিত 'ইন্টারন্যাশন্যাল লাইভস্টক রিসার্চ ইনস্টিটিউট'-এর মতই একটি এনজিও প্রকৃতির একটি গবেষণা প্রতিষ্ঠান। উক্ত গবেষণা প্রতিষ্ঠানের শাখা রয়েছে আফ্রিকা, এশিয়া, ল্যাটিন আমেরিকা এবং ক্যারাবাইন অঞ্চলে। এনজিও-এর মূল উদ্দেশ্য কৃষি পশুর (animal agriculture) এর মাধ্যমে গরীব ও উন্নয়নশীল দেশের মানুষের ক্ষুধা এবং দারিদ্র বিমোচনে কাজ করা। কিন্তু বাস্তবে বিএলআরআই বাংলাদেশের একটি সরকারী গবেষণা প্রতিষ্ঠান। এই গবেষণা প্রতিষ্ঠানে রয়েছে মোট ১৭টি শাখার বা বিভাগ এবং তার মধ্যে মাত্র একটি বিভাগ হল অ্যানিম্যাল হেলথ। অর্থাৎ গবেষণা প্রতিষ্ঠানটির অর্গ্যানোগ্রাম এমনভাবে নির্ধারণ করা হয়েছে যে সেখানে ১৭ জনের মধ্যে মাত্র একজন ভেটেরিনারিয়ান পশু সম্পদ উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে পারে। অপরদিকে বিশ্বের প্রায় সব দেশেই যেখানে ভেটেরিনারি মেডিকেল গ্র্যাজুয়েট-এর মাধ্যমে পশু সম্পদের উন্নয়ন করা সম্ভব হয়েছে সেখানে বাংলাদেশে অ-ভেটেরিনারিয়ানদের মাধ্যমে পশু সম্পদের উন্নয়নের ব্যর্থ চেষ্টায় নিয়োজিত। ফলশ্রুতিতে বাংলাদেশ সরকার পশু সম্পদ অধিদপ্তর এবং বাংলাদেশ লাইভস্টক রিসার্চ ইনস্টিটিউট'-এর মতই টেকনিক্যাল পদে অ-ভেটেরিনারিয়ানদের নিয়োগদান করে ভেটেরিনারিয়ান তথা পশু সম্পদের উন্নয়ণকে করেছে ব্যহত।

উপসংহার

বাংলাদেশে ভেটেরিনারি শিক্ষার প্রসারের জন্য বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে অনুষদ এমনকি একটি পৃথক বিশ্ববিদ্যালয়। ১৯৯৬ সনের পূর্বে বাংলাদেশে ভেটেরিনারি শিক্ষার একমাত্র বিদ্যাপিঠ ছিল বাকৃবি। সেসময় বাকৃবি-তে মাত্র ৫০-৬০ জন ছাত্রছাত্রী ভেটেরিনরি অনুষদে পড়ার সুযোগ পেত। বর্তমানে বাকৃবি-এর ভেটেরিনারি অনুষদে প্রায় ১২০ জন ছাত্রছাত্রী ভর্তি হয়। আর অন্য সকল বিশ্ববিদ্যালয়ে ৪০০ এর অধিক ছাত্রছাত্রী ভেটেরিনারিতে পড়ার সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে। অর্থাৎ সমগ্র বাংলাদেশে প্রতি বছর পাঁচ শতের অধিক ছাত্রছাত্রী ভেটেরিনারি ডিগ্রীর জন্য ভর্তি হচ্ছে। উল্লেখ্য, বাংলাদেশে প্রায় ১০৩টি বে-সরকারী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হলেও মাত্র একটি বে-সরকারী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ভেটেরিনারি উপর ডিগ্রী প্রদান করে।

পশু সম্পদের উপর একই কাজের জন্য সমক্ষক দু'ধরনের গ্র্যাজুয়েটের বিষয়টি সমাধান না করে ব্যাপক হারে ভেটেরিনারি কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত ভেটেরিনারি পেশাকে নিয়োগ ও কর্মক্ষেত্রকে আরও জটিল করেছে। উপরন্ত বাংলাদেশে পশু সম্পদের উপর বিভিন্ন ধরনের ভেটেরিনারি ডিগ্রীর নামকরণ, কারিকুলাম ও সিলেবাসে ভেটেরিনারি গ্র্যাজুয়েট তৈরি বিষয়টি আরও জটিল হয়েছে। অথচ বাংলাদেশের সকল ভেটেরিনারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সরকারের অর্থে পরিচালিত হয়। একই কারণে পশু সম্পদ অধিদপ্তরে চাকরীজীবীদের সমস্যা। ফলশ্রুতিতে হয়েছে একধিক মামলা-মকদ্দমা। তাই পশু সম্পদ কাডরের ২৭ এবং ২৮তম বিসিএস এর নিয়োগ বন্ধ ছিল। সরকারের সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্তদের সাথে আলাপ করলে তাঁর বলেলন, 'আপনারা নিজেরা মিটমাট করে আসেন চাকরীর বিজ্ঞাপন দেয়া হবে।' সরকার ১৯৬২ সন থেকে একই কথা বলে আসছে, 'আপনারা বাকৃবি-তে ডিগ্রী করে আসেন।' দেশের পশু সম্পদের উন্নয়নে ভেটেরিনরি গ্র্যাজুয়েটদের কাজে না লাগিয়ে মূলত রাজনীতিক কারণে একের পর এক ভেটেরিনারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত করছে। বাংলাদেশের মত একটি গরীব দেশের পাবলিকের অর্থ ব্যয় এবং তার ব্যবহার বিষয়ে সরকার সচেতন হবে তা সবার প্রত্যাশা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়
প্রশাসন-২ অধিশাখা

নং-মপম/প্রঃ-২/প্রঃকঃ-২ (নাম পরিবর্তন)-৩৩/২০০৯/১৩৭৩ তারিখ: ৩০ আগষ্ট ২০০৯ (১৫ ভাদ্র ১৪১৬) প্রথম আলো ৩ সেপ্টেম্বর ২০০৯

বিজ্ঞপ্তি

সর্বসাধারণের আবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়-এর ইংরেজী নাম 'Ministry of Fisheries & Livestock' ঠিক রেখে বাংলায় মৎস্য ও প্রাণীসম্পদ মন্ত্রণালয়' করার বিষয়ে প্রাথমিকভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। বাংলায় নাম চূড়ান্ত করার নিমিত্তে বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে আরো পরামর্শ প্রয়োজন।

এমতাবস্থায়, বাংলা নাম পরিবর্তন করে নতুনভাবে নির্ধারণের জন্য কোন পরামর্শ থাকলে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ (ত্রিশ) কর্মদিবসের মধ্যে secmofl@accesstel.net অথবা mhossain149@yahoo.com ই-মেইলের মাধ্যমে অথবা টেলিফোনের মাধ্যমে নিম্নস্বাক্ষরকারীকে অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

এতদসংক্রান্ত আরও তথ্যের জন্য অত্র মন্ত্রণালয়ের ওয়েব সাইট ভিজিট করা যেতে পারে।

মোশাররেফ হোসেন
যুগ্ন সচিব

ডিজি-৬৭১/০৯(৪×২) ফোন ঃ ৭১৬৬২৬৩, মোবাইল ঃ ০১৭১১৭৩৬৬৭৯

Mr. M. Hossain
Joint-Secretary, Ministry of Fisheries & Livestock, Dhaka- 1000

Subject: Comments in relation to Bangla nomenclature of the 'Ministry of Fisheries & Livestock' as 'Mothso O Pranisampad Montronaloy'.

Dear Mr. Hossain

Thanks for asking suggestions through advertisement on the aforesaid aspect in the 'Daily Prothom Alo', dated 3rd September 2009. It is not clear from your advertisement, why are you interested to change the established Bangla name of your ministry from 'Mothso O Poshusampad Montronaloy' to 'Mothso O Pranisampad Montronaloy'? However, I feel interest to draw your kind attention about the meaning and definition of some chronologically related words and terms which might help to take your decision as follows:

① Biology- the study of living organisms, both plants and animals.
② Zoology- Study of animal (প্রাণি সম্বন্ধে অধ্যায়ন).
③ Animals - Any living things, other than human (মানুষ ব্যতীত সকল জীবিত জীব).
④ Prani- Living being (having life), ability to reproduce. It includes both animals and humans (জীবন আছে এবং পুনরুৎপদান করে- মানুষসহ সকল প্রানি)।
⑤ *Animalia* kingdom includes from Phylum *Porifera* (sponges) to *Chordata. Animalia* consists of about 10 lac species including fishes.
⑥ Livestock- are domesticated animals internationally reared in an agricultural setting to make or produce such as food or fibre or for their labour.
⑦ Animal husbandry- is the agricultural practice of care and breeding of domestic animals.
⑧ Animal science- The science of animal husbandry is called Animal science.
⑨ Veterinary Science is the branch of knowledge that deals with the anatomy of the domestic animals, their physiology and racial characteristics, their breeding, feeding and hygienic management, the pathology and treatment of their diseases and injuries, their relation to man with regard to inter-communicable maladies and to the use of their flesh and products- Britannica Encyclopedia.

I think it is clear about the meaning and definition of the animal and livestock related words and terms. Now I want to introduce what we did on the nomenclature in the livestock sector in Bangladesh.

(a) Livestock (Veterinary) education in Bangladesh

We have introduced two equivalent degrees (BSc AH, DVM) in a single livestock profession in 1962 by the suggestion of the two senior most veterinarians for their personal interest under the USAID program in Pakistan and it is still continuing at BAU. But the real fact of Veterinary education is totally different in USA where they offer BS (in AH) with 120 contact hours course and those students successfully obtained BS degree, they are only eligible to continue their

study for DVM degree with a total of 190 contact hours. That means all the DVM graduates graduated from USA mostly have B.S. in Animal science and DVM degrees. But we are offering two separate degrees to the two separate groups of people considering equivalent status and these two types of graduates in a single livestock profession have already created great problem in education, employment and working field in Bangladesh and such situation does not exist in any other country of the world.

(b) Veterinary educational institutions with different nomenclatures in Bangladesh

The different universities in Bangladesh have used different nomenclatures of their Veterinary institutions to offer degrees which include Faculty of Veterinary Science (BAU), Faculty of Animal Husbandry (BAU), Faculty of Veterinary Medicine and Animal Science (HSTU, BSTU, SAU), Faculty of Animal Science (BSMRAU), Department of Animal Husbandry and Veterinary Science (RU), CTG Veterinary and Animal Science University. Google search results show that the DVM degree offering institutions except Bangladesh have made their institutions nomenclature either as Faculty of Veterinary Medicine or College of Veterinary Medicine or University of Veterinary Medicine. What are the reasons to make the different nomenclatures of Veterinary educational institutions in a profession in Bangladesh? Answer and the purpose are not clear but I could correlate it with your proposal to change the Bangla nomenclature of your ministry by keeping different name in English. No knowledgable persons will support for making different inappropriate nomenclatures in a professional institution if he knows the definition and scope of the subjects.

(c) Nomenclature of the livestock research institutes in Bangladesh

There are two government research institutes on livestock in Bangladesh namely, Livestock Research Institute (LRI) and Bangladesh Livestock Research Institute (BLRI). It indicates that BLRI is situated in Bangladesh and the location of the LRI is probably uncertain may be elsewhere. Google search results revealed that the nomenclature of the Government research institutes on livestock as LRI is only exist in Bangladesh. However, the ILRI is also named in the world as a NGO with a location of head office in Nairobi. The most of the countries of the world have made nomenclature of their LRI as Veterinary Research Institute (VRI) namely Indian Veterinary Research Institute (now ranked as University status), VRI (Pakistan, Greece, Zambia, Sudan etc.) and even the nomenclature of the livestock vaccine production institute as Institute of Veterinary Preventive Medicine (Ranipet, South India).

It appears from the above information that there is a great discrepancy on the nomenclature of livestock educational and research institutes, even on the degree with their curriculum and syllabus in Bangladesh in comparison to international concerned. It is clear that we have made these discrepancies on livestock sector either for our personal or group interest but not for the interest of the profession or nation.

From the above mentioned definition and facts, the Bangla nomenclature of the 'Ministry of Fisheries & Livestock' as 'Mothso O Pranisampad montronaloy' is not justified at all which may be explained again as follows:

① Fish is also a prani and animal as well, so 'mothso o prani' is just repetition like Veterinary science and animal science because Veterinary science includes animal science.

② Prani terminology is usually used to study the animals i.e. zoology (pranividya), so the proposed Bangla nomenclature 'Mothso O Pranisampad Montronaloy' appears in English language as 'Ministry of Fisheries & Zoological Wealth' which may not be accepted to the national and international concerned professional authorities. However, you may find such example in the underdeveloping countries of the world even underdeveloping part of a country like West Bengal but not in North and South India.

③ Chronological development of education, research, extension and administration on animal world has started from Zoology (Pranividya) to Fisheries to Animal science to Livestock science to Veterinary science to Veterinary medicine. So the nomenclature of any professional administrative organization must be correlated with its nomenclature in education, research and extension organizations but if it is not possible to follow the rule due to some unknown reasons, in that case we can't justify by any reasons to degrade the existing nomenclature from livestock to prani. Therefore, considering our all personal and group interest we must suggest to keep the existing nomenclature as 'Mothso O Livestock Montronaloy' instead of Mothso O Paranisampad Montronaloy'. Although, I'm very much interested to see the similar nomenclature in all the education, research, extension and administrative organizations in the filed of livestock in Bangladesh like developed and developing world for the national interest but currently you've power and therefore the decision is yours.

Best regards

Yours sincerely

Dr. Md. Abdus Samad, 30.09.2009
Professor
Department of Veterinary Medicine
BAU, Mymensingh-2202
Bangladesh

For future reference

1.Samad MA (2017). Current status and challenges for globalization of veterinary medical education for the One Health' programme. Rev. Sci. Tech. Off.Int. Epiz. 36 (3): 741-765 [doi: 10.20506/rst.36.3.2711]

2. Samad MA (2016). Comparison of preference and admission status of application in different under-graduate programs with special emphasis to DVM degree at Bangladesh Agricultural University. Bangladesh Veterinary Medical Record 2(1): 29-36

ভেটেরিনারি ক্লিনিকে আধিপত্য বিস্তার

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যায় তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ১৮ই আগষ্ট ১৯৬১ সনে কলেজ অব অ্যানিম্যাল হাসবান্ড্রি এ্যান্ড ভেটেরিনারি সায়েন্স ক্যাম্পাসকে কেন্দ্র করে প্রতিষ্ঠিত হয়। অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাথমিক পর্যায়ে ভেটেরিনারি অনুষদ মোট পাঁচটি বিভাগ সমন্বয়ে গঠিত ছিল। তার মধ্যে মেডিসিন এবং সাজার্রি একটি বিভাগ যা অনেক দেশে ভেটেরিনারি ক্লিনিক্যাল সায়েন্স বিভাগ নামে পরিচিত। পরবর্তীতে প্রয়োজনের তাগিদে অনুষদের অন্যান্য বিভাগগুলোর ন্যায় ১৯৮৪ সনে মেডিসিন ও সার্জারি বিভাগটিকে দু'টি বিভাগে যথা- (ক) মেডিসিন বিভাগ এবং (খ) সার্জারি ও অবস্টেট্রিক্স বিভাগ বিভক্ত করা হয়।[১০৬]

Bangladesh Agricultural University, Mymensingh[১০৬]

Order

No. 2735 / Estt   Dated, April 25, 1984

In pursuance of Academic Council recommendation No. 12 dated 29.11.83 and 15.12.83 as approved by the Syndicate under resolution No. 15 dated 28/29-2-84, the following 4 (four) separate Departments are instituted in places of the existing Departments of Medicine & Surgery and Physiology & Pharmacology under the Faculty of Veterinary Science with immediate effect:-

1. Deptt. of Medicine
2. Deptt. of Surgery & Obstetrics
3. Deptt. of Physiology
4. Deptt. of Pharmacology

The teachers of the existing Departments of Medicine & Surgery and Physiology & Pharmacology are distributed among the newly instituted Departments as under:-

Department of Medicine
1. Mr. Abdur Rahman, Professor
2. Dr. Khundakar Serajul Islam, Associate Professor
3. Dr. Monoj Mohan Sen, Assistant Professor
4. Dr. Muzahid Uddin Ahmed, Asstt. Professor
5. Dr. Md. Nooruddin, Assitt. Professor (now abroad)
6. Dr. Md. Abdus Samad, Asstt. Professor

Department of Surgery & Obstetrics
1. Mr. Mir Ashraf Ali, Associate Professor
2. Mr. Jalal Uddin, Asstt. Professor
3. Mr. Md. Akhter Hossain, Asstt. Professor (now abroad)
4. Mr. Md. Golam Shahi Alam, Lecturer (now abroad)

Department of Physiology
1. Mr. A.S.K. Emdad Hossain, Associate Proffessor
2. Dr. Md. Fazlur Rahman, Associate Professor
3. Mr. Md. Momtazur Rahman, Asstt. Professor
4. Mr. Md. Mainuddin, Asstt. Professor

Department of Pharmacology
1. Mr. Md. Anwarul Islam Khan, Associate Professor
2. Mr. Md. Abdus Sobhan, Associate Professor
3. Dr. Quamrul Hasan, Associate Professor
4. Mr. Md. Abdul Awal, Lecturer (now abroad)
5. Mr. Md. Mahboob Mustafa, Lecturer
6. Mr. Md. Sahidullah, Lecturer

(1) Mr. Abdur Rahman, Professor and Head, Department of Medicine and Surgery is allowed to continue to act as Head, Department of Medicine for a period of 2-years with effect from 1-11-83, i.e., the date on which he took over the charge from Mr. Mir Ashraf Ali.
(2) Mr. Mir Ashraf Ali, Associate Professor, Department of Surgery & Obstetrics is appointed to act as Head, Department of Surgery & Obstetrics for a period of 2 years with immediate effect.
(3) Mr. A.S.K. Emdad Hossain, Associate Professor, Department of Physiology is appointed to act as Head, Department of Physiology for a period of 2 years with immediate effect.

(1) Mr. Abdur Rahman, Professor and Head, Department of Medicine and Surgery is allowed to continue to act as Head, Department of Medicine for a period of 2-years with effect from 1-11-83, i.e., the date on which he took over the charge from Mr. Mir Ashraf Ali.
(2) Mr. Mir Ashraf Ali, Associate Professor, Department of Surgery & Obstetrics is appointed to act as Head, Department of Surgery & Obstetrics for a period of 2 years with immediate effect.
(3) Mr. A.S.K. Emdad Hossain, Associate Professor, Department of Physiology is appointed to act as Head, Department of Physiology for a period of 2 years with immediate effect.
(4) Dr. Quamrul Hasan, Associate Professor and Head, Department of Physiology and Pharmacology is allowed to continue to act as Head, Department of Pharmacology for a period of 2 years with effect from 14-10-83, i.e. the date on which he took over the charge from Mr. A. Sobhan.

The above mentioned Heads of Departments shall be entitled to draw an allowance @ Tk. 300/= (three hundred) only per month each in addition to their grade pay for the period during which they will act as Heads of Departments.

For the time being the administrative control of the Veterinary Clinic will be under the Department of Medicine with the budget provision of the clinic. The existing contingent budget provision of the Department of Medicine and Surgery will be shared as 2/3 (two-third) to the Deptt. of Surgery & Obstetrics and 1/3 (one- third) to the Department of Medicine and that of the Department of Physiology & Pharmacology will be shared equally on fifty-fifty basis by the Departments of Physiology and Pharmacology.

ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ

বিভাগ পৃথকীকরণের আদেশনামাটি পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, বাকৃবি ভেটেরিনারি ক্লিনিকের প্রশাসনিক দায়িত্বভার অস্থায়ীভাবে মেডিসিন বিভাগের উপর ন্যাস্ত করা হয়। এছাড়া মেডিসিন ও সার্জারি বিভাগ এবং ভেটেরিনারি ক্লিনিক এর বাৎসরিক বাজেট ছিল পৃথকভাবে। সে সময় ভেটেরিনারি ক্লিনিকের বাৎসরিক বাজেট বরাদ্দ ছিল প্রায় ৬০,০০০/- টাকা। যেহেতু ভেটেরিনারি ক্লিনিকের বাজেটসহ প্রশাসনিক দায়িত্ব মেডিসিন বিভাগের উপর ন্যাস্ত করা হয় সেহেতু মেডিসিন ও সার্জারি বিভাগের মূল বরাদ্দ বাৎসরিক বাজেটের দুই-তৃতীয়াংশ নতুন সার্জারি ও অবস্টেট্রিক্স এবং এক-তৃতীয়াংশ মেডিসিন বিভাগের জন্য বরাদ্দ করা হয়। উল্লেখ্য, একই আদেশনামায় ফিজয়লজি এবং ফার্মাকলজি বিভাগের মূল বরাদ্দ বাজেট সমানভাবে নতুন পৃথক ফিজিয়লজি এবং ফার্মাকলজি বিভাগের মধ্যে ভাগ করা হয়। খুব সম্ভবতঃ প্রধানত নিম্নোক্ত কারণে তদানীন্তন মেডিসিন ও সার্জারি বিভাগ এর বাজেট বন্টনে বৈষম্য এবং ভেটেরিনারি ক্লিনিকে প্রশাসনিক দায়িত্ব মেডিসিন বিভাগের উপর ন্যাস্ত করা হয়।

প্রথমত বাকৃবি ভেটেরিনারি ক্লিনিকে যেসকল পশু পাখির চিকিৎসা করা হয় তার মধ্যে শতকরা প্রায় ৮০ ভাগই মেডিসিন চিকিৎসার আওতাভুক্ত।
দ্বিতীয়ত অস্ত্রোপচারযোগ্য মেষ, ছাগল, কুকুর, বিড়াল প্রজাতির ছোট প্রাণির অস্ত্রোপচার করার ব্যবস্থা ছিল সার্জারি বিভাগের অস্ত্রোপচার কক্ষে এবং ঘোড়া, গরু, মহিষ ইত্যাদি বড় প্রজাতির পশুর অস্ত্রোপচার করা হ'ত ক্লিনিকের সীমানায় ফাঁকা স্থানে।
তৃতীয়ত আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত ক্লিনিক ও হাসপাতাল এর সংজ্ঞার কারণ (As per 'Illustrated Oxford Dictionary', 2003. Oxford University Press, London)।

Definition of Clinic
- A special place or time (occasion) at which specialized medical treatment or advice is given to visiting patients. The teaching of medicine by examining and treating patients in the presence of students. A department of a hospital or medical college were outpatients are treated.

Definition of Hospital
- An institution providing medical and surgical treatment and nursing care for ill or injured patients.

অবশেষে সিন্ডিকেটের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী (No. 2735/Estt., dated April 25, 1984) মেডিসিন বিভাগে প্রফেসর আব্দুর রহমান এবং সার্জারি ও অবস্টেট্রিক্স বিভাগে সহযোগী প্রফেসর মীর আশরাফ আলী প্রথম বিভাগীয় প্রধান হিসেবে নিযুক্তি পান। জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে দুই বছর করে মেডিসিন বিভাগের বিভাগীয় প্রধান এবং ভেটেরিনারি ক্লিনিকের প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করেন যথাক্রমে প্রথমে প্রফেসর আব্দুর রহামান (১-১১-১৯৮৩ থেকে ৩১-১০-১৯৮৫), দ্বিতীয়ত প্রফেসর খন্দকার সিরাজুল ইসলাম (১-১১-৮৫ থেকে ৩১-১২-১৯৮৭), তৃতীয়ত ড. মনোজ মোহন সেন (১-১-১৯৮৮ থেকে ৩১-১২-১৯৮৯), চতুর্থত ড. মোহম্মদ নূরুদ্দিন (১-১-১৯৯০ থেকে ৩১-১২-১৯৯১) এবং পঞ্চমত ড. মো. আব্দুস সামাদ (১-১-১৯৯০ থেকে ৩১-১২-১৯৯২)। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, উক্ত সিন্ডিকেটের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ভেটেরিনারি ক্লিনিকের প্রশাসনিক দায়িত্ব মেডিসিন বিভাগের প্রধানের উপর ন্যাস্ত হবার কথা। কিন্তু যে সময় পর্যন্ত ভেটেরিনারি ক্লিনিকের প্রশাসনিক দায়িত্ব মেডিসিন বিভাগে ছিল সেসময়ে মেডিসিন বিভাগের বিভাগীয় প্রধানদের নিয়োগ পত্রে তার কোন উল্লেখ ছিলনা।

প্রফেসর আব্দুর রহমান এর দুই বছর মেয়াদী মেডিসিন বিভাগের বিভাগীয় প্রধানের দায়িত্ব সম্পন্ন হবার শেষ পর্যায়ে সাজারি ও অবস্টেট্রিক্স বিভাগের অভিযোগের কারণে প্যাথলজি বিভাগের প্রফেসর ড. মানিক লাল দেওয়ান-কে চেয়ারম্যান করে একটি কমিটি (নং ৫৫৩৬/ সংস্থাপন, তারিখ ৪.৯.৮৫) গঠন করে। কিন্তু প্রফেসর দেওয়ান অজ্ঞাত কারণে কোন রিপোর্ট জমা দেননি।

পরবর্তীতে প্রফেসর খন্দকার সিরাজুল ইসলাম মেডিসিন বিভাগের বিভাগীয় প্রধান থাকাকালীন সময় ভেটেরিনারি ক্লিনিক পরিচালনায় যে সমস্যার সম্মক্ষীন হন সে পরিপ্রেক্ষিতে রেজিস্ট্রার-কে বিগত ২৪-২-৮৬ তারিখ পত্রটি পাঠান।[১০৭]

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ: মেডিসিন বিভাগ[১০৭]

মেমো নং ৪২৯/ ডিএম তারিখ ২৪/২/৮৬

রেজিস্ট্রার
বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ।
বিষয়: বিভাগীয় সমস্যাদি- ভেটেরেনারি হাসপাতালের জন্য আবাসিক (রেসিডেন্ট) ভেটেরিনারিয়ানের পদ সম্পর্কিত।

প্রিয় মহোদয়,

উপরে উল্লিখিত বিষয়ের প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের পশু চিকিৎসালয়টি পূর্বতন মেডিসিন ও সার্জারি বিভাগের অন্তর্গত ছিল। হাসপাতালটিতে চিকিৎসা কার্য চালানোর জন্য সার্বক্ষণিকভাবে একজন এসিসটেন্ট সার্জন ছিলেন। বিভাগীয় প্রধান হাসপাতালের আফিসার-ইন-চার্জ হিসেবে দায়িত্ব পালন করতেন। কিন্তু পূর্বতন মেডিসিন ও সার্জারি বিভাগ বিভক্তকরণের ফলে হাসপাতালটি পরিচালনা মেডিসিন বিভাগই করছে। সেই মোতাবেক এসিসটেন্ট সার্জনের পদে যিনি ছিলেন তার সময় কাল শেষ হয়ে যাওয়ায় মেডিসিন বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ড. মনোজ মোহন সেন-কে এসিসটেন্ট সার্জন হিসেবে নিয়োগ করা হলে সার্জারি ও অবস্টেট্রিক্স বিভাগ এই মর্মে আপত্তি উত্থাপন করে যে, যেহেতু পদটি এসিসটেন্ট সার্জনের সেহেতু এটি সার্জারি ও অবস্টেট্রিক্স বিভাগের কোন শিক্ষকের প্রাপ্য এবং যার ফলশুতিতে প্রাক্তন এসিসটেন্ট সার্জন হিসেবে মীর আশরাফ আলী, ড. মনোজ মোহন সেনকে কার্যভার হস্তান্তর করতে নারাজ হন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের নির্দেশকে সরাসরি ভাবে অমান্য করেন এবং প্রত্যাখান করেন।

হাসপাতালটি মেডিসিন বিভাগের কর্তৃতাধীন থাকায় এসিসটেন্ট সার্জন হিসেবে দায়িত্বরত সার্জারি ও অবস্টেট্রিক্স বিভাগের শিক্ষকদের উপর কোন প্রকার কর্তৃত্ব না থাকার ফলে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই হাসপাতালের আগত পশু পাখির সার্জিক্যাল এবং গাইনোকোলজিক্যাল কেসগুলো দেখার জটিলতা সৃষ্টি হয়েছে। এসিসটেন্ট সার্জন হিসেবে দায়িত্বরত শিক্ষক নিজেই ইচ্ছামত আসা যাওয়া করেন এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পশু পাখির চিকিৎসার প্রয়োজনে ডেকে আনতে হয়। উপর্যোপরী এমনিতর পরিস্থিতির মোকাবেলায় মেডিসিন বিভাগীয় শিক্ষকদেরকে কাজ করতে হয় কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বর্তমানে দেয় সুবিধাদি মেডিসিন বিভাগীয় শিক্ষকরা ভোগ করেন না। অত্র বিভাগের শিক্ষকগণ এব্যাপারে মৌখিক ভাবে এই সমস্যাটি উল্লেখ করছেন।

উদ্ভূত এই সমস্যা নিরসনে এবং হাসপাতালের চিকিৎসা কার্য সুষ্ঠভাবে পরিচালনার জন্য আমি নিম্নলিখিত প্রস্তুাব আপনার সদয় বিবেচনার জন্য উপস্থাপন করতে চাই।

(১) সার্বক্ষণিকভাবে হাসপাতালের চিকিৎসা কার্য পরিচালনার জন্য একজন রেসিডেন্ট ভেটেরিনারিয়ান দেওয়া হউক। মেডিসিন বিভাগীয় একজন শিক্ষক তার নিজ কর্তব্যের অতিরিক্ত কর্তব্য পালন করবেন। এজন্য তাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মমাফিক ৩০০/- (তিন শত) টাকা পারিশ্রমিকসহ বাড়ী ভাড়া মওকুফ করে দেওয়া হউক।

(২) হাসপাতালে আগত পশু পাখির সার্জিকেল ও জনন তন্ত্রীয় বিষয়ক চিকিৎসার্থে বর্তমান এসিসটেন্ট সার্জনের পদটি রক্ষা করা হউক এবং নিয়মমাফিক উপরোক্ত ভাতাসহ বাড়ী ভাড়া মওকুফের সুবিধা তাকে দেওয়া হউক। সার্জারি ও অবস্টেট্রিক্স বিভাগীয় একজন শিক্ষক নিজ কর্তব্যের অতিরিক্ত কর্তব্য পালন করবেন। উপরোক্ত শিক্ষকের পরিচালনা হাসপাতালের অফিসার ইন-চার্জ হিসেবে কর্তব্যরত মেডিসিন বিভাগের প্রধানের আওতাভুক্ত থাকবে।

(৩) হাসপাতালের আফিসার-ইন-চার্জ হিসেবে বর্তমানে কর্তব্যরত মেডিসিন বিভাগীয় প্রধান কোন প্রকার পারিশ্রমিক ভাতা পান না। যেহেতু তিনি প্রধান হিসেবে দায়িত্বভার পালন করার জন্য কেবল মাত্র মাসিক ৩০০/- (তিন শত) টাকা ভাতা পান। উপরোক্ত অতিরিক্ত দায়িত্ব পালনের জন্য তাহার ভাতা ৪০০/- (চার শত) টাকায় উন্নীত করা হউক এবং তৎসঙ্গে তার বাড়ী ভাড়া মওকুফ করা হউক।

(৪) যেহেতু হাসপাতালের দায়িত্ব সার্বক্ষণিক ও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সেহেতু উপরোক্ত সুবিধা দিলে এবং বর্তমানে উদ্ভূত প্রশাসনিক জটিলতা দূর করা হলে হাসপাতালের যথাযথ ভূমিকা পালন সহজতর হবে।

এব্যাপারে অতিসত্বর জরুরী ভিত্তিতে হাসপাতালের সমস্যা নিরসনের আবেদন জানাচ্ছি।

আপনার বিশ্বস্ত- (ড. খন্দকার সিরাজুল ইসলাম)

ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ

ক. মেডিসিন এবং সার্জারি বিভাগ পৃথক হবার পর থেকেই কম্বাইন্ড বিভাগের বাৎসরিক বাজেটের দুই-তৃতীয়াংশ নতুন সার্জারি ও অবস্টেট্রিক্স বিভাগকে বরাদ্দ দেবার পরও উক্ত বিভাগের শিক্ষকগন ভেটেরিনারি ক্লিনিকের বাজেটসহ প্রশাসনিক দায়িত্ব হস্তগত করার জন্য ভেটেরিনারি ক্লিনিকের স্বাভাবিক কার্যক্রম ব্যহত করার চেষ্টা করে।

খ. মেডিসিন বিভাগের বিভাগীয় প্রধান বিগত ২৪-২-৮৬ তারিখে, স্বারক নং ৪২৯/ডিএম রেজিস্ট্রারকে ভেটেরিনারি ক্লিনিক বিষয়ে যে চিঠি দেন তার পরিক্রেক্ষিতে প্রফেসর দেওয়ানেকে পুনরায় কমিটির রির্পোট প্রদানরে জন্য অনুরোধ করে।[১০৮]

Bangladesh Agricultural University, Mymensingh[১০৮]

No. 2468(3) / Estt. March 31, 1986

Prof. Dr. M. L. Dewan

Head, Deptt of Pathology, BAU, Mymensingh & Convener of the Committee, Constituted under Order No. 5536 / Estt. Dated 4 - 9- 85

Dear Sir

With refereneance to Order No. 5536 / Estt. Dated 4-9-85 regarding the placement of Hospital Surgeon in Veterinary Clinic attached to the Department of Medicine, you are requested kindly to make an arrangement to submit report / recommendation at an early date.

Yours faithfully
Sd/- Registrar
No. 2468(3) / Estt.

Copy forwarded to:- (1)Head, Deptt. of Medicine, (2) Head, Deptt. of Surgery & Obstetrics (3) Dean, Faculty of Vety. Science

Sd/- Registrar, 30.3.86

পরবর্তীতে মেডিসিন বিভাগের বিভাগীয় প্রধান উপরোক্ত আদেশনামায় সন্তষ্ট না হয়ে রেজিস্ট্রারকে পুনরায় একটি পত্র দেন।[১০৯]

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ, মেডিসিন বিভাগ।[১১০]

মেমো নং ৬০৬/ ডিএম তারিখ ৩-৪-৮৬

রেজিস্ট্রার

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ।

বিষয়: স্মারক পত্র।

প্রিয় মহোদয়,

অত্র বিভাগের পত্র নং ৪২৯ / ডিএম তারিখ ২৪-২-৮৬ এর প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। দীর্ঘ একমাস আগে লিখিত উক্ত চিঠি খানার উত্তর অদ্যবধি পাওয়া যায়নি।

প্রফেসর এম এল দেওয়ানের নিকট লিখিত আপনার পত্র নং ২৪৬৮(৩) তারিখ ৩১-৩-৮৬ টির কপি আমাকে দেয়া হইয়াছে কিন্তু উক্ত চিঠিটি আমার ফেব্রুয়ারী মাসে লিখিত চিঠির উত্তর নয় এবং আমার চিঠির উল্লেখিত সমস্যা সমাধানও নয়। আমি মনে করি এতে করে সমস্যাকে এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে। দীর্ঘ একমাস পরে দূরসম্পর্কযুক্ত একটি বিষয়কে আমার চিঠির আলোকে উত্তর দেয়ার ফলে দীর্ঘকাল ব্যাপি বিরাজিত সমস্যাটি কিভাবে সমাধান লাভ করবে আমার বোধগম্য নয়। এতে করে শিক্ষার সুষ্ঠ প্রবাহের ক্ষেত্রে যে বাধার সৃষ্টি হচ্ছে তার কি সমাধান?

আশাকরি আমার উপরোক্ত চিঠিতে যে জরুরী অবস্থার কথা উল্লেখ করা হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তার কি পদক্ষেপ নিয়েছেন তা জানালে বাধিত হব।

(ডঃ খন্দকার সিরাজুল ইসলাম)
বিভাগীয় প্রধান

অবশেষে প্রফেসর দেওয়ান ভেটেরিনারি ক্লিনিক ব্যাপারে একটি রিপোর্ট প্রদান করেন।[১১০]

Bangladesh Agricultural University, Mymensingh[১১০]

Memo No. 1513 / Path Dated 22 - 4 - 1986

To
The Registrar
Bangladesh Agricultural University, Mymensingh

Dear Sir,

The committee constituted vide Registrar's Memo No. 5536 / Estt. Dated 4.9.85 in order to examine present organizational set-up of the Veterinary Hospital of the BAU has the pleasure to give the following recommendations:

1. There should be a dual representation from the Department of Medicine and from the Department of Surgery for the performance of the clinic activities in the Hospital. Hence, at least one teacher from each of these Departments may be deputed to the Hospital.
2. Considering the volume and nature of clinic works involved in the hospital, one more teacher from the Department of Medicine may be deputed to the hospital for its smooth functioning.
3. Among the persons deputed, the senior most teachers will act as officer in charge of the Hospital, under the direct administrative control of the Head, Department of Medicine.

Yours truly,
(Dr. M. L. Dewan)
Chairman of the Committee & Professor and Head,
Department of Pathology, BAU, Mymensingh

ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ

প্রফেসর দেওয়ানের উপরোক্ত তিনটি সুপারিশযুক্ত রিপোর্টের উপর ভিত্তি করে বিশ্ববিদ্যালয় মেডিসিনের দু'টি ভেটেরিনারি হাসপাতাল সার্জন পদের মধ্যে একটি পদে সার্জারি ও অবস্টেট্রিক্স বিভাগের প্রফেসর মীর আশরাফ আলীকে নিয়োগদান করে। প্রফেসর আলীর ভেটেরিনারি হাসপাতাল সার্জন পদে নিয়োগ দানের জন্য সার্জারি ও অবস্টেট্রিক্স বিভাগের বিভাগীয় প্রধান প্রস্তাব দেন তা ডিনের সুপারিশে রেজিস্ট্রার নিয়োগ দান করে। উল্লেখ্য, প্রফেসর আলীর ভেটেরিনারি হাসপাতাল সার্জন পদে নিয়োগের প্রস্তাব ভেটেরিনারি ক্লিনিকের প্রশাসনিক দায়িত্বে নিয়োজিত মেডিসিন বিভাগের বিভাগীয় প্রধানের মাধ্যমে প্রস্তাব না দিয়ে এমনকি ক্লিনিকের প্রশাসনিক দায়িত্বে নিয়োজিত প্রধানকে অবহতি না করেই অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রচলিত নিয়ম বহিভূতভাবে দু'বছরের জন্য নিয়োগ দান করা হয়। এর ফলে একদিকে ভেটেরিনারি ক্লিনিকে সার্জারি ও অবস্টেট্রিক্স বিভাগের অফিসিয়াল প্রবেশাধিকার ঘটলো এবং অন্যদিকে ভেটেরিনারি ক্লিনিক প্রতিষ্ঠানটিকে দ্বৈত প্রশাসনিক যাঁতাকলে ফেলে প্রি-ক্লিনিক্যাল বিভাগগুলোর জন্য এই নতুন ক্লিনিক্যাল বিভাগ দু'টির তামাশা উপভোগ করার সুযোগ সৃষ্টি করা হ'ল। এর সমর্থনে দেখা যায় যে সত্যই প্রফেসর দেওয়ানের অন্য দু'টি সুপারিশ আর বাস্তবায়ন করা হ'লনা।

এরপর নদীতে অনেক পানি গড়িয়েছে এবং মেডিসিন বিভাগে তিনজন সিনিয়র শিক্ষক যথাক্রমে প্রফেসর আব্দুর রহমান, প্রফেসর ডঃ খন্দকার রিসাজুল ইসলাম এবং প্রফেসর ডঃ মনোজ মোহন সেন মেডিসিন বিভাগের বিভাগীয় প্রধানের দায়িতের সাথে অলিখিতভাবে ভেটেরিনারি

ক্লিনিকের প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করেন। অতপর ১লা জানুয়ারী ১৯৯০ তারিখে মেডিসিন বিভাগের বিভাগীয় প্রধানের দায়িত্ব পান প্রফেসর ডঃ মোহম্মদ নূরুদ্দিন এবং সেইসাথে অলিখিত ব্যবস্থপনায় পান ভেটেরিনারি ক্লিনিকের দায়িত্ব। ডঃ নূরুদ্দিন মেডিসিন বিভাগের প্রধান থাকাকালীন ভেটেরিনারি ক্লিনিক পরিচালনায় যে সমস্যার সম্মক্ষীণ হন তা নিম্নে উল্লেখ করা হল।[১১১]

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ।[১১১]
মেডিসিন বিভাগ

মেমো নং ৭৫২/ ডিএম তারিখ ১২-২-৯১ইং
রেজিস্ট্রার
বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ।
বিষয়: বাকৃবি ভেটে. হাসপাতালে ভেট. সার্জন (গাইনী) নিয়োগ সংক্রান্ত প্রস্তাব প্রসংগে।

প্রিয় মহোদয়,

বিগত ২০-১১-৯০ইং তারিখ ভেট. অনুষদীয় ডিনের পত্র নং ৭৯৪ / এফ.ভি. এস মারফত বাকৃবি পশু হাসপাতালে খন্ডকালীন ভিত্তিতে ভেট. সার্জন (গাইনী) - এর পদসৃষ্টি ও ডাঃ জালাল উদ্দিন অহমদকে উক্ত পদে নিয়োগ দানের জন্য একটি প্রস্তাব আপনার নিকট প্রেরণ করা হয়েছে।

পূর্বতন মেডিসিন ও সার্জারি বিভাগ ১৯৮৪ইং সনে বিভক্ত হওয়ার পর সিন্ডিকেটের সিদ্ধান্ত মোতাবেক বাকৃবি পশু হাসপাতাল বর্তমান মেডিসিন বিভাগের আওতাধীন। সুতরাং উক্ত হাসপাতালের জন্য যে কোন পদসৃষ্টি বা অন্যান্য কর্মকান্ড সম্পর্কে বা সিদ্ধান্ত গ্রহণ মেডিসিন বিভাগের মাধ্যমে হওয়া বাঞ্ছনীয়। কিন্তু বর্তমান সার্জারি ও অবস্টেট্রিক্স বিভাগ থেকে ভেট. সার্জন (গাইনী) পদ সৃষ্টির প্রস্তাব মেডিসিন বিভাগের মাধ্যমে প্রক্রিয়াম্বিত হয়নি। কেবল অনুষদীয় ডিনের সুপারিশ সহকারে প্রেরণ করা হয়েছে।

অতএব, উক্ত ভেট. সার্জন (গাইনী)- এর প্রস্তাব মেডিসিন বিভাগের মাধ্যমে প্রক্রিয়াম্বিত করার জন্য অনুরোধ করা হলো। (ডঃ মোহম্মিদ নরুদ্দিন)

ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ

প্রফেসর নূরুদ্দিন মেডিসিন বিভাগের বিভাগীয় প্রধানের দায়িত্বকালে সার্জারি ও অবস্টেট্রিক্স বিভাগের হাসপাতাল সার্জন পদে নিয়োজিত প্রফেসর মীর আশরাফ আলী সাহেবের মেয়াদ শেষে প্রফেসর ডঃ মোঃ আখতার হোসেন ১লা জুলাই ১৯৯১ তারিখে দু'বছরের জন্য নিয়োগ পান।[১১২] উল্লেখ্য, প্রফেসর আখতার ক্লিনিকের প্রশাসনিক দায়িত্বে নিয়োজিত মেডিসিন বিভাগের প্রধানকে অবহতি না করেই সার্জারি ও অবস্টেট্রিক্স বিভাগের প্রধান ডিনের সুপারিশে নিয়োগ দানের ব্যবস্থা করেন।

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ।[১১২]

নং - ২৩৯৩ / সংস্থাপন তারিখ :- ৪/৬/৯১

সার্জারি ও অবস্টেট্রিক্স বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. মো. আখতার হোসেনকে ১-৭-৯১ইং তারিখ হইতে প্রফেসর মীর আশরাফ আলীর স্থলে নিজ দায়িত্বের অতিরিক্ত পশু হাসপাতালের সার্জন হিসেবে ২ (দুই) বৎসরের জন্য নিয়োগ করা হল।

ড. মো. আখতার হোসেন শিক্ষক হিসেবে নিজ দায়িত্বের অতিরিক্ত হাসপাতাল সার্জন হিসেবে দায়িত্ব পালনকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের চত্বরে বিনা ভাড়ায় বাসস্থানের সুবিধা পাবেন।

ভাইস-চ্যাসেলর মহোদয়ের আদেশক্রমে
স্বাঃ/- ডেপুটি রেজিষ্ট্রর

মোমো নং- ২৩৯৩(৫) / সংস্থাপন তারিখ: ৪ / ৬ / ৯১
অনুলিপি প্রেরিত হল:
(১) ড. মো. আখতার হোসেন, সহযোগী অধ্যাপক, সার্জারি ও অবস্টেট্রিক্স বিভাগ।
(২) প্রফেসর মীর আশরাফ আলী, সার্জারী ও অবস্টেট্রিক্স বিভাগ।
(৩) প্রধান, সাজারি ও আবস্টেট্রিক্স বিভাগ। (৪) ডীন. ভেটেরিনারি অনুষদ।
(৫) কোষাধ্যক্ষ। স্বাঃ/- ডেপুটি রেজিস্ট্রার

ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ

ক. নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান পশু হাসপাতালের সার্জন নিয়োগ করেছে কিন্তু কোন বিভাগের অধীন তা উল্লেখ নাই। ভেটেরিনারি ক্লিনিক এর প্রশাসনিক দায়িত্ব মেডিসিন বিভাগের অধীন কিন্তু ডা. আখতারের নিয়োগের কোন কপি মেডিসিন বিভাগের প্রধানকে দেয়া হয়নি তাই এটি স্পষ্ট যে এই নিয়োগ সার্জারি ও অবস্টেট্রিক্স বিভাগে হয়েছে। এখানে উল্লেখ্য, প্রতিটি পত্রে পশু হাসপাতাল উল্লেখ করা হলেও বাকৃবি-তে কোন পশু হাসপাতাল নাই। বাকুবিতে রয়েছে ভেটেরিনারি ক্লিনিক এখনও হাসপাতাল হয়নি।

খ. ইহা স্পষ্ট যে ভেটেরিনারি ক্লিনিক এর এই প্রশাসনিক জটিলতা বাকৃবি-এর প্রশাসন কর্তৃক সৃষ্ট।

প্রফেসর আখতার ভেটেরিনারি হাসপাতাল সার্জন পদে দু'বছরের[১১২] জন্য নিয়োগ পাবার পর ভেটেরিনারি ক্লিনিকের প্রশাসনিক দায়িত্বে নিয়োজিত প্রফেসর নূরুদ্দিন এর সাথে যেসব অপ্রীতিকর ও দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা ঘটে তা তাদের লিখিত বক্তব্য থেকেই পড়ুন যা নিম্নে তাদের কতিপয় অফিসাল পত্রের হুবহু উল্লেখ করা হ'ল।[১১৩-১৩৬]

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ।[১১৩]
মেডিসিন বিভাগ

মেমো নং ৯৬৮/ ডিএম তারিখ ১-৭-৯১ইং
রেজিস্ট্রার
বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ।
বিষয়: পশু হাসপাতালের হাসপাতাল সার্জন (সার্জারি) এর নিয়োগ প্রসংগে।

প্রিয় মহোদয়,

বিগত ২৫-৪-৮৪ইং তারিখের আদেশনামা নং ২৭৩৫ / সংস্থাপন মূলে বাকৃবি পশু হাসপাতালের বাজেটসহ প্রসাশনিক দায়িত্ব মেডিসিন বিভাগের উপর ন্যাস্ত হয়েছে। উক্ত পশু হাসপাতালে দুইজন হাসপাতাল সার্জন যেমন- হাসপাতাল সার্জন (মেডিসিন) ও হাসপাতাল সার্জন (সার্জারি ও অবস্টেট্রিক্স)-এর পদ রয়েছে। দেখা যাচ্ছে যে, পশু হাসপাতালের বাজেটসহ প্রশাসনিক দায়িত্ব মেডিসিন বিভাগের উপর ন্যাস্ত থাকলেও হাসপাতাল সার্জন (সার্জারি ও অবস্টেট্রিক্স) নিয়োগ ও তার দায়িত্ব সম্পর্কে মেডিসিন বিভাগকে অবহিত করা হয় না। যার ফলে সুষ্ঠুভাবে হাসপাতলের কার্যাবলী পরিচালনা করা সম্ভব হচ্ছেনা ।

অতএব, পশু হাসপাতালের হাসপাতাল সার্জন (সার্জারি ও অবস্টেট্রিক্স) এর নিয়োগ ও তার দায়িত্ব পালন মেডিসিন বিভাগরে মাধ্যমে প্রক্রিয়াম্বিত করার জন্য অনুরোধ করা হলো। এব্যাপারে ইতিপূর্বে যে সব নিয়োগ ও দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে তাহা অবিলম্বে সংশোধন করার জন্য অনুরোধ করা হলো। অন্যথায় উদ্ভূত জটিল পরিস্থিতির জন্য স্বাক্ষরকারীকে দায়ী করা যাবেনা।

স্বাক্ষর/- (ডঃ নূরুদ্দিন)
প্রধান. মেডিসিন বিভাগ

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ।[১১৪]
মেডিসিন বিভাগ

মেমো নং ৯৭৪/ ডিএম তারিখ ৩-৭-৯১ইং
রেজিস্ট্রার
বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ।
বিষয়: বাকৃবি পশু হাসপাতালের হাসপাতাল সার্জন (সার্জারি ও অবস্টেট্রিক্স) এর নিয়োগ প্রসংগে।
প্রিয় মহোদয়,

বিশ্বস্তসূত্রে জানা গেল যে বিগত ৪-৬-৯১ ইং তারিখের আদেশনামা নং ২৩৯৩/

সংস্থাপন মূলে সার্জারি ও অবস্টেট্রিক্স বিভাগের ড. মো. আখতার হোসেনকে প্রফেসর মীর আশরাফ আলীর স্থলে পশু হাসপাতালের হাসপাতাল সার্জন হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছে। এব্যাপারে নিম্ন স্বাক্ষরকারী বিগত ১-৭-৯১ইং তারিখে পত্র নং ৯৬৮ / ডিএম- এর মাধ্যমে আপনার নিকট কিছু বক্তব্য রেখেছেন।

আপনার অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, সিন্ডিকেটের ২৮/২৯-২-৮৪ ইং তারিখের সিদ্ধান্ত নং ১৫ এবং আদেশ নং ২৭৩৫ / সংস্থাপন তারিখ ২৫-৪-৮৪ইং মোতাবেক বাকৃবি পশু হাসপাতালের বাজেট সহ প্রশাসনিক দায়িত্ব মেডিসিন বিভাগের উপর ন্যাস্ত হয়েছে। অতএব, প্রশাসনিক নিয়ম অনুসারে হাসপাতাল সার্জন বা অন্যান্য কর্মচারীর নিয়োগ হাসপাতালের দায়িত্বে যিনি থাকেন তাঁর মাধ্যমে প্রক্রিয়ান্বিত করা, নিয়োগ পত্রের অনুলিপি তাঁর নিকট প্রেরণ করা এবং যোগদান পত্র ও তাঁর মাধ্যমে প্রক্রিয়ান্বিত করার কথা। কিন্তু ডঃ হোসেনের নিয়োগের ব্যাপারে উল্লিখিত তিনটি পদ্ধতির কোনটিই করা হয়নি। নিয়োগ প্রাপ্ত ব্যক্তি তাঁর দায়িত্ব পরিচালনার জন্য হাসপাতালের যাবতীয় সম্পদ ব্যবহার করবেন অথচ সম্পদ সরবরাহকারী এবং হাসপাতালের প্রশাসনিক দায়িত্বে যিনি থাকনে তিনি সরকারী ও প্রশাসনিক নিয়ম ব্যতিরেকে কিভাবে এবং কোন ক্ষমতার বলে উক্ত ব্যক্তিকে তার প্রয়োজনীয় মালামাল সরবরাহ করবেন এবং সুষ্ঠুভাবে তাঁর দায়িত্ব পরিচালনার ব্যাপারে ব্যবস্থাদি নিবেন। উল্লেখ্য যে, হাসপাতালের প্রশাসনিক দায়িত্ব যার উপর থাকে হাসপাতলের কর্মকর্তা / কর্মচারীর উপস্থিতি / অনুপস্থিতি সম্পর্কেও তাকে অবগত থাকতে হবে। ড. হোসেনের নিয়োগ পত্র অনুযায়ী হাসপাতলের দায়িত্বে যিনি আছেন ড. হোসেনের দায়িত্ব পালন ও নিয়োগ সম্পর্কে তাঁকে অবহিত করা হয়নি।

ড. হোসেন বিগত ১-৭-৯১ইং তারিখের পশু হাসপাতালের উপস্থিত হয়ে হাসপাতালের কম্পাউন্ডার জনাব আবুল হোসেনকে ঔষধের স্টোর ও ঔষধ সরবরাহ করার কক্ষটি ড. হোসেনের ব্যাবহারের জন্য খালি করে দিতে বলেন। জনাব আবুল হোসেন নিম্ন স্বাক্ষরকারীর অনুমতির কথা বললে অনুমতি নিস্প্রয়োজন বলে জানান। পরে সার্জারি ও অবস্টেট্রিক্স বিভাগের পশু রক্ষণাবেক্ষণকারী জনাব নাজিম উদ্দিনকে উক্ত কক্ষে তালা লাগানোর নির্দেশ দেন। তখন জনাব আবুল হোসেন ও হাসপাতাল সার্জন ডাঃ আব্দুর রহমানের সংগে বাকবিতন্ডা হয় এবং অপ্রীতিকর কথার সৃষ্টি হয়।

এমতাবস্থায়, নিম্ন স্বাক্ষরকারী হাসপাতালের বাজেটসহ প্রশাসনিক দায়িত্বে আছেন এবং কর্তৃপক্ষের নির্দেশ (তাকে প্রদত্ত) ব্যাতিরেকে কিভাবে সরকারী সম্পদ ব্যবহারের এবং দায়িত্ব পালনের ব্যবস্থা করতে পারেন।

অতএব, প্রশাসনিক নিয়ম অনুযায়ী ডঃ হোসনের নিয়োগ ও দায়িত্ব পালনের ব্যবস্থা অবিলম্বে কারার জন্য অনুরোধ করা হলো।

প্রধান, মোডিসিন বিভাগ।

সংযোজন:
১.হাসপাতালের প্রশাসনিক ব্যবস্থ্যা সম্পর্কে আদেশনামা।
অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের নিমিত্তে অনুলিপি প্রেরিত হলো:
১.ডিন, ভেটেরিনারি অনুষদ, বাকৃবি, ময়মনসিংহ।

স্বাক্ষর/- ডঃ নূরুদ্দিন, প্রধান, মেডিসিন বিভাগ।

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ।[১১৫]

মেমো নং ৩০৭৮/ সংস্থাপন — তারিখ ২৮.৭.৯১ইং
প্রধান
মেডিসিন বিভাগ, বাকৃবি, ময়মনসিংহ।
প্রিয় মহোদয়,

আপনার ১-৭-৯১ তারিখের ৯৬৮/ডিএম মেমো নং পত্রের প্রেক্ষিতে আপনাকে জানান যাইতেছে যে, পশু হাসপাতালের সার্জন নিয়োগের জন্য সার্জারি এন্ড অবস্টেট্রিক্স বিভাগীয় প্রধানের প্রস্তাব ও ভেটেরিনারি অনুষদীয় ডিন মহোদয়ের সুপারিশ এবং এ অফিসের ৪-১১-৮৫ তারিখের ৫৫৩৬/সংস্থাপন নং আদেশমূলে গঠিত কমিটির রিপোর্ট বিধৃত উভয় বিভাগ হতে একজন করে শিক্ষককে হাসপাতাল সার্জন হিসেবে নিয়োগের সুপারিশ মোতাবেক সার্জারি এন্ড অবস্টেট্রিক্স বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ডঃ মোঃ আখতার হোসেন-কে ১-৭-৯১ তারিখ হতে প্রফেসর মীর আশরাফ আলীর স্থলে পশু হাসপাতালের সার্জন হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছে বিধায়, উক্ত বিষয়টি পুনঃপ্রক্রিয়া বা সংশোধন করার কোন অবকাশ নাই।

আপনার বিশ্বস্ত (ডেপুটি রেজিস্ট্রার)

ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ

ক. প্রথমত ডঃ নূরুদ্দিনের আবেদন ছিল পশু হাসপাতলের কার্যক্রমে অংশ গ্রহন করলে ডঃ হোসেন বা যে কোন নিয়োগ উক্ত প্রশাসনিক দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যাক্তি বর্গের মাধ্যমে প্রক্রিয়ান্বিত এবং নিয়োগের একটি কপি প্রশাসনিক দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তিকে পাঠানো। ডেপুটি রেজিস্ট্রার সাহেব যে রির্পোটের কথা উল্লেখ করেছেন সে রিপোর্ট অনুযায়ী মেডিসন বিভাগের সার্জনকে মেডিসিন বিভাগের মাধ্যমে এবং সার্জারি ও অবস্টেট্রিক্স বিভাগের সার্জনকে সার্জারি ও অবস্টেট্রিক্স বিভাগের মাধ্যমে প্রক্রিান্বিত করতে হবে এবং সার্জন নিয়োগের কোন অনুলিপি অন্য সংশ্লিষ্ট বিভাগকে দেয়া যাবেনা।

খ. দ্বিতীয়ত ডঃ আখতার-এর নিয়োগ পত্রের কোন অনুলিপি ভেটেরিনারি ক্লিনিকের দায়িত্বে নিয়োজিত প্রধানকে দেয়া হয়নি এর থেকে প্রমানিত হয় যে ভেটেরিনারি ক্লিনিকের প্রশাসনিক দায়িত্ব দু'টি বিভাগ সমান ও পৃথকভাবে পালন করছে। অর্থাৎ ভেটেরিনারি ক্লিনিকের দায়িত্ব পালনে প্রশাসনিকভাবে একটি বিভাগ অন্যটির কাছে দ্বায়বদ্ধ নয়। সুস্পষ্টতঃ ভেটেরিনারি ক্লিনিকটি প্রশাসনিকভাবে দ্বৈত শাসন ও যড়যন্ত্রের শিকারে পরিণত।

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ।[১১৬]

মেমো নং ৪৯(২)/ ডিএসও — তারিখ ২৩.০৭.৯১ইং
প্রধান, মেডিসিন বিভাগ
বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ।
প্রিয় মহোদয়,

আপনার সদয় অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, ভেটেরিনারি হাসপাতালের অস্ত্রপচার কক্ষে বর্তমানে অপারেশন করার জন্য কোন ইনস্টমেন্ট ও এ্যাপ্লায়েন্সেস নেই। ফলে হাসপাতালে অউটডোর রোগীর চিকিৎসা কার্যক্রম দারুণভাবে ব্যাহত হচ্ছে। হাসপাতালটি এলাকার জনসাধারণের পশু পাখির চিকিৎসা ছাড়াও ভেটেরিনারি শিক্ষা ও গবেষণার ক্ষেত্রে অতীব গুরুত্বপূর্ণ। কাজেই হাসপাতালের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য এবং এর অপারেশন থিয়েটারটিকে সচল করার লক্ষ্যে এতদসংগে সংযোজিত উপকরণসমূহ জরুরী ভিত্তিতে সরবরাহ করার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ জ্ঞাপন করা হলো।

আপনার আশু সহযোগীতা একান্তভাবে কাম্য।

ধন্যবাদ
আপনার বিশ্বস্ত
স্বাক্ষর/- (ডঃ মোঃ আখতার হোসেন), সহযোগী অধ্যাপক ও হাসপাতাল সার্জন, সার্জারি ও অবস্টেট্রিক্স বিভাগ।
পত্র নং ৪৯(২) / ডিএসও — তারিখ : ২৩ -০৭-১৯৯১ইং
অনুলিপি: (১) ডীন, ভেটেরিনারি অনুষদ, বাকৃবি, ময়মনসিংহ।

স্বাক্ষর/- ২৪/৭/৯১ (ডঃ মোঃ আখতার হোসেন)

Requisition

A. Instruments and appliances

01. Scissors (straight) - 4
02. Scissors (curved) - 4
03. Artery forceps (straight) – 4
04. Artery forceps (curved) - 4
05. Dissecting forceps -2
06. Tooth forceps - 2
07. Alies forceps - 2
08. Dressing forceps - 1
09. Surgical handle – 2
10. Surgical blade - 1 box (100 Nos.)
11. Bowl forceps - 1
12. Abscess knife - 2
13. Scalpel - 2
14. Trephine -1
15. Bandge cutier -1
16. Probe - 2
17. Tissue dilator - 1
18. Grove director -1
19. Needle holder - 2
20. Suture needles (T&At)-12each

21. Nylon, Cat-gut, Silk sutures-qs
22. Bandage cloth - 2 than
23. Cotton - 10 lbs
24. Drapping cloth - 1sq. yeard x 4
25. Surgical tray - 2
26. Kidney dish / Tray - 2
27. Portable sterilizer – 1
28. Syringe (20 c.c disposable)-25
29. Surgical gloves (size 8) - 25
30. Thermometer - 6
31. Stethoscope - 1

B. Drugs, anaesthetics, antiseptics etc.

01. Rompun - 5 vials
02. Calypsovet - 5 vials
03. Thiopentone - 10 vials
04. Pentobarbitone - 10 vials
05. Xylocaine - 10 vials
06. Atropine sulph - 50 ampl.
07. Adrenalin 25 ampl.
08. Largactile - 50 ampl.
09. Seduxan - 50 ampl.
10. Hydrogen peroxide - 0.5 litre
11. Hibitane cream 10.0 bottle
12. Tr. Iodine - 5 bottles
13. Tr. benzene - 3 bottle
14. Sulphanil powder - 1.0 kg
15. Tr.ferric per chloride -3 bottles
16. Caprolysin - 15 ampl.
17. Burnol - 10 tubes
18. Avil inj. (5ml vial) - 20
19. Phenergan (5 ml vials)
20. Chloramphenicol(drop)-5 vials
21. Saline (dextrose)-1lit.x 20 bag
22. Oxysentin 100 - 20 vials
23. Terramycin inj. 20 vials
24. Vesulong (50 ml) - 5 vials
25. Hormoforte - 25 ampl.
26. Menstrugen - 500 ampl.
27. Klion-D Tab – 50
28. Dettol - 1.0 litre
29. Metro I.V- 10 bottles

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ।[১১৭]

মেমো নং ৭৩/ ডিএসও তারিখ ৬ - ৮ - ৯১ইং

প্রধান
মেডিসিন বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ।

প্রিয় মহোদয়,

হাসপাতালে ব্যবহারের জন্য নিম্নোক্ত দ্রব্যাদি যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি সরবরাহের জন্য আপনাকে বিশেষভাবে অনুরোধ করা হোল।

১. লাইফবয় সাবান- ১ডজন
২. প্লাস্টিক বালতী- ২টি
৩. তোয়ালে (বড়)- ১টি
৪. ডাস্টার (তোয়ালে)- ৬টি
৫. হারপিক- ৬টি
৬. ট্রিক্স- ৬টি
৭. ফিনাইল- ৬টি
৮. শেভিং বে-ড (সোর্ড) - ১০০ পিস
৯. এপ্রান- ১টি
১০. গামবুট- ১জোড়া

আপনার বিশ্বস্ত
স্বাক্ষর/- ৬/৮/৯১ (ডঃ মোঃ আখতার হোসেন)

ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ

ক. প্রথমত ভেটেরিনারি ক্লিনিকের প্রশাসনিক দায়িত্বে মেডিসিন বিভাগের বিভাগীয় প্রধানের নিয়োগ পত্রে উল্লেখ ছিলনা। মেডিসিন বিভাগের প্রধান যে আদেশনামার সূত্র উল্লেখ করে নিজকে ভেটেরিনারি ক্লিনিকের প্রশাসনিক দায়িত্বে নিয়োজিত বলে দাবী করেছেন তা রেজিস্ট্রার আফিসের কোন নিয়োগ পত্রের আদেশনামায় প্রমানিত হয়না।

খ. দ্বিতীয়ত ডঃ হোসেন এর হাসপাতাল সার্জন হিসেবে নিয়োগ প্রাপ্ত হলেও ক্লিনিকের প্রশাসনিক দায়িত্বে নিয়োজিত দাবীদারের নিকট নিয়োগের কোন অনুলিপি রেজিস্ট্রার অফিস থেকে তাঁকে দেয়া হয়নি। ফলে স্পষ্টত ডঃ হোসেনের নিয়োগ ভেটেরিনারি ক্লিনিকে সার্জারি ও অবস্টেট্রিক্স সংক্রান্ত রোগীর চিকিৎসার জন্য সার্জারি ও অবস্টেট্রিক্স বিভাগের অধীনে নিয়োগ দান করা হয়েছে।

গ. তৃতীয়ত ডঃ হোসেন উপরোক্ত যে দু'টি আবেদনের মাধ্যমে মেডিসিন বিভাগের প্রধানের নিকট ভেটেরিনারি ক্লিনিকে কাজ করার জন্য যন্ত্রপাতি ও ঔষধের তালিকা প্রদান করেছেন তা আইনত সঠিক নয় কারণ ভেটেরিনারি ক্লিনিকে সার্জারি ও অবস্টেট্রিক্স রোগীদের চিকিৎসা করার জন্য বিভাগ বিভক্ত করণের সময় বাজেটের দুই-তৃতীংশ অর্থ সাজারি ও অবস্টেট্রিক্স বিভাগকে এবং মাত্র এক তৃতীয়াংশ অর্থ মেডিসিন বিভাগের জন্য বরাদ্ধ করা হয়। এছাড়া ডঃ হোসেন মেডিসিন বিভাগের মাধ্যমে ভেটেরিনারি ক্লিনিকে কাজ করার জন্য নিয়োগপ্রাপ্ত হননি তাই মেডিসিন বিভাগের প্রধানের বরাবর আবেদন করার আইনত কোন যুক্তি থাকেনা।

ঘ. চতুর্থত ডঃ হোসেন পশুর সার্জারি ও অবস্টেট্রিক্স রোগীর চিকিৎসার জন্য যে বিশাল মালামালের একটি তালিকা দিয়েছেন তা একটা ভেটেরিনারি ক্লিনিকে থাকাতো দূরের কথা সংশ্লিষ্ট একটি সাধারণ দোকানে পাওয়া সম্ভবপর নয়। তাই এর উদ্দেশ্য সম্ভাবত অন্য কিছু। তবে অলিখিতভাবে ভেটেরিনারি ক্লিনিকের প্রশাসনিক দায়িত্বে নিয়োজিত মেডিসিন বিভাগের প্রধানের নিয়মমাফিক উচিৎ ছিল ডঃ হোসেন এর আবেদন দু'টি যে প্রক্রিয়ায় ডঃ হোসেনকে নিয়োগদান করা হয়েছিল সে প্রক্রিয়ায় প্রক্রিয়ান্বিত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা। তবে মেডিসিন বিভাগের প্রধান তার চিঠিদ্বয়ের যে উত্তর দেন তা নিম্নে দেয়া হল।[১১৮]

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ।[১১৮]

মেমো নং ১০২৬/ ডিএম তারিখ ৭.৮.৯১ইং

ডঃ মোঃ আখতার হোসেন
হাসপাতাল সার্জন (সার্জারি), পশু হাসপাতাল, বাকৃবি, ময়মনসিংহ।

বিষয়: পশু হাসপাতালে ব্যবহারের নিমিত্ত দ্রব্যাদি প্রাপ্তি প্রসংগে।

মহোদয়,

আপনার বিগত ২৩-৭-৯১ইং তারিখের পত্র নং ৪৯(২)/ডিএসও এবং বিগত ৬-৮-৯১ইং তারিখের পত্র নং ৭৩/ডিএসও এর মাধ্যম পশু হাসপাতালে ব্যবহারযোগ্য মালামালের তালিকা প্রণয়ন করে সরবরাহের জন্য অনুরোধ জানিয়েছেন। পশু হাসপাতালে ব্যবহারযোগ্য দ্রব্যাদি প্রাপ্তী সম্পর্কে বিগত ২৩-৭-৯১ ইং তারিখের পত্র নং ৪৯(২)/ ডিএসও ও পাওয়ার পরই লোক মারফত হাসপাতালে ব্যবহারযোগ্য দ্রব্যাদি পাওয়ার পদ্ধতি সম্পর্কে আপনাকে অবহতি করা হয়েছে। তারপরও আপনি বিগত ৬-৮-৯১ইং তারিখে পূর্বের ন্যায় অনুরোধ জানিয়েছেন। অতএব, লিখিতভাবে আপনাকে জানানো যাচ্ছে যে, হাসপাতালে ব্যবহত যাবতীয় মালামাল রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে আছেন জনাব মোঃ আবুল হোসেন (ভেটেরিনারি কম্পাউন্ডার)। তিনি হাসপাতালের যাবতীয় দ্রব্যাদি চাহিদা ফরমের মাধ্যমে গ্রহণ করেন, স্টক মেইনটেইন করেন এবং হাসপাতালের সকলের ব্যবহারের জন্য দ্রব্যাদির প্রয়োজনীয় পরিমাণ সরবরাহ করে থাকেন। সুতরাং আপনার প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সম্পর্কে জনাব মোঃ আবুল হোসেনকে দয়া করে অবহতি করবেন। তিনি হাসপাতলে ব্যবহারের জন্য আপনার প্রয়োজনীয় মালামাল যথাস্থানে ও যথানিয়মে সরবরাহ করবেন। জনাব আবুল হোসেন হাসপাতালের ব্যবহারের জন্য যে কোন ব্যক্তির চাহিদা মোতাবেক প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি চাহিদা ফরমে নিয়মমাফিক বিভাগীয় স্টোর থেকে গ্রহন করে থাকেন। পশু হাসপাতালে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদিও প্রাপ্যতা সম্পর্কে অবহতি না হয়ে সরাসরি বিভাগীয় প্রধানের নিকট পত্র না লিখলেও হবে। উল্লেখ্য যে, সরকার প্রদত্ত বাজেট মোতাবেক ও সরকারী নিয়মমাফিক মালামাল ক্রয় কমিটির মাধ্যমে ক্রয় করা হয়ে থাকে। বাজেটের ক্ষমতার বাইরে হলে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ও অনেক সময় ক্রয় করা সম্ভব হয় না। তাই আপনার ও আমার ইচ্ছা মাফিক প্রয়োজনীয় মালামাল ক্রয় করা অনেক সময় সম্ভব নয়।

আপনার ৬-৮-৯১ইং তারিখের পত্র নং ৭৩/ডিএসও মারফত জানতে পারলাম নিম্নোক্ত দ্রব্য হাসপাতালে ব্যবহারের জন্য আপনার প্রয়োজন:

(১) লাইফবয় সাবান- ১২টি
(২) প্লাস্টিক বালতি- ২টি
(৩) তোয়ালে (বড়)- ১টি
(৪) ডাস্টার (তোয়ালে)- ৬টি
(৫) হারপিক- ৬টি
(৬) ট্রিকস- ৬টি
(৭) ফিনাইল- ৬টি
(৮) শেভিং ব্লেড (সোর্ড)-১০০টি
(৯) এপ্রোন-১টি

(১০) গামবুট- ১ জোড়া।

উপরে বর্ণিত ৫,৬ ও ৭ নং দ্রব্যাদি হাসপাতারের সুইপার ব্যবহার করে থাকে। তার নিকট প্রয়োজনে প্রদান করা হয়। ৯ ও ১০ নং ছাড়া বাকি দ্রব্যাদি হাসপাতালে প্রায়ই রক্ষিত থাকে এবং ব্যবহৃত হয়। স্টক শেষ হয়ে গেলে চাহিদা ফরমের মাধ্যমে নিয়মমাফিক জনাব আবুল হোসেন গ্রহণ করে থাকেন। হাসপাতালে ব্যবহার যোগ্য দ্রব্যাদিও প্রয়োজনীয় পরিমাণ জনাব আবুল হোসেনের নিকট থেকে সরকারী নিয়মানুসারে হাসপাতালে কার্যরত যে কোন ব্যক্তি গ্রহণ করে হাসপাতালে ব্যবহার করতে পারেন। ব্যবহারের পর অতিরিক্ত পারিমাণ বা ননডিসপজেবল দ্রব্যাদির সম্পূর্ণটি পুনরায় জনাব আবুল হোসেনের নিকট ফেরত প্রদানের নিয়ম।

অতএব, আপনি অনুগ্রহ করে জনাব আবুল হোসেনের সংগে যোগাযোগ করবেন। তার মাধ্যমে আপনার সমস্যার সমাধান পেয়ে যাবেন।

স্বাক্ষর/ - প্রধান, মেডিসিন বিভাগ।

ডঃ হোসেন ১লা জুলাই ১৯৯১ তারিখে ভেটেরিনারি ক্লিনিকে সার্জন পদে যোগদান করেন এবং ১১-৮-৯১ইং তারিখের উপাচার্য্য মহোদয়ের ভেটেরিনারি ক্লিনিক পরির্দশণের জন্য ব্যবস্থা নেন।[১১৯]

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ।[১১৯]

নং ---------- / ভিসি সচিবালয় তারিখ : ১১ - ৮- ৯১ই

মাননীয় ভাইস-চ্যান্সেলর মহোদয় আগামী ১৪-৮-৯১ইং তারিখ পূর্বাহ্ন ১০ টায় ভেটেরিনারি হাসপাতাল পরিদর্শন করবেন।

উক্ত সময়ে নিম্নোক্ত ব্যাক্তিবর্গকে উপস্থিত থাকার জন্য আর্দিষ্ট হয়ে অনুরোধ জ্ঞাপন করা হল।

বিতরণ:

১) ডিন, ভেটেরিনারি অনুষদ।
২) প্রফেসর ডঃ আ ন ম আব্দুল কাদির, প্যারাসাইটোলজি বিভাগ।
৩) প্রফেসর ডঃ মানিক লাল দেওয়ান, প্যাথলজি বিভাগ।
৪) বিভাগীয় প্রধান, মেডিসিন বিভাগ।
৫) বিভাগীয় প্রধান, সার্জারি ও অবস্টেট্রিক্স বিভাগ।
৬) সার্জন, সার্জারি। ৭) সার্জন, মেডিসিন। স্বাক্ষর/- ১১/৮/৯১

সহকারী রেজিস্ট্রার, উপাচার্য সচিবালয়

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ।[১২০]

মেমো নং ৮৩(১)/ ডিএসও তারিখ ১৩.৮.৯১ইং

প্রধান
মেডিসিন বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ।

বিষয়: পশু হাসপাতলে শৈল্য ও জনন তন্ত্র রোগের চিকিৎসা বিষয়ক দ্রব্যাদি প্রাপ্তি প্রসংগে।

প্রিয় মহোদয়,

উপরোক্ত বিষয়ের উপর ২৩.৭.৯১ ও ৬.৮.৯১ তারিখের পত্র দু'টির প্রেক্ষিতে বিগত ৭.৮.৯১ তারিখে আপনার পত্র (মোমো নং ১০২৬(১) ডিএম) আমার হস্তগত হয়েছে। হাসপাতাল সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য আপনার পত্রের জবাব দেওয়া আমার নৈতিক দায়িত্ব হয়ে পড়েছে।

প্রথমত আপনার পত্রে উল্লেখ করেছেন আমার ২৩.৭.৯১ তারিখে লেখা পত্রের প্রেক্ষিতে আপনি লোক মারফত হাসপাতালে ব্যবহারযোগ্য দ্রব্যাদি পাওয়ার পদ্ধতি সমূহ আমাকে অবহিত করেছেন। আপনার এই বক্তব্য নিতান্তই মনগড়া। কারণ আমার কাছে আপনার এই গুরুত্বপূর্ণ বার্তা কেউ পৌছে দেয়নি। সেক্ষেত্রে নিশ্চয়ই বার্তা বহনকারীর নাম ও কত তারিখে তাকে পাঠানো হয়েছিল তা আপনার পত্রে উল্লেখ থাকত। হাসপাতালের বাজেট এবং প্রশাসন সাময়িকভাবে আপনার বিভাগের অধিন রয়েছে বিধায় হাসপাতালে ব্যবহারিক শিক্ষা এবং চিকিৎসাকার্য সুষ্ঠভাবে পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ সরবরাহ করা আপনার দায়িত্ব। কিন্ত এটা দুঃখজনক হলেও সত্য যে, হাসপাতালে অস্ত্রপচার ও জনন তন্ত্র রোগের চিকিৎসার জন্য উল্লেখ করার মত কোন উপকরণ নেই। এতে কি এটা প্রমানিত হয়না যে, হাসপাতালের কার্যক্রম সুষ্ঠভাবে পরিচালনার ব্যাপারে আপনি আন্তরিক নন?

দ্বিতীয়ত আমার ৬.৮.৯১ তারিখের পত্রে সরবরাহ করার জন্য অনুরোধকৃত দ্রব্যাদির যথার্থতা সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গি দুঃখজনক। এগুলির প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করা নিস্প্রয়োজন। আপনার এই বক্তব্য এইটাই প্রতীয়মান হয় যে, হাসপাতালের সমস্যা সম্পর্কে আপনি অবহিত নন।

তৃতীয়ত আপনার পত্র থেকে প্রতীয়মান হয় যে, ২৩.৭.৯১ এবং ৬.৮.৯১ তারিখে যে সকল দ্রব্যাদি সরবরাহের জন্য আপনাকে অনুরোধ জানান হয়েছে তার সবই হাসপাতালে রক্ষিত রয়েছে, শুধু আপনার পত্রে বিধৃত পদ্ধতি মোতাবেক গ্রহন করতে হবে। আপনার এ বক্তব্য ভিত্তিহীন এবং সত্যের অপলাপ মাত্র।

চতুর্থত আপনার পত্রের প্রায় সর্বত্রই হাসপাতালে ব্যবহারের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি প্রাপ্তির সরকারী নিয়মকানুন সমূহ পুনঃপুনঃ উল্লেখ করেছেন। আপনার অবগতির জন্য জানান যাচ্ছে যে, নিম্ন স্বাক্ষরকারী ইতিপূর্বে বিভাগীয় প্রধানের দায়িত্ব পালন করেছেন এবং উল্লেখিত নিয়মকানুন সম্পর্কে সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল। কাজেই নিয়মকানুনের কথা বলে প্রকারান্তরে আপনি হাসপাতালের স্বার্থকে অগ্রাহ্য করেছেন।

পরিশেষে, ভেটেরিনারি হাসপাতাল অনুষদের প্রাণ কেন্দ্র। একে সচল রাখা এবং এর কার্যক্রমের উন্নয়ন ও প্রসার ঘটানো ভেটেরিনারি পেশার জন্য অতীব গুরুত্বপূর্ণ। চিকিৎসা উপকরণের অনুপস্থিতির কারণে শিক্ষা এবং চিকিৎসা কার্য ব্যাহত হলে তার দায়িত্ব মেডিসিন বিভাগের প্রধান হিসেবে আপনাকেই বহন করতে হবে। কাজেই পত্র বিনিময়য়ের মাধ্যমে দীঘ সূত্রতা না করে প্রয়োজনীয় সামগ্রী সরবরাহ করলে ভেটেরিনারি শিক্ষা এবং এলাকার জনসাধারনের মঙ্গল আসবে।

আপনার সহযোগীতা একান্তভাবে কাম্য।

ধন্যবাদ আপনার বিশ্বস্ত

স্বাক্ষর/- ১৩/৮/৯১

ডঃ মোঃ আখতার হোসেন, সহযোগী অধ্যাপক ও
হাসপাতাল সার্জন, সার্জারি ও অবস্টেট্রিক্স বিভাগ।

মাননীয় বিভাগীয় প্রধান, মেডিসিন বিভাগ,বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ।[১২১]

বিষয়: পশু হাসপাতালের মজুত কক্ষ হস্তান্তর প্রসংগে।

মহাত্মম,

বিনীত নিবেদন এই যে, বিগত ১-৭-৯১ ইং তারিখ ৮.৩০ মিনিট সময় হঠাৎ করে সার্জারি বিভাগের বিভাগীয় প্রধান ডঃ শাহী আলম স্যার ও ডঃ আখতার হোসেন স্যার সহযোগী অধ্যাপক পশু হাসপাতালে আসন। পরে আমাকে উভয়ই জিজ্ঞাসা করেন উল্লেখিত মজুত কক্ষে কে বসেন? প্রশ্নের উত্তরে আমি বলি এই রুমে আমি পশু হাসপাতালের প্রয়োজনীয় ঔষধ পত্র ও যন্ত্রপাতি মওজুত রাখি এবং ডিসপেনসারী রুমে ও অন্যান্যদেরকে সরবরাহ করিয়া থাকি। উভয়ে বলেন এই রুম আমাদের জন্য আপনাদের ছাড়িয়া দিতে হইব। এই রুমের ব্যাপারে বিভাগীয় প্রধানের সংগে যোগাযোগ করিয়া নেওয়ায় ব্যবস্থা করলে খুবই ভাল হয়। কিন্তু তাহারা আমার কথা কর্ণপাত না করিয়া আমাকে বলেন প্রয়োজন হইলে আপনি যোগাযোগ করেন আমাদের যোগাযোগের প্রয়োজন নাই। আমি সাজারী বিভাগের প্রফেসর মীর আশরাফ আলী ও ডাঃ জালাল উদ্দিন সারকে এব্যাপারে অবহিত করি। তাহারা প্রতি উত্তরে বললেন রুমের ব্যাপারে উনারা মেডিসিন বিভাগের বিভাগীয় প্রধানের সংগে কথা বলবেন না। প্রয়োজনে আমাকে বলতে বলেন।

পরবর্তীতে আমার সংগে সার্জারি বিভাগের এনিম্যাল কেয়ার টেকার জনাব নাজিম উদ্দিন আমাকে বলেন, আমি হুকুমের চাকর, আখতার স্যার আমাকে এই তালা মওজুত কক্ষে লাগানোর জন্য বলেছেন। আমি তালা লাগাতে যাইতেছি।

এই ব্যাপারে আমি বিভাগীয় অফিস থেকে পশু হাসপাতালে যাইয়া প্রফেসর আবদুর রহমান স্যার এর সংগে কথা বলি, সংগে সংগে রহমান স্যার জনাব নাজিম উদ্দিনকে ডেকে বললেন কিসের তালা লাগাবে এবং কেন লাগাবে। কথাবার্তা হওয়ার পর রহমান সারের কথা নাজিম উদ্দিন আর তালা লাগায় নাই। এই ব্যাপরে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য আপনার সমীপে পেশ করিলাম।

আপনার একান্ত অনুগত, স্বাক্ষর/- ১৫/৮/৯১
মোঃ আবুল হোসেন, সিঃ ভেটঃ কম্পাউন্ডার
মেডিসিন বিভাগ

এটা সত্য যে নাজিম উদ্দিন উক্ত কক্ষে তালা লাগাতে গিয়াছিল।
স্বাক্ষর/- (আব্দুর রহমান) ১৫/৮/৯১ইং

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ[১২২]

ভেটেরিনারি অনুষদ

গত ১৪-৮-৯১ইং তারিখ বেলা ১০.০০ ঘটিকায় ভেটেরিনারি হাসপাতালে উপাচার্য্য প্রফেসর ডঃ মুহাম্মদ আসাদুর রহমান সাহেবের সভাপতিত্বে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় নিম্ন বর্ণিত শিক্ষকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

উপস্থিত শিক্ষকবৃন্দ

(১) প্রফেসর আ. ও. ম. শামসুল ইসলাম (২) প্রফেসর মানিক লাল দেওয়ান
(৩) প্রফেসর মোঃ আব্দুর রহমান (৪) প্রফেসর আ. ই. ম. আব্দুল কাদের
(৫) ডঃ মোঃ আখতার হোসেন (৬) ডঃ মোহাম্মদ নূরুউদ্দিন
(৭) ডঃ গোলাম শাহী আলম

বিবেচ্য সূচী ১: ভেটেরিনারি হাসপাতালের আধুনিককরণ এবং প্রশাসনিক জটিলতা নিরসন কল্পে আলোচনা।

সিদ্ধান্ত ১: বিশদ আলোচনার পর সর্ব সম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, বর্তমান ভেটেরিনারি হাসপাতালটিকে একটি আদর্শ ও আধুনিক হাসপাতালে রূপান্তরিত করা এবং প্রশাসনিক কাজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার বিষয়ে একটি নীতিমালা প্রনয়নের জন্য নিম্ন বর্ণিত শিক্ষকবৃন্দকে নিয়ে একটি কমিটি গঠন করা হোক এবং উক্ত কমিটি যাতে ২ সপ্তাহের মধ্যে রিপোর্ট প্রদান করেন তার জন্যও অনুরোধ করা হোক।

এ সভা ভেটেরিনারি হাসপাতালের বর্তমান অবস্থার উন্নতি কল্পে মাননীয় উপাচার্য্য যে উদ্দ্যোগ নিয়েছেন তার জন্য অনুষদের পক্ষ থেকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে।

গঠিত কমিটি:

(১) প্রফেসর আ,ও,ম, শামসুল ইসলাম -সভাপতি
(২) প্রফেসর মানিক লাল দেওয়ান - সদস্য
(৩) প্রফেসর মোঃ আব্দুর রহমান - সদস্য
(৪) প্রফেসর আব্দুল জলিল সরকার - সদস্য
(৫) প্রফেসর আ,ন, ম, আব্দুল কাদের - সদস্য
(৬) প্রফেসর মোহাম্মদ আব্দুস সোবহান - সদস্য
(৭) ডঃ মোঃ আখতার হোসেন - সদস্য

উক্ত নব গঠিত কমিটির ১ম সভা আগামী ১৭-৮-৯১ইং তারিখ রোজ শনিবার বিকাল ৩.০০ ঘটিকায় অনুষদীয় সভা কক্ষে অনুষ্ঠিত হইবে।

সভায় সময়মত উপস্থিত হওয়ার জন্য সম্মনিত সদস্যবৃন্দকে আনুরোধ করা হলো।

স্বাক্ষর/- ডিন, ভেটেরিনারি অনুষদ

নং- ১২৫৭ (১৪) / ভেট: অনু: তারিখ আগষ্ট ১৫, ১৯৯১

অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরিত হলো।

(১) প্রধান, মেডিসিন বিভাগ।
(২) সহকারী রেজিস্ট্রার উপাচার্য্য শাখা, মাননীয় উপাচার্য্য মহোদয়ের জ্ঞাতার্থে।

স্বাক্ষর/-
ডিন, ভেটেরিনারি অনুষদ।

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ।[১২৩]

মেমো নং ৮৬(২) / ডিএসও তারিখ: ১৭-৮-৯১ইং

প্রধান, মেডিসিন বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ।

বিষয়: লার্জ এনিম্যাল অপারেশন থিয়েটার।

প্রিয় মহোদয়,

আপনার সদয় অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, ভেটেরিনারি হাসপাতালের লার্জ এনিম্যাল অপারেশন থিয়েটারটি ব্যবহার করা যাচ্ছেনা। বর্তমানে এই ঘরটি গো-শালা হিসেবে ব্যবহারের ফলে অস্ত্রপচারের অযোগ্য হয়ে পড়েছে। ফলে হাসপাতাল ভবনের সামনের মুক্তাঙ্গনে জনসমক্ষে প্রতিকূল আবহওয়াতেও এ সকল কর্মকান্ড পরিচালিত হচ্ছে। এতে হাসপাতাল তথা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন হবার আশংকা রয়েছে।

এমতাবস্থায়, হাসপাতালের লার্জ এনিম্যাল অপারেশন থিয়েটারটিকে ব্যবহারোপযোগী করার জন্য আপনাকে জরুরী ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার অনুরোধ জানাচ্ছি। আপনার সহযোগীতা কামনা করছি।

ধন্যবাদ। স্বাক্ষর/- ১৭/৮/৯১ (ডঃ মোঃ আখতার হোসেন)
সহযোগী অধ্যাপক ও হাসপাতাল সার্জন, সার্জারি ও অবস্টেট্রিক্স বিভাগ।

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ।[১২৪]

ভেটেরিনারি অনুষদ

বিজ্ঞপ্তি

বর্তমান ভেটেরিনারি হাসপাতালকে একটি আর্দশ ও আধুনিক হাসপাতাল রূপে পরিণত করা এবং প্রশাসনিক কাজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালার জন্য মেডিসিন বিভাগ ও সার্জারি এন্ড অবস্টেট্রিক্স বিভাগের সকল শিক্ষকবৃন্দসহ নব গঠিত কমিটির ২য় সভা আগামী ২০-৮-৯১ইং তারিখ বিকাল ৩.০০ ঘটিকায় অনুষদীয় সভা কক্ষে অনুষ্ঠিত হইবে।

উক্ত সভায় যথাসময়ে উপস্থিত থাকার জন্য সকলকে অনুরোধ করা হইল।

স্বাক্ষর/- ডীন, ভেটেরিনারি অনুষদ

নং ১২৬১(২৫)/ ভেটঃ অনুষদ তারিখ আগষ্ট ১৮, ১৯৯১ইং

অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনে জন্য অনুলিপি প্রেরিত হইল:

ডঃ মোহাম্মদ নুরুদ্দিন, সহকারী প্রফেসর ও প্রধান মেডিসিন বিভাগ।

স্বাক্ষর/- ১৮/৮/৯১ (প্রফেসর আ,ও,ম, শামসুল ইসলাম)
ডীন, ভেটেরিনারি অনুষদ।

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ।[১২৫]

ডীন,
ভেটেরিনারি অনুষদ
বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ।

বিষয়: ডঃ মোঃ আখতার হোসেন কর্তৃক নিম্নস্বাক্ষরকারীর বক্তব্যকে মিথ্যা বক্তব্য হিসেবে অবহিত করার জন্য প্রতিবাদ এবং সঠিক ঘটনার যাচাইপূর্বক বিচার প্রার্থনা প্রসংগে।

মহোদয়,

বিগত ১৪-৮-৯১ইং তারিখ রোজ বুধবার সকাল ১০ ঘটিকায় মাননীয় উপাচার্য্য পশু হাসপাতাল পরিদর্শন করেন এবং সভা শেষে প্রস্থান করার পর আপনি, প্রফেসর ডঃ মানিক লাল দেওয়ান, প্রফেসর আ, ন, ম, আবদুল কাদির, প্রফেসর আবদুর রহমান, ডঃ মোঃ নূরুদ্দিন, ডঃ মোঃ আখতার হোসেন ও ডঃ গোলাম শাহী আলমকে নিয়ে পুনরায় সভায় বসেন। উক্ত সভায় সার্জারী ও অবস্টেট্রিক্স বিভাগ এবং পশু হাসপাতাল সম্পর্কিত সমস্যাদির উপর আমাকে বক্তব্য রাখার অনুমতি দেওয়া হয়। হাসপাতাল সার্জন হিসেবে ডঃ মোঃ আখতার হোসেনের নিয়োগ পদ্ধতি বলার পর হাসপাতালে ডঃ হোসেনের আফিস কক্ষের সংস্থান সম্পর্কে বক্তব্য রাখি। উক্ত বক্তব্যে ডঃ হোসেনের অফিস কক্ষ সংস্থানের পদ্ধতি সম্পর্কে পশু হাসপাতালের সিনিয়র ভেট. কম্পাউন্ডার ও স্টোর কিপার জনাব আবুল হোসেন আমাকে বিগত ১-৭-৯১ইং তারিখ যে মৌখিক রিপোর্ট করেছিলেন আমি তার বর্ণনা প্রদানের সময় ডঃ হোসেন রাগান্বিত হয়ে বারবার বলেছিলেন যে, আমি মিথ্যা রিপোর্ট করেছি, অমি মিথ্যাবাদি, আমার লজ্জা থাকা উচিত, তাছাড়া অন্যান্য আপত্তিকর ও অপমান জনক শব্দাদি উচ্চারণ করেন। বিগত ১৪-৮-৯১ ইং তারিখের সভায় আমার বক্তবের সত্যতা যাচাইপুর্বক আপনার নিকট ন্যায় বিচার প্রার্থনা করছি।

আমার বক্তব্য যাহা আবুল হোসেন ও প্রফেসর আবদুর রহমান আমাকে রিপোর্ট করেছিলেন তাহা যে সঠিক ছিল তার প্রমাণ স্বরূপ বিগত ১-৭-৯১ইং তারিখের ঘটনা সম্পর্কে জনাব আবুল হোসেনের লিখিত বক্তব্য যার মধ্যে প্রফেসর আবদুর রহমানের লিখিত স্বাক্ষ্য রয়েছে তাহা প্রেরণ করা হলো।

স্বাক্ষর/- (ডঃ মোহাম্মদ নূরুদ্দিন)
প্রধান, মেডিসিন বিভাগ।

মেমো নং ১০৫১(৬)/ ডিএম তারিখ ১৯/৮/৯১

অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য অনুলিপি প্রেরিত হলো ঃ

১) প্রফেসর ডঃ মানিক লাল দেওয়ান, প্যাথলজি বিভাগ।
২) প্রফেসর ডঃ আ.ন.ম. আবদুল কাদির, প্যারাসাইটোলজি বিভাগ।
৩) প্রফেসর আবদুর রহমান, মেডিসিন বিভাগ ও হাসপাতাল সার্জন, পশু হাসপাতাল।
৪) ডঃ মোঃ আখতার হোসেন, সহযোগী অধ্যাপক ও হাসপাতাল সার্জন।
৫) ডঃ গোলাম শাহী আলম, প্রধান, সার্জারি ও অবস্টিট্রিক্স বিভাগ।

স্বাক্ষর/-(ডঃ মোহাম্মদ নূরুদ্দিন) ১৯/৮/৯১

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ।[১২৬]

ডিন,
ভেটেরিনারি অনুষদ, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ।
বিষয়: মেডিসিন বিভাগের প্রধান ডঃ মোঃ নূরুদ্দিন সাহেবের পত্রের প্রতিবাদ ও তাঁর বিচার প্রসংগে।
প্রিয় মহোদয়,

বিগত ১৮.৮.৯১ইং তারিখে মেডিসিন বিভাগের প্রধান ডঃ মোঃ নূরুদ্দিন সাহেব আপনাকে যে পত্র (মোমো নং ১০৫১(৬) ৫/ডিএম, তাং ১৯.৮.৯১) দিয়েছেন তার প্রতিবাদ জানিয়ে সঠিক তথ্য আপনার অবগতির জন্য উপস্থাপন করছি।

হাসপাতাল সার্জন হিসেবে ড. মোঃ আখতার হোসেন বিগত ১.৭.৯১ তারিখে ভেট. হাসপাতালে প্রফেসর মীর আশরাফ আলী সাহেবের কক্ষে তাঁর নিকট থেকে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। দায়িত্ব গ্রহণ কালে সার্জারি ও অবস্টেট্রিক্স বিভাগের প্রধান ডঃ মোঃ গোলাম শাহি আলম এবং একই বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ডাঃ জালাল উদ্দিন আহমেদ সাহেব উপস্থিত ছিলেন। অত্যান্ত সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে সকাল ৯.৪৫ ঘটিকায় সময় এই সংক্ষিপ্ত পর্ব শেষ হয়। অতঃপর প্রফেসর আব্দুর রহমান সাহেবের কক্ষে আমরা চায়ের আয়োজন করি। এসময় মেডিসিন বিভাগের শিক্ষক ডাঃ মোঃ ফজলুল হক সাহেবও উপস্থিত ছিলেন। হাসপাতাল পরিত্যাগের সময় আমরা হাসপাতাল সার্জনের কক্ষটি পরিষ্কার করে বসার উপযোগী করার জন্য হাসপাতালের ঝাড়ুদার এবং সার্জারি ও অবস্টেট্রিক্স বিভাগের কর্মচারী মোঃ নাজিম উদ্দিনকে দায়িত্ব দেই। হাসপাতালের সিনিয়র কম্পাউন্ডার জনাব আবুল হোসেন সাহেব উক্ত কক্ষের তালাটি ঐ সময় নিয়ে নেন। কক্ষের নিরাপত্তা জন্য সার্জারি ও অবস্টেট্রিক্স বিভাগ থেকে তাৎক্ষণিকভাবে একটি তালা নাজিম উদ্দিনের নিকট দেওয়া হয়। আমরা হাসপাতাল ত্যাগের এক ঘন্টা পর জনাব আবুল হোসেন সাহেব ডঃ নূরুদ্দিন সাহেবের নির্দেশে উক্ত কক্ষ থেকে নাজিম উদ্দিনকে বের করে দিয়ে তালা লাগিয়ে দেন। ঘটনার এহেন নাটকীয় মোড় নেওয়ায় আমরা আপনার কক্ষে যাই এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ জনাই। ঘটনার ৩ দিন পর আপনার হস্তক্ষেপে পুনরায় ঐ কক্ষটি খুলে দেওয়া হয়। তবে ডঃ নূরুদ্দিন সাহেবের নির্দেশে ঐ কক্ষের কয়ড়াসহ দরজার তালা খুলে নেওয়া হয়। এছাড়া সার্জনের ব্যবহারের জন্য স্টিল আলমারিটি এবং ভাল চেয়ারগুলো বের করে নেওয়া হয়। এখানে উল্লেখ্য হাসপাতালের অস্ত্রপচার ও জীবাণুমুক্তকরণ কক্ষের তালাও জনাব আবুল হোসনে সাহেব খুলে নেয় এবং কক্ষ দু'টির তালা সার্জারি ও অবস্টেট্রিক্স বিভাগ থেকে সরবরাহ করা হয়। এই হোল বাস্বব ঘটনা। কাজেই মেডিসিন বিভাগের প্রধান ডঃ নূরুদ্দিন ঘটনার যে বিবরণ দিয়েছেন তা সম্পূর্ণ মিথ্যা, লজ্জাজনক বিভ্রান্তিকর এবং উদ্দেশ্য প্রনোদিত। আপনার অবগতির জন্য আরো জানানো যাচ্ছে যে, ডঃ নূরুদ্দিন সাহেব তাঁর পত্রের সাথে সংযোজনী দিয়েছেন তা তিনি নিজেই তৈরি করেছেন এবং জনাব আবুল হোসেন সাহেবের মাধ্যমে ঐ পত্রে হাসপাতালের সকল কর্মচারীর স্বাক্ষর আদায়ের জন্য পীড়াপীড়ি করা হয়েছে। গত ১৮.৮.৯১ তারিখে হাসপাতালে ডঃ মোঃ আখতার হোসেন সাহেবের কক্ষে হাসপাতালে কর্মরত সকল কর্মচারীর সম্মুখে জনাব আবুল হোসেন সাহেব একথা স্বীকার করেন। হাসপাতালের কর্মচারীবৃন্দ চাপের মুখেও এই তথাকথিত মিত্যা অভিযোগ পত্রে স্বাক্ষর না দিয়ে সাহসীকতার পরিচয় দিয়েছেন। এবার ডঃ নূরুদ্দিন সাহেবের পত্রের সংযোজনীর উপর কিছু বক্তব্য উপস্থাপন করছি।

(১) সংযোজনীতে উল্লেখ আছে বিগত ১.৭.৯১ তারিখে সকাল ৮.৩০ ঘটিকায় সময় ডঃ গোলাম শাহি আলম সাহেব ও ডঃ মোঃ আখতার হোসেন সাহেব হাসপাতালে আসেন। এটি সত্য নয়। প্রফেসর মীর আশরাফ আলী এবং ডাঃ জালার উদ্দিন আহমেদ সাহেবও তাঁদের সাথে ছিলেন এবং আমরা এই ৪ জন সকাল ৯.৪৫ ঘটিকার সময় হাসপাতলে যাই ৮.৩০ ঘটিকায় নয়।

(২) প্রফেসর মীর আশরাফ আলী এবং ডাঃ জালাল উদ্দিন আহমেদ সম্মন্ধে যে বক্তব্য রাখা হয়েছে তা সম্পূর্ণ বানোয়াট। সার্জারী ও অবস্টেট্রিক্স বিভাগের সার্জনের জন্য হাসপাতালের নির্ধারিত কক্ষটি ব্যবহারের জন্য নতুন করে মেডিসিন বিভাগের প্রধানের অনুমতি নেওয়া অবান্তর।

(৩) আলোচ্য কক্ষটি থেকে জনাব আবুল হোসেন সাহেব তালা খুলে নেয় বিধায় নিরাপত্তার জন্য একটি তালা নাজিমদ্দিন এর নিকট দেওয়া হয়। কাজেই হাসপাতাল তথা বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পদ রক্ষার্থে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া নিশ্চয়ই অপরাধ নয়। পক্ষান্তরে ডঃ নূরুদ্দিন সাহেবের নির্দেশে উক্ত কক্ষের কয়ড়াসহ তালা খুলে নেওয়া অপরাধ কিনা আপনি বিচার করে দেখবেন।

(৪) প্রফেসর আবদুর রহমান সাহেব শুধু মাত্র নাজিমুদ্দিনের তালা লাগানোর কথা বলেছেন যার ব্যাখ্যা এ পত্রের (৩) অনুচ্ছেদে দেওয়া হয়েছে। এটা সুষ্ঠুভাবে প্রতীয়মান হয়েছে যে প্রফেসর রহমান সাহেব ঐ পত্রের অন্যান্য বক্তব্যের সাথে একমত নয়।

(৫) হাসপাতালের উদ্ভূত জটিলতার জন্য ডঃ নূরুদ্দিন সাহেব এককভাবে দায়ী। কারণ তিনিই সর্বপ্রথম কোন আলোচনা ছাড়াই উর্ধ্বতন প্রশাসনের কাছে একর পর এক মিথা অভিযোগ লিখিতভাবে পেশ করেছেন। পক্ষান্ড্রে আমরা শুধু হাসপাতালের উন্নয়নের জন্য গঠনমূলক বক্তব্য তুলে ধরেছি।

পরিশেষে ডঃ নূরুদ্দিন সাহেব হাসপাতালের একজন কম্পাউন্ডারের কথায় ঘটনার সত্যতা যাচাই না করে সার্জারি ও অবস্টেট্রিক্স বিভাগের শিক্ষকবৃন্দের বিরুদ্ধে যে ঘৃন্য চক্রান্তে লিপ্ত রয়েছেন তা নিন্দনীয়। হাসপাতালের সুষ্ঠ পরিবেশ একজন ব্যক্তির সংকীর্ণ মনোভাবের কারণে বিঘ্নিত হোক তা আমরা সম্ভবতঃ কেউ চাইনা। তাই যত তাড়াতাড়ি আপনি হাসপাতালের প্রশাসনিক জটিলতা নিরসনে বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহন করবেন ততই ভেটেরিনারি অনুষদের জন্য মঙ্গল। সাথে সাথে ডঃ নূরুদ্দিন সাহেবের মনগড়া ভিত্তিহীন অভিযোগের তদন্ত করতঃ ন্যায় বিচার করার জন্য আপনাকে সনির্বন্ধ অনুরোধ জ্ঞাপন করছি।

ধন্যবাদ

স্বাক্ষর/- (১) প্রফেসর মীর আশরাফ আলী (২) ডাঃ জালাল উদ্দিন আহমেদ,
(৩) ডঃ মোঃ আখতার হোসেন (৪) ডঃ মোঃ গোলাম শাহি আলম

মোমো নং / ডিএসও তারিখ ঃ ২০-৮-৯১ইং

অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধসহ অনুলিপি প্রেরিত হলো ঃ-
(১) প্রফেসর মানিক লাল দেওয়ান, প্যাথলজি বিভাগ।
(২) প্রফেসর আ.ন.ম. আব্দুল কাদের, প্যারাসাইটোলজি বিভাগ।
(৩) প্রফেসর আবদুর রহমান, মেডিসিন বিভাগ।

ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ

ভেটেরিনারি ক্লিনিকের অস্ত্রপচার সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি ও উপকরণ সমস্যা ব্যাপারটি ভেটেরিনারি ক্লিনিকের প্রশাসনিক দায়িত্বে নিয়োজিত মেডিসিন বিভাগের বিভাগীয় প্রধান এবং সার্জারি ও অবস্টেট্রিক্স বিভাগের এক জন পশু হাসপাতাল সার্জনের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। ভেটেরিনারি ক্লিনিকে কর্মরত ব্যক্তি বর্গের মধ্যে সকল কার্যক্রম ও অপ্রীতিকর ঘটনা সীমাবদ্ধ থাকা উচিত ছিল। কিন্তু সার্জারি ও অবস্টেট্রিক্স বিভাগের অন্যান্য তিন জন শিক্ষক এই অপ্রীতিকর ঘটনায় জড়িয়ে পড়ায় স্পষ্টত প্রতীয়মান হয় যে অস্ত্রপচার চিৎসার যন্ত্রপাতি ও উপকরণ সমস্যা নয় সার্জারি ও অবস্টেট্রিক্স বিভাগের সমস্যা অন্যত্র।

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ।[১২৭]
মেডিসিন বিভাগ

প্রতি,

(১) জনাব মোঃ আবুল হোসেন
সিঃ ভেট. কম্পাউন্ডার গ্রেড-১,
পশু হাসপাতাল, মেডিসিন বিভাগ।

(২) জনাব মোঃ আবদুল মজিদ
সিঃ ভেট. কম্পাউন্ডার গ্রেড-১
পশু হাসপাতাল, মেডিসিন বিভাগ।

(৩) জনাব কাজী দিদারুল ইসলাম
সিঃ ভেট. কম্পাউন্ডার গ্রেড-১
পশু হাসপাতাল, মেডিসিন বিভাগ।

(৪) জনাব মোঃ আবদুল হামিদ
সিঃ রিসিপসনিস্ট
পশু হাসপাতাল, মেডিসিন বিভাগ।

(৫) মোঃ খোরশেদ আলম
অফিস এটেন্ডেন্ট
পশু হাসপাতাল, মেডিসিন বিভাগ।

(৬) মোঃ তোফাজল হোসেন
অফিস এটেনডেন্ট
পশু হাসপাতাল, মেডিসিন বিভাগ।

(৭) মোঃ আবদুল লোকমান, অফিস এটেনডেন্ট, পশু হাসপাতাল, মেডিসিন বিভাগ।

বিষয়: কারণ দর্শানোর নোটিশ।

আপনাদের অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য জানানো যাচ্ছে যে, বিগত

১৪-৮-৯১ইং তারিখ মাননীয় উপাচার্য্য মহোদয় পশু হাসপাতাল পরিদর্শন কালীন সভা এবং বিগত ২০-৮-৯১ইং তারিখ ভেটেরিনারি অনুষদীয় ডিন মহোদয়ের আহ্বানে হাসপাতাল উন্নয়ন কমিটি মেডিসিন এবং সার্জারি ও অবস্টেট্রিক্স বিভাগীয় শিক্ষকবৃন্দের সভায় হাসপাতাল সার্জন ডঃ মোঃ আখতার হোসেন পশু হাসপাতালের সমস্যার উপর নিম্ন লিখিত অভিযোগসমূহ তুলে ধরেন:

১. হাসপাতালের কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ সঠিক সময়ে কর্মস্থলে উপস্থিত হন না এবং দুপুর ১২ ঘটিকার পর কেহই কর্মস্থলে উপস্থিত থাকেন না।
২. হাসপাতালের কক্ষসহ আশে পাশের জায়গা গুলো সর্বদা আবর্জনা পূর্ণ থাকে। বিভিন্ন কক্ষের মধ্যে প্রায় দুই ইঞ্চি পরিমাণ আবর্জনাসহ নোংরা পানি জমে থাকে।
৩. হাসপাতালের অস্ত্রপচার কক্ষসমূহ এবং জীবাণুমুক্তকরণ কক্ষে হাসপাতলের যাবতীয় আবর্জনা, প্রয়োজনীয় এবং অপ্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রী দিয়ে ভর্তি থাকে।
৪. মেডিকেল কেইস-এর চিকিৎসার জন্য আদার রস ব্যতীত কোন প্রকার আধুনিক ঔষধ সামগ্রী হাসপাতলে নেই।
৫. সার্জিকেল কেইস-এর চিকিৎসার জন্য কোন প্রকার যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য চিকিৎসা সামগ্রী নেই।

নিম্নলিখিত কারণে কেন আপনাদের বিরুদ্ধে আইনুগ ব্যবস্থা নেওয়া যাবে না তার উত্তর ৭ দিনের মধ্যে প্রদানের জন্য নির্দেশ দেওয়া হলো:

১. আপনারা কেন অফিসের সময় অনুযায়ী অফিসে আসেন না এবং প্রস্থান করেন না?
২. পশু হাসপাতালে ২জন হাসপাতাল সার্জন এবং ৬জন কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োজিত থাকার পরও হাসপাতাল অপরিষ্কার থাকবে কেন?
৩. হাসপাতালে যদি অস্ত্রপচার ও জীবাণুমুক্ত করণ কক্ষ সমূহের অস্তিত্ব থাকে এবং সর্বদা ব্যবহৃত হয়ে থাকে তা হলে কেন উক্ত কক্ষসমূহ অস্ত্রপচারে ব্যবহৃত হয়না এমন সব দ্রব্যাদি ও আবর্জনা থাকবে?
৪. মেডিকেল কেইসদের চিকিৎসার জন্য বিভাগীয় মওজুত কক্ষ থেকে হাসপাতাল থেকে আনীত হাসপাতাল সার্জন এবং ভারপ্রাপ্ত স্টোর কিপারের দস্তখতকৃত চাহিদা পত্র মোতাবেক প্রতিবারে প্রায় ৬০টা ঔষধ সরবরাহ করা হয়ে থাকে তবুও ডঃ হোসেন কিভাবে বলেন যে, হাসপাতালে আদার রস ব্যতীত অন্য কোন ঔষধ নেই?
৫. ডঃ হোসেন নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট প্রদত্ত বিগত ২৩-৭-৯১ইং তারিখে ও ৬-৮-৯১ইং তারিখের পত্র মোতাবেক ৩১টি যন্ত্রপাতির, ২৯টি ঔষধের ও ১১টি অন্যান্য দ্রব্যাদি সরবরাহ করার জন্য অনুরোধ করেছিলেন। রেকর্ড মোতাবেক ১৯টি যন্ত্রপাতি ২৪টি ঔষধ এবং ১০টি অন্যান্য দ্রব্যাদি পশু হাসপাতালে থাকার কথা। যদি হাসপাতাল আমার উল্লেখিত সংখ্যক যন্ত্রপাতি ও দ্রব্যাদি থাকে তা হলে কেন ডঃ হোসেন অস্ত্রপচার করার জন্য কোন প্রকার দ্রব্য সামগ্রী হাসপাতালে নেই অভিযোগ করেছিলেন?

মেমো নং ১০৬৩(১০)১ /ডিএম তারিখ ঃ ২৭-৮-৯১

অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য অনুলিপি প্রেরিত হলো:
১. প্রফেসর আবদুর রহমান, হাসপাতাল সার্জন। পশু হাসপাতাল, বাকৃবি, ময়মনসিংহ।
২.ডঃ মোঃ আখতার হোসেন, হাসপাতাল সার্জন। পশু হাসপাতাল, বাকৃবি, ময়মনসিংহ।
৩. ডিন, ভেটেরিনারি অনুষদ, বাকৃবি, ময়মনসিংহ।

স্বাক্ষর/- (ডঃ মোহাম্মদ নূরুদ্দিন)
প্রধান, মেডিসিন বিভাগ।

মাননীয় বিভাগীয় প্রধান, মেডিসিন বিভাগ,
বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ।[১২৮]

বিষয়: মোমো নং- ১০৬৩ (১০) / ডিএম তাং ২৭-৮-৯১ ইং তারিখের কারণ দর্শানোর নোটিশের উত্তর।

মহাত্মান,

অধীনের বিনীত নিবেদন এই য়ে, উপরোক্ত বিষয়ের আলোকে আমরা নিম্নবর্ণিত বক্তব্য পেশ করিলাম।

১. আমরা দীর্ঘ দিন যাবত সময় মত কর্মস্থলে এসে নিষ্ঠার সহিত আমাদের কর্তব্য পালন করিয়া আসিতেছি এবং আফিসের সময় মত কর্মস্থল থেকে প্রস্থান করিয়া থাকি। যদি আমরা অফিসের মত কর্মস্থলে উপস্থিত না থাকতাম তাহলে আমাদের বিরুদ্ধে আপনার শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়ার রের্কড থাকত। এধরনের কোন ব্যবস্থাদি নেই। আরও উল্লেখ্য যে. হাসপাতালের সার্জন যদি সময় মত হাসপাতালে উপস্থিত না থাকেন বা অসময়ে উপস্থিত থাকেন তাহলে তিনি কিভাবে অফিস সময় আমাদেরকে কর্মরত পাবে। ডঃ আখতার হোসেন নিজেই বলেন বিকালে তিনি থাকবেন না এবং বিকালে তিনি থাকেন না। বিকালে সার্জিকেল কেইস নিয়া আমরা বিপদে পড়ি এ ব্যাপারে আপনার সাথে আলাপ আলোচনা হয়েছে।
২. পশু হাসপাতাল অপরিষ্কার হওয়া বা থাকা চির সত্য। তবে সর্বদা পরিষ্কার করতে হয়ে। যদি ডঃ আখতার হোসেন পরিষ্কার করবার পূর্বে লক্ষ করেন তাহলে অপরিষ্কার না দেখে উপায় নেই। হাসপাতালে যেহেতু পশু পাখির আগমন প্রতিদিন হয় এবং হাসপাতালে গবাদি পশু রক্ষিত আছে সেহেতু হাসপাতাল অপরিষ্কার থাকা স্বাভাবিক আমরা যে সর্বদা পরিষ্কার করি তার প্রমাণ আপনি নিজেই। ডঃ হোসেনের বক্তব্য সম্পূর্ণ অবাস্তব ও অসত্য
৩. অস্ত্রপচার কক্ষ (ছোট ও বড় জাতের পশু) এবং জীবাণুমুক্ত করন কক্ষসমূহের অস্তিত্ব হাসপাতালে নেই যদি থাকত এবং ব্যবহৃত হইত তাহলে খড়, বালতি, টুকরী, ঝাড়ু, কোদাল ইত্যাদি রাখার প্রশ্নই উঠেনা। ডঃ আখতার হোসেন যে সব কক্ষ সমুহ বর্তমান অস্ত্রপচার কক্ষ ও জীবাণুমুক্ত কক্ষ হিসেবে চিহ্নিত করিয়াছেন সেই সব কক্ষে নিরাপত্তা রক্ষি সার্জারী বিভাগের নাজিম উদ্দিন রাত্রি যাপন করত বলে আমরা জানি, এই সব কক্ষখালী পড়ে থাকত বিধায় অন্যান্য কাজে ব্যবহৃত হয়ে ছিল।
৪. চহিদা পত্র অনুযায়ী আমরা প্রতিবারে প্রায় ৬০টি করে ঔষধ নিয়ে থাকি যাহা হাসপাতাল সার্জনদেরকে দেখাইয়া মজুত কক্ষে রাখি। হাসপাতালে যে আধুনিক ঔষধের বর্তমানে অভাব নেই তার প্রমাণ রোগীর ব্যবস্থাপত্র। জনগন বিভাগীয় ও হাসপাতাল মজুত কক্ষ সমূহ যে কোন সময় পরিদর্শন করিতে পারেন। আদার রস একটি পুরাতন ঔষধ যাহা বর্তমানে কোম্পানি ও বাজারে পাওয়া যায় না। এই ঔষধটি আমাদের মজুত কক্ষে নাই। তার পরিবর্তে উন্নতমানের দামী ঔষধ আছে। সুতরাং ডঃ আখতার হোসেন কিভাবে বলেন যে শুধু আদার রস দিয়া হাসপাতাল চালানো হয়। সুতরাং হোসেনের বক্তব্য সম্পূর্ণ উদ্দেশ্য প্রণোদিত।
৫. ডঃ আখতার হোসেন নিজের হাতে হাসপাতালে কোন অপারেশন করেন না। অপারেশন করার জন্য আমাদিগকে শুধু নির্দেশ দিয়ে থাকেন। আমাদের বাধ্য হয়ে অপারেশন করতে হয়ে। তিনি নিজে অপারেশন না করলে কিভাবে বুঝতে পারেন যে কি, কি যন্ত্রপাতি বা ঔষধ আছে কিনা নাই? ডঃ আখতার হোসেন প্রশাসনিক বিধি নিষেধ উপেক্ষা করে হাসপাতালের প্রশাসনিক দায়িত্বে নিয়োজিত মেডিসিন বিভাগীয় প্রধানকে প্রথমত বিষয়টি সম্পর্কে অবগত করার কথা কিন্তু করেন নাই। ডীন মহোদয়কে করেন নাই। সরাসরি বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য সাহেবের নিকট অভিযোগ করে বসেছেন। হাসপাতলের কার্যাবলী সম্পর্কে ডঃ আখতার হোসেনের সবগুলি অভিযোগ মিথ্যা, বানোয়াট, ষঢ়যন্ত্রমূলক, উদ্দেশ্য প্রনদিত, নিজস্ব হীন স্বার্থ চরিত্রার্থ এবং মেডিসিন বিভাগের ভাবমুর্তি ক্ষুন্ন করার জন্য করেছেন। কেননা অতীতে এ ধরনের অভিযোগ পশু হাসপাতাল সম্পর্কে কোন হাসপাতাল সার্জন (সার্জারি) বা অন্য কেউ করেন নাই। আমরা সবাই উনার মিথ্যা বক্তব্যেও প্রতিবাদ জানাচ্ছি এবং নিরপেক্ষ তদন্তের মাধ্যমে সুবিচার প্রার্থনা করিতেছি।

ইতি,
বিনীত নিবেদক
আপনার অনুগত হাসপাতলের কর্মচারীবৃন্দ

স্বাক্ষর/-
(১) মোঃ আবুল হোসেন, সিঃ ভেট. কম্পাউন্ডার।
(২) মোঃ আব্দুল মজিদ, সিঃ ভেট. কম্পাইন্ডার।
(৩) কাজী দিদারুল ইসলাম
(৪) মোঃ আঃ হামিদ
(৫) মোঃ তোফাজ্জল হোসেন
(৬) খোর্সেদ আলম

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ।[১২৯]

মেমো নং ১০৬৫ / ডিএম তারিখ: ২৮/৮/৯১ইং

ডেপুটি রেজিস্ট্রার, সংস্থাপন শাখা, বাকৃবি, ময়মনসিংহ।

বিষয় ঃ পশু হাসপাতালের হাসপাতাল সার্জন (সাজারি) এর নিয়োগ প্রসংগে।

প্রিয় মহোদয়,

উপরোক্ত বিষয়ের আলোকে বিগত ১-৭-৯১ইং তারিখ অত্র অফিসের প্রত্র নং ৯৬৮ / ডিএম - এর মাধ্যমে ডঃ মোঃ আখতার হোসেনের হাসপাতাল সার্জন (সার্জারি) এর

নিয়োগ পদ্ধতির ত্রুটিপূর্ণ বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছিল। উক্ত পত্রের উত্তরে ডেপুটি রেজিস্ট্রার- এর পক্ষে জনাব আবদুল ওয়াহিদ তালুকদার ২৮-৭-৯১ ইং তারিখে স্বাক্ষরকৃত পত্র নং ৩০৭৮ / সংস্থাপন প্রেরণ করা হয়। উক্ত পত্রে বলা হয়েছে ডঃ আখতার হোসেনের প্রস্তাব ডিন মহোদয়ের সুপারিশ এবং সংস্থাপন শাখার ৪-৯-৮৫ ইং তারিখের ৫৫৩৬/ সংস্থাপন পত্র নং আদেশমূলে গঠিত কমিটির প্রতিবেন বিধৃত উভয় বিভাগ হতে একজন করে শিক্ষককে হাসপাতাল সার্জন হিসেবে নিয়োগের সুপারিশ মোতাবেক ডঃ হোসেনের নিয়োগ দান করা হয়েছে বিধায় আমার ১-৭-৯১ইং তারিখের পত্রের অনুরোধ ক্রমে বিষয়টি পুনঃপ্রক্রিয়া বা সংশোধন করার কোন অবকাশ নেই।

আমি সংস্থাপন শাখার ৪-৯-৮৫ ইং তারিখের আদেশমূলে গঠিত কমিটির সুপারিশকে অস্বীকার করছিনা। অত্র অফিসে কমিটির রিপোর্টের কোন কপি না থাকায় বিষয়টি স্পষ্টভাবে জনার জন্য একটি কপি আমার নিকট প্রেরনের জন্য আপনাকে বিগত ৭-৮-৯১ইং তারিখের পত্র নং ১০২৫ / ডিএম মোতাবেক অনুরোধ করেছিলাম। কিন্তু লোক মারফত তাগিদ দেওয়ার পরও আজ পর্যন্ত আমাকে একটি কপি সরবরাহ করা হয়নি। সুতরাং রিপোর্টের একটি কপি আমাকে সরবরাহ না করার মূল রহস্য আমার নিকট বোধগম্য নয়। তাই এ বিষয়ে আবার অনুরোধ জানাচ্ছি।

বিগত ২০-৮-৯১ইং তারিখে অনুষ্ঠিত মেডিসিন বিভাগীয় শিক্ষকবৃন্দের এক সভায় বিষয়টি সম্পর্কে সিদ্ধান্তের আলোকে আপনার নিকট নিম্নবর্ণিত বক্তব্য উপস্থাপন করা হলো:

বিগত ২৫-৪-১৯৮৪ইং তারিখের আদেশনামা নং ২৭৩৫/সংস্থাপন মূলে পশু হাসপাতালের বাজেট সহ প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ মেডিসিন বিভাগের উপর ন্যাস্ত। কমিটির রিপোর্টে কেবল বলা হয়েছে মেডিসিন এবং সার্জারী ও অবস্টেট্রিক্স বিভাগ হতে একজন করে শিক্ষককে হাসপাতালে সার্জন হিসেবে নিয়োগ করা যেতে পারে। কিন্তু সংস্থাপন শাখায় ৪-৯-৮৫ ইং তারিখের ৫৫৩৬ / সংস্থাপন নং আদেশমূলে গঠিত কমিটির রিপোর্ট মোতাবেক পশু হাসপাতালের প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সার্জারী ও অবস্টেট্রিক্স বিভাগ আথবা অন্য কোন বিভাগের উপর ন্যাস্ত করা হয়নি। সুতরাং পশু হাসপাতালে যারা নিয়োজিত হবেন তাদের নিয়োগ প্রাপ্তির সংবাদ হাসপাতালের বাজেটসহ প্রশাসনিক দায়িত্বে নিয়োজিত মেডিসিন বিভাগীয় প্রধানকে অবহতি করা প্রশাসনিক বিধিনিষেধের আওতাভুক্ত। ডঃ মোঃ আখতার হোসেনের নিয়োগাদেশ নিম্ন স্বাক্ষরকারীকে অন্তত নিয়োগপত্রের একটি কপির মাধ্যমে অবহতি করা আমার মতে বাঞ্চণীয়। ডঃ মোঃ আখতার হোসেন বিগত ২৩-৭-৯১ইং তারিখ এবং ৬-৮-৯১ইং তারিখের পত্র নং যথাক্রমে ৪৯(২) / ডিএসও এবং ৭৩/ডি এসও এর মাধ্যমে ৩১টি যন্ত্রপাতি, ২৯টি ঔষধ এবং ১০টি অন্যান্য দ্রব্যাদি সরবরাহ করার জন্য অনুরোধ করেছেন। কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে ডঃ মোঃ আখতার হোসেনের হাসপাতাল সার্জন হিসেবে নিয়োগাদেশ সম্পর্কে অন্তত একটি কপির মাধ্যমে পশু হাসপাতালের প্রশাসনিক দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যাক্তি হিসেবে অবহতি না হয়ে কোন ক্ষমতাবলে সরকারী সম্পদ সরকারের অদেশ ব্যাতিরেকে সরবরাহ করব?

অতএব, ডঃ হোসেনের নিয়োগাদেশটি পূনঃপ্রক্রিয়া বা সংশোধনের জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা হলো।

স্বাক্ষর/ ২৮/৮/৯১
(প্রধান, মেডিসিন বিভাগ)।

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ।[১৩০]

মেমো নং ১০৬৬ / ডিএম তারিখ: ২৯-৮-৯১ইং

ডঃ মোঃ আখতার হোসেন
হাসপাতাল সার্জন, পশু হাসপাতাল,
বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ।

বিষয় ঃ পশু হাসপাতালের শৈল্য ও জনন তন্ত্র রোগের চিকিৎসা বিষয়ক দ্রব্যাদি প্রসংগে।

মহোদয়,

উপরোক্ত বিষয়ের আলোকে আপনার বিগত ১৩-৮-৯১ইং তারিখের পত্র নং ৮৩(১)/ ডিএসও, মূলে আপনার অসত্য বক্তব্য এবং অবাস্তব চিন্তা অনুযায়ী নিম্ন স্বাক্ষরকারীকে এককভাবে দায়ী করার জন্য উত্তর লিখতে বাধ্য হলাম।

১. আপনি লিখেছেন আপনাকে মৌখিকভাবে দ্রব্যাদি প্রাপ্তির সরকারী পদ্ধতি সম্পর্কে অবহিত করা হয়নি। ভেট. কম্পাউন্ডার ও ভারপ্রাপ্ত স্টোর কিপার জনাব আবুল হোসেন আপনাকে বিগত ৪-৮-৯১ইং তারিখ রোজ রবিবার প্রায় ১০টা ৩০ মিনিট সময় পশু হাসপাতালে দ্রব্যাদি চাহিদা বই সহ দ্রব্যাদি প্রাপ্তি সম্পর্কে অবগত করেছেন। এতদসংগে জনাব হোসেন লিখিত বক্তব্য প্রেরণ করা হলো। সুতরাং আপনার প্রথম বক্তব্যই যদি মিথ্যা প্রমাণিত হয় তাহালে পশু হাসপাতল সম্পর্কে সকল বক্তব্যই অসত্য হওয়ার কথা।
২. পশু হাসপাতালে যদি অস্ত্রপচার ও জনন তন্ত্র রোগের চিকিৎসার উল্লেযোগ্য উপকরণ না থাকে তা হলে আপনার বিগত ২৩-৭-৯৯ইং এবং ৬-৮-৯৯ইং তারিখের পত্র অনুসারে ৩১টি যন্ত্রপাতির মধ্যে ১৯টি যন্ত্রপাতি ২৯টি ঔষধের মধ্যে ২৪টি এবং ১০টি অন্যান্য দ্রব্যের মধ্যে ৯টি উপকরণ হাসপাতালের নিত্য ব্যবহারিক স্টোর এবং মেডিসিন বিভাগের হাসপাতালের আসল স্টোরে অবস্থান করছে কিভাবে? বাকি ১২টি যন্ত্রপাতি পুরাতন ও অকেজো অবস্থায় পড়ে আছে। বাকি ৫টি ঔষধ বাজারে উল্লেখিত নামে সহজে পাওয়া যায়না। সুতরাং হাসপাতালের কার্যক্রম সম্পর্কে আমি কিভাবে আন্তরিক নই। তবে হাসপাতালে কর্মরত শিক্ষকবৃন্দের ব্যবহারিক ও ফলপ্রসু জ্ঞান দানের পদ্ধতি ও হাসপাতালের সম্পদ ব্যবহারের আন্তরিকতার উপর আমার হাত নেই।
৩. হারপিক, ট্রিক্স, ফিনাইল দ্রব্যগুলির ব্যবহার সম্পর্কে আমি বলেছিলাম যে, এসব দ্রব্যবাদ সাধারণত আবর্জনা পরিষ্কারকেরাই ব্যবহার করে থাকেন। অপারেশন কাজে সার্জন ব্যবহার করেন কিনা আমার জানা নেই। আমার এ মন্তব্য যদি ভুল হয়ে থাকে তাহলে ব্যাখ্যাসহ উত্তর আশা করব। যদি উত্তর না পাই তাহলে ধরে নেব আমার বক্তব্য সত্য এবং আপনার বক্তব্য / মন্তব্য দুঃখজনক ও অনভিপ্রেত। উল্লেখ্য যে, সেভলন, ডেটল ইত্যাদি কোন প্রকার এন্টিসেপটিকের চাহিদা আপনার পত্রে ছিলনা।
৪. আমার বিগত ৭-৮-৯১ ইং তারিখের পত্র নং ৯০২৬/ ডিএম মোতাবেক কোন অক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন ব্যাক্তি বলবে না যে, আপনার প্রয়োজনীয় যাবতীয় দ্রব্যাদি হাসপাতালে রক্ষিত আছে বলে পত্রে লেখা আছে। আপনার দুইটি পত্রানুযায়ী যে সব দ্রব্যাদি উভয় স্টোরে রক্ষিত আছে তার হিসাব দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে। সুতরাং আমার ৭-৮-৯১ইং তারিখের বক্তব্য কোন ক্রমেই ভিত্তিহীন ও অসত্য নয় বরং আপনার বুঝার ভুল অথবা উচ্ছাকৃত নিন্দা করার প্রবণতাই প্রতীয়মান হয়।
৫. আপনি যে আমার আগে বিভাগীয় প্রধান ছিলেন তাহা সবার জানা। তবে অনেক নিয়ম কানুন না জেনে ভুল করে, আবার অনেকে জেনে শুনে ভুল করে বা গায়ের জোরে নিয়ম কানুন মানে না। জানিনা আপনি কোন শ্রেণীতে পড়েন। হাসপাতালের স্বার্থ অগ্রাহ্য বিগত ১ বছর ৮ মাসের মধ্যে করেছি কিনা তাহা আপনার পূর্ববর্তী হাসপাতাল সার্জন প্রফেসর মীর আশরাফ আলী এবং বর্তমান আরেকজন সার্জন প্রফেসর আবদুর রহমান বলেতে পারবেন। আপনি ১লা জুলাই অর্থাৎ বর্তমান আর্থিক বছরের প্রথম দিনে হাসপাতাল সার্জন হিসেবে যোগদান করে এধরনের মন্তব্য করার পূর্বে বাস্তবতার দিক চিন্তা করা আপনার উচিত ছিল বলে আমার মনে হয়।
৬. ভেটেরিনারি অনুষদের শিক্ষা ও মর্যাদার সংগে পশু হাসপাতালের গুরুত্বসহ অন্যান্য নীতিকথা সবার জানা। হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য যাবতীয় উপকরণ অথবা যে কোন প্রতিষ্ঠানের যাবতীয় প্রয়োজনীয় উপকরণ সংগ্রহ বা সৃষ্টি করা যে স্বল্প সময়ে একক ব্যক্তির দ্বারা সম্ভব নহে তাহা আপনি ছাড়া হয়ত সকলেরই জানা। পশু হাসপাতালের অস্ত্রপচার চিকিৎসা ব্যবস্থা যদি অতীব প্রয়োজনীয় হত তাহলে অত্র হাসপাতালের ৩০/৪০ বছর জীবনে যাবতীয় উপকরণ সংগ্রহীত হত। ভেটেরিনারি শিক্ষার জন্য সার্জারি ও অবস্টেট্রিক্স বিভাগের সুসজ্জিত অস্ত্রপচার কক্ষটি আছে বিধায় হয়ত নিকটে অবস্থিত পশু হাসপাতালে পশুর জন্য পৃথক অস্ত্রপচার চিকিৎসা কেন্দ্র সুসজ্জিত করা হয়নি। জানিনা অতীতের মেডিসিন ও সার্জারি বিভাগের প্রধানগন এবং ভেটেরিনারি অনুষদের ডিন মহোদয়গন কেন এ রকম একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উপলদ্ধি করতে পারেনি। সুতরাং মেডিসিন বিভাগের বর্তমান বিভাগীয় প্রধান কেবল দায়ী হবেন না। অতীতের সার্জারী ও মেডিসিন বিষয়ে অভিজ্ঞ বিভাগীয় প্রধানগনও দায়ী হতে বাধ্য। হাসপাতালের প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রী সরবরাহ করা কেবল আমার একার দায়িত্ব নয় তবে যাবতীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহ করার জন্য প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক সহযোগীতারও প্রয়োজন আছে। অতএব, ভেটেরিনারি শিক্ষা তথা চিকিৎসা কার্যের উন্নতি সাধন কেবল একা আমার দায়িত্ব নয়। সম্মিলিত প্রচেষ্ঠা ছাড়া কিছুই হয় না। পরিশেষে বলতে বাধ্য হচ্ছি পত্রের মাধ্যমে দীর্ঘসূত্রীতার সৃষ্টি যদি কেউ করে তাহলে দায়িত্বে আছি বলে আমাকেও করতে হবে।

পশু হাসপাতালের উন্নতিকল্পে আপনার মত সাহসী ব্যক্তিত্ত্ব সহযোগ্যতা একান্তভাবে কাম্য।

স্বাক্ষর/- প্রধান, মেডিসিন বিভাগ

অবগতির জন্য অনুলিপি প্রেরিত হলোঃ
১. ডিন, ভেটেরিনারি অনুষদ, বাকৃবি, ময়মনসিংহ।

স্বাক্ষর/- (ডঃ মোহাম্মদ নূরুদ্দিন) ২৯/৮/৯১
বিভাগীয় প্রধান

ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ

ডঃ মোহাম্মদ নূরুদ্দিন এর এই উত্তর পত্র থেকে মনে হচ্ছে যে, তিনি ডঃ হোসেনের চিঠির উত্তর দিতে দিতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন। কারণ মেডিসিন বিভাগের বিভাগীয় প্রধান হিসেবে ভেটেরিনারি ক্লিনিকের অতিরিক্ত দায়িত্ব পালনে ব্যক্তি ও বিভাগের রাজনীতিক পর্যায়ে মূল্যায়ন, হাসপাতাল সার্জন, ডিন ও প্রশাসনের অসহযোগিতা।

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ।[১৩১]

মেমো নং ১০৭০ / ডিএম তারিখ ঃ ৩১/৮/৯১ইং

ডীন, ভেটেরিনারি অনুষদ,
বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ
যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে।

বিষয় ঃ ডিন, ভেটেরিনারি অনুষদের নিকট ডঃ মোহাম্মদ নূরুদ্দিনের বিগত ১৯-৮-৯১ইং তারিখের পত্র নং ১০৫১(৬)৫/ডিএম-এর উত্তরে ডঃ মোঃ আখতার হোসেন ও অন্যান্যের বিগত ২০-৮-৯১ইং তারিখের পত্র প্রসংগে।

মহোদয়,

নিবেদন এই যে, বিশ্বস্তসূত্রে জানতে পারলাম বিগত ২০-৮-৯১ইং তারিখে ডঃ মোঃ আখতার হোসেন আপনার নিকট ডঃ মোহাম্মদ নূরুদ্দিনের বিগত ১৯-৮-৯১ইং তারিখে হাসপাতাল সম্পর্কিত একটি অভিযোগ পত্রের উত্তর আপনার নিকট দাখিল করিয়াছেন। আমরা ডঃ হোসেনের পত্রের জবাব প্রদান করিয়াছি। কারণ ঘটনা সম্পর্কে আমরা যাহা ডঃ নূরুদ্দিনকে মৌখিক ও লিখিতভাবে অবহতি করিয়াছি তাহাই তিনি বিভিন্ন স্থানে ব্যাক্ত করিয়াছেন। সুতরাং ওনাকে এব্যাপারে দায়ী করা যাবেনা। তাই আমরা ডঃ হোসেনের পত্রের জবাব প্রদান করিতেছি।

বিগত ১-৭-৯১ইং তারিখে হঠাৎ করে সকাল ১০টার দিকে সার্জারি ও অবস্টেট্রিক্স বিভাগের বিভাগীয় প্রধান ডঃ শাহী আলম ও সহযোগী অধ্যাপক ডঃ মোঃ আখতার হোসেন পশু হাসপাতালে আসেন এবং বলেন, 'এই রুমে কে বসে' তখন আমি বলিলাম, 'এই রুমে কেহ বসেন না। এই রুমে পশু হাসপাতালের জরুরী ঔষধ মওজুত রাখা হয়।' তখন ওনারা উভয়ই বলিলেন, 'এই রুম আপনারা ছাড়িয়া দেন। এই রুমে ডঃ আখতার হোসেন বসিবেন হাসপাতালের সার্জন হিসেবে।' হাসপাতালের সার্জন হিসেবে ডঃ আখতার হোসেন নিযুক্ত হইয়াছেন এই খবর হাসপাতালের কোন কর্মচারী এমনকি মেডিসিন বিভাগের কেহ জানেন না। আমরা বলিলাম. 'এই রুমের ব্যাপারে আমাদের বিভাগীয় প্রধানের সাথে আলাপ করে নিলে ভাল হয়।' তখন ওনারা বললেন, 'আমাদের আলাপের প্রয়োজন নাই, প্রয়োজন হলে আপনারা আলাপ করতে পারেন।'

উপরে উল্লেখিত আলাপ আলোচনার পর উভয়ে পশু হাসপাতাল ত্যাগ করিলেন। আমি ঐ মূহুর্তে এই ব্যাপারে আলাপ আলোচনার জন্য মেডিসিন বিভাগে যাওয়ার পথে সার্জারী বিভাগের প্রফেসর মীর আশরাফ আলী ও ডাঃ জালাল উদ্দিন সাহেবের রুমে প্রবেশ করি এবং বিস্তারিত আলাপ করি। আমার আলাপের প্রেক্ষিতে ওনারা বলিলেন যে, মেডিসিন বিভাগীয় প্রধানের সাথে আমাদের আলাপের কোন প্রয়োজন নাই প্রয়োজন হয় আপনি আলাপ করেন। এরপরে ওনাদের রুম থেকে বের হয়ে আমাদের বিভাগে যাওয়ার সময় সিড়ির মধ্যে এ্যানিমেল কেয়ার টেকার নাজিম উদ্দিন আমাকে বলিল, 'আমি হুকুমের চাকর আমাকে ডঃ শাহী আলম ও ডঃ আখতার হোসেন একটি তালা দিয়াছেন আপনাদের ঔষধ মওজুত কক্ষের তালার উপর এই তালা লাগানোর জন্য।' তখন আমি বলিলাম, 'আমাদের বিভাগীয় প্রধানের সাথে আলাপ করিয়া রুম খালী করিয়া দিব।' তারপর আমি মেডিসিন বিভাগীয় প্রধানরে সাথে রুমের ব্যাপারে বিস্তারিত আলাপ করিলাম। তিনি খুব খুশী হইলেন এবং বলিলেন, 'সার্জারি বিভাগের একজন সার্জন আমাদের পশু হাসপাতলের সার্জন হিসেবে কাজ করিবেন। ইহা খুবই আনন্দের ব্যাপার, আপনি এখনই যান এবং ঐ রুম খালী করে দিন।' তিনি আরও বলিলেন, 'ওনার যাহা কিছু প্রয়োজন হয় বিভাগীয় স্টক না থাকলেও ক্রয় করে দেব। আপনি তালিকা নিয়ে আসবেন।' জনাব নাজিম উদ্দিন ও বিভাগীয় প্রধান ডঃ মোহাম্মদ নূরুদ্দিন সম্পর্কে যাহা কিছু বলা হয়েছে তাহা সম্পূর্ণ মিথ্যা ইহার প্রমান নাজিম উদ্দিন ও আমার স্বাক্ষরিত পত্র।

বিভাগীয় প্রধান কয়ড়াসহ দরজার তালা খুলে দেওয়ার নির্দেশ দেন নাই। কয়ড়াটি নতুন মওজুত কক্ষের নিরাপত্তার জন্য নাজিম উদ্দিনকে অবহিত করে নতুন মওজুত কক্ষে তালা লাগাই যার একটি প্রতিবেদন এই পত্রে সংযুক্ত করা হলো। অস্ত্রপচার ও জীবাণুমুক্তকরণ কক্ষের তালা আমরা নেই নাই। এই বক্তব্যটি সম্পূর্ণ মিথ্যা। ডঃ মোহাম্মদ নূরুদ্দিন ঘটনা সম্পর্কে যে বিবরণ দিয়াছিলেন তাহা আমাদের লিখিত ও মৌখিক বক্তব্যের প্রেক্ষিতেই লিখেছিলেন। ঘটনার বিবরণটি ডঃ মোহাম্মদ নূরুদ্দিন মিথ্যা বিভ্রান্তিকর ও উদ্দেশ্য প্রনোদিত ভাবে দেন নাই। কেবল আমরা যাহা বলিয়াছিলাম তাহাই বলেছেন। ঘটনা সম্পর্কে আমাদের লিখিত বিবরণ কোন ক্রমেই তিনি নিজে তৈরি করেন নাই বরং আমরা নিজেরাই ঘটনা বর্ণনা দিয়াছি। এব্যাপারে হাসপাতালের কর্মচারীদের স্বাক্ষর নেওয়ার পীড়াপিড়ি করার প্রশ্নই উঠে না তার প্রমান ডঃ আখতার হোসেন দিতে পারবেন না। ডঃ হোসেনের উক্ত বক্তব্য মিথ্যা উদ্দেশ্য প্রনোদিত। আমি আবুল হোসেন বিগত ১৮-৮-৯১ ইং তারিখে কর্মচারীদের সম্পর্কে এই ধরনের বক্তব্যেও কথা স্বীকার করি নাই। হাসপাতালের কর্মচারীগনকে ঘটনার বিবরণ সম্পর্কে কোন চাপ প্রয়োগ করার প্রমান নাই বিধায় সাহসিকতার প্রশ্নই উঠে না। আমার লিখিত বক্তব্য সার্জারী বিভাগের চারজন শিক্ষকের নাম উল্লেখ করেছি। ডঃ হোসেনকে যে কক্ষটি বরাদ্দ করা হয়েছে তাহা যে, মওজুত কক্ষ ছিল তাহা সবারই জানা। ঐ কক্ষে প্রফেসর মীর আশরাফ আলী কোন দিনই বসেন নাই যদি কক্ষটি প্রফেসর আলী সাহেবের দখলে থাকিত তাহা হইলে ডঃ হোসেনকে দিয়া দিতেন এবং এই ব্যাপারে কোন সমস্যাই হতো না। বিভাগীয় প্রধানের নির্দেশে কক্ষটি আমি ৩-৭-৯১ইং তারিখে হস্তান্তর করি তার পূর্বে তালা খুলে নেওয়ার প্রশ্নই উঠে না। কারণ কক্ষটি আমাদের ঔষধ মওজুত কক্ষ হিসেবেই ছিল। কয়ড়াসহ তালা খুলে নেওয়ার নির্দেশ বিভাগীয় প্রধান দেন নাই কেবল হস্তান্তর করার নির্দেশ দিয়াছিলেন। ডঃ হোসেন এই রকম মিত্যা ও বানোয়াট কথা বলার হেতু কি? আমরা ইহার বিচার প্রার্থী। আমি আবুল হোসেনের সংগে রুমের দখল সম্পর্কে যে বাক বিতান্ডা হয়েছে এবং অন্যন্যদের সংগেও হয়েছিল তাহা প্রফেসর আব্দুর রহমান জানেন না। প্রফেসর আব্দুর রহমান কেবল তালা লাগানোর সম্পর্কে অবগত ছিলেন / আছেন। সুতরাং প্রফেসর আবদুর রহমান পত্রের অন্যান্য বক্তব্যের সংগে একমত বা দ্বিমত পোষণ করার প্রশ্ন অবাঞ্ছিত এবং যেহেতু তিনি সমূদয় ঘটনা সম্পর্কে অবগত নন। ঘটনা সম্পর্কে প্রফেসর আবদুর রহমান সহ হাসপাতল সার্জন আমাদের সংগে আলোচনার মাধ্যমে উর্দ্ধতন প্রশাসনের নিকট ও বিভিন্ন সভায় লিখিত ও মৌখিক বক্তব্য রেখেছেন। সুতরাং ডঃ হোসেনের মন্তব্য অসত্য ও উদ্দেশ্য প্রনোদিত। আমি আবুল হোসেন ভেট. কম্পাউন্ডার নই বর্তমানে কর্মকর্তার পদে নিয়োজিত আছি। সুতরাং আমার বক্তব্য যাহা আমি বিভাগীয় প্রাধানকে দিয়া ছিলাম তাহা সম্পূর্ণ সত্য। ডঃ মোহাম্মদ নূরুদ্দিন বিষয়টির সত্যতা সম্পর্কে যাচাইপুর্বক লিখিত ও মৌখিক বক্তব্য রেখেছেন। হাসপাতালের সুষ্ঠ পরিবেশ রক্ষার্থে ডঃ নুরুদ্দিনের মনোভাব কোন দিনই খারাপ ছিলনা বা বর্তমানের নেই এমনকি ভবিষ্যতের থাকবেনা। হাসপাতলের প্রশাসনিক জটিলতা ১-৭-৯১ইং তারিখের পূর্বে পর্যন্ত ছিলনা কিন্তু উক্ত তারিখের পর নতুন কর্মকর্তা নিয়োগের ফলে অযৌক্তিকতা ও নিজস্ব স্বার্থ সিদ্ধির জন্যই ব্যক্তিগত মনগড়া নীতি নির্ধারনী হাসপাতালের সুষ্ঠ পরিবেশকে ধ্বংস করার চেষ্টা করা হচ্ছে। এটা চির সত্য যে, অন্যায় এবং মিথ্যার জয় কোন দিনই হয়না। পরিশেষে হাসপাতাল সম্পর্কে বিগত ১-৭-৯১ইং তারিখের পর থেকে সম্পূর্ণ কার্য কলাপ মনগড়া ও ভিত্তিহীন নয়। বরং হোসেনর স্বড়যন্ত্র মাত্র।

বিনীত নিবেদক
আপনার একান্ত অনুগত পশু হাসপাতালের কর্মচারীবৃন্দ
মেডিসিন বিভাগ, বাকৃবি, ময়মনসিংহ।

স্বাক্ষর/-
১. মোঃ আবুল হোসেন ২৬/৮/৯১ ২. মোঃ আবদুল মজিদ ৩. কাজী দিদারুল ইসলাম
৪. মোঃ আঃ হামিদ ৫. খোর্শেদ আলম ২৬/৮/৯১ ৬.তোফাজ্জল হোসেন
৭. টিপ সই (আঃ লোকমান)

আবেদকারীদের বক্তব্যের সত্যতা যাচাই পূর্বক সুবিচারের জন্য জোর দাবী জানানো হচ্ছে।

স্বাক্ষর/- প্রধান, মেডিসিন বিভাগ।

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ।[১৩২]

ডিন, ভেটেরিনারি অনুষদ
বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ

বিষয়: মেডিসিন বিভাগীয় প্রধান ডঃ মোহাম্মদ নূরুদ্দিনের বিগত ১৮-৮-৯১ইং তারিখের প্রতিবাদ পত্র নং ১০৫১(৬)/ডিএম-এর প্রেক্ষিতে ডঃ মোঃ আখতার হোসেন ও অন্যান্যের বিগত ২০-৮ ৯১ইং তারিখের প্রতিবাদ পত্র প্রসংগে।

মহোদয়,

সদ্য নিয়োগপ্রাপ্ত (১-৭-৯১ইং) হাসপাতাল সার্জন ডঃ মোঃ আখতার হোসেন কর্তৃক সৃষ্ট হাসপাতালের কর্মচারী, কর্মকর্তা ও হাসপাতাল সার্জন প্রফেসর আবদুর রহমানের মাধ্যমে যাহা অবহিত হয়েছিলেন কেবল তাহাই তিনি বিভিন্ন সভায় (তাদের উদ্ধৃতি দিয়ে) বক্তব্য পেশ করেছিলেন। ডঃ নূরুদ্দিনের নিজস্ব কোন বক্তব্য ছিলনা। আরো উল্লেখ্য যে, ডঃ হোসেনের হাসপাতাল সার্জন হিসেবে নিয়োগ সম্পর্কিত ত্রুটি, ডঃ হোসেনের কর্তৃক পশু হাসপাতালে সৃষ্ট অপ্রীতিকর ঘটনাবলী এবং ডঃ হোসেন কর্তৃক দ্রব্যাদি ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধার সম্পর্কে ডঃ নূরুদ্দিন বিভিন্ন সভায় মৌখিকভাবে এবং কর্তৃপক্ষের নিকট লিখিতভাবে যে সব বক্তব্য তুলে ধরেছেন তাহা সম্পূর্ণরূপে বিভাগীয় শিক্ষকবৃন্দ, হাসপাতাল সার্জন, প্রফেসর আবদুর রহমান এবং পশু হাসপাতালের কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দের মৌখিক ও লিখিত বক্তব্য, বিভাগীয় শিক্ষকবৃন্দের সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত মোতাবেক করেছেন। এসব করেছেন কেবল মেডিসিন বিভাগীয় প্রধান হিসেবে হাসপাতালের প্রশাসনিক দায়িত্বে আছেন বলে। ডঃ হোসেন কর্তৃক লিখিত ও মৌখিকভাবে সৃষ্ট ঘটনাবলীর সত্যতা বিশদভাবে যাচাই পূর্বক ডঃ নুরুদ্দিন তার প্রতিবাদ ও বিচার প্রার্থনা করেছিলেন মাত্র। উল্লেখ্য যে, ডঃ হোসেন কর্তৃক সৃষ্ট ঘটনাবলীর বিচার বিভাগীয় তদন্তের পূর্বে ডঃ নুরুদ্দিন কোন দিনই ডঃ হোসেনকে দায়ী করে বিচার মূলক অপ্রীতিকর বক্তব্য রাখেননি। তিনি কেবল প্রতিবাদ ও বিচার প্রার্থনা করেছেন। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, ঘটনার সত্যতা যাচাই ও বিচারের পূর্বে ডঃ হোসেন নিজেই একতরফাভাবে ডঃ নূরুদ্দিনকে দায়ী করে বিভিন্ন দুঃখজনক বক্তব্য লিপিবদ্ধ করেছেন। ডঃ নূরুদ্দিন ব্যক্তিগতভাবে এসব ঘটনাবলীর সংগে জড়িত নন। তিনি কেবল তার দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন। সুতরাং উপরোল্লিখিত বিষয়ের জন্য আমি প্রতিবাদ জানাচ্ছি এবং বিচার প্রার্থনা করছি।

ডীন মহোদয়ের নিকট লিখিত ডঃ হোসেন ও অন্যান্যের পত্রের প্রেক্ষিতে আমি বিস্তারিত বলবনা। কেননা তার উপর হাসপাতালের কর্মচারী যারা এব্যাপারে জড়িত তারাই বিগত ৩১-৮-৯১ইং তারিখের পত্র নং ১০৭০/ ডিএম- এর মাধ্যমে দিয়েছেন। আমি কেবল ২/১টি বিষয়ের উপর আলোকপাত করছি।

ডঃ হোসেন ও অন্যান্যর ২০-৮-৯১ইং তারিখের পত্রের দ্বিতীয় প্যারার প্রথম বাক্যেও লিখেছেন, 'হাসপাতাল সার্জন হিসেবে ডঃ মোঃ আখতার হোসেন বিগত ১-৭-৯১ইং তারিখে হাসপাতাল সার্জন প্রফেসর মীর আশরাফ আলী সাহেবের কক্ষে তাঁর নিকট থেকে দায়িত্ব গ্রহন করেন'। যদি এই বক্তব্য সঠিক হয় তাহলে মওজুত কক্ষের তালা লাগানো সম্পর্কে অপ্রীতিকর ঘটনার সৃষ্টি হওয়ার প্রয়োজন ছিল না। তালা লাগানোর দায়িত্ব দিয়ে ছিলেন সার্জারি বিভাগের জনাব নাজিম উদ্দিনের উপর। জনাব নাজিম উদ্দিন সার্জারি ও অবস্টেট্রিক্স বিভাগের ৪ জন শিক্ষকের ২০-৮-৯১ইং তারিখের বক্তব্য মিথ্যা বলে মৌখিক ও লিখিতভাবে স্বীকার করেছে। প্রফেসর আব্দুর রহমানও তালা লাগানোর সম্পর্কে লিখিত স্বাক্ষ্য প্রদান করেছেন। বিগত ১-৭-৯১ ইং তারিখ দুপুরে নিম্নস্বাক্ষরকারীর অফিস কক্ষে ঘটনা সম্পর্কে ডঃ হোসেনের সংগে ডঃ নূরুদ্দিনের আলোচনা হয়। আমি ডঃ হোসেনকে সর্বাত্মক সহযোগিতার আশ্বাস প্রদান করি এবং ২-৭-৯১ইং তারিখ ডঃ হোসেনের বসার জন্য হাসপাতালের মওজুত কক্ষটি খালী করে হস্তান্তর করার কথা বলেছি। তাই ২-৭-৯১ইং আমি হাসপাতালে যাই এবং মওজুত কক্ষ খালী করে ডঃ হোসেনকে হস্তান্তরের জন্য জনাব আবুল হোসেনকে নির্দেশ দিয়ে চলে আসি। জনাব হোসেন ৩-৭-৯১ইং তারিখ মওজুত কক্ষটি খালী করে ডঃ হোসেনকে প্রদান করেন।

অতএব, ঘটনাবলী সম্পর্কে হাসপাতালের কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দের লিখিত ও মৌখিক বক্তব্য এবং আমার শেষোক্ত বক্তব্য সঠিক না ডঃ হোসেন সহ ৪ জন সার্জারি ও অবস্টেট্রিক্স বিভাগের ২০-৮-৯১ইং তারিখের বক্তব্য সঠিক তাহা বিচার বিভাগীয় তদন্তের মাধ্যমে যাচাইপূর্বক সুবিচারের জোর আবেদন জানাচ্ছি।

স্বাক্ষর/- (ডঃ মোহাম্মদ নূরুদ্দিন) ২/৯/৯১
প্রধান, মেডিসিন বিভাগ

সংযোজনী: (১) সার্জারি ও অবস্টেট্রিক্স বিভাগের পশু রক্ষাণাবেক্ষণকারী জনাব নাজিম উদ্দিনের লিখিত বক্তব্য।

সংযোজনী (১)

পশু হাসপাতালের মজুত কক্ষ দখল সম্পর্কে জনাব আবুল হোসেন ও অন্যান্যর বক্তব্য সম্পূর্ণ সত্য কিন্তু ডিনের নিকট প্রেরিত বিগত ২০/৮/৯১ইং তারিখের সার্জারি ও অবস্টেট্রিক্স বিভাগের ডঃ মোঃ আখতার হোসেন ও অন্যান্য ৩ জন শিক্ষকের লিখিত বক্তব্য সম্পূর্ণ মিথ্যা বানোয়াট ও উদ্দেশ্য প্রনোদিত।

বিগত ১/৭/৯১ ইং তারিখে ব্যর্থ তালা লাগানোর ঘটনা থেকে শুরু করে মজুত কক্ষ এবং পরবর্তী ডাঃ মোঃ আখতার হোসেন বসার কক্ষের রক্ষণাবেক্ষনের দায়িত্ব আমার উপর ন্যাস্ত ছিল।

(১) স্বাক্ষর/- (মোঃ নাজিম উদ্দিন)
এনিম্যাল কেয়ার টেকার ২/৯/৯১

স্বাক্ষী হিসেবে
(১) মোঃ আবুল হোসেন, সিঃ ভেঃ কমম্পাউন্ডার, মেডিসিন বিভাগ, ২/৯/৯১
(২) মোঃ শামসুর রহমান, মেডিসিন বিভাগ, ২/৯/৯১

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ।[১৩৩]

জনাব মোঃ আবুল হোসেন, সিনিয়র ভেট. কম্পাউন্ডার, বাকৃবি পশু হাসপাতাল
এবং পশু হাসপাতালের অন্যান্য সকল কর্মচারীবৃন্দ
বাকৃবি, ময়মনসিংহ।

বিষয়: কারণ দর্শানোর নোটিশ।

আপনাদের অবগতির ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্তে জানানো যাচ্ছে যে, জনাব আবুল হোসেন ও ডঃ মোঃ আখতার হোসেন কর্তৃক হাসপাতালের মওজুত কক্ষ দখল সম্পর্কে ঘটনাবলীর বিবরণ যাহা মৌখিকভাবে বিগত ১-৭-৯১ইং তারিখে জানিয়েছিলেন তাহা বিগত ১৫-৮-৯১ তারিখ আমাকে লিখিতভাবে জানিয়েছেন। বিগত ১৪-৮-৯১ইং তারিখ হাসপাতালের একটি সভায় জনাব হোসেনের বক্তব্য আমাকে পেশ করায় ডঃ হোসেন আমাকে মিথ্যাবাদী বলেছেন। আমি জনাব হোসেনের লিখিত বক্তব্যটি সংযোজন করে ডিন মহোদয়ের নিকট বিগত ১৮-৮-৯১ইং তারিখ বিচার প্রার্থনা করি। উক্ত পত্রের উত্তর ডঃ হোসেন সহ ৪ জন শিক্ষক নিম্নবর্ণিত বক্তব্য লিখেছেন।

'আপনার অবগতির জন্য আরো জানানো যাচ্ছে যে, ডঃ নুরুদ্দিন সাহেব তার পত্রের সাথে যে সংযোজনী দিয়েছেন তা তিনি নিজেই তৈরি করেছেন এবং জনাব আবুল হোসেনের মাধ্যমে ঐ পত্রে হাসপাতালের সকল কর্মচারীর স্বাক্ষর আদায়-এর জন্য পীড়াপিড়ি করা হয়েছে। গত ১৮-৮-৯১ ইং তারিখে হাসপাতালের ডঃ মোঃ আখতার হোসেন সাহেবের কক্ষে হাসপাতালে কর্মরত সকল কর্মচারীর সম্মুখে জনাব আবুল হোসেন সাহেব একথা স্বীকার করেন। হাসপাতালের কর্মচারীবৃন্দ চাপের মুখেও এই তথাকথিত মিথ্যা অভিযোগ পত্রের স্বাক্ষর না দিয়ে সাহসীকতার পরিচয় দিয়েছেন।'

উপরোল্লিখিত বক্তবের বিষয় সম্পর্কে আমি মোটেই অবগত নই। তবুও আপনাদের উদ্ধিতি দিয়ে ডঃ আখতার হোসেন এ ধরনের বক্তব্য তুলে ধরেছেন। যেহেতু আমি উল্লেখিত বক্তবের বিষয়ের সহিত জড়িত ছিলাম না বা বর্তমানেও নেই তা হলে কেন আপনারা আমাকে জড়াবেন এবং যদি জড়ায়ে থাকেন তা হলে মিথ্যা অপবাদ রটনার জন্য কেন আপনাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া যাবেনা তার জবাব অবিলম্বে প্রদানের জন্য নির্দেশ দেওয়া হলো ঃ

মেমো নং ১০৭৫ (৭) / ভিএম   তারিখ ৩ / ৯ / ৯১
প্রধান, মেডিসিন বিভাগ

অবগতির জন্য অনুলিপি প্রদান করা হলো:

১. ডিন, ভেটেরিনারি অনুষদ, বাকৃবি, ময়মনসিংহ।
২. ডঃ মোঃ আখতার হোসেন, হাসপাতাল সার্জন, পশু হাসপাতাল, বাকৃবি, ময়মনসিংহ।
৩. প্রফেসর মীর আশরাফ আলী, সার্জারী ও অবস্টেট্রিক্স বিভাগ।
৪. ডঃ মোঃ গোলাম শাহী আলম, প্রধান, সার্জারি ও অবস্টেট্রিক্স বিভাগ, বাকৃবি, ময়মনসিংহ।
৫. ডাঃ জালাল উদ্দিন আহমেদ, সহযোগী অধ্যাপক, সার্জারি ও অবস্টেট্রিক্স বিভাগ, বাকৃবি, ময়মনসিংহ।
৬. প্রফেসর আবদুর রহমান, হাসপাতাল সার্জন, পশু হাসপাতাল, বাকৃবি, ময়মনসিংহ।

স্বাক্ষর/- (ডঃ মোহাম্মদ নূরুদ্দিন), ৩/৯/৯১
বিভাগীয় প্রধান, মেডিসিন বিভাগ

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ।[১৩৪]

মাননীয় বিভাগীয় প্রধান
মেডিসিন বিভাগ, বাকৃবি, ময়মনসিংহ।
বিষয়: পশু হাসপাতালের কর্মচারীদের দায়িত্ব পালনের সমস্য সম্পর্কে।

মহাত্মন,
বিনীত নিবেদন এই যে, আমরা নিম্নস্বাক্ষরকারী দীর্ঘদিন যাবত পশু হাসপাতালের নিম্নলিখিত সমস্যায় ভুগিতেছি।

১. ডঃ মোহাম্মদ আখতার হোসেন, পশু হাসপাতাল সার্জন (সার্জারি) কেবল ব্যবস্থাপত্র লিখেন এবং অপারেশন করার জন্য আমাদিগকে নির্দেশ দেন।
২. বিকেলে বা অন্য সময় ডঃ হোসেন অনুপস্থিতির সময়ে উনার পরিবর্তে অন্য কোন সার্জন (সার্জারী) না থাকায় অপারেশনগুলি আমাদিগকে কেন করতে হয়।
৩. হাত দিয়ে 'বাচ্চা পরীক্ষা' করার জটিল কাজটিও আমাদেরকে করতে হয়।
৪. গর্ভফুল আটকানোর কাজটিও আমাদেরকে করতে হয়।
৫. বাচ্চা প্রসবের সমস্যাটির সমাধানটি আমাদিগকে করতে হয়।
৬. বাহিরের কেইসগুলি চিকিৎসার জন্য সার্জারি বিভাগের সার্জন মহোদয়গন পাঠিয়ে থাকেন।

অতএব, আপনার নিকট বিনীত প্রার্থনা উল্লেখিত কাজগুলি আমাদের করার দায়িত্ব নাই। পশু হাসপাতাল সার্জন (সার্জারি) মহোদয়ের করার কথা কিন্তু আমাদেরকে দিয়ে জোরপূর্বক এই সব কাজ করানো হচ্ছে। এই ব্যাপারে আপনার সুদৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

বিনীত নিবেদক
আপনার একান্ত অনুগত

স্বাক্ষর/-
(১) মোঃ আবুল হোসেন ৫/৯/৯১ (২) মোঃ আব্দুল মজিদ ৫/৯/৯১
(৩) কাজী দিদারুল ইসলাম ৫/৯/৯১ (৪) মোঃ আব্দুল হামিদ
(৫) মোঃ তোফাজ্জল হোসেন (৬) খোর্শেদ আলম
(৭) টিপ সই (মোঃ লোকমান)

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ।[১৩৫]
ভেটেরিনারি অনুষদ

উপাচার্য্য মহোদয় কর্তৃক বর্তমান ভেটেরিনারি হাসপাতালকে একটি আর্দশ ও আধুনিক হাসপাতাল ও প্রশাসনিক কাজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে গঠিত কমিটির ১৭-৮-৯১ ইং তারিখে অনুষ্ঠিত সভার গৃহীত সিদ্ধান্তের উদ্ধৃতাংশ:-

(২) ভেটেরিনারি হাসপাতালে বর্তমানে নিয়োজিত ৩ জন কম্পাউন্ডারের মধ্যে হতে ১ জনকে হাসপাতাল সার্জন, সার্জারি ও অবস্টেট্রিক্স এর অধীনে সংযুক্ত থাকার ব্যবস্থা নেওয়া হোক।
(৩) হাসপাতালের জন্য নির্ধারিত এ বৎসরের আর্থিক বাজেট হতে ২০,০০০.০০ (বিশ হাজার) টাকা হাসপাতাল সার্জন, সাজারী ও অবস্টেট্রিক্স এর পরামর্শ ক্রমে প্রয়োজনীয় মালামাল ক্রয় করার ব্যবস্থা নেওয়া হোক। জরুরী ভিত্তিতে উপরোক্ত ব্যবস্থাদি গ্রহণ করে নিম্ন স্বাক্ষরকারীকে অবগত করার জন্য প্রধান, মেডিসিন বিভাগকে অনুরোধ জানানো হলো।

স্বাক্ষর।- ডীন, ভেটেরিনারি অনুষদ।

নং :- ১৩১১(৬) / ভেট ঃ অনুষদ তারিখ সেপ্টেম্বর ২৮, ১৯৯১ ইং
অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য অনলিপি প্রেরিত হলো ঃ-
(১) প্রধান, মেডিসিন বিভাগ। (২) প্রধান, সাজারি ও অবস্টেট্রিক্স বিভাগ।
(৩) হাসপাতাল সার্জন, সাজারি ও অবস্টেট্রিক্স। (৪) হাসপাতাল সার্জন, মেডিসিন।
(৫) সহকারী রেজিস্ট্রার, উপাচার্য্য শাখা, মাননীয় উপাচার্য্য মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য।

স্বাক্ষর /- ২৮.৯.৯১ (প্রফেসর আ, ও, ম, শামসুল ইসলাম)
ডিন, ভেটেরিনারি অনুষদ।

কমিটি গঠন করার উদেশ্য ও ফলাফল:

ক. বর্তমান ভেটেরিনারি হাসপাতালটিকে একটি আদর্শ ও আধুনিক হাসপাতালে রূপান্তরিত করা।
খ. প্রশাসনিক কাজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার বিষয়ে একটি নীতিমালা প্রণয়ন করা।

সিদ্ধান্ত হ'ল:
একটি আদর্শ ও আধুনিক হাসপাতালে রূপান্তরিত করা এবং প্রশাসনিক কাজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত হল, 'এক জন কম্পাউন্ডার সমস্যা এবং বাজেটের ২০,০০০/- (বিশ হাজার) টাকা সমস্যা'।

ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ

বাস্তবে ভেটেরিনারি ক্লিনিক নামকরণে প্রতিষ্ঠানটি এখনও রয়েছে কিন্তু কমিটি ভেটেরিনারি হাসপাতাল এর জন্য সুপারিশ করেছে। স্বভাবত কমিটি ক্লিনিক এবং হাসপাতাল নামকরণের মধ্যে পার্থক্যই অনুধাবন করতে সক্ষম হয়নি। সেকারণে হয়তো একজন কম্পাউন্ডার এবং বাজেটের বিশ হাজার টাকা বর্তমান ভেটেরিনারি হাসপাতালটিকে একটি আদর্শ ও আধুনিক হাসপাতালে রূপান্তরিত করার প্রধান অন্তরায় হিসেবে চিহ্নিত করে সমাধান সুপারিশ করে। ফলে ভেটেরিনারি ক্লিনিকটির প্রশাসনিক আবস্থাকে আরও জটিল করার সুপারিশ ক্লিনিকের কার্যক্রমকে আরও ব্যাহত করেছে।

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ।[১৩৬]

মেমো নং ১২৪৮ / ডিএম তারিখ ঃ ১৯-১২-৯১ইং
ডীন, ভেটেরিনারি অনুষদ
বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ।

বিষয়: পশু হাসপাতালের সমস্যা প্রসংগে।
মহোদয়,
পশু হাসপাতালের সার্জন (সার্জারি ও অবস্টেট্রিক্স) ডঃ মোঃ আখতার হোসেন (ক) বিগত ১৪-৮-৯১ইং তারিখ মাননীয় উপাচার্য মহোদয়ের পশু হাসপাতাল পরির্দশন কালীন সভায়, (খ) বিগত ২০-৮-৯১ইং তারিখ ডিন মহোদয়ের আহ্বানে পশু হাসপাতাল উন্নয়ণ কমিটি, মেডিসিন এবং সার্জারি ও অবস্টেট্রিক্স বিভাগীয় শিক্ষকবৃন্দের সভা এবং (গ) ডীন মহোদয়ের নিকট মেডিসিন বিভাগীয় প্রধানের বিচার প্রার্থনা পত্র নং ১০৫৯(৬)৫/ডিএম, তারিখ ১৯-৮৯১ ইং এর উত্তরে ডঃ মো আখতার হোসেন ও তার বিভাগীয় অন্যান্য ৩জন শিক্ষকের বিগত ২০-৮-৯১ই তারিখের পত্রে পশু হাসপাতলে ডঃ হোসেনের নিজস্ব কর্মকান্ডের বিবৃতি এবং পশু হাসপাতালের সমস্যা সম্পর্কে যে বক্তব্য রেখেছেন তার পরিপ্রেক্ষিতে নিম্নস্বাক্ষরকারী বিস্তারিত তদন্ত করেছেন এবং তদন্তের বিবরণ নিম্নে বর্নিত হলো।

মেডিসিন বিভাগ ও পশু হাসপাতালে রক্ষিত সরজমিনে চাক্ষুষ প্রমানাদি, লিখিত ও মৌখিক প্রমাণাদির ভিত্তিতে প্রতীয়মান হয় যে, পশু হাসপাতাল সম্পর্কে ডঃ হোসেনের বক্তব্য সত্য নয় ও উদ্দেশ্য প্রনোদিত ছিল। পশু হাসপাতাল সম্পর্কে ডঃ হোসেনের কর্মকান্ড এবং অসত্য বক্তব্যের উপর সরজমিনে একটি নিরপেক্ষ তদন্তের মাধ্যমে সুবিচার প্রার্থনা করা হচ্ছে। আপনার অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের নিমিত্তে এ সম্পর্কে ইতিপূর্বে কয়েকটি লিখিত প্রমান প্রেরন করা হয়েছিল্ অদ্য আরও তিনটি লিখিত প্রমান এতদসংঙ্গে পেরণ করা হলো।

স্বাক্ষর/- (ডঃ মোহাম্মদ নূরুদ্দিন) ১৯/১২/৯১
প্রধান, মেডিসিন বিভাগ।

ড. মো. আব্দুস সামাদ এর বিভাগীয় প্রধানের কার্যকালের ঘটনা

আমি, ড. মো, আব্দুস সামাদ ১লা জানুয়ারী ১৯৯২ তারিখে দুই বছরের জন্য মেডিসিন বিভাগের বিভাগীয় প্রধান হিসেবে নিয়োগ লাভ করি। নিয়োগ পত্রের আদেশনামাটি নিম্নে উল্লেখ করা হ'ল (Document No. 140)। যথাসময়ে প্রাক্তন বিভাগীয় প্রধান ড. মোহাম্মদ নূরুদ্দিন সাহেবের নিকট থেকে মেডিসিন বিভাগের প্রধানের দায়িত্বভার বুঝে নিই। কিন্তু ডঃ নূরুদ্দিন সাহেবের বিভাগীয় প্রধানের সময় ড. মো. আখতার হোসেনের সাথে ভেটেরিনারি ক্লিনিক বিষয়ে উপরে উল্লেখিত ঘটনাসমহ ঘটেছিল তা

আমার সুনির্দিষ্টভাবে জানা ছিলনা। এছাড়া ভেটেরিনারি ক্লিনিকের প্রশাসনিক দায়িত্ব মেডিসিন বিভাগের প্রধানের নিয়োগপত্রে উল্লেখ না থাকায় এবং ভেটেরিনারি ক্লিনিক এর সৃষ্ট প্রশাসনিক জটিলতার কারণে আমার কিছু করার ছিল বলে মনে হয়নি। তবুও পূর্বের বিভাগীয় প্রধানদের ন্যায় একইভাবে যুক্তিসহকারে বিভাগের অধীনে ভেটেরিনারি ক্লিনিকের প্রশাসনিক ব্যাস্থাপনা সম্মন্ধে লেখালেখি আরম্ভ করি।[১৩৭]

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ।[১৩৭]

আদেশনামা

নং- শা -১/এ-৪৬ /৮৭ /২২২ / সংস্থাপন তারিখ ঃ ১২-১২-৯১

ডঃ মোহাম্মদ আব্দুস সামাদ, সহযোগী অধ্যাপক, মেডিসিন বিভাগ-কে একই বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ডঃ মোহাম্মদ নূরুদ্দিন এর স্থলে ১-১-৯২ তারিখ হইতে ২ (দুই) বৎসরের জন্য মেডিসিন বিভাগের প্রধান হিসেবে নিয়োগ করা হইল।

ডঃ মোহাম্মদ আব্দুস সামাদ শিক্ষক হিসেবে তাঁহার নিজ দায়িত্বের অতিরিক্ত বিভাগীয় প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালনকালে প্রতি মাসে টাকা ৪৫০/- (টাকা চারশত পঞ্চাশ) মাত্র ভাতা পাইবেন।

ভাইস-চ্যান্সেলর মহোদয়ের আদেশক্রমে
স্বা ঃ রেজিস্ট্রার

মেমো নং নং-শা-১/এ-৪৬/৮৭/২২২(২০)/সংস্থাপন তারিখ ঃ ১১-১২-৯১

অনুলিপি প্রেরিত হইল ঃ

১.ডঃ মোহাম্মদ নূরুদ্দিন, সহযোগী অধ্যাপক ও প্রধান, মেডিসিন বিভাগ। তাঁহাকে একই বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ডঃ মোহাম্মদ আব্দুস সামাদ এর নিকট বিভাগীয় প্রধানের দায়িত্ব হস্তান্তর করার জন্য অনুরোধ করা হইল।

২.ডঃ মোহাম্মদ আব্দুস সামাদ, সহযোগী অধ্যাপক, মেডিসিন বিভাগ। তাঁহাকে ডঃ মোহাম্মদ নূরুদ্দিন, সহযোগী অধ্যাপক এর নিকট হইতে বিভাগীয় প্রধানের দায়িত্বভার গ্রহণ পূর্বক নিম্ন স্বাক্ষরকারীকে আবহিত করার জন্য অনুরোধ করা হইল।

৩. প্রধান, মেডিসিন বিভাগ।
৪.ডিন, ভেটেরিনারি অনুষদ।
৫. সমন্বয়ক, উচ্চ শিক্ষা ও গবেষণা কমিটি।
৬. পরিচালক, জি,টি,আই/বাউরেস/ পরিকল্পনা ও উন্নয়ন / বাউয়েক।
৭. ছাত্র বিষয়ক উপদেষ্টা।
৮. কোষাধ্যক্ষ।
৯. পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক।
১০. গ্রন্থাগারিক।
১১. পরিচালক, জনসংযোগ ও প্রকাশনা।
১২. ডেপুটি রেজিস্ট্রার (শিক্ষা)।
১৩. সহকারী রেজিস্ট্রার (পরিষদ)।
১৪. ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, পিএবিএস্ক ।

স্বাক্ষর/- (আহান্নান) ১২/১২/৯১
রেজিস্ট্রার

ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ

পূর্বের নিয়োজিত মেডিসিন বিভাগের ৪ জন বিভাগীয় প্রধান যেহেতু সংশিষ্ট কর্তৃপক্ষের আদেশনামা বিহীন অবস্থায় ভেটেরিনারি ক্লিনিকের প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করেছেন। সে কারণে বিভাগীয় প্রধানের দায়িত্বের সাথে ভেটেরিনারি ক্লিনিকের প্রশাসনিক দায়িত্ব প্রথম মাস গতানুগতিকভাবে চলে। কিন্তু হঠাৎ বিভাগীয় প্রধানের দায়িত্বের দ্বিতীয় মাস ফেব্রুয়ারীতেই সমস্যা দেখা দিল যে ভেটেরিনারি ক্লিনিকে কোন ঔষধপত্র নেই এবং সংশ্লিষ্ট স্টোরের দায়িত্বে নিয়োজিত কর্মকর্তা ৪৭টি আইটেম ক্রয়ের জন্য তালিকা দেন। সে পরিপ্রেক্ষিতে ভেটেরিনারি ক্লিনিকের ঔষধপত্র কিনার জন্য গতানুগতিকভাবে ভেটেরিনারি কন্টিজেন্সি খাত থেকে ৫০০০/- (পাঁচ হাজার) অগ্রীম অর্থ উত্তোলনের জন্য ১৬-২-৯২ইং কোষাধ্যক্ষ বরাবরে প্রস্তাব পাঠানো হয়। কিন্তু তিন মাসেও কোষাধ্যক্ষের নিকট থেকে কোন উত্তর না পেয়ে পুনরায় যে প্রস্তাব পাঠানো হয়।[১৩৮]

নোট শীট[১৩৮]

বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান নিয়মানুযায়ী (মেমো নং ২০৮২(১০০)/ সংস্থাপন, তারিখ ৭-৪-১৯৮৮ইং) ভেট. ক্লিনিক এর বিবিধ খরচের জন্য ৫,০০০.০০ (পাঁচ হাজার) টাকা অগ্রিম হিসেবে বিভাগীয় প্রধানের অনুকুলে প্রদান করার জন্য বিগত ১৬-২-৯২ইং তারিখে (মেমো নং ৭৬ / ডিএম) প্রস্তাব পাঠানো হইয়াছিল। কিন্তু অদ্যবধি ঘূর্ণায়মান আগামটি না পাওয়ায় ভেট. ক্লিনিকের ছাত্রদের ব্যবহারিক ক্লাস ও চিকিৎসা কার্যক্রম ব্যহত হইতেছে।

এমতাবস্থায় জরুরী ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য পুনরায় অনুরোধ করা হইল।

স্বাক্ষর/- (ডঃ মোঃ আব্দুস সামাদ) ১১/৫/৯২
প্রধান, মেডিসিন বিভাগ।

মেমো নং ২২১২/ ডিএম তারিখ ১১-৫-৯২

কোষাধ্যক্ষ
বাকৃবি, ময়মনসিংহ।

উপরের ভাষ্য দ্রষ্টব্যঃ -

উপরের ভাষ্য ও সংযুক্ত প্রস্তাব অনুযায়ী মেডিসিন বিভাগীয় প্রধান ভেট. ক্লিনিক খাত হইতে ৫০০০/- টাকা ঘুর্ণায়মান আগাম চাহিয়াছেন। চলতি অর্থ বৎসরে ভেট. ক্লিনিক খাতে সর্বমোট বরাদ্দ ৬০,০০০/- হাজার মধ্যে মেডিসিন বিভাগের অনুকুলে ৩৬,০০০/- টাকা এবং সার্জারি বিভাগের অনুকুলে ২৪,০০০/০ টাকা ধার্য আছে।

সংশ্লিষ্ট বিভাগের অনুকুলে ধার্যকৃত বাজেটের ১০% কাট করার পর দাঁড়ায় ৩২,৪০০/- টাকা। উহা হইতে এ যাবৎ ঘর্ণায়মান আগাম এর মাধ্যমে খরচ হইয়াছে ২০,০০০/- টাকা এবং বিল দাখিল করা হইয়াছে (ক্রয় পূর্বক অনুমোদন অনুযায়ী) ১২,৯৮০/- একত্রে মোট খরচ দাঁড়ায় ৩২,৯৮০/-। অর্থাৎ ৫৮০/- টাকা অতিরিক্ত খরচ হইয়াছে। উল্লেখিত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে অবগতি ও পরবর্তী সদয় নির্দেশের জন্য পেশ করা হইল।

স্বাক্ষর/- ১৪/৫/৯২

পূর্ববর্তী পৃষ্ঠায় বর্ণিত বাজেট সংক্রান্ত তথ্য মতে সংশিষ্ট বাজেট থেকে প্রস্তাবিত ব্যয় নির্বাহ করা যাচ্ছেনা এবং সেমতে ইহা মেডিসিন বিভাগীয় প্রধানের নিকট ফেরত পাঠানো যেতে পারে।

স্বাক্ষর/- ১৭/৫/৯২

কোয়াধ্যক্ষ
স্বাক্ষর/- Head of the Depaetment of Medicine
১৪২৫; ১৮/৫/৯২

অবশেষে পূর্বের বিভাগীয় প্রধানদের মতই ভেটেরিনারি ক্লিনিকের সমস্যা সম্বন্ধে ৩-৫-১৯৯২ইং তারিখ মেডিসিন বিষয়ক পাঠ্য পর্যদের সভা আহ্বান করি এবং সে সভার সিদ্ধান্ত রেজিস্ট্রারকে জানানো হয়।[১৩৯]

মেডিসিন বিভাগ, বাকৃবি, ময়মনসিংহ।[১৩৯]

রেজিস্ট্রার
বাকৃবি, ময়মনসিংহ।
যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে।

বিষয়: পশু হাসপাতালের বর্তমানের সৃষ্ট সংকট নিরসনে মেডিসিন বিভাগের বোর্ড অব স্ট্যাডিজির সুপারিশ।

প্রিয় মহোদয়,

বিগত ৩-৫-১৯৯২ইং তারিখে অনুষ্ঠিত মেডিসিন বিভাগের বোর্ড অব স্ট্যাডিজের সভায় পশু হাসপাতালটি সমন্ধে বিশদভাবে আলোচনার পর সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, বর্তমানে পশু হাসপাতালটি সংকটপূর্ণ অবস্থায় পরিচালিত হচ্ছে। এর পরিপ্রেক্ষিতে বোর্ড অব স্ট্যাডিজ পশু হাসপাতালের বর্তমান সংকটপূর্ণ অবস্থা নিরসনকল্পে নিম্নোক্ত বিশ্লেষণসহ সুপারিশ করে।

(১) সিন্ডিকেটের সিদ্ধান্ত নং ১৫, তারিথ ২৮/২৯-২-১৯৮৪ এবং আপনার আদেশ

নং ২৭৩৫/ সংস্থাপন, তারিখ ২৫-৪-১৯৮৪ইং অনুযায়ী প্রাক্তন মেডিসিন ও সার্জারী বিভাগকে পৃথক করে মেডিসিন বিভাগ এবং সার্জারি ও অবস্টেট্রিক্স বিভাগ করা হয়। একই আদেশে কনটিনজেন্সি বাজেটসহ পশু হাসপাতালটির প্রশাসনিক কার্যভার প্রশসিকভাবে মেডিসিন বিভাগের অধীনে রাখা হয়। সেই কারণে তদানীন্তন সম্মিলিত মেডিসিন ও সার্জারি বিভাগের কনটিনজেন্সি বাজেটের দুই-তৃতীয়াংশ সাজারি ও অবস্টেট্রিক্স বিভাগকে এবং এক তৃতীয়াংশ মেডিসিন বিভাগের জন্য দেয়া হয়। সেই সময় থেকে এই নিয়মের অধীনে পশু হাসপাতালের কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে আসছিল। বিশ্বস্ত সূত্রে জানা যায় যে, সম্প্রতি সার্জারী ও অবস্টেট্রিক্স বিভাগ কর্তৃক অনিয়মতান্ত্রিক উপায়ে পশু হাসপাতালের কনটিনজেন্সি খাতের বাজেট থেকে টাকা উত্তোলন করে খরচ করছে। ফলে একদিকে সিন্ডিকেটের আদেশ লজ্ঘন অন্য দিকে পশু হাসপাতালটি দ্বৈত শাসনের কবলে পতিত হয়েছে।

(২) পশু হাসপাতালটি মেডিসিন বিষয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের ব্যবহারিক ক্লাশের একমাত্র ল্যাবরেটরি। তাই মেডিসিন বিভাগের স্নাতক ও স্নাতকোত্তর সকল ব্যবহারিক ক্লাস পশু হাসপাতালে অনুষ্ঠিত হয়। আপর দিকে নগন্য সংখ্যায় অস্ত্রপচারের রোগী হওয়ায় অস্ত্রপচারের কাজ পশু হাসপাতালে না হয়ে সার্জারি ও অবস্টেট্রিক্স বিভাগের অপরেশন থিয়েটারে হয়ে থাকে। বর্তমানে পশু হাসপাতালের কনটিনজেন্সি বাজেট হতে সার্জারি ও অবস্টেট্রিক্স বিভাগ কর্তৃক টাকা উত্তোলনের ফলে মেডিসিনের ছাত্রদের ক্লিনিকের ব্যবহারিক ক্লাশ তথা পশু হাসপাতালটির সার্বিক পরিচালনার জন্য আর্থিক সংকট দেখা দিয়াছে।

(৩) পশু হাসপাতালটি পরিচালনার জন্য বর্তমানে কোন নীতিমালা না থাকায় পশু হাসপাতালটির কার্যক্রম পরিচালনা ও উন্নয়ন সম্ভব হচ্ছে না। উপরন্ত পশু হাসপাতালটি বর্তমানে দ্বৈত শাসনের কবলে পতিত হওয়ায় স্বাভাবিক কায়ক্রম বিঘ্নিত হচ্ছে। এমতাবস্থায় পশু হাসপাতালটিকে দ্বৈত শাসনের কবল থেকে মুক্ত করে ছাত্রদের ব্যবহারিক ক্লাস ও জনসাধারণের পশু পাখির চিকিৎসার স্বার্থে একটি প্রশাসনের অধীনে পরিচালনার জন্য জরুরী ভিত্তিতে পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য বোর্ড অব স্ট্যাডিজ বিশেষভাবে অনুরোধ করছে।

ধন্যবাদান্তে।

আপনার বিশ্বস্ত
ড. মো. আব্দুস সামাদ ১১.৫.৯১
চেয়ারম্যান ও প্রধান

মেডিসিন বিভাগ.বাকৃবি, ময়মনসিংহ।[১৪০]

মেমো নং ২৩৯/ ডিএম তারিখ: ২২/৫/৯২

রেজিস্ট্রার
বাকৃবি, ময়মনসিংহ।
বিষয়: পশু হাসপাতালের সংকটপূর্ণ অবস্থা নিরসন প্রসংগে।

প্রিয় মহোদয়,

মেডিসিন বিভাগের অধীনস্থ পশু হাসপাতালটির প্রশাসনিক ও আর্থিক অবস্থা সম্পর্কে সম্প্রতি আপনাকে জানানো হয়েছে (পৃষ্ঠা নং ২)। বর্তমানে অনিয়মতান্ত্রিকভাবে পশু হাসপাতালের বাজেট বিভক্তিকরণ সম্পর্কে পুনরায় অবগত করা হ'ল (পৃষ্ঠা নং- ৩)। এদিকে পশু হাসপাতালের প্রায় ২০টি জরুরী আইটেমের ঔষধপত্র স্টকে নাই (পৃষ্ঠা নং-৪)। এমনকি, পশু নিয়ন্ত্রনের দড়ি ও ইনজেকশন দেয়ার সিরিঞ্জ পর্যন্ত স্টকে নাই। তাই পশু হাসপাতলটির কার্যক্রম প্রায় বন্ধের উপক্রম। অতএব, মেডিসিন বিভাগের স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ছাত্র-ছাত্রীদের ব্যবহারিক ক্লাশের ল্যাবরেটরি ও জনসাধারনের পশু পাখির চিকিৎসা কার্যক্রম সুষ্ঠভাবে পরিচালনার জন্য পশু হাসপাতালটি দ্বৈত-শাসনের কবল থেকে মুক্ত করে একটি প্রশাসনের অধীনে পরিচালনার জন্য জরুরী পদক্ষেপ নেওয়ার অনুরোধ করছি।

ধন্যবাদান্তে

আপনার বিশ্বস্ত
স্বাক্ষর/- (ড. মো. আব্দুস সামাদ) ২২/৫/৯২
প্রধান, মেডিসিন বিভাগ।

ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক অবস্থা এমন এক পর্যায়ে অবস্থান করছিল যে, ভেটেরিনারি ক্লিনিকের জন্য কোন ব্যবস্থা অনুষদের শিক্ষা কার্যক্রম তথা দেশের ভেটেরিনারি পেশার জন্য অত্যাবশ্যক তা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ অনুধাবন করতে ব্যার্থ হয়। তাই ভেটেরিনারি ক্লিনিকের বিয়টিকে বিভাগীয় পর্যায়ের সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করে সমস্যাকে আরও জটিল করা হয়। ফলে ভেটেরিনরি অনুষদের ক্লিনিকের শিক্ষা তথা দেশের ব্যাপক ক্ষতি সাধন হয়। আর যেসকল সংশ্লিষ্ট শিক্ষক ও প্রশাসনিক কর্মকর্তা ভেটেরিনরি ক্লিনিকের দায়িত্বের সাথে সংশ্লিষ্ট ছিলেন তারা ভেটেরিনারি ক্লিনিকের বিষয়টি বিভাগীয় দ্বন্দ বা সমস্যা হিসেবেই চিহ্নিত করে। পরের পৃষ্ঠার প্রশাসনিক আদেশনামা দু'টি পড়লে বিষয়টি আরও পরিষ্কার হবে।[১৪১,১৪২]

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ।[১৪১]

আদেশনামা

নং শা-৩/এ-৭২/৬৫/১০৪৪/সংস্থাপন তারিখ ঃ ১৩-৮-১৯৯২

জনাব মোঃ আব্দুল মজিদ, সিনিয়র ভেটেরিনারী কম্পাউন্ডার গ্রেড-১, মেডিসিন বিভাগ-কে তাৎক্ষনিকভাবে কার্যকর হওয়ার ভিত্তিতে, পদসহ সার্জারি এন্ড অবস্টেট্রিক্স বিভাগে বদলী করা হল।

ভাইস-চ্যানসেলর মহোদয়ের আদেক্রমে
স্বাক্ষর/- ডেপুটি রেজিস্ট্রার (সংস্থাপন) -১

মেমো নং শা-৩/এ-৭২/৬৫/১০৪৪(৬)/সংস্থাপন তারিখঃ ১৩-৮-১৯৯২

অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যব্যবস্থা গ্রহনের অনুরোধসহ অনুলিপি প্রেরিত হলঃ -

(১) জনাব মোঃ আব্দুল মজিদ, সিনিয়র ভেটেরিনারী কম্পাউন্ডার গ্রেড-১, মেডিসিন বিভাগ। তাঁকে অবিলম্বে সার্জারি এন্ড অবস্টেট্রিক্স বিভাগে কাজে যোগদানের নির্দেশ প্রদান করা হল।
(২) বিভাগীয় প্রধান, মেডিসিন বিভাগ, বাকৃবি, ময়মনসিংহ, জনাব মোঃ আব্দুল মজিদের সার্জারি এন্ড অবস্টেট্রিক্স বিভাগে কাজে যোগদান নিশ্চিত কল্পে, তাঁকে তাঁর বর্তমান দায়িত্ব হতে অব্যহতি প্রধানের অনুরোধ জ্ঞাপন করা হল।
(৩) বিভাগীয় প্রধান, সার্জারি এন্ড আবস্টেট্রিক্স বিভাগ, বাকৃবি, ময়মনসিংহ। জনাব মোঃ আব্দুল মজিদের কাজে যোগদান পত্র পরবর্তী কার্যব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্ত সংস্থাপন শাখা-৩ এ প্রেরণ করার অনুরোধ জ্ঞাপন করা হল।
(৪) ডিন, ভেটেরিনারি অনুষদ, বাকৃবি, ময়মনসিংহ। এপ্রসংগে তাঁর আফিসের ২০-৭০৯২ তারিখের ১৯৪৫/ভেটঃ অনুঃ নং স্বারক স্মর্তব্য।
(৫) কোষাধ্যক্ষ। (৬) গার্ড ফাইল। স্বাক্ষর/- ১৩.৮.৯২

ডেপুটি রেজিস্ট্রার (সংস্থাপন)-১

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ।[১৪২]

আদেশনামা

নং শা-৪/এ-১১/৬৩/১০৬৬(৫)/সংস্থাপন তারিখ ঃ ১৮-৮-১৯৯২

জনাব মোঃ তোফাজ্জল হোসেন, অফিস এটেনডেন্ট, মেডিসিন বিভাগ-কে তাৎক্ষনিকভাবে কার্যকর হওয়ার ভিত্তিতে, পদসহ (ড্রেসার হিসেবে কাজ করার জন্য) সার্জারি এন্ড অবস্টেট্রিক্স বিভাগে বদলী করা হল।

ভাইস-চ্যানসেলর মহোদয়ের আদেশক্রমে
স্বাক্ষর/- ডেপুটি রেজিস্ট্রার

মেমো নং শা-৪/এ-১১/৬৩/১০৬৬(৫)/সংস্থাপন তারিখঃ ১৮-৮-১৯৯২

অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যব্যবস্থা গ্রহনের অনুরোধসহ অনুলিপি প্রেরিত হল ঃ-

১.জনাব মোঃ তোফাজ্জল হোসেন, অফিস এটেনডেন্ট, মেডিসিন বিভাগ। তাকে অবিলম্বে সার্জারি এন্ড অবস্টেট্রিক্স বিভাগে কাজে যোগদানের নির্দেশ প্রদান করা হল।
২.বিভাগীয় প্রধান, মেডিসিন বিভাগ। বাকৃবি, ময়মনসিংহ। জনাব মোঃ তোফাজ্জল হোসেনের সার্জারি এন্ড অবস্টেট্রিক্স বিভাগে কাজে যোগদান নিশ্চিত কল্পে, তাকে তার

বর্তমান দায়িত্ব হতে অব্যহতি প্রদানের অনুরোধ জ্ঞাপন করা হল।
৩.বিভাগীয় প্রধান, সার্জারি এন্ড আবস্টেট্রিক্স বিভাগ, বাকৃবি, ময়মনসিংহ। জনাব মোঃ তোফাজ্জল হোসেনের কাজে যোগদান পত্র পরবর্তী কার্যব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্ত সংস্থাপন শাখা-৪এ প্রেরণ করার অনুরোধ জ্ঞাপন করা হল।
৪.ডিন, ভেটেরিনারি অনুষদ, বাকৃবি, ময়মনসিংহ। এপ্রসংগে স্বারক স্মর্তব্য।
৫.কোষাধ্যক্ষ। স্বাক্ষর/- ১৮.৮.৯২
ডেপুটি রেজিস্ট্রার

ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ

উপাচার্য্য মহোদয় কর্তৃক বর্তমান ভেটেরিনারি হাসপাতালকে একটি আদর্শ ও আধুনিক হাসপাতাল ও প্রশাসনিক কাজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে গঠিত কমিটির ১৭-৮-৯১ইং তারিখের অনুষ্ঠিত সভার গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুয়ায়ী:

১. ভেটেরিনারি হাসপাতালে বর্তমানে নিয়োজিত ৩ জন কম্পাউন্ডারের মধ্যে হতে ১ জনকে হাসপাতাল সার্জন, সার্জারি ও অবস্টেট্রিক্স এর অধীনে সংযুক্ত থাকার ব্যবস্থা নেওয়া হোক।

বাস্তবায়ন হল:

জনাব মোঃ আব্দুল মজিদ, সিনিয়র ভেটেরিনারী কম্পাউন্ডার গ্রেড-১ (মেমো নং শা-৩/এ-৭২/৬৫/১০৪৪(৬)/সংস্থাপন তারিখঃ ১৩-৮-১৯৯২) এবং জনাব মোঃ তোফাজ্জল হোসেন, অফিস এটেনডেন্ট (মেমো নং শা-৪/এ-১১/৬৩/১০৬৬(৫)/সংস্থাপন, তারিখ ১৮-৮-১৯৯২), তাৎক্ষনিকভাবে কার্যকর হওয়ার ভিত্তিতে, পদসহ সার্জারি এন্ড অবস্টেট্রিক্স বিভাগে বদলী করা হলো। মাঠ পর্যায়ে ব্যবহারযোগ্য ভেটেরিনারি পেশার কার্যক্রমে সর্বনাশ করার জন্য এই ষড়যন্ত্রমূলক খেলায় কে কে অংশ গ্রহণ করল তা সহজেই অনুমেয়।

২. হাসপাতালের জন্য নির্ধারিত এ বৎসরের আর্থিক বাজেট হতে ২০,০০০.০০ (বিশ হাজার) টাকা হাসপাতাল সার্জন, সার্জারি ও অবস্টেট্রিক্স এর পরামর্শেক্রমে প্রয়োজনীয় মালামাল ক্রয় করার ব্যবস্থা করার ব্যবস্থা নেওয়া হোক।

বাস্তবায়ন হল:

চলতি অর্থ বৎসরে ভেট. ক্লিনিক খাতে সর্বমোট বরাদ্দ ৬০,০০০/- হাজার টাকার মধ্যে মেডিসিন বিভাগের অনুকুলে ৩৬,০০০/- টাকা এবং সার্জারি বিভাগের অনুকুলে ২৪,০০০.০০ টাকা ধার্য আছে (কোয়াধ্যক্ষ, ১৪২৫; ১৮/৫/৯২)। এখন বলুন ভার্সিটি পলেটিক্স কাকে বলে এবং কত প্রকার? এই পলেটিক্স এর খেলায় খেলওয়াড় কারা? ব্যক্তিগত প্রধান্য তথা বিভাগের প্রধান্য বিস্তার করতে গিয়ে কতটা আগ্রসী হওয়া যায় এবং অন্য আরেকটি প্রতিষ্ঠিত বিভাগ, পেশা তথা প্রতিষ্ঠাকে কীভাবে ধ্বংস করা যায় এচক্রান্তের নমনা আরও মিলবে।

মেডিসিন বিভাগ, বাকৃবি, ময়মনসিংহ।[১৪৩]

রেজিস্ট্রার
বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ।
যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে।
বিষয়: ভেটেরিনারি ক্লিনিকের প্রশাসনিক অবস্থা প্রসঙ্গে।
প্রিয় মহোদয়,

নিবেদন এই যে, বিগত ২৫-৪-১৯৮৪ ইং তারিখে (নং ২৭৩৫ / সংস্থাপন) মেডিসিন ও সার্জারি বিভাগ বিভক্তকরনের মাধ্যমে মেডিসিন এবং সার্জারি ও অবস্টেট্রিক্স বিভাগ নামে দু'টি পৃথক বিভাগ করা হয়। উল্লেখ্য যে, একই আদেশে ভেটেরিনারি ক্লিনিকটির প্রশাসনিক দায়িত্ব (সম্পূর্ণ বাজেটসহ) সাময়িকভাবে তদানীন্তন মেডিসিন বিভাগের উপর ন্যাস্ত হয়। উল্লেখ্য যে, বিগত ১-১-৯২ইং তারিখ হইতে দুই বছরের জন্য আমাকে মেডিসিন বিভাগের বিভাগীয় প্রধানের দায়িত্ব প্রদান করা হয় (মেমো নং-শা-১/এ-৪৬/৮৭/২২২/সংস্থাপন, তারিখ ১২-১২-১৯৯২)। কিন্তু উক্ত নিয়োগপত্রে ভেটেরিনারি ক্লিনিকের প্রশাসনিক দায়িত্ব ভার কার উপর ন্যাস্ত সে ব্যাপারে কোন উল্লেখ নাই। পূর্বতন বিভাগীয় প্রধানের ন্যায় আমারও ধারনা ছিল সিন্ডিকেটের আদেশমূলে (নং ২৭৩৫ / সংস্থাপন, তারিখ ২৫-৪-১৯৮৪) মেডিসিন বিভাগীয় প্রধানই সাময়িকভাবে ভেটেরিনারি ক্লিনিকের দায়িত্ব পালন করতে হবে। কিন্তু সম্প্রতি মেডিসিন বিভগের প্রধানের কোন মন্তব্য ব্যাতিরেকেই পশু হাসপাতালের বাজেট বিভক্তকরণসহ পশু হাসপাতাল হতে সার্জারি ও অবস্টেট্রিক্স বিভাগে পদসহ একজন কম্পাউন্ডার (নং শা-৩/এ-৭২ / ৬৫/১০৪৪ / সংস্থাপন, তারিখ ১৩-৮-৯২) এবং একজন অফিস এটেনডেন্ট (নং শা-৪/এ-১১/৬৩ /১০৬৬/ সংস্থাপন, তারিখ ১৮-৮-৯২) স্থানান্তরের আদেশনামা হতে প্রতীয়মান হয় যে, পূর্বের সিন্ডিকেটের আদেশটি (নং ২৭৩৫ / সংস্থাপন, তাং ২৫-৪-১৯৮৪) আর কার্যকরী অবস্থায় বহাল নাই। তার কারণ বহাল থাকলে ক্লিনিকের ব্যাপারে মেডিসিন বিভাগের প্রধানের মতামত নেয়া প্রয়োজন ছিল। পূর্বের সিন্ডিকেট অনুমোদিত আদেশটি পরিবর্তিত হয়ে থাকলেও তার কোন কপি অদ্যবধি মেডিসিন বিভাগে পৌছায়নি। এমতাবস্থায়, স্বভাবতঃই পশু হাসপাতালটির প্রশাসনিক ব্যাপারে দ্বৈত শাসনের জটিলতা দেখা দিয়াছে।

অতএব, উক্ত জটিলতা নিরসনকল্পে ও সুষ্ঠভাবে হাসপাতালটি পরিচালনারে জন্য বর্তমানে পশু হাসপাতালটির প্রশাসনিক দায়িত্বে কে আছেন এব্যাপারে সুনির্দিষ্ট আদেশ দানের জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ জানাচ্ছি।

ধন্যবাদান্তে স্বাক্ষর/- (ড. মো. আব্দুস সামাদ) ২০/৯/৯২
প্রধান, মেডিসিন বিভাগ

ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ

এপর্যন্ত ভেটেরিনারি ক্লিনিক বিয়য়ে ডিন এবং ডিনের মাধ্যমে মেডিসিন বিভাগ থেকে যতগুলি অফিসিয়াল পত্র পাঠানো হয়েছে অজ্ঞাত কারণে কোন পত্রের জবাব দেয়া হয়নি। এর থেকে প্রতীয়মান হয় যে, ভেটেরিনারি অনুষদের ডিন এবং রেজিস্ট্রার অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী ভেটেরিনারি ক্লিনিকের আফিসিয়াল কার্যক্রম পরিচালিত করতে আগ্রহী ছিলেন না। কারণ স্বভাবত একটিই রাজনীতিবিদদের তথা নেতাদের খুশী রাখার পদ্ধতি।

ভেটেরিনারি ক্লিনিকের প্রশাসনিক দায়িত্ব কার?

অবশেষে সার্জারি ও অবস্টেট্রিক্স বিভাগ, ভেটেরিনারি অনুষদের ডিন এবং বাকৃবি এর রেজিস্ট্রার এর সকল চিঠি পত্রের আদানপ্রদান ও কার্যাকলাপ পর্যালোচনা করে আমি নিশ্চত হলাম যে, মেডিসিন বিভাগের প্রধান ভেটেরিনারি ক্লিনিকের প্রশাসনিক দায়িত্বে নিয়োজিত নয়। তা হলে ভেটেরিনারি ক্লিনিকের প্রশাসনিক দায়িত্বে নিয়োজিত কে? তবে ভেটেরিনারি ক্লিনিকের লোকবল ও বাজেটের অর্থ মেডিসিন বিভাগের সুপারিশ ছাড়াই ভেটেরিনারি ক্লিনিক থেকে সার্জারি ও অবস্টেট্রিক্স বিভাগে স্থানান্তর করার ব্যবস্থা উক্ত বিভাগ, ডিন ও রেজিস্ট্রার এর মাধ্যমে সম্পন্ন হয়েছে সেকারণে প্রশ্ন দেখা দেয় যে হয় সার্জারি ও অবস্টেট্রিক্স বিভাগ অথবা ডিন ভেটেরিনারি ক্লিনিকের প্রশাসনিক দায়িত্বে নিয়োজিত রয়েছে। যদিও তাদের প্রশাসনিক কার্যক্রমের ব্যবস্থা দেখে মনে হয় ভেটেরিনারি ক্লিনিকের প্রশাসনিক দায়িত্বে এই তিন পর্যায়ের কর্মকর্তা নিয়োজিত কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন আদেশনামা তা প্রমান করে না।

বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ প্রশাসনিক ব্যক্তি নিশ্চয় জানবেন, ভেটেরিনারি ক্লিনিকের প্রশাসনিক দায়িত্বে কে নিয়োজিত। যে কথা সেই কাজ। চলে গেলাম বাকৃবি এর মাননীয় উপাচার্য্য মহোদয়ের সাথে ভেটেরিনারি ক্লিনিকের প্রশাসনিক দায়িত্বে কে আছেন জানার জন্য। সেসময় অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য্য ছিলেন প্রফেসর ড. মো. আশরাফ আলী খান। ভেটেরিনারি ক্লিনিক বিষয়ে আমার কথা শুনে তিনি তো একেবারে হতবাক হয়ে গেলেন। তিনি বললেন যে, প্রশাসনিক দায়িত্বে নিয়োজিত বিভাগীয় প্রধানের সুপারিশ ছাড়া সে শাখা থেকে লোকবল ট্রান্সফার করার কোন নিয়ম অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ে নাই। তিনি আরও উল্লেখ করলেন যে, সার্জারি ও অবস্টেট্রিক্স বিভাগের শিক্ষক জনাব জালাল উদ্দিন আহমেদ ভেটেরিনারি ক্লিনিক ব্যাপারে আমার সাথে আলাপ করে গেলেন। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'ভেটেরিনারি ক্লিনিকের এই যে অবস্থা সৃষ্টি করা হয়েছে তা থেকে পরিত্রাণ পাবার উপায় কি?' আমি শুধু বলেছিলাম যে কারণে এবং যে স্বার্থে যেসব ব্যাক্তিবর্গ ভেটেরিনারি ক্লিনিক প্রতিষ্ঠানটি ধ্বংস করেছে তারা তো এখনও বিশ্ববিদ্যালয়ে আছে এবং থাকবে? আমি আরও উল্লেখ করেছেলাম যে, মেডিসিন বিভাগের বিগত বিভাগীয় প্রধানগন কোন আদেশনামা ছাড়াই ভেটেরিনারি ক্লিনিকের প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করেছেন সেভাবে আমি বর্তমান বিভাগীয় প্রধান হিসেবে ভেটেরিনারি ক্লিনিকের দায়িত্ব পালন করতে আগ্রহী নই। এছাড়া প্রশাসনিকভাবে অনিয়মতান্ত্রিকভাবে ভেটেরিনারি ক্লিনিকের যে অবস্থা সৃষ্টি করা হয়েছে তাতে কোন পদ্ধতি কার্যকর হবেনা। তাই ভেটেরিনারি ক্লিনিকের প্রশাসনিক ব্যবস্থা সম্পূর্ণ পৃথক করে দেওয়ায় হবে উত্তম ব্যবস্থা। তবে পৃথক প্রশাসনিক ব্যবস্থারও ঝুঁকি রয়েছে। কারণ যাদের কারণে ভেটেরিনারি ক্লিনিকের এঅবস্থা সৃষ্টি হয়েছে তারাতো এপ্রতিষ্ঠানে আছে এবং থাকবেই এবং তাদের দ্বারাই প্রতিষ্ঠানটি পরিচালিত হবে। তবুও সিদ্ধান্ত হয় যে একটি কমিটির মাধ্যমে ভেটেরিনারি ক্লিনিকের প্রশাসনিক ব্যবস্থা পৃথক করতে হবে। সেই মোতাবেক একটি কমিটি গঠন করা হয়।[১৪৪]

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ।[১৪৪]

আদেশনামা

নং- শা-১/এ-৫/৯১/১১২৪ / সংস্থাপন তারিখ ঃ ২৫-১০-৯২ইং

ভেটেরিনারি ক্লিনিক এর সুষ্ঠু পরিচালানোর লক্ষে একটি সুনির্দিষ্ট নীতিমালা প্রণয়নের জন্য নিম্নবর্ণিত ব্যাক্তিবর্গ সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন করা হইল।

(১) অধ্যাপক ডঃ মানিক লাল দেওয়ান - আহবায়ক
(২) অধ্যাপক আব্দুর রহমান, মেডিসিন বিভাগ - সদস্য
(৩) অধ্যাপক মীর আশরাফ আলী - সার্জারি বিভাগ- সদস্য
(৪) প্রধান, মেডিসিন বিভাগ। - সদস্য
(৫) প্রধান, সার্জারি বিভাগ। - সদস্য

ভাইস-চ্যান্সেলর মহোদয়ের আদেশক্রমে
স্বাক্ষর/- রেজিস্ট্রার

মোমো নং - শা ১/এ-৫/৯১ / ১১২৪(৭) / সংস্থাপন তারিখ ঃ ২৫-১০-৯২ইং

অনুলিপি প্রেরিত হইল ঃ-

১. অধ্যাপক ডঃ মানিক লাল দেওয়ান, প্যাথলজি বিভাগ, সংশ্লিষ্ট বিষয়ে মেডিসিন বিভাগীয় প্রধান কর্তৃক দাখিলকৃত ২০-৯-৯২ তারিখের পত্রের অনুলিপি এতদসংগে সংযোজিত করা হইল।
২. অধ্যাপক আব্দুর রহমান, মেডিসিন বিভাগ।
৩. অধ্যাপক মীর আশরাফ আলী, সার্জারি ও অবস্টেট্রিক্স বিভাগ।
৪. প্রধান, মেডিসিন বিভাগ।
৫. প্রধান, সার্জারি ও অবস্টেট্রিক্স বিভাগ।
৬. ডিন, ভেটেরিনারি অনুষদ।
৭. গার্ড ফাইল (সংস্থাপন শাখা-১)

স্বাক্ষর/ - রেজিস্ট্রার ২৫/১০/৯২

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ।[১৪৫]

আদেশনামা

নং- শা-১/এ-৫/৯১/১১৮২ / সংস্থাপন তারিখ ঃ ২৭-১১-৯২ইং

ভেটেরিনারি ক্লিনিক এর সুষ্ঠু পরিচালনার লক্ষে একটি সুনির্দিষ্ট নীতিমালা প্রণয়নের জন্য ২৫-১০-৯২ তারিখের শা ১/এ-৫/৯১ / ১১২৪(৭) / সংস্থাপন সংখ্যাক আদেশমূলে গঠিত কমিটি নিম্নবর্ণিতভাবে পূনর্গঠন করা হইল।

(১) অধ্যাপক ডঃ মানিক লাল দেওয়ান, প্যাথলজি বিভাগ- আহবায়ক
(২) অধ্যাপক আব্দুর রহমান, মেডিসিন বিভাগ - সদস্য
(৩) অধ্যাপক মীর আশরাফ আলী -সার্জারি ও অবঃ বিভাগ- সদস্য
(৪) প্রধান, মেডিসিন বিভাগ। - সদস্য
(৫) প্রধান, সার্জারি ও অবস্টেট্রিক্স বিভাগ- সদস্য
(৬) জনাব আবদুল কাইয়ুম লস্কর-সহঃ রেজিস্ট্রার (শিক্ষা)-সদস্য।

ভাইস-চ্যান্সেলর মহোদয়ের আদেশক্রমে
স্বাক্ষর/- রেজিস্ট্রার

মোমো নং - শা ১/এ-৫/৯১ / ১১৮২(৮) / সংস্থাপন তারিখ ঃ ১৭-১১-৯২ইং

অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্য ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধসহ অনুলিপি প্রেরিত হইল ঃ-

(১) অধ্যাপক ডঃ মানিক লাল দেওয়ান, প্যাথলজি বিভাগ।
(২) অধ্যাপক আব্দুর রহমান, মেডিসিন বিভাগ।
(৩) অধ্যাপক মীর আশরাফ আলী, সাজারি ও অবস্টেট্রিক্স বিভাগ।
(৪) প্রধান, মেডিসিন বিভাগ।
(৫) প্রধান, সার্জারি ও অবস্টেট্রিক্স বিভাগ।
(৬) জনাব আবদুল কাইয়ুম লস্কর, সহকারী রেজিস্ট্রার (শিক্ষা)।
(৭) ডিন, ভেটেরিনারি অনুষদ।
(৮) গার্ড ফাইল (সংস্থাপন শাখা-১)

স্বাক্ষর/- (আহাম্নান) ১৭/১১/৯২
রেজিস্ট্রার

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ।[১৪৬]

নং শা ঃ ৩৩৯ / শিক্ষা তারিখ ঃ ১৬-৩-৯৩

রেজিস্ট্রার
বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়,
ময়মনসিংহ।

জনাব,

বিগত ১৭-১১-৯২ তারিখের শা-১/এ-৫/৯১/১১৮২/সংস্থাপন, নং আদেশনামা মূলে ভেটেরিনারি ক্লিনিকের সুষ্ঠু পরিচালনার লক্ষে একটি সুনিদিষ্ট নীতিমালা প্রণয়নের জন্য পূনর্গঠিত কমিটি কর্তৃক প্রণীত সুপারিশ সম্বলিত নীতিমালা / রিপোর্ট আপনার সদয় অবগতি ও পরবর্তী কার্যব্যবস্থা গ্রহনের জন্য এতদসংগে প্রেরণ করা হ'ল।[১৪৭]

আপনার বিশ্বস্ত
স্বাক্ষর/- ১৬-৩-৯৩ (আব্দুল কাইউম লস্কর)
সহকারী রেজিস্ট্রার (শিক্ষা) ও কমিটি সচিব।

মেমো নং শা- ৪০৭(৫) / শিক্ষা তারিখ ঃ ৫/৪/৯৩

পত্রে বর্ণিত কমিটির নীতিমালা / রিপোর্টের এক প্রস্থসহ সদয় অবগতির জন্য অনুলিপি প্রেরিত হ'ল ঃ -

১.প্রধান, মেডিসিন বিভাগ ও কমিটি সদস্য, বাকৃবি, ময়মনসিংহ।

স্বাক্ষর/- ১৬-৩-৯৩
সহকারী রেজিস্ট্রার (শিক্ষা) ও কমিটি সচিব।

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়,
ময়মনসিংহ।

বিগত ১৭-১১-৯২ তারিখের শা-১/এ-৫/৯১/১১৮২/সংস্থাপন, নং আদেশনামা মূলে ভেটেরিনারি ক্লিনিকের সুষ্ঠু পরিচালনার লক্ষে একটি সুনিদিষ্ট নীতিমালা প্রণয়নের জন্য নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিবর্গ সমন্বয়ে পূণর্গঠিত কমিটির রিপোর্ট।

(১) অধ্যাপক ডঃ মানিক লাল দেওয়ান, প্যাথলজি বিভাগ- আহবায়ক
(২) অধ্যাপক আব্দুর রহমান, মেডিসিন বিভাগ - সদস্য
(৩) অধ্যাপক মীর আশরাফ আলী - সাজারি ও অবঃ বিভাগ- সদস্য
(৪) প্রধান, মেডিসিন বিভাগ। - সদস্য
(৫) প্রধান, সার্জারি ও অবস্টেট্রিক্স বিভাগ। - সদস্য
(৬) জনাব আবদুল কাইয়ুম লস্কর-সহঃ রেজিস্ট্রার (শিক্ষা)- সদস্য।

উপরোল্লিখিত কমিটি যথাক্রমে ১০-১২-৯২ইং ও ১২-১-৯৩ইং তারিখদ্বয়ে ২টি সভায় এবং ১৮/২০-২-৯৩ তারিখদ্বয়ে আরও একটি সভায় মিলিত হয়। সবকটি সভাতেই কমিটির সকল সদস্য উপস্থিত থেকে সক্রিয়ভাবে আলোচনায় অংশ গ্রহণ করে মূল্যবান বক্তব্য রাখেন এবং ক্লিনিকটির বিভিন্ন বিরাজমান সমস্যাবলীসহ উহার ব্যবস্থাপনা ও কার্যাদি সম্যকভাবে তুলে ধরেন। সার্বিক আলোচনা হতে ইহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়েছে যে, ভেটেরিনারি ক্লিনিক ভেটেরিনারি অনুষদের স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষা ও গবেষণার কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহার হয়ে থাকে। মূলত এই কেন্দ্রটিতে মেডিসিন, ক্লিনিক্যাল সার্জারি ও অবস্টেট্রিক্স এবং ক্লিনিক্যাল প্যাথলজি বিষযে স্নাতক শ্রেণির ব্যবহারিক ক্লাস অনুষ্ঠিত হয়। উল্লেখ্য, তদানিন্তন সম্মিলিত মেডিসিন ও সার্জারি বিভাগের অধীনে ক্লিনিকটির প্রশাসনিক কার্যভার পরিচালিত হয়ে আসছিল। কিন্তু বিগত ২৫-৪-১৯৮৪ তারিখে (নং ২৭৩৫ / সংস্থাপন) মেডিসিন ও সার্জারি বিভাগ বিভক্তিকরণের মাধ্যমে দু'টি পৃথক বিভাগে রূপান্তরিত হয়। এঅবস্থায় ক্লিনিকটির প্রশাসনিক দায়িত্বে (সম্পূর্ণ বাজেটসহ) সাময়িকভাবে মেডিসন বিভাগের অধীনে ন্যাস্ত করা হয়। কিন্তু পরবর্তীতে মেডিসিন বিভাগের প্রধানস্থ ক্লিনিকের বাজেট সার্জারি ও অবস্টেট্রিক্স বিভাগকে ভাগ করে দেয়া হয়। আবার ক্লিনিক হতে দুইজন কর্মচারীকে (নং শা-৩/এ-৭২/৬৫/১০৪৪/(৬)/ সংস্থাপন, তাং ১০-৮-৯২ এবং নং শা-৪/এ-১১/৬৩/১০৬৬(৫)/সংস্থাপন তাং ১৮-৮-১৯৯২ তাৎক্ষণিকভাবে কার্যকর করার জন্য পদসহ সার্জারি ও অবস্টেট্রিক্স বিভাগে বদলীর আদেশ দেয়া হয়। এইরূপ পরিস্থিতি স্বাভাবিকভাবে ক্লিনিকটি স্পষ্টতঃ দ্বৈত শাসনের কবলে পতিত হয় ফলশ্রুতিতে ভেটেরিনারি শিক্ষা ও জনসাধারণেরপশু পাখির চিকিৎসার স্বাভাবিক কার্যক্রম বিঘ্নিত হতে শুরু করে। উদ্ভূত পরিস্থিতি নিরসন কল্পে ও ক্লিনিকটির কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে নীতিমালা প্রণয়নের জন্য উপরে বর্ণিত কমিটি গঠিত হয়। কমিটি পরপর ৩টি সভায় মিলিত হয়ে বিশদ আলোচনান্তে ও সকল সদস্যের উপস্থিতিতে সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নোক্ত নীতিমালা ব্যাবস্থাদি গ্রহণের বিষয়ে সুপারিশ প্রদানের জন্য ঐক্যমত পোষণ করেন।

(১) ভেটেরিনারি অনুষদের স্নাতক ও স্নাতকোত্তর শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের সুষ্ঠু শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা, ক্লিনিকের সৃষ্ট প্রশাসনিক জটিলতা নিরসন, ক্লিনিকটির সর্বাঙ্গীন উন্নতি ও জনসাধারণের পশু পাখির সুষ্ঠু চিকিৎসা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ক্লিনিকটিকে ভেটেরিনারি অনুষদাধীন একটি আলাদা ইউনিট হিসেবে গণ্য করতঃ ইহার ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব একজন পরিচালকের উপর ন্যাস্ত করা হোক।

ক) ক্লিনিকের পরিচালক মহোদয় মেডিসিন এবং সার্জারি ও অবস্টেট্রিক্স বিভাগ দ্বয়ের প্রফেসরগণের মধ্যে হতে আবর্তনক্রমে (By rotational basis) মাননীয় ভাইস-চ্যান্সেসেলর মহোদয় কর্তৃক সরাসরি ২ (দুই) বৎসরের জন্য নিয়োগপ্রাপ্ত হবেন।

খ) পরিচালক মহোদয় একজন বিভাগীয় প্রধানের ন্যায় যাবতীয় সুযোগ সুবিধা ভোগ করবেন।

গ) পরিচালক মহোদয় ক্লিনিকের যাবতীয় প্রশাসনিক ব্যবস্থা / কর্মকান্ড বিভাগীয় প্রধানগণের ন্যায় ভেটেরিনারি অনুষদের ডিন মহোদয়ের মাধ্যমে প্রক্রিয়ান্বিত করবেন।

ঘ) পরিচালক মহোদয় ক্লিনিকের মাধ্যমে মেডিসিন এবং সার্জারি ও অবস্টেট্রিক্স বিভাগদ্বয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য শিক্ষা ও গবেষণা কাজের সম্ভাব্য যাবতীয় ব্যবস্থা নিশ্চিত করবেন।

(২) ভেটেরিনারি ক্লিনিকটিতে পশু পাখির চিকিৎসা কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য নিম্নে বর্ণিত ৪ (চার) জন ভেটেরিনারি সার্জন নিয়োজিত থাকবেন।

ক) মেডিসিন বিভাগ হতে ২ (দুই) জন।

খ) সার্জারি ও অবস্টেট্রিক্স বিভাগ হতে ২ (দুই) জন। সার্জারী হতে একজন এবং অবস্টেট্রিক্স ও গাইনকোলজী হতে একজন।

গ) ভেটেরিনারি সার্জনগন বিনা ভাড়ায় বাসস্থানের সুযোগ / সুবিধা ভোগ করবেন।

(৩) ভেটেরিনারি ক্লিনিকটির সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য অন্যান্য অফিস স্টাফ অবকাঠামো মোতাবেক নিয়োগ করা হোক।

(৪) ক্লিনিকটির প্রয়োজনীয় ব্যয়ভার বহনের নিমিত্ত বর্তমান বাজেট বরাদ্দ বলবৎ রাখা হোক।

(৫) ভেটেরিনারি ক্লিনিকটির জন্য প্রতিবেদনে বর্ণিত নীতিমালা / ব্যবস্থাদি ১-৭-৯৩ইং তারিখ হতে কার্যকর করা হোক।

স্বাক্ষর/- অস্পষ্ট ১০-৩-৯৩
(অধ্যাপক ডঃ মানিক লাল দেওয়ান)
প্যাথলজি বিভাগ ও কমিটির সভাপতি।

স্বাক্ষর/- অস্পষ্ট ২২-২-৯৩
(আব্দুল কাইয়ুম লস্কর)
সহকারী রেজিস্ট্রার ও কমিটি সচিব

স্বাক্ষর/- অস্পষ্ট ১৩-৩-৯৩
(অধ্যাপক আব্দুর রহমান)
মেডিসিন বিভাগ ও কমিটি সদস্য।

স্বাক্ষর/- অস্পষ্ট ১৫-৩-৯৩
(অধ্যাপক মীর আশরাফ আলী)
(সার্জারি ও অবস্টেট্রিক্স বিভাগ ও কমিটি সদস্য।

স্বাক্ষর/- অস্পষ্ট ২২-২-৯৩
প্রধান, মেডিসিন বিভাগ ও কমিটি সদস্য

স্বাক্ষর/- অস্পষ্ট ১৪-৩-৯৩
প্রধান, সার্জারি ও অবস্টেট্রিক্স বিভাগ ও কমিটি সদস্য।

বিগত ৪/৭-৮-৯৩ তারিখে অনুষ্ঠিত ২০৩ তম সিন্ডেকেটের সিদ্ধান্তঃ
বিবেচ্য নং ৭ ঃ
ভেটেরিনারি ক্লিনিকের সুষ্ঠু পরিচালনার লক্ষে ১৭-১১-৯২ তারিখের শা-১/এ-৫/৯১/১১৮২/স ংস্থাপন নং আদেশ-মূলে গঠিত কমিটি কর্তৃক প্রণীত ১৬-৩-৯৩ তারিখের শা-৩৩৯/শিক্ষা নং মূলে উক্ত কমিটির সচিব মহোদয় সুপারিশ সম্বলিত যে নীতিমালা / রিপোর্ট পেশ করিয়াছেন উহা বিবেচনা করা।
সিদ্ধান্ত নং ৭ ঃ
বিশদ আলোচনান্তে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইল যে ভেটেরিনারি ক্লিনিকের সুষ্ঠু পরিচালনার লক্ষ্যে বিবেচ্যসূচীতে উল্লিখিত কমিটির রিপোর্টোল্লিখিত নীতিমালা / সুপারিশ নীতিগতভাবে গ্রহণ করা হউক। এই নীতিমালার অন্তর্গত সুপারিশাবলী বাস্তবায়নের জন্য ডীন মহোদয়ের সহিত আলোচনা করিয়া পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহনের জন্য ভাইস-চ্যান্সেলর মহোদয়কে ক্ষমতায়িত করা হইল।
সংশ্লিষ্ট রিপোর্টের অনুলিপি ----- চ ----- পঃ দ্রঃ

ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ

ক. কক্ষ দখল, লোকবল ট্রান্সফার, বাজেট ট্রান্সফার, একে অপরের বিচার বিভাগীয় তদন্ত ও বিচার প্রার্থনাসহ সকল কার্যক্রমের জল্পনা ও কল্পনার আবসান ঘটিয়ে অবশেষে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেটেরিনারি ক্লিনিক একটি পৃথক শাখা বা ইউনিট হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করল। তথাপি সমস্যার নিস্পত্তি হলনা। এবার সমস্যা দেখা দিল পরিচালক নিয়োগ নিয়ে। রিপোর্ট অনুযায়ী ভেটেরিনারি ক্লিনিকের পরিচালক নিয়োগ করা হবে মেডিসিন এবং সার্জারি ও অবস্টেট্রিক্স বিভাগের প্রফেসরগনের মধ্যে হতে আবর্তনক্রমে এবং সেঅনুযায়ী প্রথম পরিচালক নিয়োগ করা হবে মেডিসিন বিভাগ থেকে। নিয়ম অনুযায়ী মেডিসিন বিভাগ থেকে ভেটেরিনারি ক্লিনিকের প্রথম পরিচালক প্রফেসর আব্দুর রহমান হওয়ার কথা কিন্তু তিনি বাঁকিয়ে বসলেন। বিভাগীয় প্রধান হিসেবে আমি ভেটেরিনারি ক্লিনিকের পরিচালকের নাম প্রস্তাব পাঠানোর জন্য প্রফেসর আব্দুর রহমান সাহেবের সম্মতি চাইলে তিনি পরিচালকের দায়িত্ব নিতে অস্বীক্ষার করলেন এবং বললেন 'বুঝবা বুঝবা বুঝবা'। আমার উদ্দেশ্যে তাঁর একটি শব্দ তিনবার উচ্চরণ করার পর তাঁর দিকে অসহায় দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাকিয়ে ছিলাম। বুঝতে পারছিলামনা কেন তিনি ভেটেরিনারি ক্লিনিকের পরিচারকের পদটি নিতে রাজী হচ্ছে না। নিজকে তখন বেশ অপরাধী মনে হচ্ছিল এবং মনে হচ্ছিল মেডিসিন বিভাগের বিভাগীয় প্রধান হিসেবে কোথাও আমার একটা ভুল হয়ে গেল কিনা।

খ. একদিন এবং এক রাত্রি প্রফেসর আব্দুর রহমান সাহেবের 'বুঝবা, বুঝবা, বুঝবা' শব্দের অর্থ খোঁজার চেষ্ঠা করেছি। তখন শুধু মনে হয়েছিল যে, ভেটেরিনারি ক্লিনিকটির প্রশাসনিক দায়িত্ব মেডিসিন বিভাগের অধীনে থাকলে কী সুবিধা এবং কী অসুবিধা হবে আর পৃথক ইউনিট হলে কী সুবিধা বা অসুবিধা হবে এটিই প্রধান প্রশ্ন হিসেবে দেখা দিল। মেডিসিন বিভাগের অধীনে ভেটেরিনারি ক্লিনিকের প্রশাসনিক দায়িত্ব থাকাকালীন সময়ে সার্জারি ও অবস্টেট্রিক্স বিভাগ তদানীন্তন মেডিসিন ও সার্জারি বিভাগের বাজেটের দুই-তৃতীয়াংশ, নিয়ম বর্হিভূতভাবে ভেটেরিনারি ক্লিনিকের বাজেট থেকে ২৪,০০০/- টাকা, ভেটেরিনারি ক্লিনিকের কক্ষ দখল ও দুই জন লোকবল ট্রান্সফার এবং দ্বৈত শাসন সৃষ্টি করে ভেটেরিনারি ক্লিনিকের কার্যক্রমকে বিপর্যয় এবং একজন শিক্ষক অন্যজনের বিচার দাবী অবস্থার সৃষ্টি হয় শুধু অবশিষ্ট ছিল মারামরি করা। হয়তো প্রফেসর আব্দুর রহমানে সাহেবের ধারণা ছিল যে, সার্জারি ও অবস্টেট্রিক্স বিভাগ মেডিসিন বিভাগের এত সব নেওয়ার পরও যা থাকবে তা মেডিসিন বিভাগের জন্য যথেষ্ট থাকবে। আর বিভাগীয় প্রধান হিসেবে আমার ধারণা হয়েছিল যে, মেডিসিন বিভাগ এবং সার্জারি ও অবস্টেট্রিক্সে বিভাগের কবল থেকে মেডিসিনের জন্য ভেটেরিনারি ক্লিনিকের কিছুই রক্ষা করতে পারবেনা। তাই ভেটেরিনারি শিক্ষা ও পেশার স্বার্থে ভেটেরিনারি ক্লিনিক মেডিসিন বিভাগ থেকে পৃথক হলে মেডিসিন বিভাগ উভয় বাজেটের অর্থ, ভেটেরিনারি হাসপাতলের স্পেস এবং ভেটেরিনারি ক্লিনিকের প্রশাসনিক ক্ষমতা হারাবে। পরে আমি উপলদ্ধি করতে সক্ষম হই যে, অভিজ্ঞ প্রফেসর আব্দুর রহামান সাহেবর সে দিনের চিন্তা সম্পূর্ণ সঠিক না হলেও বাস্তবের সাথে মিল খুঁজে পাওয়া যায়। কারণ পরবর্তীতে সার্জারি ও অবস্টেট্রিক্স বিভাগের ভেটেরিনারি ক্লিনিকে নিয়োজিত পরিচালকগন ভেটেরিনারি ক্লিনিকের স্পেস, টেলিফোন, বাজেট ইত্যাদি সার্জারি ও অবস্টেট্রিক্স বিয়য়ের জন্য ব্যবহারযোগ্য করে নেন। ফলে ভেটেরিনারি ক্লিনিকে মেডিসিনের কার্যক্রমের ব্যবস্থায় সীমাবদ্ধতা সৃষ্টি হয়। যখন ভেটেরিনারি ক্লিনিকের প্রথম পরিচালক হবার জন্য প্রফেসর আব্দুর রহমান সাহেবকে কোন ক্রমে রাজী করা গেলনা তখন মেডিসিন বিভাগের পরবর্তী সিনিয়র প্রফেসর ডঃ খন্দকার সিরাজুল ইসলাম ভেটেরিনারি ক্লিনিকের পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালনে আগ্রহ প্রকাশ করলেন। সে হিসেবে ভেটেরিনারি ক্লিনিকের পরিচালক পদে নিয়োগের জন্য প্রফেসর ইসলামের নাম প্রস্তাব করা হয়। কিন্তু ভেটেরিনারি ক্লিনিকের জন্য পরিচালক পদটি সিন্ডিকেট কর্তৃক অনুমোদিত হলেও বাস্তবে প্রফেসর ডঃ খন্দকার সিরাজুল ইসলামকে ভেটেরিনারি ক্লিনিকের আফিসার-ইন-চার্জ হিসেবে নিয়োগ দান করা হলো (মেমো নং-শা-১-বিবিধ-৬৫/৯৩/১০০২(২০)/সংস্থাপন, তারিখ ২৯-১১-৯৩। কারণ ভেটেরিনারি ক্লিনিককে একটি পৃথক ইউনিট করার পরও খেলা শেষ হলনা।

পরবর্তীতে ভেটেরিনারি ক্লিনিকের কতিপয় ঘটনা

১৯৯৩ সন থেকে ভেটেরিনারি ক্লিনিক বাকৃবি একটি পৃথক ইউনিট হিসেবে কার্যক্রম একজন আফিসার-ইন-চার্জ এর প্রশাসনিক ব্যস্থাপনায় আপন ধারায় প্রবাহিত হচ্ছিল। আমি ১লা জুন ১৯৯৯ ইং তারিখে ভেটেরিনারি ক্লিনিকের একজন ভেটেরিনারিয়ান (মেডিসিন) হিসেবে কাজে যোগদান করি। সেসময় ভেটেরিনারি ক্লিনিকের অফিসার-ইন-চার্জ হিসেবে নিয়োজিত ছিলেন মেডিসিন বিভাগের প্রফেসর ড. মনোজ মোহন সেন। সেসময় আমার ক্লিনিক্যাল কেসের উপর গবেষণা এবং

অধিক আগ্রহের কারণে প্রতিদিন সকাল ৯.৩০ টা থেকে দুপুর ১২.৩০টা পর্যন্ত ভেটেরিনারি ক্লিনিকে রোগী পরীক্ষা ও চিকিৎসা করতাম। উল্লেখ্য, সেসময় ভেটেরিনারিয়ান (সার্জারি ও অবস্টেট্রিক্স) ভেটেরিনারি ক্লিনিকে নিয়োগরত থাকলেও তাদের উল্লেখ করার মত সংখ্যায় রোগী না থাকার কারণে তারা সময়মত ভেটেরিনারি ক্লিনিকে আসতেন না। ফলে ভেটেরিনারি ক্লিনিকে যতো রোগী আসতো খাতায় রেকর্ড করার পর রোগীর সব মালিকই কেস রেকর্ডিং ফরমটি আমার নিকট নিয়ে আসতো। উল্লেখ্য, অধিকাংশ রোগী থাকতো মেডিসিন বিষয়ের এবং কদাচিৎ সার্জারি ও অবস্টেট্রিক্স বিয়য়ের রোগী থাকতো। মেডিসিন বিষয়ের সকল রোগীকে সুষ্ঠুভাবে পরীক্ষা করে চিকিৎসাপত্র প্রদান করা হতো। এমনকি গরীব রোগীর মালিকদের মেডিকেল কম্পানি থেকে যে সব ঔষধ মেডিকেল স্যাম্পুল হিসেবে পেতাম তা তাদের দিতাম। ফলে ভেটেরিনারি ক্লিনিকে রোগীর সংখ্যা অত্যধিক হারে বৃদ্ধি পেতে থাকে। আর যে সমস্ত রোগী সার্জারি ও অবস্টেট্রিক্স বিষয়ের থাকতো তা সংশ্লিষ্ট ডাক্তারকে রেফার করে দিতাম। তারা সাধারণত দুপুরের দিকে একবার ক্লিনিকে এসে ব্যবস্থা গ্রহণ করতেন। এপদ্ধতিতে ১৯৯৯-২০০০ আর্থিক বৎসরে ভেটেরিনারি ক্লিনিকে রোগী সংখ্যা প্রায় ২০ হাজার ছাড়িয়ে যায় যা অন্যন্য বৎসরের তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ।

অতঃপর ভেটেরিনারি ক্লিনিকের অফিসার-ইন-চার্জ হিসেবে সার্জারি ও অবস্টেট্রিক্স বিভাগের প্রফেসর ড. মো. আখতার হোসেন নিয়োগ লাভ করেন। পরবর্তীতে প্রফেসর হোসেন এবং উপাচার্য্য প্রফেসর ড. মো. আনোয়ারুল ইসলাম রাজনীতি মতাদর্শ একই হওয়ার কারণে সিন্ডিকেট কর্তৃক অনুমোদিত ভেটেরিনারি ক্লিনিকের রিপোর্ট অনুযায়ী আফিসার-ই-চার্জ উপাধি পরিবর্তন করে পরিচালক বাস্তবায়ন করেন।

ভেটেরিনারিয়ান (মেডিসিন) হিসেবে আমাকে প্রতিদিন অনেক রোগী পরীক্ষা ও চিকিৎসা করতে হতো। হঠাৎ করে একদিন পশুর মালিকেরা একসাথে অনেকগুলি কেস রেকর্ড ফরম চিকিৎসার জন্য আমার কাছে জমা দেয়। জমাকৃত চিকিৎসা করার ফরমে দেখতে পেলাম চিকিৎসা ফরমগুলো সিল দেওয়া। যেমন মালিকের অভিযোগ ‘গরুর পেটফাঁপা’ সিল দেওয়া আছে ‘সার্জারি’, আবার ‘ছাগলের পায়খানা হয়না’ সিল দেওয়া আছে ‘সার্জারী’, গরুর কাঁধে ঘা সিল দেওয়া আছে ‘সাজারী’, গরু খায়না সিল দেওয়া আছে ‘মেডিসিন’, বাছুরের পাতলা পায়খানা হচ্ছে সিল দেওয়া আছে ‘মেডিসিন’। আশ্চার্য হয়ে ভেটেরিনারি ক্লিনিকে নিয়োজিত সংশ্লিষ্ট রিস্পেপসানিস্টকে ডেকে পাঠালাম এবং সিল কে দিয়াছে এবং কেন দিয়েছে জানতে চাইলে সে উত্তরে জানালো যে, নতুন পরিচালক মহোদয় নিজে শহর থেকে সিল তৈরি করে এনে আমাকে নির্দেশ দিয়েছে যে এই ভাবে কেস রেকর্ডিং ফরমে সিল দিতে হবে। বুঝতে আর অসুবিধা হল না। তবে আমি সিল দেওয়া কেস রেকডিং ফরমগুলি মাননীয় পরিচালক মহোদয়ের নিকট নিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম যেসকল কেস রেকডিং ফরমে সার্জারি সিল দেয়া হয়েছে তার সার্জিক্যাল চিকিৎসা কী? তিনি বুঝতে পারলেন প্রফেসর সামাদের উপস্থিতিতে কেস দখল পদ্ধতি চালোনো খুব কঠিন হবে। তাই সরাসরি উত্তর দিল, ‘তাহলে আমাদের সার্জারির কেস কোথায়’? কী হাস্যকর কথা! আমার পক্ষে কি সম্ভব সার্জারির জন্য পশুর ব্যবস্থা করা? পরিচালক মহোদয় আরেও বললেন, ‘তুমি যখন পরিচালক হবে তখন কিভাবে ক্লিনিক চালাও দেখবো?’ এই অবস্থায় ক্লিনিকে আমার আগের উদ্দ্যোম হারিয়ে যায়। কবে আবার মেডিসিনের রোগীগুলোকে সমান দু’ভাগে ভাগ করে এক অংশ সার্জারিকে দিতে হবে। আমার দুই বছরের মেয়াদ শেষ হবার সাথে সাথে ভেটেরিনারি ক্লিনিক থেকে চলে আসি।

ভেটেরিনারি ক্লিনিকের জায়গা-জমি দখল

বাংলাদেশ কৃষিবিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ।[১৪৮]
মেডিসিন বিভাগ

মেমো নং ১৭৮ / ডিএম তারিখ: ১৯-৩-৯০ইং
উপাচার্য্য
বাংলাদেশ কৃষিবিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ।
বিষয়: বিশ্ববিদ্যালয়ের পশু হাসপাতালের সম্মুখস্থ ও দক্ষিণ পার্শ্বস্থ পতিত জায়গায় পুকুর খনন প্রসংগে।

মহাত্মন,
নিবেদেন এই যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের পশু হাসপাতালের সম্মুখস্থ ও দক্ষিন পার্শ্বস্থ পতিত জায়গায় মাৎস্য বিজ্ঞান অনুষদের ২টি বিভাগ কর্তৃক বেশ কয়েকটি পুকুর খনন করা হইয়াছে। পশু হাসপাতালের সম্প্রসারণ কল্পে উক্ত পতিত জায়গা অত্যন্ত প্রয়োজন। তাই উপাচার্য্য মহোদয় ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রকৌশলী ওয়েট লেবরেটরি ভবনের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপনের সময় বলেছিলেন যে, উক্ত পতিত জায়গা পশু হাসপাতালের সম্প্রসারণ কাজের জন্য নির্ধারিত থাকবে। কিন্তু অতি সম্প্রতিকালে উক্ত পতিত জায়গায় মাৎস্য বিজ্ঞান অনুষদের পুকুর খননের কাজ শুরু করা হইয়াছে।
অতএব, পুকুর খনন করার কার্যক্রম বন্দ রাখা ও খননকৃত পুকুর ভরাটের জন্য মহাত্মনের নিকট আনুরোধ করিতেছি।

আপনার বিশ্বস্ত
মেমো নং ১৭৩(৩) / ডিএম তাং ১৯-৩-৯০ইং স্বাক্ষর/- (ড. ম. নূরুদ্দিন)
বিভাগীয় প্রধান

অবগিত ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের নিমিত্তে অনুলিপি প্রেরিত হলোঃ
১) ডিন, ভেটেরিনারি অনুষদ, বাকৃবি, ময়মনসিংহ।
২) বিশ্ববিদ্যালয় প্রকৌশলী, বাকৃবি, ময়মনসিংহ।
৩) ডিন, মাৎস্য বিজ্ঞান অনুষদ, বাকৃবি, ময়মনসিংহ।
স্বাক্ষর/- (ডঃ ম. নূরুদ্দিন) ১৯/৩/৯০

বাংলাদেশ কৃষিবিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ।[১৪৯]

নং ১১০৮ / সংস্থাপন তারিখ ঃ ২৫-৩-৯০ইং
ডিন, মাৎস্য বিজ্ঞান অনুষদ,
বাংলাদেশ কৃষিবিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ।
মহোদয়,
এই মর্মে অভিযোগ এসেছে যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের পশু হাসপাতালের সম্মুখস্থ ও দক্ষিণ পার্শ্বস্থ পতিত জায়গায় অননুমোদিতভাবে মাৎস্য বিজ্ঞান অনুষদের ২টি (দুই) বিভাগ কর্তৃক বেশ কয়েকটি পুকুর খনন করা হচ্ছে। অথচ উক্ত হাসপাতালের সম্মুখস্থ ও দক্ষিণ পার্শ্বস্থ পতিত জমি হাসপাতাল সম্প্রসারণের জন্য নির্ধারিত জায়গা। কাজেই উক্ত জায়গায় কোন পুকুর খনন করা যেতে পারেনা।
অতএব, উল্লেখিত জায়গায় পুকুর খননের কাজ চলতে থাকলে উহা অবিলম্বে বন্ধ করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আপনাকে অনুরোধ জানানো হল। যদি ইতিমধ্যে পুকুর খনন করা হয়ে থাকে তবে কেন এবং কি প্রয়োজনে উক্ত পুকুরগুলো কর্তৃপক্ষের বিনা অনুমতিতে খনন করা হয়েছে এ’র প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা প্রদানের জন্য আদিষ্ট হয়ে আপনাকে অনুরোধ জ্ঞাপন করছি।

আপনার বিশ্বস্ত,
স্বাক্ষর/- রেজিস্ট্রার
নং ১১০৮(৪) / সংস্থাপন তারিখ ঃ ২৫/৩/৯০

অনুলিপি অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্য ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্ত প্রেরিত হল:
(১) প্রধান, ফিসারিজ বাইয়োলজি ও লিন্মোলজী বিভাগ।
(২) প্রধান, একুইকালচার ও ম্যানেজমেন্ট বিভাগ।
(৩) প্রধান, ফিসারিজ টেকনোলজী বিভাগ।
(৪) প্রধান, মেডিসিন বিভাগ।

স্বাক্ষর/- রেজিস্ট্রার

বাংলাদেশ কৃষিবিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ।[১৫০]

মেমো নং ৯০১ / ডিএম তারিখ ঃ ১৬ - ৫ - ১৯৯3ইং

মাননীয় ভাইস-চ্যান্সেলর
বাংলাদেশ কৃষিবিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ।
বিষয়: ভেটেরিনারি ক্লিনিকের জন্য শেড নির্মান ও এলাকা উন্নয়ণ প্রসঙ্গে।
মহোদয়,

বিনীত নিবেদন এই যে, অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেটেরিনারি ক্লিনিকটি বর্তমানে নানারূপ সমস্যায় জর্জরিত। চিকিৎসার স্বার্থে আগত পশু পাখির জন্য শেডের অভাব, ক্লিনিকের সম্মুখস্থ এলাকাতে দীর্ঘদিন যাবত পড়ে থাকা পাইপের কারণে স্থান সংকুলানের অভাব, চতুর্দিকস্থ সীমানা দেয়ালের অভাব এবং ক্লিনিকের প্রবেশ পথের দ্বারে নীচু ডোবা ইত্যাদির কারণে ক্লিনিকটির স্বাভাবিক কাজকর্ম ও ছাত্রদের ব্যবহারিক ক্লাস বিঘ্নিত হচ্ছে। দীর্ঘদিনের বিরাজিত সমস্যার সমাধান কল্পে তৎকালীন মেডিসিন বিভাগের প্রধান প্রফেসর খন্দকার সিরাজুল ইসলাম উল্লেখিত সমস্যাগুলির সমাধান কল্পে যে পদক্ষেপ গ্রহণ করেন, তার ফলশ্রুতিতে চিঠি নং ৩৪৫(৩)/ভিসি কার্যালয়, ১৪মে ১৯৮৬ সমস্যা সমাধানে পদক্ষেপ নেওয়ার সঙ্গে জড়িত বিভিন্ন প্রশাসনিক কর্মকর্তাকে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ প্রদান করেন (কপি সংযোজিত)। কিন্তু অদ্যাবধি এই সব সমস্যার সমাধান হয়নি। পরবর্তী বিভাগীয় প্রধানগন এ ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে পত্র যোগাযোগ করেছেন কিন্তু কোন ফল হয়নি। এমতাবস্থায়, বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ প্রশাসনের কাছে নিম্নবর্ণিত সমস্যাগুলির সমাধান কল্পে জরুরী ভিত্তিতে নির্দেশ প্রদান করার অনুরোধ জানাচ্ছি। আসন্ন বর্ষা মৌসুম শুরু হওয়ার পূর্বেই হাসপাতালের সম্মুখস্থ নীচু এলাকা ভরাট করা সহ এনিম্যাল শেড তৈরীর কাজটি সম্পন্ন হওয়া বাঞ্ছনীয় বলে আমি মনে করি।

১) ক্লিনিকের সম্মুখে পড়ে থাকা পাইপগুলি প্রজেক্টের স্টোরে স্থানান্তর।
২) ক্লিনিকের সম্মুখস্থ নিচু ডোবায় মাটি ভরাটকরণ।
৩) ক্লিনিকের চতুর্দিকে কংক্রিটের পিলারসহ কাঁটা তারের বেড়া নির্মাণ।
৪) আনুমানিক ৪০-৫০টি পশুর জন্য একটি এনিম্যাল শেড নির্মাণ (টিনের ছাউন ও ইটের দেয়াল এবং মেঝে ইটের সিলিং)।
৫) ক্লিনিকের সম্মুখস্থ রাস্তা ও গেট নির্মাণ।
৬) একটি টিনের পশু খাদ্য সংরক্ষণাগার নির্মাণ।

অতএব, বিষটি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করে ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ প্রদানের জন্য মহোদয়ের কাছে আনুরোধ জানাচ্ছি।

আপনার একান্ত বাধ্যগত
স্বাক্ষর/- (ড. মো. আব্দুস সামাদ) ১৬/৫/৯৩
প্রধান, মেডিসিন বিভাগ।

বাংলাদেশ কৃষিবিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ।[১৫৩]

নং - তারিখ ঃ

প্রতি রেজিস্ট্রার
বাংলাদেশ কৃষিবিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ।

প্রিয় মহোদয়,

সংস্থাপন শাখার আদেশ নং শা-১/বিবিধ-৬৫/৩৯/৬৪/ সংস্থাপন তারিখ ৩১-৯-৯৪ ইং এর মাধ্যমে ব্লু-প্রিন্টে অনুসারে ভেটেরিনারি ক্লিনিকের এলাকা চিহ্নিত করতঃ রিপোর্ট প্রদানের জন্য গঠিত কমিটির প্রতিবেদন আপনার অবগতি ও পরবর্তী কার্য্য ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্তে এতদসংগে প্রেরন করা হইল।

আপনার বিশ্বস্ত,
স্বাক্ষর/- (প্রফেসর ডঃ মোঃ আর. আই. সরকার)

পরিচালক, পরিকল্পনা ও উন্নয়ন এবং কমিটি আহ্বায়ক।
নং-বাকুবি/পঃওউ/ফসিটি /১৫/৯৪/৪৩১/(৪) তারিখ ২৭-১১-৯৪
কমিটির প্রতিবেদনের অনুলিপিসহ অবগতির জন্য অনুলিপি প্রেরিত হইল ঃ-
১) ডিন, ভেটেরিনারি অনুষদ ও কমিটি সদস্য, বাকৃবি, ময়মনসিংহ।
২) ডিন, মাৎস্য বিজ্ঞান অনুষদ ও কমিটি সদস্য, বাকৃবি, ময়মনসিংহ।
৩) অফিসার-ই-চার্জ, ভেটেরিনারি ক্লিনিক ও কমিটি সদস্য, বাকৃবি, ময়মনসিংহ।
৪) বিশ্ববিদ্যালয় প্রকৌশলী ও কমিটির সদস্য, বাকৃবি, ময়মনসিংহ।

স্বাক্ষর/- ২৭.১১.৯৪
পরিচালক, পরিকল্পনা ও উন্নয়ন এবং কমিটি আহ্বায়ক।

বাংলাদেশ কৃষিবিশ্ববিদ্যালয় , ময়মনসিংহ।[১৫২]

সংস্থাপন শাখার আদেশ নং শা-১-বিবিধ-৬৫/৯৩/৬৪/সংস্থাপন তাং ৩১-১-৯৪ইং মূলে ব্লু-প্রিন্ট অনুসারে ভেটেরিনারি ক্লিনিকের এলাকা চিহ্নিত করতঃ রিপোর্ট প্রদানের জন্য গঠিত কমিটির প্রতিবেদন।

ভূমিকা

অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্লু-প্রিন্ট অনুসারে ভেটেরিনারি ক্লিনিক এর এলাকা চিহ্নিত করতঃ প্রতিবেদন প্রদানের জন্য সংস্থাপন শাখার আদেশ নং শা-১/বিবিধ-৬৫/৯৩/৬৪/সংস্থাপন তাং ৩১-১-৯৪ইং মাধ্যমে পরিচালক, পরিকল্পনা ও উন্নয়ন-কে আহ্বায়ক করিয়া ৫ (পাঁচ) সদস্যের একটি কমিটি গঠন করা হয়। কমিটির গঠন নিম্নরূপ:
১. পরিচালক, পরিকল্পনা ও উন্নয়ন- আহ্বায়ক ২. ডিন, ভেটেরিনারি অনুষদ - সদস্য
৩. ডিন, মাৎস্য বিজ্ঞান অনুষদ- সদস্য ৪. অফিসার-ইন-চার্জ, ভেটেরিনারি ক্লিনিক-সদস্য।
৫. বিশ্ববিদ্যালয় প্রকৌশলী- সদস্য।

কমিটির উপর অর্পিত দায়িত্ব সম্পাদনের নিমিত্তে ৭-৮-৯৪ইং তারিখে প্রথম সভায় মিলিত হয়। সভায় ভেটেরিনারি ক্লিনিকের এলাকা চিহ্নিত করণের লক্ষ্যে বিস্তারিত আলোচনা ও পর্য্যালোচনান্তে ব্লু-প্রিন্ট অনুসারে এলাকা চিহ্নিত করিয়া সরেজমিনে সীমানা নির্ধারণের জন্য মাস্টার প্ল্যানের কপিসহ নির্বাহী প্রকৌশলী-২ জনাব মোঃ নাজিম উদ্দিন, সিনিয়র ড্রাফটসম্যান, বিশ্ববিদ্যালয় প্রকৌশলীর কার্য্যালয় এবং জনাব মোঃ আইন উদ্দিন, সুপারভাইজার, এস্টে শাখা সমন্বয়ে ২৫-৮-৯৪ইং তারিথে আফিসার-ইন-চার্জ ভেটেরিনারি ক্লিনিক মহোদয়ের অফিস কক্ষে অনুষ্ঠিতব্য সভায় মিলিত হওয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। তদানুযায়ী উল্লেখিত ব্যক্তিবর্গসহ কমিটির সদস্যগন ২৫-৮-৯৪ই তারিখে অফিসার-ইন-চার্জ, ভেটেরিনারি ক্লিনিক এর অফিস কক্ষে সভায় মিলিত হয়। সভায় সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিস্তারিত অলোচনা অনুষ্ঠিত হয় এবং মাস্টার প্ল্যানে প্রদর্শিত ভেটেরিনারি ক্লিনিকের এলাকা পর্য্যবেক্ষণ করতঃ সরেজমিনে তাহা প্রত্যক্ষ করা হয়। অতপর সর্বসম্মতিক্রমে সকল সদস্যের উপস্থিতিতে মাস্টার প্ল্যান অনুযায়ী ভেটেরিনারি ক্লিনিকের এলাকা চিহ্নিত করতঃ সরেজমিনে মাপিয়া সীমানা নির্ধারন করা হয়।

সুপারিশ

সংস্থাপন শাখার আদেশ নং শা-১/বিভিধ-৬৫/৯৩/৬৫/সংস্থাপন তাং ৩১-১১-৯৪ইং মূলে গঠিত কমিটি কর্তৃক বিস্তারিত আলোচনা ও পর্য্যালোচনা ও মাস্টার প্ল্যান অনুযায়ী ভেটেরিনারি ক্লিনিকের এলাকা চিহ্নিত করতঃ সরে-জমিনে মাপিয়া নির্ধরনকৃত সীমানা যাহা এতদসংগে সংযোজিত ব্লু-প্রিন্টে লাল চিহ্নিত করিয়া দেখানো হইয়াছে তাহা ভেটেরিনারি ক্লিনিকের প্রয়োজনে ব্যবহারের অনুমতি প্রদানের জন্য সুপারিশ করা হইল।

উপসংহার

ব্লু-প্রিন্ট অনুসারে ভেটেরিনারি ক্লিনিকের এলাকা চিহ্নিত করতঃ রিপোর্ট প্রদানের জন্য গঠিত কমিটির সম্মনিত সকল সদস্য এবং অন্যান্য ব্যক্তিবর্গকে কমিটির কাজে সর্বোতভাবে সাহায্য ও সহযোগীতা প্রদান করায় আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করতঃ অত্র প্রতিবেদনের প্রেক্ষিতে পরবর্তী কার্য ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য রেজিস্ট্রার মহোদয়কে অনুরোধ জানানো হয়।

Total area of Veterinary clinic according to the Blue-print = 1.61 acre
Total plenith area of Veterinary clinic building = 0.41 acre

স্বাক্ষর/- ২৭/১১/৯৪
ডীন, ভেটেরিনারি অনুষদ ও
কমিটি সদস্য।

স্বাক্ষর/- ২৭/১১/৯৪
ডীন, মাৎস্য বিজ্ঞান অনুষদ ও
কমিটি সদস্য।

স্বাক্ষর/- ২৭/১১/৯৪
বিশ্ববিদ্যালয় প্রকৌশলী ও
কমিটি সদস্য।

স্বাক্ষর/- ২৫/১১/৯৪
(প্রফেসর ডঃ মোঃ আর. আই, সরকার)
পরিচালক, পরিকল্পনা ও উন্নয়ন এবং
কমিটি আহ্বায়ক।

স্বাক্ষর/- ২৭/১১/৯৪
অফিসার-ই-চার্জ, ভেটেরিনারি ক্লিনিক
ও কমিটি সদস্য।

ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ

বর্তমানের বাকৃবি ভেটেরিনারি ক্লিনিক নামে যে প্রতিষ্ঠানটি চালু রয়েছে এবং তার কার্যক্রম যেভাবে পরিচালিত হচ্ছে তা ক্লিনিক বা হাসপাতাল এর সংজ্ঞার মধ্যে পড়েনা। ক্লিনিক ও হাসপাতাল এর সংজ্ঞা এঅধ্যায়ের প্রথমেই বর্ণনা করা হয়েছে। অর্থাৎ কিভাবে এবং পদ্ধতিতে এই প্রতিষ্ঠানটি পরিচালিত হচ্ছে তা সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞ ব্যক্তি ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

ভেটেরিনারি ক্লিনিক এর জায়গা-জমি নিয়ে যত লেখালেখি, অভিযোগ, সভা ইত্যাদি হয়েছে তার ফল কি হযেছে তা আমার জানা নেই। তবে ভেটেরিনারি ক্লিনিকটি পরিদর্শনে গেলে দেখতে পাবেন এই প্রতিষ্ঠানটির সামনে দক্ষিণদিকে ছোট ছোট অনেক পুকুর, দক্ষিণপূর্ব কোণে মাৎস্যা বিজ্ঞানের লেবরেটরি, উত্তর পার্শ্বে মাৎস্য বিজ্ঞান অনুষদের রাস্তা, উত্তর-পশ্চিম পার্শ্বে মাৎস্য বিজ্ঞান অনুষদের গেট এবং উত্তর-পূর্ব কোনে মাৎস্য বিজ্ঞান অনুষদের মসজিদ। অর্থাৎ চারদিক থেকে ভেটেরিনারি ক্লিনিক প্রতিষ্ঠানটিকে চেপে চেপ্টা করে রেখেছে। কিন্তু সকলের জানা অত্যাবশ্যক যে, শতকরা ৮০ ভাগই রোগ মানুষ ও পশু-পাখি পরস্পরের মধ্যে সংক্রমিত হয়। সুতরাং পার্শ্বস্থ দখলকারীগনের স্বাস্থ্য অবশ্যই ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে তা বলার অপেক্ষা রাখেনা।

ভেটেরিনারি ক্লিনিকের পরবর্তী অবস্থা

১৯৯৩ সনে বাকৃবি এর ভেটেরিনারি ক্লিনিক একটি পৃথক ইউনিট হিসেবে চালু হবার পর থেকে আর উক্ত ক্লিনিকের কার্যক্রম ও অবস্থা সম্পর্কে আমার জানা থাকার কথা নয়। কারণ ক্লিনিকটি অফিসার-ইন-চার্জ বা পরিচালক এর মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে। আমি ১লা জুন ১৯৯৯ থেকে ৩১শে মে ২০০১ইং পর্যন্ত ভেটেরিনারি ক্লিনিকে ভেটেরিনারিয়ান (মেডিসিন) হিসেবে নিয়োজিত ছিলাম। ভেটেরিনারি ক্লিনিকের পরিচালকের কেস দখলের ঘটনার পর ক্লিনিকের স্বাভাবিক কার্যক্রম সম্পর্কে আমার আগ্রহ হ্রাস পায়। তাই ভেটেরিনারি ক্লিনিকে কি ঘটছে তা জানার আগ্রহ হারাই।

অবশেষে ২০০৫ সনের ১০ই মার্চ দি পাপুয়া নিউ গিনি ইউনিভারসিটি অব টেকনোলজি বিশ্ববিদ্যালয়ে লিয়েনে চাকরি নিয়ে গমন করি। বিদেশে আমার চাকরীর তৃতীয় বর্ষে (২০০৭) যখন মেডিসিন বিভাগের সকল সিনিয়র প্রফেসর অবসরে চলে গেছেন। আর মাত্র যে দুইজন সহযোগী অধ্যাপক ছিলেন তারা মেডিসিন বিভাগের বিভাগীয় প্রধান থাকতে পারতেন। কিন্তু একজন পোস্ট-ডক্ট ফেলোশীপ এবং অন্যজন চাকরী নিয়ে জাপান চলে যান। ফলে মেডিসিন বিভাগের বিভাগীয় প্রধান হবার কোন যোগ্য শিক্ষক বিভাগে ছিলনা। এমতাবস্থায় আমার স্মরণ হ'ল মেডিসিন বিভাগের এই এয়াতিম অবস্থায় মেডিসিন বিভাগ আবার ষড়যন্ত্রের শিকার হবে। ইতিমধ্যে কিছু উৎকণ্ঠিত খবর কাছে পৌঁছে। আমার ইচ্ছা ছিল লিয়েন পুরা করে অবশিষ্ট কয়েক বছর চাকরি করে অবসরে যাওয়া। তাই বিভাগের ভয়াভহ অবস্থা জেনে বিদেশী চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে দেশে ফিরে আসি। বিভাগে কাজে যোগদান করেই জানতে পারলাম যে, মেডিসিন বিভাগের বিভাগীয় প্রধানের দায়িত্বে সাময়িকভাবে নিয়োজিত আছেন ফিজিয়লজি বিভাগের একজন প্রফেসর এবং সার্জারি ও অসস্টেট্রিক্স বিভাগের প্রফেসর ড. মো. আখতার হোসেন এখন ডিন মেডিসিন বিভাগের স্পেস দখলের প্রক্রিয়ায় অত্যন্ত ব্যস্ত। মেডিসিন বিভাগের স্পেস দখলের বিষয়টি পৃথকভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। তাই পুনরায় ভেটেরিনারি ক্লিনিকের বিষয়ে ফিরে আসি। আমি ২৮শে সেপ্টেম্বর ২০০৭ ইং তারিখে বিদেশ থেকে ফিরে মেডিসিন বিভাগে কাজে যোগদান করি। আর ডিসেম্বর মাসেই ভেটেরিনারি ক্লিনিকে ইন্টানী সমাপ্তকারী ছাত্রছাত্রীদের পরীক্ষা নিতে যাই। ছাত্র-ছাত্রীদের পরীক্ষা নিতে গিয়ে বুঝতে পারলাম ভেটেরিনারি ক্লিনিকের শোচনীয় অবস্থা।

ইন্টার্নী ছাত্র-ছাত্রীদের ইন্টার্নী প্রশিক্ষণের উপর তৈরি ইন্টার্নী ট্রেনিং বুককে নামকরণ করা হয়েছে 'লগ বুক'। এই লগ বুকে চিকিৎসার জন্য যে সকল প্রেসক্রিপশন লেখা হয়েছে তা প্রায় ভুল। উল্লেখ্য, কয়েকটি বোর্ডে বিভক্ত হয়ে ইন্টার্নী পরীক্ষা হচ্ছিল। সকল পরীক্ষা শেষে একটি ইর্ন্টানী প্রশিক্ষণের মূল্যায়ন সভা অনুষ্ঠিত হয়। সে মূল্যায়ান সভায় ভেটেরিনারি অনুষদের ডীন উপস্থিত ছিলেন। সকল বোর্ডের চেয়ারম্যানকে তার পরীক্ষার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে হয়। একটি পরীক্ষা বোর্ডের চেয়াম্যান ছিলেন প্রফেসর ডা. জালাল উদ্দিন আহমেদ। তিনি সরাসরি বললেন ছাত্র-ছাত্রীদের লগ বুকে রোগ চিকিৎসার লেখা কোন প্রেসক্রিপশনই ঠিক হয়নি। এরপর আমাকে চেয়ারম্যান হিসেবে অভিজ্ঞতা ব্যাক্ত করতে বললেন। আমি তাদের একটি গল্প শুনালাম। গল্পটি হ'ল এক স্বচ্ছল কৃষকের। এক কৃষকের পরিবারে তিন জন সদস্য স্বামী, স্ত্রী এবং একটি ছেলে। কৃষক বেশ রাগী এবং কৃষক বউ বেশ বদমেজাজী। একদিন কৃষক হাট থেকে ব্যাগে এক কেজি খাসীর মাংস কিনে বাড়ীর উঠানে মাংসের ব্যাগ রেখে বউকে বলে গেল যে ব্যাগে মাংস রেখে গেলাম দুপুরে খাবারের জন্য পাক করে রেখ। এদিকে বদ মেজাজী বউ উঠানের মাংসের ব্যাগ উঠাতে ভুলে গেল এবং হঠাৎ একটি কুকুর এসে ব্যাগের সব মাংস খেয়ে ফেলল। কৃষক বউ কুকুরের মাংস খাওয়ার দৃশ্য দেখে বটি দিয়ে কুকরের গলা কেটে ফেলল এবং সে কুকুরের মাংস তৈরি করে পাক করে রাখলো। এসব দৃশ্য তার ছোট ছেলে দেখল। ছেলের বাবা যখন দুপুরে বাড়ীতে খাবার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে তখনই তার ছেলে পড়েছে বিপদে। সে ভাবল যদি সত্য কথা বলি তবে মা বকা খাবে এবং চুপ থাকলে বাবা কুকুরের মাংস খাবে। আমি এখন কী যে করি? এহলো বাকৃবি ভেটেরিনারি ক্লিনিকের বর্তমান অবস্থা।

এর মধ্যে প্রায় দুই বছর সময় পার হয়ে গেল। একদিন হঠাৎ বাকৃবি-এর সংস্থাপন শাখা থেকে বাকৃবি ভেটেরিনারি ক্লিনিকের পারিচালক হিসিবে নিয়োগের জন্য অপশন দেয়া জন্য পত্র পেলাম।[১৫৩] সে পরিপ্রেক্ষিতে উত্তর পাঠালাম।[১৫৪] পুনরায় সংস্থাপন শাখা সুস্পষ্ট মতামত দেয়ার জন্য অনুরোধ করলো।[১৫৫] তাই আমি ভেটেরিনারি ক্লিনিকের উন্নয়নের জন্য পরিচালক হবার কিছুটা আশান্বিত এবং আবার সার্জারি ও অবস্টেট্রিক্স বিভাগের বিগত ভূমিকার কথা স্মরণ করে কিছুটা নিরাশ হয়ে উত্তর দিই।[১৫৬] অবশেষে আমাকে ভেটেরিনারি ক্লিনিকের পরিচালক হিসেবে নিয়োগের নিয়োগপত্র পায়[১৫৭] এবং সে অনুসারে বিগত ৩০.০৬.২০০৯ তারিখ ভেটেরিনারি ক্লিনিকের পরিচালক হিসবে দায়িত্বভার গ্রহন করি।[১৫৮] ভেটেরিনারি ক্লিনিকের পরিচালকের দায়িত্বভার গ্রহণ করে প্রথমেই ভেটেরিনারি ক্লিনিকে কর্মরত ভেটেরিনারিয়ানদের একটি সভা আহ্বান করে ভেটেরিনারি ক্লিনিকের সমস্যা ও উন্নয়ণের ব্যাপারে কতিপয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।[১৫৯] পরবর্তীতে গৃহীত সিদ্ধান্তবলী বাস্তবায়নের জন্য পর্যায়ক্রমে যথাযথ কর্তৃপক্ষের আলোচনা ও বিবেচনার জন্য স্মারকলিপি প্রদান করা হয় ।[১৬০]

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ।[১৫৩]

নং শা-১ / ৬৩৩ / সংস্থাপন তারিখ ঃ ১০-৬-২০০৯

প্রফেসর ড. মো. আব্দুস সামাদ
প্রধান, মেডিসিন বিভাগ
বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ।

প্রিয় মহোদয়,

আপনার সদয় অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে, ভেটেরিনারি ক্লিনিকের পরিচালক হিসেবে সার্জারী ও অবস্টেট্রিক্স বিভাগেরে প্রফেসর ড. মির্জা আবুল হাসিম-এর কার্যকালের মেয়াদ আগামী ২৯-০৬-২০০৯ তারিখে শেষ হবে। তাঁর কার্যকালের মেয়াদান্তে ভেটেরিনারি ক্লিনিকের পরবর্তী পরিচালক নিয়োগের বিষয়ে কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত গ্রহণের লক্ষ্যে মেডিসিন বিভাগের প্রধানের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি নিয়ে ভেটেরিনারি ক্লিনিকের পরিচালক হিসেবে নিয়োগ পেতে সম্মত কী-না এ সম্পর্কে আপনার অপশন কাম্য।

এমতাবস্থায়, উপরে বর্ণিত বিষয়ে অপশন দেয়ার জন্য আদিষ্ট হয়ে আপনাকে অনুরোধ জ্ঞাপন করছি।

আপনার বিশ্বস্ত
স্বাক্ষর/- ১০-৬০০৯
অফিসার-অন-স্পেশাল ডিউটি (সংস্থাপন)

মেডিসিন বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ।[১৫৪]

মেমো নং ৩৪৯ / ডিএম তারিখ ঃ ১৪-৬-২০০৯

বরাবর
রেজিস্ট্রার
বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়
ময়মনসিংহ।

বিষয়ঃ ভেটেরিনারি ক্লিনিকের পরিচালক হিসেবে নিয়োগ পেতে অপশন প্রসংগে।

প্রিয় মহোদয়,

আপনার অফিস স্মারক নং-১/৬৩৩/সংস্থাপন, তাং ১০-৬-২০০৯ থেকে অবগত হলাম যে, উল্লিখিত বিষয়ে আমার একটি অপশন প্রয়োজন। আমার মনে হয় বাকৃবি প্রশাসনের ইস্যুকৃত নিম্নোক্ত আদেশনামাগুলি বিশ্লেষণ করলে আমার কোন অপশন দেয়ার প্রয়োজন হয়না।

(১) নং শা-১/এ-৪৬/৮৭/১৭৪(২৬)/সংস্থাপন, তাং ৭-৩-২০০৫
(২) নং শা-১/এ-৬/২০০৫/১৪৪৪(১৪)/ সংস্থাপন, তাং ৮-৮-২০০৭
(৩) নং শা-৭/ও,এম-৭১/৬২/৩য় খন্ড / ৩২৭/ সংস্থাপন, তাং ১১-১১-২০০৭
(৪) নং শা-৭/ও, এম-৭১/৬২/৩য় খন্ড / ৪৪৯/ সংস্থাপন, তাং ২১-১১-২০০৮
(৫) নং শা-১/এ-৩৭/১৯৯৫/৭৭৮(৯)/ সংস্থাপন, তাং ২৭-৫-২০০৭
(৬) নং শা-১/এ-৬/২০০৫/৯৭৪(৩০)/ সংস্থাপন, তাং ৪-৭-২০০৭
(৭) নং শা-১/ ৪৩৯ (৩০) / সংস্থাপন, তাং ১২-৫-২০০৯

উপরোক্ত স্মারকলিপিগুলির সারসংক্ষেপ হলো নিম্নরূপ

(ক)মেডিসিন বিভাগের কোন মতামত না নিয়ে মেডিসিন বিভাগের স্নাতকোত্তর শ্রেণীর ক্লাসরুপ ও গবেষণাগার নির্মাণের অনুমোদিত পরিকল্পনাকে পরিবর্তন করে প্রশাসনিক ক্ষমতাবলে কনফারেন্স রুম নির্মাণ করা।
(খ)মেডিসিন বিভাগের বিভাগীয় প্রধানের দায়িত্বভার হস্তান্তরের ব্যবস্থা না করে প্রশাসনিক ক্ষমতাবলে বিভাগীয় প্রধানকে বিদেশে চাকরী করার জন্য লিয়েন মঞ্জুর করা।
(গ) দু'বছরের জন্য মেডিসিন বিভাগের বিভাগীয় প্রধান নিয়োগদান করে সাময়িকভাবে বিভাগীয় প্রধানের দায়িত্বভার হস্তান্তর করা।
(ঘ)শিক্ষক (প্রভাষক) নিয়োগে মেডিসিন বিভাগকে বিবেচনাহীনভাবে বঞ্চিত করা।

উল্লেখ্য, আমি দু'বছরের জন্য মেডিসিন বিভাগের বিভাগীয় প্রধান হিসেবে নিয়োগ লাভ করে সাময়িকভাবে নিয়োগকৃত প্রধানের নিকট থেকে দায়িত্বভার বুঝে নিয়ে সাময়িকভাবে বিভাগীয় প্রধানের দায়িত্ব পালনের শেষ পর্যায়ে উপনীত হয়েছি।

এমতাবস্থায় প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী সাময়িকভাবে দায়িত্ব প্রাপ্ত বিভাগীয় প্রধানের কোন অতিরিক্ত পদে নিয়োগের জন্য অপশন দেয়ার প্রয়োজন হয় না।

ধন্যবাদান্তে অকপটে আপনার
(ড. মো. আব্দুস সামাদ)

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ।[১৫৫]

নং শা-১ / ৬৮৭ / সংস্থাপন তারিখ ঃ ১৮-৬-২০০৯

প্রফেসর ড. মো. আব্দুস সামাদ
প্রধান, মেডিসিন বিভাগ
বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়,
ময়মনসিংহ।

প্রিয় মহোদয়,

আপনার সদয় অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে, ভেটেরিনারি ক্লিনিকের পরিচালক হিসেবে সার্জারী ও অবস্টেট্রিক্স বিভাগের প্রফেসর ড. মির্জা আবুল হাসিম- এর কার্যকালের মেয়াদ আগামী ২৯.০৬.২০০৯ তারিখে শেষ হবে। তাঁর কার্যকালের মেয়াদান্তে ভেটেরিনারি ক্লিনিকের পরবর্তী পরিচালক নিয়োগের বিষয় কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত গ্রহণের লক্ষ্যে মেডিসিন বিভাগের প্রধানের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি নিয়ে ভেটেরিনারি ক্লিনিকের পরিচালক হিসেবে নিয়োগ পেতে আপনি সম্মত কী-না এ সম্পর্কে আপনার সুস্পষ্ট মতামত কাম্য।

এমতাবস্থায়, ভেটেরিনারি ক্লিনিকের পরিচালক নিয়োগের বিষয়টি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে সুস্পষ্ট মতামত দেয়ার জন্য আদিষ্ট হয়ে আপনাকে পুনরায় অনুরোধ জ্ঞাপন করছি।

আপনার বিশ্বস্ত
স্বাক্ষর/- ১৮-৬-০৯
অফিসার-অন-স্পেশাল ডিউটি (সংস্থাপন)

মেডিসিন বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ।[১৫৬]

মেমো নং ৩৫৬ / ডিএম তারিখ ঃ ২০-৬-২০০৯

বরাবর
রেজিস্ট্রার
বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ।

প্রিয় মহোদয়,

আপনার অফিস স্মারক নং শা-৬৮৭/সংস্থাপন, তারিখ ১৮-৬-২০০৯ এর পরিপ্রেক্ষিতে জানাচ্ছি যে, মেডিসিন বিভাগের প্রধানের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি নিয়ে ভেটেরিনারি ক্লিনিকের পরিচালক হিসেবে নিয়োগ পেতে আমি সম্মত আছি। তবে অধিক কোন যোগ্যতা সম্পন্ন ব্যক্তিকে ভেটেরিনারি ক্লিনিকের পরিচালক হিসেবে নিয়োগদান করলে আমার কোন আপত্তি নাই।

ধন্যবাদান্তে

আপনার বিশ্বস্ত
স্বাক্ষর/-
(ড. মো. আব্দুস সামাদ)

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ।[১৫৭]

আদেশনামা

শা-১/ ৭২৯ / সংস্থাপন তারিখ ঃ ২৭-০৬-২০০৯

মেডিসিন বিভাগের প্রফেসর ড. মো. আব্দুস সামাদ-কে, সার্জারী ও অবস্টেট্রিক্স বিভাগের প্রফেসর ড. মির্জা আবুল হাসিম এর স্থলে শিক্ষক হিসেবে তাঁর নিজ দায়িত্বেও অতিরিক্ত ৩০.০৬.২০০৯ তারিখ হতে পরবর্তী ২ (দুই) বৎসরের জন্য প্রচলিত শর্তে ভেটেরিনারি ক্লিনিকের পরিচালক হিসেবে নিয়োগ করা হল।

প্রফেসর ড. মো. আব্দুস সামাদ, শিক্ষক হিসেবে তাঁর নিজ দায়িত্বেও অতিরিক্ত ভেটেরিনারি ক্লিনিকের পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালনকালে বিনা ভাড়ায় বাসস্থানের সুবিধাসহ মাসিক টাঃ ১,০০০/- (এক হাজার) মাত্র ভাতা প্রাপ্য হবেন।

ভাইস-চ্যান্সেলর মহোদয়ের আদেশক্রমে

স্বাঃ/- রেজিস্ট্রার

শা-১/৭২৯(৩)/সংস্থাপন তারিখ ঃ ২৭-০৬-২০০৯

অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরিত হল ঃ
০১-২৩ ঃ

স্বা/- রেজিস্ট্রার ২৮-৬-২০০৯

ভেটেরিনারি ক্লিনিক

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ।[১৫৮]

মেমো নং ৬৩৬(৯) / ভেটেঃ ক্লিনিক/২০০৯ তারিখ ঃ ৩০-০৬-২০০৯

বরাবর
রেজিস্ট্রার
বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ।
যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে

বিষয় ঃ ভেটেরিনারি ক্লিনিকের পরিচালক পদের দায়িত্বভার হস্তান্তর ও গ্রহণ প্রসঙ্গে।

প্রিয় মহোদয়,

আদেশ নং শা-১ / ৭২৯(৩০)/ সংস্থাপন তারিখ ২৭-০৬-২০০৯ এর পেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, আমরা নিম্ন স্বাক্ষরকারীগণ ৩০-০৬-২০০৯ তারিখ পূর্বাহ্নে ভেটেরিনারি ক্লিনিকের পরিচালক পদের দায়িত্বভার হস্তান্তর ও গ্রহণ করলাম।

স্বাক্ষর/- ৩০.০৬.০৯	স্বাক্ষর/- ৩০.০৬.০৯
ড. মির্জা আবুল হাসিম	(ড. মো. আব্দুস সামাদ)
দায়িত্ব প্রদানকারী পরিচালক	দায়িত্ব গ্রহণকারী পরিচালক
প্রফেসর, সার্জারি ও অবস্টেট্রিক্স বিভাগ।	প্রফেসর, মেডিসিন বিভাগ।

মেমো নং ৬৩৬(৯)/ ভেটেঃ ক্লিনিক তারিখ ঃ ৩০-০৬-২০০৯

অবগতির জন্য অনুলিপি প্রেরিত হলঃ

স্বাক্ষর/- ৩০.০৬.০৯
(ড. মো. আব্দুস সামাদ)
দায়িত্ব গ্রহণকারী পরিচালক
প্রফেসর. মেডিসিন বিভাগ।

ভেটেরিনারি ক্লিনিক

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ।[১৫৯]

বিষয়: ভেটেরিনারি ক্লিনিকে কর্মরত ভেটেরিনারিয়ানদের সভা নং ১/২০০৯

বিগত ০৫-০৭-২০০৯ তারিখ বেলা ১১-১৫ ঘটিকায় ভেটেরিনারি ক্লিনিকের পরিচালকের অফিস কক্ষে ভেটেরিনারি ক্লিনিকের কর্মরত ভেটেরিনারিয়ানদের একটি সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন ভেটেরিনারি ক্লিনিকে নবনিযুক্ত পরিচালক প্রফেসর ড. মো. আব্দুস সামাদ। সভাপতি ভেটেরিনারি ক্লিনিকের কর্মরত সকল ভেটেরিনারিয়ানদের স্বগত জানিয়ে সভার কাজ আরম্ভ করেন।

সভায় উপস্থিত ভেটেরিনারিয়ানবৃন্দ:
(১) প্রফেসর ড. মো. আব্দুস সামাদ (পরিচালক)
(২) প্রফেসর ড. মো. হাবিবুর রহমান (ভেটে. প্যাথলজি)
(৩) প্রফেসর ড. ফরিদা ইয়াসমীন বারি (ভেটে. গাইনিকোলজি ও অবস্টেট্রিক্স)
(৪) ড. মো. রফিকুল আলম (ভেটে. সার্জারি)
(৫) ডা. মো. আমিমুল এহসান (ভেটে. মেডিসিন)

বিবেচ্য বিষয় ১: ৭ম ব্যাচ / ২০০৯ ভেটেরিনারি ইন্টার্নীশিপ / ২০০৯ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচানান্তে সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়।

ক. ভেটেরিনারি ক্লিনিকে কর্মরত পরিচালকসহ মোট ৬ (ছয়) জন ভেটেরিনারিয়ান সমভাবে ৭ম ব্যাচ ইন্টানীশিপ ট্রেনিং প্রোগ্রামে সুপারভাইজার হিসেবে দায়িত্ব পালন করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করা হোক।

খ. ভেটেরিনারি ক্লিনিকে ইন্টানীশিপ ট্রেনিং প্রোগ্রাম সুষ্ঠভাবে পরিচালনার জন্য দু'জন করে সুপারভাইজারের অধীনে তিন গ্রুপের ইন্টার্নী গ্র্যাজুয়েটদের একটি ব্যাচ করে সকাল (৯.৩০-২.০০ টা) এবং বিকেল (৩.০০-৪.৩০টা) দু'শিফটের একটি ক্লিনিক্যাল ট্রেনিং রুটিন অনুমোদন করা হয়।

বিবেচ্য বিষয় ২: **ভেটেরিনারি ক্লিনিক এর নাম উপযুক্তকরণ প্রসঙ্গে।**

আলোচনা: ১৯৬২ সন থেকে প্রথমে ভেটেরিনারি ক্লিনিকটি তদানীন্তন মেডিসিন ও সার্জারি বিভাগের অধীনে এবং ১৯৮৪ সন থেকে মেডিসিন বিভাগের অধীনে পরিচালিত হয়। পরবর্তীতে ১৯৯৩ সনে ভেটেরিনারি ক্লিনিক একটি পৃথক প্রতিষ্ঠান হিসেবে স্বীকৃত লাভ করে। ভেটেরিনারি ক্লিনিক একটি স্বীকৃত পৃথক প্রতিষ্ঠান হলেও চিকিৎসা কার্যক্রম পরিচালিত হয় ভেটেরিনারি অনুষদের ক্লিনিক্যাল বিভাগের শিক্ষকদের অতিরিক্ত দায়িত্বে নিয়োজিত আবর্তন পদ্ধতির মাধ্যমে। 'ক্লিনিক' এবং 'হাসপাতাল' নামকরণ ও ব্যবস্থাপনার মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য রয়েছে। যেমন হাসপাতালের একটি শাখা হলো ক্লিনিক যেখানে বহিরাগত রোগীর (outdoor patient) চিকিৎসা করা হয়। বর্তমানে ভেটেরিনারি অনুষদের ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা পূর্বেও অপেক্ষা তিনগুণ। উপরোক্ত ভেটেরিনারি ক্লিনিকে যোগ হয়েছে ভেটেরিনারি গ্র্যাজুয়েটদের ইন্টার্নীশিপ ট্রেনিং প্রোগ্রাম। সে অনুযায়ী ভেটেরিনারি ক্লিনিকের ব্যবস্থাপনা ও সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি করা হয়নি। বাস্তবে ক্লিনিক নামকরণ আওতায় সুযোগ বৃদ্ধিকরণের সীমাবদ্ধতা রয়েছে। তাই বাস্তবতার আলোকে 'ভেটেরিনারি ক্লিনিক' নামটি ভেটেরিনারি হাসপাতাল নামকরণ করা অত্যাবশ্যক। বর্তমানে পরিচালিত ভেটেরিনারি ইন্টানীশিপ ট্রেনিং প্রোগ্রাম ভেটেরিনারি ক্লিনিক নামকরণ প্রতিষ্ঠান থেকে নিম্নোক্ত কারণে প্রদান করা যুক্তিসংগত হয়নি।

সদ্য পাশ করা ভেটেরিনারি গ্র্যাজুয়েটদের সাধারণত দুই ধরনের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয় যথা- (ক) ইন্টারর্নীশিপ (ইনডোর রোগীর উপর প্রশিক্ষণ) এবং (খ) এক্সটার্নীশিপ (আউটডোর রোগী ও অন্য প্রতিষ্ঠিানে প্রশিক্ষণ)। তাই বাকৃবি পরিচালিত সদ্য পাশ করা ডিভিএম গ্র্যাজুয়েটদের ভেটেরিনারি ক্লিনিক ও অন্য প্রতিষ্ঠানে পরিচালিত ইন্টার্নীশিপ ট্রেনিং প্রোগ্যামটি বাস্তবে হচ্ছে এক্সটার্নীশিপ ট্রেনিং প্রোগ্রাম।

সিদ্ধান্ত ২: উপরোক্ত বিষয়টি আলোচনান্তে সর্ব সম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, বিশেষজ্ঞ পর্যায়ে ইনডোর চিকিৎসা ব্যবস্থা আরম্ভ এবং ইন্টার্নীশিপ ট্রেনিং প্রোগ্র্যামের নাম যথার্থ করার জন্য জরুরী ভিত্তিতে 'ভেটেরিনারি ক্লিনিক' নামটি 'ভেটেরিনারি হাসপাতাল' নামকরণ করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক।

বিবেচ্য বিষয় ৩: ভেটেরিনারি ক্লিনিকে অতিরিক্ত দায়িত্ব নিয়োজিত ভেটেরিনারিয়ানদের চিকিৎসায় সময়দান প্রসঙ্গে।

আলোচনা: বিবেচ্য বিষয়ের উপর আরোচনায় সকলেই একমত পোষণ করেন যে, বর্তমানে ভেটেরিনারি ক্লিনিকে পরিচালকসহ মোট ছয়জন ভেটেরিনারিয়ান অতিরিক্ত দায়িত্বে নিয়োজিত। প্রত্যেকের নিজ নিজ বিভাগে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর শ্রেণির ক্লাস ও গবেষণাসহ অন্যান্য দায়িত্ব পালন করছেন। অনেক সময় সংশ্লিষ্ট ক্লিনিক্যাল বিভাগে শিক্ষক স্বল্পতার কারণে ভেটেরিনারি ক্লিনিকে অতিরিক্ত দায়িত্ব পালনে ভেটেরিনারিয়ান পদে নিয়োগের জন্য শিক্ষক না থাকার কারণে চিকিৎসা কার্যক্রম ও ইন্টার্নীশিপ প্রোগ্রাম ব্যহত হয়।

সিদ্ধান্ত ৩:

ক. প্রশাসনিক ভাবে 'ভেটেরিনারি ক্লিনিক' এর নাম ভেটেরিনারি হাসপাতাল উপযুক্তকরণ করে ভেটেরিনারি হাসপাতাল নিজস্ব ভেটেরিনারিয়ান দ্বারা পরিচালিত করার জন্য সুপারিশ করা হোক।

খ. ভেটেরিনারি ক্লিনিকের প্রশাসনিক কোন পরিবর্তন না হওয়া পর্যন্ত অতিরিক্ত দায়িত্বে নিয়োজিত ভেটেরিনারিয়ানদের ভেটেরিনারি ক্লিনিকে রোগী আগমনের পিক আওয়ারে বিশেষ করে সকাল ১১টা থেকে বিকেল ২টা পর্যন্ত কর্মদিবসে অন্তত একবার ভেটেরিনারি ক্লিনিকে এসে সংশ্লিষ্ট ব্যবহারিক ক্লাস, রোগীর চিকিৎসা ও ইন্টার্নীশিপ ট্রেনিং প্রোগ্রামে সহায়তা করার জন্য সংশ্লিষ্ট ভেটেরিনারিয়ানদের জানানো হোক।

বিবেচ্য বিষয় ৪: ভেটেরিনারি এ্যাম্বুলেটরি ক্লিনিক এর গাড়ী ব্যবহার প্রসঙ্গে।

সিদ্ধান্ত ৪: স্নাতক (ডিভিএম) শ্রেণির ক্লিনিক্যাল বিষয়ের ছাত্র-ছাত্রী এবং ইন্টারনীশিপ ট্রেনিং প্রোগ্রামের ডিভিএম গ্র্যাজুয়েটদের মাঠ পর্যায়ে চিকিৎসা সংক্রান্ত বিষয়ে প্রশিক্ষণের জন্য এ্যাম্বুলেটরি ক্লিনিক গাড়ীটির ব্যবহারের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক।

বিবেচ্য বিষয় ৫: বিবিধ - ভেটেরিনারি ক্লিনিকের বিভিন্ন বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার পর সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

ক.ভেটেরিনারি ক্লিনিকের বাউন্ডারীর চারিদিকে মেহগনি গাছ লাগানোর ব্যবস্থা করা হোক।

খ. ভেটেরিনারি ক্লিনিকে নিয়োজিত সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীর কাজের শৃংখলা ফিরিয়ে আনা এবং সার্বিক পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্নতার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক।

গ. ভেটেরিনারি ক্লিনিকে কর্মরত সক ভেটেরিনারিয়ানদের প্রয়োজনীয় চিকিৎসার ঔষধ ও সংশ্লিষ্ট দ্রব্যাদি সরবরাহ ও ক্রয়ের জন্য একটি তালিকা ক্লিনিক আফিসে জমা দানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক।

পরিশেষে সভাপতি সভায় অংশ গ্রহণকারী সকলকেই ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষনা করেন। সভার সিদ্ধান্ত রেকর্ডিংয়ে কোন আপত্তি থাকলে সিদ্ধান্তবলীর কপি প্রাপ্তির ৭ দিনের মধ্যে লিখিতভাবে জানানোর জন্য অনুরোধ করা হলো।

স্বাক্ষর/-
পরিচালক, ভেটেরিনারি ক্লিনিক

মেমো নং ৬৫২(৯)/ ভেটঃ ক্লিনিক/২০০৯ তারিখ ঃ ১২-০৭-০৯

অবগতি ও কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলো:

১) প্রফেসর ড. মো. আব্দুস সামাদ, পরিচালক, ভেটে. ক্লিনিক।
২) প্রফেসর ড. মো. হাবিবুর রহমান, ভেটেরিনারিয়ান, প্যাথলজি।
৩) প্রফেসর ড. ফরিদা ইয়াসমীন বারি, ভেটে. গাইনকোলজি ও অবঃ।
৪) ড. মো. রফিকুল আলম, ভেটে. সার্জারি।
৫) ডা. মো. আমিনুল এহসান, ভেটেরিনারিয়ান, মেডিসিন।
৬) ডা. মোহাম্মদ আরিফুল ইসলাম, ভেটে. মেডিসিন।
৭) বিভাগীয় প্রধান, -------------------- ভেটেরিনারি অনুষদ।
৮) ডীন, ভেটেরিনারি অনুষদ, বাকৃবি, ময়মনসিংহ।
৯) অফিস কপি।

স্বাক্ষর/- ১২-৭-২০০৯
(প্রফেসর ড. মো. আব্দুস সামাদ)
পরিচালক, ভেটেরিনারি ক্লিনিক

ভেটেরিনারি ক্লিনিক
বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ।[১৬০]

মেমো নং ৬৮৩ / ভেটঃ ক্লিনিক তারিখ ঃ ১৬-০৮-২০০৯

বরাবর ডীন,
ভেটেরিনারি অনুষদ
বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়
ময়মনসিংহ।

বিষয়: বাকৃবি 'ভেটেরিনারি ক্লিনিক' এর নাম 'ভেটেরিনারি হাসপাতাল' হিসেবে উপযুক্তকরণ এবং নিজস্ব চিকিৎসক ভেটেরিনারিয়ান এর মাধ্যমে হাসপাতাল পরিচালনার আবশ্যকতা প্রসঙ্গে।

প্রিয় মহোদয়,

আপনার সদয় অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, বিগত ১৯৯২ সনে বাকৃবি প্রশাসন কর্তৃক অনিয়মতান্ত্রিকভাবে দু'টি আদেশনামা (নং শা-৩/এ-৭২/৬৫/১০৪৪(৬)/সংস্থাপন, তারিখ ১৩-৮-১৯৯২ এবং নং শা-৪/এ-১১/৬৩/১০৬৬(৫)/সংস্থাপন, তারিখ ১৮-৮-১৯৯২) ইস্যু করার পরিপ্রেক্ষিতে মেডিসিন বিভাগের প্রশাসনিক ব্যবস্থায় (নং ২৭৩৫/সংস্থাপন, তারিখ ২৫-৪-১৯৮৪) পরিচালিত ভেটেরিনারি ক্লিনিকটির প্রশাসনিক কার্যক্রম একটি অনিশ্চয়তার মধ্যে পতিত হয়। সে পরিপ্রেক্ষিতে ভেটেরিনারি ক্লিনিকটির পরিচালনার নীতিমালার জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয় (নং শা-১/এ-৫/৯১/১১৮২/সংস্থাপন, তারিখ ২৭-১১-৯২)। উক্ত কমিটির চূড়ান্ত নীতিমালা (নং শা-৪০৭(৫)/ শিক্ষা, তাং ৫-৪-৯৩) বিগত ৪/৭-৮-৯৩ তারিখে অনুষ্ঠিত ২০৩ তম সিন্ডিকেটের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ভেটেরিনারি ক্লিনিকটি একটি পৃথক প্রতিষ্ঠান হিসেবে স্বীকৃতলাভ করে। উল্লেখ্য, ১৯৯২ সনে মেডিসিন বিভাগের প্রধান হিসেবে উক্ত কমিটির আমি একজন সদস্যের দায়িত্ব পালন করি। সে সময় আমি আশ্বাম্বিত ছিলাম যে, পৃথক প্রতিষ্ঠান হিসেবে ভেটেরিনারি ক্লিনিকটির প্রশাসনিক ও চিকিৎসা কার্যক্রমের উন্নয়ণ ঘটবে। কিন্তু প্রায় ১৬ বছর পরে বিগত ৩০.৬.২০০৯ তারিখে ভেটেরিনারি ক্লিনিকের পরিচালক পদে নিয়োগলাভ করে ক্লিনিকের জায়গা-জমি, স্থাপনা, আসবাবপত্র, যন্ত্রপাতি, স্টোরের রেকর্ডপত্র, সুযোগ-সুবিধা, চিকিৎসা ব্যবস্থা ও কার্যক্রম ইত্যাদি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে আমার মনে হয়েছে যে প্রায় ১৬ বছর পূর্বে যে কারণে ভেটেরিনারি ক্লিনিকটি একটি পৃথক প্রতিষ্ঠান করা হয়েছিল তার উদ্দেশ্য সফল হয়নি। উপরন্ত ভেটেরিনারি ক্লিনিকের প্রশাসনিক ও চিকিৎসা কার্যক্রম ১৯৯২ সনের পূর্বের অবস্থার থেকেও অবনতি ঘটেছে।

অতএব, অনুষদীয় সভার মাধ্যমে বিষয়ে উল্লেখিত বিষয়সূচী হিসেবে আলোচনার জন্য অনুরোধ করা হলো।

(প্রফেসর ড. মো. আব্দুস সামাদ)
পরিচালক
ভেটেরিনারি ক্লিনিক

ভেটেরিনারি ক্লিনিক
বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ।[১৬১]

মেমো নং ৬৪৯ / ভেটঃ ক্লিনিক তারিখ ঃ ১১-০৭-২০০৯

বরাবর রেজিস্ট্রার,
বাকৃবি, ময়মনসিংহ।
মাধ্যম: ডীন, ভেটেরিনারি অনুষদ।

বিষয়: বাকৃবি ভেটেরিনারি ক্লিনিক চত্তরে 'জাতীয় বৃক্ষরোপণ কর্মসূচী-২০০৯' পালন প্রসঙ্গে।

প্রিয় মহোদয়,

আপনি নিশ্চয় অবগত আছেন যে, বাংলাদেশে জাতীয় বৃক্ষরোপণ কর্মসূচী-২০০৯' পালন করা হচ্ছে। এই জাতীয় কর্মসূচীর আলোকে বিগত ৫-৭-২০০৯ তারিখে অনুষ্ঠিত ভেটেরিনারি ক্লিনিকে কর্মরত ভেটেরিনারিয়ানদের একটি সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় বিবিধ বিবেচ্য বিষয়ে আলোচনায় সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, 'ভেটেরিনারি ক্লিনিকের বাউন্ডারীর চারিদিকে মেহগনি গাছ লাগানোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক।' উল্লেখ্য, সরজমিনে পরীক্ষা করে প্রতীয়মান হয় যে, বাকৃবি ভেটেরিনারি ক্লিনিকের বাউন্ডারীর চারিদিকে ৬৫ থেকে ৭০টি মেহগনি গাছ রোপন করা সম্ভব।

অতএব, ভেটেরিনারি ক্লিনিকের বাউন্ডারীর চারিদিকে জরুরী ভিত্তিতে গাছ লাগানোর অনুমতি দান করে 'জাতীয় বৃক্ষরোপণ কর্মসূচী-২০০৯' পালনের সহায়তা দান করবেন।

ধন্যবাদান্তে স্বাক্ষর/ - ১১-৭-০৯
(প্রফেসর ড. মো. আব্দুস সামাদ)
পরিচালক, ভেটেরিনারি ক্লিনিক

ভেটেরিনারি ক্লিনিক
বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ।[১৬২]

মেমো নং ৬৫১ / ভেটঃ ক্লিনিক তারিখ ঃ ১২-০৭-২০০৯

বরাবর রেজিস্ট্রার,
বাকৃবি, ময়মনসিংহ।
মাধ্যম: ডীন, ভেটেরিনারি অনুষদ।

বিষয়: 'ভেটেরিনারি ক্লিনিক' এর নাম 'ভেটেরিনারি হাসপাতাল' হিসেবে উপযুক্তকরণ প্রসঙ্গে।

প্রিয় মহোদয়,

আপনি নিশ্চয় অবগত আছেন যে, 'ক্লিনিক' এবং 'হাসপাতাল' নামে প্রতিষ্ঠানের কার্যপরিধি ভিন্ন। বর্তমানে বাকৃবি এর ভেটেরিনারি অনুষদের আওতাধীন 'ভেটেরিনারি ক্লিনিক' এর নামকরণ কখনও 'ভেটেরিনারি ক্লিনিক' (নং ২৭৩৫ / সংস্থাপন, তাং ২৫-০৪-৮৪ ; নং শা-১/এ-৫/৯১/১১২৪/সংস্থাপন, তাং ২৫-১০-৯২) আবার কখনও 'পশু হাসপাতাল' (নং ১১০৮ / সংস্থাপন, তাং ২৫-০৩-৯০ ; নং ২৩৯৩ / সংস্থাপন, তাং ০৪-০৬-৯১ ; নং ৩০৭৮ / সংস্থাপন, তাং ২৮-০৭-৯১) হিসেবে বিভিন্ন আদেশনামা ইস্যু করা হয়েছে। বিগত ০৫-০৭-২০০৯ তারিখে অনুষ্ঠিত ভেটেরিনারি ক্লিনিকে কর্মরত ভেটেরিনারিয়ানদের এক সাধারণ সভায় (সভা নং ০১/২০০৯) বিবেচ্য বিষয় ২: ভেটেরিনারি ক্লিনিক এর নাম উপযুক্তকরণ প্রসঙ্গে বিষয়ের উপর বিশদভাবে আলোচনান্তে সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় 'বিশেষজ্ঞ পর্যায়ে ইনডোর চিকিৎসা ব্যবস্থা আরম্ভ এবং ইন্টার্নীশিপ ট্রেনিং প্রোগ্রামের নাম যথার্থ করার জন্য জরুরী ভিত্তিতে 'ভেটেরিনারি ক্লিনিক' নামটি 'ভেটেরিনারি হাসপাতাল' নামকরণ করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক।' প্রধানত নিম্নোক্ত কারণে 'ভেটেরিনারি ক্লিনিক' এর নাম 'ভেটেরিনারি হাসপাতাল' করা অত্যাবশ্যক।

প্রথমত ক্লিনিক এবং হাসপাতাল নামকরণ ও ব্যবস্থাপনার মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য রয়েছে। সাধারণত ক্লিনিকে বহিরাগত বা আউটডোর রোগীর মেডিসিন বিষয়ে চিকিৎসা ও পরামার্শ দেয়া হয়। অপরদিকে হাসপাতাল আউটডোর ছাড়াও ইনডোর ব্যবস্থাপনায় রোগীর চিকিৎসা, অস্ত্রোপচার ও যত্নসেবার মাধ্যমে চিকিৎসা করা হয়। সে কারণে হাসপাতালের একটি শাখা হলো ক্লিনিক। বর্তমানের বাকৃবি 'ভেটেরিনারি ক্লিনিক' এর চিকিৎসা ব্যবস্থাপনায় কর্মরত রয়েছে মেডিসিন, সার্জারি, অবস্টেট্রিক্স, প্যাথলজি বিষয়ের বিশেষজ্ঞ ভেটেরিনারিয়ান। তাই নীতিতত্ত্ব অনুযায়ী 'ভেটেরিনারি ক্লিনিক' এর নামকরণ 'ভেটেরিনারি হাসপাতাল' হওয়া বাঞ্ছনীয়।

দ্বিতীয়ত সদ্য পাশ করা ভেটেরিনারি মেডিক্যাল গ্র্যাজুয়েটদের প্রধানত দু'ধরনের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয় যথা (ক) ইন্টার্নীশিপ (ইনডোর রোগীর উপর প্রশিক্ষণ) এবং এক্সটার্নীশিপ (আউটডোর রোগী ও অন্য প্রতিষ্ঠানে প্রশিক্ষণ)। তাই বাকৃবি পরিচালিত সদ্য পাশ করা ডিভিএম গ্র্যাজুয়েটদের ভেটেরিনারি ক্লিনিক ও অন্য প্রতিষ্ঠানে পরিচালিত ইন্টার্নীশিপ ট্রেনিং প্রোগ্রামটি বাস্তবে হচ্ছে এক্সটার্নীশিপ ট্রেনিং প্রোগ্রাম। কিন্তু সার্টিফিকেট ইস্যু করা হচ্ছে ইন্টার্নীশিপ। তাই অনতিবিলম্বে 'ভেটেরিনারি ক্লিনিক' এর নামকরণ পরিবর্তন করে 'ভেটেরিনারি হাসপাতাল' করা অত্যাবশ্যক।

তৃতীয়ত ভেটেরিনারি ক্লিনিক ব্যবস্থাপনায় প্রয়োজন হয় বহিরাগত রোগীর চিকিৎসার জন্য ঔষধ। তাই 'ভেটেরিনারি ক্লিনিক' এর নামকরণ প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নের জন্য দেশী বিদেশী কোন সংস্থায় আবেদন করলে ঔষধ ছাড়া কাঠামোগত উন্নয়নের অর্থ প্রাপ্তির সম্ভাবনা থাকেনা। আপরদিকে ভেটেরিনারি হাসপাতাল এর অবকাঠামোগত এবং ডিজিজ ড্যায়াগনস্টিক ল্যাবরেটরি ও চিকিৎসা সংক্রান্ত উন্নয়নের জন্য দেশী ও বিদেশী সংস্থার নিকট থেকে আর্থিক সহায়তা পাবার সম্ভাবনা থাকে।

অতএব, বাকৃবি এর ভেটেরিনারি ক্লিনিকটির নাম পরিবর্তন করে 'ভেটেরিনারি হাসপাতাল' নামকরণের মাধ্যমে ভেটেরিনারি ইন্টার্নীশিপ প্রোগ্রামের যথার্থতা এবং বাংলাদেশে একটি মডেল 'ভেটেরিনারি হাসপাতাল' প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে দ্বার উন্মোচন করার জন্য অনুরোধ করা হ'ল।

ধন্যবাদান্তে

স্বাক্ষর/- ১২-৭-০৯
(প্রফেসর ড. মো. আব্দুস সামাদ)
পরিচালক
ভেটেরিনারি ক্লিনিক, বাকৃবি, ময়মনসিংহ।

অগ্রগতি: ভেটেরিনারি অনুষদের ডীন মহোদয় 'ভেটেরিনারি ক্লিনিক' এর নামকরণ 'ভেটেরিনারি হাসপাতাল' করণের জন্য আগামী ১৯-০৮-২০০৯ তারিখ একটি অনুষদীয় সাধারণ সভা আহ্বান করেছেন।

ভেটেরিনারি ক্লিনিকের পূর্ব অংশের ২য় তলা নির্মাণ এবং ক্লিনিকে পানি সরবরাহ বন্ধ রাখা প্রসঙ্গে।

ভেটেরিনারি ক্লিনিকের সংশ্লিষ্ট ফাইলের নথীপত্র থেকে যে তথ্য পাওয়া গেছে তা নিম্নে উল্লেখ করা হ'ল।

- নির্বাহী প্রকৌশলী, পূর্ত নির্মাণ ও সংরক্ষণ বিভাগ, বাকৃবি, ময়মনসিংহ, স্মারক নং এইউ / ইই / পূর্ত / আর এম / ৭৯ / ০৭ / ২৯৪ / ১ (১২), তারিখ ০৬-০৮-২০০৭ইং এর মাধ্যমে নিম্নোক্ত কার্যাদেশ ইস্যু করে।
- কাজের নাম - ভেটেরিনারি ক্লিনিকের পূর্ব অংশের ২য় তলা নির্মাণ (সিভিল) কাজ।
- কার্যাদেশকৃত অর্থ - টাকা ১৫,৮৫,৬৮৪.২৭
- কাজ সম্পাদনের সময়- ১২৪ দিন (কার্যাদেশ ইস্যুর তারিখ হতে)।

অর্থাৎ উপরোক্ত কার্যাদেশের শর্ত অনুযায়ী (কার্যাদেশ ইস্যুর তারিখ ০৬-০৮-২০০৭, ১২৪ দিন কার্যকাল) ডিসেম্বর ২০০৭ এর মধ্যেই কাজটি সম্পন্ন হবার কথা। কিন্তু দুঃখের বিষয় দু'বছরের অধিক সময় অতিবাহিত হলেও কাজটি এখনও সম্পন্ন করা হয়নি। ফলে বছরের পর বছর ভেটেরিনারি ক্লিনিকের পানি সরবরাহ বন্ধ রেখে পশুপাখির চিকিৎসা কার্যক্রম তথা ভেটেরিনারি ক্লিনিকের কার্যক্রমকে ব্যহত করা হয়েছে। উল্লেখ্য বর্তমানে ভেটেরিনারি ক্লিনিকে রয়েছে ডজন খানেক কর্মরত ব্যক্তিবর্গ এবং প্রতিদিন আগমন ঘটে ডজন খানের অধিক রোগাক্রান্ত পশুর। আর সে সাথে রোগাক্রান্ত পশুর মালিক ছাড়াও প্রতিদিন ভেটেরিনারি ক্লিনিকে থাকে ইন্টার্নী ডাক্তারসহ প্রায় শতাধিক স্নাতক শ্রেণির ছাত্রছাত্রী। পানি একটি ক্লিনিক বা হাসপাতালের একটি অপরিহার্য উপকরণ তা বলাই বাহুল্য। তাই যে কারণেই হোক ক্লিনিক বা হাসপাতালে পানি সরবরাহ বন্ধ রাখা একটি বেআইনি ও অ-মানবিক কাজ। অতএব, পশু সম্পদ তথা মানব কল্যাণের জন্য অতি দ্রুত ভেটেরিনারি ক্লিনিকে পানি সরবরাহের ব্যবস্থা গ্রহণ করা অত্যাবশ্যক।

উল্লেখ্য. ভেটেরিনারি ক্লিনিকের সংস্কার ও সম্প্রসারণ (সিভিল) কার্যাদি যথাযথভাবে বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের জন্য একটি কমিটি গঠিত হয় (নং-শা-১/১৬০/ সংস্থাপন, তারিখ ১৮-২-২০০৭)। ভেটেরিনারি ক্লিনিকের নির্মাণ কাজ এবং পানি সরবরাহ বন্ধ রাখার ব্যাপারে উক্ত কমেটির ভূমিকা সম্পর্কে কোন তথ্য ভেটেরিনারি ক্লিনিক অফিসের নথীপত্র থেকে পাওয়া যায়নি। তাই উক্ত কমিটির গঠনের প্রয়োজনীয়তা ও ভূমিকা রহস্যপূর্ণ।

ভেটেরিনারি ক্লিনিকের জায়গা-জমি দখল হওয়া প্রসঙ্গে।

ভেটেরিনারি ক্লিনিকের এলাকা চিহ্নিতকরণের জন্য সংস্থাপন শাখার আদেশ নং শা-১/ বিবিধ-৬৫ / ৩৯ / ৬৪ / সংস্থাপন, তারিখ ৩১-৯-১৯৯৪ এর মাধ্যমে গঠিত কমিটি ব্লু প্রিন্ট অনুযায়ী ভেটেরিনারি ক্লিনিকের এলাকা চিহ্নিত করে রিপোর্ট প্রদান করে (নং বাকৃবি / পাঃওউ / ফসিটি / ১৫ / ৯৪ / ৪৩১ (৪)/, তারিখ ২৭-১১-৯৪)। উক্ত রিপোর্ট ও ব্লু প্রিন্ট অনুযায়ী ভেটেরিনারি ক্লিনিকের এলাকা ১.৬১ একর এবং এর মধ্যে ০.৪১ একর জায়গায় ক্লিনিকের বিল্ডিং রয়েছে। এছাড়া রয়েছে রোগাক্রান্ত পশু পরীক্ষা করার জন্য একটি অ্যানিম্যাল শেড। কিন্তু বাস্তবে সরজমিনে ভেটেরিনারি ক্লিনিকের এলাকা পরীক্ষা করে দেখা যায় যে ক্লিনিকের জায়গায় ক্লিনিক বহির্ভূত আরও তিনটি স্থাপনা তৈরি করা হয়েছে। উল্লেখ্য, ভেটেরিনারি ক্লিনিকের অফিসের নথীপত্র থেকে এসব স্থাপনা তৈরির কোন তথ্য পাওয়া যায়নি। তবে ক্লিনিকে বহু বছর ধরে কর্মরত কর্মচারীদের সাথে আলাপ করে জানা যায় যে, মাৎস্যবিজ্ঞান অনুষদ ক্লিনিকের সমগ্র উত্তর পার্শ্ব জুড়ে তৈরি করেছে একটি রাস্তা ও রাস্তার পূর্বের শেষ প্রান্তে তৈরি করেছে একটি মসজিদ এবং পূর্ব-দক্ষিণ কোনে আর একটি গবেষণাগার। আপরদিকে ক্লিনিকের দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তে নির্মিত হয়েছে ব্র্যাক নির্বাচিত কর্মীদের কৃত্রিম প্রজনন বিষয়ে প্রশিক্ষণ দানের জন্য প্রায়ে ২০টি গাভী পালনের একটি অ্যানিম্যাল শেড। আশ্চার্যের বিষয় ভেটেরিনারি ক্লিনিকের জায়গায় ব্র্যাকের উক্ত অ্যানিম্যাল শেড তৈরির পরিকল্পনা ও নির্মাণকারী হিসেবে এপর্যন্ত অফিসিয়ালি কেউ স্বীকার করেনি। সংশ্লিষ্ট কোর্স সমন্বয়কারীর সাথে অফিসিয়ালি যেসব পত্র আদান-প্রদান হয়েছে [১৬৩-১৬৫] এবং পরবর্তীতে সংশ্লিষ্ট যেসব নথীপত্র ভেটেরিনারি ক্লিনিকে পাওয়া গেছে [১৬৬] *তা অবলোকনের জন্য নিম্নে ক্রমান্বয়ে উল্লেখ করা হলো।*

মেমো নং ৩২ / ডিএমও তাং ২০-০৭-০৯
পরিচালক
ভেটেরিনারি ক্লিনিক, বাকৃবি, ময়মনসিংহ।[১৬৩]
প্রিয় মহোদয়,

ব্র্যাকের অর্থায়নে বাকৃবি ও ব্র্যাক যৌথভাবে কৃত্রিম প্রজননের উপর সার্জারি ও অবস্টেট্রিক্স বিভাগ বিগত ৯-১০ বৎসর যাবৎ ব্র্যাক কর্তৃক নির্বাচিত কৃত্রিম প্রজনন কর্মীদেরকে প্রশিক্ষণ দিয়ে আসছে। এ লক্ষ্যে ভেটেরিনারি ক্লিনিকের পরিত্যাক্ত পোষ্ট মর্টেম কক্ষটি ক্লাশরুম হিসেবে ব্যবহার করা হয়। সূচনা লগ্ন থেকে ভেটেরিনারি ক্লিনিকের প্রত্যক্ষ সহযোগীতায় উল্লেখিত প্রশিক্ষণ কর্মসূচী সফলভাবে পরিচালিত হয়ে আসছে। বর্তমানে ১টি ব্যাচের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম ২০-০৭-০৯ থেকে শুরু হয়েছে যা ১৯-০৮-০৯ তারিখ পর্যন্ত চলবে। এ প্রশিক্ষণ কর্মসূচী সুষ্ঠ ও সুন্দরভাবে চালিয়ে নেয়ার জন্য আপনার সহযোগীতা একান্তভাবে কামনা করছি। আপনার বিশ্বস্ত

স্বাক্ষর/- ১৯-০৭-০৯
প্রফেসর জালাল উদ্দিন আহমেদ
কোর্স সমন্বয়কারী, সার্জারি ও অবস্টেট্রিক্স বিভাগ
বাকৃবি, ময়মনসিংহ।

ভেটেরিনারি ক্লিনিক
বাকৃবি, ময়মনসিংহ।[১৬৪]

মেমো নং ৬৬১/ ভেটঃ ক্লিনিক, তারিখ ঃ ২৩-০৭-২০০৯
বরাবর
প্রফেসর জালাল উদ্দিন আহমেদ
কোর্স সমন্বয়কারী, সার্জারি ও অবস্টেট্রিক্স বিভাগ,
বাকৃবি, ময়মনসিংহ।
বিষয়: ভেটেরিনারি ক্লিনিকে ব্র্যাক নির্বাচিত কর্মীদের কৃত্রিম প্রজনন বিষয়ে প্রশিক্ষণ দানে সহযোগিতা প্রসঙ্গে।
প্রিয় মহোদয়,

আপনার স্মারক নং ৩২/ ডিএসও তারিখ ১৯-০৭-২০০৯ থেকে অবগত হলাম যে, বিগত ৯-১০ বৎসর যাবৎ বিষয়ে উল্লিখিত প্রশিক্ষণে ভেটেরিনারি ক্লিনিকের পরিত্যাক্ত পোস্ট-মর্টেম কক্ষটি ক্লাস রুম হিসেবে ব্যবহার করা হয়। বর্তমানে উক্ত প্রশিক্ষণের জন্য ভেটেরিনারি ক্লিনিকের পরিচালকের সহযোগিতা একান্তভাবে কামনা করেছেন। কিন্তু আপনার কী ধরনের সহযোগিতা প্রয়োজন পত্রে তার কোন উল্লেখ নেই। এমতাবস্থায়

ভেটেরিনারি ক্লিনিকের নথীপত্র পরীক্ষা করে দেখা যায় যে, উক্ত প্রশিক্ষণে ভেটেরিনারি ক্লিনিকের কোন সুযোগ-সুবিধা অফিসিয়ালি ব্যবহার করার কোন তথ্য নেই। সেপরিপ্রেক্ষিতে ভেটেরিনারি ক্লিনিকের জায়গায় নির্মিত সকল স্থাপনা, রুম, আসবাবপত্র, যন্ত্রপাতি, রাসায়নিক দ্রব্য, ঔষধপত্র ইত্যাদির নথীপত্র পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে ভেটেরিনারি ক্লিনিকের বেহাল অবস্থা সনাক্ত করা সম্ভব হয়। বর্তমানে ভেটেরিনারি ক্লিনিকে পরিত্যাক্ত পোস্ট-মর্টেম রুম হিসেবে কোন কক্ষের অস্তিত্ব নেই। অবশ্য ভেটেরিনারি ক্লিনিকে শুধুমাত্র রোগাক্রান্ত পশুপাখির চিকিৎসা হবারই কথা তাই পোস্ট মর্টেম রুমের কোন অস্তিত্ব নেই। তবে বড় ও ছোট দু'টি ক্লাস রুম রয়েছে। বর্তমানে ভেটেরিনারি ক্লিনিকে তিনটি গ্রুপের ইন্টার্নীশিপ ট্রেনিং প্রোগ্র্যাম এবং ডিভিএম লেভেল-৪ সেমিস্টার-১ এর প্রায় ৭৬ জন ছাত্রছাত্রীর ব্যবহারিক ক্লিনিক্যাল ক্লাস হচ্ছে।

সরজমিনে পরীক্ষা করে আরও দেখা যায় যে, ভেটেরিনারি ক্লিনিকের জায়গায় (ব্লু প্রিন্ট অনুযায়ী ১.৬১ একর) ভেটেরিনারি ক্লিনিক বহির্ভূত বেশ কয়েকটি স্থাপনা রয়েছে যার কোন তথ্য ক্লিনিকের অফিসে নেই। অফিসের স্টাফদের ভাষ্য অনুযায়ী একটি অ্যানিম্যাল শেড রয়েছে যা ব্র্যাক কর্তৃক নির্মিত। তবে ব্র্যাক কী ভাবে ভেটেরিনারি ক্লিনিকের কর্তৃপক্ষের অনুমতি ছাড়া ক্লিনিকের জায়গায় অ্যানিম্যাল শেড নির্মাণ করেছে তার কোন তথ্য অফিস স্টাফদের জানা নেই। এমতাবস্থায় বর্তমানে ভেটেরিনারি ক্লিনিকটিকে হাসপাতাল হিসেবে উন্নয়ন করার জন্য সংশ্লিষ্ট তথ্য (আপনার জানা থাকলে) এবং আপনার কী ধরনের সহযোগিতা প্রয়োজন তা জানিয়ে বাধিত করবেন।

ধন্যবাদান্তে

আপনার বিশ্বস্ত
স্বাক্ষর/ - ২৩-৭-০৯
(প্রফেসর ড. মো. আব্দুস সামাদ)
পরিচালক, ভেটেরিনারি ক্লিনিক

বরাবর পরিচালক
ভেটেরিনারি ক্লিনিক
বাকৃবি, ময়মনসিংহ।[১৬৫]
সূত্র নং- ৬৬১ / ভেটঃ ক্লিনিক, তারিখ ২৩-০৭-০৯
প্রিয় মহোদয়,

উপরোল্লিখিত সূত্রের অলোকে আপনার সদয় অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, ব্র্যাক এর অর্থায়নে সার্জারি ও অবস্টেট্রিক্স বিভাগ কর্তৃক আয়োজিত কৃত্রিম প্রজনন কর্মীদের প্রশিক্ষণের জন্য আপনার পক্ষ থেকে কি ধরনের সহযোগীতার প্রয়োজন জানতে চেয়েছেন। আপনার ইতিবাচক সাড়া দেয়ার জন্য ধন্যবাদ। যেহেতু ভেটেরিনারি ক্লিনিকের একটি কক্ষ প্রশিক্ষণ কর্মকান্ডে ব্যবহৃত হচ্ছে, সেহেতু ক্লিনিকের পরিচালক হিসেবে আপনাকে অবহতি করা এবং অদূর ভবিষ্যতে যদি এমন কর্মসূচী আরও পরিচালনা করতে হয় সে লক্ষে কক্ষটি যাতে ব্যবহার করা যায় মূলত এ বিষয়ে আপনার সহযোগীতা কামনা করা হয়েছে। প্রশিক্ষণ কর্মসূচী সুষ্ঠুভাবে চালিয়ে নিতে যে কক্ষটি দীর্ঘদিন যাবৎ প্রশিক্ষণ কর্মকান্ডে ব্যবহার করা হচ্ছে, তা চলমান কর্মসূচীসহ ভবিষ্যতের জন্য (যদি প্রয়োজন হয়) কক্ষটি ব্যবহারের অনুমতি দানে আজ্ঞা হয়।

উল্লেখ্য যে, অনুষদীয় স্বাভাবিক শিক্ষা কার্যক্রম যাতে ব্যবহৃত না হয় সে দিকে আমরা সচেষ্ট আছি এবং এ ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন আর্থিক দায় দায়িত্ব নেই।

আপনার বিশ্বস্ত
স্বাক্ষর/- ২৮-৭-০৯
প্রফেসর জালাল উদ্দিন আহমেদ
কোর্স কো-অর্ডিনেটর, ব্র্যাক-বাকৃবি যৌথ কৃত্রিম প্রজনন কর্মসূচী
সার্জারি ও অবস্টেট্রিক্স বিভাগ।

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ।[১৬৬]

নং শা-১ / সেমিনার-২/৯৪/১৭৮/শিক্ষা তারিখ ঃ ২৬-০২-২০০৮
প্রধান
সার্জারি ও অবস্টেট্রিক্স বিভাগ, বাকৃবি, ময়মনসিংহ।
সূত্র ঃ নং ১০৭১ / ডি.এস.ও/০৮, তারিখ ঃ ১৮-০২-২০০৮
প্রিয় মহোদয়,

উপর্যুক্ত সূত্রের প্রেক্ষিতে অদিষ্ট হয়ে জানাচ্ছি যে, এ বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্জারি ও অবস্টেট্রিক্স বিভাগে ব্র্যাক কর্তক নির্বাচিত ৩০ (ত্রিশ) জন কৃত্রিম প্রজনন কর্মী (রিজিওনাল প্রোগ্রাম অরগানাইজার)- কে ২৪-০২-২০০৮ তারিখ থেকে ১ (এক) মাস মেয়াদের জন্য ভেটেরিনারি ক্লিনিকের শ্রেণিকক্ষে প্রশিক্ষণ কর্মসূচী পরিচালনার অনুমতি প্রদান করা হলো এ শর্তে যে, প্রশিক্ষণ চলাকালীন সময়ে অত্র বিভাগের শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম ব্যহত হবে না এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন আর্থিক দায়-দায়িত্ব থাকবে না।

আপনার বিশ্বস্ত,
স্বাঃ/-
ডেপুটি রেজিস্ট্রার (শিক্ষা)

মেমো নং শা-১/ সেমিনার-২/৯৪/১৭৮/১(৪)/ শিক্ষা তারিখ ঃ ২৬-০২-২০০৮
সদয় অবগতির জন্য অনুলিপি প্রেরিত হলো ঃ
১. ডীন, ভেটেরিনারি অনুষদ। ২. পরিচালক, ভেটেরিনারি ক্লিনিক।
৩. এডিশনাল রেজিস্ট্রার, ভি.সি. সচিবালয়, ভাইস-চ্যান্সেলর মহোদয়ের সদয় জ্ঞাতার্থে।
৪. সংস্থাপন শাখা-১ (গার্ড ফাইল)।

স্বা/- ২৬-২-০৮
ডেপুটি রেজিস্ট্রার (শিক্ষা)

ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ

উপরোক্ত তিনটি পত্র বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, সার্জারি ও অবস্টেট্রিক্স বিভাগের প্রফেসর জালাল উদ্দিন আহমেদ ব্র্যাক-বাকৃবি যৌথ কৃত্রিম প্রজনন কর্মসূচীর কোর্স কো-অর্ডিনেটর।[১৬৩-১৬৫] কোর্স কো-অর্ডিনেটর মহোদয় প্রথমে সংশ্লিষ্ট প্রশিক্ষণের জন্য সহযোগিতা চেয়ে ভেটেরিনারি ক্লিনিকের পরিচালক বরাবর পত্র দেন।[১৬৫] উক্ত পত্রের জবাবে কোর্স কো-অর্ডিনেটর মহোদয়ের নিকট জানতে চাওয়া হয় যে সার্জারি ও অবস্টেট্রিক্স বিভাগের ব্র্যাক মাঠকর্মীদের প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে একটি পৃথক বিভাগ 'ভেটেরিনারি ক্লিনিক' থেকে কী ধরণের সহযোগিতা প্রয়োজন এবং ভেটেরিনারি ক্লিনিকের জায়গায় ব্র্যাক যে অ্যানিম্যাল শেড তৈরি করেছে সে সম্বন্ধে (জানা থাকলে) তথ্য দেয়ার জন্য অনুরোধ করা হয়। কিন্তু উক্ত পত্রের জবাবে তিনি জানিয়েছেন (পত্র নং ৫) ভেটেরিনারি ক্লিনিকের একটি কক্ষ প্রশিক্ষণ কর্মকান্ডে ব্যবহৃত হচ্ছে তাই পরিচালককে অবহতি করা। অন্যদিকে ভেটেরিনারি ক্লিনিকের জায়গায় নির্মাণ করা অ্যানিম্যাল শেডের ব্যাপারে কোন তথ্য দেননি।

পরবর্তীতে সার্জারি ও অবস্টেট্রিক্স বিভাগের ব্র্যাক কর্মীদের কৃত্রিম প্রজনন প্রশিক্ষণের একটি অফিসিয়াল তথ্য পাওয়া যায়।[১৬৬] ডেপুটি রেজিস্ট্রার (শিক্ষা) কর্তৃক স্বাক্ষরকৃত উক্ত পত্রটি সার্জারি ও অবস্টেট্রিক্স বিভাগের প্রধানের পত্র নং ১০৭১ / ডিএসও / ০৮, তারিখ ১৮-০২-২০০৮ পরিপ্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় প্রধানকে লেখা। উক্ত পত্রের বিষয়বস্তুর সাথে বাকৃবি-এর প্রচলিত নিয়মের নিম্নোক্ত ব্যতিক্রম ঘটেছে।

ক. প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর কোর্স কো-অর্ডিনেটর ও বিভাগীয় প্রধান একই ব্যক্তি হলে তা পত্রে উল্লেখ থাকা প্রয়োজন ছিল কারণ পরবর্তী পত্রে শুধু কোর্স কো-অর্ডিনেটর উল্লেখ রয়েছে। এছাড়া এসব পত্রে (পত্র নং ৩, ৫) বিভাগীয় প্রধানের কোন সুপারিশও নেই। তাই প্রশিক্ষণ প্রোগ্রামটি ব্যক্তিগত না বিভাগীয় পরিষ্কার নয়।

খ. বাকৃবি-এর প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী একটি বিভাগের কোন কার্যক্রম অন্য বিভাগে পরিচালিত করতে আগ্রহী হলে সংশ্লিষ্ট বিভাগের অনুমতির প্রয়োজন হয়। কিন্তু এক্ষেত্রে সে অনুমতি নেয়ার কোন

তথ্য নেই। আমার ধারনা সংশ্লিষ্ট কোর্স কো-অর্ডিনেটর মহোদয় হয়তো মনে করেছেন যে ভেটেরিনারি ক্লিনিক সাজারি ও অবস্টেট্রিক্স বিভাগের একটি শাখা। তাই ভেটেরিনারি ক্লিনিকের পরিচালককে লিখেছেন যে ভেটেরিনারি ক্লিনিকে তাদের চলমান প্রশিক্ষণ ৯-১০ বছর যাবৎ চালু রয়েছে এবং প্রয়োজনে অব্যহত থাকবে।

গ. উক্ত পত্রে ডেপুটি রেজিস্ট্রার (শিক্ষা) উল্লেখ করেছেন যে, ভেটেরিনারি ক্লিনিকের শ্রেণিকক্ষে প্রশিক্ষণ কর্মসূচী ২৪-০২-২০০৮ থেকে এক মাসের জন্য পরিচালনার অনুমতি প্রদান করা হলো এশর্তে যে, প্রশিক্ষণ চলাকালীন সময়ে অত্র বিভাগের শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম ব্যহত হবেনা।[১৬৬] এই শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম শর্তটি ব্যহত হবেনা এই মর্মে প্রমানপত্র পরিচালক ভেটেরিনারি ক্লিনিকের পরিচালক প্রদান করেছিলেন কিনা না তার কোন তথ্য ক্লিনিক অফিসে নেই। অবশ্য ভেটেরিনারি ক্লিনিকের একই পরিবেশে ভেটেরিনারি ইন্টার্নী ডাক্তারদের ট্রেনিংয়ের পাশাপাশি মাঠকর্মীদের কৃত্রিম প্রজনন বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসরদের মাধ্যমে ট্রেনিং প্রদান ভেটেরিনারি প্রফেশন্যাল এথিক অনুযায়ী সমর্থনযোগ্য নয়।

ঘ. ডেপুটি রেজিস্ট্রারের উক্ত পত্রের মাধ্যমে উক্ত প্রশিক্ষণ কার্যক্রমটি ভেটেরিনারি ক্লিনিকের একটি শ্রেণিকক্ষে ২৪-০২-২০০৮ তারিখ থেকে এক মাস পরিচালনার অনুমতি প্রদান করা হয়েছে।[১৬৬] এপ্রশিক্ষণ কার্যক্রমটি অনুমতি ছাড়ায় ৯-১০ বছর ধরে চলছে।[১৬৩] এছাড়া ভেটেরিনারি ক্লিনিকের একটি সংকীর্ণ জায়গায় প্রায় ২০টি গরু ও তাদের শেড তৈরি করে যে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে তার অনুমতি আছে কিনা সে বিষয়ে ভেটেরিনারি ক্লিনিকে কোন তথ্য নেই। এছাড়া ধারাবাহিকভাবে একটি বিভাগের বহিরাগত মাঠকর্মীদের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম অন্য একটি পৃথক বিভাগে (ভেটেরিনারি ক্লিনিক) কী ভাবে অনুমতি ছাড়া পরিচালিত হচ্ছে তা বোধগম্য নয়।

ঙ. বাকৃবি-এর প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী স্বস্ব বিভাগ ও অনুষদের স্বকীয়তা বজায় রাখার স্বার্থে এবং ভেটেরিনারি অনুষদের ভেটেরিনারি শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম ব্যহত না করে ভেটেরিনারি ক্লিনিকের জায়গায় অনুমোদনহীনভাবে নির্মিত সকল স্থাপনা উচ্ছেদের ব্যবস্থা গ্রহন করা অত্যাবশ্যক।

চ. বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ময়মনসিংহ বৃক্ষ সম্পদ বিষয়ক নীতিমালা- বৃক্ষ রোপণ সম্পর্কিত বিধিমালা: '(৯) আবাসিক এলাকাসহ যে কোন স্থানে বৃক্ষ রোপনের ক্ষেত্রে এ মহাপরিকল্পনা সকলকেই অনুসরণ করতে হবে এবং স্থল পরিকল্পনা শাখার পরামর্শ ব্যতীত কোন প্রকার গাছ রোপন করা যাবেনা। বৃক্ষ রোপনের ক্ষেত্রে পরিবেশ বিঘ্নকারী গাছপালা লগানো পরিহার করতে হবে।'- স্থল পরিকল্পনা শাখা ও এসেট অফিসার।[১৬১] সুতরাং ভেটেরিনারি ক্লিনিকে বৃক্ষ রোপনের কর্মসূচী সম্পন্ন হলো।

ভেটেরিনারি ক্লিনিকে অতিরিক্ত দায়িত্বে নিয়োজিত ভেটেরিনারিয়ানদের চিকিৎসায় সময়দান প্রসঙ্গে।

উপরোক্ত বিষয়ে বিগত ০৫-০৭-২০০৯ তারিখে অনুষ্ঠিত ভেটেরিনারি ক্লিনিকে কর্মরত ভেটেরিনারিয়ানদের সভায় যে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় (নিম্নে উল্লেখ করা হল) তা ডীন মহোদয়সহ সকল বিভাগীয় প্রধানদের কপি পাঠানো হয়েছে (নং ৬৫২ (৯)/ ভেট. ক্লিনিক, তাং ১২-০৭-২০০৯)।

আলোচনা:

বিবেচ্য বিষয়ের উপর আলোচনায় সকলেই একমত পোষণ করেন যে, বর্তমানে ভেটেরিনারি ক্লিনিকে পরিচালকসহ মোট ছয় জন ভেটেরিনারিয়ান অতিরিক্ত দায়িত্বে নিয়োজিত। প্রত্যেকের নিজ নিজ বিভাগে স্নাতক ও স্নতকোত্তর শ্রেণির ক্লাস ও গবেষণাসহ অন্যান্য দায়িত্ব পালন করছেন। অনেক সময় সংশ্লিষ্ট ক্লিনিক্যাল বিভাগে শিক্ষক স্বল্পতার কারণে ভেটেরিনারি ক্লিনিকে অতিরিক্ত দায়িত্ব পালনে ভেটেরিনারিয়ান পদে নিয়োগের জন্য শিক্ষক না থাকার কারণে চিকিৎসা কার্যক্রম ও ইন্টার্নীশিপ প্রোগ্রাম ব্যহত হয়।

সিদ্ধান্ত:

ক. প্রশাসনিকভাবে 'ভেটেরিনারি ক্লিনিক' এর নাম 'ভেটেরিনারি হাসপাতাল' উপযুক্তকরণ করে 'ভেটেরিনারি হাসপাতাল' নিজস্ব ভেটেরিনারিয়ান দ্বারা পরিচালিত করার জন্য সুপারিশ করা হোক।

খ. ভেটেরিনারি ক্লিনিকের প্রশাসনিক কোন পরিবর্তন না হওয়া পর্যন্ত অতিরিক্ত দায়িত্বে নিয়োজিত ভেটেরিনারিয়ানদের ভেটেরিনারি ক্লিনিকে রোগী আগমনের পিক আওয়ারে বিশেষ করে সকাল ১১টা থেকে বিকেল ২টা পর্যন্ত কর্ম দিবসে অন্তত এককবার ভেটেরিনারি ক্লিনিকে এসে সংশ্লিষ্ট ব্যবহারিক ক্লাস, রোগীর চিকিৎসা ও ইন্টার্নীশিপ ট্রেনিং প্রোগ্রামে সহায়তা করার জন্য সংশ্লিষ্ট ভেটেরিনারিয়ানদের জানানো হোক।

পরবর্তী পর্যবেক্ষণ

- ভেটেরিনারি ক্লিনিকে মোট পাঁচ জন অতিরিক্ত দায়িত্বে নিয়োজিত ভেটেরিনারিয়ানদের মধ্যে ৫-৭-২০০৯ তারিখে অনুষ্ঠিত ভেটেরিনারিয়ানদের সভার পর ১০-৭-২০০৯ তারিখে একজন অতিরিক্ত দায়িত্ব থেকে ইস্তফা দেন।
- অপর একজন ভেটেরিনারিয়ান অতিরিক্ত দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি নিবেন বলে মৌখিকভাবে বলে চলে যান।
- আর একজন একটি বিভাগের বিভাগীয় প্রধানের অতিরিক্ত দায়িত্ব নিয়োজিত আছেন। পরস্পর আলোচনায় জানা যায় যে উক্ত বিভাগের অন্য কোন শিক্ষক ভেটেরিনারি ক্লিনিকে ভেটেরিনারিয়ান হিসেবে অতিরিক্ত দায়িত্ব পালনে আগ্রহী নয়।
- আর একজন ভেটেরিনারিয়ানের ভাষ্য হল বাকৃবিতে অতিরিক্ত দায়িত্বে নিয়োজিত শিক্ষকদের সপ্তাহে ছয় ঘন্টা কাজ করার কথা।
- অপরদিকে মেডিসিন বিভাগ থেকে বিগত ১০-৭-২০০৭ থেকে ২৮-৭-২০০৮ পর্যন্ত প্রায় এক বছর বিভাগে কোন উপযুক্ত অতিরিক্ত শিক্ষক না থাকার কারণে ভেটেরিনারি ক্লিনিকে ভেটেরিনারিয়ান

(মেডিসিন) হিসেবে নিয়োগ করা সম্ভবপর হয়নি। ফলে ভেটেরিনারি ক্লিনিকের শিক্ষা ও চিকিৎসা কার্যক্রম দারুণভাবে ব্যহত হয়েছে।

সম্প্রতি ময়মনসিংহসহ প্রায় সমগ্র বাংলাদেশে গরুর অ্যানথ্রাক্স, ব্লাগ লেগ ও ফুট-এ্যান্ড-মাউথ ডিজিজ, ছাগলের পিপিআর এবং হাঁসের ডাক প্লেগ ও ডাক কলেরা রোগের মড়ক আরম্ভ হয়েছে। এমতাবস্থায় প্রতি দিন ভেটেরিনারি ক্লিনিকে রোগাক্রান্ত পশুসহ এমনকি পশুপাখি ছাড়াও পরামর্শের জন্য পশু পাখির মালিকেরা আসছেন। অপরদিকে ভেটেরিনারি ক্লিনিকের বেহাল অবস্থা স্নাতক শ্রেণির ছাত্রছাত্রী ও ইন্টার্নী ডাক্তারদের ট্রেনিং প্রোগ্রাম একদিকে ব্যহত হচ্ছে অন্য দিকে পশু পালনকারীগন সঠিক চিকিৎসা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। আমার ধারণা একমাত্র 'ভেটেরিনারি হাসপাতাল' নামকরণ করে অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের মত (যেমন ভারতের প্রায় সকল কৃষি ও ভেটেরিনারি বিশ্ববিদ্যালয়) নিজস্ব ডাক্তারের ব্যবস্থা করে পশু পাখির সুষ্ঠু চিকিৎসার ব্যবস্থা করা সম্ভব।

(৫) ভেটেরিনারি ক্লিনিকের রেকর্ড-পত্র, পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা, পরিবেশ ও ভ্রাম্যমান ভেটেরিনারি ক্লিনিক গাড়ী ব্যবহার প্রসঙ্গে।

(ক) ভেটেরিনারি ক্লিনিকের জায়গা-জমি, ঘর, আসবাবপত্র, যন্ত্রপাতি ও স্টোরসহ সকল পরিসম্পৎ এর রেকর্ড করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

(খ) ভেটেরিনারি ক্লিনিকের এলাকার ঝোপ-জংগল পরিষ্কার করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে কিন্তু পানি সরবরাহের ব্যবস্থা না থাকায় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার কার্যক্রম ব্যহত হচ্ছে।

(গ) ভেটেরিনারি ক্লিনিকের একটি ছোট জায়গায় অনুমোদনহীনভাবে পালন করা হচ্ছে ব্র্যাকের ২০টি গাভী। এছাড়া রয়েছে ভেটেরিনারি ক্লিনিকের ব্যবহারিক ক্লাসের উপযোগী প্রায় ৯টি গরু। তাই একটি ছোট জায়গায় মোট ২৯টি গরু পালন করা অত্যন্ত ঝুকিপূর্ণ। উল্লেখ্য, ভেটেরিনারি ক্লিনিকের গরুগুলো পার্শ্বের ধুতকেতু ক্লাবের খেলার মাঠে চরানো হতো। সম্প্রতি মাঠটি সমতল করার জন্য খুঁড়ে ফেলা হয়েছে। ফলে ভেটেরিনারি ক্লিনিকের গরু রাখা ও চরানোর কোন স্থান নেই। সেখানে আবার অতিরিক্ত ব্র্যাকের ২০টি অতিথি গরুর অবস্থান। এছাড়া প্রতিদিন ভেটেরিনারি ক্লিনিকে গড়ে প্রায় ডজন খানেক রোগাক্রান্ত গরু চিকিৎসার জন্য আনা হয়। তাই ভেটেরিনারি ক্লিনিক পশু পাখির রোগ জীবাণুর আখড়া। ফলে ক্লিনিকের ধারণ ক্ষমতার অতিরিক্তি গরু রাখার কারণে সেসব অধিকাংশ গরু খুরারোগে আক্রান্ত হয়েছে। তাই ভেটেরিনারি ক্লিনিকের বর্তমান পরিবেশ ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় রয়েছে।

(ঘ) ভেটেরিনারি ক্লিনিকের নথীপত্র পরীক্ষা করে দেখা যায় যে, ভ্রাম্যমান ভেটেরিনারি ক্লিনিক গাড়ীটি বিগত কয়েক বছর যাবৎ মাঠ পর্যায়ে চিকিৎসা ও ভ্যাকসিনেশন কর্মসূচীতে ব্যবহার করার কোন তথ্য ভেটেরিনারি ক্লিনিকে নেই। অবশেষে ইন্টার্নী ডাক্তারদের অনুরোধে বাউএক এর সহায়তায় মাঠ পর্যায়ে পশু চিকিৎসা ও ভ্যাকসিনেশন কর্মসূচী পালন প্রোগ্রাম করা হয়। আমি নিজে ব্যক্তিগতভাবে ইন্টার্নী ডাক্তারদের প্রশিক্ষণের জন্য দু'দিন মাঠ পর্যায়ে বাউএক এর সহায়তায় চিকিৎসা ও ভ্যকসিনেশন কর্মসূচী পালন করি। আমার মনে হয়েছে ভেটেরিনারি ক্লিনিকের পাশাপাশি মাঠ পর্যায়ে প্রশিক্ষণ একটি কার্যকর পদ্ধতি। তবে যেখানে ভেটেরিনারি ক্লিনিকে চিকিৎসার জন্য ডাক্তারের অভাব সেখানে মাঠ পর্যায়ে কী ভাবে কার্যক্রম পরিচালনা করা সম্ভব হবে। অপরদিকে ক্লিনিকের গাড়ীটি ড্রাইভারের ভাষ্য অনুযায়ী কয়েক বছর কোন মেরামত না করার কারণে গাড়ীটি প্রায় বিপজ্জনক অবস্থায় রয়েছে।

(৬) বাকৃবি-এর অতিরিক্ত দায়িত্বে নিয়োজিত পরিচালকবৃন্দের বেতন-ভাতা প্রসঙ্গে।

বাকৃবি-এর সেসব শাখা বা প্রতিষ্ঠান পরিচালক পদবি দ্বারা অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসেবে পরিচালিত, ভেটেরিনারি ক্লিনিক ছাড়া প্রায় সকল প্রতিষ্ঠানের অতিরিক্ত দায়িত্বে নিয়োজিত পরিচালকবৃন্দের মাসিক বেতন ১২০০/- টাকা। কিন্তু ভেটেরিনারি ক্লিনিকের পরিচালকের বেতন ভাতা ১০০০/- টাকা। এরূপ বেতন বৈষম্য ভেটেরিনারি পেশার সাথে অন্য পেশার সামাজিক বৈষম্য সৃষ্টি হয় যা কোন ক্রমেই গ্রহনযোগ্য নয়। তাই বাকৃবি-এর সকল প্রতিষ্ঠানের পরিচালক হিসেবে অতিরিক্ত পদে নিয়োগপ্রাপ্ত সকল পরিচালকের একইরূপ বেতন ভাতা কার্যকর করার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন।

অতএব, ভেটেরিনারি অনুষদ তথা অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বার্থের কথা বিবেচনা করে ভেটেরিনারি ক্লিনিকের নামকরণ 'ভেটেরিনারি হাসপাতাল' এবং প্রস্তাবিত 'ভেটেরিনারি হাসপাতাল' এর কার্যক্রম নিজস্ব ডাক্তার ও প্রশাসনিক ব্যবস্থায় পরিচালনা করা হলে ভেটেরিনারি হাসপাতালের জায়গা-জমিসহ সকল পরিসম্পৎ রক্ষা, চিকিৎসা এবং ইন্টার্নী ডাক্তারদের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হবে।

ধন্যবাদান্তে

স্বাক্ষর/- ১৬-০৮-২০০৯
(প্রফেসর ড. মো. আব্দুস সামাদ)
পরিচালক, ভেটেরিনারি ক্লিনিক

মেমো নং ৬৮৩ (১৮)/ ভেটঃ ক্লিনিক তারিখ: ১৬-০৮-২০০৯

অবগতি ও কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলো ঃ

(১) ভেটেরিনারি ক্লিনিকে কর্মরত সকল ভেটেরিনারিয়ান, ________________ ভেটেরিনারি ক্লিনিক।
(২) সকল বিভাগীয় প্রধান, ________________ , ভেটেরিনারি অনুষদ।
(৩) প্রধান প্রকৌশলী, বিশ্ববিদ্যালয় প্রকৌশল শাখা, বাকৃবি, ময়মনসিংহ।
(৪) প্রফেসর জালাল উদ্দিন আহমেদ, কোর্স কো-অর্ডিনেটর, ব্র্যাক-বাকৃবি যৌথ কৃত্রিম প্রজনন কর্মসূচী, সার্জারি ও অবস্টেট্রিক্স বিভাগ।
(৫) অফিস ফাইল।

(প্রফেসর ড. মো. আব্দুস সামাদ)
পরিচালক, ভেটেরিনারি ক্লিনিক

IMPROVING LIVELIHOOD ---- IN THE NORTHERN BANGLADESH
সার্জারি ও অবস্টেট্রিক্স বিভাগ
বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ।[১৬৭]
আদেশনামা

কৃষি গবেষণা ফাইন্ডেশন (কেজিএফ) অর্থায়নে পরিচালিত 'Improving livelihood through herd health management and milk market access to poor farmers living in the northern Bangladesh' (প্রকল্প নং ২০০৮ /৯৫/কেজিএফ) শীর্ষক গবেষণা প্রকল্প সুষ্ঠুভাবে পরিচালনোর লক্ষ্যে ভেটেরীনারি ক্লিনিকে কর্মরত জুনিয়ার ক্লার্ক জনাব মোঃ কবিরুল ইসলামকে খন্ডকালীন অফিস এসিস্ট্যান্স কাম টাইপিষ্ট হিসেবে নির্ধারিত বাৎসরিক ১০,০০০.০০ (দশ হাজার) টাকা হারে ১৩-০৫-২০০৯ইং তারিখ হতে ১২-১১-২০০৯ইং তারিখ পর্যন্ত ৬ (ছয়) মাসের জন্য নিয়োগ প্রদান করা হ'ল।

ভাইস-চ্যান্সেলর মহোদয়ের আদেশক্রমে
স্বাক্ষরিত/=
প্রধান গবেষক

মেমো নং ২৪(৬)/ কেজিএফ/ডিএসও তারিখ: ২৫-০৭-২০০৯

অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থ্যা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরিত হল ঃ

১। জনাব মোঃ কবিরুল ইসলাম, অফিস এসিস্ট্যান্ট কাম টাইপিষ্ট, ভেটেরিনারি ক্লিনিক, বাকৃবি, ময়মনসিংহ।
২। পরিচালক, ভেটেরিনারি ক্লিনিক, বাকৃবি, ময়মনসিংহ।
৩। পরিচালক, বাউরেস, বাকৃবি, ময়মনসিংহ।
৪। বাউরেস, হিসাব শাখা, বাকৃবি, ময়মনসিংহ।
৫। নির্বাহী পরিচালক, কেজিএফ, বিএআরসি ক্যাম্পাস, ফার্ম গেট, ঢাকা-১২১৫।
৬। আফিস কপি।

স্বাক্ষর/- ২৫-৭-০৯
প্রফেসর ড. মো. গোলাম শাহি আলম
প্রধান গবেষক, সার্জারি ও অবস্টেট্রিক্স বিভাগ

ভেটেরিনারি ক্লিনিক
বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ।[১৬৮]

মেমো নং ৬৮৮ / ভেটঃ ক্লিনিক তারিখ: ১৮ই আগষ্ট, ২০০৯

বরাবর রেজিস্ট্রার
বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়
ময়মনসিংহ
মাধ্যম: ডীন, ভেটেরিনারি অনুষদ।

বিষয়: ভেটেরিনারি ক্লিনিকের ডিভিএম ছাত্রছাত্রীদের ব্যবহারিক ক্লাসে ব্যবহৃত গরুগলো নিলামে বিক্রয় করা প্রসঙ্গে।

প্রিয় মহোদয়,

আপনি নিশ্চয় অবগত আছেন যে, ভেটেরিনারি ক্লিনিকে প্রধানত রোগাক্রান্ত পশু পাখির চিকিৎসা এবং রোগ নিয়ন্ত্রণে সম্প্রসারণ কার্যক্রম পরিচালিত হয়। কিন্তু ভেটেরিনারি অনুষদের ছাত্রছাত্রীদের ব্যবহারিক ক্লাসের জন্য সুস্থ পশুর প্রয়োজন হয়। উল্লেখ্য, ভেটেরিনারি অনুষদের অধীনে পশু পাখির কোন ফার্ম বা অ্যানিম্যাল শেড না থাকার কারণে কিছু পশু ছাত্রছাত্রীদের ব্যবহারিক ক্লাসের জন্য ভেটেরিনারি ক্লিনিকে পালন করা হয়। এসব পশু প্রধানত মেডিসিন এবং সার্জারি ও অবস্টেট্রিক্স বিভাগের ব্যবহারিক ক্লাসের জন্য ব্যবহৃত হয়। সম্প্রতি ভেটেরিনরি অনুষদের ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে বিগত ২৬.৪.২০০৮ তারিখে অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় খাতের ৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার) টাকা ব্যয়ে ৫টি গাভী ক্রয় করা হয়েছে যা পূর্বের ৪টি গরুর সাথে যোগ করে বর্তমানে মোট ৯টি গরু ছাত্রছাত্রীদের ব্যবহারিক ক্লাসের জন্য ব্যবহৃত হচ্ছে।

বাকৃবি-এর ব্লু-প্রিন্ট অনুযায়ী ভেটেরিনারি ক্লিনিকের এলাকা ১.৬১ একর এবং এর মধ্যে ০.৪১ একরে রয়েছে ক্লিনিকের বিল্ডিং (নং বাকৃবি / পাঃওউ / ফসিটি / ১৫ / ৯৪ / ৪৩১(৪). তাং ২৭-১১-৯৮)। এছাড়া ভেটেরিনারি ক্লিনিকে রয়েছে আগত রোগাক্রান্ত পশু পরীক্ষা ও চিকিৎসার জন্য একটি অ্যানিম্যাল শেড। ভেটেরিনারি ক্লিনিকের অবশিষ্ট উন্মুক্ত এলাকায় ক্লিনিকের ব্যবহারিক ক্লাসে ব্যবহৃত গরুগুলো পালন করা সম্ভব ছিল। কিন্তু ভেটেরিনারি ক্লিনিকের স্থায়ী প্রশাসন না থাকার কারণে বিভিন্ন সময়ে মাৎস্য বিজ্ঞান অনুষদ এবং ব্র্যাক ক্লিনিকের অধিকাংশ উন্মুক্ত জায়গা দখল করে বিভিন্ন স্থাপনা তৈরি করেছে। ক্লিনিকের সম্মুখভাগে ব্র্যাকের অ্যানিম্যাল শেড এবং তার সামনের খোলা জায়গায় প্রায় ২০টি গরু রাখা হয়। ফলশ্রুতিতে ভেটেরিনারি ক্লিনিকের জায়গার অভাবে ব্যবহারিক ক্লাসের গরুগুলোকে ক্লিনিকের সংলগ্ন ধূমকেতু ক্লাবের খেলার মাঠে চরানো হতো। সম্প্রতি উক্ত মাঠটি সমতল করার জন্য ট্র্যাক্টর দিয়ে খুঁড়ে ফেলা হয়েছে। ফলে ক্লিনিকের গরুগুলো রাখা বা চরানোর কোন স্থান নেই। এমতাবস্থায় ক্লিনিকের গরুর পালক বিগত ১৫ই আগষ্ট, ২০০৯ তারিখ অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি ছাত্রাবাসের খেলার মাঠে গরুগুলো চরানোর জন্য নিয়ে যায়। গরু পালকের ভাষ্য অনুযায়ী মাঠে গরু নিয়ে যাবার কিছুক্ষণ পরেই নিরাপত্তা শাখার কর্মরত আনসার তিনটি গরু ধরে নিয়ে তাদের খোঁয়াড়ে রাখে। গরু পালকের তথ্য অনুযায়ী সে আনসারকে অনুরোধ করে যে এসব গরু অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেটেরিনারি ক্লিনিকের এবং এখানে গরু চরানোর নিষেধ থাকলে নিয়ে চলে যাব এবং পরবর্তীতে আর এখানে গরু আনবেনা। কিন্তু সংশ্লিষ্ট আনসার তার কথায় কোন কর্ণপাত করেনাই। মোট নয়টি গরুর মধ্যে তিনটি গরু ধরে নিয়ে যায়। পরবর্তীতে গরুর পালক বিকেলে আমার বাসায় এসে সংবাদ দিলে নিরাপত্তা শাখায় কর্মরত মাহবুব নামের একজনের সাথে আলাপ হয় এবং তাকে বোঝাতে সক্ষম হই যে বিশ্ববিদ্যালয়ের গরুগুলো ছেড়ে দিবে। কিন্তু গরু পালক সন্ধ্যার পর পুনরায় আমার বাসায় এসে জানালো যে, গুরুগুলো ছেড়ে দেয়নি। তাই পুরনায় নিরাপত্তা শাখায় টেলিফোন করলে একই মাহবুল গরুগুলো ছেড়ে দেয়ার ব্যাপারে অপারগতা প্রকাশ করে চীফ সিকিউরিটি আফিসারের সাথে আলাপ করতে বলেন। সে সময় চীফ সিকিউরিটি অফিসার সাহেব শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন মিলানয়তনে অনুষ্ঠানে দায়িত্বরত ছিলেন। অবশেষে কোন উপায় না দেখে মোবাইলে তাঁর সাথে আলাপ করে বিশ্ববিদ্যালয়ের গরু বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মরত ব্যক্তিবর্গ খোঁয়াড়ে দেয়ার তাৎপর্য অনুধাবন করতে সক্ষম হই। প্রথমে চীপ সিকিউরিটি অফিসার সাহেবকে জিজ্ঞেসা করি, 'কেন বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরি করে বিশ্ববিদ্যালয়ের গরু ধরে খোঁয়াড়ে দেয়া হয়েছে?'। উত্তরে তিনি বললেন, 'ছাত্র বিষয়ক উপদেষ্ট এবং প্রোক্টর মহোদয়দের নির্দেশ 'ক্যাম্পাসে যে কোন গরু, ঘোড়া, ছাগল পাওয়া যাবে সবই ধরে খোঁয়াড়ে দিতে হবে।' তখন আমি সিকিউরিটি সাহেবকে জিজ্ঞেসা করলাম, 'আপনার কি জানা আছে ভেটেনিারি অনুষদের ৩নং ভবনের পার্শ্বে, হোসেন শহীদ সোহরাওয়াদী হলের মাঠে, কৃষি খামারের প্রায় সকল মাঠে, হেলথ কেয়ার সেন্টারের পার্শ্বে, করিম ভবনের পার্শ্বে প্রতিদিন পালে পালে গরু চরে।' উত্তরে তিনি বললেন, 'তাদের লজ্জা নেই।' এরপর তিনি আমাকে পরামর্শ দিলেন গরুগুলো ছাড়ানোর জন্য ছাত্র বিষয়ক উপদেষ্টা এবং প্রোক্টর সাহেবের সাথে আলাপ করার জন্য। তার পরামর্শ শুনে আমি অত্যন্ত আশ্চর্য হই। সিকিউরিটি সাহেবকে শুধু বললাম, 'আগামীকল্য ছাত্রছাত্রীদের ব্যবহারিক কাসে ব্যবহৃত গরুগুলো নিলামে বিক্রি করে দেয়ার প্রস্তাব দেয়া হবে এবং সে প্রস্তাবের একটি অনুলিপি আপনার অবগতির জন্য পাঠানো হবে। তাই দয়া করে আজকের মত গরুগুলো ছেড়ে দেয়ার ব্যবস্থা করেন।' পরদিন গরু পালকের নিকট থেকে জানতে পারলাম সেদিন গরুর নাটকের সমাপ্তি ঘটে রাত্রি ১২টায়। আমার ধারণা ছিল, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রমের জন্য শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারী সকলেই নিয়োজিত। ভেটেরিনারি ক্লিনিকের ছাত্রছাত্রীদের ব্যবহারিক ক্লাসের গরু নিয়ে নিরাপত্তা শাখা ভেটেরিনারি ক্লিনিকের পরিচালককে অবহতি না করে যে নাটক করা হয়েছে তা অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রমের পরিপন্থি। তাই আমার ধারণা অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম অপেক্ষা প্রশাসনিক কার্যক্রম অধিক গুরুতৃপূর্ণ। এমতাবস্থায় ভেটেরিনারি ক্লিনিকে গরু পালন করে বিভিন্ন বিভাগের ছাত্রছাত্রীদের ব্যবহারিক ক্লাস করার জন্য কোন সুস্থ পশু যোগান দেয়া সম্ভবপর নয়। অবশ্য ভেটেরিনারি ক্লিনিকের দখলকৃত জায়গা-জমি উদ্ধার করা সম্ভব হলে সেসব স্থানে ব্যবহারিক ক্লাসের গরু পালন করে বিভিন্ন ব্যবহারিক ক্লাসের জন্য গরু যোগান দেয়া সম্ভব হবে।

অতএব, ভেটেরিনারি অনুষদের ক্লিনিক্যাল বিভাগের ছাত্রছাত্রীদের ব্যবহারিক ক্লাসে ব্যবহৃত গরুগুলো রাখা বা চরানোর প্রশাসনিক ভাবে কোন বিকল্প ব্যবস্থা করা সম্ভবপর না হলে জরুরী ভিত্তিতে নিলামের মাধ্যমে গরুগুলো বিক্রি করার জন্য অনুমোদন দানে বাধিত করবেন।

ভেটেরিনারি ক্লিনিকের ছাত্রছাত্রীদের ব্যবহৃত গরুগুলো নিলামে বিক্রি করার জন্য প্রস্তাবিত 'গরু নিলাম কমিটি'।

ভেটেরিনারি ক্লিনিকের ছাত্রছাত্রীদের ব্যবহৃত গরুগুলো নিলামে বিক্রি করার জন্য প্রস্তাবিত 'গরু নিলাম কমিটি'।
(১) ডীন, ভেটেরিনারি অনুষদ ------------- সভাপতি
(২) প্রধান, মেডিসিন বিভাগ ------------ সদস্য
(৩) প্রধান, সার্জারি ও অবস্টেট্রিক্স বিভাগ -- সদস্য
(৪) পরিচালক, ভেটেরিনারি ক্লিনিক ------- সদস্য
(৫) জনাব মোঃ আব্দুল হামিদ, সেকশন অফিসার, ভেটেরিনারি ক্লিনিক- সদস্য সচিব।

উল্লেখ্য, এই পত্রের অনুলিপি ভেটেরিনারি অনুষদের সকল বিভাগীয় প্রধান, চীফ সিকিউরিটি অফিসার, প্রোক্টর এবং ছাত্র বিষয়ক উপদেষ্টা মহোদয়দের অবগতির জন্য প্রেরণ করা হয়েছে।

ধনবাদান্তে
আপনার বিশ্বস্ত
স্বাক্ষর/- ১৮.০৮.২০০৯
(প্রফেসর ড. মো. আব্দুস সামাদ)
পরিচালক, ভেটেরিনারি ক্লিনিক

মেমো নং ২৩৮৮/ ভেটঃ অনুঃ, তারিখ ১৯-৮-০৯
পরিচালক মহোদয় কথা বলুন।
স্বাক্ষর/- ১৯-৮-০৯
ডীন, ভেটেরিনারি অনুষদ, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ-২২০২

সাজারি ও অবস্টেট্রিক্স বিভাগ
বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ।[১৬৯]

মেমো নং ৮৯ (৪) / ডিএসও /০৯ তারিখ: ১৭-০৮-২০০৯
বরাবর ডীন
ভেটেরিনারি অনুষদ
বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ।
প্রিয় মহোদয়,

ভেটেরিনারি ক্লিনিক-এর পরিচালক মহোদয় কর্তৃক প্রেরিত পত্র নং-৬৮৩ / ভেটঃ ক্লিনিক তারিখ ১৬-০৮-২০০৯ এর প্রেক্ষিতে ১৭-০৮-২০০৯ সোমবার সার্জারি ও অবস্টেট্রিক্স বিভাগের পাঠ্য পর্যদের এক জরুরী সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভা মনে করে পরিচালকের মত একজন ব্যক্তির পক্ষে থেকে এধরনের পত্র প্রেরন অনভিপ্রেত, অনাকাঙ্খিত এবং শিক্ষকদের মধ্যে বিরাজমান সম্প্রীতি বিনষ্ট করার প্রয়াস। পত্রের ভাষা ও বিষয়বস্তু থেকে এটিই প্রতিয়মান হয় যে, ভেটেরিনারি ক্লিনিকের বর্তমান পরিচালক মহোদয় যে মানসিকতার প্রকাশ ঘটিয়েছেন তা নিঃসন্দেহে শিক্ষার পরিবেশ অনুকুল রাখার জন্য সহায়ক নয়। ভেটেরিনারি ক্লিনিকের উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যে পরিচালক মহোদয়ের সার্বিক নেতৃত্ব ও সহকর্মীদের প্রতি মনোভাব আরও সার্বজনিন হওয়া বাঞ্ছনীয়। পরিচালক মহোদয়ের এ ধরনের মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গি অব্যহত থাকলে ভেটেরিনারি ক্লিনিকে সৃষ্ট পরিবেশ এ বিভাগের শিক্ষকবৃন্দেও পক্ষে কাজ চালিয়ে যাওয়া দুরুহ হয়ে পড়তে পারে। এ পেক্ষাপটে সৃষ্ট পরিস্থিতির জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকেই দায় দায়িত্ব বহন করতে হবে বলে সভা মনে করে। বিষয়টি গুরুত্ব অনুধাবন করে দ্রুত কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহন করতঃ ভেটেরিনারি ক্লিনিকের সুনাম অব্যহত রাখার লক্ষ্যে ও শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ বজায় রাখার স্বার্থে সহায়ক ভূমিকা রাখার জন্য আপনাকে সবিনয়ে অনুরোধ জ্ঞাপন করা যাচ্ছে।

স্বাক্ষর/-
প্রধান

সদয় অবগতির জন্য অনুলিপি প্রেরিত হলো:
১) সকল বিভাগীয় প্রধান, ভেটেরিনারি অনুষদ, বাকৃবি, ময়মনসিংহ।
২) পরিচালক, ভেটেরিনারি ক্লিনিক, বাকৃবি, ময়মনসিংহ।
৩) রেজিস্ট্রার, বাকৃবি, ময়মনসিংহ।
সংযোজনি ঃ ভেটেরিনারি ক্লিনিকের পরিচালক মহোদয়ের কর্তৃক প্রেরিত পত্রেসমূহের অনুলিপি।

স্বাক্ষর/- ১৭-০৮-২০০৯
(ড. মো. রফিকুল আলম)
প্রধান

নোট শীট[১৭০]

সংযোজনী সদয় অবলোকন করা যেতে পারে।
সার্জারি ও অবস্টেট্রিক্স বিভাগের সহযোগী প্রফেসর ড. মো. রফিকুল আলম বিভাগীয় প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। ভেটেরিনারি ক্লিনিকে ভেটেরিনারিয়ান (সার্জারী) হিসেবে দায়িত্ব পালনের জন্য বিকল্প কোন শিক্ষক না থাকায় পরিচালক (ভূতপূর্ব) মহোদয়ের প্রস্তাবমূলে তাঁকে যুগপৎভাবে বিভাগীয় প্রধান এবং ভেটেরিনারি ক্লিনিকে ভেটেরিনারিয়ান (সার্জারী) হিসেবে দায়িত্ব পালন করার অনুমোদন দেয়া হয়।
ভেটেরিনারি ক্লিনিকে ভেটেরিনারিয়ান (সার্জারী) হিসেবে দায়িত্ব পালনের জন্য সার্জারী ও অবস্টেট্রিক্স বিভাগে বর্তমানে বিকল্প কোন শিক্ষক আছে।

'ক' কী-না এ বিষয়ে সার্জারী ও অবস্টেট্রিক্স বিভাগের মতামত গ্রহন করতঃ করণীয় সম্পর্কে প্রস্তাব দেয়ার জন্য ভেটেরিনারি ক্লিনিকের বর্তমান পরিচালক মহোদয়কে অনুরোধ করা যেতে পারে।

স্বাক্ষর/- ১৬-৭-০৯ স্বক্ষর/- ১৬.৭.০৯

রেজিস্ট্রার উপযুক্ত 'ক' চিহ্নিত প্রস্তাবনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহনের নিমিত্ত উপস্থাপন করা যেতে পারে।

স্বাক্ষর/-

ভিসি- অনুমোদিত
স্বাক্ষর/- ২৫.০৭.০৯

স্বাক্ষর/- রেজিস্ট্রার ২৬.৭.০৯

পরিচালক ভেটেরিনারি ক্লিনিক
প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় প্রধানের নিকট পাঠানো হোক।
স্বাক্ষর/- ২৯.৭.০৯
পরিচালক

বিভাগীয় প্রধান
সার্জারি ও অবস্টেট্রিক্স বিভাগ

নং ৬৭০ / ভেটঃ ক্লিনিক
পরিচালক পদ থেকে ইস্তফা দোয়ার পূর্ব পর্যন্ত কোন উত্তর পাওয়া যায়নি।
তাং ২৯-৭-২০০৯

ভেটেরিনারি ক্লিনিক
বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ।[১৭১]

মেমো নং ৬৯১ / ভেটঃ ক্লিনিক তারিখ ঃ ১৯-০৮-২০০৯
বরাবর
ডীন, ভেটেরিনারি অনুষদ
বাকৃবি, ময়মনসিংহ।
বিষয় ঃ মেমো নং ৬৮৩ / ভেটঃ ক্লিনিক, তারিখ ১৬-৮-২০০৯ পত্রটি প্রত্যাহার করা প্রসঙ্গে।
প্রিয় মহোদয়,

অদ্য ১৯-৮-২০০৯ ইং তারিখে অনুষ্ঠিত ভেটেরিনারি অনুষদের সভায় আলোচনায় অংশ গ্রহণ করে হৃদয়ংগম করতে সক্ষম হয়েছি যে, বিষয়ে উল্লিখিত পত্রটি আমার প্রত্যাহার করা প্রয়োজন।
অতএব, পত্রটি প্রত্যাহার করার আবেদনটি মঞ্জুর করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

ধন্যবাদান্তে
আপনার বিশ্বস্ত
স্বাক্ষর/- ১৯-৮-০৯
(প্রফেসর ড. মো. আব্দুস সামাদ)
পরিচালক, ভেটেরিনারি ক্লিনিক

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ।[১৭২]

মেমো নং ৬৯২ / ভেটঃ ক্লিনিক তারিখ: ১৯-০৮-২০০৯
বরাবর
ডীন, ভেটেরিনারি অনুষদ
বাকৃবি, ময়মনসিংহ।

বিষয়: মেমো নং ৬৮৮ / ভেটঃ ক্লিনিক, তারিখ ১৮-৮-২০০৯ পত্রটি প্রত্যাহার করা প্রসঙ্গে।
প্রিয় মহোদয়,
অদ্য ১৯-৮-২০০৯ ইং তারিখে অনুষ্ঠিত ভেটেরিনারি অনুষদের সভায় আলোচনায় অংশ গ্রহণ করে হৃদয়ংগম করতে সক্ষম হয়েছি যে, বিষয়ে উল্লিখিত পত্রটি আমার প্রত্যাহার করা প্রয়োজন।
অতএব, পত্রটি প্রত্যাহার করার আবেদনটি মঞ্জুর করার জন্য অনুরোধ করা হলো।
ধন্যবাদান্তে
আপনার বিশ্বস্ত
স্বাক্ষর/- ১৯-৮-০৯
(প্রফেসর ড. মো. আব্দুস সামাদ)
পরিচালক, ভেটেরিনারি ক্লিনিক

ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ

বিশ্বাসী, হালাল রুজি অন্বেষক এবং জ্ঞানীদের জন্য ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণের প্রয়োজন হয়না কারণ আল্লাহ্ তা'লার প্রদত্ত জ্ঞান দিয়ে সবকিছু বুঝতে সক্ষম হয়। উল্লেখ্য, আমার বিভাগীয় প্রধান থাকাকালিন অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ে এক সঙ্গে দু'টি রিমিউনারেটিভ দায়িত্ব পালন করার নিয়ম নেই।[১৫৩-১৫৬] তবে ব্যতিক্রম হলো নেতাদের ক্ষেত্রে যেমন সার্জারী ও অবস্টেট্রিক্স বিভাগের প্রধান দু'টি রিমিউনারেটিভ দায়িত্বে নিয়োজিত।[১৭০] উপরন্ত ভেটেরিনারি ক্লিনিকে কর্মরত ভেটেরিনারিয়ানদের সভা নং ১/২০০৯ উক্ত সার্জারী ও অবস্টেট্রিক্স বিভাগের প্রধানসহ দু'জন ভেটেরিনারিয়ানের উপস্থিতে সর্বসম্মতিভাবে গৃহীত সিদ্ধান্তের পরে[১৫৯] বিভাগীয় প্রধান হিসেবে পরিচালকের বিরুদ্ধে প্রচারপত্র দেয়।[১৬৯] এরা অধিকাংশই আমার সরাসরি ছাত্র-ছাত্রী। যে পেশায় ও প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক অপেক্ষা ছাত্রছাত্রীরা অধিক জ্ঞানী সে প্রতিষ্টানের অবস্থা সহজেই অনুমেয়। আল্লাহ্ তা'লা কুরয়ানে এদের সম্বন্ধে বিশ্বাসীদের অবগত ও সতর্ক করেছেন। ভেটেরিনারি ক্লিনিক প্রতিষ্ঠানটির জায়গা-জমি, স্থাপনা, কর্মরত ব্যক্তিবর্গ ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা কারা কীভাবে ব্যক্তিগতভাবে ব্যবহার করছে তা অতি স্পষ্ট। অপরদিকে সংশ্লিষ্ট ভেটেরিনারি অনুষদের উদ্ধর্তন কর্তৃপক্ষ ভেটেরিনারি ক্লিনিকটির উন্নয়নে অগ্রহী নয়। এমতাবস্থায় ভেটেরিনারি ক্লিনিকের পরিচালকের পদ থেকে ইস্তফা দান করায় ইসলাম ধর্মের অনসিরীদের জন্য অধিক যুক্তিসংগত।

ভেটেরিনারি ক্লিনিক
বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ।[১৭৩]

মেমো নং ৬৯৩ / ভেটঃ ক্লিনিক তারিখ ঃ ২২ই আগস্ট, ২০০৯
বরাবর
রেজিস্ট্রার
বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়,ময়মনসিংহ।
মাধ্যম: ডীন, ভেটেরিনারি অনুষদ।

বিষয়: ভেটেরিনারি ক্লিনিকের পরিচালকের পদ থেকে ইস্তফা দান।

প্রিয় মহোদয়,
আপনি নিশ্চয় অবগত আছেন যে, আপনার স্মারক নং শা-১/৬৩৩/ সংস্থাপন, তারিখ ১০-০৬-২০০৯ এবং নং শা-১/ ৬৮৭/ সংস্থাপন, তারিখ ১৮-০৬-২০০৯ এবং যথাক্রমে আমার উত্তর পত্র নং ৩৪৯/ ডিএম, তারিখ ১৪-০৬-০৯ এবং নং ৩৫৬/ ডিএম তাং ২০-০৬-০৯ এর পরিপ্রেক্ষিতে আমাকে ভেটেরিনারি ক্লিনিকের পরিচালক পদে নিয়োগদান করা হয় (নং শা-১/৭২৯ (৩০)/ সংস্থাপন, তারিখ ২৭-০৬- ২০০৯) এবং আমি বিগত ৩০-৬-২০০৯ তারিখ ভেটেরিনারি ক্লিনিকের দায়িত্বভার গ্রহণ করি (মেমো নং ৬৩৬ (৯) / ভেটঃ ক্লিনিক, তাং ৩০-৬-২০০৯)। ক্লিনিকের দায়িত্বভার গ্রহণ করে বিগত ০৫-০৭-২০০৯ তারিখ ভেটেরিনারি ক্লিনিকে কর্মরত ভেটেরিনারিয়ানদের এক সভা আহ্বান করি এবং সে সভার সিদ্ধান্ত (মেমো নং ৬৫২ (৯)/ ভেটঃ ক্লিনিক, তারিখ ১২-০৭-০৯ ; কপি- ১) অনুসারে ক্লিনিকের বিভিন্ন সমস্যার কথা উল্লেখ করে অনুষদীয় সভায় আলোচনার জন্য ডীন, ভেটেরিনারি অনুষদ বরাবর 'বাকৃবি ভেটেরিনারি ক্লিনিক এর নাম ভেটেরিনারি হাসপাতাল হিসেবে উপযুক্তকরণ এবং নিজস্ব চিকিৎসক ভেটেরিনারিয়ান এর মাধ্যমে হাসপাতাল পরিচালনার আবশ্যকতা প্রসঙ্গে' শিরোনামে আবেদন করি (মেমো নং ৬৮৩ (১৮)/ ভেটঃ ক্লিনিক, তাং ১৬-০৮-২০০৯ ; কপি- ২)। সে পরিপ্রেক্ষিতে সার্জারি এবং অবস্টেট্রিক্স বিভাগের শিক্ষকগণ পাঠ্য পর্ষদের ব্যানারে ভেটেরিনারি ক্লিনিকের উপস্থাপিত সৃষ্ট সমস্যার উপর দ্বিমত পোষণ বা আলোচনা না করে উদ্দেশ্যমূলকভাবে পরিচালকের নিন্দাবাদে মুখর হয়ে ডীন, ভেটেরিনারি অনুষদ বরাবর চরম পত্রে (নং ৮৯(৪)/ ডিএসও. তারিখ ১৭-০৮-২০০৯ ; কপি- ৩) জানিয়েছে যে, ভেটেরিনরি ক্লিনিকের বর্তমান পরিচালকের অধীনে উক্ত শিক্ষকবৃন্দের পক্ষে কাজ চালিয়ে যাওয়া দূরূহ হয়ে পড়বে। কিন্তু বাস্তবে যে ভেটেরিনারি ক্লিনিকের কাজকে সার্জারি ও অবস্টেট্রিক্স বিভাগের প্রধান দূরূহ করে রেখেছেন তার একটি নমুনা কপি সংযোজিত করা হল (কপি- ৪)। অবশেষে ভেটেরিনারি ক্লিনিকের সৃষ্ট সমস্যা সমাধান এবং উন্নয়ণের জন্য ডীন, ভেটেরিনারি অনুষদ বরাবর প্রেরিত সকল আবেদন (মেমো নং ৬৯১ / ভেটঃ ক্লিনিক, তাং ১৯-৮-২০০৯ ; মেমো নং ৬৯২ / ভেটঃ ক্লিনিক, তাং ১৯-৮-২০০৯) প্রত্যাহার করা হয়েছে। তাই ভেটেরিনারি ক্লিনিকে পরিচালক হিসেবে আমার থাকার কোন যুক্তি থাকে না।

ভেটেরিনারি ক্লিনিকের বিগত নথীপত্র পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে প্রতীয়মান হয় যে, সার্জারি এবং অবস্টেট্রিক্স বিভাগের শিক্ষকগণ যে বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন পরিচালক দেখতে এবং যার অধীনে ভেটেরিনারিয়ান হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে চান তা আমার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে বা বিগত দিনে আমার সম্পাদিত কার্যাবলীর মধ্যে নেই। এমতাবস্থায় আমি সার্জারি ও অবস্টেট্রিক্স বিভাগের শিক্ষকদের সাথে ভেটেরিনারি ক্লিনিকে কাজ করতে অপারগ। অতঃপর ভেটেরিনারি ক্লিনিকে প্রতিদিন আগত রোগাক্রান্ত পশুগুলোকে পূর্বের ন্যায় বিনা চিকিৎসায় আর ফিরে যেতে হবেনা এবং ভেটেরিনারি ক্লিনিকের সকল পরিসম্পৎ যথাযথভাবে রক্ষা পাবে আমার লালিত এই আশাবাদ অক্ষুন্ন রেখেই ভেটেরিনারি ক্লিনিকের পরিচালকের পদ থেকে ইস্তফা দিলাম।

অতএব, বাকশক্তিহীন রোগাক্রান্ত পশুগুলোর কথা বিশেষভাবে বিবেচনা করে আমার এই ইস্তফাপত্রটি জরুরীভিত্তিতে মঞ্জুর করে ভেটেরিনারি ক্লিনিকের পরিচালক পদ থেকে অব্যাহতি দানে বাধিত করবেন।

ধন্যবাদান্তে
আপনার বিশ্বস্ত
স্বাক্ষর/- ২২-৮-০৯
(প্রফেসর ড. মো. আব্দুস সামাদ)
মেডিসিন বিভাগ, ভেটেরিনারি অনুষদ

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ।[১৭৪]
আদেশনামা

নংশা-১/এ-২২/২০০৫/১১৫৯/সংস্থাপন তারিখ ঃ ১২.০৯.২০০৯

মেডিসিন বিভাগের প্রফেসর ড. মোঃ আব্দুস সামাদ-এর গত ২২.৮.২০০৯ তারিখে দাখিলকৃত আবেদনের প্রেক্ষিতে তাঁকে, ভেটেরিনারি ক্লিনিকের পরিচালকের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেয়া হল।

ভেটেরিনারি ক্লিনিকের পরিচালক হিসেবে নিয়োগ করার লক্ষ্যে, সার্জারী ও অবস্টেট্রিক্স বিভাগের প্রফেসর ড. ফরিদা ইয়াসমীন বারিকে, ভেটেরিনারি ক্লিনিকে ভেটেরিনারিয়ান (অবস্টেট্রিক্স এন্ড গাইনোকোলজি)-এর দায়িত্ব হতে অব্যাহতি দেয়া হল।

সাজারী ও অবস্টেট্রিক্স বিভাগের প্রফেসর ড. ফরিদা ইয়াসমীন বারিকে, প্রফেসর ড. মোঃ আব্দ্সু সামাদ এর স্থলে শিক্ষক হিসেবে তাঁর নিজ দায়িত্বের অতিরিক্ত

যোগদানের তারিখ হতে পরবর্তী ২ (দুই) বৎসরের জন্য প্রচলিত শর্তে ভেটেরিনারি ক্লিনিকের পরিচালক হিসেবে নিয়োগ দেয়া হল।

প্রফেসর ড. ফরিদা ইয়াসমীন বারী, শিক্ষক হিসেবে তাঁর নিজ দায়িত্বের অতিরিক্ত ভেটেরিনারি ক্লিনিকের পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালনকালে বিনা ভাড়ায় বাসস্থানের সুবিধাসহ মাসিক টাঃ ১,০০০.০০ (এক হাজার) মাত্র ভাগা প্রাপ্য হবেন।

ভাই-চ্যান্সেলর মহোদয়ের আদেশক্রমে
স্বাঃ/-
রেজিস্ট্রার

নং শা-১/এ-২২/২০০৫/১১৫৯(৫)/সংস্থাপন তারিখঃ ১১.০৯.২০০৯

অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি পেরিত হলঃ

০১. প্রফেসর ড. ফরিদা ইয়াসমীন বারি, সার্জারী ও অবস্টেট্রিক্স বিভাগ। তাঁকে, প্রফেসর ড. মোঃ আব্দুস সামাদ- এর নিকট হতে ভেটেরিনারি ক্লিনিকের পরিচালকের দায়িত্বভার গ্রহণকরতৎ নিম্স্বাক্ষরকারীকে অবহতি বরার জন্য অনুরোধ করা হল।

০২. প্রফেসর ড. মোঃ আব্দুস সামাদ, মেডিসিন বিভাগ এবং পরিচালক, ভেটেরিনারি ক্লিনিক। তাঁকে, প্রফেসর ড. পরিদা ইয়াসমীন বারি-এর নিকট ভেটেরিনারি ক্লিনিকের পরিচালকের দায়িত্বভার হস্তান্তর করার জন্য অনুরোধ করা হল।

০৩-২২. অন্যান্য শাখা।

স্বাক্ষর/- অস্পষ্ট ১২.০৯.০৯
রেজিস্ট্রার

ভেটেরিনারি ক্লিনিক, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ।[১৭৫]

মোমো নং ৭০৮ / ভেটঃক্লিনিক/২০০৯ তারিখঃ ১৩-০৯-২০০৯

বরাবর
রেজিস্ট্রার
বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ।
যথাসথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে

বিষয়: ভেটেরিনারি ক্লিনিকের পরিচালক পদের দায়িত্বভার হস্তান্তর ও গ্রহণ প্রসঙ্গে।

প্রিয় মহোদয়

আদেশ নং শা-১/এ-২২/২০০৫/১১৫৯(৫)/সংস্থাপন তারিখ ১১-০৯-২০০৯-এর প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, আমরা নি স্বাক্ষরকারীগণ ১২-০৯-২০০৯ তারিখ পূর্বাহ্নে ভেটেরিনারি ক্লিনিকের পরিচালক পদের দায়িত্বভার হস্তান্তর ও গ্রহণ করলাম।

স্বাক্ষর/- অস্পষ্ট ১৩-৯-০৯	স্বাক্ষর/- অস্পষ্ট ১৩-৯-০৯
ড. মো. আব্দুস সামাদ	ড. ফরিদা ইয়াসমীন বারি
দায়িত্ব প্রদানকারী পরিচালক	দায়িত্ব গ্রহষকারী পরিচালক
প্রফেসর, মেডিসিন বিভাগ।	প্রফেসর, সার্জারি ও অসস্টেট্রিক্স বিভাগ।

মেমো নং ৭০৮(৯)/ভেটঃক্লিনিক তারিখঃ ১৩-০৯-২০০৯

অবগতির জন্য অনুলিপি প্রেরিত হলঃ

১) ডীন, ভেটেরিনারি অনুষদ।
২) প্রধান, সার্জারি ও অবস্টেট্রিক্স বিভাগ
৩) প্রধান, মেডিসিন বিভাগ।
৪) প্রধান, প্যাথলজি বিভাগ।
৫) কোষাধ্যক্ষ।
৬) ম্যানেজার, ডেয়রি ফার্ম।
৭) প্রধান, যন্ত্র প্রকৌশলী, টেলিফোন সংযোজনের অনুরোধস।
৮) ডেপুটি রেজিস্ট্রার, উপাচার্য সচিবালয়, মাননীয় উপাচার্যের সদয় জ্ঞাতার্থে।
৯) অফিস কপি।

স্বাক্ষর/- অস্পষ্ট ১৩.৯.০৯
ড. ফরিদা ইয়াসমীন বারি
পরিচালক, ভেটেরিনারি ক্লিনিক

ভেটেরিনারি ক্লিনিকে ভেটেরিনারিয়ান (মেডিসিন) নিয়োগ

ভেটেরিনারি ক্লিনিকে পরিচালক হবার সময় মেডিসিন বিভাগ থেকে দু'জন ভেটেরিনারিয়ান (ডা. মো. আমিমুল এহসান এবং ডা. মো. আরিফুল ইসলাম) নিয়োজিত ছিল। সে সময় ভেটেনারি ক্লিনিকে পশু পাখির চিকিৎসা মুলত ছাত্রছাত্রী ও ক্লিনিকে নিয়োজিত কম্পাউন্ডামের মাধ্যমে পরিচালিত হতো। সেসময় ভেটেরিনারি ক্লিনিকে নিয়োজিত চারজন ভেটেরিনারিয়াই ছিল আমার সরাসারি ছাত্রছাত্রী পশুপাখির চিকিৎসায় সময় দিতে পারতোনা। তাই মেডিসিন বিভাগের দুইজনই ভেটেরিনারি ক্লিনিকের আতিরিক্ত দায়িত্ব ছেড়ে চলে যায়। এসময় মেডিসিন বিভাগের আমার আর এক ছাত্র প্রফেসর ড. মো. মাহবুব আলম আমার সাথে ভেটেরিনারি ক্লিনিকে চিকিৎসা করার জন্য ভেটেরিনারিয়ান (মেডিসিন) হিসেবে যোগদান করে। দুইজন প্রতিদিন একসাথে প্রতিটি কিলনিক্যাল কেস সুষ্ঠুভাবে পরীক্ষা ও চিকিৎসা করতাম। ফলে রুগীর ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায়। কিন্তু আমি ভেটেরিনারি ক্লিনিকের পরিচালকের পদ থেকে উস্তফা দেয়ার কারণে সে বুঝতে সক্ষম হয় যে, ক্লিনিকে ভেটেরিনারিয়ান হিসেবে থাকা যুক্তিসংগত নয়। তাই সেও ভেটেরিনারিয়ান পদ থেকে ইস্তফা দিয়ে চলে আসে।

মেডিসিন বিভাগের সিনিয়র প্রফেসর ও শিক্ষকগণকে ভেটেরিনারি ক্লিনিকের চিকিৎসার দায়িত্ব থেকে অব্যহতি দানের ব্যবস্থা করে ভেটেরিনারি ক্লিনিকের ৮০ শতাংশ রোগীর চিকিৎসা কার্যক্রমকে বিপন্ন করা হয়। পরবর্তীতে দুধের স্বাদ ঘোলে মিটানোর জন্য মেডিসিন বিভাগে আমার সুপারভাইজারে এমএস ডিগ্রী সম্পন্নকারী মো. আমিনুল ইসলামাকে মেডিসিন বিভাগে লেকচারার হিসেবে নিয়োগ দান করে (নং-শা-২/এ-৩/২০১০/১০১(১২)/সংস্থাপন, তাং ২৫-১-২০১০) ভেটেরিনারিয়ান (মেডিসিন) হিসেবে (নং-শা-১/১৫৩(৭)/সংস্থাপন, তাং ১৪-২-২০১০) নিয়োগ করা হয়। সন্তানকে দিয়ে পিতার বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেয়া সম্ভাব হয়েছে সন্তানের চাকরি রক্ষার জন্য। উল্লেখ্য, ভেটেরিনারি ক্লিনিকে দু'জন ভেটেরিনারিয়িান (মেডিসিন) প্রয়োজন। মেডিসিন বিভাগে কর্মরত প্রায় আট জন শিক্ষক রয়েছে। মেডিসিন বিভাগের সকল শিক্ষকই ভেটেরিনারি ক্লিনিকে অতিরক্তি দায়িত্বে চিকিৎসায় অংশ গ্রহন করতে অত্যধীক আগ্রহী থাকলেও অপরাগতা প্রকাশ করতে বাধ্য হয়। এমতাবস্থায় ভেটেরিনারি ক্লিনিক দখলকারী ব্যক্তিবর্গের সহায়তায় যেখন মেডিসিন বিভাগের কোন অতিরিক্ত শিক্ষকের প্রয়োজন ছিলনা সে অবস্থায় মেডিসিন বিভাগকে অবহতি না করেই বাকৃবি-এর প্রচলিত নিয়মবর্হিভূতভাবে আজিমুন নাহারকে মেডিসিন বিভাগে লেকচারার হিসেবে নিয়োগ (নং-শা-২/এ-২৩/২০১১/৯৫(১২)/সংস্থাপন, তাং ১৯-১-২০১১) এবং সে সাথে ভেটেরিনারিয়ান (মেডিসিন) হিসেবে নিয়োগ (নং-শা-১/১৭২(৬)/সংস্থপান, তাং ২৪-০৩-২০১১) নিয়োগ দান করা হয়। সাধারণত মেডিকেল এবং ভেটেরিনারি মেডিকেল পেশায় সিনিয়র প্রফেসরদের অধীনে জুনিয়র শিক্ষক, চিকিৎসক এবং ইন্টার্নী ডাক্তারদের পেশাভিত্তিক কার্যক্রম পরিচালিত হয়। সুতরাং বাকৃবি ভেটেরিনরি ক্লিনিকের চিকিৎসা ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম যা হবার তাই হয়েছে এবং ফণশ্রুতিতে সে শিক্ষা বছরে ভেটেরিনারি অনুষদে প্রথম বর্ষে ভর্তিকৃত প্রায় ৬০ থেকে ৭০ শতাংশ ছাত্রছাত্রী ভেটেরিনারি অনুষদ ছেড়ে চলে যায়।

মেডিসিন বিভাগের স্পেস দখল বৃত্তান্ত

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এর ভেটেরিনারি অনুষদ মোট ৮টি বিভাগ সমন্বয়ে গঠিত। ডিভিএম গ্র্যাজুয়েট তৈরিতে ভেটেরিনারি অনুষদের আটটি বিভাগেরই গুরুত্ব অপরিসীম। প্রতিটি বিভাগের নিজস্ব বিষয় ও মেথডলজি রয়েছে। যেমন অ্যানাটমি বিষয়ের মূল হল কোষ, টিস্যু, অর্গ্যান, তন্ত্র ও সমগ্র দেহের গঠন (স্ট্রাকচার) সম্পর্কে আলোচনা, ফিজয়লজির বিষয়ের মূল হ'ল কোষ, টিস্যু, অর্গ্যান, তন্ত্র ও সমগ্র দেহের স্বাভাবিক কার্য সম্পর্কে আলোচনা করা, প্যারাসাইটোলজি বিষয়ের মূল হল পরজীবী সম্পর্কে আলোচনা, মাইক্রোবায়োলজি বিষয়ের মূল হ'ল ম্যাক্রোঅর্গ্যানিজম সম্পর্কে আলোচনা, প্যাথলজি বিষয়ের মূল হ'ল রোগের প্যাথজেনিসিস, প্যাথলজিক্যাল পরিবর্তন ও ল্যাবরেটরিতে রোগ নির্ণয় সম্পর্কে আলোচনা, ফার্মাকোলজি বিষয়ের মূল হ'ল ঔষধ সম্পর্কে আলোচনা, অবস্টেট্রিক্স বিষয়ের মূল হ'ল জনন তন্ত্রের দুর্ঘটনা ও রোগ সনাক্ত ও চিকিৎসা, মেডিসিন বিষয়ের মূল হ'ল ক্লিনিক্যাল বা মাঠ পর্যায়ে রোগ নিরূপণ, চিকিৎসা এবং এপিডেমিওলজি এবং রোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা করা। আর সার্জারি বিষয়ের মূল হ'ল আঘাত বা রোগ জনিত প্রয়োজনে অস্ত্রপচারের মাধ্যমে চিকিৎসা করা। উল্লেখ্য, মেডিসিন এবং সার্জারি ও অবস্টেট্রিক্স বিভাগ দু'টি ক্লিনিক্যাল বিভাগ। মাঠ পর্যায়ের উপযোগী ভেটেরিনারি গ্র্যাজুয়েট তৈরিতে ক্লিনিক্যাল দু'টি বিভাগের কার্যক্রম অত্যধিক গুরুত্বপূর্ণ। তবে প্রয়োগের ক্ষেত্রে বেশ পার্থক্য রয়েছে যেমন লাইভস্টক পেশায় মাঠ পর্যায় ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানে সার্জারি অপেক্ষা মেডিসিন বিষয়ের গুরুত্ব অধিক। তেমনি প্রয়োগ ক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিক ক্লিনিক এবং হাসপাতালের মধ্যে কার্যক্রমের পার্থক্য রয়েছে যেমন ভেটেরিনারি ক্লিনিক নামকরণের প্রতিষ্ঠানে সার্জারি কার্যক্রম থাকার সুযোগ নেই। অপরদিকে সকল ক্লিনিক্যাল বিভাগের কার্যক্রম সমন্বয়ে হাসপাতালের কার্যক্রম পরিচালিত হয়। হাসপাতালে ক্লিনিকের কার্যক্রম থাকে আউটডোর হিসেবে। তবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্রছাত্রীদের ব্যবহারিক প্রশিক্ষণের জন্য ক্লিনিক্যাল বিভাগসমূহের মধ্যে গুরুত্বের ক্ষেত্রে তেমন কোন পার্থক্য থাকার কথা নয়। অতএব, প্রতিটি স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর শ্রেণির প্রয়োজন অনুযায়ী বিভিন্ন বিভাগের স্পেস ও কার্যক্রম প্রয়োজন। বিগত দিনে অধিকাংশ ক্ষেত্রে ভেটেরিনারি অনুষদের প্রি-ক্লিনিক্যাল সায়েন্স বিভাগ থেকে ডিন নিযুক্ত হওয়ায় প্রি-ক্লিনিক্যাল বিভাগগুলির স্পেস সমস্যা সমাধান করা হয়েছে। কিন্তু ক্লিনিক্যাল বিভাগের সে সুযোগ না থাকার কারণে ক্লিনিক্যাল বিভাগদ্বয়ে স্পেস সমস্যা রয়ে যায়। উল্লেখ্য, ভেটেরিনারি অনুষদের ৩ নং ভবনের নিচ তলায় সার্জারি ও অসস্টেট্রিক্স বিভাগ এবং ২য় তালায় মেডিসিন বিভাগের অবস্থান। এই দু'টি বিভাগের স্নাতক ও স্নাতকোত্তর শ্রেণির কোর্স, শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীর সংখ্যা প্রায় একই হবার কথা। সে অনুযায়ী উভয় বিভাগের স্পেসও একই হবার কথা। কিন্তু উভয় বিভাগের মধ্যে যদি এসবের কোন পার্থক্য থেকে থাকে তার মূল কারণ বিভাগের শিক্ষকদের রাজনীতিক শক্তির পার্থক্যে সৃষ্ট। এখন দেখা যাক দু'টি বিভাগের স্পেসের মধ্যে কোন পার্থক্য রয়েছে কিনা। ভেটেরিনারি অনুষদের ৩য় নং ভবনের নিচ তলার ডিন আফিস (পূর্বে ডিন অফিস ছিল) ছাড়া সম্পূর্ণ স্পেসই সার্জারি ও অবস্টেট্রিক্স বিভাগের অধীন। উল্লেখ্য, সার্জারি ও অবস্টেট্রিক্স বিভাগের ফ্লোরের পূর্বপার্শ্বে যে অংশে ভেটেরিনারি ট্রেনিং ইনস্টিটিউট (ভিটিআই) ছিল সে প্রতিষ্ঠানটি খাগডোড়ে চলে যাবার পরে যেহেতু সে স্পেসটি নিচ তলায় ছিল সেকারণে উক্ত স্পেস উক্ত বিভাগ দখল করে নেয়। অপরদিকে নিচ তলায় মেডিসিন বিভাগের একটি ল্যাবরেটরি ছিল কিন্তু সেটি নিচ তলায় অবস্থান হওয়ার কারণে সেটিও সার্জারি ও অবস্টেট্রিক্স বিভাগ দখল করে নেয়। অপরদিকে মেডিসিন বিভাগের নিচ তলায় অবস্থিত ডিন অফিসের (পুর্বের ডিন অফিসের অবস্থান) সমতুল্য অবস্থায় রয়েছে মেডিসিন গ্যালারী এবং নিচ তলার পূর্বাংশের ফ্লোরে পুর্বের ভিটিআই এর ছাদ অংশ ছিল সম্পূর্ণ ফাঁকা। উল্লেখ্য, মেডিসিন বিভাগ থেকে পরপর দু'জন ডিন নিযুক্ত ছিলেন কিন্তু সেসময় সরকার থেকে কাঠামো তৈরির কোন অর্থ বরাদ্দ না পাওয়ায় মেডিসিন বিভাগের স্পেসের জন্য কিছু করা সম্ভব হয়নি। তবে মেডিসিন বিভাগের ফ্লোরের পূর্বাংশে ফাঁকা ছাদে অর্থ প্রাপ্তি সাপেক্ষে মেডিসিন বিভাগের স্নাতকোত্তর ক্লাস রুম ও গবেষণাগার এবং শিক্ষকদের বসার চেম্বার তৈরির জন্য নীতিগতভাবে প্রাক্কলনটি অনুমোদন করা হয়। এছাড়া মেডিসিন বিভাগের একজন সিনিয়র প্রফেসর বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরীতে গমণের কারণে সার্জারি ও অবস্টেট্রিক্স বিভাগ থেকে ভেটেরিনারি অনুষদের ডীন নিযুক্ত হন এবং এই সময়েই সরকার থেকে কাঠামো তৈরির জন্য অর্থ বরাদ্দ পাওয়া যায়। এমতাবস্থায় মেডিসিন বিভাগকে বঞ্চিত করার উদ্দেশ্যে বিগত দিনের অনুমোদিত কাঠামোকে রাতারাতি অনিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে পরিবর্তন করা হয়। কারণ পরিবর্তিত কাঠামোতে মেডিসিন বিভাগে ফ্লোরের পূর্বাংশের ছাদে ডিন কনফারেন্স, নিচ তলায় মেডিসিন গ্যালারীর নিচে অবস্থিতি ডিন অফিসকে তিন তলায় স্থানান্তর করে (নিচ তলার রুম) দখল এবং তিন তলায় অনুমোদিত কাঠামোর পরিকল্পনা পরিবর্তন করে অনিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে পুনরায় যে দখল পরিকল্পনা করা হয় তা নিম্নে ধারাবাহিকভাবে বর্ণনা করা হল।

মেডিসিন বিভাগের ফ্লোরের পূর্বাংশের ফাকা জায়গায় স্নাতকোত্তর শ্রেণির উপযোগী কাঠামো তৈরির প্রক্রিয়া

মেডিসিন বিভাগে স্নাতকোত্তর শ্রেণির জন্য ক্লাশ রুম ও গবেষণাগার নাই এবং শিক্ষকদের প্রয়োজনের তুলনায় চেম্যারের সংখ্যা অত্যান্ত অপ্রতুল। এছাড়া কোন শিক্ষক কোন গবেষণা প্রকল্প নিয়ে কাজ করতে আগ্রহী হলে তাঁকে তার নিজ চ্যাম্বারে প্রকল্পের গবেষণা কাজ করতে হয়। এঅবস্থা অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন বিভাগে আছে কিনা তা আমার জানা নেই তবে মেডিসিন বিভাগ ছাড়া ভেটেরিনারি অনুষদের কোন বিভাগে নেই। এমতাবস্থায় মেডিসিন বিভাগ বিগত দিনে মেডিসিন বিভাগের ফ্লোরের পূর্বাংশের ফাঁকা ছাদে একটি কাঠামো তৈরির জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে যে প্রস্তাবটি অর্থ প্রাপ্তি সাপেক্ষে অনুমোদিত হয়।[১৭৬,১৭৭]

মেডিসিন বিভাগ
বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়,
ময়মনসিংহ।[১৭৬]

মেমো নং ৪৫৯ / ডিএম তারিখ ঃ ১০/৩/০৩

বরাবর
বিশ্ববিদ্যালয় প্রকৌশলী
বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ।

বিষয়: ভেটেরিনারি অনুষদের ৩ নং ভবনে অবস্থিত মেডিসিন বিভাগের (২য় তলা) খালি জায়গায় পোস্ট-গ্যাজুয়েট গবেষণাগার ও শ্রেণি কক্ষ নির্মাণ প্রসঙ্গে।

প্রিয় মহোদয়,

আপনি নিশ্চয় অবগত আছেন যে, ভেটেরিনারি অনুষদের আওতাধীন মেডিসিন বিভাগ শিক্ষা, গবেষণা ও সম্প্রসারণ কার্যক্রমের জন্য একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ। বর্তমানে নিম্নোক্ত অপর্যাপ্ত কাঠামোগত আসুবিধার কারণে বিভাগের শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম দারুনভাবে ব্যহত হচ্ছে।

প্রথমত সম্প্রতি মেডিসিন বিভাগে পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ছাত্রদের সংখ্যা (প্রায় ১০ জন) বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু সেমিস্টার সিস্টেমে গ্র্যাজুয়েট ছাত্র-ছাত্রীদের যেমন থিয়রি ক্লাস নেয়ার কোন রুম নেই তেমনি থিসিসের গবেষণা করার জন্য কোন পোস্ট গ্র্যাজুয়েট গবেষণাগার নেই। উল্লেখ্য, এতদিন ২/৩ জন পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ছাত্রছাত্রীদের ক্লাস ও গবেষণা সংশ্লিষ্ট শিক্ষকদের চেম্বারে করা সম্ভব হয়েছে। তাই জরুরী ভিত্তিতে মেডিসিন বিভাগের খালী জায়গায় (২য় তলা) পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ছাত্রছাত্রীদের জন্য বিভিন্ন শাখাযুক্ত একটি আধুনিক গবেষণাগার ও একটি ক্লাস রুম জরুরী ভিত্তিতে নির্মাণ করা অত্যাবশ্যক।

দ্বিতীয়ত সম্প্রতি মেডিসিন বিভাগের সেমিস্টার পদ্ধতিতে ডিভিএম ও এমএসসি কোর্সের সংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে বিভাগের শিক্ষকের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং নতুন চার জন প্রভাষক নিয়োগ প্রাপ্ত হয়েছেন। বিভাগে তাদের বসার তেমন কোন কক্ষ নেই। এমতাবস্থায়, মেডিসিন বিভাগের অপর্যাপ্ত কাঠামোগত অসুবিধা সরজমিনে পরিদর্শন পূর্বক তাৎক্ষণিকভাবে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করছি।

ধন্যবাদান্তে

স্বাক্ষর/- ১০/৩/০৩
(ডঃ মোজাহিদ উদ্দিন আহমেদ)
প্রধান, মেডিসিন বিভাগ।

মেডিসিন বিভাগ
বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ।[১৭৭]

মেমো নং ৪৬৫ / ডিএম তারিখ ঃ ৩০/৪/২০০৫

বরাবর
পরিচালক
পরিকল্পনা ও উন্নয়ন
বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ।
মাধ্যম: ডীন, ভেটেরিনারি অনুষদ, বাকৃবি, ময়মনসিংহ।

বিষয়: ভেটেরিনারি অনুষদের ৩ নং ভবনে অবস্থিত মেডিসিন বিভাগের (২য় তলা) খালি জায়গায় পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট গবেষণাগার ও শিক্ষকদের বসার কক্ষ নির্মাণ প্রসঙ্গে।

প্রিয় মহোদয়,

আপনার সদয় অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, ভেটেরিনারি অনুষদের আওতাধীন মেডিসিন বিভাগ শিক্ষা, গবেষণা ও সম্প্রসারণ কার্যক্রমের জন্য একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ। বর্তমানে অপর্যাপ্ত কাঠামোগত আসুবিধার কারণে বিভাগের শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম দারুণভাবে ব্যহত হচ্ছে।

সম্প্রতি মেডিসিন বিভাগে পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট ছাত্রদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। সেমিস্টার সিস্টেমে পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট ছাত্রছাত্রীদের থিয়রি ক্লাস নেয়ার জন্য যেমন কোন আলাদা ক্লাস রুম নেই তেমনি ব্যবহারিক ক্লাস ও থিসিসের গবেষণা করার জন্য গবেষণাগারেরও অভাব। বিগত দিনে ছাত্র সংখ্যা কম থাকার দরুন শিক্ষক মহোদয়গন যার যার বসার কক্ষে ক্লাস ও গবেষণার কাজ পরিচালনা করতেন কিন্তু বর্তমানে ছাত্র সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় সেটি এখন আর সম্ভব হচ্ছে না। তাই জরুরী ভিত্তিতে মেডিসিন বিভাগের খালি জায়গায় (ছক সংযুক্ত: ছক-১) পোস্ট- গ্র্যাজুয়েট ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষার সুবিধার্থে গবেষণাগার ও ক্লাসের জন্য কক্ষ নির্মাণ করা অত্যাবশ্যক।

সম্প্রতি মেডিসিন বিভাগে সেমিস্টার পদ্ধতিতে ডিভিএম ও এমএস ক্লাসে কোর্সের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিভাগের শিক্ষকের সংখ্যাও বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু বিভাগে তাঁদের বসার কক্ষের অভাবে কোন কোন কক্ষে দুইজন করে শিক্ষকের বসার ব্যবস্থা করা হয়েছে যা শিক্ষা ও গবেষণার অনুকূল নয়। উপরোক্ত অসুবিধা সমূহ নিরসনের জন্য পাঠ্যপর্যদের সভায় (সভা নং ১৯৭ / ২০০৫, তারিখ ১১-৪-২০০৫ইং) আলোচনা করা হলে উক্ত সভায় অসুবিধাসমূহ জরুরীভাবে দূরীকরণে মত প্রকাশ করা হয়।

অতএব, মেডিসিন বিভাগের অপর্যাপ্ত অবকাঠামোগত অসুবিধা দূরীকরণে কক্ষ নির্মাণের কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা হলো।

স্বাক্ষর/- ৩০/৪/০৫
(প্রফেসর ডঃ মনোজ মোহন সেন)
প্রধান, মেডিসিন বিভাগ।

বিষয়টি গুরুত্বসহকারে বিবেচনার জন্য সুপারিশসহ করা হল।

স্বাক্ষর/- ১০/৫/০৫
(প্রফেসর ডঃ মোহাম্মদ নূরুদ্দিন)
ডীন, ভেটেরিনারি অনুষদ
নং ৩৯৬ / ভেট. অনুষদ, তারিখ ১০-৫-০৫
বাকৃবি, ময়মনসিংহ।

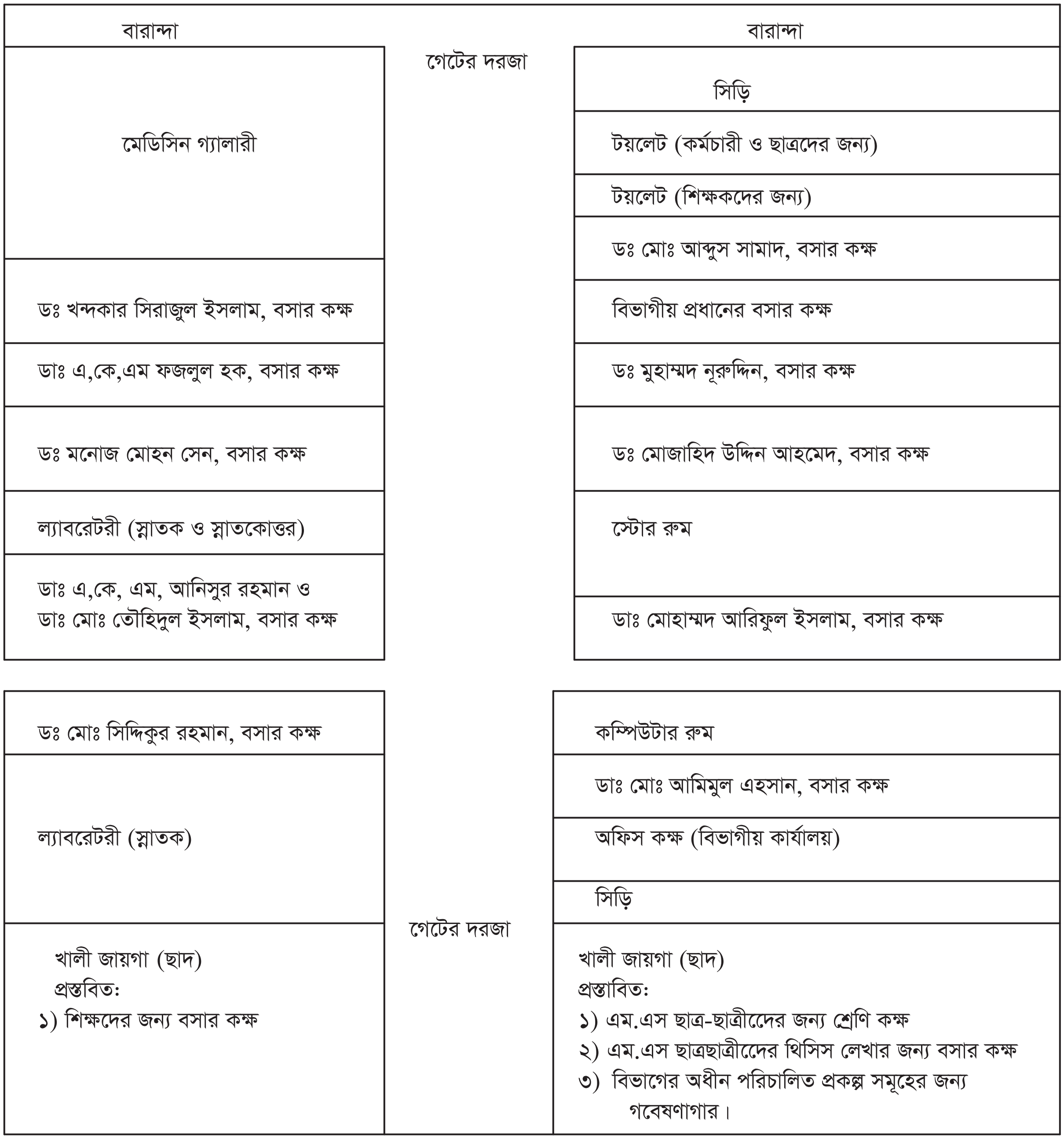

চিত্র-৪: মেডিসিন বিভাগের খালী জায়গায় (ছাদ) ছাত্রছাত্রীদের ল্যাবরেটরী, অফিস কক্ষ এবং শিক্ষকদের কক্ষ নির্মাণের প্রস্তবিত ছক।

অনুমোদিত প্রক্রিয়া

অত্র নোট শীটের সঙ্গে সংযুক্ত পত্রটি দেখা যাইতে পারে। পত্রটি পাঠিয়েছেন প্রফেসর ডঃ মনোজ মোহন সেন, প্রধান, মেডিসিন বিভাগ। পত্রে ভেটেরিনারি অনুষদের ৩নং ভবনে অবস্থিত মেডিসিন বিভাগের (২য় তলা) খালি জায়গায় পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট গবেষণাগার ও শিক্ষকবৃন্দের বসার কক্ষ নির্মাণ প্রসঙ্গে। বর্তমানে এবিষয়ে পরিকল্পনা ও উন্নয়ন শাখার কোন কিছু করার সুযোগ নেই। কারণ চলতি অর্থ বৎসরে সরকার হইতে কোন অর্থ বরাদ্দ পাওয়া যায়নি। পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য উপস্থাপন করা হলো।

স্বাক্ষর/- (অস্পষ্ট) ১২/০৫/০৫ইং
পরিকল্পনা ও উন্নয়ন

৪৮৫
১২/৫/০৫
পরিচালক

ডায়েরী নং ৫৭৮১
তারিখ ১৪/০৫/০৫
স্বাক্ষর- অস্পষ্ট
ভাইস-চান্সেলরের সচিবালয়
বাকৃবি, ময়মনসিংহ।

১) পরবর্তী উন্নয়ন পরিকল্পনার অধীনে ভেটেরিনারি অনুষদের ৩নং ভবনের উপর তৃতীয় তলা নির্মাণের একটি প্রস্তাব রয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে দাখিলকৃত প্রস্তাব এখনো বিমক / সরকারের বিবেচনাধীন আছে। দাখিলকৃত উন্নয়ন প্রকল্প অনুমোদিত হলে অর্থ প্রাপ্তি সাপেক্ষে ভেটেরিনারি অনুষদের সম্প্রসারণের কাজটিও বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে। সেক্ষেত্রে, বর্ণিত সমস্যার একটি সমাধান হয়তো অনুষদীয় পর্যায় থেকে করা সম্ভব হবে।

২) অপরদিকে, সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় প্রধানের প্রস্তাবের অনুসরণে এ মুহূর্তে কাজটি সম্পন্ন করা সম্ভব হবে কী-না, এব্যাপারে প্রধান প্রকৌশলীর সাথে যোগাযোগ করার জন্য বিভাগীয় প্রধানকে পরামর্শ দেয়া যেতে পারে। সদয় অবগতি ও অনুমোদনার্থে পেশ করা হলো।

ভিসি মহোদয়

স্বাক্ষর/ অস্পস্ট ১২/৫/০৫
পরিচালক, পরিকল্পনা ও উন্নয়ন

ডায়রী নং ৪৯৪
তারিখ ১৪/৫/০৫
স্বাক্ষর/ অস্পষ্ট
পরিকল্পনা ও উন্নয়ন শাখা

প্রধান প্রকৌশলীর মতামত নেয়া হোক।

স্বাক্ষর/- অস্পস্ট ১৩.৫.০৫
ভাইস-চ্যান্সেলর, বাকৃবি, ময়মনসিংহ।

পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে প্রেরিত হলো।

সাক্ষর/- অস্পষ্ট ১৪/৫/০৫
পরিচালক, পরিকল্পনা ও উন্নয়ন

বিভাগীয় প্রধান,
মেডিসিন বিভাগ

এব্যাপারে সরেজমিনে পরিদর্শনপূর্বক একটি প্রাক্কলন তৈরি করে প্রয়োজীয় ব্যবস্থা গ্রহন ও মতামত দেয়ার জন্য প্রেরণ করা হলো।

স্বাক্ষর/- অস্পষ্ট ১৫/৫/০৫

প্রধান প্রকৌশলী
বাকৃবি, ময়মনসিংহ।
নং ৪৯১/ডিএম, তারিখ ১৫/৫/০৫

মেডিসিন বিভাগের স্পেস দখলের ব্যাপারে ভেটেরিনারি অনুষদের পরবর্তী ডিন মহোদয়ের

ভেটেরিনারি অনুষদ

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ।[১৭৮]

বিগত ১৭/৭/০৭ তারিখে মঙ্গলবার সকাল ১০.৩০ (সাড়ে দশ) টায় ভেটেরিনারি অনুষদীয় বিভাগীয় প্রধানদের এক সভা অনুষদীয় সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় অনুষদীয় ডিন প্রফেসর ডঃ মোঃ আখতার হোসেন সভাপতিত্ব করেন।

সভায় উপস্থিতি ঃ হাজিরা খাতা অনুযায়ী

সিদ্ধান্তবলী

বিবেচ্য বিষয়- ৩: অনুষদীয় ডীন কমপ্লেক্স।

সিদ্ধান্ত নং ৩: ভেটেরিনারি অনুষদ ভবন-৩ এ নির্মীয়মান উর্দ্ধমুখী সম্প্রসারিত স্থাপনায় ডীন কমপ্লেক্স প্রতিষ্ঠা করা হোক। ভবনের পূর্ব দিকের এক তলার উপর (মেডিসিন বিভাগের পূর্বদিকের উম্মুক্ত স্থান) অনুষদীয় সম্মেলন কক্ষ নির্মান করা হোক এবং ২য় তলার উপর ডিনের কক্ষ সংলগ্ন ব্যক্তিগত সহকারী কক্ষ, ডিন কার্যালয়, কম্পিউটার কক্ষ, অনুষদীয় পাঠাগার, শাখা কর্মকর্তার কক্ষসহ অন্যান্য সুবিধাদী নির্মাণ পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করা হোক। স্বাক্ষরিত/-১৯/৭/২০০৭

(প্রফেসর ডঃ মোঃ আখতার হোসেন)
ডীন ভেটেরিনারি অনুষদ

মেমো নং ৭১৪(১০)/ ভেটঃ অনুঃ তারিখ ঃ ১৯/৭/২০০৭

অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গহনের জন্য অনুলিপি প্রেরিত হলো:

১-৯) বিভাগীয় প্রধান / পরিচালক, মেডিসিন বিভাগ।

১০) অফিস কপি। স্বাক্ষর/- ১৮/৭/০৭

(প্রফেসর ডঃ মোঃ আখতার হোসেন)
ডীন, ভেটেরিনারি অনুষদ)

ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ

ভেটেরিনারি অনুষদীয় ডিন কমপ্লেক্স তৈরির জন্য কী পরিকল্পনা, টেন্ডার ও ওয়ার্ক অর্ডার হয়েছে সে সম্পর্কে ডিন মহোদয় বিভাগীয় প্রধানদেরকে অবহিত না করেই এবং মেডিসিন বিভাগের শিক্ষকদের মতামত না নিয়েই মেডিসিন বিভাগের যে স্পেসে স্নাতকোত্তর শ্রেণির ক্লাস রুম ও গবেষণাগার তৈরির জন্য অনুমোদিত হয়ে আছে এমন জায়গায় ডিন মহোদয় কেন অনুষদীয় সম্মেলন কক্ষ তৈরির সিদ্ধান্ত নিলেন তা সহজেই অনুমেয়। ভেটেরিনারি অনুষদের ডীন মহোদয় অনিয়মতান্ত্রিক ভাবে মেডিসিন বিভাগের স্পেস দখলের প্রক্রিয়ায় মেডিসিন বিভাগের বোর্ড অব স্ট্যাডিজের প্রতিক্রিয়া।[১৭৯]

মেডিসিন বিভাগ

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ।[১৭৯]

মেমো নং ১১৭৬(২৭)/ ডিএম তারিখ: ২৯-৭-২০০৭ইং

বিগত ২৩-৭-২০০৭ইং তারিখ রোজ সোমবার দুপুর ১২.১৫টায় মেডিসিন বিভাগীয় পাঠ্যপর্যদের ২৩৩তম জরুরী সভা উক্ত পর্যদের চেয়ারম্যানের সভাপতিত্বে তার অফিস কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় নিম্নোক্ত শিক্ষক মহোদয়গণ উপস্থিত ছিলেন।

(১) প্রফেসর ডঃ মোঃ মঈন উদ্দিন (২) প্রফেসর ডঃ মোজাহিদ উদ্দিন আহমেদ
(৩) ডাঃ মোঃ আমিনুল এহসান (৪) ডাঃ মোহাম্মদ আরিফুল ইসলাম
(৫) ডাঃ মোহাম্মদ জসীম উদ্দিন।

আলোচ্য সূচী ১: মেডিসিন বিভাগের পূর্ব দিকের উন্মুক্ত ছাদে অনুষদীয় সম্মেলন কক্ষ নির্মাণ প্রসঙ্গে।

বিগত ১৭-৭-২০০৩ইং তারিখে অনুষ্ঠিত ভেটেরিনারি বিভাগীয় প্রধানদের সভায় সিদ্ধান্ত নং ৩ (মেডিসিন বিভাগের পূর্ব দিকের উন্মুক্ত ছাদে অনুষদীয় সম্মেলন কক্ষ নির্মাণ) এর পরিপ্রেক্ষিতে মেডিসিন বিভাগীয় পাঠ্য পর্যদের বিগত ২৩-৭-০৭ইং তারিখের জরুরী সভায় নিম্নোক্ত আলোচনা ও সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

বিষয়ের উপর আলোচনা

প্রথমত ভেটেরিনারি অনুষদের ৩নং ভবনের ২য় তলায় মেডিসিন বিভাগের অবস্থান। এর পূর্ব দিকের উন্মুক্ত ছাদটি মেডিসিন বিভাগের স্নাতকোত্তর শ্রেণির ক্লাস রুম, গবেষণাগার এবং শিক্ষকদের বসার কক্ষ নির্মাণের জন্য অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশিষ্ট কর্তৃপক্ষের সাথে বহু বছর থেকে যোগাযোগ করে আসছে। এরই ধারাবাহিকতায় কাজটি যখন প্রক্রিয়াধীন তখন ভেটেরিনারি অনুষদের বিভাগীয় প্রধানগনের (উল্লেখ্য, বাকৃবি অডিন্যান্স অনুযায়ী বিভাগীয় প্রধানদের সভা কোন স্বীকৃত কমিটি নয়) সভার এরূপ নিয়মবহির্ভূত সিদ্ধান্তে মেডিসিন বিভাগের শিক্ষক, কর্মচারী ও সংশ্লিষ্ট সকলকেই উদ্বিগ্ন করেছে।

দ্বিতীয়ত সুনির্দিষ্ট কারণে মেডিসিন বিভাগের প্রধান হবার যোগ্যতা সম্পন্ন কোন শিক্ষক বিভাগে না থাকায় ফিজিওলজি বিভাগের প্রফেসর ডঃ মোঃ মঈন উদ্দিন মেডিসিন বিভাগের দায়িত্ব পালন করছেন। এমতাবস্থায় মেডিসিন বিভাগের শিক্ষকদের বা পাঠ্য পর্যদের কোন মতামত গ্রহণ না করেই মেডিসিন বিভাগের মধ্যে অনুষদীয় সম্মেলন কক্ষ নির্মাণের সিদ্ধান্ত একপেশে এবং অ-অ্যাকাডেমিক সিদ্ধান্ত হিসেবে মেডিসিন বিভাগীয় পাঠ্য পর্যদ মনে করে।

তৃতীয়ত একটি অ্যাকাডেমিক বিভাগের অভ্যন্তরে সম্মেলন কক্ষের সভা শুধু এই বিভাগের অ্যাকাডেমিক কার্যক্রমই ব্যাহত করবে না অধিকন্তু সভার জন্য ব্যক্তি বর্গের আনাগোনায় বিভাগীয় শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রমের সাথে নিরাপত্তার ঝুঁকির মুখে পড়বে যা অবাঞ্ছনীয়।

চতুর্থত স্মর্তব্য, একদা মেডিসিন বিভাগের একটি গবেষণাগার সার্জারী ও অবস্টেট্রিক্স বিভাগে ছিল। সার্জারী ও অবস্টেট্রিক্স বিভাগ এর প্রতিবাদে একদিন উক্ত গবেষণাগারে অতিরিক্ত তালা লাগিয়ে দেয়। এতে প্রশাসনিক উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। অবশেষে মেডিসিন বিভাগের গবেষণাগারটি সার্জারি ও অবস্টেট্রিক্স বিভাগে হস্তান্তর করা হয়। তাই এই রূপ সিদ্ধান্ত ঘটনার পুনারাবৃত্তি করে প্রশাসনিক উত্তেজনার সৃষ্টি করা ছাড়া অন্য কোন সুফল বয়ে আনবেনা।

সিদ্ধান্ত - মেডিসিন বিভাগীয় শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম ব্যাহত করবে এমন কোন সিদ্ধান্ত মেডিসিন বিভাগের পাঠ্য পর্যদ নীতিগতভাবে সমর্থন করেনা।

সদয় অবগতি ও কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হল:

(১) সচিব, ভাইস চ্যান্সেলর কার্যালয়, মাননীয় ভাইস চ্যান্সেলর মহোদয়ের সদয় জ্ঞাতার্থে।
(২) রেজিস্ট্রার, বাকৃবি, ময়মনসিংহ।
(৩) প্রধান প্রকৌশলী, প্রকৌশল শাখা, বাকৃবি, ময়মনসিংহ।
(৪) পরিচালক, পরিকল্পনা ও উন্নয়ন শাখা, বাকৃবি, ময়মনসিংহ।
(৫) প্রধান, ভেটেরিনারি অনুষদের সকল বিভাগ।
(৬) ডিন, ভেটঃ অনুষদ, বাকৃবি, ময়মনসিংহ।

স্বাক্ষর/ অস্পষ্ট ২৯.৭.০৭
(প্রফেসর ডঃ মোঃ মঈন উদ্দিন)
চেয়ারম্যান ও প্রধান, মেডিসিন বিভাগ।

ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ

মেডিসিন বিভাগের পাঠ্যপর্যদের সিদ্ধান্তের উত্তরে বাকৃবি রেজিস্ট্রার শাখার বক্তব্য।[১৭৯]

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ।[১৭৯]

নং শা-৭/ও, এম-৭১/৬২/৩য় খন্ড / ৩২৭ / সংস্থাপন তারিখ ঃ ১১- ১১- ২০০৭
প্রফেসর ডঃ মোঃ আব্দুস সামাদ
চেয়ারম্যান ও প্রধান, মেডিসিন বিভাগ
বাকৃবি, ময়মনসিংহ।

প্রিয় মহোদয়,

বিগত ২৩-৭-২০০৭ তারিখে অনুষ্ঠিত মেডিসিন বিভাগীয় পাঠ্য পর্যদের ২৩৩তম জরুরী সভায় মেডিসিন বিভাগের পূর্ব দিকের উন্মুক্ত ছাদে অনুষদীয় সম্মেলন কক্ষ নির্মাণ প্রসংগে সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে আদিষ্ট হয়ে আপনাকে জানানো যাচ্ছে যে, ভেটেরিনারি অনুষদীয় বিভাগীয় প্রধানগণের সভায় ডিন কমপ্লেক্স নির্মাণ সংক্রান্ত সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত মাননীয় ভাইস-চ্যান্সেলর মহোদয় অনুমোদনান্তে যথাযথ প্রক্রিয়ায় নির্মাণ সংক্রান্ত সকল কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে আসছে বিধায় এ বিষয়ে কিছুই করনীয় নেই।

আপনার বিশ্বস্ত

স্বাক্ষর/- অস্পষ্ট ১১/১১/০৭
অতিরিক্ত রেজিস্ট্রার (সংস্থাপন)

বাকৃবি-এর অর্ডিন্যান্স কী বলে।[১৮০]

BAU Ordinance, Statues, Rules and Regulations: (Pare 7)
Authorities

15. The following shall be the Authorities of the University:
(i) The Syndicate,
(ii) The Academic Council
(iii) The Faculties
(iv) The Board of Studies
(v) The Selection Board
(vi) The Committee for Advanced Studies and Research
(vii) The Finance Committee
(viii) The Planning and Development Committee, and
(ix) Such other Authorities as may be prescribed by the Statutes

ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ

উপরোক্ত চিঠির ভাষ্য থেকে বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, বাকৃবি এর রেজিস্ট্রার (সংস্থাপন) শাখা ভেটেরিনারি অনুষদের ৩নং ভবনে যে নির্মান কাজ চলছে তার অনুমোদিত পরিকল্পনা, ডিজাইন, টেন্ডার ও ওয়ার্ক অর্ডার সম্পর্কে অবগত। এমন কি ভেটেরিনারি অনুষদের ডিন মহোদয় উক্ত ওয়ার্ক অর্ডার ব্যক্তিগতভাবে যে পরিবর্তন করেছেন সে বিষয়েও জ্ঞাত। বাস্তবে ভেটেরিনারি অনুষদে কী তৈরির জন্য কী টেন্ডার ও ওয়ার্ক অর্ডার হয়েছে এবং ওয়ার্ক অর্ডারের পর কতটুকু কাঠামো পরিবর্তন বিধি সম্মত এবং ডিনের প্রস্তাবিত কাঠামোর পরিবর্তন যথাযথ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে অনুমোদন হয়েছে কিনা তা চিঠির উত্তর দেবার আগে খতিয়ে দেখা হয়নি। অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল কার্যক্রম অনুষদীয় কমিটি বা অনুষদীয় সভার মাধ্যমে পরিচালিত হয় যা অডিন্যান্স অনুমোদিত। বিভাগীয় প্রধানদের সভা নামকরণে অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের অডিন্যান্সে কোন কমিটির (বাকৃবি অডিন্যান্স অনুযায়ী অথরিটি কোন কোন কমিটি তা উল্লেখ করা হয়েছে;[১৮০] অস্তিত্ব আছে কি নেই তার গুরুত্ব কতটুকু তা বিবেচনা না করেই অনিয়তান্ত্রিকভাবে উক্ত সভাকেই প্রধান্য দিয়ে ভাইস-চ্যান্সেলর মহোদয় দ্বারা অনুমোদিত করা হয়েছে। এমনকি, বাকৃবি এর অডিন্যান্স অনুযায়ী কোন নির্বাহী ব্যক্তিকে বা কোন কমিটির চেয়ারম্যানকে এককভাবে কোন অথরিটি ক্ষমতা প্রদান করা হয়নি। রেজিস্ট্রার শাখার নিয়মবহিভূত এই কার্যক্রম বিগত দিনের ভেটেরিনারি ক্লিনিকের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত আনিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতি প্রয়োগেরই পুনরাবৃত্তি মনে করিয়ে দেয় (বিস্তারিত জানার জন্য ভেটেরিনারি ক্লিনিক দখল বৃত্তান্ত অধ্যায় দেখুন)।

বিভাগীয় প্রধানগণের সভা

ভেটেরিনারি অনুষদের পরবর্তী বিভাগীয় প্রধানগনের সভায় (১৫-৮-২০০৭ইং তারিখে অনুষ্ঠিত, বিদেশ থেকে এসে আমার প্রথম বিভাগীয় সভায় যোগদান) যোগদান করে সে সভায় ডিন মহোদয়কে অনুরোধ করলাম যে, বিগত দিনে এবং বর্তমানে ভেটেরিনারি অনুষদে যে সকল নির্মাণ কাঠামো তৈরি হয়েছে এবং হচ্ছে তার কোন ফাইল অনুষদীয় অফিসে আছে কিনা এবং থেকে থাকলে অনুষদীয় সভার কাঠামো ব্যাপারে কি সুপারিশ করেছিল এবং কি কাঠামো তৈরি হচ্ছে এবং এসব কাঠামো কি পদ্ধতিতে বিভিন্ন বিভাগে বন্টন হয়েছে এবং এখন কি ভাবে বন্টন হবে সে ব্যাপারে আলোচনা করা যায় কিনা ? উত্তরে ডিন মহোদয় বললেন, ‘আলোচনা করা যাবেনা’। তখন মনে হয়েছিল যে, আমি বিদেশে চাকরী নিয়ে না গেলে এসময় আমারই ডিন হবার কথা। আর যার ডিন হবার কথা নয় তার কাছে শুনতে হলো, ‘আলোচনা করা যাবেনা’। যে কোন একটি বিষয়ে আলোচনা করলে বিষয়টি সম্পর্কে যেমন একদিকে পরিস্কার ধারণা হয় অপরদিকে বিষয়টির ব্যাপকভাবে ব্যবহার ক্ষেত্র বৃদ্ধি পায়। কিন্তু ‘আলোচনা করা যাবেনা’ তার অর্থ এর মধ্যে কিছু স্বার্থযুক্ত রহস্য জড়িত আছে। তাই অনিয়তান্ত্রিকভাবে অনুষ্ঠিত বিভাগীয় প্রধানগনের সভায় যোগদানে অসম্মতি জানিয়ে দেয়া হলো।[১৮১]

মেডিসিন বিভাগ
বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ।[১৮১]

মেমো নং ১৩০৪ / ডিএম তারিখ: ১৯-১১-২০০৭ইং
বরাবর ডিন, ভেটেরিনারি অনুষদ
বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ।
বিষয়: বিভাগীয় প্রধানদের সভায় অংশ গ্রহণ প্রসংগে।

প্রিয় মহোদয়,

বিষয়ে উল্লিখিত আপনার প্রদত্ত বিজ্ঞপ্তির (মেমো নং ১০৮০(৯)/ ভেটঃ অনুঃ, তারিখ ১৪-১১-২০০৭ইং) পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, নিম্নোক্ত কারণে মেডিসিন বিভাগের বিভাগীয় প্রধান বিভাগীয় সভায় যোগদান থেকে বিরত রয়েছেন।
প্রথমত ভেটেরিনারি অনুষদের সকল বিভাগের জন্য সর্বক্ষেত্রে একই নিয়ম অনুসরণ না করা যেমন- বিগত ও সম্প্রতি ভেটেরিনারি অনুষদের যে সব ইনফ্র্যা-স্ট্রাকটার হয়েছে এবং হচ্ছে তা কি ক্রাইটেরিয়ার ভিত্তিতে বিভিন্ন বিভাগে বন্টন হয়েছে এবং হচ্ছে তার একটা সুস্পষ্ট নীতিমালা অনুসরণ না করা। ভেটেরিনারি অনুষদের শিক্ষার স্বার্থে এব্যাপারে মেডিসিন বিভাগের প্রধান বিগত বিভাগীয় প্রধানগনের সভায় ডীন মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং আলোচনার আহ্বান জানান। কিন্তু এব্যাপারে কোন উদ্যোগ অদ্যাবধি নেয়া হয়নি।
দ্বিতীয়ত অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রচলিত অর্ডিন্যান্স অনুযায়ী বিভাগ ও অনুষদের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য যথাক্রমে রয়েছে ‘বোর্ড অব স্ট্যাডিজ’ এবং অনুষদীয় সভা। কিন্তু প্রচলিত অর্ডিন্যান্সে বিভাগীয় প্রধানগনের কোন কমিটি আছে বলে মেডিসিন বিভাগীয় প্রধানের জানা নেই। এমতাবস্থায়, এরূপ অর্ডিন্যান্স বহির্ভূত কোন কমিটির অনিয়মতান্ত্রিক সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নও বৈধ বা যুক্তিযুক্ত নয়। তাই অর্ডিন্যান্স বহির্ভূত কোন কমিটির সভায় মেডিসিন বিভাগের প্রধান যোগদান করতে উচ্ছুক নয়।

অতএব, অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্ডিন্যান্স অনুযায়ী ভেটেরিনারি অনুষদের সকল বিভাগের জন্য সর্বক্ষেত্রে নির্দিষ্ট ক্রাইটেরিয়া অনুযায়ী একই নিয়ম কার্যকর করার ব্যবস্থা গ্রহণ বাঞ্ছনীয়। কেবল সে ক্ষেত্রে মেডিসিন বিভাগীয় প্রধান অনুষদের যে কোন সভায় যোগদানে উৎসাহী।

ধন্যবাদসহ। প্রধান, মেডিসিন বিভাগ
মেমো নং ১৩০৪(৯) / ডিএম তারিখ ঃ ১৯-১১-২০০৭ইং

অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরিত হলো।
১-৯) প্রধান / পরিচালক (সকল বিভাগীয় প্রধান / ভেটেরিনারি ক্লিনিক), ভেটেরিনারি অনুষদ।
স্বাক্ষর/- অস্পষ্ট ১৯/১১/০৭
প্রধান, মেডিসিন বিভাগ।

ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ

উপরোক্ত পত্রের কোন জবাব ডীন মহোদয় এখনও মেডিসিন বিভাগীয় প্রধানকে জানাননি। তবে প্রচারিত স্মারকপত্র থেকে দেখা যায় যে, বিষয়টি আলোচনার জন্য ডিন মহোদয় বিভাগীয় প্রধানগনদের নিয়ে একটি কমিটি গঠন করেছেন। যেহেতু মেডিসিন বিভাগীয় প্রধানকে উক্ত পত্রের এখনও কোন জবাব দেয়া হয়নি তাই উক্ত কমিটি গঠন তাঁর অনিয়মতান্ত্রিক কার্যক্রমকে ধামাচাপা দেয়ার একটি প্রয়াস ছিল মাত্র। অপর দিকে সার্বিক বিবেচনায় মেডিসিন বিভাগের শিক্ষা, গবেষণা ও চিকিৎসা কার্যক্রম এক চরম শোচনীয় অবস্থায় পৌঁছে এবং সে সম্পর্কে অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার মহোদয়কে যে পত্রের মাধ্যমে জানানো হয়।[১৮২]

মেডিসিন বিভাগ
বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ।[১৮২]

মেমো নং ১২৫৯(৫)৪/ডিএম তারিখ ঃ ২২-৯-২০০৭ইং
বরাবর রেজিস্ট্রার
বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ।
বিষয়: মেডিসিন বিভাগের বর্তমান শিক্ষা, গবেষণা ও সম্প্রসাণ কার্যক্রমের বেহাল অবস্থা প্রসঙ্গে।
প্রিয় মহোদয়,

আপনি নিশ্চয় ভেটেরিনারি পেশার মেডিসিন বিষয়ের শিক্ষা, গবেষণা ও সমপ্রসারণ কার্যক্রমের গুরুত্ব সম্পর্কে সম্যাক অবগত আছেন। অতি দুঃখের সাথে জানাছি যে, বর্তমানে মেডিসিন বিভাগের সকল কার্যক্রম নানাবিধ জটিলতায় নিপাতিত হয়ে স্থবির হয়ে পড়েছে। আমার দৃষ্টিতে এর সুনির্দিষ্ট কারণ প্রশাসনিক জটিলতা যা নিম্নে পর্যায়ক্রমে উল্লেখ করা হল।

প্রথমত মেডিসিন বিভাগে স্নাতক শ্রেণিতে মোট ১৮টি (তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক) এবং স্নাতকোত্তর শ্রেণিতে ১৬টি কোর্স রয়েছে। এবিভাগে নামে ও পদবীতে ১২ জন শিক্ষক নিয়োজিত। এর মধ্যে ৪ জন অবসর প্রাপ্ত। এই চার জনের মধ্যে আবার ৩ জন পুনঃনিয়োগ প্রাপ্ত। তাঁদের বয়স, স্বাস্থ্য, মন মানসিকতা ও দূরবর্তী বাসস্থানের কারণে বিভাগীয় কার্যক্রমে সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণে সীমাবদ্ধতা রয়েছে। আবার ৪ জন শিক্ষক উচ্চ শিক্ষার্থে ও একজন লিয়েনে বিদেশে অবস্থানরত। ফলশ্রুতিতে মেডিসিন বিভাগে বর্তমানে মাত্র ২ জন শিক্ষক যার মধ্যে একজন বিভাগীয় প্রধান ও অপরজন বাকৃবি ভেটেরিনারি ক্লিনিকে ভেটেরিনারিয়ান (কপি-১)। সুতরাং মেডিসিন বিভাগের শিক্ষা, গবেষণা ও সম্প্রসারণ কার্যক্রমের দূরবস্থা সহজেই অনুমেয়।

দ্বিতীয়ত শিক্ষক স্বল্পতার কারণে সৃষ্ট সমস্যার আরও উদাহরণ রয়েছে। বাকৃবি ভেটেরিনারি ক্লিনিকে মেডিসিন বিভাগ থেকে ২ জন চিকিৎসক অতিরিক্ত দায়িত্বে নিয়োজিত থাকেন। বর্তমানে শুধু ১ জন রয়েছেন। আরও এক জনের নাম সুপারিশ করার জন্য পরিচালক ভেট. ক্লিনিক জানিয়েছেন (কপি-২)। কিন্তু শিক্ষক স্বল্পতার কারণে তা অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। এর ফলে চিকিৎসা কার্যক্রম শুধু বিঘ্নিত হচ্ছে না নতুন সেমিস্টার ক্লাস শুরু হলে মেডিসিন বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যবহারিক ক্লাস পরিচালনা সংকটে পড়বে।

বস্তুত মেডিসিন বিভাগে ভয়াবহ শিক্ষক সংকট তথা শিক্ষা সংকট নিরসনে কমপক্ষে ৪ জন নতুন শিক্ষক নিয়োগ প্রয়োজন। বিগত বিভাগীয় প্রধান একজন প্রভাষক নিয়োগের সুপারিশ করেছেন (কপি-৩) কিন্তু সে বিষয়টির অগ্রগতি সম্পর্কে জানা যায়নি।

তৃতীয়ত আমি ফিজিয়লজি বিভাগের প্রফেসর ড. মঈন উদ্দিন সাহেবের নিকট থেকে শুধু মাত্র কাগজের মাধ্যমে বিভাগীয় প্রধানের দায়িত্বভার বুঝে পাই (কপি-৪)। অন্যদিকে এখন অবধি মেডিসিন বিভাগের স্টোরসহ অন্যান্য দায়িত্ব হস্তান্তরের ব্যবস্থা হয়নি। মেডিসিন বিভাগের প্রয়োজনীয় কার্যক্রম ব্যাহত হবার এটিও একটি কারণ। একারণে পরিকল্পনা ও উন্নয়ন শাখা থেকে বিভাগের যন্ত্রপাতি ও মালামালের হালনাগাদ তালিকা প্রস্তুতের জন্য দুইবার তাগাদ দিলেও (কপি-৫) তা সরবরাহ করা সম্ভবপর হচ্ছেনা।

চতুর্থত মেডিসিন বিভাগে স্নাতকোত্তর শ্রেণিতে ১৪ জন ছাত্রছাত্রী রয়েছে। কয়েকজন পিএইচডি করতে বিশেষ আগ্রহী। এসব ছাত্রছাত্রীর কোর্স শিক্ষক ও গাইডের সমস্যার পাশাপাশি রয়েছে প্রয়োজনীয় ক্লাস রুম ও গবেষণাগারের সমস্যা। শিক্ষকদের জন্য নির্দিষ্ট কক্ষেরও রয়েছে অভাব। যে কারণে একাধিক শিক্ষক একই কক্ষে শেয়ার করে বসেন। এঅবস্থায় নতুন শিক্ষক নিয়োগ হলেও তাদের বসার জায়গার সংকট দেখা দিবে। উল্লেখ্য, মেডিসিন বিভাগের স্পেস সমস্যার কারণে প্রাক্তন ডীন মহোদয়ের মাধ্যমে মেডিসিন বিভাগের ফ্লোরের পূর্বপার্শ্বের স্পেসে প্রয়োজনীয় ক্লাসরূম, গবেষণাগার, শিক্ষকদের বসার কক্ষ ইত্যাদি নির্মাণের একটি নকশা যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে প্রক্রিয়াম্বিত হয়ে আছে (কপি-৬)। কক্ষের সমস্যা নিরসনে এই আশার আলো নির্বাপিত হতে বসেছে মেডিসিন বিভাগের উক্ত ফ্লোরের নির্মায়মান অংশ সম্প্রতি বর্তমান অনুষদীয় ডিন মহোদয়ের ডিন অফিসের কার্যক্রমের জন্য ব্যবহারের সিদ্ধান্ত। মেডিসিন বিভাগ তথা মেডিসিন বিষয়ক বোর্ড অব স্টাডিজের মতামত ব্যাতিরেকে এসিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত হলে সংকট আরও প্রলম্বিত হবে। ভেটেরিনারি অনুষদের অন্যান্য বিভাগের ন্যায় একই নিয়মে মেডিসিন বিভাগের জন্য ফ্লোর স্পেস বন্টন ও বিভাগীয় স্বাধীনতা শিক্ষার নির্বিঘ্ন পরিবেশ সৃষ্টি জন্য বাঞ্ছনীয়।

অতএব, মেডিসিন বিভাগের শিক্ষাসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক কার্যক্রমে গতি আনয়নের পথে উদ্ভূত সংকট নিরসনে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

ধন্যবাদসহ।

স্বাক্ষর/- ২২/৯/০৭ (ডঃ মোঃ আব্দুস সামাদ)
প্রফেসর ও প্রধান

সদয় অবগতি ও কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য প্রেরণ করা হল:
(১) ডিন, ভেটেরিনারি অনুষদ, বাকৃবি, ময়মনসিংহ।
(২) পরিচালক, পরিকল্পনা ও উন্নয়ন শাখা, বাকৃবি, ময়মনসিংহ।
(৩) পরিচালক, ভেটেরিনারি ক্লিনিক, বাকৃবি, ময়মনসিংহ।

ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ

উল্লিখিত পত্রের কোন উত্তর এখনও রেজিস্ট্রার মহোদয়ের নিকট থেকে পাওয়া যায়নি। তবে রেজিস্ট্রার মহোদয়কে মেডিসিন বিভাগের পরবর্তী কার্যক্রমের পদক্ষেপ সম্বন্ধে জানানো হয়।[১৮৩]

মেডিসিন বিভাগ
বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ।[১৮৩]

মেমো নং ১৩৩৬/ডিএম তারিখ ঃ ২৬-১১-২০০৭ইং
রেজিস্ট্রার
বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ।
যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে।

বিষয়: মেডিসিন বিভাগীয় পাঠ্য পর্ষদের সিদ্ধান্ত।

প্রিয় মহোদয়,

বিগত ২০-১১-২০০৭ইং তারিখে রোজ মঙ্গলবার সকাল ১০.০টায় অনুষ্ঠিত মেডিসিন বিভাগীয় পাঠ্য পর্যদের ২৩৭তম সভার ১নং আলোচ্য সূচী ও তার সিদ্ধান্ত আপনার সদয় অবগতি ও কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পাঠানো হলো।[১৮৪] উল্লেখ্য, উক্ত আলোচ্য সূচীর ওয়ার্কিং পেপার সমূহ ডিন মহোদয় ও আপনাকে পূর্বে পাঠানো হয়েছে।

স্বাক্ষর/-
অস্পষ্ট ২৬/১১/০৭
চেয়ারম্যান বিষয়ক পাঠ্য পর্ষদ, মেডিসিন বিভাগ

মেডিসিন বিভাগ

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ।[১৮৪]

মেমো নং ১৩৩৫(৭)/ডিএম তারিখ ঃ ২৬-১১-২০০৭ইং

বিষয়: বিভাগীয় পাঠ্য পর্যদের সভা নং ২৩৭ / ২০০৭ ইং

বিগত ২০-১১-২০০৭ইং তারিখ রোজ মঙ্গলবার সকাল ১০.০টায় মেডিসিন বিভাগীয় পাঠ্য পর্যদের ২৩৭তম সভা উক্ত পর্যদের চেয়ারম্যানের সভাপতিত্বে তার অফিস কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় নিম্নোক্ত সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

(১) প্রফেসর ডঃ মোঃ আব্দুস সামাদ - সভাপতি
(২) প্রফেসর ডঃ খন্দকার সিরাজুল ইসলাম - সদস্য
(৩) প্রফেসর ডাঃ এ,কে,এম, ফজলুল হক -সদস্য
(৪) ডাঃ মোহাম্মদ জসীম উদ্দিন - সদস্য
(৫) প্রফেসর ডঃ মোঃ ইকবাল হোসেন - বিশেষজ্ঞ সদস্য।

আলোচ্য সূচী ১:

নং শা-৭/ও, এম-৭১/৬২/৩য় খন্ড/৩২৭/সংস্থাপন. তারিখ ১১-১১-২০০৭ইং এ অতিরিক্ত রেজিস্ট্রার (সংস্থাপন) শাখার প্রেরিত পত্রের আলোকে মেডিসিন বিভারে উন্মুক্ত জায়গায় ডীন কমপ্লেক্স নির্মাণ সংক্রান্ত আলোচনা প্রসংগে।

আলোচনার ওয়ার্কি পেপারসমূহ:

ক) নং শা-৭/ও, এম-৭১/৬২/৩য় খন্ড/৩২৭/সংস্থাপন, তারিখ ১১-১১-২০০৭ইং
খ) নং ১১৭৬(২৭).ডিভিএম, তারিখ ২৯-৭-২০০৭ইং
গ) নং ১২৫৯ / ডিএম, তারিখ ২২-৯-২০০৭ইং

সিদ্ধান্ত নং ১:

উল্লিখিত ওয়ার্কিং পেপার সমূহের উপর বিশদভাবে আলোচনা ও পর্যালোচনা করে সভায় সর্ব সম্মতিক্রমে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

(অ) প্রশাসনিক পর্যায়ে অর্ডিন্যান্স বহির্ভূত কমিটির সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করা হলে নিয়মতান্ত্রিকভাবে মেডিসিন বিভাগের পাঠ্য পর্যদ এর অনুষদীয় শিক্ষা কার্যক্রমে ভূমিকা রাখার কোন সুযোগ থাকছেনা।

(আ) প্রশাসনিক কারণে সৃষ্ট মেডিসিন বিভাগের শিক্ষা, গবেষণা ও ক্লিনিক্যাল কার্যক্রমের বেহাল অবস্থা প্রশাসনিকভাবেই স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য রেজিস্ট্রার মহোদয়কে পুনরায় জানানো হোক।

স্বাক্ষর/ - অস্পষ্ট ২৬/১১/০৭
মেডিসিন বিষয়ক পাঠ্য পর্যদ, মেডিসিন বিভাগ।

সে সময় আমি মেডিসিন বিভাগের প্রধানের দায়িত্বে নিয়েজিত। ভেটেরিনারি ডিন মহোদয় তাঁর ইচ্ছামত অনিয়মতান্ত্রিকভাবে বিভাগীয় প্রধানদের সভা আহ্বান করতে থাকলে এর প্রতিবাদে লিখিতভাবে আমি আমার বক্তব্য জানাই এবং সভায় অনুপস্থিত থাকি।[১৮১] এঅবস্থায় একদিন ভেটেরিনারি অনুষদের তিনজন বিভাগীয় প্রধান আমার চেম্বারে আসেন। আমি মেডিসিন বিভাগ এবং অনুষদের প্রশাসন নিয়মমাফিক পরিচালিত হোক এব্যাপারে অটল থাকি। এ'তে জনৈক বিভাগীয় প্রধান উত্তেজিত হয়ে উঠেন। বলেন, 'আমাদের কথামত না চললে চাকরি খেয়ে নিব।' একথা শুনে আমি তাঁদের মানসিকতা অনুধাবন করি। বলি, 'বাকৃবি-তে প্রায় ৩২ বছরের অধিক আমার চাকরি হয়েছে। বিদেশে আমার চাকুরির অভাব নেই। বিদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকরিতে ইস্ফতা দিয়ে এসছে। তাই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পেনশন বুঝিয়ে দিলে আমি পুনরায় চলে যাব।' আমার কথা শুনে তারা বুঝতে সক্ষম হয় যে আমাকে ভয় দেখিয়ে লাভ হবে না।

পরবর্তীতে ২৬-০১-২০০৮ তারিখে অনুষ্ঠিত অনুষদীয় সভা আরম্ভ হবার সাথে সাথে পয়েন্ট অব অর্ডরে আমার চাকিরি খেয়ে নেয়ার প্রসংগ বললাম। উক্ত সভার একজন সদস্য বললেন, 'এরূপ কথা যদি কোন শিক্ষক কোন শিক্ষককে বলে থাকেন তা হবে অত্যন্ত দুঃখজনক।' একথা শুনার সাথে সাথে যে তিনজন বিভাগীয় প্রধান আমার সাথে আলাপ করার জন্য এসেছিল তার মধ্যে একজন বললেন, 'উক্ত আলোচনায় কোন বিভাগীয় প্রধান মেডিসিন বিভাগীয় প্রধানের চাকরি খেয়ে নেব বলেনি।' এমতাবস্থায় যিনি উক্ত কথা বলেছিলেন তিনি বললেন, 'হ্যাঁ, আমি বলেছিলাম কিন্ত পেক্ষাপট ছিল ভিন্ন।' এসব কথা শুনার পর মনে হয়েছিল আমি কাদের সাথে চাকরি করছি এবং তাদের নিকট থেকে আর কি আসা করা যায়।

ভেটেরিনারি অনুষদ

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ।[১৮৫]

বিগত ২৬/০১/২০০৮ তারিখ শনিবার সকাল ১১.০০ (এগার) টায় ভেটেরিনারি অনুষদীয় জরুরী সভা (সভা নং ০১/০৮) অনুষদীয় সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় অনুষদীয় ডিন প্রফেসর ডঃ মোঃ আখতার হোসেন সভাপতিত্ব করেন। ডিন মহোদয় উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন।

সভায় উপস্থিতি ঃ হাজিরা খাতা অনুযায়ী।

সিদ্ধান্ত

বিবেচ্য বিষয় ১: ভেটেরিনারি অনুষদীয় ডিন কমপ্লেক্স ও কতিপয় জরুরী বিষয়।

সিদ্ধান্ত নং (১)

(ক) ভেটেরিনারি অনুষদের শিক্ষা কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য অনুষদ ভবন-৩ এর ২য় ও ৩য় তলার পূর্বাংশে নির্মীয়মান 'ডিন কমপ্লেক্স' অনুমোদন করা হয়। একই সাথে অনুষদীয় সিদ্ধান্তের প্রতি সম্মান জানিয়ে মেডিসিন বিভাগীয় পাঠ্য পর্যদকে বিষয়টিকে পুনর্বিবেচনার জন্য আহ্বান জানানো হয়।

(খ) ৩য় তলায় অবস্থিত অবশিষ্ট কক্ষসমূহের বিন্যাস ও বন্টন কাজ জরুরী ভিত্তিতে সম্পন্ন করার জন্য ডিন মহোদয়ের নেতৃত্বে সকল বিভাগীয় প্রধানের সমন্বয়ে গঠিত কমিটিকে দায়িত্ব দেওয়া হয়।

(গ) ভেটেরিনারি অনুষদের শিক্ষা, গবেষণা ও প্রশাসনিক কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে ডিন মহোদয় প্রয়োজনে বিভাগীয় প্রধানদের সভা আহ্বান করতঃ আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারিবেন।

(ঘ) ২৮ তম বিসিএস-এ লাইভস্টক ক্যাডারে কোন পদ বিজ্ঞাপিত না হওয়ায় এই সভা গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করছে এবং পূনঃবিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে দেশের মূল্যবান পশু সম্পদ রক্ষার জন্য লাইভস্টক ক্যাডারে জনবল নিয়োগের জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছে।

(ঙ) ভেটেরিনারি অনুষদের শিক্ষা সম্মেলন ও সংবর্ধনা/০৮ আগামী তারিখে অনুষ্ঠিত হবে। উক্ত অনুষ্ঠান সফলভাবে আয়োজনের জন্য সকলের সার্বিক সহযোগীতা কামনা করা হয়।

(চ) ভেটেরিনারি অনুষদের সার্বিক কার্যক্রমে গতি আনয়ন ও উন্নয়ন লক্ষ্যে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ ও বাস্তবায়নের জন্য ডিন মহোদয়কে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হয়।

দ্রষ্টব্য: ১ (ক) এ বিধৃত সিদ্ধান্তের সাথে ১ জন সদস্য (প্রফেসর ডঃ এম. এ. সামাদ) দ্বি-মত পোষণ করেন।

পরিশেষে ডিন মহোদয় সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

স্বাক্ষরিত/= ২৭/০১/২০০৮
(প্রফেসর ডঃ মোঃ আখতার হোসেন)
ডীন, ভেটেরিনারি অনুষদ

মেমো নং ১২৮১(৪৯)/ ভেটঃ অনুঃ তারিখ ঃ ২৭/০১/২০০৮

বিতরন:

১-৪৮) প্রধান, প্রফেসর / সহযোগী প্রফেসর / সহকারী প্রফেসর ---------- বিভাগ।
৪৯) এডিশনাল রেজিস্ট্রার, উপাচার্য সচিবালয়, মাননীয় উপাচার্য মহোদয়ের সদয় জ্ঞাতার্থে।

স্বাক্ষরিত/= ২৭/১/০৮
(প্রফেসর ডঃ মোঃ আখতার হোসেন)
ডীন, ভেটেরিনারি অনুষদ

ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ

ক. অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী যে কোন জরুরী সভায় একটি মাত্র বিষযের উপর বিবেচ্য বিষয় থাকে। কিন্তু ভেটেরিনারি অনুষদের উল্লিখিত ০১/০৮ জরুরী সভাটির বিবেচ্য বিষয় ১ লিখে তার অধীনে মোট ছয়টি (ক, খ,গ,ঘ, ঙ, চ) ভিন্ন বিষয়ের উপর আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। উল্লেখ্য, ইহা অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের অডিন্যান্স অনুযায়ী একটি নিয়মবহির্ভূত কার্যক্রম।

খ. জরুরী সভাটির বিবেচ্য বিষয় ও সিদ্ধান্ত দেখে প্রতীয়মান হয় যে, বিভাগীয় প্রধানগনের সভার গৃহীত ভেটেরিনারি অনুষদীয় ডিন কমপ্লেক্স এর উপর সিদ্ধান্ত অডিন্যান্স বহির্ভূত হওয়ায় (মেমো নং ১৩০৪ / ডিএম, তারিখ ১৯-১১-২০০৭) অনুষদীয় সভার মাধ্যমে যায়েজ করার প্রয়াস মাত্র।

গ. বিভাগীয় প্রধানগনের সভা এবং অনুষদীয় জরুরী সভায় ডিন মহোদয়কে ভেটেরিনারি ডিন কমপ্লেক্স এর পরিকল্পনা, ভেটেরিনারি অনুষদের সুপারিশ, টেন্ডার ও ওয়ার্ক ওয়ার্ডার সম্পর্কে আলোচনার আহ্বান জানালে তিনি উক্ত বিষয়ে আলোচনা করতে অস্বীকার করেন। টেন্ডার ও ওয়ার্ক ওর্ডার কি হয়েছে সে সম্পর্কে আলোচনা না করেই ১(ক) সিদ্ধান্ত লিপিবদ্ধ করা হয়েছে, 'অনুষদ ভবন-৩ এর ২য় ও ৩য় তলার পূর্বাংশে নির্মীয়মাণ 'ডিন কমপ্লেক্স' অনুমোদন করা হয়।' কিন্তু বাস্তবে ৩য় তলার পূর্বাংশে মূল টেন্ডারে 'ডিন কমপ্লেক্স' তৈরির পরিকল্পনা ছিল কিনা তা জানা না গেলেও বাস্তবে তৈরি হচ্ছে ৩য় তলার (শুধু পূর্বংশে নয়) সম্পূর্ণ ছাদে এবং ২য় তলার পূর্বাংশে। তাই ভেটেরিনারি অনুষদের নির্মীয়মান 'ডিন কমপ্লেক্স' এর অবস্থান সম্পর্কে অনুষদীয় জরুরী সভার (০১/০৮) সিদ্ধান্তের সাথে বাস্তবের নির্মীয়মান ভেটেরিনারি ডিন কমপ্লেক্সের কোন মিল নেই।

ঘ. উল্লেখ্য, ১(ক) সিদ্ধান্তেরে উপর আমি জোরালো দ্বিমত পোষণ করে তার কারণসহ আমার আবেদন জমা দিই। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, ১(ক) সিদ্ধান্তের সাথে আমার দ্বি-মত পোষণ পত্রটি লিপিবদ্ধভাবে না করে সব শেষে দ্রষ্টব্যে দ্বি-মত হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী কি কারণে সিদ্ধান্তের উপর দ্বি-মত পোষণ করা হয়েছে তা সংশ্লিষ্ট সিদ্ধান্তের সাথেই দ্বি-মত পোষণকারীর আবেদনটি লিপিবদ্ধ করার কথা।[১৮৬]

মেডিসিন বিভাগ, বাকৃবি, ময়মনসিংহ।[১৮৬]

মেমো নং ১৪৮৫ / ডিএম — তারিখ ঃ ২৬ - ০১ - ২০০৮

ডীন
ভেটেরিনারি অনুষদ
বাকৃবি, ময়মনসিংহ।

বিষয়: অদ্য ২৬ জানুয়ারী '০৮ তারিখে অনুষ্ঠিত ভেটেরিনারি অনুষদীয় জরুরী সভায় ফ্লোর স্পেস বন্টনের সিদ্ধান্তে দ্বি-মত পোষণ।

প্রিয় মহোদয়,

আপনার অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, বিগত দিনে মেডিসিন বিষয়ের বোর্ড অব স্টাডিজের বিভিন্ন সভার সিদ্ধান্ত লিখিতভাবে এবং অদ্য অনুষদীয় সভায় মৌখিকভাবে যুক্তিতর্ক উপস্থাপনের মাধ্যমে জানানো হয়েছে যে, মেডিসিন বিভাগের ফ্লোরে অনুষদীয় কার্যক্রম পরিচালনার ব্যবস্থা থাকলে বহু ছাত্র-ছাত্রী ও লোকজনের অবাধ আনাগোনায় মেডিসিন বিভাগের শিক্ষা, গবেষণা ও প্রশাসনিক কার্যক্রম বিঘ্নিতই শুধু হবেনা ভয়াবহ জটিলতার সৃষ্টি করবে। তাই অদ্য অনুষ্ঠিত অনুষদীয় সভায় প্রকাশ্যে আমি যে দ্বি-মত রেকর্ড করার অনুরোধ করি তা উক্ত সভার সিদ্ধান্তের সাথে যুক্ত করার জন্য লিখিতভাবে জানানো হ'ল।

ধন্যবাদান্তে — স্বাক্ষর/- ২৬/১/০৮
(প্রফেসর ডঃ এম. এ. সামাদ), প্রধান, মেডিসিন বিভাগ।

ভেটেরিনারি অনুষদ
বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ।[১৮৭]

বিগত ১১/৬/২০০৮ তারিখ বুধবার সকাল ৯.৩০ (সাড়ে নয়) টায় ভেটেরিনারি অনুষদীয় ১০৮ তম সভা অনুষদীয় সভা কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় অনুষদীয় ডিন প্রফেসর ডঃ মোঃ আখতার হোসেন সভাপতিত্ব করেন। ডিন মহোদয় উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন।

সভায় উপস্থিতি: হাজিরা খাতা অনুযায়ী।

সিদ্ধান্ত

সভার শুরুতে ভেটেরিনারি অনুষদীয় সভার পক্ষ থেকে বর্তমান অনুষদীয় ডিন মহোদয় প্রফেসর ডঃ মোঃ আখতার হোসেন-কে বিগত ২০/৫/২০০৮ তারিখে বাকৃবি-ও ভাইস-চ্যান্সেলর নিযুক্ত হওয়ায় অভিনন্দন জানান হয়।

বিবেচ্য বিষয়-১: ১০৭তম সভার ও ৩/৪/২০০৭, ১১/৬/২০০৭, ৬/৮/২০০৭, ২৬/১/২০০৮ তারিখ সমূহে অনুষ্ঠিত জরুরী অনুষদীয় সভার সিদ্ধান্তাবলী পরিসর্মথন।

সিদ্ধান্ত নং-১: সিদ্ধান্তবলী পরিসমর্থন করা হয়। তবে বিগত ২৬/১/২০০৮ তারিখে অনুষ্ঠিত ভেটেরিনারি অনুষদীয় জরুরী সভায় মেডিসিন বিভাগের বিভাগীয় প্রধান কর্তৃক ফ্লোর স্পেস বন্টনের সিদ্ধান্তে দ্বি-মত পোষণ বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা হোক। (মেডিসিন বিভাগের প্রধানের মন্তব্য: বিগত দিনে মেডিসিন বিষয়ের বোর্ড অব স্ট্যাডিজের বিভিন্ন সভার সিদ্ধান্ত লিখিতভাবে এবং ২৬/১/২০০৮ তারিখে অনুষ্ঠিত অনুষদীয় জরুরী সভায় মৌখিকভাবে যুক্তর্তক উপস্থাপনের মাধ্যমে জানানো হয়েছে যে, মেডিসিন বিভাগের ফ্লোরে অনুষদীয় কার্যক্রম পরিচালনার ব্যবস্থা থাকলে বহু ছাত্র-ছাত্রী ও লোকজনের অবাধ আনাগোনায় মেডিসিন বিভাগের শিক্ষা, গবেষণা ও প্রশাসনিক কার্যক্রম বিঘ্নিতই শুধু হবেনা ভয়াবহ জটিলতার সৃষ্টি করবে)।

অন্যান্য বিবেচ্য বিষয়

পরিশেষে ডিন মহোদয় সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

স্বাক্ষরিত/- (প্রফেসর ডঃ মোঃ আখতার হোসেন)
ডীন, ভেটেরিনারি অনুষদ।

মেমো নং ২৬০(৪৫)/ভেট ঃ অনু ঃ — তারিখ ঃ ১৯/৬/২০০৮

বিতরন ঃ

১-৪৪) প্রধান --------- প্রফেসর/ সহযোগী প্রফেসর / সহকারী প্রফেসর -------- মেডিসিন --------- বিভাগ।

৪৫) এডিশনাল রেজিস্ট্রার, উপচার্য সচিবালয়, মাননীয় উপাচার্য মহোদয়ের সদয় জ্ঞাতার্থে। — স্বাক্ষরিত/- (ম.অ,হোসেন) ১৯/৬/০৮
(প্রফেসর ডঃ মোঃ আখতার হোসেন)
ডিন, ভেটেরিনারি অনুষদ।

ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ

বাকৃবি এর প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী যে কোন সভায় কোন সদস্য কোন সিদ্ধান্তের উপর দ্বি-মত পোষণ করলে তা অবশ্যই সভার কার্যবিবরণীতে রেকর্ড করতে হবে। যদি কোন সভাপতি সাহেব তা না করেন তবে তা হবে অর্ডিনেন্স বহির্ভূত কাজ। এরূপ অর্ডিনেন্স বহির্ভূত কাজটি অনিচ্ছাকৃত বা ইচ্ছাকৃত যে ভাবেই হয়ে থাকুক না কেন তা অবশ্যই পরবর্তী কার্যবিবরণীতে ব্যাখ্যা থাকা প্রয়োজন। অবশ্য যদি কোন

সভাপতি সাহেব নিজে অন্য একটি বিভাগের বিভাগীয় প্রধানের সাথে আলোচনা না করে সে বিভাগের কাঠামো ভেঙ্গে নতুন কাঠামো তৈরির কারণে উক্ত বিভাগের নিরাপত্তার ঝুঁকি সৃষ্টি করতে পারেন সেক্ষেত্রে একটা সদস্যের দ্বি-মত রেকর্ড করা অতি নগণ্য ব্যাপার। ভেটেরিনারি অনুষদের ডিনের অসহযোগিতার কারণে মেডিসিন বিভাগের গবেষণাগার থেকে দু'টি মূল্যবান বৈজ্ঞানিক যন্ত্র চুরি হয়ে যায়।[১৮৮]

মেডিসিন বিভাগ

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ।[১৮৮]

মেমো নং ১৮২০/ডিএম   তারিখ: ১৮-৮-২০০৮ইং

বরাবর
রেজিস্ট্রার
বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ।
মাধ্যম ঃ ডিন, ভেটেরিনারি অনুষদ।
বিষয়: মেডিসিন বিভাগে কনস্ট্রাকশন জনিত কারণে গবেষণাগারের যন্ত্রপাতি চুরি প্রসংগে।
প্রিয় মহোদয়,

আপনি নিশ্চয় অবগত আছেন যে, আপনার আদেশনামা নং শা-১/এ-৬/২০০৫/৯৩৪(৩)/ সংস্থাপন, তারিখ ০৪-৭-২০০৭ইং অনুযায়ী পুনরাদেশ না দেয়া পর্যন্ত সময়ের জন্য নিয়োজিত ফিজিয়লজি বিভাগের প্রফেসর ড. মো. মঈন উদ্দিন সাহেবের নিকট থেকে আমাকে মেডিসিন বিভাগের বিভাগীয় প্রধানের দায়িত্বভার বুঝে নিতে হয় (কপি-১)।[১৮৯] বিভাগীয় প্রধানের দায়িত্বভার গ্রহণ করেই 'মেডিসিন বিভাগের বেহাল অবস্থা' বিষয়ে আপনাকে অবহতি করি (কপি-২)।[১৮২] মেডিসিন বিভাগের বেহাল অবস্থার বহুবিধ কারণ গুলির মধ্যে শুধুমাত্র মেডিসিন বিভাগের মধ্যে কনস্ট্রাকশন বিষয়ে আপনার সিদ্ধান্ত সম্পর্কে মেডিসিন বিভাগীয় প্রধানকে জানানো হয়েছে (নং শা-৭/ও, এম-৭১/৬২/৩য় খন্ড / ৩২৭ / সংস্থাপন, তাং ১১-১১-২০০৭)। পরবর্তীতে এ ব্যাপারে মেডিসিন বিভাগের পাঠ্যপর্যদের সিদ্ধান্ত যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে পুনরায় আপনাকে জানানো হয় (মেমো নং ১৩৩৬/ডিএম, তাং ২৬-১১-২০০৭)। উল্লেখ্য, আপনার আদেশনামা নং শা-২ / এ-৩৩৮ / ৮৪ / ৯২৭ / সংস্থাপন, তারিখ ২১-৮-২০০০ই এর পরিপ্রেক্ষিতে মেডিসিন বিভাগের স্টোরের দায়িত্ব পালন করেন সহকারী রেজিস্ট্রার জনাব খন্দকার মোঃ হাফিজুর রহমান। এ ছাড়া ছাত্রছাত্রীদের ব্যবহারিক ক্লাস ও গবেষণার জন্য যন্ত্রপাতি সংরক্ষণ ও ব্যবহারিক পর্যায়ে দায়িত্ব পালন করেন অত্র বিভাগের সিনিঃ ল্যাবঃ টেকনিশিয়ান গ্রেড-১ জনাব মোঃ অব্দুল গফুর। অর্থাৎ মেডিসিন বিভাগের স্টোর ও গবেষণাগারসহ সামগ্রিক সকল দায়িত্ব এখনও প্রাক্তন বিভাগীয় প্রধানের দায়িত্বেই রয়েছে। অন্যদিকে মেডিসিন বিভাগের অনুমতি বা মেডিসিন বিভাগকে না জানিয়ে মেডিসিন বিভাগের ফ্লোরে কনস্ট্রাকশন কাজ এক বছর থেকে হচ্ছে। লিখিতভাবে জানানোর পরও মেডিসিন বিভাগের স্ট্রাকচার বিশেষ করে সিলিং ও বিদ্যুতিক ব্যবস্থার প্রভূত ক্ষতি সাধন হয়েছে যা এখনও মেরামত করা হয়নি (কপি-৩)।[১৯০] আমি বিভাগীয় প্রধানের দায়িত্বভার গ্রহণ করেই বিভাগের সামগ্রিক নিরাপত্তার জন্য অন্যান্য বিভাগের ন্যায় মেডিসিন বিভাগীয় করিডোরের দু'প্রান্তে দু'টি কল্যাপস্যাবল গেইট তৈরির জন্য নির্বাহী প্রকৌশলীর বরাবর অনুরোধ করি (কপি-৪)।[১৯১] টেলিফোনে সংশিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলীর নিকট থেকে এ ব্যাপারে কিছুটা আশ্বাস পেলেও অজ্ঞাত কারণে তা করা সম্ভব হয়নি।

মেডিসিন বিভাগের গবেষণাগারের দায়িত্বে নিয়োজিত সিনিঃ ল্যাবঃ টেকনিশিয়ান গ্রেড-১ জনাব মোঃ গফুর এর পেশকৃত আর্জি থেকে জানা যায়, মেডিসিন বিভাগের কনস্ট্রাকশন জনিত কারণে উক্ত বিভাগের পূর্ব দক্ষিণ পাশের গবেষণাগারের গ্রীল ও গ্লাস খুলে নেয়া হয়। এতে গবেষণাগারটি অরক্ষিত হয়ে পড়ে। ফলশ্রুতিতে গবেষণাগারের দু'টি মূল্যবান যন্ত্র চুরি হয় (কপি-৫)।[১৯২]

অতএব, মেডিসিন বিভাগে কনস্ট্রাকশন জনিত কারণে গবেষণাগারের যন্ত্রপাতি চুরি এবং অন্যান্য প্রশাসনিক বিষয়গুলো অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যান্য বিভাগের ন্যায় প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করা হ'ল।

ধন্যবাদান্তে

স্বাক্ষর/- ২৩/৮/০৮
প্রধান, মেডিসিন বিভাগ

কপি ১-৫ সংযোজিত।
সদয় অবগতি ও কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য কপি পাঠানো হ'ল :
(১) প্রধান প্রকৌশলী, বিশ্ববিদ্যালয় প্রকৌশল শাখা, বাকৃবি, ময়মনসিংহ।
(২) চীফ সিকিউরিটি অফিসার, নিরাপত্তা শাখা, বাকবি, ময়মনসিংহ।

মেডিসিন বিভাগ

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ।[১৮৯]

মেমো নং ১১৮৭(১)/ডিএম   তারিখ ঃ ০৯-৮-২০০৭ইং

বরাবর রেজিস্ট্রার
বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ।
বিষয়: মেডিসিন বিভাগীয় প্রধানের দায়িত্ব ভার হস্তান্তর প্রসংগে।

প্রিয় মহোদয়,

আপনার আদেশনামা নং শা-১/এ-৬/২০০৫ / ১৪৪৪ / সংস্থাপন, তারিখ ০৮-৮-২০০৭ই অনুযায়ী অদ্য ০৯-৮-২০০৭ইং তারিখ মেডিসিন বিভাগের বিভাগীয় প্রধানের দায়িত্বভার নবনিযুক্ত বিভাগীয় প্রধানের নিকট হস্তান্তর করা হলো। এখানে উল্লেখ্য যে, প্রফেসর ডঃ মোঃ মঈন উদ্দিনের মেডিসিন বিভাগীয় প্রধানের দায়িত্ব পালন কালীন সময়ে বিভাগের জন্য ক্রয়কৃত মালামালের তালিকা স্থিতিসহ হস্তান্তর করা হলো।

স্বাক্ষর/- অস্পষ্ট ৯/৮/০৭	স্বাক্ষর/- অস্পষ্ট ৯.৮.০৭
(প্রফেসর ডঃ মোঃ মঈন উদ্দিন)	(প্রফেসর ডঃ মোঃ আব্দুস সামাদ)
দায়িত্বভার হস্তান্তরকারী বিভাগীয় প্রধান	দায়িত্বভার গ্রহনকারী বিভাগীয় প্রধান
মেডিসিন বিভাগ, বাকৃবি, ময়মনসিংহ।	মেডিসিন বিভাগ, বাকৃবি, ময়মনসিংহ।

মেমো নং ১১৮৭(১০)/ ডিএম   তারিখ ঃ ০৯-৮-২০০৭ইং

সদয় অবগতি ও কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলো:
(১) কোষাধ্যক্ষ, বাকৃবি, ময়মনসিংহ।
(২) ডিন, ভেটেরিনারি অনুষদ, বাকৃবি, ময়মনসিংহ।
(৩) সমন্বয়ক, উচ্চ শিক্ষা ও গবেষণা কমিটি, বাকৃবি, ময়মনসিংহ।
(৪) পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক, বাকৃবি, ময়মনসিংহ।
(৫) ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, পিএবিএক্স, বাকৃবি, ময়মনসিংহ।
(৬) বিভাগীয় ফাইল, মেডিসিন বিভাগ, বাকৃবি, ময়মনসিংহ।
(৭) সহকারী জেনারেল ম্যানেজার, পূবালী ব্যাংক, বাকৃবি চত্তর শাখা।

স্বাক্ষর/- অস্পষ্ট ৯.৮.০৭
(প্রফেসর ডঃ মোঃ আব্দুস সামাদ)
প্রধান, মেডিসিন বিভাগ, বাকৃবি, ময়মনসিংহ।

মেমো নং ১২৫৯(৫)৪ / ডিএম, তারিখ ২২-৯-২০০৭ ইং ; বিষয়: মেডিসিন বিভাগের বর্তমান শিক্ষা, গবেষণা ও সম্প্রসারণ কার্যক্রমের বেহাল অবস্থা প্রসঙ্গে।[১৮২] এই পত্রটি পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

মেডিসিন বিভাগ

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ।[১৯০]

মেমো নং ১৫১৩/ডিএম   তারিখ: ২৩-২-২০০৮ইং

বরাবর
প্রধান প্রকৌশলী
বিশ্ববিদ্যালয় প্রকৌশল শাখা,
বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ।
মাধ্যম ডীন, ভেটেরিনারি অনুষদ, বাকৃবি, ময়মনসিংহ।
বিষয়: মেডিসিন বিভাগের ছাদে নির্মাণ জনিত কারণে বিভাগের ক্ষয়ক্ষতি মেরামত প্রসংগে।
প্রিয় মহোদয়,

আপনি নিশ্চয় আবগত আছেন যে, ভেটেরিনারি অনুষদের ৩নং ভবনের মেডিসিন বিভাগের ছাদে নতুন নির্মাণ কাজ প্রায় সম্পন্ন হতে যাচ্ছে। উল্লেখ্য, এই নির্মাণ কাজের

ফলে মেডিসিন বিভাগের ব্যাপক ক্ষতি সাধন হয়েছে (নিম্নে বিবরণ দেয়া হ'ল)। ফলে মেডিসিন বিভাগের শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম ব্যাহত হবার সাথে বাস অনুপযোগী অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে।

অতএব, জরুরী ভিত্তিতে ছাদে নির্মাণ জনিত কারণে সৃষ্ট ক্ষয়ক্ষতি মেরামত করে মেডিসিন বিভাগের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনায় সহায়তা করার জন্য অনুরোধ করা হ'ল।

ক্ষয়ক্ষতির তালিকা:

(১) বিভাগীয় করিডোরের সিলিং সম্পূর্ণভাবে নষ্ট হয়েছে।
(২) সমগ্র বিভাগের দেয়াল ও ছাদসহ প্লাস্টার ও ডিস্টেম্পার নষ্ট হয়েছে।
(৩) মেডিসিন বিভাগীয় একটি কক্ষের একটি দরজা ভেঙ্গে গেছে।
(৪) দুইটি বেসিন পানির লাইনসহ সম্পূর্ণরূপে ভাঙ্গা।
(৫) একেরিয়াম ভেঙ্গেছে একটি।
(৬) জানালার গ্লাস ভেঙ্গেছে দুইটি।
(৭) বৈদ্যুতিক ওয়ারিং ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে।
(৮) ভেন্টিলেটর ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে ৬টি।
(৯) কয়েকটি পিলারের পাশ দিয়ে পানি পড়ে।

স্বাক্ষর/- অস্পষ্ট ২৩.২.০৮
(প্রফেসর ডঃ মোঃ আব্দুস সামাদ)
প্রধান, মেডিসিন বিভাগ

মেডিসিন বিভাগ
বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ।[১৯১]

মেমো নং ১২১১/ডিএম তারিখ: ২২-৮-২০০৭ইং

বরাবর
নির্বাহী প্রকৌশলী
পূর্ত বিভাগ
বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ।

বিষয়: মেডিসিন বিভাগীয় করিডোরে কলাপসিবল গেইট লাগানো প্রসংগে।

প্রিয় মহোদয়,

আপনি নিশ্চয় আবগত আছেন যে, নিরাপত্তার কারণে মেডিসিন বিভাগের করিডোরের উভয় প্রান্তে দু'টি কলাপসিবল গেইট লাগানোর জন্য বিগত ২০০৩ সন থেকে (মেমো নং ৬০৫ / ডিএম, তাং ১-৬-২০০৩ইং এবং মেমো নং ৮২৮ / ডিএম, তাং ১-৩-২০০৭ ইং) অনুরোধ করা হয়েছে (ফটোকপি সংযোজিত)। উল্লেখ্য, ভেটেরিনারি অনুষদের প্রায় সকল বিভাগের নিরাপত্তার জন্য করিডোরে কলাপসিবল গেইট রয়েছে। ফলে মেডিসিন বিভাগের নিরাপত্তার ঝুঁকি আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। এর পরিপ্রেক্ষিতে গত আর্থিক বছরে গেইট তৈরি করার জন্য আপনার অফিসের অফিসার প্রাক্কলন তৈরি করেছেন কিন্তু তা এখনও কার্যটি বাস্তবে সম্পাদন করা হয়নি। আরও উল্লেখ্য, সম্প্রতি মেডিসিন বিভাগের শিক্ষকের সংখ্যা অত্যধিক হ্রাস পাওয়ায় (কারণ শিক্ষকদের অবসর গ্রহণ, বিদেশে উচ্চ শিক্ষা ও চাকুরী গ্রহণ) এবং বিভাগের করিডোরে কোন প্রতিরোধ ব্যবস্থা না থাকায় অপরিচিত ও অবাঞ্ছিত লোকজনের আনাগোনায় নিরাপত্তার ঝুঁকি আরও বৃদ্ধি পেয়েছে।

এমতাবস্থায়, জরুরী ভিত্তিতে মেডিসিন বিভাগীয় করিডোরের উভয় প্রান্তে দু'টি কলাপসিবল গেইট লাগানোর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পুনরায় বিশেষভাবে অনুরোধ করছি।

ধন্যবাদসহ
কপি সংযোজিত।

স্বাক্ষর/- অস্পষ্ট ২২/৮/০৭
(প্রফেসর ডঃ মোঃ আব্দুস সামাদ)
প্রধান, মেডিসিন বিভাগ

মেডিসিন বিভাগ
বাকৃবি, ময়মনসিংহ।[১৯২]

বরাবর
প্রধান, মেডিসিন বিভাগ,
বাকৃবি, ময়মনসিংহ।

বিষয়: ভেটেরিনারি অনুষদের ৩নং ভবনে মেডিসিন বিভাগের ফ্লোরে পূর্ব পার্শ্বে কক্ষ নির্মাণের সময় মেডিসিন বিভাগের গবেষণাগার হইতে নিম্নবর্ণিত যন্ত্রপাতি খোয়া যাওয়া প্রসংগে।

মহাত্মন,

বিনীত নিবেদন এই যে, আপনার আবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, ভেটেরিনারি অনুষদের ৩ নং ভবনে মেডিসিন বিভাগের ফ্লোরে পূর্ব পার্শ্বে কক্ষ নির্মাণের কাজ প্রায় ১ বছর চলেছে। গবেষণাগারের একটি দেয়াল সম্পূর্ণ ভেঙ্গে ২/৩ দিনে নতুন দেওয়াল তৈরি করা হয়। ঐ সময় গবেষণাগারের মূল দরজা ভেঙ্গে যায়। অনেক পরে দরজাটি মেরামত করা হয়। উল্লিখিত গবেষণাগারে অনেক যন্ত্রপাতি রক্ষিত আছে। আমার তালিকা অনুসারে যন্ত্রপাতি মিলানোর পর দেখতে পাই যে, নিম্নবর্নিত যন্ত্রপাতি খোয়া গিয়াছে।

(১) Icemaker- ১টি (অকেজো) (২) Autoclave - ১টি (অকেজো)

এমতাবস্থায় উল্লিখিত বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করছি।

বিনীত নিবেদক
স্বাক্ষর/- (মোঃ আব্দুল গফুর) তাং ৬/৮/০৮
সিনিঃ ল্যাবঃ টেকনিশিয়ান গ্রেড-১
মেডিসিন বিভাগ, বাকৃবি, ময়মনসিংহ।

খোয়া যাওয়া মালামালের বিবরণ নিম্নে দেওয়া হ'ল।

ক্র/ নং	যন্ত্রপাতির নাম*	স্টক বহি পৃষ্ঠা নং	সংখ্যা	মূল্য
১.	Icemaker (অকেজো)	৬/১৬১	১টি	দেওয়া নাই
২.	Autoclave (অকেজো)	৬/৭	১টি	৫,০০০/-

*মেমো নং ১০৭ / ডিএম তাং ৯/৯/০৪ তালিকাভুক্ত করে নিলামে মূল্য নির্ধারনের জন্য পত্র দেওয়া হইয়াছিল।

বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট শাখার নোটিং

মেডিসিন বিভাগের প্রধান মহোদয় এ পত্রের সাথে বিভিন্ন কাগজ পত্রাদি সংযোজন করতঃ এ মর্মে অবহিত করেছেন যে, মেডিসিন বিভাগের গবেষণাগারের দায়িত্বে নিয়োজিত সিনিয়র ল্যাবঃ টেকনিশিয়ান গ্রেড-১ জনাব মোঃ অব্দুল গফুর এর পেশকৃত আর্জি থেকে জানা যায়, মেডিসিন বিভাগের কনস্ট্রাকশন জনিত কারণে উক্ত বিভাগের পূর্ব-দক্ষিণ পার্শ্বের গবেষণাগারের গ্রীল ও গ্লাস খুলে নেয়া হয়। এতে গবেষণাগারটি অরক্ষিত হয়ে পড়ে। ফলশ্রুতিতে গবেষণাগারের দু'টি মূল্যবান যন্ত্র চুরি হয়। তাই মেডিসিন বিভাগে কনস্ট্রাকশন জনিত কারণে গবেষণাগারের যন্ত্রপাতি চুরি এবং অন্যান্য প্রশাসনিক বিষয়গুলো অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যান্য বিভাগের ন্যায় প্রচলিত নিয়মানুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণে করার জন্য অনুরোধ করেছেন।

সদয় অবলোকন ও পরবর্তী আদেশার্থে উপস্থাপন করা হল।
ডেপুটি রেজিস্ট্রার
স্বাক্ষর/- অস্পষ্ট
৩০/৮/০৮

উপরের অফিসভাষ্য সমূহ অবলোকন করতঃ চুরি সংক্রান্ত বিষয়ে মতামত জানানোর জন্য প্রধান নিরাপত্তা কর্মকর্তা এবং অপরাপর বিষয়ে মতামত জানানোর জন্য প্রধান প্রকৌশলীকে অনুরোধ করা যেতে পারে।

রেজিস্ট্রার (সংস্থাপন) -২ স্বাক্ষর/- অস্পষ্ট

পূর্ব পৃষ্ঠা হইতে:

জরুরী ভিত্তিতে তদন্ত করে মতামত প্রধানের জন্য অনুরোধ করা হ'ল।

স্বাক্ষর/- অস্পষ্ট ২/৯/০৮

এ.এস.ও জনাব জিল্লুর রহমান	সংশিষ্ট বিষয়ে সরেজমিন তদন্ত এবং সংযোজিত পত্রাদি পাঠ করতঃ দেখা যায় যে, উক্ত বিভাগে দীর্ঘদিন কনস্ট্রাকশন কাজ চলাকালীন স্বাভাবিকভাবেই দরজা-জানালা ক্ষতিগ্রস্থ হয় বা খুলে নেয়া হয়। এঅবস্থায় সেখানে থাকা দ্রব্যাদির সুক্ষ্ণ রক্ষণাবেক্ষণে কক্ষটি অরক্ষিত হয়ে পড়ায় এবং বিকল্প হিসেবে দ্রব্যাদি অন্যত্র সংরক্ষণ না করায় কোন এক সময় উল্লিখিত অইটেম দু'ইটি (Ice maker, Autoclave) হারিয়ে যায়। পরবর্তীতে নির্মাণ কাজের প্রায় শেষে দ্রব্যাদি পূর্ণগঠন বা তদরকির সময় তা সনাক্ত হয়। উক্ত বিভাগের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগনের সাথে এবিষয়ে কথা বলে জানা যায়, তারা বিষয়টির একটি ইতিবাচক সমাধান নিয়মনুযায়ী প্রত্যাশা করেন এবং আইটেম দুইটি হারানোর বিষয়ে তাদের দায়িত্বের কথা স্বীকার করেন। তাই এক্ষেত্রে উক্ত অনুষদের / বিভাগের প্রধানগনের মতামতসহ কর্তৃপক্ষীয় সিদ্ধান্তের মাধ্যমে বিষয়টির সুরাহা করা যেতে পারে। উপস্থাপন করা হল।

অস্পষ্ট — স্বাক্ষর/- অস্পষ্ট ৩/৯/০৮

নং১৮৪২ নিরা-৬/৯/০৮ — স্বাক্ষর/- অস্পষ্ট ৬/৯/০৮

অতিরিক্ত রেজিস্ট্রার-২ — স্বাক্ষর/- অস্পষ্ট ৬/৯/০৮

অস্পষ্ট/-৭

মেডিসিন বিভাগের কসট্রাকশন জনিত কারণে গবেষণাগারের যন্ত্রপাতি চুরি সংক্রান্ত ব্যাপারে প্রধান নিরাপত্তা কর্মকর্তা মহোদয়ের উপরোক্ত মতামতসহ অবলোকন করতঃ এব্যাপারে মতামত জানানোর অনুরোধপূর্বক ইহা মেডিসিন বিভাগের প্রধান মহোদয়ের বরাবর প্রেরন করা যেতে পারে।

অতিঃ রেজিস্ট্রার (সংস্থাপন)-২ স্বাক্ষর/-৯/৯/০৮ স্বাক্ষর/-৭/৯/০৮ স্বাক্ষর/-৯/৯/০৮

মেডিসিন বিভাগের কনস্ট্রাকশন জনিত কারণে গবেষণাগারের যন্ত্রপাতি চুরি সংক্রান্ত ব্যাপারে বিশদ ব্যাখ্যা ও নথিপত্র সমন্বয়ে সুষ্ঠু তদন্ত সাপেক্ষে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সকল প্রকার মতামতসহ জানানো হইয়াছিল। (কপি ১-৫ সংযোজিত করা আছে)। অতএব, নতুন করে মতামত দেওয়ার প্রয়োজন আছে বলে মনে করিনা।

প্রধান, মেডিসিন বিভাগ।

ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ

ক. মেডিসিন বিভাগের একটি গবেষণাগার থেকে দু'টি বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি চুরি হয়েছে। বিগত সকল বিভাগীয় প্রধানদের কার্যকাল থেকেই আবেদনকারী উক্ত গবেষণাগারের সামগ্রিক রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে নিয়োজিত। তার ভাষ্য অনুযায়ী উক্ত গবেষণাগারের একটি দেয়াল ভেঙ্গে রাখার কারণে গবেষণারটির যন্ত্রপাতি অরক্ষিত অবস্থায় থাকায় চুরি হয়েছে।

খ. মেডিসিন বিভাগের পূর্বতন বিভাগীয় প্রধান বিদেশে একটি চাকরীর সুযোগ পান। তিনি বিদেশে চাকরীতে যোগদান করার জন্য লিয়েনের আবেদন করেন। উল্লেখ্য, সে সময় মেডিসিন বিভাগে বিভাগীয় প্রধান হবার যোগ্যতাসম্পন্ন কোন শিক্ষক দেশে অবস্থান করছিলনা। এমতাবস্থায় মেডিসিন বিভাগের বিভাগীয় প্রধান নিয়োগ এবং প্রধানের নিকট থেকে বিভাগের দায়িত্বভার হস্তান্তরের ব্যবস্থা না করেই লিয়েন আবেদনকারী বিভাগীয় প্রধানের হাতে লিয়েন এবং জিও (Government order) এর আদেশনামা ধরিয়ে দিয়ে অনিয়মতান্ত্রিকভাবে তাকে বিদেশে পাঠিয়ে দেয়া হয়। ফলে পরবর্তীতে মেডিসিন বিভাগে প্রশাসনিক জটিলতা সৃষ্টি হয়। বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি চুরি হবার ঘটনা তারই একটি উদাহরণ। বিষয়টি নিরপেক্ষভাবে তদন্ত হওয়া প্রয়োজন। উল্লেখ্য, আমি ২০০৫ সনে যখন লিয়েন নিয়ে বিদেশে চাকরীতে যায় সেসময় রেজিস্ট্রার মহোদয় আমার সাথে যে আচরণ করেছেন তা এই মন্তব্যের পরে নিম্নে বিষদভাবে আফিসিয়াল দলিলপত্রসহ বর্ণনা করা হয়েছে।

গ. বর্তমানের মেডিসিন বিভাগের প্রধানকে না জানিয়ে মেডিসিন বিভাগের ফ্লোরের মেডিসিন বিভাগের গবেষণাগারটির পূর্বের একটি দেয়ালের কাঁচ, গ্রীল ও ইট খুলে ফেলা হয় এবং কনস্ট্রাকশনকালীন অরক্ষিত গবেষাগারটি থেকে যন্ত্রপাতি চুরি হয়। এই চুরির দায়দায়িত্ব অ-অনুমোদিত ও অনিয়তান্ত্রিকভাবে মেডিসিন বিভাগে কনস্ট্রাকশনে আদেশ ও নির্দেশ প্রদানকারী সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা দায়িত্ব এড়াতে পারেনা।

ঘ. মেডিসিন বিভাগের যে সব কর্মকর্তা ও কর্মচারী সংশ্লিষ্ট গবেষণাগরের দায়িত্বে নিয়োজিত আছেন তারা দিনের বেলায় আফিস সময়ে ছাত্রছাত্রীদের সাহায্য করে থাকেন। কিন্তু মেডিসিন বিভাগের পূর্বাংশে কনস্ট্রাকশনের জন্য মাটি থেকে সাময়িভাবে বাঁশ দিয়ে ২য় তলা পর্যন্ত সিঁড়ি তৈরি করা হয় এবং দেয়াল খুলে ও ভেঙ্গে গবেষণাগারটিকে সম্পূর্ণভাবে অরক্ষিত করা হয়। এসময় কনস্ট্রাকশনে আদেশ প্রদানকারী কর্মকর্তা ও ঠিকাদারের মধ্যে মেডিসিন বিভাগের নিরাপত্তার ব্যাপারে কী পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছিল তা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ জ্ঞাত আছেন। অপরদিকে রাত্রির বেলায় যখন মেডিসিন বিভাগের কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারী বিভাগে থাকেন না তখন মেডিসিন বিভাগ তথা অনুষদের নিরাপত্তার দায়িত্বে কারা ছিলেন এবং আছেন তাদের এই চুরি হওয়ার ব্যাপারে কি ভূমিকা ছিল। সুতরাং মেডিসিন বিভাগের চুরির সাথে সংশ্লিষ্ট কনস্ট্রাশনের সাথে জড়িত কর্মকর্তা ও কর্মচারীর নিকট থেকে তদন্ত না করে যারা এই চুরির সাথে সংশ্লিষ্ট নয় তাদের নিকট চুরির ব্যাপারে তদন্ত করা রহস্যজনক।

মেডিসিন বিভাগের বিভাগীয় প্রধান নিয়োগে প্রশাসনিক ভূমিকা

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ।[১৯৩]

মেমো নং ৩৮১/ ডিএম — তারিখ ঃ ০১-০৩-০৫ইং

বরাবর রেজিস্ট্রার
বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ।
মাধ্যম যথাযথ কর্তৃপক্ষ।

বিষয়: ১০-৩-২০০৫ হতে ৩০-১১-২০০৬ তারিখ পর্যন্ত লিয়েন এবং বিভাগীয় প্রধানের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতির আবেদন।

প্রিয় মহোদয়,

নিবেদন এই যে, আপনার অফিস মেমো নং-শা-২/এ-১৫০/৭৬/১৮৩২/সংস্থাপন তারিখ ২৮-১১-২০০৪ এর পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ সরকার আমাকে ২০-২-২০০৫ হতে ৩০-১১-২০০৬ তারিখ পর্যন্ত পাপুয়া নিউগিনি গমন ও অবস্থানের অনুমতি প্রদান করেছে (ফটোকপি সংযোজিত)। তবে ১০-৩-২০০৫ তারিখে গমনের এয়ার টিকিট পাওয়ার কারণে আগামী ১০-৩-২০০৫ তারিখ হতে আমার লিয়েন কার্যকর করা প্রয়োজন।

অতএব, আমাকে বিভাগীয় প্রধানের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতিসহ ১০-৩-২০০৫ হতে ৩০-১১-২০০৬ তারিখ পর্যন্ত লিয়েন দানে বাধিত করবেন।

ধন্যবাদান্তে। — আপনার বিশ্বস্ত

কপি সংযোজিত — (ডঃ মোঃ আব্দুস সামাদ) প্রফেসর ও প্রধান

ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ

উপরোক্ত আবেদন[১৯৩] করার পর রেজিস্ট্রার মহোদয় অজ্ঞাত কারণে আমার লিয়েন এবং বিভাগীয় প্রধানের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতির আবেদন প্রসেস করা থেকে বিরত থাকনে। পরে জানতে পারলাম মেডিসিন বিভাগের প্রধান কে হবে তা নিয়ে পলেটিক্স হচ্ছে। তাই আমি পৃথকভাবে ৬-৩-০৫ তারিখ থেকে কার্যকর হওয়ার ভিত্তিতে বিভাগীয় প্রধানের দায়িত্ব থেকে ইস্তফা দিলাম (মেমো নং ৩৮৮/ ডিএম, তারিখ ৫- ৩-০৫)। ফলশ্রুতিতে আমার ইস্তফা দেবার একদিন পরই আদেশনামা দু'টি ইস্যূ করা হয়।[১৯৪,১৯৫]

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ।[১৯৪]

আদেশনামা

নং-শা-১/এ-৪৬/৮৭/১৭৪/সংস্থাপন তারিখ ঃ ৭-৩-২০০৫

প্রফেসর ডঃ মোঃ আব্দুস সামাদ, প্রধান, মেডিসিন বিভাগ-কে তাঁহার আবেদনক্রমে ৬-৩-২০০৫ তারিখ (অপরাহ্ন) হতে কার্যকর সাপেক্ষে বিভাগীয় প্রধানের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেওয়া হইল।

প্রফেসর ডঃ মনোজ মোহন সেন, মেডিসিন বিভাগ-কে একই বিভাগের প্রফেসর ডঃ মোঃ আব্দুস সামাদ-এর স্থলে নিজ দায়িত্বের অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসেবে প্রচলিত শর্তে ৭-৩-২০০৫ তারিখ হইতে ২ (দুই) বৎসরের জন্য মেডিসিন বিভাগের প্রধান হিসেবে নিয়োগ করা হইল।

প্রফেসর ডঃ মনোজ মোহন সেন শিক্ষক হিসেবে তাঁহার নিজ দায়িত্বের অতিরিক্ত বিভাগীয় প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালনকালে বিনা ভাড়ায় বাসস্থানের সুবিধাসহ মাসিক টাঃ ৯০০/- (নয় শত) মাত্র ভাতা পাইবেন।

ভাইস-চ্যান্সেলর মহোদয়ের আদেশক্রমে
স্বাঃ/- রেজিস্ট্রার

নং-শা-১/এ-৪৬/৮৭/১৭৪/সংস্থাপন তারিখ ঃ ৭-৩-২০০৫

অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধসহ অনুলিপি প্রেরিত হইল ঃ-

১) প্রফেসর ডঃ মনোজ মোহন সেন, মেডিসিন বিভাগ। তাঁহাকে প্রফেসর ডঃ মোঃ আব্দুস সামাদ-এর নিকট হইতে বিভাগীয় প্রধানের দায়িত্ব গ্রহণ পূর্বক নিম্নস্বাক্ষরকারীকে অবহতি করার জন্য অনুরোধ করা হইল।
২) প্রফেসর ডঃ মোঃ আব্দুস সামাদ. মেডিসিন বিভাগ। তাঁহাকে প্রফেসর ডঃ মনোজ মোহন সেন-এর নিকট বিভাগীয় প্রধানের দায়িত্ব হস্তান্তর করার জন্য অনুরোধ করা হইল।
৩) প্রধান, মেডিসিন / শারীরস্থান ও তন্ত বিজ্ঞান / ফিজিওলজি / ফার্মাকোলজি / প্যারাসাইটোলজি / প্যাথলজি/ সার্জারী ও অবস্টেট্রিক্স / স্বাস্থ ও জীবাণুবিদ্যা বিভাগ।
৪) ডিন, ভেটেরিনারি অনুষদ।
৫) সমন্বয়ক, উচ্চ শিক্ষা ও গবেষণা কমিটি।
৬) ছাত্র বিষয়ক উপদেষ্টা।
৭) পরিচালক, জিটিআই / পরিকল্পনা ও উন্নয়ন / বাউরেস / বাউএক / কেন্দ্রীয় ল্যাবরেটরী।
৮) কোষাধ্যক্ষ।
৯) পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক।
১০) গ্রন্থাগারিক।
১১) ডেপুটি রেজিস্ট্রার (সংস্থাপন -১)
১২) ডেপুটি রেজিস্ট্রার (শিক্ষা)
১৩) পরিচালক, জনসংযোগ ও প্রকাশনা।
১৪) প্রধান যন্ত্র প্রকৌশলী।
১৫) সহকারী রেজিস্ট্রার (পরিষদ)
১৬) গার্ড ফাইল (সংস্থাপন শাখা-১)

স্বাক্ষর/- ৭.৩.০৫
রেজিস্ট্রার

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ।[১৯৫]

আদেশনামা

নং-শা-১/এ-১৫০/৭৬/১৭৩/সংস্থাপন তারিখ ঃ ৭-৩-২০০৫

প্রফেসর ডঃ মোঃ আব্দুস সামাদ, মেডিসিন বিভাগ-কে, The Papua New Guinea University of Technology -তে সিনিয়র লেকচারার হিসেবে কাজ করার জন্য ১০-৩-২০০৫ হতে ৩০-১১-২০০৬ তারিখ পর্যন্ত লিয়েন মঞ্জুর করা হল।

ভাইস-চ্যান্সেলর মহোদয়ের আদেশক্রমে
স্বাঃ/- রেজিস্ট্রার

নং-শা-১/এ-১৫০/৭৬/১৭৩/সংস্থাপন তারিখ ঃ ৭-৩-২০০৫

অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধসহ অনুলিপি প্রেরিত হইল ঃ -

(১) প্রফেসর ডঃ মোঃ আব্দুস সামাদ. মেডিসিন বিভাগ।
(২) প্রধান, মেডিসিন বিভাগ।
(৩) ডিন, ভেটেরিনারি অনুষদ।
(৪) কোষাধ্যক্ষ।
(৫) পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক।
(৬) ডেপুটি রেজিস্ট্রার (সংস্থাপন -১)
(৭) সহকারী রেজিস্ট্রার (পরিষদ)। বিষয়টি সিন্ডিকেটে রিপোর্ট করার অনুরেধসহ।
(১৬)গার্ড ফাইল (সংস্থাপন শাখা-১)

স্বাক্ষর/- ৭.৩.০৫
রেজিস্ট্রার

ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ

উপরোক্ত আদেশনামা দু'টি উল্লেখ করার মূল কারণ হল, আমার নিকট থেকে বিভাগীয় প্রধানের দায়িত্ব হস্তান্তর না করা পর্যন্ত আমাকে লিয়েন মঞ্জুর করা হয়নি। তাই ৭-৩-২০০৫ তারিখ থেকে কার্যকর হওয়ার ভিত্তিতে আমি বিভাগীয় প্রধান থেকে ইস্তফা দিতে বাধ্য হই। ফলে দেখা যায় বিভাগীয় প্রধান থেকে ইস্তফা দেবার পরদিনই আমার উপরোক্ত আদেশনামা দু'টি ইস্যু করা হয়। অপরদিকে পরবর্তীতে দেখা যায় যে, একই উদ্দেশ্যে মেডিসিন বিভাগের বিভাগী প্রধানের দায়িত্ব হস্তান্তরের কোন ব্যবস্থা না করেই লিয়েন এবং জিও এর আদেশনামা হাতে ধরিয়ে বিদেশে যাওয়ার সুযোগ করে দেয়া হয়। ইহা স্পষ্ট যে, বাকৃবিতে অর্ডিনেন্স আছে কিন্তু সকলের ক্ষেত্রে একই ভাবে তার প্রয়োগ নেই। প্রশাসনের নেক নজরে অনেকেই অনিয়মের সকল বাধা ডিঙ্গিয়ে অতি সহজেই পার পেয়ে যায়। আবার কেউ বা কোন কার্যক্রম নিয়মের মধ্যে থেকেও প্রশাসনসৃষ্ট বেড়াজালে আঁটকিয়ে যায়। তাই অত্যুক্তি না করেই বলা যায় বাকৃবি-তে ভেটেরিনারি শিক্ষায় মেডিসিন বিষয়ের বেহাল অবস্থা প্রশাসনের সৃষ্টি।

মেডিসিন বিভাগ
বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ।[১৯৬]

মেমো নং ১৮৫৫/ ডিএম তারিখ ঃ ১৭-৯-২০০৮ইং

বরাবর
রেজিস্ট্রার
বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ।
মাধ্যম ডীন, ভেটেরিনারি অনুষদ।

বিষয়: মেডিসিন বিভাগের ফ্লোরের পূর্বাংশে নির্মিত ঘরটি মেডিসিন বিভাগকে হস্তান্তর করা প্রসংগে।

পূর্বের সংশ্লিষ্ট সূত্রসমূহ:
মেমো নং ৭১৪(১০) / ভেটঃ অনুঃ, তারিখ ১৭-০৭-২০০৭

মেমো নং ১১৭৬(২৭) / ডিএম, তারিখ ২৯-০৭-২০০৭
মেমো নং ১২৫৯(৫)৪ / ডিএম, তারিখ ২২-০৯-২০০৭
মেমো নং শা-৭৩, এম-৭১ /৬২ /৩য় খন্ড /৩২৭ / সংস্থাপন, তারিখ ১১-১১-২০০৭
মেমো নং ১৩০৪ / ডিএম, তারিখ ১৯-১১-২০০৭
মেমো নং ১২৮১(৪৯) / ভেটঃ অনুঃ, তারিখ ২৭-০১-২০০৮
মেমো নং ২৬০(৪৫) / ভেটঃ অনুঃ, তারিখ ১৯-০৬-২০০৮
মোমো নং ১৮২০ / ডিএম, তারিখ ১৩-৮-২০০৮

মেডিসিন বিষয়ক পাঠ্য পর্যদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী (সভা নং ২৬২, তাং ১৭-৯-২০০৮) এই আবেদন করা হয়েছে।

প্রিয় মহোদয়,

আপনি নিশ্চয় অবগত আছেন যে, মেডিসিন বিভাগের স্নাতকোত্তর শ্রেণির কোন ক্লাস রুম ও গবেষণাগার নেই। উপরন্ত বিভাগের শিক্ষকদের অফিস কক্ষের প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। সে কারণে মেডিসিন বিভাগের স্পেসে প্রয়োজন অনুযায়ী যাতে একটি কনস্ট্রাকশন হয় তা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে নীতিগতভাবে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

স্মর্তব্য যে, অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের ৬টি অনুষদের মধ্যে কেবল ভেটেরিনারি অনুষদ ছাড়া ৫টি অনুষদের অনুষদীয় অফিস ও কনফারেন্স রুম 'পৃথক এ্যানেক্স ভবন' হিসেবে নির্মিত হয়েছে। সে কারণে অন্যান্য অনুষদের ন্যায় ভেটেরিনারি অনুষদের ব্যবহার উপযোগী একটি 'পৃথক এ্যানেক্স ভবন' তৈরি করার জন্য বিগত ১৭-১২-২০০৬ইং তারিখে ভেটেরিনারি অনুষদীয় ১০৭তম সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। কিন্তু অজ্ঞাত কারণে 'পৃথক এ্যানেক্স ভবন' তৈরির প্রস্তাব অনুমোদন না করে নিম্নোক্তভাবে সংশিষ্ট কর্তৃপক্ষ কনস্ট্রাকশন অনুমোদন, টেন্ডার ও ওয়ার্ক অর্ডার প্রদান করে।

Name of work:
'Construction of Second Floor (Dean office, Conference room and Class room) under the Faculty of Veterinary Science, Faculty Building No.3, Bangladesh Agricultural University, Mymensignh.'

উপরোক্ত কনস্ট্রাকশন টেন্ডার এর তথ্য:

Date of closing: 17.5.07 at 12.00 noon.
Date of opening: 17.5.07 at 12.30 pm
Time of completion: 184 days from the date of work.

ওয়ার্ক অর্ডার এর তথ্য:

ক) মেমো নং এইউ /ইই/পুত/সি/৬/০৭/৩০৬, তাং ৩০-৬-২০০৭
খ) মেমো নং এইউ /ইই/পানি/৭৪/০৭/১৪০(১)/১১, তাং ৩০-৬-২০০৭
গ) মেমো নং এস-৬৬৯ / ইডি /০৭/১১৭(৯), তাং ৩০-৬-২০০৭

অর্থাৎ উপরোক্ত তথ্য থেকে দেখা যায় যে, মেডিসিন বিভাগের তৃতীয় তলায় ডিন অফিস, কনফারেন্স রুম ও ক্লাস রুম তৈরির জন্য টেন্ডার ও ওয়ার্ক অর্ডার হয়েছে। উল্লেখ্য, যখন মেডিসিন বিভাগের প্রায় সকল শিক্ষক অবসরে ও বিদেশে অবস্থান করছেন এবং বিভাগে বিভাগীয় প্রধান হবার কোন যোগ্য শিক্ষক দেশে অবস্থান করছিলনা বিভাগের এমন ইয়াতিম অবস্থায় ডীন মহোদয় কনস্ট্রাকশনের ওয়ার্ক ওর্ডার প্রদানের ১৭ দিন পরে অজ্ঞাত কারণে বিভাগীয় প্রধানগনের একটি সভা আহ্বান করে মেডিসিন বিভাগের স্পেসে কনফারেন্স রুম তৈরির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। উল্লেখ্য, অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী এ বিষয়টি বিভাগীয় প্রধানগনের সভার আওতাভুক্ত নয়। এছাড়া ওয়ার্ক অর্ডার দেয়ার পর কিভাবে অনুমোদিত ৩য় তলার ডিন অফিস, কনফারেন্স রুম ও ক্লাস রুমের প্লান অনুষদীয় সভার সিদ্ধান্ত ছাড়া রাতারাতি পরিবর্তন করা হল তা বোধগম্য নয়। আমি বিদেশ থেকে উক্ত সভার ১০দিন পর বিভাগে যোগদান করে এই বিভাগীয় প্রধানগনের সভার অনিয়মতান্ত্রিক সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে লিখিত প্রতিবাদ করি।

অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেটেরিনারি অনুষদে নিয়ম বহির্ভূতভাবে কোন নির্মাণ কাজ হয়ে থাকলে তার দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বহন করবে এবং মেডিসিন বিভাগ এই নিয়ম বহির্ভূত কার্যক্রমে অংশ গ্রহণ ও দায়দায়িত্ব বহন করবেনা। অবশ্য মেডিসিন বিভাগের সকল কর্মরত সদস্যগন এখনও বিশ্বাস করে যে, নিয়ম মাফিক মেডিসিন বিভাগে নির্মিত ঘরটি যথা সময়ে মেডিসিন বিভাগের নিকট হস্তান্তর করা হবে।

অতএব, মেডিসিন বিভাগের পূর্বের কনস্ট্রাকশন প্রস্তাব অনুযায়ী মেডিসিন বিভাগের ব্যবহারের জন্য মেডিসিন বিভাগে নির্মিত রুমটি দ্রুত হস্তান্তর করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হউক। অন্যথায় মেডিসিন বিভাগকে আইনের আশ্রয় গ্রহণের অনুমতি প্রদান করা হউক।

ধন্যবাদান্তে। স্বাক্ষর/- অস্পষ্ট ১৭/৯/০৮
প্রধান, মেডিসিন বিভাগ।

সদয় অবগতি ও কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য কপি পাঠানো হ'ল:

(১) প্রধান প্রকৌশলী, বাকৃবি, ময়মনসিংহ।
(২) পরিচালক, পরিকল্পনা ও উন্নয়ণ শাখা, বাকৃবি, ময়মনসিংহ।
(৩) সকল বিভাগীয় প্রধান, ভেটেরিনারি অনুষদ, বাকৃবি, ময়মনসিংহ।
(৪) সাধারণ সম্পাদক, বাকৃবি শিক্ষক সমিতি, বাকৃবি, ময়মনসিংহ।

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ।[১৯৭]

নং শা-৭/৩, এম-৭১/৬২/৩য় খন্ড / ৪৪৯ / সংস্থাপন তারিখ: ২১-১১-২০০৮
প্রধান
মেডিসিন বিভাগ, বাকৃবি, ময়মনসিংহ।
বিষয়: মেডিসিন বিভাগের ফ্লোরের পূর্বাংশে নির্মিত ঘরটি মেডিসিন বিভাগ-কে হস্তান্তর করা প্রসঙ্গে।

প্রিয় মহোদয়,

উপর্যুক্ত শিরোনামে আপনার প্রেরিত বিগত ১৭/৯/০৮ তারিখের ১৮৫৫(১২)/ডিএম সংখ্যক পত্রের প্রেক্ষিতে প্রদান প্রকৌশলী মহোদয়ের মতামতানুযায়ী আদিষ্ঠ হয়ে আপনার জ্ঞাতার্থে জানন যাচ্ছে যে, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে ৬ (ছয়)টি অনুষদ রয়েছে। ভেটেরিনারি অনুষদ ব্যতিত অন্য অনুষদে পাঁচটি অনুষদে স্বতন্ত্র Conference Hall রয়েছে। ভেটেরিনারি অনুষদ বিশ্ববিদ্যালয়ের ২য় বৃহত্তম অনুষদ। এই অনুষদে অন্য অনুষদগুলোর মত স্বতন্ত্র একটি Conference Hall নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা ও যৌক্তিকতা উল্লেখ করে অনুষদে হতে প্রশাসনসহ প্রকৌশল বিভাগে জোর তাগাদা ছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের উক্ত সময়ের প্রশাসন বিষয়টির গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন করে প্রশাসনিক নিয়ম নীতি অনুসরণ করে Conference Hall নির্মানেরকাজ হাতে নেয়। বর্তমানে অনুষদের ৩নং ভবনের উপর সুন্দর নির্মাণ শৈলীর একটি Conference হলের নির্মাণ কাজ সম্পন্নের পথে রয়েছে। এর ৯০% কাজ সম্পন্ন হয়েছে। আগামী কয়েক দিনের মধ্যে বাকী কাজ সম্পন্ন করে Conference Hall টি অনুষদের নিকট হস্তান্তর করা হবে। এতে অনুষদের দীর্ঘ দিনের প্রত্যাশা পুরণ হবে এবং সভা, সেমিনার অনুষ্ঠানে এর নিশ্চিত ব্যবহার সমেত সুন্দর ব্যবস্থা করা যাবে।

আপনার বিশ্বস্ত,
স্বাক্ষর/- ২৯-১১-০৮
অতিরিক্ত রেজিস্ট্রার (সংস্থাপন-২)

মেডিসিন বিভাগ
বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ।[১৯৮]

মেমো নং ১৯৫৪(৫)/ডিএম তারিখ ঃ ২-১২-২০০৮ ইং
বরাবর অতিরিক্ত রেজিস্ট্রার
সংস্থাপন শাখা-২, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ
বিষয়: মেমো নং শা-৭/৩, এম-৭১/৬২/৩য় খন্ড/৪৪৯/সংস্থাপন, তারিখ: ২৯-১১-২০০৮।

প্রিয় মহোদয়,

বিষয়ে উল্লিখিত পত্রের মাধ্যমে মেডিসিন বিভাগের স্পেস বিষয়ে মেডিসিন বিভাগে কর্মরত সকল উদ্বিগ্ন সদস্যকে আশ্বস্ত করার জন্য ধন্যবাদ। উল্লেখ্য, মেডিসিন বিভাগের পাঠ্য পর্যদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বিগত ১৭-৯-২০০৮ তারিখের ১৮৫৫(১২)/ডিএম লেখা পত্রটির মূল বিষয় ছিল, মেডিসিন বিভাগের স্নাতকোত্তর শ্রেনির ক্লাসরুম ও গবেষণাগারের জন্য অনুমোদিত স্পেসে নিয়ম বহির্ভূতভাবে নির্মিত মেডিসিন বিভাগকে হস্তান্তর করা

অতএব মেডিসিন বিভাগের মধ্যে মেডিসিন বিভাগের স্নাতকোত্তর শ্রেণির ক্লাসরুম ও গবেষণাগারের জন্য অনুমোদিত স্থানে নির্মিত ঘর বা স্পেস নতুন করে মেডিসিন বিভাগে হস্তান্তর বা আইনের আশ্রয় নেয়ার অনুমতির প্রয়োজন পড়ে না।

ধন্যবাদান্তে

আপনার বিশ্বস্ত,
স্বাক্ষর/- প্রধান, মেডিসিন বিভাগ

মেমো নং ১৯৫৪(৫)৪ / ডিএম তারিখ ঃ ২-১২-২০০৮ ইং
সদয় অবগতির জন্য অনুলিপি পাঠানো হ'ল ঃ-
(১) ডীন, ভেটেরিনারি অনুষদ, বাকৃবি, ময়মনসিংহ।
(২) প্রধান প্রকৌশলী, বিশ্ববিদ্যালয় প্রকৌশল শাখা, বাকৃবি, ময়মনসিংহ।

স্বাক্ষর/- ২-১২-০৮
প্রধান, মেডিসিন বিভাগ

নোট শীট[১৯৯]

বিষয়: মেডিসিন বিভাগে নির্মিত ঘরটিতে স্নাতকোত্তর শ্রেণির ক্লাসরুম ও গবেষণাগার নির্মাণ এবং ছাদের সিলিং মেরামত প্রসংগে।

ভেটেরিনারি অনুষদের মেডিসিন বিভাগ শিক্ষা, গবেষণা এবং সম্প্রসারণ কার্যক্রম পরিচালনা করে। এই বিভাগে ভেটেরিনারি এবং পশু পালন অনুষদের স্নাতক পর্যায়ে ১৮টি এবং স্নাতকোত্তর পর্যায়ে ১৮টি এবং স্নাতকোত্তর পর্যায়ে ১৬টি কোর্স চালু রয়েছে। এছাড়া ১২ জন চাত্রছাত্রী এ.এস. ইন মেডিসিন বিসয়ে অধ্যায়নরত। বর্তমানে মেডিসিন বিভাগে অপর্যাপ্ত অবকাঠামোগত অসুবিধার কারণে বিভাগের শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম দারুনভাবে ব্যহত হচ্ছে। এ বিভাগে স্নাতকোত্তর শ্রেণির ছাত্রছাত্রীদের কোন নির্দিষ্ট ক্লাসরুম ও গবেষণাগার নেই। বিগত দিনে মেডিসিন বিভাগে স্নাতকোত্তর শ্রেণির ছাত্রছাত্রর সংখ্যা কম থাকায় শিক্ষকদের চেম্বারে ক্লাস ও গবেষণা পরিচালনা করা হতো। কিন্তু বর্তমানে স্নাতকোত্তর শ্রেণির ছাত্রছাত্রীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবার কারণে সে ব্যবস্থায় ক্লাস ও গবেষণা কার্য পরিচালনা করা সম্ভব নয়। বিগত ৩০-০৪-২০০৫ইং তারিখে (মেমো নং ৪৬৫/ ডিএম) মেডিসিন বিভাগের ফ্লোরের পূর্বাংশের স্পেসে স্নাতকোত্তর শ্রেণির ক্লাসরুম, গবেষণাগার এবং শিক্ষকদের বসার তৈরির প্রস্তাব নীতিগতভাবে গৃহীত হয় (কপি সংযোজিত)। পরবর্তীতে মেডিসিন বিভাগের উক্ত স্পেসে ছাদ ও দেয়াল বিশিষ্ট একটি ঘর তৈরি করা সম্ভব হয়েছে। কিন্তু উক্ত ঘরটিকে স্নাতকোত্তর শ্রেণির ক্লাসরুম, গবেষণাগার এবং শিক্ষকদের চেম্বারের উপযোগী করে তৈরি করা অত্যাবশ্যক। আরও উল্লেখ্য, মেডিসিন বিভাগের ছাদের উপর (৩য় তলা) নির্মাণ কাজ করার কারণে মেডিসিন বিভাগের ছাদের সিলিং (ভিতরের দিকের ছাদ) সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হয়েছে। উপরন্ত বৈদ্যুতিক সংযোগের ত্রুটির কারণে বিপদজ্জনক অবস্থা বিরাজ করছে। উল্লেখ্য, ৩য় তলা নির্মাণের সময় মেডিসিন বিভাগের ছাদের সিলিং নষ্ট হবার সময় সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারের নিকট প্রতিবাদ জানালে ৩য় তলার নির্মাণ কাজ শেষে মেডিসিন বিভাগের ছাদের সম্পূর্ণ নষ্ট সিলিং নির্মাণ করার মৌখিক আশ্বাসের পরিপ্রেক্ষিতে ৩য় তলার কাজ করার অনুমতি দেয়া হয়। অবশ্য সে সময় নষ্ট হওয়া প্রফেসর ড. মোজাহিদ উদ্দিন আহমেদ এর চেম্বারটি মেরামত করে দেয়। কিন্তু পরবর্তীতে মেডিসিন বিভাগের ছাদের সিলিং নির্মাণ কাজ সম্পন্ন না করেই ঠিকাদার ৩য় তলার নির্শাণ কাজ সমাপ্ত করে। এমতাবস্থায়, মেডিসিন বিভাগের অবকাঠামোগত অসুবিধায় শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম ঝুঁকি পূর্ণ হয়ে পড়েছে।

অতএব, জরুরী ভিত্তিতে মেডিসিন বিভাগে নির্মিত ঘরটিকে (সংযোজিত প্লান অনুযায়ী) স্নাতকোত্তর শ্রেণির ক্লাস রুম, গবেষণাগার এবং শিক্ষকদের বসার চেম্বর তৈরি এবং মেডিসিন বিভাগের ছাদের সিলিং (৩য় তলার মত) নির্মাণ করার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করছি।

স্বাক্ষর/- ১৭-০১-০৯
(প্রফেসর ড. মো. আব্দুস সামাদ)
প্রধান, মেডিসিন বিভাগ

মেমো নং ৬৯ / ডিএম, তারিখ: ১৭-১-২০০৯ইং
ডিন, ভেটেরিনারি অনুষদ, বাকৃবি, ময়মনসিংহ।

পরিচালক, পরিকল্পনা ও উন্নয়ন, বাকৃবি, ময়মনসিংহ।

ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ

ক. বাকৃবি-এর ভেটেরিনারি অনুষদে মোট ছয়টা ছাত্রছাত্রীদের ক্লাসের গ্যালারি রয়েছে। এসব গ্যালারিতে রয়েছে মাল্টিমিডিয়ার ব্যবস্থা। বর্তমানে ভেটেরিনারি অনুষদে রয়েছে মাত্র চারটি লেভেলের স্নাতক শ্রেণির ছাত্রছাত্রীদের ক্লাস। তাই দু'টি গ্যালারি অব্যবহৃত থাকে। অপরদিকে ভেটেরিনারি অনুষদের আটটি বিভাগের মধ্যে সাতটি বিভাগের স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর শ্রেণির ছাত্রছাত্রীদের প্রয়োজনীয় স্পেসের ব্যবস্থা রয়েছে। এমনকি ভেটেরিনরি অনুষদের অনুষদীয় সভা অনুষ্ঠিত হবার জন্য রয়েছে পর্যাপ্ত স্পেসও। তবে নেই বাকৃবি-এর অন্য ছয়টি অনুষদের মত পৃথক ডিন কমপ্লেক্স ভবন। এর জন্য দায়ী মূলত তদানীন্তন কর্মরত ভেটেরিনারি অনুষদের ডিন মহোদয়গন।[১৯৬] ব্যক্তিগত এবং বিভাগীয় স্বার্থের কারণে ভেটেরিনরি অনুষদকে অন্য অনুষদের ন্যায় ডিন কমপ্লেক্স হতে বঞ্চিত করেছে। ভেটেরিনারি অনুষদে পরিকল্পনাহীন এবং অনিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে অবকাঠামো সৃষ্টির কারণে মেডিসিন বিভাগের স্নাতকোত্তর শ্রেণির ছাত্রছাত্রীদের জন্য নেয় ক্লাস রুম এবং গবেষণাগার। সেকারণে মেডিসিন বিষয়ের পাঠ্য পর্যদ জানুয়ারি-জুন / ০৮ সেমিস্টারে এমএস ইন মেডিসিন বিষয়ে ছাত্রছাত্রদের ভর্তি স্থগিত করে বাকৃবি-এর সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়। স্নাতকোত্তর শ্রেণিতে ছাত্রছাত্রীদের ভর্তি স্থগিত করার পরও যখন এরূপ সিদ্ধান্ত সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আর্কষন করতে ব্যর্থ হয় তখন পরিষ্কার প্রতিয়মান হয় যে বাকৃবি-এর প্রশাসনের মূল উদ্দেশ্য শিক্ষা ও গবেষণা নয়।

খ. মেডিসিন বিভাগের স্পেস সম্পর্কিত বিষয়ের অফিসিয়াল পত্রের আদান-প্রদানের[১৯৭,১৯৮] শেষ অবস্থা থেকে মনে হচ্ছে যে ব্যক্তিগত বা নিজ বিভাগ বা শাখার কোন লাভ বা সুবিধা না থাকলে শিক্ষা ও গবেষণার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণে আগ্রহী প্রশাসকের খুবই অভাব। মেডিসিন বিভাগে স্নাতকোত্তর ছাত্রছাত্রীদের ক্লাস রুম ও গবেষণাগার নির্মাণের প্রস্তাবের[১৯৯] ফলাফলের জন্য অপেক্ষায় থাকা ছাড়া আর কিছুই করার নেই।

ভেটেরিনারি অনুষদ, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ।[২০০]

বিজ্ঞপ্তি অনুষদীয় সাধারন সভা-১১১তম

আগামী ০১-০৩-২০০৯ তারিখ সোমবার বিকেল ৩.০০ (তিন) টায় ভেটেরিনারি অনুষদীয় ১১১তম সাধারন সভা অনুষদীয় ভবন-৩ এর ৩য় তলায় ডিন মহোদয়ের কক্ষে অনুষ্ঠিত হবে। উক্ত সভায় সময়মত উপস্থিত থাকার জন্য সম্মানিত সদস্যবৃন্দকে বিশেষভাবে অনুরোধ জানানো হলো।

বিবেচ্য বিষয়-১: অনুষদীয় সভার সিদ্ধান্তবী পরিসমর্থন প্রসংগে।
বিবেচ্য বিষয়-২: নব নির্মিত ৩য় তলার রুম বন্টন এবং কনফারেন্স রুম সম্পর্কিত বিষয়টির সুষ্টু সমাধান প্রসংগে।
বিবেচ্য বিষয়-৩: বিবেচ্য বিষয়-৪: বিবেচ্য বিষয়-৫: বিবিধ (যদি কিছু থাকে)

স্বাক্ষরিত/=
(প্রফেসর ডঃ মোঃ মোতাহার হোসেন মন্ডল)
ডীন, ভেটেরিনারি অনুষদ

মেমো নং ১২৬৬ (৩৯)/ ভেটঃ অনুঃ তারিখ ঃ ২৪-০২-২০০৯
বিতরণ:
১-৩৮): ড. মো. অব্দুস সামাদ, প্রফেসর, মেডিসিন বিভাগ।
৩৯) : এডিশনাল রেজিস্ট্রার, উপাচার্য সচিবালয়, মাননীয় উপাচার্য মহোদয়ের সদয় জ্ঞাতার্থে।

স্বাক্ষর/-
(প্রফেসর ডঃ মোঃ মোতাহার হোসেন মন্ডল)
ডীন, ভেটেরিনারি অনুষদ

ভেটেরিনারি অনুষদ, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ।[২০১]

অনুষদীয় সাধারন সভা-১১১তম

বিগত ০২-০৩-২০০৯ তারিখ সোমবার বিকেল ৩.০০ (তিন) টায় ভেটেরিনারি অনুষদীয় ১১১তম সাধারন সভা ভেটেরিনারি অনুষদ ভবন-৩ এর ৩য় তলায় ডিন মহোদয়ের কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় অনুষদীয় ডিন প্রফেসর ড. মো. মোতাহার হোসেন মন্ডল সভাপতিত্ব করেন। ডিন মহোদয় উপস্থিত সবাইকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন।

সভায় উপস্থিতি: হাজিরা খাতা অনুযায়ী।

সিদ্ধান্ত

বিবেচ্য বিষয়-২: নব নির্মিত ৩য় তলার রুম বন্টন এবং কনফারেন্স রুম সম্পর্কিত বিষয়টির সুষ্ঠ সমাধান প্রসংগে।

সিদ্ধান্ত নং-২: বিষয়টির সুষ্ঠ সমাধানের লক্ষ্যে সভায় দীর্ঘক্ষণ বিস্তারিত আলোচনার পর সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, যেহেতু ২য় তলায় প্রস্তাবিত কনফারেন্স রুমের কাজটি সমাপ্তির পথে সেহেতু বাকী কাজ দ্রুত গতিতে সম্পন্ন করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক। তবে উক্ত **কনফারেন্স রুমটি মেডিসিন বিভাগের কনফারেন্স** রুম হিসেবে থাকবে। ৩য় তলায় ডিন কমপ্লেক্স ব্যতিত অবশিষ্ট স্পেস থেকে উক্ত কনফারেন্স রুমের সমপরিমাণ স্পেস মেডিসিন বিভাগকে দেয়ার পর বাকী রুমসমূহ মেডিসিন এবং সার্জারি ও অবস্টেট্রিক্স বিভাগদ্বয়ের মধ্যে সমান ভাগে ভাগ করা হোক। উক্ত অনুষদীয় সভার সিদ্ধান্তের সর্মনে সার্বিক সহযোগিতা করার লক্ষ্যে প্রয়োজনে বোর্ড অব স্টাডিজের মাধ্যমে পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য মেডিসিন বিভাগের প্রধান মহোদয়কে অনুরোধ জানানো হয়। পরবর্তীতে সুবিধাজনক স্থানে কনফারেন্স রুম তৈরি পূর্বক কনফারেন্স রুমটি স্থানান্তর করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হোক।

স্বাক্ষররিত/-
(প্রফেসর ডঃ মোঃ মোতাহার হোসেন মন্ডল)
ডিন, ভেটেরিনারি অনুষদ

মেমো নং ১২৯৬ (৩৯) / ভেটঃ অনুঃ তারিখ: ০৩-০৩-২০০৯

বিতরণ:

১-৩৮): ড. মো. আব্দুস সামাদ, প্রফেসর, মেডিসিন বিভাগ।

৩৯) এডিশনাল রেজিস্ট্রার, উপাচার্য সচিবালয়, মাননীয় উপাচার্য মহোদয়ের সদয় জ্ঞাতার্থে।

স্বাক্ষর/- ৩-৩-০৯
(প্রফেসর ডঃ মোঃ মোতাহার হোসেন মন্ডল)
ডীন, ভেটেরিনারি অনুষদ

মেডিসিন বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ।[২০২]

মেমো নং ১১১ / ডিএম তারিখ ঃ ০৪-৩-০৯

বরাবর ডিন,
ভেটেরিনারি অনুষদ, বাকৃবি, ময়মনসিংহ।

বিষয়: অনুষদীয় সাধারন সভা ১১১তম এর সিদ্ধান্ত নং ২ প্রসংগে।

প্রিয় মহোদয়,

বিগত ০২-৩-০৯ তারিখে অনুষ্ঠিত ভেটেরিনারি অনুষদের ১১১তম সাধারণ সভার সিদ্ধান্ত নং ২ সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে মেডিসিন বিষয়ের পাঠ্য পর্ষদের একটি জরুরী সভা অদ্য ০৪-৩-০৯ তারিখ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় বিশদভাবে আলোচনান্তে সর্বসম্মতিক্রমে সকল সদস্য অনুষদীয় সভার উক্ত সিদ্ধান্তের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেন।

ধন্যবাদান্তে স্বাক্ষর/- ৪-৩-০৯
(প্রফেসর ড. মো. আব্দুস সামাদ)
প্রধান ও চেয়ারম্যান, বিভাগীয় পাঠ্য পর্ষদ
মেডিসিন বিভাগ।

উপসংহার (নিস্পত্তি)

মেডিসিন বিভাগের স্পেস দখলের ব্যাপারে এপর্যন্ত সে সব অবাঞ্চিত ঘটনা ঘটেছে তা সংক্ষেপে দলিলপত্রসহ বর্ণনা করা হয়েছে। অবশেষে মেডিসিন বিভাগের স্পেসে নির্মিত কনফারেন্স রুমের ব্যাপারে একটি সাময়িক সমাধান হয়েছে (Document No. 182-184)। বিশ্ববিদ্যালয় এর মত সর্বোচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যেখানে দেশের অত্যৎকৃষ্ট শিক্ষিত সমাজ বাস করে সেখানে যদি প্রতিনিয়ত নিয়ম লঙ্ঘিত হয় তাহলে এর থেকে হতাশাজনক অবস্থা আর কী হতে পারে! মূলত প্রতিষ্ঠানের নির্বাহী কর্মকর্তাগণ (যেমন বিভাগীয় প্রধান, ডিন, ভাইস-চ্যান্সেলয় ইত্যাদি) নিজেদেরকে অথরিটি (বোর্ড অব স্ট্যাডিজ, অনুষদীয় সভা, সিন্ডিকেট) হিসেবে জাহির এবং কার্যসম্পাদন করার কারণে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে আনিয়মের জন্ম দেয়। উল্লেখ্য, বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ অথরিটি হল সিন্ডিকেট। আবার সিন্ডিকেট যদি রাজনৈতিকভাবে দলীয় ব্যক্তিবর্গ নিয়ে গঠিত হয় তবে আর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা, গবেষণা ও প্রশাসন বলতে যা বোঝায় তার আসল অস্তিত্ব থাকেনা। যাহাহউক, আমার দু'টি বাস্তব অভিজ্ঞতা এবং একটি সংশ্লিষ্ট গল্প বলে মেডিসিন বিভাগের গুরুত্ব ও স্পেস দখল সংক্রান্ত বিষয় শেষ করব।

বাস্তব অভিজ্ঞতা -১

একদিন বাকৃবি ক্যাম্পাসের মসজিদ থেকে যোহরের নামাজ পড়ে বাসায় ফিরছি। উল্লেখ্য, এই মসজিদটির সামনে একটা বড় পুকুর আছে। আমার এক সহকর্মী নেতা প্রফেসর মসজিদে নামাজ পড়ে আমার পূবেই মসজিদ থেকে বের হয়ে পুকুরের পাড় দিয়ে এসে পুকুরের প্রায় শেষ প্রান্তে আমাকে আসতে দেখে দাঁড়িয়ে আছেন। আমি তার নিকট পৌঁছালেই বললেন, 'দেখছেন দেখছেন ঐ লোকটা পুকুরের পানিতে ছাগলের ভূড়ি পরিষ্কার করছে। তাকে একটা বকা দেন'। তখন আমার মনে প্রশ্ন দেখা দিল যে, সে নিজে লোকটাকে বকা না দিয়ে আমাকে দিয়ে বকা দিতে চাচ্ছে কেন? আর আমি যদি সত্যিই লোকটাকে বকা দিই এবং সে যদি বলে আমি উমুক নেতা সারের বাসা থেকে এসেছি তখন আমি কি উত্তর দিব। তাই উক্ত প্রফেসর সাহেবকে বললাম, 'ভাই সেতো পুকুরের মাছের খাদ্য সরবরাহ করছে'। এছাড়া বিষয়টি হালকা করার জন্য বললাম যে, আমাদের দেশের রাজনীতির নামে সবাই যখন উল্টা-পাল্টা কাজ করছে, সে আর বাকী থাকে কেন। তখন তিনি এর উত্তরে বললেন, 'আপনি কি করেন?' তখন তার উত্তরে আমি বললাম, 'আমি এই দেশের জন্য অচল কারণ আমি রাজনীতি করিনা। আমি কোন দলের লোক নই। আমার মত মানুষের এদেশে প্রয়োজন নাই'।

বাস্তব অভিজ্ঞতা-২

সম্প্রতি বাকৃবি কমিউনিটি সেন্টারে একটি বিয়ের দাওয়াত খেতে গেছি। প্রতিটি খাবার টেবিলে প্রায় ১০/১২ জন করে বসে খাচ্ছে। আমি যে টেবিলে খাচ্ছিলাম সে টেবিলে ১৯/২০ বছর বয়সের এক ছেলে খারার পরিবেশন করছিল। সবাই নিজে নিজে তুলে খাচ্ছিল। হঠাৎ খাদ্য পরিবেশনকারী ছেলেটা ভিতর থেকে এক বাটি মাংস এনেছে। উল্লেখ্য, যে টেবিলে আমরা খাচ্ছিলাম সে টেবিলে আমি সবচেয়ে বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তি। হয়ত পরিবেশনকারী ছেলেটার মনে হয়েছে বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তিকে একটুকরা মাংস তুলে দিয়ে একটু সম্মান দেখায়। সে হঠাৎ একটুরা মাংস চামচ দিয়ে আমার প্লেটে দিচ্ছে এমন সময় পাশে দাঁড়িয়ে থাকা তদারকিতে ব্যস্ত এক গ্রেট শিক্ষক নেতা চিৎকার করে বললেন, 'কোন কিছু উঠিয়ে দিবেনা, নিজে নিজে সবাই তুলে খাবে।' তখন মনে হল, ছেলেটা একটা বড় অপরাধ করে ফেলেছে এবং আমাকে অপরাধী করেছে। এখন বলুন আমি যদি একজন তার মত গ্রেট শিক্ষক নেতা হতাম তবে তিনি নিশ্চয় এভাবে কথাগুলো বলতেন পারতেননা। এছাড়া তার অবস্থায় যদি আমি থাকতাম এবং

আমার অবস্থায় যদি সে থাকতো তবে তার প্রতিক্রিয়া কি হতো এবটু অনুধাবন কি করা যায়? অর্থাৎ নেতাদের আধিপত্য বিস্তার ও তা প্রকাশের জন্য ক্ষমতা প্রর্দশন করা অত্যাবশ্যক। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রতিটা ক্ষেত্রে তাদের অনাহূত হস্তক্ষেপপের কারণেই আজ বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর প্রশাসনিক ও শিক্ষা ব্যবস্থায় বেহাল অবস্থা বিরাজ করছে।

সংশ্লিষ্ট গল্প

একদিন বাংলাদেশের এক চতুর রাজনীতিবিদ সভাপতি সাহেব বেড়াতে গেলেন নদীর ধারে। হঠাৎ সে দেখতে পেল নদীর পানিতে একটা মাছ। একবার ডুবছে একবার ভাসছে। চতুর রাজনীতিবিদ ভাবল, আহারে, মাছটা পানিতে ডুবে যাচ্ছে। সে ঝাঁপিয়ে পড়ল সেই নদীর পানিতে। মাছটিকে ধরে তুলে আনল ডাঙ্গায়। চতুর রাজনীতিবিদের হাতে মাছটা তড়পাচ্ছে। আর চতুর সভাপতি মহোদয় তার সকল সদস্যকে ডেকে দেখাচ্ছে- দেখছ। আমি মাছটা উদ্ধার করেছি। তাই মাছটা কত খুশি। অনন্দে লাফাচ্ছে। আর সদস্যগণ মাছটাকে বাঁচানোর জন্য সভাপতি মহোদয়কে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছে। বলা বাহুল্য, মাছটা মারা গেল। অর্থাৎ মেডিসিন বিভাগের স্পেস দখল করে ধন্যবাদ পাওয়া সহজ ব্যাপার কিন্তু ভেটেরিনারি শিক্ষার প্রাণ মেডিসিনকে বাঁচানো যাবেনা।

অতএব, মেডিসিন বিভাগের প্রতি ঈর্ষান্বিত হয়ে মেডিসিন বিভাগ-কে খাটো করে দেখার বা দাবিয়ে রাখার কোন সুযোগ নেই। কারণ ভেটেরিনারি পেশায় মাঠ পর্যায়ে মেডিসিন বিষয়ের গুরুত্ব তাকে সর্বোচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত করে রেখেছে।

অনুষদীয় সাধারন সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে ধোকা ও প্রবঞ্চনার আশ্রয়

শেষ হয়ে হলোনা শেষ। নিস্পত্তি হয়েও হলো না নিস্পত্তি। অবশেষে ভেটেরিনারি অনুষদের সকল নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হলো এবং ঠিকাদার যথাসময়ে একটি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে অনুষদের ডীনের নিকট মেডিসিন কনফারেন্স রুম এবং ৩য় তলার রুম হস্তান্তর করা হলো। তবে আশ্চার্যের বিষয় উক্ত হস্তান্তর অনুষ্টানে ভেটেরিনারি অনুষদের সকল বিভাগীয় প্রধানকে আমন্ত্রণ জানো হলেও মেডিসিন বিভাগের প্রধানকে অজ্ঞাত কারণে আমন্ত্রণ জাননো হলো না। এরপর কয়েক মাস কেটে গেল কিন্তু অনুষদীয় ডীন সাহেব বিগত ০২-০৩-২০০৯ তারিখে অনুষ্ঠিত ভেটেরিনারি অনুষদীয় ১১১তম সাধারন সভার সিদ্ধান্ত নং ২ বাস্তবায়নের কথা বেমালুম ভুলে গেলেন। তবে 'মেডিসিন কনফারেন্স রুম' নাম করনের প্লেট কনফারেন্স রুমের সামনে স্থাপন করতে ভুলেননি। তাই বিগত ২৮-৫-২০০৯ তারিখে অনুষ্ঠিত ২৮৪ তম মেডিসিন বিভাগের পাঠ্যপর্যদ 'মেডিসিন কনফারেন্স রুম' এবং তয় তলায় রুম বুঝে নেয়ার জন্য মেডিসিন বিভাগের প্রফেসর ড. মো. সিদ্দিকুর রহমান এবং ডা. মো. আমিমুল এহসান সমন্বয়ে একটি কমেটি গঠন করা হয়। সে কমেটি ভেটেরিনারি অনুষদের ডীন সাহেবের সাথে আলোচনা করলে ডীন সাহেব বিভাগীয় প্রধানকে 'মেডিসিন কনফারেন্স রুমের সমপরিমাণ ৩য় তলায় রুম প্রদান প্রসংগে' বিষয়ে একটি স্মারক লিপি দিয়ে[২০২] অনুষদীয় ১১১ তম সাধারন সভার সিদ্ধান্ত নং ২[২০১] এর নিজ মনগড়া সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের গোড়াপত্তন করেন।

ভেটেরিনারি অনুষদ, বাকৃবি, ময়মনসিংহ।[২০৩]

মেমো নং ২০৬০/ ভেট: অনু: তারিখ: ৭-৬-০৯

বরাবর বিভাগীয় প্রধান

মেডিসিন বিভাগ, বাকৃবি, ময়মনসিংহ।

বিষয় ঃ মেডিসিন কনফারেন্স রুমের সম পরিমাণ ৩য় তলার রুম প্রদান প্রসংগে।

প্রিয় মহোদয়,

উপর্যুক্ত বিষয়ের আলোকে আপনার সদয় অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, বিগত ০১-০৩-২০০৯ তারিখে অনুষ্ঠিত ভেটেরিনরি অনুষদীয় ১১১ তম সাধারণ সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক মেডিসিন কানফারেনাস রুমের সম পরিমাণ হিসেবে ৩য় তলার পশ্চিম-দক্ষিণ পাশের ৫টি রুম বুঝে নেয়ার জন্য আপনাকে বিশেষভাবে অনুরোধ জানানো হলো।

ধন্যবাদান্তে

আপনার বিশ্বস্ত

স্বাক্ষর/ অস্পষ্ট ৭-৬-০৯

ডীন, ভেটেরিনারি অনুষদ।

ডীনের উক্ত অফিসিয়াল স্বারক নং ২০৬০ / ভেটঃ অনুঃ, তাং ৭-৬-০৯[২০২] এবং অনুষদীয় সভা নং ১১১ এর সিদ্ধান্ত নং ২[২০১] থেকে প্রতিয়মান হয় যে, মেডিসিন বিভাগের সাথে অনুষদীয় ডীন প্রতারনার আশ্রয় নিয়েছেন এমন সময় যখন আমার মেডিসিন বিভাগের বিভাগীয় প্রধান হিসেবে দু'বছরের মেয়াদ শেষ পর্যায়। এমতাবস্থায় মেডিসিন বিভাগের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব সমাপ্ত হবার পূর্বেই পুনরায় ভেটেরিনারি অনুষদের ডীন মহোদয়কে ভেটেরিনারি অনুষদীয় ১১১ তম সাধারন সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য অনুরোধ করি।[২০৪]

মেডিসিন বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ।[২০৪]

মেমো নং ৩৮৬ /ডিএম তারিখঃ ২৭-৬-২০০৯ইং

বরাবর ডীন, ভেটেরিনারি অনুষদ

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়সনসিংহ

বিষয়: ভেটেরনারি অনুষদের ১১১ তম সাধারন সভার সিদ্ধান্ত নং ২ বাস্তবায়ন প্রসংগে।

প্রিয় মহোদয়,

আপনি নিশ্চয় অবগত আছেন যে, বিগত ০২-০৩-০৯ তারিখে অনুষ্ঠিত ভেটেরিনারি অনুষদের ১১১তম সাধারন সভার সিদ্ধান্ত নং ২ (কপি নং ১)[২০১]এর পরিপ্রেক্ষিতে ০৪-৩-২০০৯ তারিখে অনুষ্ঠিত ২৭০ তম সভায় মেডিসিন বিভাগীয় পাঠ্য পর্যদ উক্ত অনুষদীয় সভার সিদ্ধান্তের প্রতি প্রতি সম্মান প্রদর্শন পূর্বক অবহতি করা হয় (কপি নং ২)।[২০২] এর ধারাবহিকতায় বিগত ২৮-৫-২০০৯ তারিখে অনুষ্ঠিত মেডিসিন বিভাগীয় পাঠ্য পর্যদের ২৮৪ তম সভায় 'মেডিসিন কনফারেন্স রুম' এবং ৩য় তলঅয় সমপরিমাণ স্পেস বুঝে নেয়া ও কনফারেন্স রুমটির সুষ্ঠ্য ব্যবস্থাপনার জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয়। পরবর্তীতে আপনার স্মারক নং ২০৬০ /ভেটঃ অনুঃ, তাং ০৭-৬-২০০৯ (কপি নং ৪)[২০৩] এর পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত কমিটি মেডিসিন বিভাগীয় পাঠ্য পর্যদের নিকট একটি রিপোর্ট দাখিল করে। উল্লেখ্য, বিগত ২৫-৬-২০০৯ তারিখে অনুষ্ঠিত মেডিসিন বিভাগীয় ২৮৮ তম পাঠ্য পর্যদের সভায় উল্লিখিত বিষয় সম্পর্কে বিশদভাবে অলোচনান্তে সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

ভেটেরিনারি অনুষদের ১১১ তম সাধারন সভার সিদ্ধান্ত নং ২ এর সাথে ডীন মহোদয়ের স্মারক নং ২০৬০/ ভেটঃ অনুঃ তাং ০৭-০৬-২০০৯[২০৩] এবং মেডিসিন বিভাগীয় পাঠ্য পর্যদের গঠিত সংশ্লিষ্ট কমিটির রিপোর্টের ব্যাপক পার্থক্য থাকায় এবং অনুষদীয় সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী 'মেডিসিন কনফারেন্স রুম' সংশ্লিষ্ট কমিটির নিকট হস্তান্তর না করে এবং মেডিসিন বিভাগকে না জানিয়ে বিধিবহির্ভূতভাবে 'মেডিসিন কনফারেন্স রুমে সভা অহ্বান মেডিসিন বিভাগের পাঠ্য পর্যদ যুগপৎ বিস্ময় ও উদ্বেগ প্রকাশ করে। মেডিসিন কনফারেন্স রুমে কোন সভা অনুষ্ঠিত হবার পূর্বে অনুষদীয় সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী 'মেডিসিন কনফারেন্স রুম' মেডিসিন বিভাগের সংশ্লিষ্ট কমিটির নিকট হস্তান্তর করার জন্য ডীন মহোদয়কে জানানো হোক।

অতএব, মেডিসিন বিভাগের অতি স্পর্শকাতর বিষটি নিস্পত্তিকল্পে এবং নিয়ম বহির্ভূতভাবে নির্মিত মেডিসিন কনফারেন্স রুমটি ভেটেরিনারি অনুষদের ১১১ তম সাধারন সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কোন সভা অনুষ্ঠিত হবার পূর্বেই মেডিসিন বিভাগীয় পাঠ্য পর্যদের গঠিত সংশ্লিষ্টি কমিটির নিকট হস্তান্তরের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হ'ল।

ধন্যবাদান্তে

স্বাক্ষর/- অস্পস্ট ২৭-৬-০৯

চেয়ারম্যান ও প্রধান

মেডিসিন বিষয়ক পাঠ্য পর্যদ

ভেটেরিনারি অনুষদীয় ডীনের স্মরক নং ২০৬০/ ভেট: অনু: তারিখ ৭-৯-০৯[২০৩] এবং অনুষদীয় সাধারন সভা নং ১১১ এর সিদ্ধান্ত নং ২[২০১] থেকে প্রতিয়মান হয় যে, ভেটেরিনারি অনুষদীয় সাধারন সভা নং ১১১ এর ২ নং সিদ্ধান্তটি ছিল একটি প্রতরানামূলক। অপরদিকে আমার বিভাগীয় প্রধানে হিসেবে দু'বছর মেয়াদ প্রায় শেষের পথে। এমতাবস্থায় পুনরায় ভেটেরিনারি অনুষদের ডীন মহোদয়কে ভেটেরিনারি অনুষদের ১১১ তম সাধরন সভার সিদ্ধান্ত নং ২ বাস্তবায়নের জন্য অনুরোধ করি।[২০৪]

পরবর্তীতে আদেমনামা নং শা-১/৭২৮ (২৫)/ সংস্থাপন, তারিখ ২৭-৬-২০০৯ অনুযায়ী ৩০-৬-২০০৯ তারিখে মেডিসিন বিভাগের বিভাগীয় প্রধানের দায়িত্বভার নব নিযুক্ত বিভাগীয় প্রধানের নিকট হস্তান্তড় করে ভেটেরিনারি ক্লিনিকে পরিচালক পদে যোগদান করি।

ভেটেরিনারি ক্লিনিকের পরিচালক হিসেবে যোগদান করেই বুঝতে পারলাম মেডিসিন বিভাগ অপেক্ষা ভেটেরিনারি ক্লিনিকের সমস্যা আরও জটিল। তবু হাল না ছেড়ে ক্লিনিকের উন্নয়নের জন্য ভেটেরিনারি ক্লিনিকে কর্মরত সকল ভেটেরিনারিয়ানদের সাথে সভার মাধ্যমে কতিপয় সিদ্ধান্ত গ্রহন করে বাস্তবায়নের জন্য উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে পাঠায়। ভেটেরিনারি ক্লিনিকের উন্নয়ন হলে একটি বিভাগের শিক্ষদের ব্যক্তি স্বার্থের ব্যাঘাত ঘটে। সে কারণে উক্ত বিভাগের পাঠ্য পর্যদের ব্যানারে ভেটেরিনারি ক্লিনিকের পরিচালক এর পদটি দখলের জন্য আমার আপবাদ দিয়ে ডীনের মাধ্যমে রেজিস্ট্রার মহোদয়কে চরমপত্র দেয়।[১৬৯] পরবর্তীতে অনুষদীয় সভায় আমাকে ভেটেরিনারি ক্লিনিকের প্রস্তবিত উন্নয়নের উপর অজ্ঞাত কারণে বক্তব্য দিয়ে ডীন অনুমতি না-দেয়ায় আমি উক্ত সভা থেকে বের হয়ে পরবর্তীতে উক্ত ডীনের কোন সভায় যোগদান করিনি। এ সম্পর্কে ভেটেরিনারি ক্লিনিকের দখল বৃন্তান্ত অধ্যায়ে বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে।

'রাজনৈতিক বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতার পরিণাম' ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে বেশ কয়েক বছর ধরে সংকলন করছিলাম। কিন্তু মেডিসিন বিভাগের প্রধান এবং ভেটেরিনারি ক্লিনিকের পরিচালকের অভিজ্ঞতার অলোকে মনে হয়েছে বাকৃবি ভেটেরিনারি অনুষদের ভবিষৎ শিক্ষা কার্যক্রম অন্ধকারে আচ্ছন্ন। তাই ব্যক্তিগত জীবনী ও অভিজ্ঞতার উপর সংকলন পরত্যাগ করি। হঠাৎ করে বিগত ২৪-৩-২০১১ তারিখে ভেটেরিনারি অনুষদের বিগত ২২-০৩-২০১১ তারিখে অনুষ্ঠিত অনুষদীয় জরুরী সভার কার্যবিবরনী পড়ে[২০৫] আতংকে ও বিস্ময়ে মনে পড়ে গেল প্রবাদের কথা, 'একই সূত্রে গাথা।' আরও মনে হলো, বাকৃবি এর ভেটেরিনারি অনুষদের ডিভিএম ডিগ্রীর কারিকুলাম, সিলেবাস, প্রশাসনিক ও ভেটেরিনারি ক্লিনিকের বে-হাল অবস্থা যা আমার মত একজন অ-রাজনৈতিক প্রফেসরের চোঁখের দু'ফোঁটা পানি নির্গত করা ছাড়া কিছুই

ভেটেরিনারি অনুষদ
বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়সনসিংহ।[২০৫]

অনুষদীয় জরুরী সভা

বিগত ২২/০৩/২০১১ তারিখ মঙ্গলবার সকাল ১১.৩০ (সাড়ে এগার) টায় ভেটেরিনারি অনুষদীয় একটি জরুরী সভা অনুষদীয় কনফারেন্স কক্ষে অনুষ্ঠিত হবে। উক্ত সভায় অনুষদীয় ডীন প্রফেসর জালার উদ্দিন আহমেদ সভাপতিত্ব করেন। ডীন মহোদয় উপস্থিত সবাইকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন।

সভায় উপস্থিতি: হাজিরা খাতা অনুযায়ী।

সিদ্ধান্ত

বিবেচ্য বিষয়-১ (ক): বিগত ২৭/০২/২০১১ তারিখে অনুষদীয় সভার সিদ্ধান্ত নং-১(ক) প্রতিবন্ধকতার কারণে বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়নি- এ পেক্ষাপটে করনীয় সম্পর্কে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

সিদ্ধান্ত নং-১(ক): বিষয়টির উপর দীর্ঘক্ষণ বিস্তারিত আলোচনার পর সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, মেডিসিন বিভাগ কর্তৃক স্থাপনকৃত সিড়ির সামনের কলাপসেবল গেইটটি ৩ দিনের মধ্যে সরিয়ে নেয়ার জন্য বিভাগীয় প্রধানকে অনুরোধ জানানো হোক। মেডিসিন বিভাগ কর্তৃক উক্ত কলাপসেবল গেইটটি ৩ দিনের মধ্যে সরানো না হলে অনুষদীয় সদস্যবৃন্দের সহযোগিতায় গেইট সরিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক।

(মেডিসিন বিভাগের প্রফেসর ড. মাহবুব আলম, সহযোগী প্রফেসর ড. এ. কে. এম. আনিসুর রহমান এবং ড. মো. তৌহিদুল ইসলাম উপরোল্লিখিত সিদ্ধান্তের সাথে একমত নন)।

সিদ্ধান্ত নং-১(ক) ঃ বিগত ২৭/২/২০১১ তারিখে অনুষ্ঠিত জরুরী সভার ১(খ) নং সিদ্ধান্তটি (সিদ্ধান্ত: বিষয়টি পরবর্তীতে অনুষদীয় সভায় উপস্থাপন করা হোক) ২২/০৩/২০১১ তারিখে সভায় উপস্থাপিত হলে বিগত ২৪/০৮/২০১০ তারিখে মাননীয় ভাইস-চ্যান্সেলর মহোদয়ের উপস্থিতিতে মাইক্রোবায়োলজি গ্যালারীতে অনুষ্ঠিত শোক সভার গৃহীত সিদ্ধান্ত (সিদ্ধান্ত নং ২) মোতাবেক অনুষদীয় সম্মেলন কক্ষটির নাম 'প্রফেসর এম. ইউ. আহদেম চৌধুরী সম্মেলন কক্ষ' করার সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় কার্যব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ডীন মহোদয়কে অনুরোধ করা হয়।

পরিশেষে সভাপতি মহোদয় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

স্বাক্ষরিত/=
ডীন, ভেটেরিনারি অনুষদ

মেমো নং ৫৬৩ (৪০)/ ভেটঃ অনুঃ তারিখ: ২৩/০৩/২০১১

বিতরন:

১-৩৯। ------- প্রফেসর/ সহযোগী প্রফেসর/ সহকারী প্রফেসর------------ বিভাগ।

৪০।এডিশনাল রেজিস্ট্রার, উপাচার্য সচিবালয়, মাননীয় উপাচার্য মহোদয়ের সদয় জ্ঞাতার্থে।

স্বাক্ষর/- অস্পষ্ট ২৩-৩-২০১১
ডীন, ভেটেরিনারি অনুষদ।

মেডিসিন বিষয়ক পাঠ্যপর্যদের প্রতিক্রিয়া

বিগত ২৩/০৩/২০১১ তারিখের ডীন মহোদয়ের মেমো নং ৫৬৩(৪০)/ ভেটঃ অনুঃ এর পরিপ্রেক্ষিতে বিগত ২৪-০৩-২০১১ তারিখ মেডিসিন বিভাগীয় পাঠ পর্যদের ৩৪৭তম সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং প্রতিবাদ জানানোর সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।[২০৬]

মেডিসিন বিভাগ
বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ।[২০৬]

মেমো নং ২৬৬(১০)/ ডিএম তারিখঃ ২৭-০৩-২০১১

রেজিস্ট্রার
বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ

বিষয়: মেডিসিন বিভাগের কলামসিবল গেট সরানো এবং 'মেডিসিন কনফারেন্স রুম' এর নামকরণ পরিবর্তন বিষয়ে অনুষদীয় জরুরী সভা আহ্বান এবং অডিন্যান্স বর্হিভূত সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রসঙ্গে।

প্রিয় মহোদয়

উপরে উল্লিখিত বিষয়ে বিগত ২৪-০৩-২০১১ তারিখ রোজ বৃহস্পতিবার দুপুর ১২টায় মেডিসিন বিভাগীয় পাঠ পর্যদের ৩৪৭তম একটি জরুরী সভা বিভাগীয় প্রধান ও চেয়ায়্যান প্রফেসর ড. মো. সিদ্দিকুর রহমান এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় সর্বসম্মতিক্রমে যে সব আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় তা আপনার সদয় অবগতি ও কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য উল্লেখ করা হলো।

আলোচনা

বিগত ২২-০৩-২০১১ তারিখে অনুষ্ঠিত ভেটেরিনারি অনুষদীয় জরুরী সভা এবং তার সিদ্ধান্তবলী (সংযোজিত কপি-১) বাকৃবি এর অডিন্যান্স এবং কনভেসশনের পরিপন্থি হবার কারণ নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

ক. বাকৃবি-এর কনভেনশন অনুযায়ী জরুরী সভার একটি মাত্র বিবেচ্য বিষয় থাকার কথা। এছাড়া জরুরী সভার বিবেচ্য বিষয় নির্ধারিত হয় তৎক্ষণাৎ বা জরুরীভিত্তিতে সিদ্ধান্ত প্রয়োগের জন্য। এই জরুরী সভার বিবেচ্য বিষয় উক্ত বৈশিষ্ট্য বহন করেনা। অবশ্য সভার অনুষ্ঠানের বিজ্ঞপ্তিতে একটি বিবেচ্য বিষয় থাকলেও সভার কার্য বিবরণীতে দু'টি অসম্পর্কীত বিষয় আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে যা জরুরী সভার পরিপন্থি।

খ. উক্ত জরুরী সভায় উপস্থিত মেডিসিন বিভাগের সকল সদস্য বিবেচ্য বিষয় দু'টির সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে দ্বি-মত পোষণ করে লিখিত ভাবেও জানান। কিন্তু সভার কার্যবিবরণীর সিদ্ধান্ত নং ১(ক) শুধু দ্বি-মত পোষণকারীদের নাম উল্লেখ করা হলেও ১(খ) সিদ্ধান্তে তা উল্লেখ করা হয়নি। এমনকি দ্বি-মত পোষণকারী সদস্যগণ যে কারণে দ্বি-মত পোষণ করে লিখিত বক্তব্য দিয়েছেন সে প্রত্রটিও সিদ্ধান্তের সাথে যোগ করা হয়নি যা অত্যাবশ্যক ছিল।

গ. সিদ্ধান্ত নং ১(ক) তে উল্লেখ করা হয়েছে যে মেডিসিন বিভাগের কলাপসিবল গেইটটি ৩ দিনের মধ্যে বিভাগীয় প্রধান সরিয়ে না নিলে অনুষদের ডীন মহোদয় অনুষদের সদস্যদের সহযোগিতায় তা সরিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করবেন। যেখানে উক্ত জরুরী সভায় মেডিসিন বিভাগের উপস্থিত সকল সদস্য মেডিসিন বিভাগের করাপসিবল গেট সরানোর ব্যাপারে দ্বি-মত পোষণ করেছেন সেখানে বিভাগীয় প্রধান কী ভাবে কলাপসিবল গেট সরাবে? উল্লেখ্য, বাকৃবি এর অডিন্যান্স অনুযায়ী বিভাগীয় পাঠ্য পর্ষদ, অনুষদীয় সভা, একাডেমিক কাউন্সিল ইত্যাদি কমিটির সুপারিশ করার অনুমতি রাখে যা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় ভাইস-চ্যানসের বা সিন্ডিকেট অনুমোদনের পর তা কার্যকর করা হয়। কিন্তু এক্ষেত্রে ভেটেরিনারি অনুষদের জরুরী সভার সিদ্ধান্ত নং ১(ক) বাস্তবায়নের জন্য একদিকে অডিন্যান্স বহির্ভূতভাবে এবং অন্যদিকে উচ্চ পর্যায়ের সভার সভাপতি (ডীন) হয়ে নিম্ন পর্যায়ের সভার সভাপতিকে (বিভাগীয় প্রধান) শক্তি ও কর্তৃত্ব প্রদর্শন করা হয়েছে যা কোন উচ্চ শিক্ষাঙ্গনে নিয়মবর্হিভূত শুধু নয়, অশোভনীয়ও।

ঘ. বিগত ডীনের অপরিণামদর্শিতার কারণে মেডিসিন বিভাগের গবেষণাগারের দু'টি গবেষণা যন্ত্র চুরি হয়ে যায়। সেব্যাপারে অনুষদের প্রায় সকল সদস্য এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশিষ্ট কর্মকর্তা অবগত আছেন। এইরূপ চুরি রোধে ও অন্যান্য নিরাপত্তার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশিষ্ট কর্তৃপক্ষ মেডিসিন বিভাগের দু'দিকে দু'টি কল্যাপসবল গেট তৈরি করে দিয়েছে। সেখানে উক্ত লাগানো গেট হঠাৎ কী সমস্যার সৃষ্টির করলো যে ডীন মহোদয় তা সরিয়ে ফেলার উদ্যোগ নিয়েছেন, সেকারণ অজ্ঞাত। আরও উলেখ্য, মেডিসিন বিভাগে যখন এক সপ্তাহ ধরে করাপসবল গেট লাগানো হচ্ছিল তখন ডীন মহোদয় প্রতিদিন তা ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করে ২য় তলা দিয়ে ৩য় তলায় অফিসে যাওয়া-আসা করেছেন। কিন্তু গ্রিল লাগানোর পরপরই অজ্ঞাত কারণে মেডিসিন বিভাগের প্রধানের নিকট কোন অভিযোগ বা আলোচনা না করেই (এমনকি অনুষদের কোন সদস্যের কোন লিখিত অভিযোগ ছিল না। দু'টি অনুষদীয় জরুরী সভা আহ্বান করেন। প্রথম সভার বিজ্ঞপ্তিতে কোন বিবেচ্য বিষয় উলেখ না করে তা গোপন রেখে সভায় সময় উপস্থাপন করা হবে বলে উল্লেখ করেন। প্রথম সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করতে না পারায় দ্বিতীয় জরুরী সভা আহ্বান করেন। দ্বিতীয় জরুরী সভার কার্যবিবরণী থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, মেডিসিন বিভাগের পূর্ব দিকের গেট ভেঙ্গে একদিকে জনগণের সম্পদ বিনষ্ট অন্যদিকে মেডিসিন বিভাগকে অরক্ষিত করা-ই মূল উদ্দেশ্য যা দায়িত্বসম্পন্ন কোন সুস্থ স্বাভাবিক মানুষের কাম্য হতে পারেনা।

ঙ. সিদ্ধান্ত নং ১(খ) থেকে এটি স্পষ্ট যে, আমরা যে যখন কোন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হই, তখন নিজ বা নিজেদের স্বার্থে আইন হাতে তুলে নিতে কোন দ্বিধাবোধ করিনা। কারণ এক্ষেত্রে একটি সাধারণ সভার সর্বসম্মতি ক্রমে গৃহীত সিদ্ধান্ত (১১১তম সভার সিদ্ধন্ত নং ২; তাং ২-৩-০৯) বাস্তবায়ন না করেই (সংযোজিত কপি-২) সে সিদ্ধান্তকে দ্বি-মত বিশিষ্ট জরুরী সভার সিদ্ধান্ত (সিদ্ধান্ত নং ১(খ), ২২-৩-২০১১) দ্বারা বাতিল করা যায়না, তা প্রচলিত নিয়মের পরিপন্থি।

চ. বিগত ২-৩-২০০৯ তারিখে অনুষ্ঠিত ভেটেরিনারি অনুষদের ১১১ তম সাধারণ সভার সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত সিদ্ধান্ত নং ২ অনুযায়ী 'উক্ত কনফারেন্স রুমটি মেডিসিন বিভাগের কনফারেন্স রুম হিসেবে থাকবে' (সংযোজিত কপি-২) এবং সে কারণে পূর্বের ডীন মহোদয় নিজে রুমের গেটে 'মেডিসিন কনফারেন্স রুম' প্লেট লাগান এবং এখনও তা বহাল আছে। কিন্তু নতুন ডীন মহোদয় কী কারণে অফিসিয়ালি স্বীকৃত 'মেডিসিন কনফারেন্স রুম' এর নামকরণ এককভাবে পরিবর্তন করে জরুরী সভা অহ্বানের বিজ্ঞপ্তি এবং একই সভার কার্যবিবরণীতে একবার 'অনুষদীয় কনফারেন্স কক্ষ' আবার 'অনুষদীয় সম্মেলন কক্ষ' উল্লেখ করেন। অর্থাৎ ডীন মহোদয় তাঁর নিজের অফিস এবং তার কার্যক্রম সম্বন্ধে কোন ধারণা আছে বলে প্রতীয়মান হয়না। তাই একজন অনুষদীয় প্রধানের এরূপ কার্যকলাপে অনুষদের বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষকদের অসহযোগী করবে এবং অন্যদিকে প্রশাসন ব্যবস্থকে বিপর্যয়ের দিকে ঠেলে দিবে।

ছ. যেখানে ভেটেরিনারি অনুষদে 'অনুষদীয় কনফারেন্স কক্ষ' বা 'অনুষদীয় সম্মেলন কক্ষ' নামে কোন স্থাপনা নেই সেখানে ডীন মহোদয় কিভাবে প্রয়াত একজন সম্মানিত ভাইস-চ্যান্সেলার এর নামে নামকরণ করতে চাচ্ছেন? উলেখ্য, প্রফেসর এম. ইউ আহমেদ চৌধুরী ভেটেরিনারি অনুষদের মাইক্রোবায়লজি ও হাইজিন বিভাগের একজন সম্মানিত প্রফেসর এবং বাকৃবি এর একজন প্রাক্তন মাননীয় ভাইস-চ্যান্সেলর ছিলেন। কোন ভাইস-চ্যান্সেলরের স্মৃতির স্মারক হিসেবে কেন্দ্রীয়ভাবে এবং যে বিভাগে কর্মরত ছিলেন সে বিভাগে নামকরণ যুক্তিযুক্ত। কিন্তু মেডিসিন বিভাগে তাঁর নামকরণ কোন যুক্তিতে? মেডিসিন বিভাগের একটি রুম দখলের জন্য একজন প্রয়াত সম্মানিত ব্যক্তিকে নিয়ে পলিটিক্স না খেলায় বাঞ্ছনীয়। এছাড়া যে বিভাগে তাঁর নামকরণ করা হবে সে বিভাগের কোন শিক্ষকই এব্যাপারে সম্মত নয়। তাই কোন প্রয়াত সন্মানিত ব্যক্তির নামে নামকরণে সর্বসম্মতি অত্যাবশ্যক।

উপসংহার ও সিদ্ধান্ত

ক. পাঠ্যপর্ষদ মনে করে বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুষদের ডীনের মত এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ পদে এমন এক যোগ্য ও অভিজ্ঞ ব্যক্তি প্রয়োজন যিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের অডিন্যান্স বিষয়ে অভিজ্ঞ এবং সুষ্ঠুভাবে তা কার্যকর ও বাস্তবায়ন করতে সক্ষম। উপরোলিখিত বিশেষণ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, বর্তমানে নিয়োজিত ডীন মহোদয় পরপর যে দু'টি জরুরী অনুষদীয় সভা আহ্বান ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন তা অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের অডিন্যান্স পরিপন্থি।

খ. ডীন মহোদয় এপর্যন্ত তাঁর কার্যকালে যে দু'টি অনুষদীয় সভা করেছেন দু'টিই অডিন্যান্স বহির্ভূতভাবে মেডিসিন বিভাগের বিরুদ্ধে যায়। তাঁর এসব কার্যকলাপ থেকে পরিস্কার যে ভেটেরিনারি অনুষদের শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করে তা ব্যহত করার প্রচেষ্টা চলছে।

অতএব, আমাদের ধারণা ডীন মহোদয়ের পক্ষপাতদুষ্ট এই মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন না হলে মেডিসিন বিভাগ উক্ত ডীন মহোদয়ের অধীনে ও মাধ্যমে বিভাগীয় শিক্ষা ও প্রশাসনিক কার্যক্রম সুষ্ঠু পরিচালনা করতে অপারগ হবে।

স্বাক্ষর/-
প্রধান, মেডিসিন বিভাগ

মেমো নং ২৬৬(১০) ৬/ ডিএম, তারিখঃ ২৭-০৩-২০১১

সদয় অবগতি ও কার্যকর ব্যবস্থ গ্রহনের জন্য পাঠানো হলো :

১. উপাচার্য সচিবালয়, মাননীয় উপাচার্য মহোদয়ের সদয় জ্ঞাতার্থে, বাকৃবি, ময়মনসিংহ।
২. ডীন কাউন্সিলের সম্মনিত সদস্যবৃন্দ, বাকৃবি, ময়মনসিংহ।
৩. বাকৃবি শিক্ষক সমিতির সম্মনিত সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক, বাকৃবি, ময়মনসিংহ।
৪. পাঠ্য পর্ষদের সকল সদস্য।

স্বাক্ষর/ অস্পষ্ট ২৭.৩.২০১১
চেয়ারম্যান ও প্রধান, মেডিসিন বিভাগ।

কতিপয় পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ

ক. মেডিসিন বিভাগের স্নাতকোত্তর ক্লাসরুম ও গবেষণাগারের জায়গায় অ-অনুমোদিতভাবে কনফারেন্স রুম নির্মাণ এবং 'মেডিসিন করফারেন্স রুম' নামকরণ মেডিসিন বিভাগের সম্মতি ছাড়াই পরিবর্তন।

খ. মেডিসিন বিভাগের নিরাপত্তার জন্য করিডোরে স্থাপন করা দু'টি কল্যাপস্যাবল গেটের মধ্যে একটি গেট ভেঙ্গে নিয়ে গিয়ে একদিকে

মেডিসিন বিভাগকে নিরাপত্তাহীন ও অন্যদিকে দেশের আর্থিক অপচয় করা।

গ. ভেটেরিনারি ক্লিনিকের মেডিসিন বিভাগের বিশেষজ্ঞ ডাক্তারদের পদত্যাগের ব্যবস্থা করে সদ্য নিয়োগপ্রাপ্ত প্রভাষককে অনিয়মতান্ত্রিকভাবে চিকিৎসক হিসেবে নিয়োগ করে মেডিসিন বিভাগের ব্যবহারিক ক্লাস ও চিকিৎসা কার্যক্রমকে ব্যাহত করণ।

ঘ. ভেটেরিনারি অনুষদের ডিভিএম ডিগ্রীর ত্রুটিপূর্ণ কারিকুলাম ও সিলেবার এবং শিক্ষা ও চিকিৎসা কার্যক্রমের কারণেই মূলত প্রতি বছর ডিভিএম শ্রেণিতে ভর্তিকৃত ১২০ জন ছাত্রছাত্রীদের মধ্য থেকে ৬০-৭০ শতাংশ ছাত্রছাত্রী ভেটেরিনারি অনুষদ পরিত্যাগ করে অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে চলে যাওয়ার প্রবণতা।

বিশ্ববিদ্যায়য়ে শিক্ষকতা পদে নিয়োগের জন্য মেধা অপেক্ষা রাজনীতি, বিবাহ বন্ধন, আত্মীয়স্বজন, আঞ্চলিক ইত্যাদির প্রভাব ছিল অত্যধিক। রাজনীতির প্রভাব সমন্ধে 'বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরীর ভূয়োদর্শন' অধ্যায়ে এবং বিবাহ বন্ধন সমন্ধে 'মেডিসিন বিভাগের অভ্যন্তর পর্যবেক্ষন' অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে। আজকের ভেটেরিনারি অনুষদের ডিন মহোদয়কে খুঁজে পাওয়া যাবে সেসব অধ্যয়ে। আমার এমএসসি পর্যায়ের থিসিস গাইড ডিভিএম শ্রেণিতে প্রথম বিভাগ প্রাপ্ত ব্যক্তিকে বঞ্চিত করে যে দ্বিতীয় শ্রেণি প্রাপ্ত ব্যক্তির চাকরীর ব্যবস্থা করেন তিনিই আজকের ভেটেরিনারি অনুষদের ডিন মেডিসিন বিভাগের করিডোরের কল্যাপস্যাবল গেট ভেঙ্গে নিয়ে গেছেন।

অফিস চ্যাম্বেরে বসে একদিন শুনতে পেলাম ভেটেরিনারি অনুষদের ছাত্রছাত্রীরা ডিনের বিরুদ্ধে স্লোগ্যান দিচ্ছে, 'ডিনের চামড়া'- 'খুলে নিবো আমরা।' অফিস থেকে বের হয়ে দেখলাম ছাত্রছাত্রীরা লাইন ধরে তিন তলায় ডিনের অফিসের দিকে যাচ্ছে। কিকারণে ছাত্রছাত্রীরা স্লোগ্যান দিচ্ছে তা জানার কোন আগ্রহ হলোনা। সেময় মনে পড়লো, বাকৃবিএর উপাচার্যের বাসায় একই দলের ছাত্রছাত্রীরা সকল ফুলে টব ভেঙ্গে ফেলে এবং উপাদার্য বলেন, 'ও-কিছুনা।' এর কিছুদিন পরে হঠাৎ করে আমার সে এমএসসি গাইড সার একদিন বিভাগের আমার অফিস রুমে আসলেন, তখন সারকে জানালাম, 'সার আপনি বর্তমানের ডিনকে চাকরি দিয়েছিলে তিনি আজ মেডিসিন বিভাগের করিডোরের কল্যাপস্যাবল গেট ভেঙ্গে নিয়ে গেছে।' একথা শুনে আমার সার আমার আফিস রুম থেকে কোন কথা না বলে উঠে চলে গেলেন আর কোন দিন মেডিসিন বিভাগে আসতে দেখিনি। পরবর্তীতে আমি ভেটেরিনারি অনুষদের ডিন থাকার সময় আমার গাইড সার না ফিরার দেশে চলে যান।

গবেষণা, জার্নাল এবং বই প্রকাশনার অবস্থা

বাকৃবি-এ আমাদের ১৯৭৪ সেশনের ডিভিএম ডিগ্রীর ফল প্রকাশিত হয় ১৯৭৫ সনে। তারপর আমি ভর্তি হই মেডিসিন বিভাগে এমএসসি পর্বে। মেডিসিন বিভাগে স্নাতকোত্তর শ্রেনিতে ভর্তি হয়েই বাকৃবি ভেটেরিনারি ক্লিনিকে নিয়মিত প্রায় প্রতিদিন পশু পাখির রোগের চিকিৎসার অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য কাজ করতে থাকি। এছাড়া যে সব রোগাক্রান্ত পশু পাখির বৈশিষ্ট্যপূর্ণ উপসর্গ থাকে সে সব পশুর নমুনা সংগ্রহ করে গবেষণাগারে পরীক্ষা করি। সে সময় শুধু বাকৃবিতেই নয় সমগ্র বাংলাদেশে ভেটেরিনারি মেডিসিন বিষয়ে অথরিটি ছিলেন সহযোগী প্রফেসর ডাঃ আবদুর রহমান। অপরদিকে প্যাথলজি বিষয়ে অথরিটি ছিলেন প্যাথলজি বিভাগের প্রফেসর ড. এম. এল. দেওয়ান। রোগাক্রান্ত গরুর রক্তের স্মিয়ার জিমসা'স স্টেইন করে মাইক্রোসকোপে পরীক্ষা করতাম। মূল উদ্দেশ্য ছিল গরুর রক্তে কোন হেমোপ্রোটোজোয়া, ব্যাকটেরিয়া বা অন্য কোন জীবাণু আছে কিনা। সে সময় আমার কোন ধারণা বা অভিজ্ঞতায় ছিলনা যে, রক্তের কোন জীবাণু দেখতে কেমন এবং কীভাবে সনাক্ত করা যায়। তাই বইয়ের ছবির সাথে মিলিয়ে ছবির সাদৃশ কোন জীবাণু মাইক্রোসকোপে দেখতে চেষ্টা করতাম। রক্তের স্মিয়ারে ব্যাবেসিয়া এবং এনাপ্লাজমা জীবাণু সনাক্ত করতে পারতাম। এছাড়া কোন সমস্যায় পড়লে ডাঃ আবদুর রহমান স্যারকে ডেকে মাইক্রোসকোপে স্টেইন করা স্লাইড দেখাতাম। কিন্তু থেইলেরিয়া জীবাণুর মরফলজি সম্বন্ধে তখনও বই থেকে কোন ধারণা লাভ করতে পারিনি। এমন সময়ে এক দিন আমি একটি রোগাক্রান্ত গরুর ব্লাড জিমসা'স স্মিয়ার করি। সে স্মিয়ারে বিচিত্র প্রকার এবং বর্ণের জীবাণু সাদৃশ পদার্থ দেখতে পেলাম যা পূর্বে কোন দিন দেখিনি কিন্তু আমি কিছুই সনাক্ত করতে পারলাম না। দেখালাম ডা. আবদুর রহমান স্যারকে। তিনি বললেন, 'এগুলো থাইলেরিয়া নয়তো?' এরপর উক্ত স্টেইন করা স্লাইডটিসহ ডাঃ আব্দুর রহমান স্যার আমাকে নিয়ে গেলেন প্যাথলজি বিভাগের প্রফেসর দেওয়ান সাহেবের নিকট। প্রফেসর দেওয়ান স্লাইডটি মাইক্রোসকোপে পরীক্ষা করে সুনির্দিষ্টভাবে কি জীবাণু তা বলতে পারলেন না বরং ডা. আব্দুর রহমান স্যারের মতই বললেন, 'এগুলো থাইলেরিয়া নয়তো?' তখন আমার মনে হয়েছিল গবেষণা করা সহজ কাজ নয়। মূলত সে কারণেই পিএইচডি প্রোগ্যামের আবেদন ফর্মে রিসার্চ সিনপসিস-এ উল্লেখ করলাম হেমোপ্রোটোজোয়ান ডিজিজ এর উপর কাজ করতে আগ্রহী। ১৯৭৮ সনে হারিয়ানা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিসিন বিভাগে হেমোপ্রোটোজোয়ন ডিজিজের উপর একটি জাতীয় প্রকল্প চালু ছিল। সেই গবেষণা প্রকল্পের অধীনে গবেষণা করার সুযোগ লাভ করি। যখন হারিয়না কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে থেইলেরিয়ার উপর গবেষণা আরম্ভ করলাম তখন বুঝতে পারলাম স্টেইন স্মিয়ার স্লাইডে মাইক্রোসকোপে থেইলেরিয়া জীবাণু দেখতে কেমন। আর মনে পড়ল বাকৃবি-তে সে ব্লাড স্টেইন স্মিয়ারের কথা। সে স্লাইডে কোন থেইলেরিয়া জীবাণু ছিলনা। সবই ছিল ত্রুটিপূর্ণ স্টেনের আবর্জনা জনিত ডট (artefact)।

পিএইচডি প্রোগ্যামে বোভাইন ট্রপিক্যাল থেইলেরিওসিস রোগের উপর পিএইচডি থিসিসের জন্য গবেষণা করবো তা নির্ধারণ করা হ'ল। সে কারণে আমি পিএইচডি কোর্স ওয়ার্কে মেজর মেডিসিন এবং মাইনর প্যারাসাইটোলজি অধ্যায়ন করি। সেসময় হারিয়ানা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্যারাসাইটোলজি বিভাগের প্রফেসর ড. ডি পি বানার্জী অফারকৃত প্রোটোজোলজি কোর্সটি অধ্যায়ন করি। সেসময় প্রফেসর বানার্জী জিজ্ঞেসা করেন, 'বাংলাদেশে প্রোটোজোয়ায়ন রোগের উপর কি কোন গবেষণা প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে?' তখন আমার জানা ছিলনা। তাই পরে দেশে যোগাযোগ করে 'বাংলাদেশ ভেটেরিনারি জার্নাল'-এ প্রকাশিত একটি প্রবন্ধ 'Ahmed AKNU (1976). Blood parasites of domestic animals in Bangladesh. *Bangladesh Veterinary Journal* 10 : 69 - 71 ' প্রফেসর বানার্জী সাহেবকে দিই। তিনি উক্ত প্রবন্ধটি কয়েকদিন পর আমাকে ফেরত দেন। ফেরত দেয়া ছাপা আর্টিকেলটি দেখে আমার চোখ ছানা বড়া। দেখলাম Ashu Tosh Dev, এর '*Student' Favourite Dictionary*" শেষ পৃষ্ঠায় (৯৫৯) দেয়া HOW TO CORRECT PRINTER'S PROOFS, SPECIMEN OF A PROOF SHEET এর সাথে তুলনা করলে প্রকাশিত প্রবন্ধের অবস্থা আরও শোচনীয়। বাংলাদেশ ভেটেরিনারি জার্নালে প্রকাশিত প্রফেসর বানার্জীর সংশোধন করা প্রবন্ধটি আমি বহুবার পড়েছি আর চিন্তা করেছি বাংলাদেশের গবেষণা ও প্রকাশিত জার্নাল সম্বন্ধে। প্রফেসর ব্যানার্জী পৃথিবী ছেড়ে চলে গেছেন কিন্তু ১৯৭৬ সনে বাংলাদেশ ভেটেরিনারি জার্নালে প্রকাশিত প্রবন্ধটির সংশোধন কপিটি আমাকে এখনও বাংলাদেশে মানসম্মত সংশোধিত জার্নলের প্রকাশের অনুপ্রেরণা দেয়।

১৯৮২ সনে ফেব্রুয়ারী মাসে পিএইচডি সম্পন্ন করে বাকৃবি-তে যোগদান করি। ১৯৮৩ সনে বাংলাদেশ ভেটেরিনারি সমিতির সদস্য হিসেবে বাংলাদেশ ভেটেরিনারি জার্নালের সদ্য প্রকাশিত একটি ইস্যু আমার হস্তগত হয়। সে ইস্যুটি প্রফেসর ব্যানার্জীর অনুকরণে গ্যালি প্রূপ এর ন্যায় সংশোধন করে সংশ্লিষ্ট ম্যানেজিং এডিটর সাহেবকে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য ফেরত পাঠালাম। তিনি সম্ভাবত এতে নাখোশ হন। বাংলাদেশ ভেটেরিনারি জার্নালে প্রকাশের জন্য আমার পিএইচডি থিসিস থেকে একটি আর্টিকেল 'Prevalence of *Theileria annulata* infection among cattle of Bangladesh' জমা দিই। উক্ত আর্টিকেলের রিভিউয়ার আর্টিকেলের কোন সংশোধন না করে শুধু মন্তব্য করেছেন, *Theileria annulata* হিসেবে আর্টিকেলটি প্রকাশ করা যাবে না কিন্তু *Theileria* spp. হিসেবে আর্টিকেলটি প্রকাশের জন্য সুপালিশ করেন। কারণ বাংলাদেশে পূর্বে কেও এজীবাণু সনাক্ত করেনি। অথচ আমি বাংলাদেশ থেকে ১৯৮০ সনে গরু থেকে নমুনা সংগ্রহ করে হারিয়ানা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে মরফলজিক্যাল স্টাডি এবং কম্পিমেন্ট ফিকজেশন টেস্টের মাধ্যমে *Theileria annulata* প্রজাতি সনাক্ত করি। এমনকি আমার পিএইচডি থিসিসের একটি প্যারামিটার হিসেবে করা হয়েছে। এমতাবস্থায় বাংলাদেশ ভেটেরিনারি জার্নালের রিভিউয়ার যিনি জীবনে *Theileria annulata* প্রোটোজোয়া দেখার সুযোগ পাননি তাঁর সাথে বিরোধে না জড়িয়ে সে আটিকেলটি *Indian Journal of Parasitolog* তে পাঠালাম এবং সে জার্নালে (Samad MA, Dhar S and Gautam OP, 1984. Prevalence of *Theileria annulata* infection among cattle of Bangladesh. *Indian J. Parasitol*. 7 : 61-63) কোন সংশোধন না করেই প্রকাশিত হয়। এরপরও আমি হাল না ছেড়ে ভেটেরিনারি পেশায় প্রকাশনা ব্যাপারে কিছু অবদান রাখা যায় কিনা তা চিন্তা ভাবনা করতে থাকলাম।

‘দি বাংলাদেশ ভেটেরিনারিয়ান’ বুলেটিন প্রকাশ সম্পাদনা প্রসংগে

১৯৮৪ সনে মেডিসিন বিভাগের প্রধান এবং ভেটেরিনারি অনুষদের ডিন ছিলেন প্রফেসর ডাঃ আব্দুর রহমান। বিভাগীয় প্রধানের সাথে আলাপ করলাম, আমি ‘দি বাংলাদেশ ভেটেরিনারিয়ান’ নামকরণে মেডিসিন বিভাগের প্রকাশনা হিসেবে একটি বুলেটিন / জার্নাল প্রকাশ করতে আগ্রহী। উক্ত প্রকাশনার ব্যাপারে আপনার নৈতিক সমর্থন চাই। আর যেহেতু মেডিসিন বিভাগ বুলেটিন বা জার্নালটি প্রকাশক হবে সেহেতু বুলেটিনটির সম্পাদক মন্ডলীর সভাপতি হবেন বিভাগীয় প্রধান। তিনি সমর্থন জানালেন। পরবর্তীতে ফাইনাল বর্ষের ছাত্রছাত্রীদের সাথেও বুলেটিন প্রকাশের ব্যাপারে আলাপ করলাম। তাঁরা সবাই এক বাক্যে সমর্থন জানালো এবং বুলেটিনের ছাত্র প্রতিনিধি নির্বাচন করে দিল। কয়েকটি ঔষধ কোম্পানি থেকে ভেটেরিনারি ঔষধের বিজ্ঞাপন সংগ্রহ করলাম। বাকৃবি-এর মাননীয় ভাইস-চ্যান্সেলরের শুভেচ্ছা বানী সংগ্রহ করলাম। অবশেষে আমি নিজের পকেটের প্রায় ৪,৫০০/- টাকা ব্যয় করে ‘দি বাংলাদেশ ভেটেরিনারিয়ান’ নাম করণে বুলেটিনটির জন্ম দিলাম (প্রথম প্রকাশ) নভেম্বর ১৯৮৪ এর শেষ সপ্তাহে (ওয়েব সাইট)। ‘দি বাংলাদেশ ভেটেরিনারিয়ান’ বুলেটিনটির প্রকাশক যেহেতু মেডিসিন বিভাগ সেহেতু মেডিসিন বিভাগের সকল শিক্ষকের নাম সম্পদক মন্ডলীর কমিটিতে রাখা হয়। প্রকাশক হিসেবে আমার নাম নির্বাহী সম্পাদক লেখা হয়। Published by – Dr. M. A. Samad on behalf of the Department of Medicine, Faculty of Veterinary Science, Bangladesh Agricultural University, Mymensingh.

‘দি বাংলাদেশ ভেটেরিনারিয়ান’ বুলেটিনটির প্রথম ইস্যুর প্রতি কপির মূল্য রাখা হয় মাত্র ৫/- টাকা এবং ইস্যুটি প্রকাশিত হবার কয়েক মাসের মধ্যে প্রায় পাঁচ শত কপি বিক্রি হয়ে যায়। ফলে আমার ব্যক্তিগত ৪৫০০/- টাকা উঠে আসে এবং বুলেটিনের একটি ফান্ডের সৃষ্টি হয়। তাই নিয়মিতভাবে ‘দি বাংলাদেশ ভেটেরিনারিয়ান’ প্রকাশের জন্য অর্থের কোন সমস্যাই থাকলোনা। কিন্তু বড় হয়ে দেখা দিল শিক্ষকদের রাজনীতি। বুলেটিনটি প্রকাশিত ও প্রচারের সাথে সাথে ভেটেরিনারি অনুষদের একজন শিক্ষক নেতা বললেন, ‘সামাদ কেন ‘দি বাংলাদেশ ভেটেরিনারিয়ান’ নামকরণে বুলেটিন প্রকাশ করছে? তাই তার বিরুদ্ধে কেস করবো।’ বুঝতে বাকী রইলনা, ভেটেরিনারি পেশা বা দেশে কোন অবদান রাখতে হলে শিক্ষক নেতাদের সন্তিষ্ঠি ও অনুমতির প্রয়োজন। যেহেতু সন্তান প্রসব করে ফেলেছি তখন দায়িত্ব নিজকেই নিতে হবে। এছাড়া বুলেটিনটির প্রকাশক মেডিসিন বিভাগ এবং ভাইস-চ্যান্সেলর মহোদয়ের শুভেচ্ছা নিয়ে প্রকাশ করা হয়েছে সেহেতু বুলেটিনটির রেজিস্ট্রেশনের জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে আবেদন করি। বুলেটিনটি রেজিস্ট্রেশনের জন্য বাংলাদেশ সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগের সাথে যোগাযোগরে একটি তালিকা দেয় হ’ল (টেবিল- ৮)।

টেবিল-৮. বিষয়- ‘দি বাংলাদেশ ভেটেরিনারিয়ান’ বুলেটিনটির রেজিস্ট্রেশনের জন্য আবেদনের আফিসিয়াল তথ্যসমূহ।

ক্র/নং	মেমো / স্মারক নং	প্রেরক	প্রাপক
০১	৩৯৮/ ডিএম, তাং ৩১-১২-৮৪ ২২৭৯/ভেটঃ অনুঃ তাং ৩১-১২-৮৪	ডঃ এম. এ, সামাদ নির্বাহী সম্পাদক	ডেপুটি কমিশনার, ময়মনসিংহ।
০২	১৯১-জি, তাং ৭-২-৮৫	জেলা প্রশাসক, ময়মনসিংহ।	পরিচালক, ডিপার্টমেন্ট অব ফিল্মস এন্ড পাবলিকেশনস, ঢাকা।
০৩	সাধ-৪৮-মূদ্রপ/১৪২১, তাং ৩০-৯-৮৬	অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সাঃ উঃ), ময়মনসিংহ।	পরিচালক, ডিপার্টমেন্ট অব ফিল্মস এন্ড পাবলিকেশনস, ঢাকা।
০৪	সাধ-৪৮-মূদ্রপ/১৪৮৭, তাং ১৪-১০-৮৬	অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সাঃ উঃ), ময়মনসিংহ।	এগজিকিউটিভ এডিটর, ‘দি বাংলাদেশ ভেটেরিনারিয়ান’
০৫	১১৭৯ / ডিএম, তাং ২১-১০-৮৬	ডঃ এম.এ. সামাদ এগজিকিউটিভ এডিটর, ‘দি বাংলাদেশ ভেটেরিনারিয়ান’	অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সাঃ উঃ), ময়মনসিংহ।
০৬	সাধ-৪৮-মূদ্রপ,/১৬৭২/১ তাং ১৭-১১-৮৬	অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সাঃ উঃ), ময়মনসিংহ।	পুলিশ সুপার (বিশেষ বিভাগ) ময়মনসিংহ।
০৭	সাধা-৪৮-মুদ্রপ / ৮৫০/১ তাং ২৪-৬-৮৭	জেলা প্রশাসক, ময়মনসিংহ।	সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ঢাকা।
০৮	৮৬৬/ স্বঃমঃ (রাজ-৩) তাং ১৯-৭-৮৭	সিনিয়র সহকারী সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা।	জেলা প্রশাসক, ময়মনসিংহ।
০৯	সাধা-৪৮-মুদ্রপ/৯৭৬ তাং ১৫-৮-৮৭	অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সাঃ উঃ), ময়মনসিংহ।	জেলা প্রশাসক, ময়মনসিংহ।
১০	সাধা-৪৮-মুদ্রন/১০০৫/১(১) তাং ২৭-৮-৮৭	অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সাঃ উঃ), ময়মনসিংহ।	সিনিয়র সহকারী সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ

ক. ১৯৮৪ সনের নভেম্বর মাসে ব্যক্তি উদ্যোগ এবং অর্থে মেডিসিন বিভাগকে প্রকাশ করে ‘দি বাংলাদেশ ভেটেরিনারিয়িান’ নামে একটি বুলেটিন এর জন্ম দিলাম। বুলেটিনের জন্ম দিয়েই কতিপয় শিক্ষক নেতাদের রোষানলে পড়লাম। প্রথম প্রশ্ন শিক্ষক নেতাদের অনুমতি না নিয়ে কেন ‘দি বাংলাদেশ ভেটেরিনারিয়ান’ পত্রিকা প্রকাশ করলাম। প্রথমে পাতি শিক্ষক নেতাদের মাধ্যমে আরম্ভ হল মানষিক যন্ত্রণা।

খ. পাতি শিক্ষক নেতাদের মাধ্যমে সংবাদ পেলাম যে ‘দি বাংলাদেশ ভেটেরিনারিয়ান’ বুলেটিন প্রকাশ করার জন্য ড. সামাদের বিরুদ্ধে কোটে কেস করা হবে। কেস করার সংবাদ প্রাপ্তের পরপরই যেহেতু পত্রিকাটির প্রকাশক মেডিসিন বিভাগ এবং মাননীয় ভাইস-চ্যান্সেলর মহোদয় পত্রিকা প্রকাশের প্রথম ইস্যুতে শুভেচ্ছা বক্তব্য রয়েছে সেহেতু পত্রিকাটির বাংলাদেশ সরকারের রেজিস্ট্রেশন পাবার জন্য মেডিসিন বিভাগের এবং ভেটেরীনরি অনুষদের ডিনের মাধ্যমে ৩১-১২-৮৪ তারিখ আবেদন করি (টেবিল-১৩)। ‘দি বাংলাদেশ ভেটেরিনারিয়ান’ বুলেটিনটির সরকারী রেজিস্ট্রেশন পাবার উদ্দেশ্যে অফিসিয়ালি কাজ আরম্ভ করি ৩১-১২-৮৪ তারিখ এবং এরপর আরম্ভ হয় বাংলাদেশের চিরচেনা দাপ্তরিক পদ্ধতি (টেবিল-১৩)। আর এই দাপ্তরিক শেষ হয় ২৭-৮-৮৭ তারিখ পর্যন্ত (টেবিল-১৩)। তবে বাংলাদেশ সরকারের রেজিস্ট্রেশন প্রায় তিন বছর ধরে প্রসেস করেও আমার হস্তগত না হলেও দি বাংলাদেশ ভেটেরিনারিয়ান বুলেটিনটি যে বাংলাদেশ সরকারের রেজিস্ট্রেশনের জন্য প্রক্রিয়াধীন রয়েছে তা শিক্ষক নেতাদের কর্ণে পৌছে। ফলে সংশ্লিষ্ট শিক্ষক নেতারা আমাকে মানষিক যন্ত্রণা থেকে রেহাই দেয়। কিন্তু আমার প্রতি তাদের আক্রোশ রয়ে যায়।

গ. ‘দি বাংলাদেশ ভেটেরিনারিয়ান’ বুলেটিনটি মেডিসিন বিভাগ প্রকাশক হলেও সম্পাদক মন্ডলীতে কেন্দ্রীয় পশু হাসপাতাল, ৪৮ কাজী আল্লাউদ্দিন রোড, ঢাকার চীপ ভেটেরিনারি অফিসার ডাঃ ফজলুল হক সাহেবকে সদস্য হিসেবে রাখা হয়। কারণ মেডিসিন বিভাগের ডিভিএম ছাত্রছাত্রীদের ব্যবহারিক ক্লাস ঢাকায় কেন্দ্রীয় পশু হাসপাতালে অনুষ্ঠিত হতো এবং সর্বপরি তিনি একজন প্রাণ নিবেদিত ভেটেরিনারিয়ান ছিলেন। তিনি হঠাৎ একদিন রাত্রি বেলায় আমার বাকৃবি ক্যাম্পাসের বাসায় টেলিফোন করে জানালেন, ‘আজকে বাংলাদেশ ভেটেরিনারি কাউন্সিলের সভা ছিল। সে সভায় আমি একজন সদস্য হিসেবে উপস্থিত ছিলাম।’ ভেটেরিনারি অনুষদের ডিন সাহেব সভায় উপস্থাপন করেন যে, ডঃ সামাদ ‘দি বাংলাদেশ ভেটেরিনারিয়ান’ নামে একটি বুলেটিন প্রকাশ করছে এবং সে বুলেটিনটি বন্ধ করার জন্য কাউন্সিল থেকে সিদ্ধান্ত গ্রহন করা হোক। এর পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ ভেটেরিনারি কাউন্সিল এর সভাপতি প্রফেসর মোসলেউদ্দিন চৌধুরী সাহেব বলেন যে, ডঃ সামাদ ভেটেরিনারি পেশার জন্য একটি বুলেটিন বা জার্নাল প্রকাশ করছে তাকে ধন্যবাদ না দিয়ে উক্ত বুলেটিন বন্ধ করার প্রস্তাব কেন বরং আপনারা ভেটেরিনরি পেশার উপর আরও পত্রিকা, বুলেটিন, জার্নাল প্রকাশ করার ব্যবস্থা গ্রহন করেন, আমরা সহযোগিতা করবে।’ তারপর দিন সকালে আমি বাকৃবি ক্যাম্পাসস্থ বাজারে শাক-শবজি ক্রয়ের জন্য গেছি। বাজারে প্রবেশ করতেই ভেটেরিনারি অনুষদের ডিন সাহেবের সাথে দেখা। তাঁকে সালাম দিতে তিনি বললেন, ‘আমি বাংলাদেশ ভেটেরিনারি কাউন্সিলে তোমার বুলেটিন সম্পর্কে কিছু বলতে চাইনি কিন্তু অনুষদের একজন প্রফেসর (নাম উল্লেখ করেন) বলার কারণে সভায় আলোচনার জন্য বলি।’

ঘ. ‘দি বাংলাদেশ ভেটেরিনারিয়ান’ বুলেটিন প্রকাশ এবং প্রচার হবার পরে দেশ-বিদেশের বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে বেশ আগ্রহ প্রকাশ করতে দেখা যায়। অনেকে উক্ত বুলেটিন ক্রয়ের জন্য অ-জীবন সদস্য হতে আগ্রহ প্রকাশ করে (Document No. 185 & 187)।২০৭,২০৮ সেকারণে প্রকাশনাটি নিয়মিতভাবে প্রকাশের জন্য আমি অধিক আগ্রহী হই। তাই মানসিকভাবে চিন্তায় আসে যে কোন প্রতিষ্ঠান থেকে বুলেটিনের জন্য কিছু আর্থিক অনুদান পেলে নিয়মিতভাবে প্রকাশের জন্য নিশ্চিত হওয়া যায়। বিশ্বস্তসূত্রে জানতে পারি যে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল পেশাভিত্তিক জার্নাল প্রকাশের জন্য অনুদান দেয়। সেকারণে উক্ত কাউন্সিলে আর্থিক অনুদানের জন্য আবেদন করি। সে আবেদনের উত্তর পায় পশু সম্পদ অধিদপ্তর থেকে (Document No. 186)।২০৯ বুঝতে বাকি রইলনা অর্থ প্রাপ্তির সে পথও বন্দ।

OFFICE OF THE REGIONAL DIRECTOR,
ANIMAL HUSBANDRY, BHAGALPUR RANGEBHAGALPUR[207]
No. 83/AH/ Bhagalpur, the 2 July, 1985

From:	To:
Dr. H. P. Gupta Regional Joint Director Animal Husbandry, Bhagalpur Range, Bhagalpur (INDIA) 812001 (Joint Secretary, The Indian Veterinary Association)	Dr. M. A. Samad Executive Editor The Bangladesh Veterinarian Department of Medicine Bangladesh Agricultural University, Mymensingh, Bangladesh

Subject : Enrolment as subscriber to The Bangladesh Veterinarian.
Sir,
I have to request you please enroll the undersigned as a subscriber (personal) of The Bangladesh Veterinarian and send the Bill for payment.
Yours faithfully
Sd/- 2-7-85 (H. P. Gupta)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পশু পালন বিভাগ
শেরে বাংলা নগর, কৃষি খামার সড়ক, বাংলাদেশ, ঢাকা-১৫।[২০৮]

নং-শাখা- ২ / বি ১-৮০ / ৩৭৩১ তারিখ ঃ ৪-১০-৮৬

জনাব এম. এম. আমিন
এ্যানেজিং এডিটর, বাংলাদেশ ভেটেরিনারি জার্নাল
কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ।

আপনাকে গত ২২-১-৮৪ ইং এ ৩০,০০০/- (ত্রিশ হাজার) টাকা বি.এ.আর.সি ফান্ড হইতে দেওয়া হইয়াছিল কিন্তু আজ পর্যন্ত সমন্বয় সাধনের জন্য বার বার তাগিদ দেওয়া সত্ত্বেও টেন্ডার / কোটেশন দরপত্রের তুলনামূলক ছক এবং স্টক রেজিস্ট্রার পাওয়া যায়নি। সমন্বয় সাধন না পাওয়ায় বি.এ.আর. সি আমাদের টাকা দিতে অস্কিতি জানাছে। উক্ত প্রদত্ত টাকা কি ভাবে ও নিয়য়ে খরচ হয়েছে তা বি.এ.আর.সি থেকে নীরিক্ষা কালে আপত্তি উত্থাপন করা হয়েছে।

স্বাঃ নাজীর আহমেদ
পরিচালক

নং শাখা ২ / বি ১-৮০ / ৩৭৩১(১) তারিখ ঃ ৪-১০-৮৬

জ্ঞাতার্থে ডঃ এম. এ. সামাদ, সম্পাদক, দি বাংলাদেশ ভেটেরিনারিয়ান ও সহযোগী অধ্যাপক, মেডিসিন বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ। ইহা তাঁহার ৭-

-৯-৮৬ তারিখের ১০২৬/ডিএম সংখ্যার পত্রের সূত্রে জানান হইল। পূর্বে প্রদত্ত টাকার সঠিক খরচের হিসাব না পাওয়ার দরুন বি.এ.আর.সি ফান্ড থেকে আর টাকা দেওয়া সম্ভব হচ্ছেনা।
স্বাক্ষর/- মোঃ ইদ্রিস আলী
পরিচালক
পশু পালন বিভাগ, বাংলাদেশ, ঢাকা।

গণ প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রকল্প পরিচালকের কার্যালয়,
পশু পাখী উন্নয়ন প্রকল্প (ইইসি) ৪৮, কাজি আলাউদ্দিন রোড, ঢাকা-২[২০৯]
নংঃ- এলডিপি / ইইসি-৯৩/৮৭-৮৮/২৭৭৭ তাং ২২-৮-৯৪বাং / ৯-১২-৮৭ইং
প্রতি, সম্পাদক
দি বাংলাদেশ ভেটেরিনারিয়ান
মেডিসিন বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ।
বিষয় ঃ জার্নাল ক্রয় প্রসংগে।
সূত্র: নং ১৯৪৫ / ডিএম তাং ৩-১১-৮৭ইং
উল্লেখিত বিষয়সূত্রের বরাতে জানানো যাইতেছে যে, আপনাদের প্রকাশিত জার্নালের ১ (এক) কপি নমুনা হিসেবে প্রেরণ করার জন্য অনুরোধ করা যাইতেছে। পরবর্তীতে উক্ত জার্নাল ক্রয়ের ব্যাপারে জানানো হইবে।
স্বাক্ষর/- ৯-১২-৮৭ প্রকল্প পরিচালক

ব্যাখ্যা ও বিশেষণ

১. ‘দি বাংলাদেশ ভেটেরিনারিয়ান’ বুলেটিনের প্রকাশক মেডিসিন বিভাগ। তাই মেডিসিন বিভাগের প্রধান বুলেটিনের সম্পদকমন্ডলীর সভাপতি। বুলেটিনটি প্রকাশের প্রথম পর্যায়ে মেডিসিন বিভাগের প্রধান ছিলেন প্রফেসর আব্দুর রহমান। তার দুই বছরের বিভাগীয় প্রধানের মেয়াদ শেষে বিভাগীয় প্রধান হন ড. খন্দকার সিরাজুল ইসলাম। সেকারণে তিনি পদাধিকার বলে সম্পাদক মন্ডলীর সভাপতি হন। সে সময় বুলেটিনটি প্রকাশের জন্য অর্থের প্রয়োজন হয়। মেডিসিন বিভাগের প্রধানকে উক্ত বুলেটিনটি প্রকাশের জন্য অর্থ প্রদানের অনুরোধ করা হলে তিনি দু'হাজার টাকা দেন। ফলে ১৯৮৬ সনের ইস্যুটি প্রকাশ করা সম্ভব হয়।

২. মেডিসিন বিভাগের বিভাগীয় প্রধান পুনরায় পরিবর্তিত হয়ে নতুন বিভাগীয় প্রধান হন ড. মনোজ মোহন সেন। পূর্বের বিভাগীয় প্রধানের মতই নতুন বিভাগীয় প্রধানকে ‘দি বাংলাদেশ ভেটেরিনারিয়ান’ প্রকাশের জন্য দুই হাজার টাকা ব্যবস্থা করার জন্য অনুরোধ করি। যেহেতু বুলেটিনটির প্রকাশক মেডিসিন বিভাগ তথা বিশ্ববিদ্যালয় সেহেতু বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক অনুদান অথবা বিভাগীয় কন্টিজেন্সি খাতে একটা বরাদ্দের ব্যবস্থার জন্য বিভাগীয় প্রধানকে অনুরোধ করি। কিন্তু বিভাগীয় প্রধানকে উক্ত প্রস্তাবে সম্মত করতে পারলাম না। ফলে মেডিসিন বিভাগের বোর্ড অব স্টাডিজ উক্ত বুলেটিনটি প্রকাশের দায় দায়িত্ব গ্রহনে অপারগতা প্রকাশ করল। সেকারণে বুলেটিনটিকে জার্নালে রূপান্তরিত করে একটি সোসাইটির মাধ্যমে চালু রাখার জন্য উদ্যোগ গ্রহন করি।

৩. শিক্ষক নেতাদের ভয়ে মেডিসিন বিভাগকে প্রকাশক করে একটি বুলেটিন প্রকাশের ব্যবস্থা করেছিলাম। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাদের সাহায্য ছাড়া জার্নল চালু রাখতে পারছিনা। সে সময় মনে হচ্ছিল পৃথিবীতে যতদিন বেঁচে থাকবো এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত থাকবো ততোদিন হয়তো এককভাবে ‘দি বাংলাদেশ ভেটেরিনারিয়ান’ বুলেটিনটি প্রকাশ করতে পারবো কিন্তু মারা গেলে প্রকাশনা বন্ধ হয়ে যাবে। তাই কোন উপায় না দেখে ভেটেরিনারি অনুষদের কয়েক জন শিক্ষককে একটি সভায় আমন্ত্রণ জানিয়ে ‘দি বাংলাদেশ ভেটেরিনারিয়ান’ বুলেটিনটিকে একটি পূর্ণাঙ্গ জার্নাল হিসেবে প্রকাশের জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহন করি।

৪. নিম্নোক্ত শর্ত সাপেক্ষে সর্ব সম্মতিক্রমে ‘দি বাংলাদেশ ভেটেরিনারিয়ান’ জার্নালটি প্রকাশের ব্যবস্থা করা হ'ল।

ক. জার্নালটির প্রকাশক হিসেবে ‘দি বাংলাদেশ অ্যানিম্যাল হেলথ সোসাইটি’ নাককরণে একটি সোসাইট গঠন করা হয়।

খ. জার্নালটির সম্পাদক মন্ডলীর সদস্য এবং ‘দি বাংলাদেশ অ্যানিম্যাল হেলথ সোসাইটি’-এর পরিচালক মন্ডলীর সদস্য একই হবে। প্রতি সদস্যকে এক কালীন দুই হাজার টাকা করে জামানত হিসেবে দিতে হবে।

গ. প্রাথমিক পর্যায়ে যেসব সদস্য দ্বারা উভয় কমিটি গঠিত হবে তারই সবাই সমানভাবে উভয় কমিটির দায়িত্ব পালন ও মালিকানায় থাকবে। পরবর্তীতে উভয় কমিটিতে কোন নতুন সদস্য হতে ইচ্ছুক এমন আবেদন থাকলে উভয় কমিটির সকল সদস্যের সম্মতি ক্রমে নতুন সদস্য নেয়া যেতে পারে। অর্থাৎ উভয় কমিটিতে কোন নতুন সদস্য অন্তর্ভুক্ত করার জন্য উভয় কমিটির সকল সদস্যের সম্মতি স্বাক্ষর অত্যাবশ্যক হবে। তবে উক্ত সোসাইটির প্রকাশিত জার্নাল এবং অন্যান্য সুযোগ সুবিধার জন্য এককালীন ৫০০/- টাকার বিনিময়ে যে কোন ভেটেরিনারিয়ান আজীবন সদস্য হতে পারবেন।

ঘ. ‘দি বাংলাদেশ ভেটেরিনারিয়ান’ জার্নালের সম্পদকমন্ডলীর সদস্যদের মধ্য থেকে জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে তিন বছর মেয়াদ হিসেবে নির্বাহী সম্পাদক নির্বাচিত হবেন।

৫. মূলত ‘দি বাংলাদেশ ভেটেরিনারিয়ান’ জার্নালটি প্রকাশের উদ্দেশ্যে ‘দি বাংলাদেশ অ্যানিম্যাল হেলথ সোসাইটি’ গঠন এবং তার শর্তাবলী নিয়ে দেখা করতে গেলাম ঢাকাস্থ কেন্দ্রীয় পশু হাসপাতালে ডাঃ মোঃ ফজলুল হক সাহেবের সাথে। তাঁকে জার্নাল প্রকাশের জন্য নতুন সোসাইটি গঠন এবং তার শর্তের কথা উল্লেখ করতেই তিনি পকেট থেকে দু'হাজার টাকা বের করে আমার হাতে দেন। প্রাথমিক পর্যায়ে ভেটেরিনারি অনুষদের মোট আট জন শিক্ষক এবং কেন্দ্রীয় পশু হাসপতালের ডাঃ মোঃ ফজলুল হকসহ মোট নয় জন ভেটেরিনারিয়ান সমন্বয়ে ‘দি বাংলাদেশ ভেটেরিনারিয়ান’ জার্নালে সম্পাদক মন্ডলী গঠিত হয়। পরবর্তীতে আরও দুজন শিক্ষক আবেদন করলে সর্বসম্মতিক্রমে তাদেরকে সম্পাদক মন্ডলীর সদস্য হিসেবে গ্রহন করা হয়।[২১০]

৬. নতুনভাবে গঠিত ‘দি বাংলাদেশ অ্যানিম্যাল হেলথ সোসাইটি’ কর্তৃক প্রকাশিত ‘দি বাংলাদেশ ভেটেরিনারিয়ান’ জার্নালটির এগজেকিউটভ এডিটর নির্বাচিত হয়ে জার্নালটি নিয়মিতভাবে প্রকাশের জন্য প্রথমেই দু'টি উদ্যোগ গ্রহন করি। প্রথম

জার্নালের সম্পাদক মন্ডলীর নয় জন সদস্যে থেকে প্রাপ্ত ১৮,০০০/- টাকা ডাকঘর সঞ্চয় ব্যাংকে স্থায়ীভাবে আমানত জমা রাখি। দ্বিতীয়ত ফ্রান্স থেকে জার্নালটির আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত রিজেস্ট্রেশন করি (ISSN 1012-5949) এবং ১৯৮৮ সনের প্রথম ইস্যু থেকে জার্নালের রেজিস্ট্রেশন নম্বর ব্যবহার করি।

The Bangladesh Animal Health Society 1987
Editorial Board of '*The Bangladesh Veterinarian*'[210]

Executive Editor: Dr. M. A. Samad
Members:

① Prof. A. Rahman	② Dr. M. M. Sen
③ Dr. M. I. Hossain	④ Dr M. A. Hossain
⑤ Dr. M. U. Ahmed	⑥ Dr. M. G. S. Alam
⑦ Dr. P. M. Das	⑧ Dr. M. F. Hoque

৭. ১৯৮৯-৯০ কমনওয়েলথ একাডেমিক স্টাফ ফেলোশিপে আমাকে লিভারপুল বিশ্ববিদ্যালয় যেতে হয়। তাই সম্পাদকমন্ডলীর সভার সিদ্ধান্ত অনুয়ায়ী প্যাথলজি বিভাগের ডঃ মোঃ রফিকুল ইসলাম-কে 'দি বাংলাদেশ ভেটেরিনারিয়ান' এর অফিসাল দায়িত্ব হস্তান্তর করে যায়। ব্রিটেন থেকে ফিরে আসলে ডঃ ইসলাম পুনরায় জার্নালে দায়িত্বভার আমাকে হস্তান্তর করেন।[২১১]

THE BANGLADESH VETERINARIAN
Financial Statement (From 25.9.89 to 31.10.91)[২১১]

Summary		**State of Balance**	
Total credit	= Tk. 54,304.45	Fixed deposit	Tk. 18,000.00
Total expenditure	= Tk. 25,920.75	Bank balance	Tk 10,383.70
Balance	Tk. 28,383.70	Total	Tk. 28,383.70

Sd/- 31.10.91
(Dr. M. R. Islam)

৮. ১৯৯০ সন পর্যন্ত 'দি বাংলাদেশ ভেটেরিনারিয়ান' জার্নাল নিয়মিত প্রকাশিত হয়। সে সময় টক্সোপ্লাজমোসিস রোগের উপর দু'টি রিভিউ আর্টিকেল জার্নালে প্রকাশের জন্য জমা পড়ে। একটি যথা নিয়মে রিভিউয়ার কমেন্টসহ সম্পাদকমন্ডলীর সভায় অনুমোদন করে জার্নালে প্রকাশ করা হয় (Samad MA and Begum N 1990. Epidemiological and clinical status of toxoplasmosis in man and animals. *Bangl. Vet.* 7 : 50-74)। আর দ্বিতীয় রিভিউ আর্টিকেলটি প্রক্রিয়াধীন অবস্থায় ছিল। এমতাবস্থায় জার্নালের সম্পদক মন্ডলীর দু'জন সদস্য সম্পাদক মন্ডলীর সভায় উল্লেখ না করে জার্নালে আর্টিকেল প্রকাশের পর বিরূপ মন্তব্য করতে থাকে। ফলে দ্বিতীয় প্রবন্ধটি 'বাং ভেট' থেকে ফেরত নিয়ে আন্তর্জাতিক একটি জার্নালে (Samad MA and Begum N 1994. Present status of diagnosis and control of toxoplasmosis in domestic animals and humans. *International Journal of Animal Science* 9 : 9-19) প্রকাশ করা হয়।

৯. ১৯৯১ সনে অনুষ্ঠিত 'বাং ভেট' জার্নালের সম্পাদক মন্ডলীর সভায় একজন সদস্য ২০০০/- (দুই হাজর) টাকা ডোনেশন দিয়ে 'বাং ভেট' জার্নালের এডিটর হবার আগ্রহ প্রকাশ করেন। তাঁর আগ্রহের প্রতি সম্মান দেখিয়ে ১৯৯১ সন থেকে তিন বছরের জন্য 'বাং ভেট' জার্নালের এডিটর নিয়োগ দান করা হলো।[২১২]

The Bangladesh Veterinarian[২১২]

To
All members
Editorial Board

Proceeding of the 13th meeting of the Editorial Board of the Journal `The Bangladesh Veterinarian' held on 20.10.1991, 2.11.1991 and 21.11.1991 in which the Editor and other matters of the Journal have been selected for the period of three years.

Member present:

Date: 20.10.1991	Date: 2.11.1991	Date: 21.11.1991
① Dr. M. A. Samad	① Dr. M. A. Samad	① Dr. M. A. Samad
② Dr. P. M. Das	② Dr. P. M. Das	② Dr. P. M. Das
③ Dr. M. R. Islam	③ Dr. M. R. Islam	③ Dr. M. R. Islam
④ Dr. M. M. Sen	④ Dr. M. M. Sen	④ Dr. M. M. Sen
⑤ Dr. M. Nooruddin	⑤ Dr. M. Nooruddin	⑤ Dr. M. Nooruddin
⑥ Dr. M. A. Hossain	⑥ Dr. M. I. Hossain	⑥ Dr. M. I. Hossain
⑦ Dr. M. U. Ahmed		⑦ Dr. M. G. S. Alam
⑧ Dr. M. G. S. Alam		

Minutes:

All the present members unanimously elected Dr. Md. Iqbal Hossain, Dept. of Vety. Pathology, BAU, as the Editor of the Journal for 3 (three) years with effect from the date of hand-over the charge.

Sd/- 01-12-91 (Dr. M. A. Samad)
Executive Editor

১০. 'বাং ভেট' জার্নালের সকল সম্পাদক মন্ডলীর সভার সিদ্ধান্ত অনুয়ায়ী প্রতিটি সম্পাদক মন্ডলীর সদস্যকে জার্নালের কপি পাঠানার নিয়ম স্বীকৃত। এছাড়া 'বাং ভেট' জার্নালটি নয় জনের মালিকানায় প্রকাশিত সেজন্য প্রতি বছর জার্নালের ফাইন্যানশ্যাল স্টেটমেন্ট প্রস্তুত করে প্রতিটি সদস্যকে পাঠানোর নিয়ম। সে অনুযায়ী ফাইন্যানশ্যাল স্টেটমেন্ট প্রস্তুত করে সম্পদক মন্ডলীর সকল সদস্যকে কপি পাঠিয়ে নতুন এডিটরের নিকট 'বাং ভেট' জার্নালের দায়িত্ব ভার হস্ততান্তর করি।[২১২-২১৭]

THE BANGLADESH VETERINARIAN
Financial Statement (up to 18.12.1991)[২১২]

Details about credit		Amount	Cash book (Page No.)
1. Banalce from Dr. M. R Islam			
As fixed deposit	Tk. 18,000.00		
As bank Balance	Tk. 10,383.70		
As cash	Tk 24.75		
Total	Tk. 28,408.45	Tk 28,408.45	3
2. Income from selling of the Journal		Tk. 455.00	7
3. Donation received from NST (1990-91)		Tk. 10,000.00	31
4. Life subscriber fee received (in 1991)		Tk. 1,000.00	55
5. Page charges received			
For volume 7(2)		Tk. 3,000.00	45
For volume 8 (1)		Tk. 2,400.0	47
6. Advertisement		Tk -	-

	Total credit:	Tk. 45,263.45
Total expenditure	Tk. 12,868.00 (See pages 69 t0 73 in the case book)	

State of balance:	Total balance	Tk. 32,395.45
	Fixed deposit	Tk. 18,000.00
	Bank balance	Tk. 14,395.70
	Total balance	**Tk. 32,395.70**

Financial statement prepared and submitted by:	Sd/- 21-12-91 (Dr. M. A. Samad) Excutive Editor
Received the financial statement with total balance of Tk. 32,395.70	Sd/ - 21-12-91 (Dr. M. I. Hossain) Editor

THE BANGLADESH VETERINARIAN

Official file and records[২১৩]

A. Official maintenance file	- 1	B. Meeting Registered book	- 1
C. Issue Registered book	-1	D. All submitted articles	-
E. Cash book Registered	-1	F. Voucher file	- 3

G. Receipt books

Book No.	Status	Page No.
①	With Prof. A. Rahman	167
②	Used (Submitted to Editor)	-
③	With Md. Abdur Razzak, DLS, Dhaka	167
④	Submitted to Editor	-
⑤	Submitted to Editor	-
⑥	With Dr. Nur Rahman Khokon	167
⑦	Dr. M. G. S. Alam	167
⑧	Submitted to Editor	-
⑨	Submitted to Editor	-
⑩	Submitted to Editor	-

Prepared and Submitted by: Sd/- 21-12-91 (Dr. M. A. Samad) Executive Editor

Received by: Sd/- 21-12-91 (Dr. M. I. Hossain) Editor

List of Member of the Editorial Board (Property owner)[২১৪]

S/N	Name	Department	Amount paid
01.	Dr. M. A. Samad	Medicine	Tk. 2,000.00
02.	Dr. P. M. Das	Pathology	Tk. 2000.00
03.	Dr. M. R. Islam	Pathology	Tk. 2000.00
04.	Prof. A. Rahman	Medicine	Tk. 2000.00
05.	Prof. M. M. Sen	Medicine	Tk. 2000.00
06.	Dr. M. Nooruddin	Medicine	Tk. 2000.0
07.	Dr. M. I. Hossain	Pathology	Tk. 2000.00
08.	Dr. M. A. Hossain	Surgery	Tk. 2000.00
09.	Dr. M. U. Ahmed	Medicine	Tk. 2000.00
10.	Dr. M. G. S. Alam	Obstetrics	Tk. 2000.00
11.	Dr. M. F. Hoque	CVH, Dhaka	Tk 2000.00
		Total :	**Tk. 22,000.00**

Prepared and Submitted by: Sd/- 21-12-91 (Dr. M. A. Samad) Executive Editor

Received by: Sd/- 21-12-91 (Dr. M. I. Hossain) Editor

THE BANGLADESH VETERINARIAN

List of life subscribers[২১৫]

S/N	Name	Amount paid
01.	Dr. M. A. Baki	Tk. 500.00
02.	Dr. M. S. Rahman	Tk. 500.00
03.	Dr. M. A. Gafur	Tk. 500.00
04.	Dr. N. P. Ghimiri	Tk. 500.00
05.	Dr. M. H. Rahman	Tk. 500.00
06.	Dr. M. E. Haque	Tk. 500.00
07.	Dr. Md. Aminul Islam	Tk. 500.00
08.	Dr. A. K. M. F. Haque	Tk. 500.00
09.	Dr. A. S. S. M. Zebery	Tk. 500.00
10.	Dr. T. K. Ghosh	Tk 500.00
11.	Dr. A. Ghosh	Tk. 500.0
12.	Dr. M. M. Alam	Tk. 500.00
13.	Dr. M. M. Hossain	Tk. 500.00
14.	Dr. M. A. H M. Kamal	Tk. 500.00
15.	Dr. M. A Awal	Tk. 500.00
16.	Dr. M. M. H. Mondal	Tk. 500.00
17.	Dr. M. M. Rahman	Tk 500.00
18.	Dr. Md. Enamul Haque	Tk. 500.00
19.	Dr. A H. Chowdhury	Tk. 500.00
20.	Dr. M. A. Haque	Tk. 500.00
21.	Dr. F. Yasmin	Tk. 500.00
	Total:	**Tk. 10,500.00**

Collected and Submitted by: Sd/- 21-12-91 (Dr. M. A. Samad) Executive Editor

Received by: Sd/- 21-12-91 (Dr. M. I. Hossain) Editor

List of Journal copies[২১৬]

Year	Volume	Issue	Total
1984	1	1	100
1985	2	1-2	64
1986	3	1-2	150
1987	4	1-2	119
1988	5	1	269
1988	5	2	185
1989	6	1	69
1989	6	2	100
1990	7	1	149
1990	7	2	153
Grand Total:			**1358**

Received these Journal copies from The Executive Editor:

Sd/- 21-12-91
(Dr. M. I. Hossain)
Editor

The Bangladesh Veterinarian

Hand-over of the account documents[২১৭]

1. Pass book (SB account of the Journal)- 1
2. Cheque book (SB account of the Journal)- 1
3. Pass book (Postal fixed deposit account FD 1757)- 1

Prepared and Submitted by:
Sd/ - 21-12-91
(Dr. M. A. Samad)
Executive Editor

Received by:
Sd/ 21-12-91
(Dr. M. I. Hossain)
Editor

ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ

ক. বাংলাদেশে ভেটেরিনারি সমিতির 'বাংলাদেশ ভেটেরিনারি জার্নাল' নিয়মিত ও মানসম্পন্নভাবে প্রকাশিত না হওয়ার কারণে 'দি বাংলাদেশ ভেটেরিনারিয়ান' ('বাং ভেট') জার্নালটি ভেটেরিনারি শিক্ষক ও গবেষকদের নিকট প্রথম শ্রেণির একটি জার্নাল হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে। 'বাং ভেট' এর এই অবস্থায় পৌঁছাতে বিনিয়োগ করতে হয়েছিল অর্থ, দিতে হয়েছিল পর্যাপ্ত পরিশ্রম, হতে হয়েছিল ধৈর্যশীল, সহ্য করতে হয়েছিল মানসিক যন্ত্রণা, পালন করতে হয়েছিল সততা, প্রমাণ করতে হয়েছিল নিরপেক্ষতা, আর অনেকের পেশাদারী ঈর্ষার পার্শ্বে ছিল আন্তরিক সহযোগিতা এবং সর্বোপরি আল্লাহর অশেষ রহমত। অর্থাৎ আল্লাহর অশেষ রহমতে 'বাং ভেট' জার্নালটিকে একটি মেয়ে সন্তানের মত ১৯৮৪ হতে ১৯৯১ সন পর্যন্ত লালন-পালন করে প্রতিষ্ঠিত করি।

খ. প্যাথলজি বিভাগের ড. মো. ইকবাল হোসেন-এর 'বাং ভেট' জার্নালের এডিটরের দায়িত্ব পালনের আগ্রহ প্রকাশের ফলে আমার মনে কিছুটা হলেও সাময়িক স্বস্থি পেলাম। কিন্তু সম্পূর্ণভাবে আশ্বস্থ হতে পারলাম না এই ভেবে যে ড. হোসেন এক জন শিক্ষক নেতা তার পক্ষে জার্নালে সময় দেয়া যেমন কঠিন তেমনি নিরপেতা রক্ষা করে কার্য পরিচালনা করা সহজ হবেনা। অবশেষে ২১-১২-১৯৯১ তারিখে 'বাং ভেট' জার্নালের সমুদয় অফিসিয়াল দয়িত্ব ভার ড. হোসেন এর নিকট হস্তান্তর করি।[২১২-২১৭] আর ড. হোসেসেন এডিটর হিসেবে কৃতিত্ব দেখার ও প্রশংসা করার অপেক্ষায় থাকলাম। অবশেষে ১৯৯১ এবং ১৯৯২ সনের জার্নালের দু'টি ইস্যু আমার হস্তগত হবার সাথে সাথে বুঝতে পারলাম যে সবাইকে দিয়ে সব কাজ হয় না যেমন আমাকে দিয়ে রাজনীতি করা সম্ভবপর নয়। উল্লেখ্য, 'বাং ভেট' জার্নালের প্রতি বছর দু'টি ইস্যু প্রকাশ করার কথা। প্রথমত সম্পদক সাহেব প্রকাশ করেছেন ১৯৯১ সনের জন্য একটি (Volume 8 : No. 1-2) এবং ১৯৯২ সনের জন্য একটি (Volume 9 : No. 1-2) ইস্যু। দ্বিতীয়ত ইস্যু দু'টির উপর ও ভিতরে লিখতে হবে ১৯৯১ (January to December) জানুয়ারি - ডিসেম্বর এবং ১৯৯২ (January to December) জানুয়ারি-ডিসেম্বর কিন্তু তিনি লিখেছেন ১৯৯১: জুন-ডিসেম্বর, এবং ১৯৯২: জুন-ডিসেম্বর। উভয় ইস্যুতে জানুয়ারি থেকে মে পর্যন্ত নেই। সম্পাদক সাহেবকে এর কারণ জিজ্ঞেসা করলে বললেন, 'সম্পাদক মন্ডলীর সভায় আমি যাইনি কেন?' সম্পাদক বুঝতে পারলেন জার্নাল এডিট করা এবং প্রকাশ করার জন্য কি ধরনের যোগ্যতার প্রয়োজন হয়। সুতরাং সম্পাদক সাহেব 'বাং ভেট' জার্নালের দায়িত্বভার হস্তান্তর করলেন মেডিসিন বিভাগের ড. মোঃ নূরুদ্দিন সাহেবের নিকট। তিনি জার্নানের দু'টি ইস্যু প্রকাশ করে বুঝতে পারলেন নির্ভুলভাবে সময়মত জার্নাল এডিট এবং প্রকাশ করা সহজ কাজ নয়। তিনি 'বাং ভেট' জার্নালের দায়িত্বভার হস্তান্তর করলেন সার্জারি ও অবস্ট্রেট্রিক্স বিভাগের প্রফেসর ড. মো. আখতার হোসেন সাহেবের নিকট।

গ. প্রথমে প্রফেসর ইকবাল হোসেন, পরে প্রফেসর নূরুদ্দিন এবং তারপর প্রফেসর আখতারে হোসেন সাহেবের এডিট এবং প্রকাশ করা 'বাং ভেট' জার্নালের কপি আমার হস্তগত হয়। বাকৃবি-এর ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. মোহাম্মদ হোসেন সাহেবের মৃত্যু বরণ করেন ৪ ফেব্রুয়ারি ২০০০ তারিখে। আর 'বাং ভেট' জার্নালের সম্পাদক প্রফেসর আখতার হোসেন ভাইস-চ্যান্সেলর মহোদয়ের মুত্যুর সংবাদ 'বাং ভেট' জার্নালে ছাপান ভলিউম ১৬(২): জুলাই-ডিসেম্বর ১৯৯৯ ইস্যুতে। সম্পাদক সাহেব ডিভিএম শ্রেণিতে আমার ক্লাস-মেট ছিলেন। সে সুবাদে তাকে জিজ্ঞেসা করলাম, 'কেন বাকৃবি-এর মাননীয় ভাইস-চ্যান্সেলর মহোদয়ের মুত্যুর সংবাদ মরার এক বছর পূর্বে প্রকাশ করলে।' সে অবলীলায় উত্তর দিল, 'তুমি ছাড়া কেউ বিষয়টি বুঝতে পারবেনা আমি জানতাম।' একটি প্রবাদ আছে, 'দিল্লী কা লাড্ডু যো ভি খায়েগা ওভি পস্তায়েগা যোভি নাহি খায়েগা ওভি পস্তেগা।' সুতরাং প্রফেসর আখতার সাহেবও বুঝতে পারলেন দিল্লী কা লাড্ডুর স্বাদ। তাই তিনি সম্পাদকীয় দায়িত্বভার হস্তান্তর করলেন তার বিভাগের প্রফেসর ড. গোলাম শাহী আলম সাহেবেরে নিকট। জার্নালের বিভিন্ন এডিটর পরির্তনের জন্য কোন এডিটরিয়াল বোর্ডের সভা হয়েছিল কি না তা আমার জানা নাই। তবে ১১ জনের মালিকানার জার্নাল এবং ২১ জন আজীবন গ্রাহকের জার্নাল এখন সকল মালিকের অনমতি ছাড়াই এডিটর নিয়োগ হলো।

ঘ. 'দি বাংলাদেশ ভেটেরিনারিয়ান' জার্নালের এডিটরিয়াল বোর্ডের তালিকায় একজন শিক্ষক নেতার নাম সংযোজন করা হলে সম্পাদক সাহেবকে জিজ্ঞাসা করলোম, 'সোসাইটর প্রতিটি সদস্যদের অনমতি ছাড়া কিভাবে নতুন একজন সদেস্যের নাম যোগ করা হল।' তিনি বললেন, 'আমি জানিনা পূর্বের সম্পাদক প্রফেসর আখতার সাহেব জানেন।' তাকে পুনরায় জিজ্ঞেসা করলাম, প্রফেসর ইকবালের দুই হাজার টাকা অনুদান এবং প্রফেসর আখতার সাহেব যে নতুন একজন সমিতির সদস্য একক সিদ্ধান্তে করেছেন তার দুই হাজার টাকা মোট চার হাজার টাকা দায়িত্বভার হস্তান্তরের সময় বুঝে পেয়েছেন। তিনি উত্তর দিলেন, 'না।'

ঙ. ২১-১২-১৯৯১ তারিখে 'দি বাংলাদেশ ভেটেরিনারিয়ান' জার্নালের দায়িত্বভার প্রফেসর ইকবালকে হস্তান্তর করার সকল কাগজপত্রের কপি সোসাইটর প্রতিটি সদস্যদের নিকট পৌঁছিয়ে দেয়া হয়। কারণ ইহা ছিল সোসাইটর নীতিমালার একটি শর্ত। কিন্তু দুঃখের বিষয় ১৯৯১ সন থেকে এপর্যন্ত সে সব 'বাং ভেট' জার্নালের সম্পাদক পরিবর্তন হয়েছে এবং দায়িত্বভার হস্তান্তর হয়েছে এবং কিভাবে দায়িত্বভার হস্তান্তর হয়েছে তার কোন তথ্য বা কপি আমার নিকট আসে নাই। জার্নালের দায়িত্ব হস্তান্তর মৌখিভাবে হয়েছে না অফিসিয়ালি দলিল পত্রের মাধ্যমে হয়েছে তার কোন উত্তরও আমার জানা নেই।

চ. ২০০৫ সনে আমাকে 'দি পাপুয়া নিউ গিনি ইউনির্ভাসিটি অব টেকনোজি'-তে চাকরী নিয়ে যেতে হয়। তাই ডাক ঘর সঞ্চয় হিসেবে ১৯৮৪ সনে যে ১৮,০০০/- টাকা স্থায়ীভাবে জমাকৃত টাকা যা বেড়ে প্রায় সোয়া লক্ষ টাকায় দাঁড়ায় সেই সমুদয় অর্থ উত্তোলন করে জার্নালের সম্পাদক প্রফেসর ড. গোলাম শাহি আলম সাহেবকে হস্তান্তর করে যাই। বিদেশ থেকে চাকির শেষে বাকৃবি-তে ফিরে এসে ২০০৭ সনে জার্নালের একটি ইস্যু আমার হস্তগত হয়। ইস্যুটির সম্পাদক মন্ডলীর নতুন কতিপয় শিক্ষক নেতার নাম দেখে বুঝতে পারলাম জার্নালের সম্পদকমন্ডলী, মান ও অনিয়মিতভাবে প্রকাশিত ইস্যূর অবস্থা। সম্পাদক সাহেবকে জিজ্ঞেসা করলাম, 'সোসাইটির নীতিমালা পরিবর্তন করা হয়েছে কি?' তিনি বললেন, 'না'। তবে কিভাবে জার্নালেরএডিটরিয়াল বোর্ড পরিবর্তন করলেন? তাছাড়া জার্নালের প্রপার্টি ওনার অর্থাৎ সম্পাদক মন্ডলীর সদস্যদের সভার কার্য বিবরণী এবং জার্নালের

বার্ষিক ফাইন্যানশ্যাল স্টেটমেন্ট কপি সকল সদস্যকে দেননা কেন? উত্তর একটাই, 'আপনি সম্পাদক মন্ডলীর সভায় আসেন না কেন?' অর্থাৎ বুঝতে বাকী রইলনা যে মেয়ের বিয়ের পরে মেয়ের সার্বিক দায়িত্ব পড়ে স্বামীর উপর। সুতরাং সে ভেবে একটু অশ্বস্ত হলাম। বিশ্বস্ত সূত্রে জানা যায় যে উক্ত জার্নালের ফান্ডে কোম্পানি থেকে সংগ্রহীত লক্ষ লক্ষ টাকা জমা রয়েছে কিন্ত জার্নাল আর প্রকাশ হয় এবং জার্নালের মালিকগকে আর কিছুই জানানো হয়নি। ইসলামে ইহাকে 'আমানতের খেয়ানত' বলা হয়।

'বাংলাদেশ ভেটেরিনারি জার্নাল' প্রকাশ ও সম্পদনা প্রসঙ্গে

১৯৬৭ সনে 'পাকিস্তান ভেটেরিনারি অ্যাসোশিয়েশন' প্রতিষ্ঠিত হয় এবং 'পাকিস্তান ভেটেরিনারি অ্যাসোশিয়েশন' প্রতিষ্ঠিত হবার সময় থেকেই 'পাকিস্তান জার্নাল অব ভেটেরিনারি সায়েন্স' 'পূর্ব পাকিস্তান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়' ময়মনসিংহ থেকে প্রকাশিত হয়। বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর থেকে 'বাংলাদেশে ভেটেরিনারি অ্যাসোশিয়েশন' নাম পরিবর্তন হয় এবং সে অনুযায়ী 'বাংলাদেশ ভেটেরিনারি জার্নাল' নামকরণ করা হয়। ১৯৯১ সনে 'দি বাংলাদেশ ভেটেরিনারিয়ান' জার্নালের দায়িত্বভার ড. মো. ইকবাল হোসেনকে হস্তান্তর করে সম্পূর্ণভাবে শিক্ষা ও গবেষণায় আত্মনিয়োগ করি। হঠাৎ ১৯৯৪ সনের প্রথম দিকে 'বাংলাদেশ ভেটেরিনারি অ্যাসোশিয়েশন' থেকে একটি পত্র পেলাম। সে পত্রে 'বাংলাদেশ ভেটেরিনারি জার্নাল'-এর নিয়মিত প্রকাশের জন্য একটি নতুন এডিটরিয়াল বোর্ড গঠন করা হয়েছে। নতুন এডিটরিয়াল বোর্ডে আমাকে ম্যানেজিং এডিটর এবং পূর্বের ম্যানেজিং এডিটর প্রফেসর মো. মনসুরুল আমিন সাহেবকে এডিটর করে নতুন এডিটরিয়াল কমিটি গঠন করা হয়েছে। 'বাংলাদেশ ভেটেরিনারি জার্নাল' এর নতুন এডিটরিয়াল বোর্ড সম্পর্কে প্রফেসর আমিন সাহেবের দৃষ্টি আকর্ষণ করলে তিনি তেমন একটা আগ্রহ প্রকাশ করলেন না। বাকৃবির লাইব্রেরি থেকে জানতে পারলাম যে ১৯৮৯ সনের পরে 'বাংলাদেশ ভেটেরিনারি জার্নাল' আর কোন ইস্যু প্রকাশিত হয়নি। অর্থাৎ বিগত চার বছর থেকে জার্নাল প্রকাশিত হয়নি। তাই বুঝতে বাকি রইলনা যে 'বাংলাদেশ ভেটেরিনারি জার্নাল'কে স্বাভাবিক অবস্থায় আনা একটা বিরাট চ্যালেঞ্জ। কয়েক মাস অপেক্ষা করেও প্রাক্তন ম্যানেজিং এডিটর সাহেব জার্নালের আফিসাল দায়িত্বভার হস্তান্তর করলেন না। তখন মনে হল একটা বিরাট ঝামেলা থেকে বেঁচে গেলাম। সেঅনুযায়ী 'বাংলাদেশ ভেটেরিনারি অ্যাসোশিয়েশন'-এর কার্য নির্বাহী কমিটিকে লিখিতভাবে জানালাম আমার অপারগতার কথা। সে পরিপ্রেক্ষিতে কার্যনির্বাহী কমেটি আমাকে লিখিতভাবে অফিসিয়াল দায়িত্বভার ছাড়াই জার্নাল প্রকাশনার কাজ আরম্ভ করতে অনুরোধ করল। সে অনুরোধ পত্রের পরিপ্রেক্ষিতে জার্নলের এডিটরিয়াল বোর্ডের সভা আহ্বান করলাম। সে সভায় জার্নালের এডিটর সাহেবও যোগদান করেন এবং তিনি জানালেন যে যথাশ্রীঘ্র সম্ভব জার্নালের দায়িত্বভার হস্তান্তর করবেন। এছাড়া তিনি জানালেন যে, কিছু আর্টিকেল রয়েছে সেসব আর্টিকেল দিয়ে একটি ইস্যু যথাশ্রীঘ্র সম্ভব প্রকাশ করবেন। তবে তিনি আর কোন দায়িত্বভার হস্তান্তর করলেন না। তিনি সত্যই ১৯৯০ থেকে ১৯৯৩ সন পর্যন্ত ২৪-২৭ ভলিউম একটি ইস্যু প্রকাশ করলেন। সুতরাং আমি ১৯৯৪ সন থেকে জার্নাল প্রকাশের কাজ আরম্ভ করলাম। আমি ১৯৯৪ সনের 'বাংলাদেশ ভেটেরিনারি জার্নাল' ঢাকার একটি অফসেট প্রেসে ছাপিয়ে প্রকাশ করলাম।

নতুন কলবরে 'বাংলাদেশ ভেটেরিনারি জার্নাল' অফসেট পেপার ও ছাপার কারণে একদিকে জার্নালের প্রতি গবেষকদের আর্কষণ বৃদ্ধি পেল অন্যদিকে নিয়মিত প্রকাশের কারণে জার্নালের গুরুত্বও বেড়ে গেল। আমেরিকা এবং জার্মানী থেকে জার্নাল বিক্রির অর্ডারও পেলাম। পূর্বের জার্নালের অফিসিয়াল দায়িত্বভার হস্তান্তর না হওয়ার কারণে ব্যাংকে নতুন করে অ্যাকাউন্ট খুলতে হলো। আমেরিকা ও জার্মান থেকে সামান্য হলেও আর্জন করতে থাকলাম বৈদেশিক মুদ্রা। 'বাংলাদেশ ভেটেরিনারি জার্নাল' এর প্রকাশনার মান উন্নত হওয়ায় ১৯৯৪ (২৮ ভলিউম) সনের পূর্বে প্রকাশিত সকল ভলিউম (১-২৭) ক্রয়ের জন্য আমেরিকা থেকে অর্ডার আসে। উল্লেখ্য, 'বাংলাদেশ ভেটেরিনারি জার্নাল'এর ১-২৭ ভলিউম ছিল লেটার প্রেসে ছাপানো এবং প্রায় প্রতিটি প্রকাশিত আর্টিকেলের অবস্থা ছিল অত্যান্ত শোচনীয়। তাই ১-২৭ ভলিউমের ইস্যুগুলো বিদেশে পাঠানোর ব্যাপারে চিন্তা ভাবনা করছিলাম। আরও উল্লেখ্য, ১৯৯৪ সনের পূর্বে মেডিসিন বিভাগের একটি কক্ষে 'বাংলাদেশ ভেটেরিনারি জার্নাল'-এর প্রকাশিত কপির স্টোর ছিল। একদিন মেডিসিন বিভাগের এক পিওনকে ডেকে বললাম, 'বাংলাদেশ ভেটেরিনারি জার্নাল' এর স্টোর রুম থেকে ১-২৭ ভলিউম পর্যন্ত একটা সেট তৈরি কর। সে জানালো, 'স্যার সে কক্ষে কোন জার্নাল নেই।' তাকে জিজ্ঞেসা করলোম, 'জার্নাল গেল কোথায়?' সে জানালো, 'সব জার্নাল হকারের কাছে সের দরে বিক্রি করে দিয়েছে।' তার উত্তর শুনে খুবই আশ্চার্য হলাম। তখন মনে হচ্ছিল কেন আমি জার্নাল এডিট এবং প্রকাশ করার দায়িত্ব নিয়েছি।

১৯৯৪ থেকে ২০০২ সন পর্যন্ত 'বাংলাদেশ ভেটেরিনারি জার্নাল' এর প্রকাশনা নিয়মিত করে জার্নালটিকে একটি আন্তর্জাতিক মান সম্পন্ন জার্নাল হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করলাম। কিন্তু ২০০২ সনে হঠাৎ করে 'বাংলাদেশ ভেটেরিনারি অ্যাসোশিয়েশন'-এর কার্যনির্বাহী কমিটি থেকে পত্র পেলাম যে তারা জার্নালের জন্য একটি নতুন এডিটরিয়াল বোর্ড গঠন করেছে। মূল কারণ 'বাংলাদেশ ভেটেরিনারি অ্যাসোশিয়েশন'-এর নতুন কমিটি অন্য একটি রাজনৈতিক দলের অনুসারী এবং সেভাবেই নতুন এডিটরিয়াল কমিটি গঠন করা হয়েছে। আর নতুন এডিটরিয়াল কমিটির ম্যানেজিং এডিটর নিয়োগ করা হয়েছে প্যাথলজি বিভাগের প্রফেসর ড. প্রিয় মোহন দাস-কে। পত্র হস্তগত হবার সাথে সাথে 'বাংলাদেশ ভেটেরিনারি জার্নাল' এর অফিসিয়াল দায়িত্বভার দ্রুত নব নিযুক্ত ম্যানেজিং এডিটর সাহেবের নিকট হস্তান্তর করি (Document No. 197)।[২১৮] 'দি বাংলাদেশ ভেটেরিনারিয়ারন' প্রকাশের অবস্থা দেখে সেময় আমার ধারণা ছিল যে, বাংলাদেশে ভেটেরিনারি পেশায় কোন বিশেষজ্ঞ নেই যে সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনা করে নিয়মিত জার্নাল প্রকাশ করতে পারেবে। বাস্তবে তাই ঘটে ছিল। ২০০২ সনের পরের 'বাংলাদেশ ভেটেরিনারি জার্নাল' প্রকাশনা অবস্থা থেকে দেখা যায় জার্নালটি পুনরায় নোংরা বিদ্বেষমূলক রাজনীতির জন্য হরিয়ে গেল। এমতাবস্থায় ২০১০ দশকের দিকে একই রাজনীতিক মতার্দশের 'বাংলাদেশ ভেটেরিনারি অ্যাসোশিয়েশন' একটি নতুন এডিটরিয়াল বোর্ড গঠন করে নতুন ওয়েব সাইট খুলে এবং ক্রসরেফ নাম্বর নিয়ে 'বাংলাদেশ ভেটেরিনারি জার্নাল' পুনরায় আরম্ভ করে। কিন্তু পরবর্তীতে ওয়েব সাইটে উক্ত জার্নালের কোন অস্তিত্ব দেখা যায়না।

BANGLADESH VETERINARY JOURNAL[২১৮]

Handover of official liability of the *Bangladesh Veterinary Journal* (BVJ) Vide Ref. No. 584 / BVJ, dt. 14.1.2003 and No. 596 / BVJ dt. 24.4.2003, then followed by Order No. BVJ MOS / 2003 / 20(5) dt. 15.7.2003.

I.	Previous official document of the BVJ from 1967 to 1993	: Not received any official documents and charges from the previous Manageing Editor
II.	Official statement hand-over during the period from 1994 to 2002	: Photocopy of the two letters addressed to the Secretary General, BVA.

① Statement of the copies of the Journal handover

Year	Vol.	Issue	No.
1994	28	1-4	54
1995	29	1-4	95
1996	30	1-2	102
1996	30	3-4	831
1997	31	1-2	513
1998	32	1-2	89
1998	32	3-4	143
1999	33	1-2	139
1999	33	3-4	166
2000	34	1-2	113
2000	34	3-4	186
2001	35	1-2	136
2001	35	3-4	100
2002	36	1-2	100

② Financial statement:
- Bank Balance: Tk. 1,008.00
- Cash: Tk. 97.00

= Total : Tk. 1,105.00

③ Other official documents as desired by the newly appointed M. Editor:

- 8 articles, Nos. 174,202-208 = Total 8
- Tk. 400/- in cash for reviewers
- Cheque Book with 4 unused cheques
- Receipt book No. 2,3 and 4

Sd/- 23-7-03
(Prof. Dr. M. A. Samad)
Signature of the past Managing Editor

Sd/- 10-8-2003
(Prof. Dr. P. M. Das)
Signature of the newly appointed Managing Editor

‘বাংলাদেশ জার্নাল অব ভেটেরিনারি মেডিসিন’ প্রকাশ প্রসঙ্গে

বাংলাদেশে ভেটেরিনারি পেশার উপর প্রকাশিত ‘দি বাংলাদেশ ভেটেরিনারিয়ান’ এবং ‘বাংলাদেশ ভেটেরিনারি জার্নাল’ প্রকাশনার অবস্থা দেখে পুনরায় চিন্তা ভাবনা করতে লাগলাম কিভাবে ভেটেরিনারি পেশার উপর একটি জার্নাল নিয়মিতভাবে প্রকাশ করা যায়। জার্নাল এডিট ও প্রকাশে ব্যাপক অভিজ্ঞতা থাকায় ২০০৩ সনে মেডিসিন বিষয়ে এমএসসি ডিগ্রীধারীদের একটি সভা ডেকে ‘বাংলাদেশ সোসাইটি ফর ভেটেনিারি মেডিসিন’ নাম করন করে ‘বাংলাদেশ জার্নাল অব ভেটেরিনারি মেডিসিন’ উদ্বোধন করা হলো। আর সাথে সাথে ফ্রান্স থেকে জার্নালের রেজিস্ট্রেশন নম্বর (ISSN 1729-7893) আনা হলো। অদ্যবধি ‘বাংলাদেশ জার্নাল অব ভেটেরিনারি মেডিসিন’ নিয়মিত ভাবে প্রকাশিত একটি আন্তর্জাতিক মান সম্পান্ন জার্নাল হিসেবে স্বীকৃত হয়েছে। তবে জার্নালটিও বিভিন্ন অনভিজ্ঞ এডিটরের কারণে বহুবার নিম্নমানের প্রকাশনায় প্রকাশ পেয়েছে। বাংলদেশে রাজনীতির কারণে সোসাইটি ও অ্যাসোশিয়েশন প্রকাশিত জার্নাল নিয়মিত ও আন্তর্জাতিক মান সম্পান্ন ভাবে প্রকাশিত হচ্ছেনা। তাই প্রকাশকের মালিকানায় একটি আন্তর্জাতিক মান সম্পান্ন জানাল প্রকাশের জন্য পুনরায় উদ্যোগী হয়ে ২০১৯ থেকে, ‘জার্নাল অব ভেটেরিনারি মেডিকেল এন্ড অন হেলথ রিসার্চ’ জার্নাল প্রকাশ আরম্ভ করি (www.lepvmbj.org)। একদিকে আর্টিকেলের অভাব অন্যদিকে উত্তরসুরির অভাবে জার্নালের একই দশা হবার সম্ভবনা রয়েছে।

গবেষণা প্রকল্প পরিচালনা

১৯৮৩ থেকে ১৯৮৫ সনে বার্ক (BARC) এর অর্থে একটি (haemoprotozoan diseases), ১৯৯৪-১৯৯৫ সনে বাংলাদেশ মেডিকেল রিসার্চ কাউন্সিল এর অর্থে একটি (toxoplasmosis) এবং ১৯৯৬-১৯৯৭ সনে বাংলাদেশ মেডিকেল রিসার্চ কাউন্সিল এর অর্থে পুনরায় একটি (TORCH complex) গবেষণা প্রকল্প পরিচালনা করি।

বাকৃবি-এর গবেষণা প্রকল্প পরচালনার ব্যবস্থাপনা সম্বন্ধে যে ধারণা হয়েছিল তাতে আমার মত একজন অ-রাজনৈতিক শিক্ষকের পক্ষে যেমন গবেষণা প্রকল্প পাওয়া দুরূহ ব্যাপার তেমনি গবেষণা প্রকল্প পরিচালনা বিশেষ করে অর্থের সমন্বয়-সাধন করাও ছিল অত্যধিক দূরহ কাজ। তাই বাকৃবি-তে চাকরী করে গবেষণা প্রকল্পের মাধ্যমে গবেষণা করার আগ্রহ হারিয়ে ফেলি। ১৯৯৮ সনে হজ্ব করার সময় কৃষি অনুষদের কৃষিতত্ত্ব বিভাগের প্রফেসর ডঃ মোঃ সুলতান উদ্দিন ভূঞা সাহেবের সাথে ব্যক্তিভাবে পরিচয় ঘটে। তিনি ১৯৯৯ সনে বাকৃবি-এর রিসার্চ সিস্টেমের সহযোগী পরিচালক ছিলেন। তিনি একদিন আমাকে বললেন, ‘একটি গবেষণা প্রকল্প দেন।’ প্রথমে আগ্রহ না দেখালে তিনি বললেন, ‘গবেষণা প্রকল্প পাশের দায়িত্ব আমার আর আপনার দায়িত্ব গবেষণা প্রকল্প দাখিল করা।’ শেষ পর্যন্ত তাঁর কথার উপর ভিত্তি করে একটি গবেষণা প্রকল্প (morbidity and mortality in calves) জমা দিই। সত্যই সে গবেষণা প্রকল্প যথারীতি অনুমোদিত হয়। সে গবেষণা প্রকল্পের অধীনে বেশ কয়েক জন ছাত্র এমএস ডিগ্রী করে। এছাড়া বাংলাদেশে বাছুরের রোগ ও মৃত্যুর কারণ উৎঘাটিত এবং প্রতিরোধ ব্যবস্থা সম্বন্ধে জানা সম্ভবপর হয়। কিন্তু ‘যেখানেই বাঘের ভয় সেখানেই রাত্রি হয়’ প্রকল্পের অর্থ সমন্বয়-সাধনে প্রবাদটি পুনরায় প্রতিফলিত হলো।[২১৯, ২২০]

এতদসংগে সংযোজিত ইভ্যালুয়েসন মর্টালিটি ইন ---- বাংলাদেশ গবেষণা প্রকল্পের প্রধান গবেষক মহোদয়ের নিকট থেকে প্রাপ্ত টাকা ২৫,৫০০/- এর সমন্বয় প্রস্তাবের বিলখানা অনুগ্রহ পূর্বক দেখা যেতে পারে। সমন্বয় প্রস্তাবখানা পরীক্ষা কালে প্রচলিত আর্থিক নিয়মের আলোকে নিম্ন লিখিত ক্ষেত্রে কিছু ত্রুটি পরিলক্ষিত হচ্ছে বিধায় তা পাশ করা সম্ভব হচ্ছেনা।[২১৯]

বিলের ক্রটিসমূহ

(১) ১নং ভাউচারে রাজস্ব টিকেট প্রয়োজন এবং বিল দাখিলকারীর শীল মোহর প্রয়োজন।

(২) সমন্বয় বিল খানার ক-১ পতাকা চিহ্নিত নোটশীটের ভাষ্য মোতাবেক ডায়াগনষ্টিক কিট ক্রয়ের জন্য মাননীয় উপাচার্য্য মহোদয়ের নিকট অনুমোদন গ্রহন করা হইয়াছে। কিন্তু পত্র নং খ-২ যের ভাষ্য মোতাবেক কপি নং ১,২ ও ৩ মোতাবেক যথাযথ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কিট সরবরাহের আদেশ প্রদান করা হয় কিন্তু সরবরাগকারী কিট সরবরাহ করতে ব্যর্থ হয়। ব্যর্থ সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানএর নিকট হইতে পৃষ্ঠা নং ৪ এর উল্লেখিত অনুসরনে ২% আনের্ষ্ট মানি গ্রহন করা হয়েছিল কি না যদি গ্রহন করা হয়ে থাকে উহার কি ব্যবস্থা নেওয়া হইয়াছে তাহা হিসাব শাখার জানা প্রয়োজন।
ভাষ্যে উল্লেখিত যথাযথ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কিট সরবরাহের কপি ১,২, ও ৩ নং সহ অন্যান্য যাবতীয় কাগজ পত্র অত্র সাথে সংযোজন প্রয়োজন।

(৩) পরবর্তীতে মাননীয় উপাচার্য মহোদয়ের অনুমোদিত জিনিস ক্রয় না করে অন্যান্য জিনিস ক্রয় করা হয়েছে তার জন্য মাননীয় উপাচার্য মহোদয়ের অনুমোদন প্রয়োজন।

(৪) বিলে উল্লিখিত পাঁচ প্রকার জিনিস ক্রয় করা হয়েছে সেই জন্য বর্তমান নিয়ম মোতাবেক বিশ্ববিদ্যলয়ের তালিকাভুক্ত ২৪টি প্রতিষ্ঠানের কাছে দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে তার প্রমানাদি কাগজপত্র অত্র সাথে সংযোজন করা প্রয়োজন।

(৫) অত্র সাথে সংয়োজিত / উল্লেখিত ১নং ও ২নং কোটেশন দাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তালিকাভুক্ত নয়, নিয়ম মোতাবেক তাহাদের কোটেশন গ্রহন যোগ্য নয়।

উপরে উল্লেখিত ক্রটিসমূহ নিরসনের অনুরোধ জানিয়ে সমন্বয় বিল খানা মেডিসিন বিভাগের আওতাধীন 'ইভ্যালোয়েসান মর্টালিটি - ইন বাংলাদেশ' গবেষণার প্রধান গবেষক প্রঃ ডঃ মোঃ আঃ সামাদ বরাবর পাঠানো যাইতে পারে। স্বাক্ষর/- ২৬-৮-০১

এনইসলাম

পূর্ববর্তী পৃষ্টার আপত্তিসমূহ নিরসন করে পুনরায় সমন্বয় বিলটি হিসাব শাখায় পাঠানোর জন্য প্রধান গবেষক মহোদয়কে অনুরোধসহ প্রেরণ করা যেতে পারে।

স্বাক্ষর/- ২৬-৮-০১

উপ-কোষাধ্যক্ষ মহোদয়
প্রধান গবেষক, প্রফেসর ডঃ মোঃ আঃ সামাদ
মেডিসিন বিভাগ। স্বাক্ষর/- ২৭-৮-০১

উপরোক্ত আপত্তি সমূহের যথাযথ উত্তরসমূহ আলাদা পাতায় প্রদান পূর্বক এতদসংগে প্রেরণ করা হলো।
ইং ৬৫৮ / ডিএম, তাং ৩-৯-০১

কোষাধ্যক্ষ
বাকৃবি, ময়মনসিংহ।

বাকৃবি এর অর্থে পরিচালিত প্রকল্প নং ৯৯/০৪/এইউ এর ২/আগাম ২৫,৫০০/- (পচিশ হাজার পাঁচশত) টাকার সমন্বয় বিলের উপস্থাপিত ক্রটিসমূহের ব্যাখ্যা নিম্নে দেয়া হলো।[২২০]

ক্রটি নং ১: ভাউচারে বিলদাখিলকারী প্রতিষ্ঠান রাজস্ব টিকিট এবং ছাপানো ফর্মে শীল মোহর লাঘিয়ে দিয়েছে।

ক্রটি নং ২: বিগত ২৮-১০-২০০০ইং (মেমো নং ৪৬ / ডিএম / প্রকল্প) তারিখে উল্লেখিত প্রকল্পের বরাদ্দকৃত বাজেট অনুযায়ী ২৫,৫০০/ টাকার ড্যায়্যাগনস্টিক কীট ক্রয়ের উদ্দেশ্যে ক্রয় পূর্ব অগ্রিম অনুমোদনের জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে মাননীয় উপাচার্য মহোদয়ের বরাবর প্রস্তাব পাঠানো হয় (কপি নং ১ / পৃষ্ঠা নং ৩)। উক্ত প্রস্তাবটি বিগত ১-১১-২০০০ ইং তারিখে ভাইস চ্যান্সেলর মহোদয়ের অনুমোদন লাভ করে। মালামাল ক্রয়ের অগ্রিম অনুমোদন লাভের পরপরই বিগত ৫-১১-২০০০ ইং তারিখ (মেমো নং ৬২(২২)/ডিএম / প্রকল্প) অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় সকল তালিকাভুক্ত সরবরাহকরী প্রতিষ্ঠান বরাবর ডাকযোগে দরপত্র আহ্বান করা হয় (কপি-২ / পৃষ্ঠা নং ১১)। সে পরিপ্রেক্ষিতে এক মাত্র প্রতিষ্ঠান সুমন সাইন্টিফিক স্টোর, কেওয়াটখালী দরপত্র (আর্নেস্ট মানিবিহীন) জমা দেয় ফলে নিয়ম অনুযায়ী উক্ত দরপত্রের কোন কার্যকারিতা থাকনো। তবে প্রকল্পের গবেষণা তথা কীট পাবার স্বার্থে উক্ত প্রতিষ্ঠানের সাথে মৌখিকভাবে আলোচনা এবং অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ম অনুযায়ী বিল সমন্বয়-সাধনের দায়িত্ব গ্রহন পূর্বক সুমন সাইন্টিফিক স্টোর প্রতিষ্ঠানকে উক্ত ড্যায়্যাগনস্টিক কীট সরবরাহ করার জন্য অনুরোধ (মেমো নং ৭০/ ডিএম, তাং ২৭-১১-২০০০ ইং) করি (কপি নং ৩ / পৃষ্ঠা নং ১২)। কিন্তু উক্ত প্রতিষ্ঠান কীট সরবরাহ করতে ব্যর্থ হয়। প্রয়োজনীয় সংশ্লিষ্ট কপি-১ (পৃষ্ঠা নং ৩) পূর্বে থেকেই বিলের সাথে সংযুক্ত রয়েছে। তবে কপি নং (পৃষ্ঠা নং ১১) এবং কপি নং ৩ (পৃষ্ঠা নং ১২) বিলের সাথে সংযোজিত করা হ'ল।

ক্রটি নং ৩: অত্র বিশ্ববিদ্যালয় এর তালিকাভুক্ত মালামাল সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের অবস্থা অনুধাবন করে উক্ত দুর্লভ কীটের পরিবর্তে প্রকল্পের গবেষণার জন্য জরুরী ভিত্তিতে অ্যান-অ্যারোবিক জার বা ব্যাকট্রেওলজিক্যাল মিডিয়া আমদানীকারক প্রতিষ্ঠানের নিকট থেকে ক্রয় করার উদ্দেশ্যে বরাদ্দকৃত ২৫,৫০০/- টাকা অগ্রিম উত্তোলনের জন্য পরিচালক, বাইরেস, বাকৃবি এর মাধ্যমে (মেমো নং ৭৫ / ডিএম / প্রকল্প, তাং ২১-১-২০০০ ইং) প্রস্তাব (পৃষ্ঠা নং ২) পাঠানো হয় (বাউরেস অফিসের চিঠি গ্রহণকারী ব্যক্তির স্বাক্ষরযুক্ত পিওন বহির ফটোকপি সংযোজিত, পৃষ্ঠা নং ১৩)। কিন্তু পরবর্তীতে বাউরেস উক্ত প্রস্তাবের কপির উপর কোন লিখিত মন্তব্য না করে এবং যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে উপাচার্য মহোদয়ের বরাবর না

পাঠিয়ে আমার নিকট এন্ট্রিবিহীন অবস্থায় ফেরত পাঠিয়ে মৌখিকভাবে জানিয়ে দেয় যে, পূর্বের চিঠিতে বাউরেসের সুপারিশ রয়েছে তাই নতুন করে আর সুপারিশ প্রয়োজন নেই। সে পরিপ্রেক্ষিতে পূর্বের অনুমোদনের কপি (কপি- ১ / পৃষ্ঠা নং ৩) এবং উক্ত নতুন প্রস্তাবের কপি (পৃষ্ঠা নং ২) সহযোগে ২৫,৫০০/- টাকা অগ্রিম উত্তোলনের জন্য হিসাব শাখায় প্রস্তাব পাঠানো হয় (মেমো নং ৭৬ / ডিএম / প্রকল্প, তাং ২৮-১-২০০১)। এরপর বিগত ২৪-২-২০০১ইং তারিখের লেখা উক্ত ২৫,৫০০/- টাকার চেক আমার হস্তগত হয়। কিন্তু ৩নং ত্রুটি অনুযায়ী দেখা যায় যে, উপচার্য মহোদয়ের ক্রয়তব্য মালামালের অনুমোদন ছাড়াই আমাকে উক্ত টাকার চেক প্রদান করা হয়েছে। সাধারণত নিয়ম অনুযায়ী ক্রয়তব্য মালামালের অনুমোদন সাপেক্ষেই অগ্রিমের চেক প্রদান করা হয়। ক্রয়তব্য মালামালের জন্য উপাচার্য মহোদয়ের অনুমোদন ব্যতীত কিভাবে আমাকে অগ্রিম চেক প্রদান করা হয়েছে তা আমার জানা নেই।

ত্রুটি নং ৪: দরপত্র আহ্বান করার প্রমাণাদির একটি কপি পৃষ্ঠা নং ৪ এ দেয়া রয়েছে। এর অতিরিক্ত কি ধরনের প্রমাণাদিও কাগজপত্রের প্রয়োজন তা উল্লেখ থাকলে আপত্তিটা যথার্থ হত। তবে অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের তালিকাভুক্ত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে ডাকযোগে দরপত্র আহ্বানের কপি পাঠানোর প্রমাণাদির জন্য ইস্যুকৃত রেজিস্ট্রার বইয়ের সংশ্লিষ্ট অংশ ফটোকপি করে (পৃষ্ঠা নং ১৪) প্রধান গবেষকের বর্তমান অবস্থা ও বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জনের জন্য পাঠানো হল।

ত্রুটি নং ৫: অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের মালামাল সরবরাহকারী তালিকাভুক্ত প্রতিষ্ঠান চাহিদা মোতাবেক মালামাল সরবরাহ করতে না পারলেও তাদের নিকট থেকে মালামাল ক্রয় করতে হবে এবং অপেক্ষাকৃত কম মূল্যে সরসরি আমদানিকারক প্রতিষ্ঠান থেকে মালামাল ক্রয় করা যাবেনা এরূপ তথ্য সংশ্লিষ্ট শাখা থেকে পূর্বে প্রধান গবেষককে অবহতি করা হয়নি বা আমার জানা ছিলনা। সুতরাং পরবর্তী পর্যায়ে গবেষণা কাজের জন্য যেন কোন উত্তোলন করতে না হয় সে দিকে অবশীই সতর্ক থাকতে সচেষ্ঠ হবো।

এমতাবস্থায় সংশ্লিষ্ট বিল খানা পাশ করার অনুরোধসহ পাঠানো হ'ল।

স্বাক্ষর/- ৩-৯-২০০১
প্রফেসর ডঃ এম. এ. সামাদ
প্রধান গবেষক, মেডিসিন বিভাগ।

পুনরায় গবেষণা প্রকল্প জমা দান প্রসঙ্গে

বাউরেস পরিচালিত বাছুরের মুত্যুর উপর গবেষণা প্রকল্পের কাজ ২০০০-২০০৩ অর্থ বছরে সম্পূর্ণ করে একটি ফাইনাল রিপোর্ট জমা দিয়ে প্রকল্পের কাজ সমাপ্ত করি। এরপর মেডিসিন বিভাগে এমএসসি ডিগ্রী করতে ইচ্ছুক কয়েকজন নতুন ছাত্র আমাকে গবেষণা প্রকল্প জমা দানের জন্য অনুরোধ করে। কারণ কোন গবেষণা প্রকল্প থাকলে এমএস ছাত্রদের ডিগ্রীর গবেষণা করা সহজ হয়। ছাত্রদের কথায় আমার মন সাই দিল না। কারণ অভিজ্ঞতায় বলছে শিক্ষক নেতা ছাড়া বাউরেস এর কোন গবেষণা প্রকল্প সাধারণ শিক্ষকের পাবার কথা নয়। তাছাড়া পূর্বের সহযোগী পরিচালক এখন আর সে অবস্থায় নাই। এমতাবস্থায় গবেষণা প্রকল্প জমা দেয়া আর না দেয়া একই অর্থ দাঁড়াবে। তবুও এমএস ছাত্রদের অনুরোধে একটি গবেষণা প্রকল্প (Evaluation of commercial poultry vaccines) বাকৃবি-এর বাউরেস-এ জমা দিই (মেমো নং ৭০৯ / ডিএম, তাং ৩-৭-০৩)। প্রস্তাবিত পোল্ট্রি ভ্যাকসিনের উপর গবেষণা প্রকল্পের ফলাফল মেডিসিন বিভাগ কর্তৃক প্রস্তাবিত এমএস ইন এভিয়ান মেডিসিন বিষয়ে প্রস্তাবের কারিকুলামের ফলাফলের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। তাই এমএস ইন এভিয়ান মেডিসিন বিষয়ে আলোচনা করার পর প্রস্তবিত গবেষণা প্রকল্পের ফলাফল উল্লেখ করা হবে।

এমএস ইন এভিয়ান মেডিসিন বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী চালুর প্রস্তাব

বাকৃবি-এর ভেটেরিনারি অনুষদের দু'টি শিক্ষা বিভাগ থেকে দু'টি করে এমএস ডিগ্রী অফার করে যেমন- সার্জারি এন্ড অবস্টেট্রিক্স বিভাগ থেকে এম এস ইন সাজারি এবং এমএস ইন থেরিওজেনলজি, মাইক্রোবায়লজি এন্ড হাইজিন বিভাগ থেকে এমএস ইন মাইক্রোবায়লজি এবং এমএস ইন ভেটেরিনারি পাবলিক হেলথ এন্ড ফুড হাইজিন। উল্লেখ্য, ভেটেরিনারি পাবলিক হেল্ এন্ড ফুড হাইজিন বিষয়টি সম্পূর্ণ এপিডেমিওলজি এবং প্রিভেন্টিভ মেডিসিনের কোর্স। তাই এমএস ইন ভেটেরিনারি পাবলিক হেলথ এন্ড ফুড হাইজিন ডিগ্রী মেডিসিন বিভাগ থেকেই অফার করার কথা। বিদেশে যেমন ভারতে অফার করা হয় মেডিসিন বিভাগ থেকে অথবা এপিডেমিওলজি এন্ড পাবলিক হেলথ নাম করণে পৃথক বিভাগ থেকে। উল্লেখ্য, কোন জোয়লজি বিভাগ এমবিবিএস ডিগ্রী অফার করলে তার ব্যবহারিক গুরুত্ব যেমন হবে তেমনি প্রি-ক্লিনিক্যাল সায়েন্স বিভাগ থেকে ভেটেরিনারি পাললিক হেলথ্ বিষয়ের মত অ্যাপ্লায়েড ডিগ্রী অফার করলে প্রি-ক্লিনিক্যাল মর্যদা পাবে। এই অবস্থা হবার মূল কারণ মূলত ব্যক্তি ও বিভাগের স্বার্থ।

বাকৃবি-তে মেডিসিন বিভাগ থেকে শুধুমাত্র একটি এমএস ইন মেডিসিন ডিগ্রী অফার করা হয়। সম্প্রতি বাংলাদেশে পোল্ট্রি শিল্পের ব্যাপক প্রসার ঘটলেও পোল্ট্রি বা এভিয়ান এর উপর বাংলাদেশে কোন স্নাতকোত্তর ডিগ্রী প্রদান করা হয়না। তাই মেডিসিন বিভাগ বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় গ্র্যাজুয়েট ভেটেরিনারিয়ানদের এমএস ইন এভিয়ান মেডিসিন বিষয়ে একটি ডিগ্রী অফার করার জন্য মেডিসিন বিষয়ের বোর্ড অব স্টাডিজ এমএস ইন মেডিসিন বিষয়ে একটি কারিকুলাম সুপারিশ করে।[২২১] সে পরিপ্রেক্ষিতে বাকৃবি-এর ভেটেরিনারি অনুষদের ডিন ২৬-১২-২০০২ তারিখে একটি জরুরী অনুষদীয় সভা আহ্বান করেন।[২২২] ২৬-১২-২০০২ তারিখের সভার পর ২৭-৫-২০০৩ তারিখে ভেটেরিনারি অনুষদের ৯০তম সভা অনুষ্ঠিত হয়[২২৩] এবং উক্ত সভায় সংশ্লিষ্ট আলোচ্য বিষয়- ৩ সম্বন্ধে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।[২২৪]

মেডিসিন বিভাগ

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ।[২২১]

মেমো নং ২৪৫ / ডিএম তারিখ ঃ ২১-১২-২০০২

বরাবর ডিন,
ভেটেরিনারি অনুষদ
বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ।

বিষয়: এমএস ইন এভিয়ান মেডিসিন এর প্রস্তাবিত কোর্স কারিকুলাম প্রেরণ প্রসংগে।

প্রিয় মহোদয়,

আপনার সদয় অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, বিগত ১৭-১১-২০০২ ইং তারিখে অনুষ্ঠিত মেডিসিন বিভাগীয় পাঠ্য পর্যদের ১৫৮ তম সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এতদসংগে এমএস ইন এভিয়ান মেডিসিন-এর প্রস্তাবিত কোর্স কারিকুলাম প্রেরণ করা হ'ল। এমতাবস্থায় উক্ত বিষয়ে প্রয়োজনীয় কার্য ব্যাবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হল।

স্বাক্ষর/- ২১-১২-০২
(প্রফেসর ডঃ মোজাহিদ উদ্দিন আহমেদ)
প্রধান, মেডিসিন বিভাগ।

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ।[২২২]

বিজ্ঞপ্তি

আগামী ২৬-১২-২০০২ তারিখ সকাল ১০.৩০ (সাড়ে দশ) ঘটিকায় ভেটেরিনারি অনুষদের একটি জরুরী অনুষদীয় সভা, অনুষদীয় সভা কক্ষে অনুষ্ঠিত হবে। সভায় সময়মত উপস্থিত থাকার জন্য সম্মানিত সদস্যবৃন্দকে বিশেষভাবে অনুরোধ জানানো হলো।

আলোচ্য বিষয় ঃ ১(ক) ২০০২-২০০৩ শিক্ষা সালে ১ম সেমিস্টারের ভর্তিকৃতব্য ছাত্র/ছাত্রীদের কোর্স ফি নিধারন প্রসংগে।

আলোচ্য বিষয় ঃ ১(খ) এমএস ইন মেডিসিন এর প্রস্তাবিত কোর্স কারিকুলার উপর আলোচনা প্রসংগে।

স্বাক্ষরিত/-
ডিন, ভেটেরিনারি অনুষদ।

মেমো নং ২০৬৭(৭০) / ভেটঃ অনুঃ তারিখ ঃ ২৩-১১-২০০২

অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরিত হলো:

১-৯) বিভাগীয় প্রধান / পরিচালক, --------------------- বিভাগ।
১০-৬৯) ------------------- প্রফেসর/সহযোগী প্রফেসর, ----------------বিভাগ।
৭০) সহকারী রেজিস্ট্রার, উপাচার্য সচিবালয়, মাননীয় উপাচার্য মহোদয়ের সদয় জ্ঞাতার্থে।

স্বাক্ষরিত/- ২৩-১২-২০০২
(প্রফেসর ডঃ মনোজ মোহন সেন)
ডিন, ভেটেরিনারি অনুষদ।

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ।[২২৩]

বিজ্ঞপ্তি

আগামী ২৭-৫-২০০৩ তারিখ বেলা ১০.৩০ (সাড়ে দশ) ঘটিকায় ভেটেরিনারি অনুষদের ৯০ তম অনুষদীয় সভা, অনুষদীয় সভা কক্ষে অনুষ্ঠিত হবে। সভায় সময়মত উপস্থিত থাকার জন্য অনুষদীয় সভার সম্মানিত সদস্যবৃন্দকে বিশেষভাবে অনুরোধ জানানো হলো।

আলোচ্য বিষয় - ১:
আলোচ্য বিষয় - ২:
আলোচ্য বিষয়-৩: এমএস ইন এভিয়ান মেডিসিন এর প্রস্তাবিত কোর্স কারিকুলাম প্রসংগে।
আলোচ্য বিষয় - ৪: বিবিধ

স্বাক্ষরিত/-
ডিন, ভেটেরিনারি অনুষদ।

মেমো নং ৪৩৮(৭০) / ভেটঃ অনুঃ তারিখ ঃ ২০-৫-২০০৩

অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরিত হলো:

(১-৯) বিভাগীয় প্রধান / পরিচালক, মেডিসিন --------------------- বিভাগ।
(১০-৬৯) ----------------- প্রফেসর/সহযোগী প্রফেসর, ---------------- বিভাগ।
(৭০) সহকারী রেজিস্ট্রার, উপাচার্য সচিবালয়, মাননীয় উপাচার্য মহোদয়ের সদয় জ্ঞাতার্থে।

স্বাক্ষরিত/- ২০-৫-২০০৩
(প্রফেসর ডঃ মনোজ মোহন সেন)
ডীন, ভেটেরিনারি অনুষদ।

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ।[২২৪]

২৭-৫-২০০৩ তারিখে ভেটেরিনারি অনুষদের ৯০তম অনুষদীয় সভা নিম্ন বর্ণিত বিষয়ের উপর আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য অনুষ্ঠিত হয়। সভায় অনুষদীয় ডিন প্রফেসর ডঃ মনোজ মোহন সেন মহোদয় সভাপতিত্ব করেন। ডিন মহোদয় অনুষদীয় সভার নবগত সদস্যদের এবং নবগত প্রফেসর, সহযোগী প্রফেসরসহ উপস্থিত সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন।

সভায় উপস্থিত ঃ হাজিরা খাতা অনুযায়ী।

আলোচ্য বিষয়- ৩: এমএস ইন এভিয়ান মেডিসিন এর প্রস্তাবিত কোর্স কারিকুলাম প্রসংগে।

সিদ্ধান্ত নং ৩: বিষয়টির উপর দীর্ঘক্ষণ বিস্তারিত আলোচনা করার পর দেশের প্রেক্ষাপটে চাহিদার উপর লক্ষ্য রেখে এমএস ইন এভিয়ান মেডেসিন / পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা কোর্স প্রদান করার বিষয়ে নিম্নলিখিত শিক্ষকবৃন্ধের সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন করা হয়। সংশ্লিষ্ট কমিটি নিম্নলিখিত বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে আগামী ৩১শে জুলাই/২০০৩ তারিখের মধ্যে অনুষদীয় ডিন মহোদয়ের বরাবরে সুপারিশ পেশ করবেন:

(১) নামকরণ: এমএস ইন এভিয়ান মেডিসিন / পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা / এমএস ইন পোল্ট্রি হেলথ ম্যানেজমেন্ট ইত্যাদি।
(২) ডিগ্রী / ডিপ্লোমার সময়সীমা নির্ধারণ।
(৩) আর্থিক উৎস।

কমিটি:

(১) প্রফেসর ডঃ মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান, স্বাস্থ্য ও জীবাণুবিদ্যা বিভাগ - আহবায়ক।
(২) প্রফেসর ডঃ মোঃ জহুরুল করিম, প্যারাসাইটোলজি বিভাগ - সদস্য।
(৩) প্রফেসর ডঃ মোঃ রফিকুল ইসলাম, প্যাথলজি বিভাগ - সদস্য।
(৪) প্রফেসর এ. কে. এম. ফজলুল হক, মেডিসিন বিভাগ - সদস্য।
(৫) প্রফেসর ডঃ মোহাম্মদ শামছুদ্দিন, সাজারি ও অবস্ট্রেট্রিক্স বিভাগ। - সদস্য।

মেমো নং ৪৯২(৭০)/ ভেটঃ অনুঃ তারিখ ঃ ১-৬-২০০৩

স্বাক্ষরিত/- ২০-৫-২০০৩
(প্রফেসর ডঃ মনোজ মোহন সেন)
ডিন, ভেটেরিনারি অনুষদ।

প্রথম সুপারিশ[২২৫]

ভেটেরিনারি অনুষদের অনুষদীয় সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক এমএস ইন এভিয়ান মেডিসিন / পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা কোর্স প্রদান করার বিষয়ে গঠিত কমিটির সুপারিশ:

(১) কার্য পরিধি: এমএস ইন এভিয়ান মেডিসিন / পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা কোর্স প্রদান বিষয়ে গঠিত কমিটির সুপারিশ প্রদান।

(২) কমিটির পর্যবেক্ষণ (Observation): এ কমিটি বিভিন্ন সময়ে মোট ৪ (চার)টি সভায় মিলিত হয়ে বিষয়টির উপর বিস্তারিত আলোচনা করে নিম্নোক্ত পর্যবেক্ষণ রাখে।

(ক) বাংলাদেশে বর্ধিত হারে পোল্ট্রি শিল্প স্থাপনাসহ এর সঠিক উন্নয়নের জন্য স্নাতকোত্তর পর্যায়ে একটি কোর্স / শিক্ষা প্রদানের সুয়োগ সৃষ্টি করা অত্যন্ত জরুরী।

(খ) মেডিসিন বিভাগ থেকে প্রস্তাবিত এমএস ডিগ্রী এ চাহিদা পূরণের জন্য যথেষ্ঠ নয়।

(গ) ভেটেরিনারি অনুষদের যে কোন ১ (এক)টি বিভাগ থেকে এ ধরনের ডিগ্রী প্রদান বাস্তবতার নিরিখে সম্ভব নয়।

(ঘ) বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রচলিত নিয়মে একাধিক বিভাগের সমন্বয়ে এমএস ডিগ্রী প্রদান সম্ভব নয়। তবে অনুষদের আওতায় একটি Poultry health management Network গঠন করে এর আওতায় ডিগ্রী সম্ভব হতে পারে।

(ঙ) Network এ অন্তভূক্ত শিক্ষকগনের মধ্য থেকে ১ (এক) সিনিয়রিটির ভিত্তিতে আবর্তন পদ্ধতিতে ২ (দুই) বৎসরের জন্য কো-অডিনেটর এর দায়িত্ব পালন করবেন।

(চ) প্রাথমিক পর্যায়ে Network থেকে ১০০% Cost recovery ভিত্তিতে ৮ (আট) সপ্তাহ ব্যাপী একটি Intensive training programme on Poultry Health Management প্রবর্তনের ব্যবস্থা নেয়া হোক।

(ছ) Network এর দাপ্তরিক কাজে আপাততঃ অনুষদীয় অফিসের সাহায্য নেয়া হোক।

স্বাক্ষর/-
(প্রফেসর ডঃ মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান)
আহবায়ক, সংশ্লিষ্ট কমিটি

সংশ্লিষ্ট কমিটি
(১) প্রফেসর ডঃ মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান, স্বাস্থ্য ও জীবাণুবিদ্যা বিভাগ - আহবায়ক।
(২) প্রফেসর ডঃ মোঃ জহুরুল করিম, প্যারাসাইটোলজি বিভাগ - সদস্য।
(৩) প্রফেসর ডঃ মোঃ রফিকুল ইসলাম, প্যাথলজি বিভাগ - সদস্য।
(৪) প্রফেসর এ. কে. এম. ফজলুল হক, মেডিসিন বিভাগ - সদস্য।
(৫) প্রফেসর ডঃ মোহাম্মদ শামছুদ্দিন, সাজারি ও অবস্ট্রেট্রিক্স বিভাগ। - সদস্য।

দ্বিতীয় সুপারিশ[২২৬]

১. MS in Poultry health management এ ডিগ্রী প্রদানের লক্ষ্যে ভেটেরিনারি অনুষদ থেকে একটি Network গঠন করা হোক। এ Network এ নিম্নলিখিত বিভাগগুলো অন্তভূক্ত করা হোক।

- Medicine
- Microbiology and Hygiene
- Parasitology
- Pahtology

ক. উপরোক্ত বিভাগসমূহ থেকে যে সমস্ত শিক্ষকের Poultry health management এর উপর Significant contribution রয়েছে (বিগত ৫ বছরের ধারাবাহিক প্রকাশনা ইত্যাদি) তাদেরকে Network এর সাথে জড়িত করা হোক।

খ. সিনিয়রিটি ভিত্তিতে Course teacher এর মধ্য থেকে একজন শিক্ষক Network এর Coordinator এর দায়িত্ব দেয়া হোক।

গ. উপরোক্ত Network থেকে MS in Poultry health management degree offer করার ব্যবস্থা করা হোক।

২. Network থেকে প্রাথমিকভাবে ৮ সপ্তাহ ব্যাপী একটি Intensive training programme on Poultry health management এর ব্যবস্থা করা হোক। এ ট্রেনিং প্রগ্রাম হবে ১০০% cost recovery ভিত্তিতে।

৩. Network এর দাপ্তরিক কাজে আপাততঃ ডীন অফিসের সাহায্য নেয়া হোক।

স্বাক্ষর/-
(প্রফেসর ডঃ মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান)
আহবায়ক, সংশ্লিষ্ট কমিটি

সংশ্লিষ্ট কমিটি
(১) প্রফেসর ডঃ মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান, স্বাস্থ্য ও জীবাণুবিদ্যা বিভাগ - আহবায়ক।
(২) প্রফেসর ডঃ মোঃ জহুরুল করিম, প্যারাসাইটোলজি বিভাগ - সদস্য।
(৩) প্রফেসর ডঃ মোঃ রফিকুল ইসলাম, প্যাথলজি বিভাগ - সদস্য।
(৪) প্রফেসর ডঃ মোহাম্মদ শামছুদ্দিন, সাজারি ও অবস্ট্রেট্রিক্স বিভাগ। - সদস্য।

ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ

(১) এমএস ইন এভিয়ান মেডিসিন সংক্রান্ত কমেটি গঠনের বৈধতা প্রসঙ্গে।

●প্রথমত বাকৃবি-এর প্রচলিত নিয়ম (অর্ডিন্যান্স) অনুযায়ী কোন বিভাগ কোন নতুন বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী (এমএস) অফার করার প্রধান ক্রাইটেরিয়া বা শর্ত হল সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্নাতক শ্রেণিতে কম পক্ষে ১০০ নম্বরের একটি কোর্স থাকতে হবে। উল্লেখ্য, ভেটেরিনারি অনুষদের ডিভিএম কারিকুলামে সম্পূর্ণরূপে পোল্ট্রি বিষয়ের উপর মাত্র দু'টি কোর্স (VPATH 411, 412 : Poultry Pathology ; VM 423, VM 424 : Poultry Medicine) চালু রয়েছে। তাই বাকৃবি-এর প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী উক্ত দু'টি বিভাগ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী অফার করতে পারে। যেমন এমএস ইন পোল্ট্রি প্যাথলজি এবং এমএস ইন পোল্ট্রি মেডিসিন বা এভিয়ান মেডিসিন। বাকৃবি-এর প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী কোন বিভাগ কোন কোর্স বা ডিগ্রী অফার করার ব্যবস্থা করতে সক্ষম হলে সংশ্লিষ্ট বোর্ড অব স্ট্যাডিজ তা নিরূপণ করে প্রস্তাব করে এবং সে প্রস্তাব অনুষদীয় সভায় আলোচনা করে একাডেমিক কাউন্সিলে আলোচনার জন্য সুপারিশ করার কথা। কিন্তু বিয়টির সিদ্ধান্তের জন্য গঠিত হল একটি কমিটি যা বাকৃবি-এর প্রচলিত নিয়মের পরিপন্থি।

●দ্বিতীয়ত মেডিসিন বিভাগে এমএস ইন এভিয়ান মেডিসিন ডিগ্রী চালু করার প্রস্তাবে ভেটেরিনারি অনুষদীয় সভায় যেসব সদস্য প্রকাশ্যভাবে উক্ত প্রস্তাবের বিরুদ্ধে বক্তব্য রাখেন তাদের দিয়েই গঠিত করা হয় সেই কমিটি এমনকি সে কমিটির আহ্বায়ক। যে সদস্য প্রকাশ্যে কোন বিষয়ের উপর মতামত প্রকাশ করেছেন তাকে সে কমিটির আহ্বায়ক করার অর্থ পরিষ্কার এবং যুক্তিসংগত নয়। অপরদিকে যে সদস্য সংশ্লিষ্ট বিষয়ে তাঁর সুনির্দিষ্ট মতামত ব্যাক্ত করেছেন তখন সংশ্লিষ্ট কমিটির সদস্য বা আহ্বায়ক হবার প্রস্তাব আসলে তাঁরই জানিয়ে দেয়া দায়িত্ব যে সংশিষ্ট বিষয়ে সে মতামত প্রকাশ করেছে। তাই সে নিরপেক্ষ দলভুক্ত নয়। সে অবস্থায় তিনি হলেন উক্ত কমিটির আহ্বায়ক।

(২) এমএস ইন এভিয়ান মেডিসিন সংক্রান্ত কমিটির পর্যবেক্ষণ বিশ্লেষণ

●পর্যবেক্ষণ (ক) : 'বাংলাদেশে বর্ধিত হারে পোল্ট্রি শিল্প স্থাপনাসহ এর সঠিক উন্নয়নের জন্য স্নাতকোত্তর পর্যায়ে একটি কোর্স / শিক্ষা প্রদানের সুয়োগ সৃষ্টি করা অত্যন্ত জরুরী।'

বিশ্লেষণ: কমিটি স্বীকার করছে যে বাংলাদেশে পোল্ট্রি মেডিসিন বা এভিয়ান মেডিসিন বিশেষজ্ঞ অত্যাবশ্যক। তাই মেডিসিন বিভাগের প্রস্তাবিত এমএস ইন এভিয়ান মেডিসিন যুগোপযগী এবং বাস্তবসম্মত প্রস্তাব।

●পর্যবেক্ষণ (খ) মেডিসিন বিভাগ থেকে প্রস্তাবিত এমএস ডিগ্রী এ চাহিদা পূরণের জন্য যথেষ্ট নয়।

বিশ্লেষণ: কমিটি উল্লেখ করতে সক্ষম হননি এমএস ডিগ্রীর চাহিদা কি? কমিটি হয়তো মনে করে থাকতে পারে এমএস ইন পোল্ট্রি ভেটেরিনারি অনুষদ। সেক্ষেত্রে মেডিসিন বিভাগ চাহিদা পূরণ করার কথা নয়। কিন্তু মেডিসিন বিভাগের বোর্ড অব স্ট্যাডিজ প্রস্তাব করেছে এমএস ইন এভিয়ান মেডিসিন যার প্রয়োজনীয় চাহিদা মিটাতে মেডিসিন বিভাগ সক্ষম। তবে কমিটি এরূপ পর্যবেক্ষণ করার হেতু কি? আমার ধারণা উক্ত কমিটির কোন সদস্যই শিক্ষা জীবনে প্রোল্ট্রি মেডিসিন বিষয়ের উপর কোন কোর্স করেননি। প্রোল্ট্রির অন্য কোন বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হয়ে থাকলেও স্বশিক্ষায় বিশেষজ্ঞ হয়েছেন। এমতাবস্থায় যে বিভাগে পোল্ট্রি মেডিসিন এর স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর

পর্যায়ে কোর্স অফার করা হয় এবং যে বিভাগে শিক্ষখগণ পোল্ট্রি রোগের উপর গবেষণা করছেন সে বিভাগের শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম সমন্ধে অবগত না হয়ে বিরূপ মন্তব্য সত্যিই দুঃখজনক।

পর্যবেক্ষণ (গ) থেকে (ঙ) উপরে উল্লেখ করা হয়েছে।

বিশ্লেষণ: বাকৃবি-এর প্রচলিত অর্ডিন্যান্সে বহিভূত পর্যবেক্ষণ করার কারণে বাস্তবতার সাথে কোন সম্পর্ক না থাকায় বিশ্লেণের কোন সুযোগ নেই।

(৩) এমএস ইন এভিয়ান মেডিসিন সংক্রান্ত কমেটি প্রথম এবং দ্বিতীয় পর্যায়ের সুপারিশ প্রসঙ্গে।

দু'টি পর্যায়ের মূল সুপারিশ হল. 'ভেটেরিনারি অনুষদের চারটি বিভাগের (Medicine, Microbiology and Hygiene, Parasitology, Pathology) মধ্যে নেটওয়ার্ক সৃষ্টির মাধ্যমে ভেটেরিনারি অনুষদ থেকে দাপ্তরিক কাজ নিয়ন্ত্রণ করে এমএস ইন পোল্ট্রি হেলথ ম্যানেজমেন্ট ডিগ্রী অফার করতে হবে।'

বিশ্লেষণ: বাকৃবি-এর প্রচলিত অর্ডিন্যান্স অনুযায়ী পৃথক পৃথক বিভাগ থেকে পৃথক পৃথক স্নাতকোত্তর ডিগ্রী অফার করে। অপরদিকে কোন অনুষদ থেকে কোন স্নাতকোত্তর ডিগ্রী অফার করার নিয়ম নাই। এমতাবস্থায় চারটি বিভাগ থেকে একটি স্নাতকোত্তর ডিগ্রী অফার করার প্রস্তাব বাকৃবি-এর অডিন্যান্স পরিপন্থি। তাই এধরনের সুপারিশ অবাস্তব এবং অ-যোক্তিকই নয় বরং বাকৃবি-এর জন্য অগ্রহনযোগ্যও বটে।

উল্লেখ্য, ভেটেরিনারি অনুষদ আটটি বিভাগ নিয়ে গঠিত। প্রতি বিভাগের কার্য পরিধির মধ্যে স্বাতন্ত্র থাকার কারণেই পৃথক বিভাগ হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। যেমন মাইক্রবায়লজি বিভাগ জীবাণু, প্যারাসাইটলজি বিভাগ পরজীবি, প্যাথলজি বিভাগ রোগ নির্ণয় (ময়না তদন্ত) এবং মেডিসিন বিষয়ে রোগাক্রান্ত পশুপাখি রোগ নিরূপণ ও চিকিৎসা এবং সুস্থ পশুপাখির রোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ বিষয়ে স্টাডি করা। তাই পোল্ট্রি মেডিসিন বা এভিয়ান মেডিসিন বিষয়ের মূল কার্যপরিধি পোল্ট্রি বা পাখির রোগ নিরূপণ, চিকিৎসা, প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ বিষয়ে জ্ঞান দান। সেক্ষেত্রে স্নাতকোত্তর ডিগ্রীর নামকরণ এমএস ইন এভিয়ান মেডিসিন অথবা পোল্ট্রি হেলথ ম্যানেজমেন্ট রাখা এক কথা নয়। তবে পৃথিবীর বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় 'পোল্ট্রি হেলথ ম্যানেজমেন্ট' একটি প্রোগ্র্যাম হিসেবে এবং এমএস ইন এভিয়ান মেডিসিন ডিগ্রী হিসেবে ব্যবহার করেছে (Master of Avian Medicine, The University of Geirgia, USA; Mississippi State University, USA)। অবশ্য উভয় নামকরণে রোগাক্রান্ত ও সুস্থ পাখির স্বাস্থ্য বিষয়ক অলোচনা করা হয়। আর মেডিসিন বিষয় বা বিভাগে রোগাক্রান্ত ও সুস্থ পাখির স্বাস্থ্য বিষয়ে অলোচনা করে। অপরদিকে অন্য তিনটি বিভাগে রোগের কারণ ও গবেষণাগারে রোগ নির্ণয় সম্পর্কে আলোচনা বা জ্ঞান দান করা হয়। এমনকি প্যারাসাইটলজি বিভাগ এবং মাক্রোবায়লজি ও হাইজিন বিভাগ থেকে পোল্ট্রি বিষয়ের উপর স্নাতক শ্রেণিতে কোন কোর্স অফার করেনা। এমতাবস্থায় উক্ত কমিটির প্রি-ক্লিনিক্যাল বিভাগের সদস্যগণ মেডিসিন বিভাগের কার্যক্রমে কেন অন্তর্ভূক্ত হতে আগ্রহ দেখিয়ে মেডিসিন বিভাগে যাতে কোন ক্রমেই এমএস ইন এভিয়ান মেডিসিন বিষয়ে ডিগ্রী প্রদান করার ব্যবস্থা না হয় সেভাবে সুপারিশ করলেন?

আমার ধারণায় প্রধান কারণগুলি নিম্নরূপ

- প্রথমত মেডিসিন বিভাগের শিক্ষকদের রাজনৈতিকভাবে দুর্বলতার সুযোগে মেডিসিন বিষয়ের কোর্স প্রি-ক্লিনিক্যাল বিভাগে দখল করে পড়ানোর ব্যবস্থা করা। যেমন ভেটেরিনারি অনুষদের ডিভিএম কারিকুলামের প্রিভেন্টিভ ভেটেরিনরি মেডিসিনের দু'টি কোর্স (VMH 311,312 : Animal and Poultry Hygiene and Management ; VMH 511 : Veterinary Public Health) এখনও একটি প্রি-ক্লিনিক্যাল বিভাগ অফার করে। তাই এভিয়ান মেডিসিন বিষয়ের মত যুগোপযোগী কোন কোর্স দখল বা অংশ বিশেষ দখল করতে পারলে ব্যক্তি এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগের আরও শিক্ষক নিয়োগ ও আর্থিকভাবে লাভবান হওয়া যায়।
- দ্বিতীয়ত একই পদ্ধতিতে মেডিসিন বিভাগের কোর্স দখলের পাশাপাশি স্পেসও দখল সহজতর হয়। যার ফলশ্রুতিতে মেডিসিন বিভাগের শিক্ষা ও কার্যক্রম ব্যবহত হচ্ছে। ফলে ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে বাকৃবি থেকে ডিগ্রীপ্রাপ্ত ভেটেরিনারি মেডিকেল ডিগ্রীধারীগণ, বিশ্ববিদ্যালয় এবং সর্বোপরি দেশ।
- তৃতীয়ত প্রচলিত রীতি অনুযায়ী ভেটেরিনারি মেডিক্যাল প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন বিভাগের নাম প্রি-ক্লিনিক্যাল থেকে আরম্ভ করে ক্লিনিক্যাল পর্যন্ত ক্রমানুসারে লেখা হবার নিয়ম। কিন্তু একই কারণে বাকৃবি-এর ডায়েরি থেকে আরম্ভ করে বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল পর্যায়ের রেকর্ডে লেখা রয়েছে মেডিসিন এবং সার্জারি বিভাগের পরে প্রি-ক্লিনিক্যাল মাইক্রোবায়লজি এন্ড হাইজিন বিভাগের নাম।
- চতুর্থত মেডিসিন বিভাগে এমএস ইন এভিয়ান মেডিসিন ডিগ্রী অফার করার ব্যবস্থা হলে এপর্যন্ত যে সব প্রি-ক্লিনিক্যাল বিভাগের শিক্ষকগন পোল্ট্রি মেডিসিন বিষয়ের উপর যে গবেষণা করছিল তার একটা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হবার সম্ভবনা থাকে। তাই যে কোন মূল্যে হোক মেডিসিন বিভাগ থেকে এভিয়ান মেডিসিন বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী প্রদানের প্রস্তাব বাতিল করতে হবে। অপরদিকে বাংলাদেশে পোল্ট্রি মেডিসিনের উপর যতদিন বিশেষজ্ঞ তৈরি না হবে ততোদিন প্রি-ক্লিনিক্যাল বিভাগের শিক্ষকগণ পোল্ট্রি ডিজিজ বিশেষজ্ঞ হিসেবে প্রমান করতে চেষ্টা করতে পারবে। কিন্তু বিদেশের মত দেশে এভিয়ান বা পোল্ট্রি মেডিসিন বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রীধারী থাকলে সে সুযোগ আর থাকবেনা।
- পঞ্চমত বাংলাদেশে ভেটেরিনারি পেশায় ডিভিএম (ডক্টর অব ভেটেরিনারি মেডিসিন) ডিগ্রী প্রদান করা হয়। স্বভাবত ডিভিএম ডিগ্রী প্রদানের ক্ষেত্রে মেডিসিন বিভাগের গুরুত্বই অধিক। তাই বাস্তবে ভেটেরিনারি অনুষদের অধিকাংশ শিক্ষক মেডিসিন বিভাগকে সবদকি থেকে দাবিয়ে রাখতে সচেষ্ঠ থাকে। উদাহরস্বরূপ বলা যায় যে, বিগত জুন ২০০৭ এর বাকৃবি-এর ভেটেরিনারি অনুষদ একটি ব্রশূর (Brochure) প্রকাশ করে। উক্ত ব্রশূরে ভেটেরিনারি অনুষদের আটটি বিভাগের মধ্যে সাতটি বিভাগের ছবিসহ গবেষণাগার ও কার্যক্রমরে উপর তথ্য দেয়া হলেও মেডিসিন বিভাগের কোন তথ্য দেয়া হয়নি।

মেডিসিন বিভাগের প্রস্তাবিত এমএস ইন এভিয়ান মেডিসিন ডিগ্রী প্রদানের বিরুদ্ধে কমিটির সুপারিশ মনে করিয়ে দেয় যে, বাকৃবি-এর আটটি বিভাগযুক্ত ভেটেরিনারি অনুষদের পরিবর্তে রাজশাহী

বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ডিপার্টমেন্ট অব অ্যানিম্যাল হাজব্রান্ড্রি এন্ড ভেটেরিনারি সায়েন্স' থেকে এমএস ইন এভিয়ান মেডিসিন বিষয়ে ডিগ্রী অফার করা সহজ হবে। তাই ভেটেরিনারি পেশা তথা দেশের স্বার্থের কথা বিবেচনা করলে ভেটেরিনারি অনুষদ বা ভেটেরিনারি বিশ্ববিদ্যালয় অপেক্ষা বাংলাদেশের পেক্ষাপটে একটি বিভাগ পদ্ধতি অধিক কার্যকর। ব্যক্তিগত ও বিভাগের স্বার্থে বিরোধিতার কারণে বাকৃবি থেকে পোল্ট্রি মেডিসিন বিষয়ে বিশেষজ্ঞ তৈরি করা সম্ভবপর হলনা। অর্থাৎ নিজের নাক কেটে অন্যের যাত্রাভঙ্গ করার মত এরূপ একটি আত্মঘাতী সিদ্ধান্তের ফলে শুধু মেডিসিন বিভাগ বা ভেটেরিনারি অনুষদ বা বাকৃবিকে বঞ্চিত করা হল তাই নয় বরং দেশ হল পোল্ট্রি বিশেষজ্ঞ তৈরি থেকে বঞ্চিত। ফলশ্রুতিতে পোল্ট্রি বিশেষজ্ঞহীন বাংলাদেশে কেবলমাত্র একটি এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগের কবলে পোল্ট্রি শিল্প আজ বিপন্ন।

বাকৃবি-এর বাউরেস-এ জমা দানকৃত গবেষণা প্রকল্পের পরিণিতি

যে শিক্ষক নেতা মেডিসিন বিভাগের এভিয়ান মেডিসিন বিষয়ে এমএস ডিগ্রীর প্রস্তাবের পর্যালোচনা কমিটির সভাপতি হয়ে উক্ত প্রস্তাবের বিরুদ্ধাচারণ করেন বাউরেস তাঁকেই আমার পোল্ট্রি ভ্যাকসিনের গবেষণা প্রকল্পের রিভিউয়ার করে। আমার গবেষণা প্রকল্পে একটি মাত্র কমেন্ট করেন। আর সেটা হল, 'গবেষণা প্রকল্পটি মাইক্রোবায়লজি এবং প্যারাসাইটলজি বিভাগের সমন্বয়ে মেডিসিন বিভাগকে পরিচালনা করতে হবে।' উল্লেখ্য, পোল্ট্রির ভাইরাস এবং ব্যাকটেরিয়াল ভ্যাকসিন মুল্যায়নের প্রকল্পের সাথে প্যারাসাইটলজি বিভাগের কোন সম্পর্ক নেই। অপরদিকে গবেষণা প্রকল্পে কোন ভ্যাকসিন প্রস্তুত করার পরিকল্পনা ছিলনা। তবে প্যারাসাইটলজি বিভাগ এবং মাইক্রোবায়লজি বিভাগের শিক্ষকগণ এই ভ্যাকসিন মূল্যায়ন প্রকল্পে কিভাবে ভূমিকা রাখবেন পুনরায় বাউরেসের মাধ্যমে রিভিউয়ারের নিকট জানতে চাইলে আসল রহস্য ফাঁস হয়ে যায় (মেমো নং ৭৫৪ / ডিএম, তাং ১৭-৭-০৩)। সুতরাং উক্ত প্রকল্পের রিভিউয়ারের মূল উদ্দেশ্য হল, মেডিসিন বিভাগে যাতে কোন ক্রমে এমএস ইন এভিয়ান মেডিসিন বিষয়ের স্নাতকোত্তর ডিগ্রী চালু না হয় এবং মেডিসিন বিভাগ যাতে পোল্ট্রি মেডিসিন-এর উপর কোন গবেষণা করতে না পারে তার ব্যবস্থা করা। আরও উল্লেখ্য, মাইক্রোবায়লজি বিভাগের একজন প্রাক্তন প্রফেসরের কারণে ভেটেরিনারি পেশা দু'ভাগে বিভক্ত, একজন প্রফেসর এক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হয়ে পৃথিবী থেকে বিলুপ্ত ভেটেরিনারি ডিগ্রী বিএসসি (ভেট. সায়েন্স এন্ড এএইচ) পুনরায় চালুকরণ এবং রিভিউয়ার প্রফেসর মাইক্রোবিয়াল ভ্যাকসিন মূল্যায়নে প্যারাসাইটোলিজির গবেষককে অন্তর্ভুক্তকরণ সপারিশ করা কিধরণের স্বার্থপরতা তা আমার জনা নেই।

ভেটেরিনারি পেশার পুস্তক প্রকাশনা প্রসঙ্গে

১৯৮৪ সনের শেষ দিকে 'দি বাংলাদেশ ভেটেরিনারিয়ান' বুলেটিন সম্পাদনা এবং প্রথম ইস্যু প্রকাশ করার পর মনে হচ্ছিল যে ভেটেরিনারি পেশার বইসহ বিভিন্ন প্রকাশণার উপর গুরুত্ব দেয়া প্রয়োজন। সে পরিপ্রেক্ষিতে বাকৃবিসহ দেশের বিভিন্ন গ্রন্থাগার, বইয়ের দোকান এবং অভিজ্ঞ ও বয়স্ক ভেটেরিনারিয়ানদের সাথে আলাপ আলোচনা করে অবগত হই যে, ভেটেরিনারি পেশার উপর তেমন একটা প্রকাশিত গ্রন্থ নেই। ১৯৮৫ সনে একদিন ভেটেরিনারি অনুষদের এক ছাত্র আমাকে জানলো যে, বাংলা ভাষায় 'পশু পালন ও চিকিৎসা' এর উপর ঢাকার একটি বইয়ের দোকানে দু'টি বই দেখেছে। তার লেখক মোঃ ফজলুল হক। তার কথা শুনে তাকে বই দু'টি কিনে আনতে বলি। বই দু'টি আমার হস্তগত হয়। বই দু'টি পড়ে যা তথ্য পেলাম তার অধিকাংশই অসম্পূর্ণ ও ভুল তথ্যে ভরা। প্রথমে ধারণা হয়েছিল যে, বইটি কেন্দ্রীয় পশু হাসপাতালের ডাঃ মোঃ ফজলুল হক সাহেবের লেখা। কিন্তু পরে একদিন ঢাকার কেন্দ্রীয় পশু হাসপাতালে ডাঃ মোঃ ফজলুল হক সাহেবের সাথে দেখা হয়। তখন তাঁকে উক্ত বইয়ের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, বই দু'টি একজন সাংবাদিকের লেখা এবং তার নামও মোঃ ফজলুল হক। তখন বুঝতে পারলাম বইটি তথ্যে এত ভুল কেন। সম্প্রতি প্রথম আলো পত্রিকার একজন সাংবাদিক সাহেব বারবার লিখছেন, 'বাজারের মুরগিতে এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাস থাকেনা। কারণ বাজারে মুরগি বাজারে আনার পূর্বেই ভাইরাস মারা যায়।' তবে বাংলাদেশে যে ছেলেটির এভিয়ান ইফ্লুয়েঞ্জা সনাক্ত করা হয়েছে তা সংক্রমিত হয়েছে বাজারের মুরগি থেকেই। অর্থাৎ একজন ডাক্তারের লেখা এবং একজন অপেশাদার বা লেম্যান বা সাংবাদিকের লেখা বইয়ের পার্থক্য একজন সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞ সহজেই বুঝতে পারবেন।

১৯৮৫ সনে যখন বুঝতে পারলাম যে বাংলাদেশে ভেটেরিনারি পেশার উপর পুস্তক, বুলেটিন, জার্নাল, রিপোর্ট তেমন একটা নেই। ভেটেরিনারি শিক্ষা, গবেষণা এবং মাঠ পর্যায়ে কর্মরত ভেটেরিনারিয়ানগন বিদেশী বই পুস্তক এর উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করতে হয়। এমতাবস্থায় আমি একদিন মেডিসিন বিভাগের বিভাগীয় প্রধানকে প্রস্তাব দিলাম, 'স্যার আমরা যৌথভাবে ভেটেরিনারি মেডিসিন বিষয়ের উপর কিছু বই পুস্তক লিখে প্রকাশ করি।' তিনি উত্তর দিলেন, 'কেহ বই পুস্তক কিনবেনা? বই ছাপিয়ে লাভ নেই।' সুতরাং তার কথা শুনে দমে গেলাম এবং লেখা ও ছাপানোর পরিকল্পনা ত্যাগ করলাম। কয়েক মাস পরে মেডিসিন বিভাগের বিভাগীয় প্রধানের কক্ষে প্রবেশ করেছি। কক্ষে প্রবেশ করতেই তিনি সদ্য প্রকাশিত তার লেখা বইয়ের দু'টি কপি আমার হাতে দিয়ে বললেন, 'বাংলাভাষায় আমার লেখা বই বাংলা একাডেমি প্রকাশ করেছে তার সৌজন্য কপি তোমাকে দিলাম।' বইয়ের নাম পড়ে বুঝতে পারলাম হয়তো বইয়ের আরও খন্ড রয়েছে। তাই স্যারকে জিজ্ঞেসা করলাম, 'মোট কত খন্ড বই লিখেছেন?' উত্তর দিলেন, 'নয় খন্ড।' উত্তর শুনে আশ্চার্য হলাম দু'টি কারণে। কিছু দিন পূর্বে তিনি বললেন, 'ভেটেরিনারি বিষয়ের বই পুস্তক লিখে লাভ নাই, বিক্রি হবেনা।' আবার তাঁর লেখা নয় খন্ড পুস্তক বাংলা একাডেমি প্রকাশ করছে। যাহা হউক, আমি স্যারের প্রকাশিত বই দু'টি ভালো করে পড়লাম। উক্ত বই দু'টি পড়ার পরে আমার মনে হ'ল সব কিছু সমন্বয় করে দেশোপযোগী একটি বই লেখা ও প্রকাশ করা প্রয়োজন।

পরবর্তীতে আমি সেভাবেই ভেটেরিনারি পেশার উপর বাংলায় প্রথমে 'ভেটেনারি ক্লিনিশিয়ান গাইড' বই লিখে প্রকাশ করলাম। প্রকাশ করেই বুঝতে পারলাম ভেটেরিনারি পেশার উপর বিশেষজ্ঞদের লেখা বইয়ের

চাহিদা রয়েছে। অতএব, শিক্ষা ও গবেষণার পাশাপাশি ভেটেরিনারি পেশার উপর বাস্তবধর্মী বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় বই লিখে ও প্রকাশ করে বুঝতে পারলাম সমগ্র বাংলাদেশ এমনকি বিদেশেও এ বইয়ের চাহিদা রয়েছে (টেবিল- ৯)।

টেবিল- ৯. বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় আমার লেখা বই (অতিরিক্ত তথ্যের জন্য- 'www.lepvbj.org')

ক্র/নং	লেখক	বইয়ের নাম	ভাষা	সংস্করণ	প্রকাশনা নং	প্রকাশ সন	পৃষ্ঠা	রেজিস্ট্রেশন নং
০১	এম. এস. সামাদ	ভেটেরিনারি ক্লিনিশিয়ান গাইড	বাংলা	১ম প্রকাশ	০১	১৯৮৬	১ - ২০০	-
০২	এম. এস. সামাদ	ভেটেরিনারি ক্লিনিশিয়ান গাইড	বাংলা	২য় সংস্করণ	০২	১৯৮৮	১ - ৩০০	-
০৩	এম. এস. সামাদ	পোল্ট্রি পালন ও চিকিৎসাবিদ্যা	বাংলা	১ম প্রকাশ	০৩	১৯৮৮	১-২০০	-
০৪	এম. এস. সামাদ	পোল্ট্রি পালন ও চিকিৎসাবিদ্যা	বাংলা	২য় সংস্করণ	০৪	১৯৯৩	১-৩৮০	কপার - ৫৭৫১
০৫	এম. এস. সামাদ	পশু পালন ও চিকিৎসাবিদ্যা	বাংলা	১ম প্রকাশ	০৫	১৯৯৬	১-৮১৫	কপার - ৫৪৪৫
০৬	এম. এস. সামাদ	লাভজনক পশু পাখি পালন ও আধুনিক চিকিৎসা	বাংলা	১ম প্রকাশ	০৬	১৯৯৬	১-২৮১	কপার - ৫৭০৯
০৭	M. A. Samad	Veterinary Practitioner's Guide	English	1st Pub.	07	2000	1-444	984-8094-01-3
০৮	এম. এস. সামাদ	পশু পালন ও চিকিৎসাবিদ্যা	বাংলা	২য় সংস্করণ	০৮	২০০১	১-১০০০	কপার - ৫৪৪৫
০৯	এম. এস. সামাদ	লাভজনক পশু পাখি পালন ও আধুনিক চিকিৎসা	বাংলা	২য় সংস্করণ	০৯	২০০২	১-২৬০	কপার - ৫৭০৯
১০	M. A. Samad	Poultry Science and Medicine	English	1st Pub.	10	2005	1-800	984-8094-01-7
১১	M. A. Samad	Animal Husbandry and Veterinary Science (Vol. 1)*	English	1st	11	2008	1024	984-8094-01-8
১২	M. A. Samad	Animal Husbandry and Veterinary Science (Vol. 2)*	English	1st	11	2008	1024	984-8094-01-8
১৩	এম. এ. সামাদ	**পশু চিকিৎসাবিদ্যা** (Poshu Chikitsavidya)	**বাংলা**	**৩য়** সংস্করণ	১২	২০১০	১১২০	984-8094-01-5
১৪	M. A. Samad	Avian Medicine	English	2nd Edition	13	2015	1374	984-8094-01-1
১৫	এম. এ. সামাদ	পোল্ট্রি পালন ও চিকিৎসাবিদ্যা (Poultry Palon O Chikitshavidya)	বাংলা	৩য় সংস্করণ	১৪	২০১৫	৫৪৯	984-8094-01-6

*Abstracted in the International CAB Abstract *Veterinary Bulletin* (2008), Volume 78, Number 7, Abstract No. 5437, Pages 987-988.
*UGC Textbook award (2008)

মেডিসিন বিভাগের অভ্যন্তর পর্যবেক্ষণ

১৯৭৬ সনের ২৯ শে জুলাই বাকৃবি-এর মেডিসিন ও সার্জারি বিভাগে লেকচারার হিসেবে নিয়োগলাভ করি। ১৯৭৭-১৯৭৮ সেশনে আমি ডিভিএম তৃতীয় পর্বের ছাত্রছাত্রীদের ক্লিনিক্যাল মেডিসিন (থিয়রি) বিষয়টি পড়াতাম। উল্লেখ্য, বাকৃবি-এর পরীক্ষা সংক্রান্ত প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী শ্রেণি শিক্ষক সংশ্লিষ্ট ফাইনাল পরীক্ষার পরীক্ষক নিযুক্ত হন। সে সেশনের ছাত্রছাত্রীদের ক্লাস শেষ হয় ১৯৭৮ সনের সেপ্টেম্বর মাসে এবং উক্ত শ্রেণির ফাইন্যাল পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় অক্টোবর মাসের প্রথম সপ্তাহে। আমি পিএইচডি করার উদ্দেশ্যে ১লা নভেম্বর ১৯৭৮ তারিখ থেকে স্টাডি লিভের ছুটির জন্য আবেদন করি। আমার ধারণা ছিল ক্লিনিক্যাল মেডিসিন বিষয়ের শ্রেণি শিক্ষক হিসেবে ফাইনাল পরীক্ষার প্রশ্নপত্র করেছি এবং উক্ত পরীক্ষার উত্তরপত্র মূল্যায়ন করে বিদেশে যাব। কিন্তু পরীক্ষা শাখা অক্টোবর মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ পর্যন্ত পরীক্ষার উত্তরপত্র নেয়ার জন্য আমার নামে কোন পত্র ইস্যু না করায় আমি সংশ্লিষ্ট শাখায় যোগাযোগ করে জানলাম যে, বিভাগীয় প্রধানের সুপারিশে আমার নাম পরিবর্তন করে অবস্টেট্রিক্স বিষয়ের প্রভাষক ডা. মো. গোলাম শাহি আলমকে উক্ত পরীক্ষার (মেডিসিন) উত্তরপত্র মূল্যায়নের জন্য দায়িত্ব দেয়া হয়েছে এবং তিনি উত্তরপত্র নিয়ে গেছেন। অবশেষে ১লা নভেম্বর ১৯৭৬ তারিখ বিদেশে উচ্চ শিক্ষার জন্য বাকৃবি ক্যাম্পাস ছেড়ে যায়।

১৯৮২ সনের ৮ই ফেব্রুয়ারী বিদেশে পিএইচডি ডিগ্রী অর্জন করে বাকৃবি-তে পুনরায় কাজে যোগদান করি। ১৯৭৮ সনে মেডিসিন ও সার্জারি বিভাগে প্রধান হিসেবে ছিলেন ডা. আব্দুর রহমান। পিএইচডি ডিগ্রী করার পর বিভাগে যখন যোগদান করি তখনও বিভাগীয় প্রধান ছিলেন ডাঃ আব্দুর রহমান। বিভাগে কাজে যোগদানের কয়েকমাস পর বিভাগীয় প্রধান বললেন, 'সামাদ এমএসসি ছাত্র গাইড করবে?' উত্তরে বললাম, 'হাঁ', কারণ পিএইচডি করার মূল উদ্দেশ্য এমএসসি এবং পিএইচডি ছাত্রদের গবেষণা পরিচালনা করা।' সে পরিপ্রেক্ষিতে এমএসসি ছাত্র গাইড করার অনুমতির জন্য কো-অর্ডিনেটর বরাবর আবেদন করলে এমএসসি ছাত্রছাত্রীদের থিসিস গবেষণা পরিচালনার জন্য অনুমতি লাভ করি।[২২৭]

BANGLADESH AGRICULTURAL UNIVERSITY, MYMENSINGH[২২৭]

Acceptance of prayer for acting as guide to supervise research works of master's degree student

Prayer from Mr. / Dr. M. A. Samad, Assistant Professor, Department of Medicine & Surgery, B.A.U., Mymensingh, submitted vide Memo No. 441/DMS dated 10-4-82 for acting as guide to supervise research works of M. Sc students in the Department of Medicine and Surgery is hereby approved.

Sd/- Md. Asraf Ali Khan
Co-ordinator,
Comm. for Advanced Studies & Research.

N. CASR- 283(2)/82 Dated: 16-4-1982

Copy forwarded to:

1. Dr. M. A. Samad, Asstt. Professor, Dept. of Medicine & Surgery for information and necessary action.
2. Head of the Deptt. of Medicine and Surgery, B. A.U., Mymensingh for information and necessary action. This has reference to his letter No. 441/DMS dated 10-4-82.

Sd/- Co-ordinator
Comm. for Advanced Studies & Research.

মেডিসিন ও সার্জারি বিভাগে এমএসসি ছাত্রছাত্রীদের থিসিস গবেষণা পরিচালনার অনুমতি অর্জনের পরেই দু'জন স্নাতকোত্তর ছাত্র প্রথমজন মো. শহিদুল্লাহ[২২৮] এবং দ্বিতীয়জন মো. মেহেরুল হাসান[২২৯] কে গাইড করার জন্য কো-অর্ডিনেটর আফিস থেকে পত্র পাই।

BANGLADESH AGRICULTURAL UNIVERSITY, MYMENSINGH[২২৮]

No. CASR - Dated: 18-5-1982

MEMORANDUM

Dr. M. A. Samad, Assistant Professor, Department of Medicine & Surgery is allowed to act as thesis supervisor of Mr. Md. Shahidullah, a student of M.Sc. (Vet. Sc.) in Medicine of session 1978-79 in place of Dr. Abdur Rahman, Associate Professor, Department of Medicine & Surgery.

Sd/- A. M. Shamsuddin
Co-ordinator In Charge

Comm. for Advanced Studies & Research.
No. CASR - 381(4)/82 Dated: 18-5-1982

Copy forwarded for information and necessary action to:

(1) Mr. Md. Shahidullah, M.Sc (Vet. Sc.) student in Medicine of session 1978-79.
(2) Dr. M. A. Samad, Asstt. Professor, Dept. of Medicine & Surgery, B. A. U., Mymensingh.
(3) Head of the Department of Medicine & Surgery, B. A.U., Mymensingh.
(4) Controller of Examinations, B.A.U., Mymensingh.

Sd/- 18.5.82
(A. M. Shamsuddin)
Co-ordinator In Charge
Comm. for Advanced Studies & Research.

BANGLADESH AGRICULTURAL UNIVERSITY, MYMENSINGH[২২৯]

No. CASR - Dated: 5-6-1982

MEMORANDUM

Dr. M. A. Samad, Assistant Professor, Department of Medicine & Surgery is allowed to act as thesis supervisor of Mr. Md. Meherul Hasan, a student of M.Sc. (Vet. Sc.) in Medicine of session 1979-80 in place of Dr. Abdur Rahman, Professor, Department of Medicine & Surgery.

Sd/- Md. Ashraf Ali Khan
Co-ordinator
Comm. for Advanced Studies & Research.

No. CASR – 451(4)/82 Dated: 5-6-1982

Copy forwarded for information and necessary action to:

(1) Mr. Md. Meherul Hasan, M.Sc (Vet. Sc.) student in Medicine.
(2) Dr. M. A. Samad, Asstt. Professor, Dept. of Medicine & Surgery, B. A. U., Mymensingh.
(3) Head of the Department of Medicine & Surgery, B. A.U., Mymensingh.
(4) Controller of Examinations, B.A.U., Mymensingh.

Sd/- 5.6.82
(Md. Ashraf Ali Khan)

ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ

মেডিসিন ও সার্জারি বিভাগে এমএসসি ছাত্রছাত্রী গাইড করার অনুমতি এবং সাথে সাথে দু'জন ছাত্রকে গাইড করার জন্য আমার নামে আদেশনামা ইস্যু করা হয়। কিন্তু ছাত্রদ্বয়ের নাম ও গাইড করার অফিস স্মারক দু'টি আমার হস্তগত হবার পর আশ্চর্য হই কারণ ছাত্র দু'টি বিভাগীয় প্রধানের গাইডে এমএসসি কোর্সে ভর্তিকৃত। বিভাগীয় প্রধান কেন এমএসসি ছাত্র দু'টিকে গাইড করার জন্য আমার কাছে ট্রান্সফার করলেন বুঝে উঠতে পারলামনা। তাই বিভাগীয় প্রধানকে কারণ জিজ্ঞাসা করলে বললেন, 'আমার গাইড করার সময় হবেনা।'

প্রথমে মো. শহিদুল্লাহকে আমার গাইডে ট্রান্সফার করা হয়। কিন্তু ট্রান্সফার করার পর কয়েকমাস অতিবাহিত হবার পরও উক্ত ছাত্র বিভাগে অসেনি। এমতাবস্থায় আমি যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে কো-আডিনেটরকে লিখিতভাবে জানালাম যে আমার নিকট ট্রান্সফারকৃত ছাত্র মো. শহিদুল্লাহ এপর্যন্ত বিভাগে যোগাযোগ করেনি। তাই তাকে গাইড করতে অপারগতা প্রকাশ করে একটি পত্র লিখে বিভাগীয় অফিসে পাঠানোর জন্য জমা দিই।

পত্রটি পাঠানোর জন্য বিভাগীয় অফিসে জমা দিয়ে বিকেলে বাকৃবি-স্থ ক্যাম্পাসের এস-১০ বাসায় যাই। মাসটি ছিল ডিসেম্বর। পরদিন খুব সকালে কুয়াশার মধ্যে আমার এস-১০ বাসায় মো. শহিদুল্লাহকে আসতে দেখে প্রথমে চমকে উঠি। যে শহিদুল্লাহকে সকালে আমার বাসায় আসতে দেখলাম তাকে আমি আমার স্নাতক শ্রেণির একজন ভাল মেরিটরিয়াস ছাত্র হিসেবে জানতাম। আমি পিএইচডি করতে যাওয়ার পূর্বে ডিভিএম শ্রেণির যে ব্যাচটির ক্লিনিক্যাল মেডিসিন বিষয়টি পড়িয়েছিলাম সে ক্লাসে সে প্রথম বা দ্বিতীয় স্থান অর্জন করে। আমার ধারণা ছিল সে ব্যাচের ছাত্রছাত্রীরা এমএসসি সম্পন্ন করে চাকরী করছে। তাই বিভাগীয় প্রধান তাঁর এমএসসি ছাত্র মো. শহিদুল্লাহকে আমার গাইডে ট্রান্সফার করার পরও সন্দেহ হয়নি যে এই সেই ডিভিএম শ্রেণিতে প্রথম বা দ্বিতীয় স্থান অর্জনকারী শহিদুল্লাহ। সে কারণে তাকে প্রথম সাক্ষাতে জিজ্ঞাসা করলাম, 'তুমি কি সেই শহিদুল্লাহ যার এমএসসি গাইড বিভাগীয় প্রধান ট্রান্সফার করে আমাকে দিয়েছে এবং আমার সাথে সে ছাত্র দেখা না করার কারণে গাইড করতে অপরাগতা প্রকাশ করে গতকাল চিঠি দিয়েছি?' সে বলল, 'জ্বি স্যার, আমি সেই শহিদুল্লাহ।' আমি তাকে পুনরায় জিজ্ঞেসা করলাম, 'তোমার এতদিন এমএসসি ডিগ্রী হয়নি কেন?' সে উত্তর দিল, 'অনেক কথা স্যার, সময় নিয়ে একদিন বলবো।' তখন তাকে বললাম, 'গতকাল আমি যে চিঠিটা কো-অর্ডিনেটারকে লিখেছি সেটা উঠিয়ে নিয়ে আস।' সে বলল, 'সে পত্রটি গতকাল পাঠানো হয়নি এবং সে পত্রের সংবাদ পেয়েই আপনার সাথে দেখা করতে এসেছি।'

পরে তার সাথে আলাপ করে তাকে এমএসসি ডিগ্রী না দেয়ার ব্যাপারে যা জানতে পারলাম তাতে শিক্ষক নেতাদের সম্বন্ধে আমার যে নেগেটিভ ধারণা ছিল তা আরও ঘনিভূত হল। তার ভাষ্য অনুযায়ী ডিভিএম শ্রেণিতে প্রথম স্থান অর্জন করে ভেটেরিনারি অনুষদের প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী মাইক্রোবায়লজি বিভাগে প্রভাষক হবার উদ্দেশ্যে ১৯৭৮-৭৯ সেশনে এমএসসি শ্রেণিতে পড়ার জন্য যায়। সে বিভাগের একজন শিক্ষক নেতা বিভাগে প্রভাষক হবার অফারসহ তার বিভাগের অন্য একজন শিক্ষক নেতার বোনকে বিয়ে করার জন্য প্রস্তাব দেয়। এ প্রস্তাবে শহীদুল্লাহর মনঃপূত হয়নি উপরন্ত তার বিধাব মা রাজী হয়নি। ফলে তাকে এমএসসি ডিগ্রী দেয়া হবেনা বলে জানিয়ে দেয়। এরপর সে ভেটেরিনারি অনুষদের ফার্মাকলজি বিভাগে এমএসসি কোর্সে ভর্তি হবার জন্য আবেদন করে। কিন্তু সে বিভাগের বিভাগীয় প্রধান পূর্বের বিভাগের শিক্ষক নেতার ভয়ে তাকে এমএসসিতে ভর্তি করার প্রস্তাব প্রত্যাখান করেন। অবশেষে মাইক্রোবায়লজি বিভাগের সুপারিশেই সে মেডিসিন বিভাগে এমএসসিতে ভর্তি হয়। কিন্তু সে শর্ত সে বিভাগ প্রত্যাহার করেনি। তাই মেডিসিন বিভাগের বিভাগীয় প্রধান মেডিসিন বিভাগে তাকে ভর্তি করে রাখে। কিন্তু ভেটেরিনারি অনুষদের উক্ত শিক্ষক নেতার আদেশ না পেলে অনুষদের কোন বিভাগীয় প্রধান কোন প্রশাসনিক কাজ করতে পারতেন না। উল্লেখ্য, মেডিসিন বিভাগের প্রধান এবং ছাত্র মো. শহিদুল্লাহ উভয়ই জানতো যে মেডিসিন বিভাগে ভর্তি হলেও উক্ত শিক্ষক নেতার প্রস্তাবে রাজী না হলে মেডিসিনও তার এমএসসি ডিগ্রী হবেনা। তাই সে এমএসসি ডিগ্রীর আশা পরিত্যাগ করে পশু সম্পদ অধিদপ্তরের অধীনে সহকারী ভেটেরিনারি সার্জন পদে যোগদান করে কিশোরগঞ্জ উপজেলায় কর্মরত।

মো. শহিদুল্লাহ-কে জিজ্ঞেসা করি যে, শিক্ষক নেতার প্রস্তাবে রাজী হলে একদিকে পাবে এমএসসি ডিগ্রী অন্য দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ে লেকচারার-এর চাকরী। শুধু মেয়ের অধিক বয়সের জন্য রাজী হচ্ছে না আরও কোন কারণ আছে? আমার এই প্রশ্নের উত্তরে সে বলল, 'আমার আব্বা আমার ছোট বয়সে ঝড়ে দেওয়াল চাপা পড়ে মারা যায়। আমরা দু'ভাই, আমি বড় এবং ছোট ভাইটি প্রতিবন্ধি। আমাদের সংসারে আমরা তিনজন। মা অনেক কষ্ট করে আমাকে পড়িয়েছে। স্যারের এই বিয়ের প্রস্তাবে মাকে রাজী করা সম্ভবপর হয়নি। আমার মার অ-মতে বিয়ে করা আমার পক্ষে সম্ভবপর নয়।' আমার আর বুঝতে বাকী রইলনা কেন মেডিসিন বিভাগের বিভাগীয় প্রধান তার এমএসসি ছাত্রকে আমার গাইডে ট্রান্সফার করেছেন। সে অবস্থায় আমি কি করবো মস্তিষ্ক কাজ করছিলনা। উক্ত ছাত্রকে গাইড করে সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করবো না ভয়ে অসত্যের কাছে মাথা নত করবো। যদি সত্যি শহিদুল্লাহ-কে গাইড করে ডিগ্রী দেয়ার চেষ্ট করি সে ক্ষেত্রে আমাকে মুল্য দিতে হবে। অপরদিকে অনুষদের অন্য শিক্ষকের মত আচরণ করলে মৃত্যুর পর হয়তো এর জন্য জবাবদিহি করতে হবে। তাই শহিদুল্লাহ-কে বললাম, তুমি আর বাকৃবি ক্যাম্পসে অ-প্রয়োজনে এসোনা। পারলে তোমার কর্মরত উপজেলা ভেটেরিনারি হাসপাতাল থেকে গবেষণার স্যাম্পুল সংগ্রহ করে কোন লোক মারফত পাঠিয়ে দিও। আমি সময়মত গবেষণা করে তোমার থিসিস প্রস্তুতের ব্যবস্থা করবো।' সে কথা অনুযায়ী মো. শহিদুল্লাহ বাকৃবি ক্যাম্পাস ত্যাগ করে।

মো. শহিদুল্লাহ বাকৃবি ক্যাম্পাসে এসে আমার সাথে দেখা করে গেছে সে সংবাদ শিক্ষক নেতার নিকট পৌঁছে যায়। কারণ দেওয়ালেরও নাকি কান আছে। কারণ মো. শহিদুল্লাহ আমার সাথে দেখা করে যাবার পরের দিনই সেই শিক্ষক নেতা মেডিসিন বিভাগে আমার অফিস চেম্বারে এসে আমাকে জিজ্ঞেসা করে, 'শহিদুল্লাহ কোথায়?'। আমার আর বুঝতে বাকি রইলনা যে, শহিদুল্লাহর মতই আমিও উক্ত শিক্ষকের বন্ধুকের নলের সামনে পড়েছি। উক্ত শিক্ষক নেতাকে বললাম, 'শহিদুল্লাহ গতকাল মেডিসিন বিভাগে এসেছিল। পরবর্তী সময় বিভাগে আসলে আপনার

সাথে দেখা করতে বলবো।' আমার কথা শুনে মনে হল শিক্ষক নেতা অসন্তুষ্ট হয়ে চলে গেলেন।

পরবর্তীতে মো. শহিদুল্লাহ এমএসসি ইন মেডিসিন বিষয়ে থিয়রি ও ব্যাবহারিক পরীক্ষাগুলি পরীক্ষার দিন কিশোরগঞ্জ থেকে এসে পরীক্ষা দিয়েই সেই দিনই চলে যায়। আর সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য আমি তার থিসিসের গবেষণা এবং থিসিস লিখে স্বাক্ষর করে আফিসে জমা দিই। সে সময় মেডিসিন ও সার্জারি বিভাগের বিভাগীয় প্রধান ছিলেন ডা. মীর আশরাফ আলী। তাঁর থিসিস পরীক্ষক দ্বারা মুল্যায়ন হবার পর অনুষ্ঠিত হয় থিসিস ডিফেন্স পরীক্ষা। তার থিসিস ডিফেন্স পরীক্ষার বিশেষজ্ঞ সদস্য ছিলেন তদানীন্তন ইস্ট পাকিস্তান কলেজ অব ভেটেরিনারি সায়েন্স এ্যান্ড অ্যানিম্যাল হাজবান্ড্রি এর প্রিন্সিপ্যাল প্রফেসর এস. এম. আলী। তিনি মো. শহিদুল্লাহ-র থিসিস ডিফেন্স পরীক্ষা নিয়ে অত্যধিক সন্তোষ প্রকাশ করে বললেন, 'এরূপ একজন মেরোটরিয়াস ছাত্রকে লেকচারার হিসেবে নিয়োগ দেওনি কেন?' তখন আমি শহিদুল্লার এমএসসি ডিগ্রী প্রদানের ব্যাপারটা সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করলাম। তিনি দুঃখ প্রকাশ করলেন। তখন বিভাগীয় প্রধান বললেন, 'শহিদুল্লাহকে লেকচারার হিসেবে নিয়োগের জন্য অবিলম্বে একটি লেকচারারের পদ বিজ্ঞপ্তি দেয়া হবে।' কয়েকদিন পরে মো. শহিদুল্লাহ বিভাগে এসে আমাকে জানালো যে, ভেটেরিনারি আর্মি রিমাউন্ড কোরে সে চাকরীর সুযোগ পেয়েছে। আমাকে সে জিজ্ঞেসা করলো, 'আমি এখন কি করবো? আর্মিতে যাব না মেডিসিন ও সার্জারি বিভাগে লেকচারার পদের জন্য অপেক্ষা করবো?' তার কথা শুনে বুঝতে পারলাম তার ঝোঁক বিশ্ববিদ্যালয়ের লেকচারার হবার। তখন তাকে বললাম, 'বাকৃবি ক্যাম্পাসে যে কারণে তোমার এমএসসি ডিগ্রী এবং প্রাভাষক পদে নিয়োগ হয়নি, সে কারণতো রয়ে গেছে।' তাকে এমএসসি ডিগ্রী দেবার কারণে আমাকে যে মূল্য দিতে হবে তা আমি নিশ্চিত ছিলাম। এছাড়া সে একই ক্যাম্পাসে থাকলে তাকেও ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় থাকতে হবে। অতএব তাকে যতশীঘ্র সম্ভব রিমাউন্ট ভেটেরিনারি কোরে যোগদানের জন্য পরামর্শ দিলাম। সে অনুযায়ী সে ভেটেরিনারি রিমাউন্ট কোরে যোগদান করে।

মেডিসিন বিভাগে পরীক্ষা সংক্রান্ত ঘটনা

পরীক্ষা সংক্রান্ত প্রথম ঘটনা মেডিসিন বিভাগে পরীক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ে যেসব অনিয়মের ঘটনা ঘটেছে তার মধ্যে প্রথম ঘটনাটি এই অধ্যায়ের প্রথমেই বর্ণনা করেছি।

পরীক্ষা সংক্রান্ত দ্বিতীয় ঘটনা

১৯৯৬ সন। বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গনে ছাত্র-শিক্ষক এবং কর্মকর্তা-কর্মচারী দলীয় রাজনীতি চরম পর্যায়ে অবস্থান করছিল। এসময় রাজনীতিক ছাত্র-ছাত্রীরা তেমন একটা ক্লাস করতোনা। বাকৃবি-এর অডিন্যান্স অনুযায়ী ক্লাসে ৭৫ শতাংশ হাজিরা না থাকলে ফাইনাল পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করার সুযোগ ছিলনা। কিন্তু বিশ্বদ্যিালয়ের অধিকাংশ প্রশাসনিক পর্যায়ে যেহেতু রাজনীতির চর্চা করেন সেহেতু ফাইনাল পরীক্ষায় অংশ গ্রহণের জন্য ৭৫ শতাংশ ক্লাসে হাজিরা অডিন্যান্সের নিয়মটি একটি কাগজ-কলমের নিয়মে পরিণত হয়। ফলে নেতাদের কারণে সাধারণ ছাত্রছাত্রীরাও ক্লাস করার আগ্রহ হারিয়ে ফেলে। সরকারী দলের সংশ্লিষ্ট শিক্ষক নেতাদের আশ্রয় প্রশ্রয়ে সংশ্লিষ্ট ছাত্র নেতারা পরীক্ষায় পাশ করে কিন্তু বিপক্ষীয় দলীয় শিক্ষক এবং নিরপেক্ষ শিক্ষকদের নিকট ছাত্র নেতাদের পরীক্ষায় পাশের ব্যাপারটা সহজ ছিলনা। ১৯৯৬ সনে ডিভিএম ফাইন্যাল পরীক্ষার একটি থিয়রি বিষয়ের আমি একজন পরীক্ষক ছিলাম। কয়েকজন ছাত্রের পরীক্ষার উত্তরপত্র প্রায় ব্লাঙ্ক ছিল অর্থাৎ উত্তর পত্রের নম্বর দেয়ার মত কিছুই লেখা ছিলনা। ফলে কয়েকজন ছাত্র উক্ত পরীক্ষায় কৃতকার্য হয়নি। পরে খোঁজ নিয়ে জানা যায় যে, কয়েকজন ছাত্র অন্য বিভাগেও কয়েকটি বিষয়ে অকৃতকার্য হয়েছে। ফলে তারা কয়েকজন কয়েকটি বিষয়ে রেফার্ড পেয়েছে। শিক্ষক নেতাদের বিষয়ে কোন ছাত্র রেফার্ড বা অকৃতকার্য হলেও সেটা কোন বিষয় নয়। কারণ পরবর্তীতে ছাত্র-নেতা এবং শিক্ষক নেতার মধ্যে সম্পর্ক অটুট রাখার উদ্দেশ্যে রাত্রের অন্ধকারে চুক্তির মাধ্যমে সব ব্যবস্থা গ্রহন করে পরীক্ষায় পাশের ব্যাপারটা সুরাহ করা হয়। কিন্তু অ-রাজনীতিক শিক্ষকদের সাথে যেহেতু চুক্তির ব্যাপর থাকেনা তাই তাদের উপর মানসিক চাপ প্রয়োগ করে পরীক্ষায় পাশের ব্যবস্থা করা হয। ১৯৯৬ সনে সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে কয়েকজন ছাত্র আমাকে জানালো, 'স্যার আপনি ময়মনসিংহ শহরে যাবেননা। কারণ আপনি ময়মনসিংহ শহরে গেলে আপনাকে মেরে ফেলবে।' কারণ জিজ্ঞেসা করলে তারা জানালো, 'আপনার মেডিসিন বিষয়ে একজন ছাত্র নেতা পরীক্ষায় রেফার্ড পেয়েছে। আর আপনার এক সহকর্মী শিক্ষক নেতা আপনাকে সুপারিশ করে ছাত্র নেতাকে পাশ করাতে পারবেনা। তাই আপনাকে মেরে ফেললেই তাদের সমস্যা সমাধান হবে।' এই কথা জানার সাথে সাথে পত্রের মাধ্যমে বাকৃবি-এর সকল পরীক্ষার দায়িত্ব থেকে অব্যহতি চেয়ে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক বরাবর আবেদন করি।[২৩০]

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ।[২৩০]

মেমো নং ৬৭০ / ডিএম তাং ০৮-০৯-১৯৯৬

বরাবর
পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক
বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়,
ময়মনসিংহ।
মাধ্যমঃ যথাযথ কর্তৃপক্ষ।

বিষয়: ভেটেরিনারি অনুষদের স্নাতক শ্রেণির সকল পরীক্ষার পরীক্ষকের দায়িত্ব থেকে অব্যহতি দানের আবেদন।

প্রিয় মহোদয়,

আপনার স্মারক নং ১৩৭২(২)/২-নি/পি, তারিখ ৩১-৮-১৯৯৬ এর পরিপ্রেক্ষিতে আবেদন করছি যে, আমার ব্যক্তিগত বিবেচনায় একজন সাধারণ শিক্ষক হিসেবে পরীক্ষকের পবিত্র দায়িত্ব পালন আমার পক্ষে অত্যন্ত কষ্টসাধ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে।

অতএব, নিবেদেন এই যে, আমাকে ভেটেরিনারি অনুষদের স্নাতক শ্রেণির সকল পরীক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ের দায়িত্ব থেকে অব্যহতি দানে বাধিত করবেন।

ধন্যবাদান্তে
স্বাক্ষর/- ৮-৯-৯৬
(ড. এম. এ. সামাদ)
প্রফেসর, মেডিসিন বিভাগ।

উপরোক্ত আবেদন করার পরপরই পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক আমাকে পরীক্ষার দায়িত্ব থেকে অব্যহতি দেয়। সে সাথে আমার এক সহকর্মী প্রফেসর ড. মোজাহিদ উদ্দিন আহমেদকে উক্ত রেফার্ড পরীক্ষা পরিচালনা করার জন্য দায়িত্ব দেয়। কিন্তু তিনি উক্ত ছাত্রের পরীক্ষা পরিচালনা করতে অপারগতা প্রকাশ করে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রককে জানান। উল্লেখ্য, বাকৃবি-এর প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী প্রতিটি পরীক্ষার জন্য তিন সদস্য বিশিষ্ট একটি করে পরীক্ষার প্যানেল সংশ্লিষ্ট বোর্ড অব স্টাডিজ কর্তৃক নির্ধারণ করা থাকে। প্যানেলের প্রথম পরীক্ষকের অনুপস্থিতিতে দ্বিতীয় পরীক্ষক এবং দ্বিতীয় পরীক্ষকের অনুপস্থিতিতে তৃতীয় পরীক্ষক দায়িত্ব পালন করে। প্যানেলের সকল পরীক্ষকই অনুপস্থিত বা অপারগতা প্রকাশ করলে সেক্ষেত্রে নতুন করে বোর্ড অব স্টাডিজ-এর সভা আহ্বান করে নতুন পরীক্ষক নিযুক্ত করার নিয়ম। আমি উক্ত বিষয়ের শ্রেণি শিক্ষক ও পরীক্ষক প্যানেলে প্রথম পরীক্ষক ছিলাম। আমাকে উক্ত পরীক্ষার পরীক্ষকের দায়িত্ব থেকে অব্যহতি দানের পর প্যানেলের দ্বিতীয় পরীক্ষক প্রফেসর আহমেদকে পরীক্ষার দায়িত্ব দেয়া হয়। যেহেতু বিষয়টি সম্পর্কে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় সকল শিক্ষক অবগত সেহেতু দ্বিতীয় পরীক্ষক প্রফেসর আহমেদ উক্ত পরীক্ষা পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহনে অপরাগতা প্রকাশ করেন। ফলে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী উক্ত পরীক্ষা প্যানেলের তৃতীয় পরীক্ষক প্রফেসর নূরুদ্দিনকে পরীক্ষা গ্রহণের জন্য নিয়োগপত্র দেয়। প্রফেসর নূরুদ্দিন উক্ত পরীক্ষা পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করে উক্ত ছাত্র নেতাকে পরীক্ষায় পাশ করিয়ে দিয়ে সমস্যার সমাধান করেন।

পরবর্তীতে তোফা নামের উক্ত ছাত্র নেতা বাকৃবি ক্যাম্পাস ছেড়ে যাবার পূর্বে তার এক সংবাদিক বন্ধুকে নিয়ে আমার বাসায় দুঃখ প্রকাশ করার জন্য এসেছিল। সে তার সংবাদিক বন্ধুর সামনে ছাত্র এবং শিক্ষক নেতাদের দলীয় রাজনীতি এবং শিক্ষক নেতাদের রাজনীতিতে ভূমিকা সম্পর্কে নিজ থেকে বর্ণনা করে আমার নিকট দুঃখ প্রকাশ করছিল। কিন্তু আমি কোন দলীয় রাজনীতিতে জড়িত না হলেও ছাত্র এবং শিক্ষকদের দলীয় রাজনীতি করার কারণ ও তাদের কার্যকলাপ সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা আছে।

পরীক্ষা সংক্রান্ত তৃতীয় ঘটনা

মেডিসিন বিভাগের দুই একজন বিভাগীয় প্রধান রাজনৈতিক ও ব্যক্তি স্বার্থে বিভিন্ন সময়ে মেডিসিন বিষয়ের বোর্ড অব স্ট্যাডিজের কার্যক্রমকে অকার্যকর করে প্রশাসনিকভাবে বিভাগের বিভিন্ন কাজ করেছেন। ফলে মেডিসিন বিভাগের বিভাগীয় প্রধানের এককভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহনের কারণে বিভাগের শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম ব্যহত হয়েছে।[২৩১]

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ।[২৩১]

মেমো নং ৬৯২ / ডিএম তারিখ: ২৯-৯-৯৬

বরাবর
প্রধান
মেডিসিন বিভাগ
বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ।

বিষয়: মেডিসিন বিভাগের আওতাধীন ১৯৯৮ সনের ৩য় ও ৪র্থ পর্ব ডিভিএম এর বিভিন্ন কোর্সের ১ম এবং ২য় সাময়িক পরীক্ষকবৃন্দের তালিকা প্রসঙ্গে।

প্রিয় মহোদয়,

গতকল্য ২৮-৯-৯৬ইং তারিখের আপনার স্বাক্ষরকৃত বিষয়ে উল্লিখিত ডিভিএম স্নাতক শ্রেণির সাময়িক পরীক্ষার পরীকবৃন্দের নামের তালিকার কপির পরিপ্রেক্ষিতে আমার নিম্নোক্ত মন্তব্য আপনার অবগতি ও কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য জানানো হলো।

প্রথমত পরীক্ষকের নামের তালিকাটিতে কোন অফিসের নম্বর নেই।

দ্বিতীয়ত বিভাগের সকল পরীক্ষা সংশ্লিষ্ট বোর্ড অব স্ট্যাডিজের মাধ্যমে নির্ধারণ করা হয়। এক্ষেত্রে প্রস্তুতকৃত তালিকা কত নম্বর ও তারিখের বোর্ড অব স্টাডিজের সভায় নির্ধারণ করা হয়েছে তার উল্লেখ নেই।

তৃতীয়ত শুধু অবগতির জন্য কপি বিতরণ করা হয়েছে। কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ প্রয়োজন কিনা তা পরিষ্কার নয়। কারণ বিগত ৮-৯-৯৬ তারিখে (মেমো নং ৬৭০ / ডিএম) আমি স্নাতক শ্রেণির সকল পরীক্ষা নেয়ার দায়িত্ব থেকে অব্যহতি চেয়েছি। সে পরিপ্রেক্ষিতে আমাকে শেষ বর্ষ ডিভিএম রেফার্ড পরীক্ষার পরীক্ষক থেকে অব্যহতি দেয়া ছাড়াই সে পরীক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

অতএব, আমার পরীক্ষা নেয়ার বিষয়টি সুবিবেচনা করে নির্দিষ্টভাবে উত্তর দানে বাধিত করবেন যাতে সুনির্দিষ্টভাবে বিভাগের সকল দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন করতে পারি।

ধন্যবাদান্তে আপনার বিশ্বস্ত
(ড. মো. আব্দুস সামাদ)

পরীক্ষা সংক্রান্ত চতুর্থ ঘটনা

মেডিসিন বিভাগের চেয়ারম্যান অর্থাৎ বিভাগীয় প্রধান কর্তৃক মেডিসিন বিষয়ক পাঠ্য পর্যদের সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে যে অনিয়ম করে তারই একটি উদাহরণ চতুর্থ ঘটনা।[২৩২]

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ।[২৩২]

মেমো নং ২৯০ / ডিএম তারিখ: ২৮ই নভেম্বর ১৯৯৮

চেয়ারম্যান / প্রধান
বোর্ড অব স্টাডিজ, মেডিসিন বিভাগ
বাকৃবি, ময়মনসিংহ।

বিষয়: মেডিসিন বিভাগের বোর্ড অব স্টাডিজ কর্তৃক সুপারিশকৃত ১৯৯৫-৯৬ সেশনের স্নাতক (ডিভিএম) শ্রেণির ফাইনাল পরীক্ষার পরীক্ষকবৃন্দের নামের তালিকা পরিবর্তন করা প্রসঙ্গে।

প্রিয় মহোদয়,

আপনি নিশ্চয় অবগত আছেন যে, ১৯৯৫-৯৬ সেশনের ডিভিএম তৃতীয় ও চতুর্থ পর্বের ছাত্র-ছাত্রীদের বিভিন্ন পরীক্ষার পরীক্ষকের প্যানেল বিগত ১লা মার্চ, ১৯৯৮ তারিখে অনুষ্ঠিত বোর্ড অব স্টাডিজ এর সভায় (সভা নং-২ / '৯৮) তৈরি করা হয়। উক্ত সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এক বছর যে সকল শিক্ষক তাত্ত্বিক বিষয়ে পরীক্ষক নিযুক্ত হবেন পরের বছর তারা তাত্ত্বিক বিষয়ের পরীক্ষক নিযুক্ত হবেননা। অনুরূপভাবে এক বছর যে সকল শিক্ষক ব্যবহারিক বিষয়ে পরীক্ষক নিযুক্ত হবেন পরের বছর তারা ব্যবহারিক বিষয়ের পরীক্ষক নিযুক্ত হবেনা না (মেমো নং ৭৯(১২)/৫/ ডিএম, তাং ৫-৩-১৯৯৮)। উল্লেখ্য, উক্ত সভায় মেডিসিন বিভাগের সকল পরীক্ষা সুষ্ঠুভাবে দশ জন শিক্ষকের মধ্যে সমভাবে বন্টন করা হয়। সে নিয়ম অনুযায়ী উক্ত সেশনে ফাইনাল পরীক্ষায় আমাকে একমাত্র ক্লিনিক (মেডিসিন) ব্যবহারিক বিষয়ের আভ্যন্তরিক প্যানেলে এক নম্বর পরীক্ষক হিসেবে সুপারিশ করা হয়। আপনি আরও অবগত আছেন যে, উক্ত পরীক্ষাটি আগামী ৫ই ডিসেম্বর, '৯৮ তারিখ থেকে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। স্বভাবতই, বিগত ২৬-১১-৯৮ তারিখ পর্যন্ত উক্ত পরীক্ষাটি গ্রহনের জন্য পরীক্ষক হিসেবে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক অফিস থেকে কোন নিযুক্তিপত্র না পাওয়ায় বিগত ২৬-১১-৯৮ তারিখ আপনার

সাথে যোগাযোগ করে জানতে পারি যে, উক্ত প্যানেলে আমার নামটি ১ নম্বর থেকে বাদদিয়ে তিন নম্বরে রাখা হয়েছে। এমনকি পরীক্ষার প্যানেলে দেখা যায় যে, বোর্ড অব স্টাডিজ কর্তৃক সুপারিশকৃত বিভিন্ন পরীক্ষার প্যানেলের পরিবর্তন করা হয়েছে। ফলে একই পরীক্ষক দু'টি তাত্ত্বিক পরীক্ষা নেয়ার সুযোগ পেয়েছেন। অপর দিকে আমাকে ১৯৯৫-৯৬ সেশনের কোন ফাইনাল পরীক্ষা নেয়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। অথচ আমরা বিভাগের দশ জন শিক্ষকই সমভাবে স্নাতক শ্রেনির সকল বিষয় সমভাবে পড়িয়েছি। এমতাবস্থায় আমার প্রশ্ন হল যে, কে এবং কি

ভাবে বোর্ড অব স্টাডিজের সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করল তার একটি সুষ্ঠ তদন্ত হওয়া প্রয়োজন বলে আমি মনে করি। আমার জানা মতে মেডিসিন বিভাগে প্রায়শঃ এরূপ অবস্থা ঘটে থাকে এবং এ অবস্থা চলতে থাকলে বোর্ড অব স্টাডিজির সভা অনুষ্ঠিত হওয়া বা সভায় উপস্থিত থাকার কোন যৌক্তিকতা থাকেনা। সে কারণে বিভাগের সকল শিক্ষকের ডিভিএম শ্রেনির সকল কোর্স সমভাবে ভাগ করে পড়ানোরও কোন যুক্তি থাকেনা।

অতএব, মেডিসিন বিভাগের বোর্ড অব স্ট্যাডিজের সিদ্ধান্ত পরিবর্তনের কারণ সুষ্টুভাবে তদন্তসহ বোর্ড অব স্ট্যাডিজের সিদ্ধান্তবলী সংরক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করছি।

ধন্যবাদান্তে

স্বাক্ষর/- ২৮-১১-৯৮
ড. এম. এ. সামাদ

উপরোক্ত আমার আবেদটির পরিপ্রেক্ষিতে মেডিসিন বিষয়ক পাঠ্য পর্যদের ৩-১২-৯৮ তারিখে অনুষ্ঠিত পাঠ্য পর্যদের ৯৫/'৯৮ সভায় আলোচান্তে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।[২৩৩]

মেডিসিন বিভাগ
বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ।[২৩৩]

বিভাগীয় পাঠ্য পর্যদের ৩-১২-৯৮ ইং তারিখ সকাল ১০ টায় অনুষ্ঠিত জরুরী সভা (সভা নং ৯৫/৯৮) এর সিদ্ধান্তবলী।

আলোচ্য সূচীঃ ১ (ক) বিভাগীয় পাঠ্যপর্যদের সদস্য প্রফেসর ড. এম. এ. সামাদ সাহেব কর্তৃক উত্থাপিত অভিযোগ।

সিদ্ধান্ত নং ১ (ক) প্রফেসর ড. এম. এ. সামাদ কর্তৃক উত্থাপিত অভিযোগ মেডিসিন বিভাগের বোর্ড অব স্ট্যাডিজ কর্তৃক সুপারিশকৃত ১৯৯৫-৯৬ সেশনের স্নাতক (ডিভিএম) শ্রেণির ফাইনাল পরীক্ষার পরীক্ষকবৃন্দের নামের তালিকা পরিবর্তন করা প্রসংগে পত্রটি উপস্থিত বোর্ড অব স্ট্যাডিজের সদস্যগণকে পাঠ করে শোনানো হয়। বোর্ড অব স্টাডিজের সদস্যগণ মনে করেন যে ১৯৯৫-৯৬ সালের পরীক্ষকদের প্যানেল (বিশেষ করে ক্লিনিক মেডিসিন) পরিবর্তন করা হয়েছে। বিগত ১-৩-৯৮ ইং তারিখে অনুষ্ঠিত বোর্ড অব স্ট্যাডিজের সভায় (সভা নং ২/৯৮) যে পরীক্ষক প্যানেল তৈরি করা হয়েছিল তা ঘোষিত পরীক্ষক প্যানেলের সাথে সামঞ্জস্য নয়। বর্তমান বিভাগীয় প্রধান ও চেয়ারম্যান বোর্ড অব স্ট্যাডিজ ১-৭-৯৮ ইং তারিখ বিভাগীয় প্রধানের দায়িত্বভার গ্রহন করেন। তার দায়িত্ব গ্রহনের পরেই ডিভিএম পার্ট থ্রী ও ফোর পরীক্ষা শুরু হওয়ার পূর্বে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক সাহেব বিভাগীয় পরীক্ষক প্যানেল পাঠান হয়নি বলে জ্ঞাত করান। বিভাগীয় প্রধান সংগত কারণেই জানান যে, ১লা মার্চ ১৯৯৮ তারিখে বোর্ড অব স্ট্যাডিজের সভায় পরীক্ষক প্যানেল তৈরি করা হয়েছে এবং তা পরীক্ষা শাখায় যথা সময়ে প্রেরণ করার কথা। কিন্তু বিভাগীয় প্রধান জেনে আশ্চার্য হন যে, উক্ত প্যানেলটি যথা সময়ে প্রেরণ করা হয়নি। যার ফলে প্রাক্তন বিভাগীয় প্রধানের স্বহস্তে লিখিত প্যানেলটি টাইপ করে ১৫-৯-৯৮ইং তারিখে পরীক্ষা শাখায় প্রেরণ করেন। প্রাক্তন বিভাগীয় প্রধান কর্তৃক স্বহস্তে লিখিত প্যানেলটিতে কোন পরিবর্তন টানা হয়ে থাকলে তার জন্য প্রাক্তন বিভাগীয় প্রধানই দায়ী। এই তথ্য বোর্ড অব স্ট্রাডিজের সদস্যদেরকে জানালে সদস্যবৃন্দ উক্ত কাগজপত্র পরীক্ষা করে বর্তমান বিভাগীয় প্রধানের সত্যতা দেখতে পান।

তাই বোর্ড অব স্ট্যাডিজ সদস্য ড. এম. এ. সামাদ কর্তক আনীত অভিযোগ সত্য বলে মনে করেন এবং বিগত ১-৩-৯৮ইং তারিখের বোর্ড অব স্ট্যাডিজের সভায় গৃহীত পরীক্ষক প্যানেলটি পরিবর্তন করা হয়েছে বলে মন্তব্য করেন।

আরো সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে ১৯৯৫-৯৬ সেশনের ৩য় এবং ৪র্থ বর্ষের ডিভিএম ফাইন্যাল পরীক্ষার পরীক্ষকদের প্যানেল (বিশেষ করে ক্লিনিক বিষয়) পরিবর্তন করার বিষয়টি প্রাক্তন বিভাগীয় প্রধান এবং পাঠ্য পর্যদের চেয়ারম্যানকে এই পরিবর্তনের কারণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হোক এবং এই বিষয়ে প্রাক্তন বিভাগীয় প্রধান এবং পাঠ্য পর্যদের চেয়ারম্যানের বক্তব্য পাঠ্য পর্যদের আগামী সভায় উপস্থাপন করা হোক।

স্বাক্ষর/- ৮-১২-৯৮
(প্রফেসর ড. খন্দকার সিরাজুল ইসলাম)
চেয়ারম্যান, বিভাগীয় পাঠ্যপর্যদ ও প্রধান, মেডিসিন বিভাগ।

মেমো নং ৩১৮(১০)/৫/ ডিএম তারিখ: ৯-১২-৯৮

কপি বিতরণ করা হলো:

(১) প্রফেসর ডঃ খন্দকার সিরাজুল ইসলাম, মেডিসিন বিভাগ।
(২) প্রফেসর ডঃ মনোজ মোহন সেন, মেডিসিন বিভাগ।
(৩) প্রফেসর ডঃ মুহম্মদ নূরুদ্দিন, মেডিসিন বিভাগ।
(৪) প্রফেসর ডঃ মোজাহিদ উদ্দিন আহমেদ, মেডিসিন বিভাগ।
(৫) প্রফেসর ডঃ মোঃ আব্দুস সামাদ, মেডিসিন বিভাগ।
(৬) ডাঃ এ. কে. এম. ফজলুল হক, সহযোগী প্রফেসর, মেডিসিন বিভাগ।
(৭) ডাঃ খন্দকার মোহাম্মদ আলী, সহকারী প্রফেসর, মেডিসিন বিভাগ।
(৮) ডাঃ মোঃ সিদ্দিকুর রহমান, সহকারী প্রফেসর, মেডিসিন বিভাগ।
(৯) প্রফেসর ডঃ মোঃ মনসুরুল আমিন, মাইক্রোবায়োলজী এন্ড হাইজিন বিভাগ।

স্বাক্ষর/- ৮-১২-৯৮
(প্রফেসর ডঃ খন্দকার সিরাজুল ইসলাম)
চেয়ারম্যান, বিভাগীয় পাঠ্যপর্যদ ও প্রধান, মেডিসিন বিভাগ।

পরবর্তীতে বর্তমানে নিয়োজিত মেডিসিন বিভাগের বিভাগীয় প্রধান প্রফেসর ড. খন্দকার সিরাজুল ইসলাম ব্যক্তিগতভাবে আমাকে অনুরোধ করেন যে, প্রাক্তন মেডিসিন বিভাগীয় প্রধান প্রফেসর আব্দুর রহমান সাহেব মেডিসিন বিষয়ের পাঠ্য পর্যদের সিদ্ধান্ত পরিবর্তনের জন্য অনুতপ্ত। উল্লেখ্য, উক্ত প্রাক্তন বিভাগীয় প্রধান মেডিসিন বিভাগের জ্যেষ্ঠ শিক্ষক সদস্য এবং আমাদের প্রায় সকলেরই শ্রেণি শিক্ষকও বটে। তাই বিভাগীয় প্রধানের অনুরোধে আমারা আমাদের একজন শিক্ষক সহকর্মী এবং সদ্য অবসরপ্রাপ্ত জ্যেষ্ঠ শিক্ষকের বিরুদ্ধে বিশ্ববিদ্যালয়-এর সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে বিচারের জন্য আর অগ্রসর হওয়া সমীচীন নয় বলে বিষয়টিকে স্থগিত করা হয়।

বাকৃবি ভেটেরিনারি ক্লিনিকে ভেটেরিনারিয়ান (মেডিসিন) নিয়োগ সংক্রান্ত

ভেটেরিনারি অনুষদে বিভাগীয় মর্যদা সম্পন্ন একটি ভেটেরিনারি ক্লিনিক আছে। ভেটেরিনারি ক্লিনিকে ভেটেরিনারি অনুষদের ছাত্রছাত্রীদের ব্যবহরিক ক্লাস এবং পশু পাখির চিকিৎসা সেবা দেয়া হয়। মেডিসিন বিভাগ থেকে পশু পাখির চিকিৎসার জন্য সে সময়ে (১৯৯৭-৯৮) একজন ভেটেরিনারিয়ান (মেডিসিন) দু'বছরের জন্য নিয়োগপ্রাপ্ত হতেন। এছাড়া মেডিসিন বিভাগ এবং সার্জারি ও অবস্টেট্রিক্স বিভাগের মধ্যে দু'বছরের আবর্তন পদ্ধতিতে ভেটেরিনারি ক্লিনিকটির প্রশাসনিক দায়িত্বে থাকতেন একজন অফিসার-ইন-চার্জ। সে অনুযায়ী ১৯৯৮ সনে মেডিসিন বিভাগ থেকে ভেটেরিনারি ক্লিনিকের আফিসার-ইন-চার্জ এবং একজন ভেটেরিনারিয়ান (মেডিসিন) নিয়োগ নির্ধারিত ছিল। সে পরিপ্রেক্ষিতে ২৯-১২-১৯৯৭ তারিখে মেডিসিন বির্ষয়ের পাঠ্য পর্যদের সভা অনুষ্ঠিত হয়। সে সভার কার্যবিবরণী দেয়া হল।[২৩৪]

মেডিসিন বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ।[২৩৪]

মেমো নং ১৩৮৪ (১২)/ ৬ / ডিএম তারিখ: ৩১-১২-৯৭ইং

মেডিসিন বিভাগীয় জরুরী সভা নং ৯/৯৭, তাং ২৯-১২-৯৭ইং এর কার্যবিবরণী ও সিদ্ধান্তসমূহ:

আলোচ্য বিষয়: অনুষদীয় ভেটেরিনারি ক্লিনিকের পরবর্তী আফিসার-ইন-চার্জ এবং ভেটেরিনারিয়ান (মেডিসিন) নিয়োগের লক্ষ্যে মনোনয়ন দান প্রসংগে।

কার্যবিবরণী এবং সিদ্ধান্তসমূহ: ভেটেরিনরি অনুষদীয় ডীন মহোদয়ের মৌখিক নির্দেশে ভেটেরিনারি ক্লিনিকে পরবর্তী অফিসার-ই-চার্জ এবং ভেটেরিনারিয়ান পদে নিয়োগ দানের লক্ষ্যে মেডিসিন বিভাগের পক্ষ থেকে উভয় পদে শিক্ষকদের নাম মনোনয়নের বিষয়ে অদ্যকার জরুরী সভাটি অনুষ্ঠিত হয়। উল্লেখ্য, নিয়োগ বিধিমালা অনুসারে ক্লিনিকের পরবর্তী অফিসার-ইন-চার্জ আবর্তন পদ্ধতিতে মেডিসিন বিভাগ থেকে হওয়ার কথা।

অফিসার-ইন-চার্জ এবং ভেটেরিনারিয়ান উভয় পদে মনোনয়ন দানের আলোকে এবং ক্লিনিকের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে বিভিন্ন সদস্যবৃন্দ বিভিন্ন প্রস্তাবনা এবং বিস্তারিত আলোচনা করেন। এ প্রসংগে উক্ত ক্লিনিকটি আলাদা হওয়ার পর থেকে মেডিসিন বিভাগের পক্ষ থেকে যে পদ্ধতিতে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন শিক্ষক বিভিন্ন পদে দায়িত্ব পালন করেছেন তা পর্যালোচনা করে দেখা যায় এ পর্যন্ত মোট তিন জন বিভাগীয় শিক্ষক যথা- প্রফেসর ডঃ খন্দকার সিরাজুল ইসলাম, প্রথম অফিসার-ইন-চার্জ, প্রফেসর ডঃ মনোজ মোহন সেন প্রথম ভেটেরিনারিয়ান, প্রফেসর ডাঃ আব্দুর রহমান ২য় ভেটেরিনারিয়ান পদে দায়িত্ব পালন করেছেন। উল্লেখ্য, নিয়োগ বিধিমালায় কেবল অফিসার-ইন-চার্জ মেডিসিন ও সার্জারি এই দুই বিভাগের প্রফেসরদের মধ্যে থেকে আবর্তন ক্রমে নিয়োগের উল্লেখ ছাড়া বিস্তারিত আর কিছুই নাই।

বিস্তারিত আলোচনান্তে বর্তমান এবং ভবিষ্যতে ভেটেরিনারি ক্লিনিকে মেডিসিন বিভাগের পক্ষ থেকে অফিসার-ইন-চার্জ এবং ভেটেরিনারিয়ান উভয় পদে নিয়োগদানের লক্ষ্যে মনোনয়নের জন্য সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, পূর্ববর্তী নিয়োগনীতি অবলম্বন করে উভয় পদে কেবল ক্রম ভিত্তিক জ্যেষ্ঠতার ভিত্তি অনুসরণ করা হবে এবং তদানুযায়ী প্রফেসর ডঃ খন্দকার সিরাজুল ইসলাম এর পরবর্তী জ্যেষ্ঠ শিক্ষক প্রফেসর ডঃ মনোজ মোহন সেন এর নাম পরবর্তী অফিসার-ইন-চার্জ হিসেবে মনোনয়নের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ভেটেরিনারিয়ান পদে প্রফেসর ডাঃ আব্দুর রহমান সাহেবের পরে জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে প্রফেসর ডঃ খন্দকার সিরাজুল ইসলাম সাহেবের নাম প্রস্তাব করা হলে তিনি অসম্মতি জ্ঞাপন করেন এবং একইভাবে পরবতী জ্যেষ্ঠ শিক্ষক প্রফেসর ডঃ মোঃ নুরুদ্দিন সাহেবের নাম প্রস্তাব করলে তিনিও অসম্মতি জ্ঞাপন করলে পরবতী জ্যেষ্ঠ শিক্ষক প্রফেসর ডঃ মোজাহিদ উদ্দিন আহমেদ এর নাম মনোনয়ন করা হয়। উল্লেখ থাকে যে, উপরোক্ত দুটো পদেই যদি কোন সম্মনিত শিক্ষক দায়িত্ব গ্রহনে অসম্মতি জ্ঞাপন করেন সেক্ষেত্রে ক্রম অনুসারে পরবর্তী জ্যেষ্ঠ শিক্ষককে মনোনীত বলে গণ্য করা হবে।

যেহেতু উপরোক্ত দুটো পদেই অনুষদীয় ডীনের সুপারিশে ভাইস-চ্যান্সেলর কর্তৃক নিয়োগ দান করা হয় সেহেতু এ বিষয়ে অদ্যকার বিভাগীয় জরুরী সভার সিদ্ধান্তটি ভবিষ্যতে অনুসরণের জন্য ডিন ভেটেরিনারি অনুষদকে দেওয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

স্বাক্ষর/-
প্রধান, মেডিসিন বিভাগ।

সদয় অবগতির জন্য কপি বিতরণ করা হলো:

১.প্রফেসর আব্দুর রহমান	২.প্রফেসর ডঃ খন্দকার সিরাজুল ইসলাম
৩.প্রফেসর ডঃ মনোজ মোহন সেন	৪.প্রফেসর ডঃ মোহাম্মদ নূরুদ্দিন
৫.প্রফেসর ডঃ মোজাহিদ উদ্দিন আহমেদ	৬.প্রফেসর ডঃ মোঃ আব্দুস সামাদ
৭.ডাঃ কে. এম. আলী	৮.ডাঃ মোঃ মাহবুব আলম
৯.ডাঃ মোঃ সিদ্দিকুর রহমান	

স্বাক্ষর/- ৩১-১২-৯৭ (ডাঃ এ, কে.এম. ফজলুল হক)

ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ

ক. মেডিসিন বিষয়ক পাঠ্য পর্ষদ ভেটেরিনারি ক্লিনিকে মেডিসিন বিভাগ থেকে আফিসার-ইন-চার্জ এবং ভেটেরিনারিয়ান (মেডিসিন) দু'বছর কার্যকালের নিয়োগের জন্য জ্যেষ্ঠার ভিত্তিতে নাম সুপারিশ করে। উল্লেখ্য, উক্ত সময়ে মেডিসিন বিভাগের প্রফেসর ডা. আব্দুর রহমান সাহেব দু'বছর ভেটেরিনারিয়ান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। পরবর্তীতে জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে প্রফেসর খন্দকার সিরাজুল ইসলাম এবং প্রফেসর ড. মো. নূরুদ্দিন সাহেবের উক্ত ভেটেরিনারিয়ান পদে অতিরিক্ত দায়িত্ব পালনে অসম্মতি জানান। ফলে পরবর্তী জ্যেষ্ঠ শিক্ষক প্রফেসর ডঃ মোজাহিদ উদ্দিন আহমেদ এর নাম অলোচনায় আসলে তিনি মৌন থাকেন। যেহেতু মৌনতা সম্মতির লক্ষণ তাই তার নাম ভেটেরিনারিয়ান (মেডিসিন) হিসেবে নিয়োগের জন্য সুপারিশ করা হয়। কিন্তু আমার জানা মতে প্রফেসর আহমেদ তার মেডিসিন বিভাগে চাকরী জীবনে কোন দিন ভেটেরিনারি ক্লিনিকে পশু পাখির চিকিৎসা করেননি। তিনি হঠাৎ করে পশু পাখির চিকিৎসার অতিরিক্ত দায়িত্ব পালন করবেন। এছাড়া তিনি থাকেন ময়মনসিংহ শহরে। তিনি কিভাবে ভেটেরিনারি ক্লিনিকে সময় দিবেন? অবশেষে সকল প্রশ্নের অবসান ঘটিয়ে প্রফেসর ডঃ মোজাহিদ উদ্দিন আহমেদকে বাকৃবি ভেটেরিনারি ক্লিনিক-কে ভেটেরিনারিয়ান (মেডিসিন) হিসেবে দু'বছরের জন্য নিয়োগ দান করা হ'ল (নং-শা-১/বিবিধ-৬৫/৯৩/১৯.সংস্থাপন, তারিখ ১১/১২-১-৯৮)।

খ. বাস্তবে দেখা গেল, প্রফেসর আহমেদ কোনদিন ভেটেরিনারি ক্লিনিকে চিকিৎসা করতে যাননি। তার পরিবর্তে ভেটেরিনারি ক্লিনিকে পশু পাখির চিকিৎসা করেছেন প্রফেসর ডা. আব্দুর রহমান। অর্থাৎ প্রফেসর ডা. আব্দুর রহমান সাহেব প্রফেসর ড. মোজাহিদ উদ্দিন আহমেদ এর পরিবর্তে চিকিৎসা করেন। চিকিৎসা সংক্রান্ত বাড়তি আর্থিক সুবিধা প্রফেসর রহমান এবং প্রফেসর আহমেদ বাসাবাড়া সংক্রান্ত সুবিধা ভোগ করেন। উল্লেখ্য, সে সময় ভেটেরিনারি ক্লিনিকের অফিসার-ইন-চার্জ-এর দায়িত্বে ছিলেন প্রফেসর ড. মনোজ মোহন সেন। অর্থাৎ সেসময় ভেটেরিনারি ক্লিনিকে এই যে অনিয়ম হয়েছে সে সম্বন্ধে তিনজনই ভালভাবে অবগত ছিলেন।

গ. পরবর্তীতে প্রফেসর আহমেদ ১-৫-১৯৯৯ তারিখে বরিশাল সরকারী ভেটেরিনারি কলেজের প্রিন্সিপ্যাল হিসেবে নিয়োগ লাভ করেন। ফলে তিনি অন্য প্রতিষ্ঠানে যোগদান করার কারণে আমাকে দু'বছরের জন্য বাকৃবি ভেটেরিনারি ক্লিনিকে ভেটেরিনারিয়ান (মেডিসিন) হিসেবে নিয়োগদান করা হয়।[২৩৫] সে পরিপ্রেক্ষিতে আমি ১লা জুন ১৯৯৯ তারিখে ভেটেরিনারিয়ান (মেডিসিন) হিসেবে কাজে যোগদান করি।[২৩৬] উক্ত অফিসিয়াল নিয়োগপত্রে দায়িত্ব গ্রহন ও হস্তান্তরের কোন প্রয়োজন উল্লেখ ছিল না।

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ।[২৩৫]

আদেশনামা

নং-শা-১/বিবিধ-৬৫/৯৩/৬০৬ / সংস্থাপন তারিখ: ২৯-৫-৯৯

মেডিসিন বিভাগের প্রফেসর ডঃ মোঃ আব্দুস সামাদ-কে কাজে যোগদানের তারিখ হইতে প্রফেসর ডঃ মোজাহিদ উদ্দিন আহদে-এর স্থলে ২ (দুই) বৎসরের জন্য ভেটেরিনারি ক্লিনিকের ভেটেরিনারিয়ান (মেডিসিন) হিসেবে নিয়োগ করা হইল। প্রফেসর ডঃ মোঃ আব্দুস সামাদ শিক্ষক হিসেবে তাঁহার নিজ দায়িত্বেও অতিরিক্ত ভেটেরিনারিয়ান (মেডিসিন) হিসেবে দায়িত্ব পালনকালে বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে বিনা ভাড়ায় বাসস্থানের সুবিধা পাইবেন।

ভাইস-চ্যান্সেলর মহোদয়ের আদেশক্রমে

স্বা ঃ রেজিস্ট্রার
নং-শা-১/বিবিধ-৬৫/৯৩/৬০৬ (৯)/ সংস্থাপন তারিখ ঃ ২৯-৫-৯৯
অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধসহ অনুলিপি প্রেরিত হইল:
(১) প্রফেসর ডঃ মোঃ আব্দুস সামাদ, মেডিসিন বিভাগ। তিনি অফিসার-ইন-চার্জ, ভেটেরিনারি ক্লিনিক-এর নিয়ন্ত্রণাধীনে ক্লিনিকে কাজ করবেন।
(২) প্রফেসর ডঃ মোজাহিদ উদ্দিন আহমেদ, মেডিসিন বিভাগ। ...
(৩) প্রধান, মেডিসিন / সাজারি ও অবস্টেট্রিক্স বিভাগ।
(৪) ডিন, ভেটেরিনারি অনুষদ। (৫) অফিসার-ইন-চার্জ, ভেটেরিনারি ক্লিনিক।
(৬) কোষাধ্যক্ষ। (৭) সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি সম্পর্কিত নথি।
(৮) প্রধান যন্ত্র প্রকৌশলী। (৯) গার্ড ফাইল (সংস্থাপন শাখা-১)।
স্বাক্ষর/- ২৯-৫-৯৯
ডেপুটি রেজিস্ট্রার

মেডিসিন বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ।[২৩৬]
ডেপুটি রেজিস্ট্রার
বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ
মাধ্যম: যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে।
বিষয়: ভেটেরিনারি ক্লিনিকের ভেটেরিনারিয়ান (মেডিসিন) হিসেবে যোগদান।
প্রিয় মহোদয়,
আপনার আদেশনামা নং শা-১/বিবিধ-৬৫/৯৩/৬০৬ / সংস্থাপন, তারিখ ২৯-৫-১৯৯৯ এর পরিপ্রেক্ষিতে অদ্য ১লা জুন ১৯৯৯ ইং পূর্বাহ্নে বিষয়ে উল্লিখিত পদে যোগদান করলাম।
অতএব, আমার যোগদান পত্রটির পরবর্তী কার্যকর ব্যবস্থা গহনের জন্য অনুরোধ করছি।
ধন্যবাদান্তে আপনার বিশ্বস্ত
স্বাক্ষর/- ১-৬-৯৯
(প্রফেসর ডঃ মোঃ আব্দুস সামাদ)

মেডিসিন বিভাগের বিভাগীয় প্রধান হিসেবে অভিজ্ঞতা

- প্রথমে ১লা জানুয়ারী ১৯৯২ তারিখ থেকে ৩১শে ডিসেম্বর ১৯৯৩ তারিখ পর্যন্ত দু'বছরের জন্য মেডিসিন বিভাগের বিভাগীয় প্রধান হিসেবে নিয়োগলাভ করে দায়িত্ব পালন করি।
- দ্বিতীয়বার ০১-০৭-২০০৪ তারিখ থেকে দু'বছরের জন্য মেডিসিন বিভাগের বিভাগীয় প্রধান হিসেবে দায়িত্বলাভ করি (নং-শা-১/এ-৪৬/৮৭/৭৩০(২৮)/সংস্থাপন, তারিখ ২২-৬-২০০৪)। কিন্তু 'দি পাপুয়া নিউগিনি উইনিভারসিটি অব টেকনোলজি'-তে চাকরী নিয়ে যাওয়ার কারণে ৬-৩-২০০৫ তারিখ বিভাগীয় প্রধান থেকে ইস্তফা দিই (নং-শা-১/এ-৪৬/৮৭/১৭৪(২৬)/সংস্থাপন, তারিখ ৭-৩-২০০৫)।
- তৃতীয়বার পাপুয়া নিউগিনি থেকে ফিরে পুনরায় মেডিসিন বিভাগের বিভাগীয় প্রধান হিসেবে নিয়োগলাভ করি (নং শা-১/এ-৬/২০০৫/১৪৪৪ (২৫)/ সংস্থাপন, তারিখ ৮.৮.২০০৭) এবং ৯-৮-২০০৭ তারিখ থেকে বিভাগীয় প্রধান হিসেবে কার্যভার গ্রহন করি (মেমো নং ১১৮৭(১০) ৬/ ডিএম, তারিখ ৯-৮-২০০৭)।

ক. ১৯৯২ সনে প্রথম মেডিসিন বিভাগের বিভাগীয় প্রধান হিসেবে নিয়োগলাভ করে একাডেমিক প্রশাসক হিসেবে বুঝতে পারি মেডিসিন বিভাগের সহকর্মীদের চিন্তা-চেতনা, প্রফেশন্যাল জেলাসি এবং বিভাগীয় প্রধান হিসেবে সহকর্মীদের অসহযোগিতা। উল্লেখ্য, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিটি বিভাগের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য কন্টিনজেন্সি খাতে অর্থ বরাদ্দ থাকে। কন্টিজেন্সি খাতের অর্থ খরচের জন্য প্রতিটি বিভাগে একটি ক্রয় কমিটি থাকে। প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী উক্ত ক্রয় কমিটির চেয়ারম্যান হন বিভাগীয় প্রধান এবং বিভাগের জ্যেষ্ঠ শিক্ষক এবং পূর্ববর্তী বিভাগীয় প্রধান থাকেন সদস্য। সে সময় পূর্ববর্তী বিভাগীয় প্রধান ছিলেন ড. মো. নূরুদ্দিন এবং বিভাগের জ্যেষ্ঠ শিক্ষক সদস্য ছিলেন প্রফেসর আব্দুর রহমান। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী প্রতিটি বিভাগীয় প্রধান সাত হাজার টাকা হিসেবে উত্তোলন করে শিক্ষা কার্যক্রমের জন্য খরচের ভাউচার বা মালামাল ক্রয়ের রসিদ সমন্বয় করে একটি সভার মাধ্যমে তিন সদ্যসের স্বাক্ষর নিয়ে বিলটি কোষাধ্যক্ষ বরাবর জমা দিতে হয়। এই ভাবে কয়েকটি বিল সমন্বয় করা হয়। হঠাৎ একটি সাত হাজার টাকার বিল অনুমোদনের সভায় একজন সদস্য বললেন, 'আমাদের অনুমোদন ছাড়াই বিভাগের মালামাল ক্রয় করা হয়েছে। তাই বিলে স্বাক্ষর করবোনা।' অন্য জন বললেন, 'বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভাগের মালামাল ক্রয়ের অর্ডিনেন্স পড়ে তার পরে বিলে স্বাক্ষর করবো।' শুনে আমি বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলাম। উভয় সদস্যই বিগত দিনে মেডিসিন বিভাগের বিভাগীয় প্রধানের দায়িত্ব পালন করেছেন। তাঁরা বিভাগীয় মালামাল ক্রয়ের পদ্ধতি এবং অর্ডিন্যান্স সম্বন্ধে ভালোভাবে অবগত। তাঁদেরকে বললাম, 'আপনারা ঠিক করেন বিভাগের প্রয়োজনে কী মালামাল ক্রয় করতে হবে এবং আপনারাই ক্রয় করেন। আমি আপনাদের ক্রয় করা সব বিলেই চেয়ারম্যান হিসেবে স্বাক্ষর করে সমন্বয়-সাধন করবো তবু টাকাটা বিভাগের কাজে লাগুক। সে প্রস্তাবেও তারা রাজী হলনা। তাই পরবর্তীতে বিভাগীয় কন্টিজেন্সি থেকে কোন টাকা উত্তোলন না করে টাকা ফেরত দেয়া হয়। এতে তাঁদের কি স্বর্থ সিদ্ধি হয়েছিল জানিনা তবে পরবর্তী আর্থিক বছরগুলোতে মেডিসিন বিভাগের আর্থিক বাজেট কমিয়ে দেয়া হল। সে কারণে মেডিসিন বিভাগ ক্ষতিগ্রস্থ হয়।

খ. মেডিসিন বিভাগের স্নাতক ও স্নাতকোত্তর শ্রেণির পরীক্ষার প্রশ্নপত্র এবং পরীক্ষার উত্তর পত্র মূল্যায়নে অনিয়ম হবার অভিযোগ উঠে। উল্লেখ্য, অভিযোগকারী ছাত্রছাত্রীদের অভিযোগও ছিল স্পষ্ট। এমতাবস্তায় যে সব শিক্ষকের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল সেসব শিক্ষককে মেডিসিন বিভাগের বোর্ড অব স্ট্যাডিজ প্রশ্নপত্র মডারেশন কমিটিতে না রাখার সুপারিশ করে। একারণে মেডিসিন বিভাগের কতিপয় জ্যেষ্ঠ শিক্ষকের নাম প্রশ্নপত্র মডারেশনের তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়। উক্ত শিক্ষকের ক্ষুদ্ধ প্রতিক্রিয়ার বহিপ্রকাশ ঘটে বিভিন্ন ভাবে।[২৩৭]

DVM Part Final Exam. 1991, Held in August 22nd 1994, Subj: Preventive Medicine.[২৩৭]
প্রশ্ন পত্র সম্বন্ধে কিছু বক্তব্য:
(১) মোট ৭টি প্রশ্ন করা হয়েছে যার মোট নম্বর ৭ × ১৬ = ১১২
(৩) গৃহপালিত পশুর (মুরগী নয়) parasitic disease হতে মোট ২টা পুরা প্রশ্ন এবং অন্যত্র কিছু ছোট প্রশ্ন করা হয়েছে। এদের পূর্ণ নম্বর প্রায় ৩৬/৩৭।
(৪) মুরগীর রোগ হতে ২.২৫ টা প্রশ্ন অর্থৎ প্রায় ৩৬ নম্বরের প্রশ্ন করা হয়েছে।
(৫) গবাদি পশুর Bacterial রোগ হতে ১৬ নম্বরের এবং Virus রোগ হতে প্রায় ১৬ নম্বরের প্রশ্ন করা হয়েছে। অর্থাৎ ১টা প্রশ্ন ও ১ টা প্রশ্ন হতে করা হয়েছে।

(৬) গবাদি পশুর Bact. ও Virus রোগ ছাত্ররা না পড়লেও পাশ করে যাবে।
(৭) কোন কোন ক্ষেত্রে Mark distribution ঠিকমত হয় নাই।
(৮) কোন ক্ষেত্রে একটি প্রশ্নের উত্তর অন্য প্রশ্নে দেওয়া আছে।
(৯) Small animal হতে কোন প্রশ্ন নাই।
আমার মতে Moderation Board এর Selection wise প্রশ্নগুলোর distribution এর ব্যাপারে আরো কিছু সচেতন হবার অবকাশ ছিল।
অবগতির জন্য বিভাগীয় প্রধান মেডিসিন। প্রফেসর আব্দর রহমান ২২-৮-৯৪

ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ

প্রফেসর আব্দুর রহমান আমাদের প্রায় সকলেরই শ্রেণি শিক্ষক ছিলেন। সুতরাং মেডিসিন বিভাগের একটি ফাইনাল পরীক্ষার প্রশ্ন পত্র এবং মডারেশন বোর্ডের প্রতি তাঁর মন্তব্যের উপর কোন মন্তব্য করার অবকাশ নেই। তবে প্রশ্ন পত্রের উপর মন্তব্যটা একটু বিশ্লেষণ করলেই তাঁর মহাৎ উদ্দেশ্য সমন্ধে বোঝা যাবে।

(ক) বাকৃবি-এর বার্ষিক পদ্ধতিতে ১০০ নম্বরের একটি বিষয়ে ২০ নম্বর-এর পরীক্ষা হয় প্রিওডিক্যাল বা ক্লাস টেস্ট হিসেবে এবং ৮০ নম্বরের পরীক্ষা হয় ফাইনাল পরীক্ষা হিসেবে। আর ফাইনাল পরীক্ষায় সাধারণত ৭টি প্রশ্ন থাকে এবং প্রতিটি প্রশ্নের নম্বর ১৬ করে দিয়ে যে কোন ৫টির উত্তর দিতে বলা হয়। অর্থাৎ মোট নম্বর ৫ × ১৬ = ৮০, যা ৭ × ১৬ = ১১২ নয়।

(খ) প্রফেসর সাহেব এক (১) ক্রমিক নম্বর লিখে দুই (২) নম্বর না লিখে লিখেছেন তিন (৩)। অর্থাৎ যিনি নিজে সচেতন না হয়ে সংশ্লিষ্ট মডারেশন বোর্ডকে আরো সচেতন হবার পরামর্শ দিয়েছেন।

(গ) প্রফেসর সাহেব নিশ্চয় অবগত যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী মোট সাত (৭)টি প্রশ্নের মধ্যে যে কোন পাঁচ (৫)টির উত্তর দিতে হয়। আবার পাঁচটি প্রশ্নের উত্তরের উপর ৪০ শতাংশ নম্বর পেলেই পরীক্ষায় পাশ হয়। অর্থাৎ প্রচলিত পরীক্ষা পদ্ধতিতে ৬০ শতাংশ না পড়ে বা না জেনে পরীক্ষায় পাশ করে ডাক্তার হওয়া যায়।

(ঘ) প্রিভেনটিভ মেডিসিন বিষয়ের সিলেবাসে ছিল ভেটেরিনারি অনুষদের মাইক্রোবায়লজি, প্যারাসাইটোলজি, প্যাথলজি, ফার্মাকোলজি বিভাগের প্রায় সকল কোর্সের সমন্বয়ে একটি কোর্স। সপ্তাহে তিন ঘন্টার একটি কোর্সে যেমন এতগুলো বিষয় পড়ানো সম্ভবপর নয় তেমনি সকল বিষয়ের প্রশ্নপত্র একই প্রশ্ন পত্রে সমানভাবে উপস্থাপন করা সম্ভবপর নয়। তবে কোন শ্রেণি শিক্ষক এবং পরীক্ষক কোন বিষয় অধিক গুরুত্বপূর্ণ মনে করলে সে বিষয়ে কম্পালসরি বা আবশ্যিক প্রশ্ন হিসেবে দেওয়ার সুযোগ রয়েছে। আর সেটাও নির্ভর করে শ্রেণি শিক্ষক কীভাবে ক্লাসে পড়িয়েছেন এবং কীভাবে প্রিওডিক্যাল বা ক্লাস টেস্ট নিয়েছেন তার উপর।

(ঙ) সামগ্রীকভাবে বলা যায়, উক্ত প্রফেসর সাহেব মেডিসিন বিভাগের মডারেশন বোর্ড তথা উক্ত বিষয়ের শ্রেণি শিক্ষক ও প্রশ্ন প্রণেতার প্রতি বক্তিগতভাবে সন্তুষ্ট ছিলেননা ইঙ্গিত বহন করে।

তৃতীয়বার বিভাগীয় প্রধানের দায়িত্বকালীন অভিজ্ঞতা

'দি পাপুয়া নিউ গিনি ইউনিভারসাটি অব টেকনলোজি' বিশ্ববিদ্যালয় থেকে চাকরীতে ইস্তফা দিয়ে ২৭-৭-২০০৭ তারিখে বাকৃবি-তে কাজে পুনরায় যোগদান করি। আমার অবর্তমানে মেডিসিন বিভাগে বিভাগীয় প্রধান হবার যোগ্য কোন শিক্ষক না থাকার কারণে ফিজয়লজি বিভাগের একজন প্রফেসরকে সাময়িকভাবে মেডিসিন বিভাগের প্রধানের দায়িত্ব দেয়া হয়। পরবর্তীতে আমি বাকৃবি-তে যোগদান করলে ৯-৮-২০০৭ তারিখ থেকে আমাকে মেডিসিন বিভাগের বিভাগীয় প্রধান হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়।

ভেটেরিনারি অনুষদের ডিন হিসেবে অভিজ্ঞতা

বাকৃবি-তে চাকরির ভূয়োদর্শন, ভেটেরিনারি হাসপাতালের পরিচালক পদ থেকে ইস্তফা দান, মেডিসিন বিভাগের স্পেস দখল, জার্নাল দখল, মেডিসিন বিভাগের অভ্যন্তরীণ অবস্থা ও আনুষঙ্গিক কারণে ভেটেরিনারি অনুষদের অনেক শিক্ষকের ধারণা ছিল আমি ভেটেরিনারি অনুষদের ডিনের দায়িত্ব গ্রহণ করবো না। বোধকরি সে কারণ ছাড়াও অ-রাজনীতিক শিক্ষক হবার কারণে আমার পরবর্তী সিনিয়র একজন দলীয় নেতা এমএসসি ডিগ্রীধারী প্রফেসর অনুষদীয় ডিন হবার জন্য দৌড়ঝাঁপ শুরু করে। আমাকে অনেকে প্রশাসনের সাথে যোগাযোগ করার পরামর্শ দেয়। যেহেতু আমি সম্পূর্ণরূপে ভাগ্য এবং আল্লাহ তা'লার উপর নির্ভরশীল তাই আমি কোন নেতার সাথে ডিন হবার জন্য দেখা করিনি। এছাড়া আমি জানি যে আল্লাহ তা'লা আমাকে সৎ কাজ করার জন্য ভেটেরিনারি পেশার পর্যাপ্ত জ্ঞান দান করেছেন। উল্লেখ্য, হাদিস অনুযায়ী প্রতিটি মানুষের সাথে একজন করে শয়তান জীন নিয়ুক্ত আছে। সে প্রতিটি মানুষকে আল্লাহর পথ থেকে বা সৎ পথ থেকে বিচ্যুত করে। ভেটেরিনারি হাসপাতালের পরিচালক হবার পর থেকেই দেখতে পেলাম হাসপাতালটি সম্পূর্ণভাবে এসব শয়তান দ্বারা পরিবেষ্ঠিত হয়ে আছে। আমার কাছে যে শয়তান আছে সেও মাঝে মধ্যে ঝামেলা করে। তাই এতগুলো শয়তানের বিরুদ্ধে যে ঈমান, ইল্‌ম বা জ্ঞান শক্তি হাসিল করা প্রয়োজন ছিল তা আমার ছিল না। এমতাবস্থায় ভেটেরিনারি হাসপাতালে পরিচালক হিসেবে আমার পক্ষে সৎ কাজ করে উন্নয়ন করা সম্ভব ছিল না। তবে কোন উন্নয়ন না করে অনান্য পরিচালকগণ যেভাবে দু'বছর করে সময় অতিবাহিত করে অর্থ উপার্জন করেছে সেভাবে আমার দায়িত্ব পালন করার কোন আগ্রহ ছিল না। সবদিক বিবেচনায় আমি পরিচালকের পদ থেকে পদত্যাগ করি। অবশ্য আমি আল্লাহ তা'লার নিকট প্রার্থনা করেছিলাম যে, আমাকে ভেটেরিনারি অনুষদের ডিনের দায়িত্ব দেওয়া হলে ভেটেরিনারি অনুষদের জন্য এমন সব কাজ করতে সক্ষম হই যেন, ১৯৬২ সন থেকে এপর্যন্ত কোন ডিন সৎভাবে করতে সক্ষম হয়নি। অবশেষে আমাকে দু'বছরের মেয়াদের জন্য ডিন হিসেবে নিয়োগ দান করা হলো।

বিগত ২০১৫ হতে ২০১৭ সনে মোট দুই বছর ভেটেরিনারি অনুষদের ডিনের দায়িত্ব পালন করি। ডিন হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণের পরেই ইচ্ছা হয় যে ভেটেরিনারি অনুষদ তথা ভেটেরিনারি পেশার জন্য কিছু একটা করা যা চিরস্থায়ী হয়ে থাকবে। ১৯৬২ সন থেকে এপর্যন্ত ভেটেরিনারি অনুষদের কোন ডিন যেসব অনুষদের অত্যধিক গুরুত্বপূর্ণ কার্য সম্পাদন করেননি সেসব কিছু কার্যসম্পাদন করতে আগ্রহ হই। সেকারণে নিম্নোক্ত কতিপয় গুরুপূর্ণ কাজগুলো আরম্ভ করে সম্পন্ন করি।

ডিভিএম ছাত্রছাত্রীদের ভারতে ইন্টার্নশীপ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা

ভেটেরিনারি অনুষদের পূর্ববর্তী ডিনের অনুষদীয় সভার ডিনের ভাষ্য অনুযায়ী ভারত সরকার বাংলাদেশের ডিভিএম ছাত্রছাত্রীদের ভারতে ইন্টার্নশীপ ট্রেনিং করার কোন অনুমতি দেবে না। অথচ চট্টগ্রাম ভেটেরিনারি ও এনিম্যাল সায়েন্স বিশ্ববিদ্যালয় এর ডিভিএম ছাত্রছাত্রীরা প্রতি বছর মাদ্রাজ ভেটেরিনারি কলেজে ইন্টার্নশীপ ট্রেনিং প্রোগ্র্যামে যায়। বিশস্তসূত্রে জানতে পারি যে, তামিল নাড়ু ভেটেরিনারি এবং এনিম্যাল সায়েন্স বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর চট্টগ্রাম ভেটেরিনারি ও এনিম্যাল সায়েন্স বিশ্ববিদ্যালয়ে আসবেন। এমতাবস্তায় আমি ডিন হিসেবে আমাদের ভেটেরিনারি অনুষদের ছাত্রছাত্রীদের ইন্ট্রার্নশীপ প্রশিক্ষণের সম্ভবনা উল্লেখ করে বাকৃবি-তে আসার জন্য তাঁকে আমন্ত্রণ জানাই। তিনি ২৭ এপ্রিল ২০১৫ বাকৃবি ভেটেরিনারি অনুষদে আসেন। সে পরিপ্রেক্ষিতে তাঁকে একটি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে অভ্যর্থনা জানানো হয়। উক্ত অনুষ্ঠানের পরে ব্যক্তিগতভাবে তাঁর সাথে আলোচনায় জানতে পারি যে, তিনি আমার পিএইচডি ক্লাসের সতীর্থ প্রফেসর ড. আর. কে. ম্যানিক্যাম এর ডাইরেক্ট ছাত্র। এছাড়া বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার ফেলোশীপে উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ড. বশীর এবং ড. গনেশ যারা আমাকে কন্যাকুমারিসহ বিভিন্ন পেশাভিত্তিক প্রতিষ্ঠানে ভ্রমণের অমার সঙ্গী ছিলেন এই ভাইস-চ্যান্সেলর ড. এস থিলাগড় তাদের সহপাঠী। উল্লেখ্য, ড. ম্যানিক্যাম এবং ড. বশীরের মৃত্যু সংবাদ উক্ত ভাইস-চ্যান্সেলর সাহেবের নিকট থেকে জানতে পারি। ভাইস-চ্যান্সেলর সাহেব বিদায়ের পূর্বে ভেটেরিনারি অনুষদের ছাত্রছাত্রীদের ভারতে ইন্টার্নশীপ ট্রেনিং এবং ভবিষ্যতে ইর্ন্টনশীপ ট্রেনিং প্রোগ্র্যামটি চালু রাখার আশ্বাস দেন।

অবশেষে বাকৃবি ভেটেরিনারি অনুষদের ডিভিএম ১৩তম ইন্টার্নশীপ ব্যাচের জুলাই-ডিসেম্বর ২০১৫ সেমিস্টারের মোট ৭৬ জন ছাত্রছাত্রীদের তামিল নাড়ু ভেটেরিনারি এবং এনিম্যাল সায়েন্স বিশ্ববিদ্যালয়ের দু'টি ভেটেরিনারি কলেজে (Madras Veterinary College and Veterinary College and Research Institute, Namakkhal) ইন্ট্রার্নশীপ ট্রেনিং সম্পন্ন করে সর্বপ্রথম বাকৃবিতে একটি ইতিহাস সৃষ্টি করে। তবে ভেটেরিনারি অনুষদের ছাত্রছাত্রীদের ভারতে ইন্টার্নশীপ ট্রেনিং প্রোগ্র্যামটি সহজে হয়নি। অনেক সমস্যা সমাধান করেই সম্পন্ন করতে হয় যেমন বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ইন্টার্নশীপ প্রোগ্র্যামের জন্য সীমাবদ্ধ বাজেট, ভারতের বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদনের জন্য বহু ই-মেল আদান প্রদান, বিদেশী মুদ্রার বিনিময় ব্যবস্থা, এক সাথে ৭৬ জন ছাত্রছাত্রীদের ভারতে ভিসার ব্যবস্থা করা। এই সাথে ছাত্রছাত্রীদের দু'বাচে দু'জন শিক্ষক গাইডের ব্যবস্থাও সুচারুরূপে করা হয়। উল্লেখ্য, বাংলাদেশের ভিতর অনুমোদিত ইন্টার্নশীপ প্রোগ্র্যামে ছাত্রছাত্রীদের সাথে শিক্ষক গাইড থাকার কোন ব্যবস্থা ছিল। প্রতিটি নির্দিষ্ট প্রতিষ্টানে কর্মকর্তাদের সাথে শিক্ষক গাইডগণ পরিচয়পর্ব শেষ করে বাকৃবি ক্যাম্পাসে ফিরে আসতো। এমতাবস্থায় ভারতে দু'জন শিক্ষক গাইডের টিএ এবং ডিএ এর ব্যবস্থা ইন্টার্নশীপ প্রোগ্র্যামে না থাকায় জটিলতা দেখা দেয়। তবে আল্লাহর ইচ্ছায় মেডিসিন বিভাগের প্রফেসর ড. মো. মাহবুব আলম ব্যক্তিগত খরচে ভারতে ছাত্রছাত্রীদের গাইড হবার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করায় আশার আলো দেখা দেয়। এছাড়া অন্য একজন শিক্ষকের মাদ্রাজে চিকিৎসার জন্য গাইড হিসেবে যাবার আগ্রহ প্রকাশ করার কারণে শিক্ষক গাইডের সমস্যা সমাধান হয়। অবশ্য ভারতে ছাত্রছাত্রীদের ইন্টার্নশীপ ট্রেনিং সমাপ্ত করার পরে গাইড শিক্ষকদের সম্পূর্ণ না হলেও আংশিক টিএ এবং ডিএ ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়। পরবর্তীতে ইন্টার্নশীপ পরীক্ষার সময় ছাত্রছাত্রীদের মাধ্যমে ইন্টার্নশীপ ট্রেনিং প্রদানকারী দেশী ও বিদেশী প্রতিষ্ঠনের মূল্যায়ন করা হয়।[১,২] ইন্ট্রার্নশীপ ট্রেনিং মূল্যায়নের উপর প্রকাশিত আর্টিকেল দু'টি ওয়েব সাইটে বিভিন্ন দেশী ও বিদেশী ভেটেরিনারিয়ান এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সমর্থ হয় এবং বিভিন্ন আর্টিকেলে সাইট করে।

ভেটেরিনারি অনুষদের ডিভিএম ছাত্রছাত্রী ও গ্র্যাজুয়েটদের ব্যাচ নম্বর প্রকাশ

১৯৬২ সনে অত্র বিশ্ববিদ্যায় প্রতিষ্ঠিত হয় কিন্তু ২০১৫ সন পর্যন্ত বাকৃবি এর ছয়টি অনুষদের ছাত্রছাত্রী বা গ্র্যাজুয়েটদের কোন ব্যাচ নম্বর জানা ছিল না। আমি ডিনের দায়িত্ব গ্রহণের পরপরই ভেটেরিনারি অনুষদের ডিভিএম ব্যাচ নম্বর রেব করার জন্য কয়েকজন শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে নিয়োজিত করি। তাদের সহায়তায় পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক অফিস, একাডেমিক রেজিস্ট্রার অফিস এবং ভেটেরিনারি ডিন অফিস থেকে তথ্য সংগ্রহ করে ডিভিএম ব্যাচ নম্বর বের করতে সক্ষম হই।[৩] উল্লেখ্য, ডিভিএম ডিগ্রীর প্রথম ব্যাচের ৭৫ জন ছাত্র ভর্তি হয় ১৯৬১-১৯৬২ সেশনে এবং ১৯৬৭ সনে মাত্র ২৮ জন ছাত্র ডিভিএম ডিগ্রী অর্জন করে। অপরদিকে ২০০৪ সনে ডিভিএম ছাত্রছাত্রীদের প্রথম ব্যাচ ইন্টর্নশীপ আরম্ভ হয়।[৩] সে অনুযায়ী ২০১৫ সনে ডিভিএম ৫০তম ব্যাচের ১৩তম ইন্টার্নশীপ ট্রেনিং প্রোগ্রাম পরিচালিত হয়। পরবর্তীতে বাকৃবি-এর বিভিন্ন অনুষদ ছাত্রছাত্রী বা গ্র্যাজুয়েটদের ব্যাচ নম্বর বের করে বলে জানা যায়। সেসময় থেকে ভেটেরিনারি অনুষদের ছাত্রছাত্রীদের তথা গ্র্যাডুয়েটদের ব্যাচ নম্বর ব্যবহৃত হয়ে আসছে।

ভেটেরিনারি অনুষদের নিজস্ব ওয়েব সাইট এবং জার্নাল চালুকরণ

প্রধানত ভেটেরিনারি অনুষদের ডিভিএম ডিগ্রীধারীগণের পাসের ব্যাচ অনুযায়ী অ্যালামনাস লিষ্ট প্রকাশ ও সংরক্ষণ করা এবং অনুষদ থেকে 'বাংলাদেশ ভেটেরিনারি মেডিক্যাল রেকর্ড' (ISSN 2411-5088) নামে একটি জার্নাল প্রকাশ আরম্ভ করি। অ্যালামনাই লিস্ট অনুষদের ওয়েব সাইটে (www.bvmr-fvs.org) প্রকাশ হবার পর পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে কর্মরত আমাদের অনুষদের ডিভিএম গ্র্যাজুয়েটগণ তাদের নামের লিস্ট দেখেই অনুষদের এই উদ্যোগকে প্রশংসা করে ইমেল পাঠাতে থাকে। এমনকি নেপাল থেকে আমাদের অনুষদের ডিভিএম ডিগ্রীপ্রাপ্ত গ্র্যাজুয়েটদের ভেরিফিকেশনের জন্য আফিসিয়ালি জানতে চায় এবং সেক্ষেত্রে অ্যালামনাই লিস্টের ওয়েব সাইটের ঠিকানা জানালে সহজেই সমস্যা সামাধান হয়। আমার দু'বছর ডিনের কার্যকালে সুষ্ঠুভাবে ওয়েবসাইট সংরক্ষণ করা হয় এবং জার্নালের (*Bangladesh Veterinary Medical Record*) দু'টি ভলিউম এবং চারটি ইস্যু প্রকাশিত হয়। উল্লেখ্য, অনুষদের জার্নালটি নিয়মিত প্রকাশের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বার্ষিক ১৫,০০০/- (পনর হাজার টাকা) অনুদানের স্থায়ী ব্যবস্থা করা হয়। বিশ্বস্ত সূত্রে জানা যায় যে, আমার ডিন শীপের পরে বাকৃবি থেকে জার্নালের বার্ষিক ১৫,০০০/- (পনর হাজার) টাকা উত্তোলন করা হয়। কিন্তু অতীব দুঃখের বিষয় যে, আমার ডিনের মেয়াদ সমাপ্ত হবার সাথে সাথে পরবর্তী ডিন অজ্ঞাত কারণে ভেটেরিনারি অনুষদের অত্যধিক গুরুত্বপূর্ণ ওয়েব সাইট এবং জার্নাল বন্ধ করে দেয়। এমনকি পরবর্তী ডিনগণ অনুষদের ওয়েব সাইটটি পুনরায় চালু করেননি।

ডিন হিসেবে কতিপয় পরীক্ষার সমুখীন

ডিন হিসেবে ভেটেরিনারি অনুষদের উল্লেখিত বিভিন্ন কার্য সম্পাদনের জন্য ভেটেরিনারি অনুষদের ছাত্র সংসদ এবং সাধারণ ছাত্রছাত্রীগণ উল্লেখযোগ্যভাবে সহযোগিতা করে। আমার মনে হয় সে কারণে ভেটেরিনারি অনুষদের কোন নেতা থেকে পাতি নেতা শিক্ষক এমনকি প্রশাসন ভেটেরিনারি ক্লিনিকের পরিচালক হবার সময় যে ব্যবহার করেছিল তা পুনরায় করার কোন সাহস করেনি। তবে নিম্লোক্ত কতিপয় ঘটনার জন্য পুনরায় আল্লাহর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করতে হয়েছিল।

অনিমতান্ত্রিকভাবে ইন্টার্নশীপ প্রোগ্র্যামে কনসালট্যান্ট নিয়োগ প্রসংগে

বাকৃবি-এর কোন প্রতিষ্ঠানে যেমন ভেটেরিনারি হাসপাতাল, ডেয়রি ফার্ম ইত্যাদি থেকে কোন ইন্টার্নশীপ প্রোগ্র্যামে ট্রেনিং করা হলে কোন প্রশিক্ষককে কোন আর্থিক পারিতোষিক বা পারিশ্রমিক দেয়ার ব্যবস্থা ইন্টার্নশীপ বাজেটে ছিল না। ভেটেরিনারি হাসপাতালে মোট পাঁচজন ভেটেরিনারিয়ান (দুই জন মেডিসিন, একজন সার্জারি, এক জন অবস্ট্রেটিকস এবং একজন প্যাথলজি) চিকিৎসা কার্যক্রমে নিয়োজিত থাকে। এসকল ভেটেরিনারিয়ানগণ ইন্টার্নশীপ প্রোগ্র্যামে ট্রেনিং দিয়ে থাকেন। হঠাৎ করে একদিন ডিন অফিসের একজন মহিলা স্ট্যাফ একটি নোট শীট আমার সামনে ধরে স্বাক্ষর করতে বলেন। নোটটি পড়ে বুঝলাম যে, সেটি ভেটেরিনারি হাসপাতালের পরিচালক ছাত্রছাত্রীদের ইন্টার্নশীপ প্রোগ্র্যামের বিবিধ খাতে একজন অবসরপ্রাপ্ত প্রফেসরের হাসপাতালে কনসালট্যান্ট নিয়োগের সুপারিশ। সেই মহিলা স্টাফ ডিনের মন্তব্য লিখে সেখানে আমাকে স্বাক্ষর দিতে বলছে। এঅবস্থা দেখে আমি অত্যধিক আশ্চার্য হই, কারণ উক্ত মহিলা স্টাফ কোনদিন এভাবে আমার অনুমতি ছাড়া কোন নোটে ডিনের মন্তব্য লেখে না। উপরন্ত ইন্টার্নশীপ প্রোগ্র্যামের বাজেটে কোন কনসালট্যান্ট নিয়োগদানের এমনকি উক্ত ছাত্রছাত্রীদের প্রশিক্ষণের জন্য বাকৃবি এর কোন প্রতিষ্ঠানে কোন প্রশিক্ষককে কোন আর্থিক পারিতোষিক দেয়ার কোন ব্যবস্থা বাজেটে নেই। উক্ত স্টাফকে জিজ্ঞেসা করলাম, তুমি ডিনের অনুমতি ছাড়া নোটে কেন মন্তব্য লিখলে? তুমি নিশ্চয় জান যে ইন্টার্নশীপ বাজেটে কোন কনসালট্যান্ট নিয়োগের ব্যবস্থা নেই জেনেও কেন নোট শীটে ডিনের মন্তব্য লিখলে? তুমি এ অসৎ কাজ করার জন্য কেন আগ্রহী হলে? স্টাফটি উত্তর দিল যে, বিগত ডিন সাহেব এভাবে নোট দিয়ে ভেটেরিনারি হাসপাতালে কনসালট্যান্ট নিয়োগ করেছেন তাই আমি নোট শীটে লিখেছি। বিগত ডিনের রেকর্ড চাইলে সে দেখালো বিগত দিনে সেকাজটি কীভাবে করেছে। তাকে শুধু জানালাম, আমি সাধারণত কোন অসৎ কাজ করতে আগ্রহী নই। ভেটেরিনারি অনুষদের ছাত্রছাত্রীদের ইন্টার্নশীপ খাত থেকে অ-অনুমদিতভাবে অবস্থায় বিবিধ খাতে কনসালট্যান্ট নিয়োগ করা একটি অসৎ কাজ। কারণ- (ক) ভেটেরিনারি অনুষদের ছাত্রছাত্রীদের ইন্টার্নশীপ বাজেটে কোন কনসালট্যান্ট নিয়োগের ব্যবস্থা নেই, (খ) ভেটেরিনারি হাসপাতালে চিকিৎসা ও ছাত্রছাত্রীদের ইন্টার্নশীপ ট্রেনিং দেবার জন্য পাঁচজন ভেটেরিনারিয়ান নিয়োজিত আছে, (গ) একই কাজের জন্য দ্বিগুণ লোকবল নিয়োগ ব্যক্তিস্বার্থে দেশের অর্থের অপচয়, (ঘ) পূর্বের ডিন অনিয়ম

করে থাকলে আমাকেও তা করতে হবে এমনটি নয় এবং (ঙ) ইন্টার্নশীপ প্রোগ্র্যাম ও বাজেট সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রণ করে অনুষদীয় ডিন। সেক্ষেত্রে ইন্টার্নশীপ ট্রেনিং প্রোগ্র্যামে কোন কনসালট্যান্ট নিয়োগের প্রয়োজন হবে কি-না তা ডিন নির্ধারণ করবে। তাই ইন্টার্নশীপ বাজেটের অর্থায়নে ভেটেরিনারি হাসপাতালের পরিচালকের কনসালট্যান্ট নিয়োগের প্রস্তাব কোনভাবেই নিয়মশুদ্ধ নয়। তাই অনুমোদিত ইন্টার্নশীপ প্রোগ্রামের আওতায় ডিনের সুপারিশ করা হবে নিয়ম বহির্ভূত। তথ্য অনুযায়ী পূর্বের অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মকর্তাদের মাধ্যমে বাজেটে কনসালট্যান্টে অর্থ বরাদ্ধ উল্লেখ না থাকলেও যেভাবে দেশে অর্থ ব্যয় করা হয়েছে সে ব্যয়ের হিসাবের জবাব আল্লাহর নিকট তাদেরই দিতে হবে। তবে প্রয়োজনে অনুষদীয় সভার মাধ্যমে ইন্টার্নশীপ প্রোগ্র্যামে কনসালট্যান্ট নিয়োগের সুপারিশ এবং অনুমোদন থাকলে নিয়োগ দেওয়া যেতে পারে। উক্ত কনসালট্যান্ট নিয়োগের প্রস্তাবটি ডিন হিসেবে সংশ্লিষ্ট ইন্টার্নশীপ বাজেটে কোন কনসালট্যান্ট নিয়োগের অর্থের বরাদ্ধ নাই হিসেবে ফরওয়ার্ড করে ডিন অফিস থেকে মেডিসিন বিভাগের আমার অফিস চেম্বারে এসে বসি। এমন সময় আমার একজন সরাসরি ডিভিএম এর ছাত্র শিক্ষক আমার চেম্বারে এসে অকথ্য ভাষায় আমাকে গালাগালি করতে থাকে। তার গালি-গালাজ করা দেখে আমি হতভম্ব হয়ে যায় এবং পওে বুঝতে পারি তার রহস্য। এমন সময় বিভাগের কয়েজন কর্মচারী চলে আসে এবং তারা তাকে ধরার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করে কিন্তু আমি তাদেরকে চলে যেতে বলি। কারণ আমি জানি যে ইসলামের প্রথম যুগ থেকে যেসব মানুষ সৎ কাজ করতে এবং সৎ উপদেশ দিয়েছে তাদেরকে লাঞ্ছিত করা হয়েছে। তবে এক্ষেত্রে একজন ছাত্র তার সরাসরি শিক্ষককে অসৎ কাজ না করার জন্য অপমান করছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের এসব ধরনের ছাত্রছাত্রীদের সম্মন্ধে অন্য অধ্যায়ে তার কারণ অলোচনা করা হয়েছে। মূলত বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষায় ভাল ফল করলেও প্রভাষক হিসেবে চাকরি হয় না প্রয়োজন হয় বিভিন্ন যোগ্যতা যেমন রাজনীতির আদর্শ, আর্থিক প্রভাব, শিক্ষক নেতাদের মেয়ে ও আত্মীয়স্বজনাদির মেয়ের সাথে বিবাহ বন্ধন ইত্যাদি। এসব নেতা ও পাতি-নেতা শিক্ষক অবৈধ পদ্ধতিতে চাকরিলাভের কারণে তাদের শ্রেণিশিক্ষকদের অসম্মান করতে কোন দ্বিধাবোধ করেনা। তাই এসব শিক্ষকদের নির্ধারিত শয়তান অত্যধিক কলহপ্রিয় এবং আক্রমণপ্রবণ হয়।

মাইক্রোবায়োলজি বিল্ডিং এর এনেক্স অংশের দো-তলা ও তিন তলা নির্মাণ জটিলতা

বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক প্রধানদের বিশেষ করে বিভাগীয় প্রধান এবং ডিনদের রবার স্ট্যাম্পে রূপান্তরিত করা হয়েছে। এমনকি অনেক সময় একাডেমিক প্রধানদের মতামত ছাড়াই অনুষদে নিয়োগ ও বিলডিং তৈরি করা হয় যা ডিনের কোন সুপারিশের প্রয়োজন হয় না। এরূপ ভেটেরিনারি ডিন অফিসে দু'জন কর্মচারী মাস্টার রুলে নিয়োজিত অবস্থায় কেন্দ্রীয়ভাবে দু'জন কর্মচারী নিয়োগ করে ডিনের অফিসে রিপোর্ট করতে বলা হয়। এমন কি ভেটেরিনারি হাসপাতালে অবসরপ্রাপ্ত প্রফেসরকে ডিনের সুপারিশ ছাড়াই নিয়োগদান করা হয়। অনুরূপভাবে মাইক্রোবায়োলজি বিল্ডিং এর এনেক্স অংশের ছাদের উপর ডিনের কোন সুপারিশ বা বিল্ডিং এর প্রয়োজন আছে কি না তা নিরূপণ না করেই বিল্ডিং করা হয়। ফলে মাইক্রোবায়োলজি বিভাগের দাবী তাদের এনেক্সের উপর নির্মিত বিল্ডিং তাদের। অপরপক্ষে প্যাথলজি বিভাগের ফ্লোরে অবস্থিত অংশ তাদের এবং প্যারাসাইটোলজি বিভাগের ফ্লোরে অবস্থিত ফ্লোর তাদের। সেকারণে এক জটিলতা সৃষ্টি হয়। আমি নিরপেক্ষ থেকেও প্যাথলজি এবং প্যারাসাইটোলজি বিভাগের দু'জন আমার ছাত্র শিক্ষকের অত্যাচার থেকে রক্ষা পায়নি। ঘটনাটি এইরূপ প্যারাসাইটোলজি এবং প্যাথলজি বিভাগে প্রতি বছর তাদের স্নাতকোত্তর গবেষণাগারে প্রথম বর্ষে ছাত্রছাত্রীদের ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হতো। সেবার সংশ্লিষ্ট বিভাগ এনেক্স অংশের ঘরে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত করার জন্য ডিনকে প্রস্তাব পাঠায়। এমতাবস্থায় মাইক্রোবায়োলজি বিভাগের শিক্ষকগন প্রথম বর্ষের ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠানে বাধাদানে ঘোষণা দেয়। সেকারণে উপাচার্য মহোদয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রোক্টরের সাথে ডিনকে বিষয়টি মীমাংসা করার জন্য পাঠায়। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রোক্টরসহ কয়েজন মিলে প্রথমে প্যারাসাইটোলজি বিভাগে যায়। প্যারাসাইটোলজি বিভাগে গিয়ে দেখা যায় যে সেখানে একজন প্যাথলজির আমার এক নেতা ছাত্র প্যারাসাইটোলজি বিভাগের প্রধানের সাথে রয়েছে। আমাদের সেখানে পৌঁছার সাথে সাথে তারা দু'জনই ডিনের উদ্দেশ্যে উচ্চবাচ্য ও গালিগালাজ আরম্ভ করে। প্রোক্টর সাহেব শুধু বলল, 'প্রশাসনের সাথে বিরুদ্ধাচরণ করে টিকে থাকতে পারবে?' শিক্ষক ছাত্রদের এআচারণে আমি আশচর্য হই। কারণ ব্যক্তিগতভাবে ডিন হিসেবে এই বিল্ডিং তৈরি, কাদের জন্য এবং কী উদ্দেশ্যে তৈরি করা হচ্ছে তা আমার জানা ছিল না। ভর্তি পরীক্ষার সিট কোথায় পড়বে তা দেখা ছিল মূল উদ্দেশ্য। শিক্ষক ছাত্রদের গালাগালি শুনে বিল্ডিং এর নিচে তলায় চলে আসি। এমন সময় প্যাথলজি বিভাগের সে শিক্ষক ছাত্র নেতা নিচে এসে আমাকে অপমান করার জন্য সরাসরি মাফ চাইলো। তাকে উত্তর দিলাম যে, আমি একজন মানুষ তবে এসব ব্যাপারে আমি মনে কিছু করি না কারণ যার যার কৃতকর্মের ফল তাকে ভোগ করতে হবে।

পাঠকের হয়তো মনে প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক যে, বিগত এক ডিনের বিরুদ্ধে অনুষদের ছাত্রছাত্রীরা স্লোগ্যান দিয়েছিল, 'ডিনের চামড়া' - 'খুলে নিব আমরা।' সে ধরনের কোনো স্লোগান আমার বিরুদ্ধে ডিভিএম শ্রেণির ছাত্রছাত্রীরা দেয় না কেন? কারণ অনুষদের ছাত্রছাত্রী এবং ডিভিএম গ্র্যাডুয়েটদের জন্য যে সব কাজ করছি তা ছাত্রছাত্রীরা শুধু প্রশংসা করে খান্ত হয়নি বরং প্রতিটি অনুষদীয় প্রোগ্র্যামে সক্রিয়ভাব অংশ গ্রহণ করেছে।

বর্তমানে ভেটেরিনারি অনুষদে আমার সৃষ্টি ডিভিএম ব্যাচ নম্বর ছাড়া আর অন্য কিছুর বিশেষ করে ভেটেরিনারি অনুষদের ওয়েব সাইট, জার্নাল, ভারতে ডিভিএম ছাত্রছাত্রীদের ইন্টার্নশীপ ট্রেনিং প্রোগ্রামের কোন অস্তিত্ব নাই। এছাড়াও বাংলদেশের ভেটেরিনারি দলীয় রাজনীতির কারণে ভেটেরিনারি পেশা হারিয়েছে ১৯৬৭ সনে প্রতিষ্ঠিত সর্বপ্রথম 'বাংলাদেশ ভেটেরিনারি জার্নাল', আমার সৃষ্টি 'বাংলাদেশ ভেটেরিনারিয়ান' এবং বাংলাদেশে ভেটেরিনারি ডিগ্রী প্রদানকারী বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভ্রান্ত নেতাদের কারণে ভেটেরিনারি শিক্ষার ডিগ্রীর নাম ও কারিকুলামে সমরূপতা নেই।

ভেটেরিনারি অনুষদীয় অফিসে অ্যানিমাল হাজবান্ড্রি গ্র্যাজুয়েট নিয়োগ

১৯৬২ সনে অত্র বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হবার সময় থেকে একটি পশু সম্পদ পেশায় দু'টি পৃথক সমকক্ষ ডিগ্রী (DVM, Bsc (AH)) চালু করা হয়। একটি পেশায় মূলত ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য দু'টি স্নাতক ডিগ্রী চালু হবার কারণে পূর্ণাঙ্গ ডিগ্রী প্রাপ্ত ভেটেরিনারিয়ানগণ দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। গ্রুপ ভেটেরিনারিয়ান হিসেবে এবং দ্বিতীয় গ্রুপ অ্যানিম্যাল হাজব্যান্ড্রি হিসেবে বিভক্ত হয়। সেসময় থেকে অ্যানিম্যাল হাজব্যান্ড্রি গ্রুপ তাদের ডিগ্রী এবং তাদের গ্র্যাজুয়েটদের চাকরি সংস্থানের জন্য পূর্ণাঙ্গ ভেটেরিনারিয়ানদের পোস্ট দখল করে। অপরদিকে ভেটেরিনারি গ্রুপের মধ্যে আমার জানা মতে দু'ভাগে বিভক্ত হয়। এক গ্রুপ কেন্দ্রীয় রাজনীতির দলীয় ও ব্যক্তি স্বার্থে অ্যানিম্যাল হাজব্যান্ড্রির পূর্ণ সমর্থক হিসেবে ভূমিকা পালন করে। একটি ভেটেরিনারি পেশায় দু'টি পৃথক সমকক্ষ ডিগ্রী সমথর্নকারী ভেটেরিনারিয়ানগণের জাতীয় রাজনৈতিক দল সরকার ক্ষমতায় থাকার কারণে ব্যক্তি স্বার্থে ভেটেরিনারি অনুষদ তথা পেশার বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ করে অ্যানিম্যাল হাজব্যান্ড্রিদের বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা পেতে সাহায্য করতে থাকে। যার কারণে অ্যানিম্যাল হাজব্যান্ড্রি গ্র্যাজুয়েটগণ পরিচালক এবং উপাচার্য থেকে আরম্ভ করে বিভিন্ন প্রশাসনিক দায়িত্বে থেকে ভেটেরিনারিয়ানদের শাসন করেছে। এর উদাহরণ বিভিন্ন অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে। তবে অধিক স্পষ্ট উদাহরণ ভেটেরিনারিয়ানগণ অ্যানিমাল হাজব্যান্ড্রি বিষেশজ্ঞকে ভোট দিয়ে ভেটেরিনারি সমিতির সভাপতি নির্বাচন করা, ভেটেরিনারি পেশায় একটি পূর্ণাঙ্গ ডিগ্রী বা আমেরিকার মতো ভেটেরিনারিয়াদের দু'টি ডিগ্রী (বিএস, ডিভিএম) প্রদানের জন্য উপস্থাপন করা হলে এসব ভেটেরিনারিয়ান নেতা শিক্ষক ভেটেরিনারি ছাত্রদের মাধ্যমে উপস্থপনকারী শিক্ষকের অফিস রুমের দরজা ভেঙ্গে ফেলার হুমকি প্রদান, অ্যানিমাল হাজব্যান্ড্রি পরিচালককে ভেটেরিনারি অনুষদের নেতা ডিন ও ছাত্রনেতাদের সংবর্ধনা প্রদান, ভেটেরিনারি অনুষদের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অ্যানিমাল হাজব্যান্ড্রির কেন্দ্রীয় নেতাকে প্রধান অতিথিকরণ ইত্যাদি। তারই ফলশ্রুতিতে ভেটেরিনারি অনুষদে একজন পশু পালন ডিগ্রীধারীকে অফিসার হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়।

ভেটেরিনারি অনুষদের দুই বছরের জন্য ডিন হিসেবে নিয়োগ পাবার পর ডিন আফিসের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সাথে পরিচয়কালে প্রথম জানতে পারি যে ডিন অফিসে একজন সেকশন অফিসার পশু পালন গ্র্যাজুয়েট কর্মরত রয়েছে। এসংবাদে আমি আশ্চার্য না হয়ে পারিনি। পরে জেনেছি ভেটেরিনারি অনুষদীয় অফিসে অ্যানিম্যাল হাজব্যান্ড্রি গ্র্যাজুয়েট নিয়োগকারী ডিন এবং ভেটেরিনারি শিক্ষক নেতার পরিচয়। উল্লেখ্য, ভেটেরিনারি অনুষদের ছাত্রছাত্রীদেও ভেটেরিনারি পেশার রাজনীতি করার প্রথম বৈশিষ্ট্য থাকে পেশার কোন ইস্যু নিয়ে আন্দোলন আরম্ভ করা কিন্তু পরবর্তীতে একই ছাত্রনেতারা সে গ্রুপের শিক্ষক নেতাদের দেখানো লোভে প্রথম বৈশিষ্ট্য বাদ দিয়ে ব্যক্তি স্বার্থে পেশার বিরূদ্ধের রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়ে।

ইন্টার্নী ছাত্রের ইন্টার্নশীপ ট্রেনিংয়ে উপস্থিতির হ্রাসের কারণে সমস্য

একদিন ডিন অফিস থেকে বের হয়ে দুপুরে লানচের জন্য ক্যাম্পাসের বাসায় রওনা হয়েছি এমন সময় একজন ডিন অফিসের কর্মচারী খবর দিল যে, একজন ছাত্র ভেটেরিনারি অনুষদে অফিসারের রুমে প্রবেশ করে তর্কবিতর্ক ও চিৎকার করছে। আমি দ্রুত ডিন অফিসে ফিরে আসার সাথে সাথে সে ছাত্র দ্রুত অফিস ত্যাগ করে। অফিসে গিয়ে জানতে পারলাম যে, উক্ত সেকশন অফিসার ইন্টার্নশীপ ট্রেনিং প্রোগ্র্যামের বিভিন্ন ট্রেনিং প্রতিষ্ঠান থেকে প্রাপ্ত ছাত্রছাত্রীদের হাজিরা ক্যালকুলেশন করে ইন্টার্নশীপ ভাতার জন্য উপস্থাপন করে এবং সে অনুযায়ী ভাতার টাকা প্রদান করা হয়। কিন্তু উক্ত পাতি নেতা ছাত্রের প্রয়োজনীয় হাজিরা ছিল না। তাই দরজা বন্ধ করে উক্ত সেকশন অফিসারকে ট্রেনিং ক্লাসের উপস্থিতির সংখ্যা বাড়িয়ে দিতে বলে কিন্তু সে অপরাগতা প্রকাশ করলে উচ্চস্বরে তর্কবিতর্ক আরম্ভ করে। পরে তাকে ডেকে আনা হলো এবং সে ট্রেনিং প্রতিষ্ঠানে না গিয়ে কেন ক্লাসের হাজিরা ডিন অফিসের একজন কর্মকর্তার নিকট পেতে চায়। সে পাতি নেতা বলে যে গত বছর কয়েকজন নেতা ইন্টার্নশীপ ট্রেনিং না করেও বিগত ডিন তাদেরকে ভাতা দিয়েছে। আমি তাকে জানালাম তোমার কথা হয়তো সত্য। তবে ইন্টার্নশীপ ভাতার সমন্বয়সাধন বিলে সকল ছাত্রছাত্রীদের প্রয়োজনীয় হাজিরা দেখানো হয়েছে। কিন্তু ইন্টার্নশীপ ট্রেনিং প্রোগ্র্যামের অর্ডিনেন্স অনুযায়ী ছাত্রছাত্রীদের ক্লাশের উপযুক্ত সংখ্যায় হাজিরা না থাকলে ভাতা পাবার যোগ্য নয়। এমতাবস্তায় কোন ডিন যদি অন্যায়ভাবে কোন ছাত্রছাত্রীর ট্রেনিং ক্লাসের হাজিরা অ্যাডজাস্ট করে অন্যায়ভাবে ভাতা প্রদান করে থাকলে পৃথিবীতে হয়তো কোন জবাবদিহি করতে হবে না। তবে আমার বিশ্বাস প্রতিটি মানুষের কাঁধে যে দুইজন ফেরেশতা নিয়োজিত আছে তা সকল ঘটনা লিপিবদ্ধ করে রেখেছে এবং মৃত্যুর পরে আল্লাহ তা'লার নিকট উপস্থাপন করবেন। তবে যে সকল প্রতিষ্ঠানে ট্রেনিং হয়েছে সেসব প্রতিষ্ঠানের প্রশিক্ষকের নিকট থেকে ট্রেনিং ক্লাসের উপস্থিতি নিয়ে আসলে কর্মকর্তা নিশ্চয় নতুন ভাবে ক্যালকুলেশন করে দিলে ভাতা পেতে কোন অসুবিধা হবার কথা নয়। উত্তরে সে জানায় যে, বর্তমানে আমার কাছে খাবারে জন্য কোন টাকা পয়সা নাই এবং টাকা-পয়সা না দিলে রাস্তায় পথচারির ছিনতাই করবো। তখন তাকে বলেছিলাম যে, আমার দান করার কিছু টাকা আছে এবং সে টাকা তোমাকে দিতে পারি দু'টো শর্তে। প্রথম শর্ত এখন থেকে ইন্টার্নশীপ ট্রেনিং যোগ দিয়ে প্রয়োজনীয় হাজিরার ব্যবস্থা করে পরবর্তী মাস থেকে ইন্টার্নি ভাতা গ্রহণ করবে এবং দ্বিতীয় শর্ত আমি তোমাকে এখন আমার ব্যক্তিগত গরীবকে দেওয়া উপযোগী দানের ৫০০০/- (পাঁচ হাজার) টাকা দিচ্ছি যখন তুমি ইন্ট্রনি ভাতা পাবে তখন আমাকে ফেরত দিবে অথবা গরীব মানুষকে দান করে দিবে। সে উভয় শর্তে রাজী হয় এবং আমি তাকে পাঁচ হাজার টাকা প্রদান করি। এরপর তাকে দেয়া ৫০০০/- টাকার কোন সংবাদ আমার নিকট আসেনি।

References

1. Samad MA and Islam MT (2016). Comparative evaluation of the different organizations of Bangladesh and India provided internship training to the 13th internship batch of DVM students of Bangladesh Agricultural University. *Bangladesh Veterinary Medical Record* 2(1): 37-42
2. Samad MA (2016). Outcome assessment of the 13th batch internship training program of the DVM students of Bangladesh Agricultural University conducted in India and Bangladesh. *Bangladesh Veterinary Medical Record* 2(1): 43-97
3. Anon. (2016). Faculty awarded DVM and internship certificate. *Bangladesh Veterinary Medical Record* 2(1): 54

বিশ্ববিদ্যালয়ে বিবিধ ঘটনার অভিজ্ঞতা

বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র হলে হাউস টিউটর হিসেবে অভিজ্ঞতা

১৯৮২ সনের মধ্যভাগে শাহজালাল হলে হাউস টিউটর (জেনারেল) হিসেবে শিক্ষকতার অতিরিক্ত দায়িত্বে যোগদান করি। তখন পিএইচডি করেও একজন অ-রাজনৈতিক শিক্ষক হিসেবে ক্যাম্পাসে একটি বাসা বরাদ্দ পাওয়া খুব দুঃষ্কর ছিল। তবে ধারণা ছিল যে, কোন ছাত্রদের আবাসিক হলে হাউস টিউটর হলে হয়তো ক্যাম্পাসে একটি বাসা বরাদ্ধ পাব। সেসময় বাকৃবি এর কোন ছাত্র হলে হাউস টিউটর হলে মাসিক মাত্র ৩০০/- (তিন শত) টাকা পারিতোষিক দেয়া হতো এবং সে সাথে বিনা ভাড়ায় বাসা। কিন্তু ক্যাম্পাসে আমার নামে কোন বাসা বরাদ্দ না থাকায় হাউস টিউটর হওয়া সত্ত্বেও বিনা ভাড়ায় ক্যাম্পাসের বাসায় থাকার সুযোগ থেকে বঞ্চিত ছিলাম। অবশেষে আমার বাকৃবি ক্যাম্পাসের আশ্রয়স্থলটি ১৯৮২ সনের ডিসেম্বর মাসের ২য় সপ্তাহে ছেড়ে দিয়ে ময়মনসিংহ শহরে বাধ্য হয়ে চলে যেতে হয়। উল্লেখ্য, শাহজালাল হলের অন্য একজন হাউস টিউটর একোয়াকালচার বিভাগের জনাব মো. জহির উদ্দিন মিঞা শহরের বাসস্থান থেকে হাউস টিউটরের দায়িত্ব পালন করতেন। তবে আমার পক্ষে শহর থেকে ক্যাম্পাস এসে হাউস টিউটরের দায়িত্ব পালন করা সম্ভব নয় মনে করে হাইস টিউটর পদ থেকে ইস্তফা দেয়ার পূর্বে প্রভোস্ট সাহেবের সাথে আলাপ করতে গেলাম। জহির সাহেবের উদ্ধৃতি দিয়ে আমাকে দায়িত্বে থাকতে বললেন। এছাড়া নতুন হাউস টিউটর নিয়োগ না হওয়া পর্যন্ত আমাকে থাকতে বললেন। প্রভোস্ট সাহেবের কথার উপর ভিত্তি করে মাত্র ৩০০/- টাকার জন্য শহর থেকে এসে প্রতিদিন হাউস টিউটরের যথারীতি দায়িত্ব পালন করছিলাম। হঠাৎ ১৯৮৩ সনের মে মাসের শেষের দিকে হলের অফিস স্টাফের নিকট থেকে জানতে পারলাম যে, প্রভোস্ট সাহেব আমার শহর থেকে এসে হাউস টিউটরের কাজ করা পছন্দ করছেননা। তাই প্রভোস্ট সাহেবের সাথে আলাপ করে ৬.৬.১৯৮৩ তারিখ হাউস টিউটর পদ থেকে আমি ইস্তফা দিই। তখন প্রভোস্ট সাহেব বললেন, 'অফিসিয়ালি হাউস টিউটরের দায়িত্বভার হস্তান্তর করার জন্য নতুন হাউস টিউটর নিয়োগ না হওয়া পর্যন্ত হাউস টিউটরের দায়িত্ব পালন করতে থাকবেন।' প্রভোস্ট সাহেবের অনুরোধে হাউস টিউটরের পদ থেকে ইস্তফা দেওয়ার পরও যথারীতি দায়িত্ব পালন করছিলাম। অবশেষে ৬.৬.১৯৮৩ তারিখ আমার ইস্তফা কার্যকর হওয়ার ভিত্তিতে ২৭ জুন ১৯৮৩ তারিখ আদেশনাম আমার হস্তগত হয়।[২৩৮]

Bangladesh Agricultural University, Mymensingh[২৩৮]

Order
No. 4337 / Estt. Dated, June 27, 1983

Resignation tendered by Dr. M. A. Samad, House Tutor in the Shahjalal Hall is hereby accepted with effect from 6.6.83.

By order of the Vice-Chancellor
Sd/- Registrar

Memo No. 4337(3) / Estt. Dated, June 27, 1983
Copy forwarded to:-
(1) Dr. M. A. Samad, Asstt. Professor, Department of Medicine & Surgery. (2) Provost, Shahjalal Hall (3) Treasurer.
Sd/- Registrar 27-6-83

ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ

ক. বাকৃবিসহ দেশের সকল সরকারী প্রতিষ্ঠানের প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী কোন কর্মজীবীর চাকরী মেয়দ শেষ হলে, চাকরী ট্রান্সফার হলে অথবা সংশ্লিষ্ট চাকরীর দায়িত্ব থেকে ইস্তফা দিলে, যে তারিখ থেকে তার চাকরী শেষ হয়েছে বা ইস্তফা গৃহীত হয়েছে সে তারিখে নতুনভাবে নিয়োগকৃত ব্যক্তির নিকট দায়িত্বভার হস্তান্তরের ব্যবস্থা করার দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের।

খ. শাহজালাল হলের হাউস টিউটার পদ থেকে আমি যে ইস্তফা দিয়েছিলাম তা ৬.৬.১৯৮৩ তারিখ থেকে কার্যকর হয়েছে।[২৩৮] কিন্তু উক্ত আদেশনামায় আমাকে কার নিকট দায়িত্বভার হস্তান্তর করতে হবে তার উল্লেখ নেই। উল্লেখ্য, উক্ত আদেশনামার কপি মাত্র তিনজনকে দেয়া হয়েছে। প্রথমটি আমাকে জনানো হয়েছে যে ৬.৬.৮৩ তারিখ থেকে আমার ইস্তফার তারিখ কার্যকর হয়েছে। দ্বিতীয়টি প্রভোস্ট সাহেবকে অনুলিপি দিয়ে আমার ইস্তফা গৃহীত হবার সংবাদ প্রদান করা হয়েছে। তৃতীয়টি কোষাধ্যক্ষ সাহেবের নিকট যাতে ৬.৬.৮৩ তারিখ থেকে হাউস টিউটার হিসেবে আমার বেতন বন্ধ করা হয়।

গ. হাউস টিউটর পদ থেকে গৃহীত ইস্তফা ৬.৬.৮৩ তারিখ থেকে কার্যকর হবার আদেশনামাটি ২৭.৬.১৯৮৩ তারিখ আমার হস্তগত হলে প্রভোস্ট সাহেবকে আমার দায়িত্বভার বুঝে নিয়ে আমাকে মুক্ত করার জন্য অনুরোধ করি। তখন তিনি পুনরায় আমাকে অনুরোধ করেন যে নতুন হাউস টিউটর নিয়োগ না হওয়া পর্যন্ত আমাকে ছাড়বেননা এবং আমাকে হলের কাজ চালিয়ে যেতে হবে। আমার বুঝতে বাকী রইলনা যে আমি হলে চাকরী করতে এসে একটা বিপদের মধ্যে পড়ে গেছি। অফিসিয়ালি আমার চাকরী নেই। প্রভোস্ট সাহেব আমাকে দিয়ে চাকরী করাচ্ছেন। আর প্রভোস্টের কথা অনুযায়ী হলের দায়িত্ব পালন না করলে রেজিস্ট্রারকে লিখবেন যে ড. সামাদ হলের দায়িত্বভার বুঝিয়ে না দিয়ে চলে গেছেন। অপরদিকে দায়িত্বপ্রাপ্ত না হয়ে অফিসিয়ালি কাগজপত্রে স্বাক্ষর করাও অত্যন্ত ঝুকিপূর্ণ। এমতাবস্থায় ছাত্র হলে বাধ্য হয়ে প্রভোস্টের কথা অনুযায়ী হাউস টিউটরের দায়িত্ব হস্তান্তর করার অপেক্ষায় থেকে দায়িত্ব পালন করতে থাকলাম।

ঘ. হাউস টিউটর পদ থেকে ইস্তফা গৃহীত হবার পরেও প্রায় দু'মাস হাউস টিউটরের দায়িত্ব পালন শেষে একদিন হলের অফিস স্টাফ জনাব মোঃ আব্দুস সোবান সাহেবের নিকট থেকে জানতে পারলাম যে, বাংলা বিভাগের জনাব মুহাম্মদ আব্দুর রাজ্জাক সাহেবকে হাউস টিউটর পদ থেকে আমার ইস্তফা দেয়ার তারিখ (৬.৬.৮৩) অর্থাৎ ব্যাক ডেট থেকে নিয়োগ দেয়া হয়েছে এবং তিনি কাজে যোগদান করেছেন। জনাব সোবহান সাহেব আরও জানালেন যে, তিনি প্রভোস্ট সাহেবে সাথে হলে আসেন এবং প্রভোস্ট সাহেবের সাথে চলে যান। এখনও তিনি কোন কাজ আরম্ভ করেননি। তিনি কিভাবে কাজ করবেন কারণ দায়িত্বের চাবি আমার হাতে এবং আমি কাজ

করছি। বুঝতে বাকী রইলনা যে অ-রাজনৈতিক শিক্ষকের অবস্থা যা হবার এক্ষেত্রে তাই হয়েছে। নতুন হাউস টিউটর যে নিয়োগ দেয় হয়েছে সেখবর জানানোর প্রয়োজনীয়তা বোধ করেনি কর্তৃপক্ষ। পেরেশান হয়ে চাকরী করছেন একজন এবং অন্য জন বেতন নিচ্ছেন। এমতাবস্থায় আমি নব নিযুক্ত হাউস টিউটরকে দায়িত্বভার হস্তান্তর করার জন্য প্রভোস্ট সাহেব বরাবর আবেদন[২৩৯] এবং দ্রব্যাদির তালিকা প্রস্তুত করে অফিস স্টাফ জনাব মোঃ আব্দুস সোবহান সাহেবকে অনুরোধ করে আসি যেন নব নিযুক্ত হাউস টিউটর এবং প্রভোস্টের স্বাক্ষর নিয়ে আমাকে একটি কটি কপি দেয়া হয়।[২৪০]

(ঙ) অবশেষে ২৪-১০-১৯৮৩ তারিখে আমি শাহজালাল হলের প্রশাসনিক ক্ষমতার কবল থেকে মুক্তি পাই।[২৪০] অর্থাৎ শাহজালাল হলের প্রভোস্ট সাহেব আমাকে ৬.৬.১৯৮৩ থেকে ৩.৮.১৯৮৩ তারিখ পর্যন্ত হলে বিনা বেতনে দায়িত্ব পালন করিয়ে নিয়েছেন। কারণ পরবর্তীতে স্পষ্ট হয় যে নং ৪৩৩৭(৩)/ সংস্থাপন তাং ২৭-৬-৮৩ আদেশনামায় আমাকে হাউস টিউটর পদ থেকে অব্যহতি দেয়া হয়। আপরদিকে একই সাথে আমার হাউস টিউটর পদে নতুন হাউস টিউটর নিয়োগ করা হয় (নং ৪৩৩৮(৮)/ সংস্থাপন, তাং ২৭-৬-৮৩)। কিন্তু এতথ্য গোপন করে আমাকে দিয়ে হলের কাজ করিয়ে অন্যকে বেতন দেয়া হয় কোন যুক্তিতে? আল্লাহ কি শ্রেষ্ঠ বিচারক নন? (সূরা ত্বীন ৮)।

সূত্র নং শাজাহ / ১৮০ তাং ২৪-১০-৮৩ Date : 3-8-1983

To
The Provost, ShahJalal Hall, BAU, Mymensingh
Subject: Handing over charge of House Tutor[২৩৯]
Dear Sir,

With reference to Memo No. 4337(3)/Estt, dated, 27-6-83 ad Memo No. 4338(8)/Estt. Dated 27-6-83, I, the undersigned duly handed over the charges of House tutor, S.J. Hall to Mr. Md. Abdur Razzaque on the day of 3rd August, 1983 (forenoon) with entire satisfaction. Details of the charges are enclosed herewith. This is for your kind information.

Tanking you

Yours faithfully
Sd/- 3.8.83
(Dr. Md. Abdus Samad)
House Tutor (Relieved)

Provost Office, Shah Jalal Hall
Bangladesh Agricultural University, Mymensingh[২৪০]

The following charges handed over to Mr. Md. Abdur Razzaque, the new House Tutor of Shah Jalal Hall.

1. Furniture : As per stock book No. 33
2. Utensils : As per stock book No. 32 (as per verbal order of the Provost, Charge of utensils has been handed over to P. K. Roy, House tutor).
3. Attendance Register: Both for East and West House.
4. Register for sports goods.
5. Cash book of Shah Jalal Hall Society.

Sd/ 3.8.83
(Dr. M. A. Samad)
House Tutor, Relived

Sd/- 3-8-83
(Mr. Md. Abdur Razzaque)
House Tutor, Reliever

Sd/ 3-8-83
(Dr. Syed Gheyasuddin)
Provost, Shah Jalal Hall

কমনওয়েলথ অ্যাক্যাডেমিক স্টাফ ফেলোশিপ মনোনয়নে অনিয়ম

পোস্ট ডক্ট করার উদ্দেশ্যে ১৯৮৪ সনে লিভারপুল বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেটেরিনারি ক্লিনিক্যাল সায়েন্স বিভাগের বিভাগীয় প্রধান প্রফেসর ড. মাইকেল ক্লার্কসনের নিকট একটি আবেদন করি (মোমো নং ৪৬১/ ডিএমএস, তারিখ ২৬-১-১৯৮৪)। ১৯৮৪ থেকে ১৯৮৬ সাল পর্যন্ত প্রফেসর ক্লার্কসনের সাথে যোগাযোগ করে কমনওয়েলথ একাডেমিক ফেলোশীপের অধীনে টক্সোপ্লাজমোসিস রোগের উপর গবেষণা করার সুযোগ দানের জন্য প্রফেসর সম্মত হন। প্রয়োজন কমনওয়েলথ একাডেমিক স্টাফ ফেলোশিপ।

১৯৭১ সনে বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর কমনওয়েলথ একাডেমিক স্টাফ ফেলোশীপ প্রথম পর্যায়ে ভেটেরিনারি অনুষদের পিএইচডি ডিগ্রীধারী শিক্ষকদের জন্য নির্ধারিত ছিল। তাই প্রতি বছর জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে ভেটেরিনারি অনুষদের পিএইচডি ডিগ্রীধারী প্রফেসরগণ উক্ত ফেলোশীপে বৃটেনে যান। সম্ভবত ১৯৭৪ সনে প্রফেসর ড. টিআইএম ফজলে রাব্বি চৌধুরী, ১৯৭৫ সনে প্রফেসর ড. শেখ হেফাজ উদ্দিন, পরে প্রফেসর ড. মানিক লাল দেওয়ান এই ফেলোশীপ অ্যাওয়ার্ড অর্জন করেন। কিন্তু পরবর্তীতে কমনওয়েলথ একাডেমিক স্টাফ ফেলোশিপ বাকৃবি এর ছয়টি অনুষদের মধ্যে আবর্তন পদ্ধতিতে মনোনয়ন দানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। উল্লেখ্য, প্রতি বছর বাকৃবি থেকে মাত্র একজনকে কমনওয়েলথ একাডেমিক স্টাফ ফেলোশিপ এবং স্টাফ স্কলারশিপ দেয়া হতো। তাই প্রতি বছর একটি স্কলারশিপ (পিএইচডি) এবং একটি ফেলোশিপের (পোস্ট-ডক্টর) মনোনয়নের জন্য বাকৃবি এর ছয়টি অনুষদকে দু'ভাগে ভাগ করা হয়েছে। এক বছর বাকৃবি থেকে একটি স্টাফ ফেলোশিপের জন্য ভেটেরিনারি অনুষদ, পশু পালন অনুষদ এবং কৃষি প্রকৌশল ও কারগিরি অনুষদ থেকে একজন করে মোট তিন জন এবং পরবর্তী বছর কৃষি অনুষদ, কৃষি অর্থনীতি ও গ্রামীণ সমাজ বিজ্ঞান এবং মাৎস্য বিজ্ঞান অনুষদ থেকে এক জন করে মোট তিন জনের নাম সংশ্লিষ্ট ডিনের মাধ্যমে রেজিস্ট্রার বরাবর পাঠাতে হয়। পরে ভাইস-চ্যান্সেলর মহোদয় তিনটি সংশ্লিষ্ট অনুষদের ডিনের প্রস্তাবিত তিন জনের নামের মধ্য থেকে প্রতি অনুষদ থেকে একজন করে নিয়ে তিন জনের একটি ফেলোশিপের জন্য প্যানেল বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনে পাঠান। কিন্তু বাকৃবি ১৯৮৭ সনের কমনওয়েলথ একাডেমিক স্টাফ ফেলোশিপ মনোনয়ন দানে অনিয়মের আশ্রয় গ্রহণ করে।[২৪১]

নং বৃত্তি-৪০/৮৬-১৪৫১/ শিক্ষা তারিখ ঃ ১৮-৯-৮৬
জনাব মোঃ ইব্রাহিম খলিল
সহকারী পরিচালক
বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন, বাড়ী নং ৪৮, সড়ক নং ৩/এ
ধানমন্ডি আবাসিক এলাকা, ঢাকা- ৯

Sub: 1987 Commonwealth Academic Staff Awards tenable in the United Kingdom.[২৪১]

প্রিয় মহোদয়,

আপনার অফিসের ২৩-৮-৮৬ তারিখের বিমক/বৃত্তি/৭/১৫৩৯ নং পত্রের বরাতে জানান যাইতেছে যে, ভাইস-চ্যান্সেলয় মহোদয় প্রীত হইয়া উপরোক্ত এ্যাওয়ার্ডের জন্য নিম্ন বর্ণিতরূপে মনোনয়ন দান করিয়াছেন:

১৯৮৭ সনের কমনওয়েলথ একাডেমিক স্টাফ ফেলোশিফ:
(১) ডঃ মোঃ রফিকুল হক, সহযোগী অধ্যাপক, সেচ ও পানি ব্যবস্থাপনা বিভাগ।
(২) ডঃ মোহাম্মদ আব্দুস সামাদ, সহযোগী অধ্যাপক, মেডিসিন বিভাগ।
(৩) ডঃ মোঃ মোশাররফ হোসেন মিয়ান, সহযোগী অধ্যাপক, মৃত্তিকা বিজ্ঞান বিভাগ।
(৪) ডঃ মোঃ আব্দুল হালিম খান, সহযোগী অধ্যাপক, ফসল উদ্ভিদ বিজ্ঞান বিভাগ।
(৫) ডঃ মোঃ বাহাদুর মিঞা, সহযোগী অধ্যাপক, উদ্ভিদ রোগতত্ত্ব বিভাগ।

১৯৮৭ সনের কমনওয়েলথ একাডেমিক স্টাফ স্কলারশিপ:
(১) জনাব মোঃ আব্দুল কুদ্দুছ, সহযোগী অধ্যাপক, কৌলিতত্ত্ব ও উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগ।
(২) জনাব (মিসেস) রফিকন্নেছা আলী, সহকারী অধ্যাপক, গ্রামীণ সমাজ বিজ্ঞান বিভাগ।
(৩) জনাব সুভাষ চন্দ্র চক্রবর্তী, সহকারী অধাপক, ফিসারিস টেকনোলজি বিভাগ।

এতদসংগে মনোনীত শিক্ষক বৃন্দের সংশ্লিষ্ট এ্যাওয়ার্ডের মনোনয়ন আপনাদের অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্ত প্রেরণ করা হইল।

আপনার বিশ্বস্ত
স্বাক্ষর- ১৮-৯-৮৬
ডেপুটি রেজিস্ট্রার (শিক্ষা)

নং বৃত্তি -৪০ /৮৬-১৪৫১/১-শিক্ষা তারিখ: ১৮-৯-৯৬

অনুলিপি জনাব এ, এম, চৌধুরী, সহকারী সচিব, কৃষি ও বন বিভাগ, শাখা-৯, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা-২ এর নিকট অবগতির জন্য প্রেরণ করা হইল। এতদসংগে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের ২৩/৮/৮৬ তারিখের উপরোক্ত পত্রের এককপি অবগতির জন্য প্রেরিত হ'ল।

স্বাক্ষর/- ১৮-৯-৮৬
উপ-রেজিস্ট্রার (শিক্ষা)

নং বৃত্তি -৪০ /৮৬-১৪৫১/১-(১৪)/ শিক্ষা তারিখ: ১৮-৯-৯৬

অনুলিপি অবগতির জন্য প্রেরণ করা হইল:
(১) ড. মো. আব্দুস সামাদ, সহযোগী অধ্যাপক, মেডিসিন বিভাগ।

ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ

বাকৃবি-এর প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী ১৯৮৭ সনের কমনওয়েলথ একাডেমিক স্টাফ ফেলোশিপের মনোনয়ন দানের জন্য কৃষি প্রকৌশল ও কারিগরি অনুষদ, ভেটেরিনারি অনুষদ এবং পশু পালন অনুষদের শিক্ষকদের জন্য নির্দিষ্ট ছিল। সে পরিপ্রেক্ষিতে কৃষি প্রকৌশল ও কারিগরি অনুষদ থেকে (১) ডঃ মোঃ রফিকুল হক (আওয়ামী লীগ নেতা) এবং (২) ডঃ মোহাম্মদ আব্দুস সামাদ (নির্দলীয়) ভেটেরিনারি অনুষদ থেকে মনোনয়ন দেয়া হয়। পশু পালন অনুষদ থেকে কমনওয়েলথ একাডেমিক ফেলোশিপের ক্রাইটেরিয়া অনুযায়ী কোন যোগ্য প্রার্থী না থাকায় কোন মনোনয়ন ছিলনা। বাকৃবি এর প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী একটি ফেলোশিপের জন্য তিনটি অনুষদ থেকে একজন করে মোট তিন জন যোগ্য শিক্ষকের নাম বাংলাদেশ মঞ্জুরী কমিশনে পাঠাতে হয়। কিন্তু বাকৃবি এর প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী নির্ধারিত তিনটি অনুষদের তিনজন যোগ্য শিক্ষকের নামের তালিকা বাংলাদেশ মঞ্জুরী কমিশনে পাঠানো হলে সরকারী দলের শিক্ষকদের দলীয় রাজনীতির কর্তৃত্ব থাকেনা। তাই রাত্রি বারটার সময় বসে দলীয় শিক্ষক নেতাদের সোনালী দলের সভা। উক্ত সভায় উপস্থিত ছিলেন এমন একজন শিক্ষক নেতা যে আমাকে সভার আলোচনা এবং সিদ্ধান্ত সম্পর্কে অবহিত করেন। উক্ত সভার মূল বিষয়বস্তু ছিল সরকার দলীয় শিক্ষক নেতাদের নাম ছাড়া স্টাফ ফেলোশিপে অন্য কোন শিক্ষকের নাম দেয়া যাবেনা। এখন বাকৃবি-এর প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী যে সব শিক্ষকের নাম দেওয়া হয়েছে তাদের নাম কিভাবে ফেলোশিপের তালিকা থেকে বাদ দেয়া যায় সেটাই ছিল আলোচ্য বিষয়।

নির্দিষ্ট অনুষদের নির্দিষ্ট শিক্ষকদের ফেলোশিপ থেকে বঞ্চিত করার উদ্দেশ্যে যে অনুষদের সে বছর স্টাফ ফেলোশিপ নির্ধারিত ছিলনা এমন এক অনুষদের (কৃষি অনুষদ) তিন জন শিক্ষক নেতার নাম দলীয় ভাইস-চ্যান্সেলর-এর মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোনয়ন পত্রে সংযোজন করে একটি অনিয়মের আশ্রয় গ্রহণ করা হয়।[২৪১] উল্লেখ্য, একটি স্কলারশিপের মতই[২৪১] একটি ফেলোশিপের জন্য বাকৃবি থেকে তিনটি নাম পাঠানোর নিয়ম। কিন্তু বাকৃবি-এর ভাইস-চ্যান্সেলর একটি স্টাফ স্কলারশিপের জন্য তিনটি নাম পাঠানোর ব্যবস্থা করলেও একটি ফেলোশিপের জন্য পাঁচটি নাম জুড়ে দেয়। পরবর্তীতে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন একটি স্কলারশিপ বা একটি ফেলোশিপের জন্য একজন প্রিন্সিপ্যাল এবং একজন অলটারনেট প্রার্থী নির্বাচন করে কমনওয়েলথ কমিশন লন্ডনে পাঠায়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের স্টাফ স্কলারশিপ এবং ফেলোশিপের মূল উদ্দেশ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক তথা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণার মান উন্নয়ন করা। তাই বাকৃবি-এর প্রতিটি অনুষদকে সমানভাবে গুরুত্ব দিয়ে স্টাফ স্কলারশিপ এবং ফেলোশিপের জন্য প্রতি বছর তিনটি অনুষদের মধ্যে থেকে পালাক্রমে মনোনয়ন দিয়ে থাকে। যে অনুষদের জন্য যে বছর স্টাফ ফেলোশিপ মনোনয়ন নির্ধারিত নয়, সে অনুষদ থেকে দলীয় রাজনীতির কারণে মনোনয়নদান স্পষ্টতঃ অনিয়ম। দলীয় শিক্ষক নেতাদের আরও জানা যে, স্টাফ স্কলারশিপ এবং ফেলোশিপের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ভাইস চ্যান্সেলর যেভাবে ক্রমানুসারে শিক্ষকের নাম লিখে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনে পাঠান মঞ্জুরী কমিশন সেভাবেই প্রার্থী বাছাই করে। অর্থাৎ মনোনয়নকৃত প্রথম শিক্ষক হন প্রিন্সিপ্যাল ক্যান্ডিডেট এবং দ্বিতীয় জন হন অলটারনেট ক্যান্ডিডেট। তবে ফেলোশীপের মনোনয়ন লিস্টের লেজে কৃষি অনুষদের অতিরিক্ত তিন জন শিক্ষক নেতার নাম সংযোজন করার অর্থ কি? অর্থ একটাই, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর থেকে প্রাপ্ত তিন জন নামের লিস্ট থেকে প্রথম জনকে প্রিন্সিপ্যাল এবং দ্বিতীয় জনকে অলটারনেট ক্যান্ডিডেট হিসেবে নির্বাচন করে। আর সে নির্বাচন সভায় ডাকা হয় সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর কর্তৃক মনোনীত একজন জ্যেষ্ঠ শিক্ষককে। সুতরাং সরকার দলীয় শিক্ষক গ্রুপের নেতারা দলীয় ভাইস-চ্যান্সেলর মহোদয়ের মাধ্যমে এমন একজন দলীয় শিক্ষক নেতাকে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনে পাঠান যিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর কর্তৃক মনোনয়ন দেয়া যোগ্য শিক্ষকদের তালিকার প্রথম এবং দ্বিতীয় শিক্ষককে বাদ দিয়ে প্যানেলের লেজ থেকে নিয়ে শিক্ষক নেতাদের প্রিন্সিপ্যাল এবং অলটারনেট ক্যান্ডিডেট করতে দ্বিধাবোধ করবেননা।

অবশেষে অনিয়মের বদৌলতে কৃষি অনুষদের শিক্ষক নেতা ড. মো. মোশারফ হোসেন মিয়ান ১৯৮৭ সনের কমনওয়েলথ একাডেমিক স্টাফ ফেলোশিপ অর্জন করেন। ঐবছর সনের বাকৃবির স্টাফ ফেলোশিপ কৃষি অনুষদের ছিলনা এবং বাকৃবি থেকে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনে ফেলোশিপের প্রিন্সিপ্যাল ও অলটারনেট ক্যান্ডিডেট নির্বাচনের জন্য যান ড. মিয়ান-এর একই বিভাগের একই দলীয় গাইড শিক্ষক নেতা। তিনি পরলোগ গমন করেছেন।

লিভারপুল বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেটেরিনারি ক্লিনিক্যাল সায়েন্স বিভাগের প্রফেসর ড. মাইকেল ক্লার্কসন আমার কমনওয়েলথ এক্যাডেমিক স্টাফ ফেলোশীপ না-হওয়ার সংবাদ প্রাপ্তির পর তিনি যে আমাকে উত্তর দেন তা উল্লেখ করা হ'ল।[২৪২]

The University of Liverpool
From Michael Clarkson
Professor of Farm Animal Medicine
Department of Veterinary Clinical Science Field Station 'Leahurst'
Chester High Road Neston Wirral Merseyside L647TE[২৪২]

10th February, 1987
Dr. M. A. Samad
Associate Professor
Department of Medicine, Bangladesh Agricultural University, Mymensingh, Bangladesh

Dear Dr. Samad,
Thank you for your letter of 26th January, 1987, from which I was sorry to hear that you had not been successful in the post-doctoral award. I understand that there has been considerable competition for such awards.
I am very sorry to inform you that I have been unable to find any sources of income for which we could make an application for you to wrk here on toxoplasmosis. There are very few post-doctoral awards available now and, due to the fact that Universities are contracting rather than expanding, there is considerable competition for the few which are available. I am afraid that I can only throw the responsibility of attempting to obtain an award back on to you.
I you can obtain the necessary finance we would be willing to have you here for a year to work on toxoplasmosis. It would be helpful to me to know if you are able to put in for the same awarw in a later year, or if it means that you are now unable to consider working here for several years.
One reason why I need to know this is that one of your colleagues, a Dr. Monoj Mohan Sen, has been corresponding with Professor Ford of this Department, with a view to working here on the same award as you were contemplating. Professor Ford retires this year and is, therefore, unable to help Dr. Sen. There is no-one carrying on similar work to Professor Ford and, therefore, although he asked me to consider Dr. Sen, I have indicated that we are unable to do so. However, he would be in competition with you if he is applying to any other Veterinary School and, even if we had had appropriate facilities, I do not feel that we should be dealing with two individuals in the same department in an overseas university. It is quite possible, of course, that yet another of your colleagues might write to us.
I am sorry that we ae unable to help you at the movement.
Please give my regards to Professor Shaikh.

Yours sincerely
Sd/- Head of Department
10.2.87 MJC / JHW

১৯৮৯ সনের কমনওয়েলথ স্টাফ ফেলোশিপ মনোনয়ন

১৯৮৮ সনে বাকৃবি-এর প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী কমনওয়েলথ স্টাফ ফেলোশিপ-এর মনোনয়নের জন্য নির্ধারিত ছিল কৃষি অনুষদ, কৃষি অর্থনীতি ও গ্রামীন সমাজ বিজ্ঞান এবং মাৎস্য বিজ্ঞান অনুষদ। ১৯৮৯ সনের কমনওয়েলথ স্টাফ ফেলোশিফ-এর জন্য মনোনয়নের নির্ধারিত ভেটেরিনারি অনুষদ, পশু পালন অনুষদ এবং কৃষি প্রকৌশল ও কারগিরি অনুষদ। ১৯৮৮ সনে ১৯৮৯ সনের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন বাকৃবি থেকে কমনওয়েলথ একাডেমিক স্টাফ ফেলোশিপের জন্য মনোনয়ন চায়। সে অনুযায়ী ভাইস-চ্যান্সেলর মহোদয় সংশ্লিষ্ট ডিনের নিকট কমনওয়েলথ একাডেমিক স্টাফ ফেলোশিপের ক্রাইটেরিয়া অনুযায়ী যোগ্য তিন জন শিক্ষকের নামের প্রস্তাব আহ্বান করেন। ১৯৮৯ সনের কমনওয়েলথ এক্যাডেমিক স্টাফ ফেলোশিপের জন্য বাকৃবি এর তিনটি অনুষদের মধ্যে ভেটেরিনারি অনুষদ নির্দিষ্ট ছিল। ভেটেরিনারি অনুষদের ডিন ছিলেন প্রফেসর আব্দুল জলিল সরকার। তিনি ভেটেরিনারি অনুষদ থেকে উক্ত ফেলোশিপের জন্য ক্রাইটেরিয়া পূরণ করেনা এমন তিন জন শিক্ষকের নামের তালিকা রেজিস্ট্রার বরাবর পাঠান। সেদিন ছিল শুক্রবার। জুম্মার নামাজ পড়ে মসজিদ থেকে বের হয়েছি এমন সময় এক শিক্ষক নেতা আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি কি জানেন কমনওয়েলথ একাডেমিক স্টাফ ফেলোশিপের মনোনয়ন সংশ্লিষ্ট ডিনের নিকট চাওয়া হয়েছে?' আমি বললাম, 'না'। তখন তিনি বললেন, 'আপনাদের অনুষদে এবার ফেলোশিপের মনোনয়ন দেয়ার জন্য নির্দিষ্ট আছে এবং আপনি ছাড়া আপনার অনুষদে উক্ত ফেলোশিপের ক্রাইটেরিয়া অন্য কোন শিক্ষক পূরণ করেনা।' সে শিক্ষকের কথা শুনে আমি কিছুই আশ্বর্য হয়নি কারণ শিক্ষক নেতারা প্রায় সকল শিক্ষকের বায়ো-ডাটা সম্পর্কে অবগত। উক্ত শিক্ষক নেতার সংবাদের ভিত্তিতে বিকেলে বিষয়টি জানার জন্য দেখা করতে গেলাম ভেটেরিনারি অনুষদের ডিনের বাসায়। বাসার সামনে যেতেই দেখলাম ডিন মহোদয় বাগানের আগাছা পরিষ্কার করছেন। সালাম দিয়ে বিষয়টি সম্পর্কে জানতে চাইলাম। তিনি কোন উত্তর দিতে নারাজ। তখন আমি বললাম, 'স্টাফ ফেলোশিপের ক্রাইটেরিয়া অনুযায়ী ভেটেরিনারি অনুষদে আমার ছাড়া অন্য কারো ক্রাইটেরিয়া পূরণ হয়নি। এমতাবস্থায় আমকে ছাড়া অন্য কোন শিক্ষককের নাম প্রস্তাব করা হলে ভেটেরিনারি অনুষদ বঞ্চিত হবে।' আমার একথা শুনে ডিন সাহেব বললেন, 'ভেটেরিনারি অনুষদের বিভাগীয় প্রধানদের সভায় আলোচনা করে মনোনয়ন পাঠানো হয়েছে। তোমাকে আর বিস্তারিত কিছু বলা যাবেনা।' ডিনের উত্তর শুনে বুঝতে বাকী রইলনা যে তিনি উক্ত ফেলোশিপের লিস্টে আমার নাম অন্তর্ভুক্ত করেননি।

ভেটেরিনারি অনুষদে সেসময় আমি ছাড়া অন্য কোন শিক্ষকের উক্ত ফেলোশিপের ক্রাইটেরিয়া অনুযায়ী মনোনয়ন পাবার যোগ্য ছিলনা। অপরদিকে ডিন মহোদয় যেহেতু উল্লেখ করেছেন যে, বিভাগীয় প্রধানদের সভায় ফেলোশিপের মনোনয়নের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে তাই বিষয়টি জানার জন্য পরদিন প্রথমে মেডিসিন বিভাগের প্রধান ড. মনোজ মোহন সেন-এর নিকট জানতে চাইলাম। কিন্তু তিনি বলতে অপরাগতা প্রকাশ করলেন। পরে দেখা করতে গেলাম ফার্মাকলোজি বিভাগের বিভাগীয় প্রধান প্রফেসর মো. আব্দুস সোবহান স্যারের নিকট। তাঁর সাথে আলাপ হতেই তিনি বললেন, 'আমি বিভাগীয় প্রধানদের সভায় বলেছি, যেসব শিক্ষকের কমনওয়েলথ একাডেমিক স্টাফ ফেলোশিপের ক্রাইটেরিয়া পূরণ করে তাদের মনোনয়ন দান করার জন্য। তখন ডিন সাহেব তিন জন শিক্ষকের নাম উল্লেখ করেন এবং সেঅনুযায়ী তাদের মনোনয়ন দান করা হয়। কিন্তু উক্ত ফেলোশিপের জন্য তাদের কারো ক্রাইটেরিয়া পূরণ হয়নি তা আমার জানা ছিলনা।' ডিন সাহেব যে তিন জন শিক্ষকের নাম প্রস্তাব পাঠিয়েছেন সে তিন জন শিক্ষকই তাঁর রাজনৈতিক দলের সমর্থক।

প্রফেসর সোবহান স্যারের চেম্বার থেকে বের হয়ে সরাসরি গেলাম ডিন স্যারের চেম্বারে দেখা করতে। সেখানে উক্ত বিভাগের দু'জন প্রফেসরকে আলাপরত অবস্থায় পেলাম। উক্ত দু'জন প্রফেসরের সামনেই বললাম, 'স্যার আপনি যে তিন জন শিক্ষকের নাম স্টাফ ফেলোশিপের জন্য প্রস্তাব পাঠিয়েছেন উক্ত ফেলোশিপের মনোনয়নের জন্য তাদের করো ক্রাইটেরিয়া পূরণ হয়নি। আপনি বিষয়টি পুনঃবিবেচনা করে ভেটেরিনারি অনুষদে যার ক্রাইটেরিয়া পূরণ হয়েছে তার নাম প্রস্তাব পাঠালে ভেটেরিনারি অনুষদ বঞ্চিত হবেনা।' তিনি পুনরায় বললেন, 'আমি বিভাগীয় প্রধানদের সভায় সিদ্ধান্ত নিয়ে মনোনয়ন দিয়েছি। তাই আমার আর কিছুই করার নাই।' তখন উত্তরে বললাম, 'স্যার আমাকে মাফ করবেন। কিন্তু আপনাদের ইচ্ছাকৃত ভুল সিদ্ধান্তের জন্য ভেটেরিনারি অনুষদ বঞ্চিত হোক তা কোন ক্রমেই বাঞ্ছনীয় নয়।'

ভেটেরিনারি অনুষদ বঞ্চিত হলেও কোন ক্ষতি নেই বরং অ-রাজনীতিক শিক্ষককে তার ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করতে পারলেই শিক্ষক নেতাদের আত্মতৃপ্তি। ১৯৮৭ সনে বাকৃবি-এর ভেটেরিনারি অনুষদের জন্য স্টাফ ফেলোশিপের মনোনয়ন নির্ধারিত থাকলেও সেটা চক্রান্ত করে অনিয়মতান্ত্রিকভাবে নিয়ে গেছে কৃষি অনুষদ। সে সময় থেকেই বাকৃবিএর ভাইস চ্যান্সেলর ছিলেন প্রফেসর ড. আবুল কালাম মুহাম্মদ আমীনুল হক। এক বছর অন্তর আবার ভেটেরিনারি অনুষদের জন্য ফেলোশিপের মনোনয়ন দানের পালা। কিন্তু ভাইস চ্যান্সেলর মহোদয় একই ব্যক্তি। শিক্ষক নেতা ছাড়া ভাইস চ্যান্সেলরের সাক্ষাৎ পাওয়া দুষ্কর ছিল। তিনি মূলত তার উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য এবং শিক্ষক নেতাদের সাক্ষাৎ দিতেন। তবে ভাগ্যক্রমে ভেটেরিনারি অনুষদের ডিন যে নিয়ম বহির্ভূতভাবে কমনওয়েলথ স্টাফ ফেলোশিপের মনোনয়ন দান করেছেন তা দু'জন উপদেষ্টার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হই। তাঁরা দু'জনই বিষয়টি গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করে ভাইস চ্যান্সেলর মহোদয়কে জ্ঞাত করলেন। উপদেষ্টার মাধ্যমে জানতে পারলাম যে ভাইস চ্যান্সেলর মহোদয় আমাকে একটি লিখিত আবেদন করতে বলেছেন। তাই আবেদন করলাম।[২৪৩]

মেডিসিন বিভাগ, ভেটেরিনারি অনুষদ
বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ।[২৪৩]

তারিখ ঃ ১৭-৯-১৯৮৮

মাননীয় ভাইস চ্যান্সেলর
বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়
ময়মনসিংহ।

বিষয়: কমনওয়েলথ পোস্ট ডক্টর ফেলোশীপ (১৯৮৯) এর জন্য ভেটেরিনারি অনুষদে ডিন কর্তৃক নমিনেশন প্রদানের অনিয়ম প্রসংগে।

মহোদয়,

সবিনয় নিবেদন এই যে, বিশ্বস্তসূত্র হইতে অবগত হইয়াছি যে, পোস্ট-ডক্টর ফেলোশিপের (১৯৮৯) জন্য নমিনেশন প্রদানে এইবার ভেটেরিনারি অনুষদে ব্যাপক অনিয়ম হইয়াছে। উল্লেখ্য, নমিনেশন লাভের পূর্ব শর্ত (১) বয়স চল্লিশের মধ্যে হইতে হইবে, (২) বিদেশে পিএইচডি লাভের পর দেশে পাঁচ বৎসর অবস্থান করিতে হইবে এবং (৩) কোন পরীক্ষায় তৃতীয় শ্রেণী অগ্রহণীয়। আপনার অবগতির জন্য জানানো যাইতেছে যে, ভেটেরিনারি অনুষদ হইতে যাহাদের নমিনেশন দেওয়া হইয়াছে এই ভিত্তিতে তাহারা কেহই নমিনেশন লাভের যোগ্য নহে। বস্তুতঃ আমার জানা মতে উক্ত শর্ত অনুযায়ী ভেটেরিনারি অনুষদে আমি ব্যাতীত কেহই নমিনেশন লাভের যোগ্য নহে। অথচ আমাকে উক্ত ফেলোশিপের নমিনেশন হইতে উদ্দেশ্যমূলকভাবে বঞ্চিত করা হইয়াছে।

অতএব, মহোদয় তদন্ত করিয়া এব্যাপারে আপনার আশু হস্তক্ষেপ কামনা করিতেছি।

আপনার একান্ত বিশ্বস্ত
স্বাক্ষর/- ১৯-৯-৮৮
(ড. এম. এ. সামাদ)
সহযোগী অধ্যাপক, মেডিসিন বিভাগ

বিঃ দ্রঃ এই সঙ্গে এক কপি আমার সংশ্লিষ্ট জীবন বৃত্তান্ত দেওয়া হইল।

অবশেষে বাকৃবি-এর ভাইস চ্যান্সেলর মহোদয় স্টাফ ফেলোশিপের মনোনয়নে ভেটেরিনারি অনুষদের ডিনের অনিয়ম সনাক্ত করে আমাকে উক্ত স্টাফ ফেলোশিপে বাকৃবি থেকে মনোনয়ন দান করেন।[২৪৪]

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ।[২৪৪]

নং ১৩৯২ (৬) / শিক্ষা — তারিখ ঃ ২৫-৯-৮৮

আদিষ্ট হয়ে জানাচ্ছি যে, আপনি ১৯৮৯ সনের কমনওয়েলথ একাডেমিক স্টাফ ফেলোশিপের জন্য মনোনীত হয়েছেন। অনুগ্রহ পূর্বক এতদসংগে সংযোজিত ৬ (ছয়) কপি মনোনয়ন ফরম এবং ২ (দুই) কপি এপেনডিকস 'এ' ফরম পূরণ করতঃ আনুসাংগিক কাগজ পত্রাদি আগামী ২৬-৯-৮৭ তারিখের মধ্যে নিম্ন স্বাক্ষরকারীর অফিসে দাখিল করার জন্য অনুরোধ জ্ঞাপন করা যাচ্ছে।

আপনার বিশ্বস্ত
স্বাক্ষর/- ২৫-৯-৮৮
উপ-রেজিস্ট্রার (শিক্ষা)

নং ১৩৯২/৬(২০)/শিক্ষা — তারিখ ঃ ২৫-৯-৮৮

অনুলিপি অবগতির জন্য প্রেরিত হলো।
(১) ডিন, ভেটেরিনারি অনুষদ। (২) প্রধান, মেডিসিন বিভাগ।
(৩) সহকারী রেজিস্ট্রার, উপাচার্য সচিবালয়।

স্বাক্ষর/-
উপ-রেজিস্ট্রার (শিক্ষা)

অবশেষে আমি স্টাফ ফেলোশিপের নির্ধারিত ছয় কপি ফরম যথাযথভাবে পূরণ করে যথা সময়ে জমা দিই। ভাইস চ্যান্সেলর মহোদয় উক্ত ফেলোশিপের জন্য আমাকে প্রিন্সিপ্যাল ক্যান্ডিডেট এবং কৃষি প্রকৌশল ও কারিগরি অনুষদের ডঃ মো. দৌলত হোসেন-কে অলটারনেট ক্যান্ডিডেট হিসেবে মনোনয়ন দান করে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনে পাঠান। পরবর্তীতে বিশ্বস্ত সূত্রে জানতে পারি যে, ভাইস চ্যান্সেলর মহোদয়ের তাঁর একজন উপদেষ্টাকে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনে স্টাফ ফেলোশিপের চূড়ান্তভাবে নির্বাচনের জন্য সদস্য হিসেবে পাঠিয়েছিলেন, তিনি বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনে ডঃ মো. দৌলত হোসেনকে প্রিন্সিপ্যাল এবং আমাকে অলটারনেট ক্যান্ডিডেট করেন। উল্লেখ্য, বাকৃবি থেকে প্রতি বছর একজনকে (প্রিন্সিপ্যাল ক্যান্ডিডেটকে) কমনওয়েলথ স্টাফ ফেলোশিপ দেয়। সেকারণে বুঝতে বাকী রইলনা যে অলটারনেট ক্যান্ডিডেট হিসেবে আমার উক্ত ফেলোশিপ অ্যাওয়ার্ড পাওয়ার সম্ভবনা ক্ষীণ।

অবশেষে হঠাৎ করে ১৯৮৯ সনের এপ্রিল মাসে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন থেকে উক্ত ফেলোশিপ অর্জনের সংবাদ পেলাম।[২৪৫,২৪৬] প্রায় এক সপ্তাহ পরে ডঃ মো. দৌলত হোসেন সাহেবও ফেলোশিপের এওয়ার্ড পত্র পান। ফলে বাকৃবি-তে সর্ব প্রথম একই সনে প্রিন্সিপ্যাল

এবং অলটারনেট ক্যান্ডিডেটকে কমনওয়েলথ ফেলোশিপ এওয়ার্ড পাওয়ার উদাহরণ সৃষ্টি হ'ল।

Off : 327187
Phone: Res:507379

UNIVERSITY GRANTS COMMISSION
Sher-E-Bangla Nagar
Dhaka -7, BANGLADESH

Secretary
Dated 18.4.1989
D.O. No. UGC/SF/7/973

Subject: Commonwealth Academic Staff Award 1989-90.[২৪৫]

Dear Dr. Samad
I am desired to inform you that the Association of Commonwealth Universities has informed us that you have been provisionally selected for Academic Staff Fellowship 1989-90. Formal offer will be sent to you directly by the Association of Commonwealth Universities on receipt of placement.

Yours sicerely,
Sd/- 19.4.89
(Shahidullah)

Dr. Md. Abdus Samad
Associate Professor, Depaertment of Medicine
Bangladesh Agricultural University, Mymensingh

Annex
Ref No. BDF 139
COMMONWEALTH SCHOLARSHIP COMMISSION IN THE UNITED KINGDOM[২৪৬]
ORIGINAL
(to be retained by fellow)

To: Dr. Md. Abdus Samad
Associate Professor
Department of Medicine
Bangladesh Agricultural University
Mymensingh, Bangladesh

11 May 1989

As stated in the Chairman's letter you are being offered a Commonwealth Academic Staff Fellowship under the Commonwealth Scholarship and Fellowship Plan to enable you as a member of staff of a university in one of the developing countries of the Commonwealth to obtain, in a university in the United Kingdom, experience which will be closely related to your future academic work and thus be designed to benefit both yourself and your home university.

2. The Fellowship is tenable at the University of Liverpool from 1 October 1989 until 31 July 1990 (or until any earlier date on which you finish your studies in Britain) for studies in Veterinary Clinical Science under the supervision of Professor M J Clarkson, Head of the Department of Veterinary Clinical Science, University of Liverpool, Field Station 'Leahurst', Chester High Road, Neston, Wirral, Merseyside L64 7TE. 3-15

Sd/-
Joint Secretory
Commonwealth Scholarship Commission in the United Kingdom
36 Gordon Square, London WC1HOPF

কমনওয়েলথ এক্যাডেমিক স্টাফ ফেলোশিপ এয়ার্ড পাবার পর বাকৃবি-তে শিক্ষা ছুটির জন্য আবেদন করি।[২৪৭]

মেডিসিন বিভাগ, ভেটেরিনারি অনুষদ
বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ।[২৪৭]

মেমো নং ১০৮১ / ডিএম
তারিখ ঃ আগষ্ট ৬, ১৯৮৯

বরাবর রেজিস্ট্রার
বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়,
ময়মনসিংহ।
মাধ্যম: যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে।
বিষয়: ১৯৮৯ সনের কমনওয়েলথ একাডেমিক স্টাফ ফেলোশীপের অধীনে যুক্তরাজ্যেও লিভারপুল বিশ্বদ্যিালয়ে গবেষণার জন্য ২৫শে সেপ্টেম্বর ১৯৮৯ হইতে ৫ই আগষ্ট ১৯৯০ পর্যন্ত স্টাডি লিভের আবেদন।

প্রিয় মহোদয়,
আপনার সদয় অবগতির জন্য জানানো যাইতেছে যে, আমি ১৯৮৯ সনের কমনওয়েলথ একাডেমিক স্টাফ ফেলোশীপ এ্যাওয়ার্ডের জন্য বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তক মনোনীত হই (পত্র নং বৃত্তি ৩৭/৮৭/১৪১২ শিক্ষা, তাং ২৭-৯-১৯৮৮)। পরবর্তীতে কমনওয়েলথ কমিশন ১লা অক্টোবর, ১৯৮৯ হইতে ৩১শে জুলাই ১৯৯০ (সর্বমোট দশ মাস) পর্যন্ত উক্ত এ্যাওয়ার্ডের জন্য চুড়ান্তভাবে আমাকে মনোনীত করিয়াছে (রেফারেন্স নং বিডিএফ ১৩৯, তাং ১১ই মে, ১৯৮৯)। উল্লেখ্য, আমার গবেষণার কর্মস্থল যুক্তরাজ্যের লিভারপুল বিশ্ববিদ্যালয়। গবেষণার বিষয় টকসোপ্লাজমোসিস রোগ। তত্ত্বাবধায়ক লিভারপুল বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেটেরিনারি ক্লিনিক্যাল সায়েন্স বিভাগের প্রফেসর ড. এম. জে. ক্লার্কসন। উক্ত কোর্সে সঠিক সময়ে যোগদানের জন্য লন্ডনস্থ বৃটিশ কাউন্সিল নির্ধরিত সময়ের ৫দিন পূর্বে উপস্থিত হইবার জন্য জানাইয়াছে (রেফারেন্স নং বিঝি এল/ ২০০৩/১৩৭, মে ১৫, ১৯৮৯)। এই উদ্দেশ্যে উল্লিখিত গবেষণা কাজে যোগদানের যাতায়াতের অতিরিক্ত সময়সহ আমার ২৫শে সেপ্টেম্বর, ১৯৮৯ হইতে ৫ই আগস্ট, ১৯৯০ পর্যন্ত স্টাডি লীভের প্রয়োজন।
অতএব, উল্লিখিত এ্যাওয়ার্ডের অধীনে লিভারপুল বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা কাজে যোগদানের জন্য ২৫শে সেপ্টেম্বর ১৯৮৯ হইতে ৫ই আগষ্ট ১৯৯০ পর্যন্ত (মোট ১০ মাস ১০ দিন) আমার স্টডি লীভের মনজ্ঞুর করিলে অতিশয় বাধিত হইব।

ধন্যবাদান্তে
স্বাক্ষর/-
(ড. মো. আব্দুস সামাদ)
সহযোগী অধ্যাপক
সংযোজিত

কমনওয়েলথ এক্যাডেমিক স্টাফ ফেলোশিপ এয়ার্ড এর গবেষণা কাজ সম্পর্ন করার পর সুপাভাইজার একটি প্রশংশসাপ্রত্র দেন।[২৪৮]

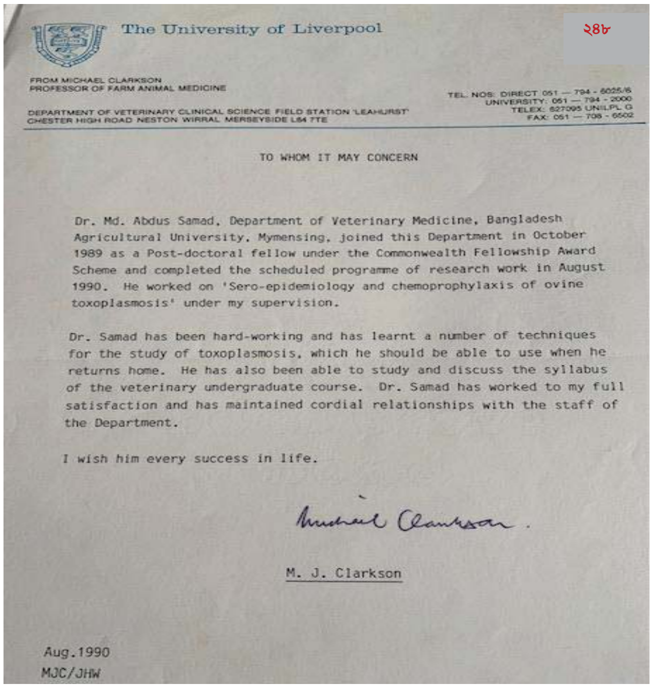
২৪৮

The University of Liverpool

FROM MICHAEL CLARKSON
PROFESSOR OF FARM ANIMAL MEDICINE

DEPARTMENT OF VETERINARY CLINICAL SCIENCE FIELD STATION 'LEAHURST'
CHESTER HIGH ROAD NESTON WIRRAL MERSEYSIDE L64 7TE

TEL. NOS: DIRECT 051 — 794 - 6025/6
UNIVERSITY: 051 — 794 - 2000
TELEX: 627095 UNILPL G
FAX: 051 — 708 - 6502

TO WHOM IT MAY CONCERN

Dr. Md. Abdus Samad, Department of Veterinary Medicine, Bangladesh Agricultural University, Mymensing, joined this Department in October 1989 as a Post-doctoral fellow under the Commonwealth Fellowship Award Scheme and completed the scheduled programme of research work in August 1990. He worked on 'Sero-epidemiology and chemoprophylaxis of ovine toxoplasmosis' under my supervision.

Dr. Samad has been hard-working and has learnt a number of techniques for the study of toxoplasmosis, which he should be able to use when he returns home. He has also been able to study and discuss the syllabus of the veterinary undergraduate course. Dr. Samad has worked to my full satisfaction and has maintained cordial relationships with the staff of the Department.

I wish him every success in life.

Michael Clarkson.

M. J. Clarkson

Aug.1990
MJC/JHW

অস্ট্রেলিয়ায় অনুষ্ঠিত জয়েন্ট এফএও/আইএই (FAO / IAE) গবেষণা সম্মেলনে প্রবন্ধ উপস্থাপন।

অস্ট্রেলিয়ার রকহামটোন-এ অনুষ্ঠিত জয়েন্ট এফএও/আইএই (FAO / IAE) গবেষণা সম্মেলনে আমন্ত্রনে যোগদানের জন্য সিঙ্গাপুর ভায়া ব্রিজবেন দিয়ে রকহামটোন যায়। সে পরিপ্রেক্ষিতে ডিউটি লিভ এবং জিও এর জন্য আবেদন করি।[২৪৯]

মেডিসিন বিভাগ, ভেটেরিনারি অনুষদ
বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ।[২৪৯]

মেমো নং ৭১২ / ডিএম তারিখ ঃ ৫-২-৮৯

বরাবর রেজিস্ট্রার
বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ।
মাধ্যম: যথায়থ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে।

বিষয়: জয়েন্ট এফএও/আইএই আহূত অস্ট্রেলিয়ায় আয়োজিত 'ইউজ অফ নিউক্লিয়ার টেকনিক্স টু ইমপ্রুভ ডমেস্টিক বাফেলো প্রোডাকশান ইন এশিয়া' শীর্ষক চূড়ান্ত গবেষণা সম্মেলনে যোগদানের নিমিত্ত সরকারী অনুমোদন (জি.ও) লাভের জন্য এবং ডিউটি লীভের আবেদন।

জনাব,
নিবেদন এই যে, উল্লিখিত গবেষণা সম্মেলন আগামী ২০-২৪শে ফেব্রুয়ারী' ৮৯ অস্ট্রিলিয়ায় অনুষ্ঠিত হইবে। উক্ত সম্মেলনে একটি প্রবন্ধ উপস্থাপনের জন্য আমি আমন্ত্রিত হইয়াছি। উল্লেখ্য যে, আমার যাতায়াতসহ আনুষংগিক খরচ সংস্থাদ্বয় বহন করিবে। প্রয়োজনীয় নথিপ্রত্রের ফটোকপি পত্রের সহিত সংযোজিত হইল।
অতএব, উক্ত সম্মেলনে যোগদানের জন্য সরকারী অনুমোদন (জি.ও) এবং ১৬ই ফেব্রুয়ারী হইতে ২৭শে ফেব্রুয়ারী' ৮৯ পর্যন্ত ডিউটি লীভ দানে বাধিত করিবেন।

ধন্যবাদান্তে
স্বাক্ষর/- ৫-২-৮৯
(ড. এম. এ. সামাদ)
সহযোগী অধ্যাপক

সংযোজন - প্রয়োজনীয় নথিপত্র।

রয়াল সোসাইটি ফেলোশিপ এয়ার্ড অর্জন

'দি রয়াল সোসাইট অব লন্ডন' এর ফেলোশিপ এয়ার্ডের জন্য আবেদন করি। সে পরিপ্রেক্ষিতে ১৯শে মে ১৯৯৪ তারিখে আমাকে উক্ত ফেলোশিপ এয়ার্ড প্রদান করা হয়।[২৫০] রয়াল সোসাইট ফেলোশিপ এয়ার্ড এর গবেষণা কাজ সম্পর্ন করার পর সুপাভাইজার একটি প্রশংশসাপ্রত্র দেন।[২৫১]

The Royal Society[২৫০]
6 Carlton House Terrace, London SW1Y 5Ag
Telex 917876 Telephone 071-8395561 Fax 071 9302170
Ext. 258
19 May 1994
Our ref: FGM / FMH
Dear Dr. Samad
THE ROYAL SOCIETY THIRD WORLD FELLOWSHIPS SCHEME২৫০
We are pleased to advice yoy that your application for a Third World Fellowship has been successful and that you should be offered the following award:
£750 per month for your two month visit to The Moredun Research Institute, Edinburgh.
The above award is to enable you to carry out the work outlined in Section 3 of your application form over the period stated. It is a condition of acceptance of the award that you send us a report (up to 500 words) on your visit within four weeks of its completion.
Please confirm whether you wish to accept this offer and the date of your proposed arrival. Payment of the award will be made in following your arrival in the UK.

Yours sincerely
Sd/-
F.G. Marcantonio (Miss)

Dr. M. A. Samad
Department of Medicine
Bangladesh Agricultural University, Mymensingh-2202, Bangladesh

MOREDUN RESEARCH INSTITUTE
Scientific Director: PROF. I D AITKEN PHD, BVMS, MRCVS
Acting Secretary: I R Ritson

Moredun Research Institute
408 Gilmerton Road
Edinburgh EH17 7JH

Our referece:
Your reference:
Date:
Telephone : 031-664 3262
Facsimile : 031-664 8001

TO WHOM IT MAY CONCERN[২৫১]

Professor Md. Abdus Samad, Department of Veterinary Medicine, Bangladesh Agricultural University, Mymensingh, visited the Moredun Research Institute, Edinburgh, Scotland, for the months of November and December 1994 on a Third World Fellowship from the Royal Society, 6 Carlton Terrace, London, to enable him to work with myself and my colleagues on laboratory methods for the detection of *Toxoplasma gondii* in the tissues of animals.
During his stay with us Professor Samad has received training in molecular technology, particularly the polymerase chain reaction (PCR), and in serological techniques. The latter involved the growth of antigen in mice and its harvesting with subsequent purification to allow its use in the immunofluorescent antibody test (IFAT). Further processing, including a sonication step, provided antigen suitable for use in an wenzyme linked immunosorbent assay (ELISA). Both the IFAT and ELISA were studied in detail.
Immunohistopathology as a diagnostic technique was also covered. While specially designed to demonstrate T. gondii and Neospora caninum in tissue sections the general technique can be readily adjusted to detect other elected antigens.
Professor Samad has worked with great enthusiasm and dedication during his visit to this laboratory and has fitted in very well indeed with the Institute staff. The manner in which he rapidly grasped the various techniques, including PCR, was most impressive.
I wish him every success with his plans for the future.
Sd/-
David Buxton BVM&S, PhD, FRCPath, FRCVS
Division of Immunobiology
December 1994

দি নিউ ইওয়র্ক এক্যাডেমি অব সায়েন্সএর সক্রিয় সদস্যপদ অর্জন

১৯৯৪ সনে 'দি নিউ ইওয়র্ক এক্যাডেমি অব সায়েন্সএর সক্রিয় সদস্য হবার জন্য ইনভিটেশন পাই।[২৫২] সক্রিয় সদস্য পদ গ্রহনের আমন্ত্রণ গ্রহন করি এবং পরবর্তীতে সক্রিয় সদস্য পদেও জন্য একটি সার্টিফিকেট প্রদান করে।[২৫৩]

THE NEW YORK ACADEMY OF SCIENCES
OFFICE OF THE CHIEF EXECUTIVE OFFICER[২৫২]

INVITATION TO MEMBERSHIP
FOR: M. A. Samad
Bangladesh Agr Univ.
Dept. Vet. Medical
Mymensingh 2202
BANGLADESH

Dear Dr. Samad:

It is my pleasure, indeed, to extend to you this invitation to Membership in the Academy, a membership organization with special appeal for any person concerned with science and engineering and their roles in society. What does Academy membership mean for you?

- Your invitation represents recognization of your work in, and support for, science and technology.
- You will be part of a distinguished society of scientists whose membership since 1817 has included Thomas Jefferson, John James Audubon, and more than 40 Nobel Laureates in this century. Members represent all 50 states and over 150 countries worldwide.
- You will expand your horizons through timely access to basic research at more than 200 conferences, lecturers and symposia each year, covering all the disciplines.
- -------- so on.

Simply return your enclosed Confirmation of Membership and I will see that your inscribed Membership Certificate and Card go out to you without delay.

Meanwhile, may I say how pleased I am that you have been invited to Academy membership. Please accept my personal congratulations.

Sincerely,
Sd/-
Rodney W. Nichols
Chief Executive Officer

[২৫৩]

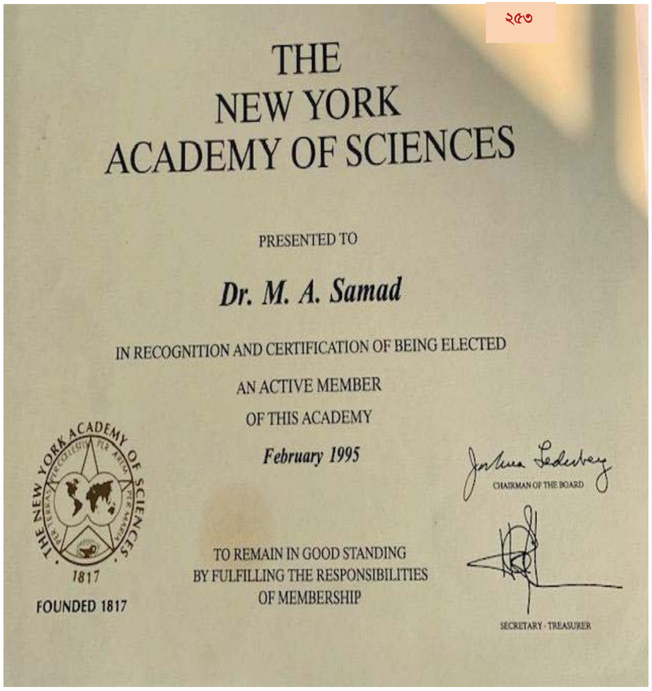
THE NEW YORK ACADEMY OF SCIENCES
PRESENTED TO
Dr. M. A. Samad
IN RECOGNITION AND CERTIFICATION OF BEING ELECTED
AN ACTIVE MEMBER
OF THIS ACADEMY
February 1995
CHAIRMAN OF THE BOARD
TO REMAIN IN GOOD STANDING
BY FULFILLING THE RESPONSIBILITIES
OF MEMBERSHIP
SECRETARY - TREASURER
THE NEW YORK ACADEMY OF SCIENCES 1817
FOUNDED 1817

জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞ ফেলোশিপ অর্জন

১৯৯৬ সনে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় কর্তৃক জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞ ফেলোশিপের বিজ্ঞাপনের পরিপ্রেক্ষিতে আবেদন করি। যথারীতি ইন্টারভিউর মাধ্যমে জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞ ফেলোশিপ অর্জন করি।[২৫৪,২৫৫]

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।[২৫৪]

নং-বিপ্রম/শা-১৫/ফেনি-১/৯৬/৪৮২(১২৫) তারিখ: ২৫-০৬-১৪০৩/১০-১০-১৯৯৬

অফিস স্মারক

নিম্ন স্বাক্ষরকারী অদিষ্ট হইয়া জানাইতেছে যে, জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি (এনএসটি) ফেলোশিপ কর্মসুচীর অধীনে ফেলো নির্বাচনের জন্য গঠিত নির্বাচনী কমিটি সমূহের সুপারিশক্রমে নিম্নলিখিত শর্ত সাপেক্ষে নিম্ন প্রার্থীগণকে ১৯৯৬০৯৭ সালে ফেলোশীপ প্রদানে সরকার সম্মত হইয়াছেন:

ক্র/নং	নির্বাচিত ফেলোর নাম ও ঠিকানা	গবেষণা প্রতিষ্ঠানের নাম	তত্ত্বাবধায়কের নাম ও ঠিকানা	মন্তব্য
	ফেলোশিপ শ্রেনী: ৭৮০০/০০ টাকা।			
(১০১)	ড. মো. আব্দুস সামাদ পিতা- মো. এত্তাজ আলী বিশ্বাস প্রফেস, মেডিসিন বিভাগ, ভেটেরিনারি অনুষদ, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ।	রোগতত্ত্ব বিভাগ বাংলাদেশ কৃষি বিশ্বঃ ময়মনসিংহ।	নিজ প্রচেষ্টায়।	৬ মাসের জন্য

স্বাক্ষর/-
(আহসান-উল-করিম)
সহকারী প্রযুক্তি উপদেষ্টা
ফোন: ২৩৫১১১-১৯/ ৩৮৫৮

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।[২৫৫]

নং-বিপ্রম/শা-১৫/ফেমাভা-১/৯৫/১(৮২) তারিখ: ৬ -১-১৯৯৭
প্রেরক: আহসান-উল করিম, সহকারী প্রযুক্তি উপদেষ্টা।
প্রাপক: প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ৪৫, পুরানা পল্টন, ঢাকা।
বিষয়:১৯৯৬-৯৭ অর্থ বৎসরে জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ফেলোশিপ ভাতার মনজুরী সংক্রান্ত।
জনাব,

জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ফেলোশিপ কর্মসুচীর অধীনে নিম্নোক্ত ৮২ (বিরাশি) জন ফেলোশিপের মাসিক ভাতা তাহাদরে নামের পার্শ্বে ৪ নং কলামে বর্ণিতহারে প্রদানের জন্য এতদ্বারা সরকারী মনজুরী দেওয়া হইল:

ক্র/নং	ফেলোর নাম ও ঠিকানা	সংশ্লিষ্ট গবেষণা প্রতিষ্ঠানের নাম	ফেলোশিপের মাসিক ভাতার হার	ফেলোর যোগদানের তারিখ	ফেলোশিপের শেষ সময়সীমা
(৮১)	ড. মো. আব্দুস সামাদ পিতা- মো. এত্তাজ আলী বিশ্বাস প্রফেসর, মেডিসিন বিভাগ ভেটেরিনারি অনুষদ, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ।	রোগতত্ত্ব বিভাগ বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ।	ট:৭৮০০/০০	৩১-১০-৯৬	২৯-৪-১৯৯৭

আপনার বিশ্বস্ত
স্বাক্ষর/-
(আহসান-উল-করিম), সহকারী প্রযুক্তি উপদেষ্টা
ফোন: ২৩৫১১১/ ৩৮৫৮

হু'স হু ইন দি ওয়ার্লড-এ বাইয়গ্রাপি অন্তর্গত হওয়া
(Who's Who in the World - included biography)

হু'স হু ইন দি ওয়ার্লড-এ ২০০১ সনে প্রকাশিত ১৮তম সংস্থরণ থেকে আমার বাইয়গ্র্যফি প্রকাশিত হয়ে আসছে।[২৫৬,২৫৭] পরবর্তীতে হু'স হু ইন সায়েন্স এন্ড এনজিনিয়ারিং-এর ২০০৫-২০০৬ সনের ৮ম সংস্করণ থেকে আমার বাইয়গ্র্যফি প্রকাশিত হয়ে আসছে।[২৫৮,২৫৯]

MARQUIS Who's Who® **Who's Who in the World**[২৫৬]
===
121 Chanlon Road
•New Providence, NJ 07974 U.S.A.
• 1-800-521-8110 ext. 7003
Founded by A.N. Marquis in 1899
Publishers of the original
Who's Who in America®

Outside the US : 1-908-464-6800
E-mail: world@renp.com

MD Abdus Samad
Bangladesh Agr Univ, Dept Med
2202 Mymensingh / Dhaka, Bangladesh

Dear MD Abdus Samad:
Congratulations! Because of your significant record of achievement, Marqis Who's Who® has selected your biography for inclusion in the new 18th Edition of **Who's Who in the World** – recognizing today's global leaders in every important field of endeavor.
Your dedication and hard work have earned you a spot in one of the most referenced biographical publications of its kind. This unique resource can be found in public and academic libraries arund the world, as well as in distinguished corporations and associations, government agencies, and several types of media.
Enclosed is a galley proof of your sketch, which will appear among more than 45,000 biographies in the 18th Edition.
Please check the enclosed galley proof carefully, then sign it and return it within 10 days of receipt. Your immediate attention is appreciated.
As a special memento of your inclusion, **Who's Who in the World** can be a wonderful addition to your home or office library. If you order now, you can still take advantage of our special pre-publication discount. With your order you will also receive a complimentary Certificate of Recognition, inscribed with your name. Please see the nclosed reservation form for ordering options.
Again, I'd like to congratulate you on yet another remarkable achievement, and wish you the best of luck in all your future endeavors.
Sincerely,
Sd/-
Dawn Melley
Editorial Director

A companion volume to WHO'S WHO IN AMERICA published since 1899 by America's leading biographical publisher
MARQUIS WHO'S WHO ২৫৭ GALLEY PROOF GNNF
121 Chanlon Road • P.P. Box 5 • New Providence NJ 07974-0005
WORLD-18 28505727

MD Abdus Samad
Bangladesh Agr Univ, Dept Med
2202 Mymensingh / Dhaka, Bangladesh
28505727 / 207 / 303 / 2311 / 1953 / M/ A

SAMAD, MD ABDUS, veterinary medicine educator ; b. Chapai Nawabgonj, Rajshahi, Bangladesh, Mar. 21, 1953; s. Ettaz Ali Biswas and Mosamath Ayesa Khatun; m. Mahfuza Bulbul, June 10,1981; Children : Manar Din Samad Lyric, Jadit Ettaz Samad Epic, DVM, Bangladesh Agr. U., 19974, MS 1975; PhD, Haryana Agr. U., 1982, Cert. of Merit, 1982. Registered vet, Lecr. Bangladesh Agr. U., Mymensingh, 1976-82, asst. prof. 1982-86, assoc. prof. 1986-92, prof. 1992 – ; head dept. medicine Bangladesh Agr. U., 1991-92, prin. Investigator haemoprotozoan diseases Bangladesh Agril. Rsch. Coun., Dhaka, 1984-86, toxoplasmosis, Bangladesh Med. Rsch Coun., 1994-95, torch complex, 1996-97. Author : (books) Poultry Husbandry and Medicine, 1988, 2nd edit., 1993, Animal Husbandry and Medicine, 1996, Veterinary Practitioner's Guide, 2000; editor: The Bangladesh Vet. 1984-92, Bangladesh Vet. Jour., 1994 - , mng. Editor, 1994. Postdoctoral fellow Commonwealth Commn., U. Liverpool, London, 1989-90 ; NST expert fellow Min. of Sci and Tech., Bangladesh, 1996-97, WHO fellow Mohidal U., Thailand, 1997. Mem. Bangladesh Vet. Assn., (life), Indian Soc. for Vet Epidemiology and Public Health

MARQUIS Who's Who®
Who's Who in Science and Engineering[২৫৮]
===
121 Chanlon Road
• Phone : 1-800-473-7020
• Fax: 1-908-673-1179
•New Providence, NJ 07974 U.S.A.
•Outside the US: 1-908-673-100
•E-mail : Science@marquiswhoswho.com

Founded by A.N. Marquis in 1899
Publishers of the original
Who's Who in America®

June 2004

MD Abdus Samad
Bangladesh Agr Univ, Dept Med
2202 Mymensingh / Dhaka, Bangladesh

Dear MD Abdus Samad:
The Marquis Who'sWho editors are pleased to announce the consideration of your biographical profile in the forthcoming 8th Edition of WHO'S WHO in Science and Engineering.
Enclosed is a copy of your sketch as it appears in our records. We ask that you review it carefully, and make any necessary additions or corrections. Then, even if no changes are needed, sign the sketch and return it as soon as possible in the envelope provided.
Your participation is important. Only with your verification can our editors be sure they have accurate, up-to-date information. And only with your verification can your profile advance into the final screening for **Who's Who in science and Engineering**.
Youe inclusion in this edition is important to the reference value of Who's Who in Science and Engineering. Please remember, we must receive your verified sketch as soon as possible. Because our publication cycle operates within a firm timetable, we would appreciate your immediate attention.
Sincerely
Fred Marks
Senior Managing Director
SC/POC

Who's Who in Science and Engineering[২৫৯]
8th Edition • 2005- 2006
MARQUIS WHO'S WHO®
121 Chanlon Road • P. O. Box 39
• New Providence NJ 07974-0039 U.S.A

MD Abdus Samad
Bangladesh Agr Univ, Dept Med
2202 Mymensingh / Dhaka, Bangladesh

28505727//207//200//H/05282004

SAMAD, MD ABDUS, veterinary medicine educator ; b. Chapai Nawabgonj, Rajshahi, Bangladesh, Mar. 21, 1953; s. Ettaz Ali Biswas and Mosamath Ayesa Khatun; m. Mahfuza Bulbul, June 10,1981; Children : Manar Din Samad Lyric, Jadit Ettaz Samad Epic, DVM, Bangladesh Agr. U., 19974, MS 1975; PhD, Cert. of Merit, Haryana Agr. U., 1982. Registered vet, Lecr. Bangladesh Agr. U., Mymensingh, 1976-82, asst. prof. 1982-86, assoc. prof. 1986-92, prof. 1992 – ; Head dept. medicine Bangladesh Agr. U., 1991-92, 2004, 2007, prin. investigator haemoprotozoan diseases Bangladesh Agril. Rsch. Coun., Dhaka, 1984-86, toxoplasmosis, Bangladesh Med. Rsch Coun., 1994-95, torch complex, 1996-97. Author : (books) Poultry Husbandry and Medicine, 1988, 2nd edit., 1993, Animal Husbandry and Medicine, 1996, 2nd edn. 2001, Veterinary Practitioner's Guide, 2000; editor: The Bangladesh Vet. 1984-92, Bangladesh Vet. Jour., 1994 - , mng. Editor, 1994. Postdoctoral fellow Commonwealth Commn., U. Liverpool, London, 1989-90 ; NST expert fellow Min. of Sci and Tech., Bangladesh, 1996-97, WHO fellow Mohidal U., Thailand & Tamil Nadu vet. anim. Sci. U., India 1997. Mem. Bangladesh Vet. Assn., (life), Indian Soc. for Vet Epidemiology and Public Health (life)

শিক্ষা ও গবেষণার স্বীকৃতি

বাংলাদেশী বিজ্ঞানী সম্মনিত (Bangladeshi scientist honoured) শিরোনামে বেশ কয়েকটি দৈনিক পত্রকি সংবাদ হিসেবে প্রকাশিত করে।[২৬০]

Bangladeshi scientist honoured[২৬০]

Our Correspondent

AGRI-VARSITY (Mymensingh),
Dr. Md. Abdus samad, Prof. of Veterinary Medicine, Bangladesh Agricultural University, Mymensingh has been elected as an acting member of 'The New York Academy of Science' in recognition of his research work on biomedical science and technology.

The Royal Society, London awarded him fellowship to work on molecular research on toxoplasmosis at the Moredun Research Institute (MRI), Edinburgh, UK. Dr. Samad has recently returned from Uk after successful completion of schedule research on Polymerase Chain Reaction (PCR).

The Commonwealth Commission, London also awarded him a Commonwealth Academic Staff Fellowship in 1989. He worked on toxoplasmosis under this programme with prof. M. J. Clarkson in the University of Liverpool, England. He did his Ph.D from the Haryana Agricultural University (HAU), India in 1982 and the HAU awarded him Certifcate of Merit with Prize for outstanding transcript academic record in Ph.D program. He has more than 70 research publications in the national and international journal and two professional books in bangle in his credit.

In addition to his academic duties, he works as a Principal Investigator of a collaborative research project on toxoplasmosis, funded by the Bangladesh Medicial Research Council with Dr. Sayeba Akhtar, professor of Obstetrics and Gynaecology, Mymensigh Medical College. **NEW NATION** (8.1.95), **TIMES** (11.01.95).

বাংলাদেশী বিজ্ঞানী সম্মানিত

কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (ময়মনসিংহ) ৫ জানুয়ারী, দি নিউ ইয়র্ক একাডেমি অব সায়েন্স সম্প্রতি বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেটেরিনারি মেডিসিন বিভাগের প্রফেসর ডঃ মোঃ আব্দুস সামাদকে তার গবেষণার স্বীকৃতিস্বরূপ একাডেমির একজন সক্রিয় সদস্য হিসেবে নির্বাচিত করেছে।

লন্ডনের দি রয়াল সোসাইটি প্রফেসর সামাদকে এডিন বারার মুর্ডান রিসার্চ ইনস্টিটিউট এ মলিকুলার বায়োলজির উপর গবেষণার জন্য ফেলোশিপ এওয়ার্ড প্রদান করে। সম্প্রতি তিনি বৃটেনে টকসোপ্লাজমোসিস পিসিআর পদ্ধতির উপর সাফল্যের সাথে গবেষণা সম্পন্ন করে দেশে ফিরেছেন।

প্রফেসর সামাদ লন্ডনের কমনওয়েলথ কমিশনের একাডেমিক স্টাফ ফেলোশিপ প্রাপ্ত। তিনি উক্ত ফেলোশিপের আওতায় ১৯৮৯-৯০ সালে লিবারপুল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর এম জে ক্লার্কসনের সাথে টকসোপ্লাজমোসিস রোগের উপর গবেষনা করেন।

১৯৮২ সালে ভারতের হারিয়ানা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রপেসর সামাদ পিএইচডি ডিগ্রি লাভ করেন। হারিয়না কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচডি ডিগ্রী প্রোগ্রামে বিশেষ কৃতিত্বেও জন্য তাকে মেরিট সার্টিফিকেটসহ পুরুকৃত করে।

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক জার্নালে প্রকাশিত প্রফেসর সামাদেও গবেষণা পত্রের সঙখ্যা ৭০ এর উপরে। এ ছাড়া তার বাংলা ভাষায় রচিত দেশোপযোগী পশু পাখির চিকিৎসা বিষয় দু'টি বই বিশেষ সুনাম অর্জন করেছে।

বর্তমানে তিনি শিক্ষতার পাশাপাশি বাংলাদেশে মেডিক্যাল গবেষণা পরিষদেও অর্থানুকুল্যে পরিচালিত মানুষ ও পশুকে আক্রান্তকারী রোগে টকসোপ্লাজমোসিস প্রকল্পের প্রধান গবেষক হিসেবে ময়মনসিংহ মেডিক্যাল কলেজের অবস্ট্রেটিক্স ও গাইনোকলজি বিভাগরে প্রফেসর ডা. সায়েবা আখতারের সাথে যৌথভাবে গবেষনা করছেন।- দৈনিক উত্তেফাক (৮-১-৯৫), আজকের স্মৃতি (৯-১-৯৫)।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ফেলোশিপ এয়ার্ড লাভ (WHO Fellowship award)

মানুষ এবং পশু পাখির যে সব রোগ হয় তার ৮০ শতাংশ রোগ পশু পাখি এবং মানষকে আক্রান্ত করে এবং এসব রোগকে জুনোটিক রোগ বলা হয়। মানুষ থেকে পশু পাখিতে রোগ সক্রমণের গুরুত্ব অপেক্ষা পশু পাখি থেকে মানুষে রোগ সংক্রমণের গুরুত্ব অধিক। কারণ পশু পাখি পালনকারী, পশু পাখির চিকিৎসক, কসাই, পশু পাখি বিক্রেতা, পশু পাখি রোগ গবেষণাগারে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গ জুনোটিক রোগে প্রতি ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় রয়েছে। আর সাধারণ মানুষ পশু জাত প্রোটিন খাদ্য এবং পশু ও পাখি থেকে উৎপন্ন দ্রব্যের মাধ্যমে মানুষে জুনোটিক রোগ সংক্রমিত হয়। এসব জুনোটিক রোগের মধ্যে টকসোপ্লাজমোসিস রোগের উপর গবেষণার জন্য ১৯৯৪-১৯৯৫ আর্থিক বৎসরে বাংলাদেশ মেডিক্যাল রিসার্চ কাউন্সিল, ঢাকা- ময়মনসিংহ মেডিক্যিাল কলেজ এবং মেডিসিন বিভাগ, বাকৃবি-এর যোথ পরিচালনায় একটি গবেষণা প্রকল্প পরিচালনা করি। উক্ত গবেষণার ফলাফলে সন্তষ্ট হয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ পরবতীতে 'টর্চ কম্প্লেক্স' এর উপর গবেষণার জন্য ১৯৯৬-১৯৯৭ আর্থিক বৎসরে দ্বিতীয় প্রকল্পটি সংশ্লিষ্ট গবেষণা কাউন্সিল অনুমোদন করে। জুনোটিক রোগের উপর বাংলাদেশ মেডিক্যাল রিসার্চ কাউন্সিল এর অর্থে পরিচালিত গবেষণা করার কারণে আমার বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ফেলোশিপ এয়ার্ড লাভ সহজ হয়।[২৬১]

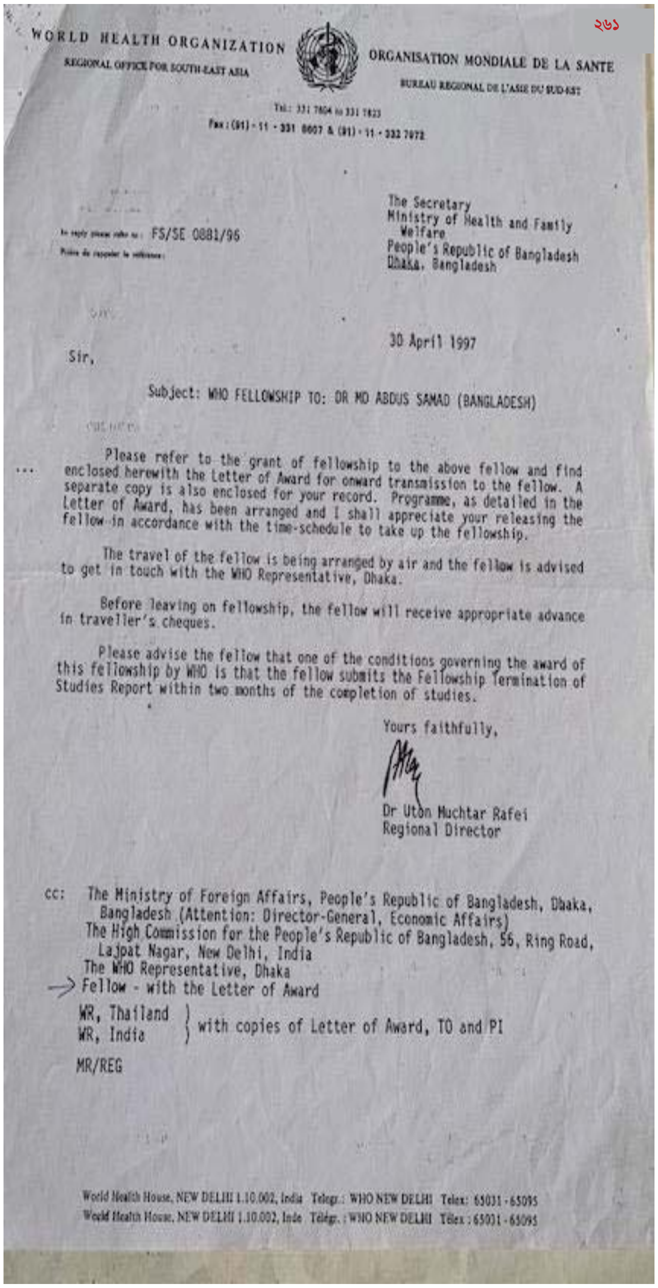

২৬১

WORLD HEALTH ORGANIZATION
REGIONAL OFFICE FOR SOUTH-EAST ASIA

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE
BUREAU REGIONAL DE L'ASIE DU SUD-EST

Tel.: 331 7804 to 331 7823
Fax: (91)-11-331 8607 & (91)-11-332 7972

In reply please refer to: FS/SE 0881/96
Prière de rappeler la référence:

The Secretary
Ministry of Health and Family Welfare
People's Republic of Bangladesh
Dhaka, Bangladesh

30 April 1997

Sir,

Subject: WHO FELLOWSHIP TO: DR MD ABDUS SAMAD (BANGLADESH)

Please refer to the grant of fellowship to the above fellow and find enclosed herewith the Letter of Award for onward transmission to the fellow. A separate copy is also enclosed for your record. Programme, as detailed in the Letter of Award, has been arranged and I shall appreciate your releasing the fellow in accordance with the time-schedule to take up the fellowship.

The travel of the fellow is being arranged by air and the fellow is advised to get in touch with the WHO Representative, Dhaka.

Before leaving on fellowship, the fellow will receive appropriate advance in traveller's cheques.

Please advise the fellow that one of the conditions governing the award of this fellowship by WHO is that the fellow submits the Fellowship Termination of Studies Report within two months of the completion of studies.

Yours faithfully,

Dr Uton Muchtar Rafei
Regional Director

cc: The Ministry of Foreign Affairs, People's Republic of Bangladesh, Dhaka, Bangladesh (Attention: Director-General, Economic Affairs)
The High Commission for the People's Republic of Bangladesh, 56, Ring Road, Lajpat Nagar, New Delhi, India
The WHO Representative, Dhaka
Fellow - with the Letter of Award
WR, Thailand } with copies of Letter of Award, TO and PI
WR, India }
MR/REG

World Health House, NEW DELHI 1.10.002, India Telegr.: WHO NEW DELHI Telex: 65031-65095
World Health House, NEW DELHI 1.10.002, Inde Télégr.: WHO NEW DELHI Télex: 65031-65095

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ফেলোশিপ এয়ার্ড নিয়ে প্রথমে মাহিদল ইউনিভারসিটি, ব্যাংকক এর টুপিক্যাল মেডিসিন ও জুনোসিস।[২৬২] এবং পরবর্তীতে ভারতের তামিল নাডু ভেটেরিনারি এন্ড অ্যানিম্যাল সায়েন্স বিশ্ববিদ্যালয়-এর ভেটেরিনারি প্রিভেন্টিভ মেডিসিন বিভাগে ট্রপিক্যাল মেডিসিন ও জুনোসিস রোগের উপর তাদের গবেষণা ও কৃতিত্বপূর্ণ কাজ সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা অর্জন করি। [২৬৩] উল্লেখ্য, হারিয়না কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচডি করার সময় নর্থ ইন্ডিয়া ও কাশমীর ভ্রমন করার সুযোগ হয়েছিল। ডাবলু এইচ ও ফেলোশীপের আওতায় ভারতের কন্য কুমারী পর্যন্ত ভ্রমনের সুযোগ হয়। অর্থাৎ ভারতের কাশমীর থেকে কন্যকুমারী ভ্রমনের সুযোগ হয়েছে।

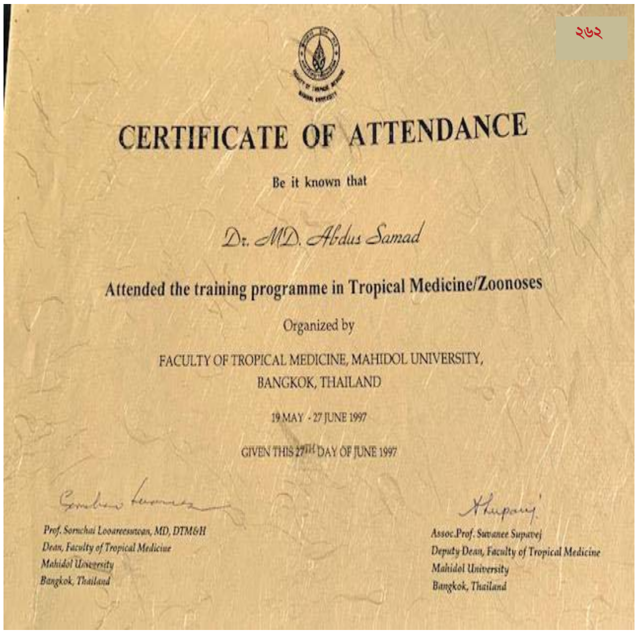

২৬২

CERTIFICATE OF ATTENDANCE

Be it known that

Dr. MD. Abdus Samad

Attended the training programme in Tropical Medicine/Zoonoses

Organized by

FACULTY OF TROPICAL MEDICINE, MAHIDOL UNIVERSITY, BANGKOK, THAILAND

19 MAY - 27 JUNE 1997

GIVEN THIS 27TH DAY OF JUNE 1997

Prof. Somchai Looareesuwan, MD, DTM&H
Dean, Faculty of Tropical Medicine
Mahidol University
Bangkok, Thailand

Assoc.Prof. Suvanee Supavej
Deputy Dean, Faculty of Tropical Medicine
Mahidol University
Bangkok, Thailand

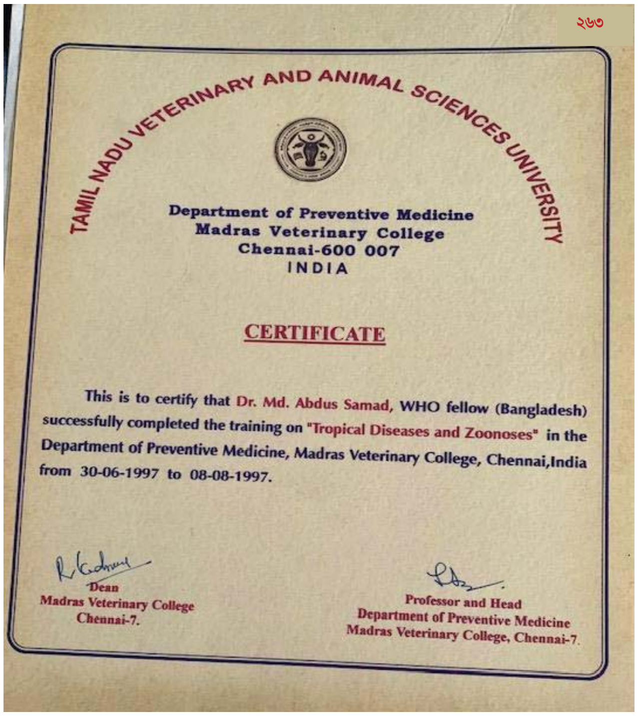

২৬৩

TAMIL NADU VETERINARY AND ANIMAL SCIENCES UNIVERSITY

Department of Preventive Medicine
Madras Veterinary College
Chennai-600 007
INDIA

CERTIFICATE

This is to certify that Dr. Md. Abdus Samad, WHO fellow (Bangladesh) successfully completed the training on "Tropical Diseases and Zoonoses" in the Department of Preventive Medicine, Madras Veterinary College, Chennai, India from 30-06-1997 to 08-08-1997.

Dean
Madras Veterinary College
Chennai-7.

Professor and Head
Department of Preventive Medicine
Madras Veterinary College, Chennai-7.

হজ্ব পালন

ডাবলুএইচও ফেলোশিপ পাওয়ার কারণে কিছু অর্থ সঞ্চয় করতে সক্ষম হই। আল্লাহ ফেলোশিপের মাধ্যমে যে অর্থের ব্যবস্থা করে দিলেন সে অর্থ দিয়ে অন্য পার্থিব্য কোন কিছুর জন্য ব্যয় না করে ফরজ হজ্ব পালন করার সিদ্ধান্ত গ্রহন করলোম। সরকারী ব্যবস্থাপনায় হজ্ব পালনের জন্য প্রয়োজনীয় টাকা জমা দিলাম। সাকারী ব্যবস্থাপনায় হজ্ব পালনের অনুমতি পেলাম। হজ্ব পালনের জন্য বাকৃবি-তে আর্ন লিভের জন্য আবেদন করলাম।[২৬৪] এবং বাকৃবি থেকে আমার আর্ন লিভে মনজুর হল।[২৬৫] যথা সময়ে হজ্ব পালনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলাম। সে বছর সরকারী ব্যবস্থাপনায় বাসস্থান এবং ট্রান্সপোর্ট বিষয়ে অ-ব্যবস্থাপনা প্রকট ছিল।

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ।[২৬৪]

মেমো নং ৩৬ / ডিএম তারিখ ঃ ১২-২-৯৮

বরাবর রেজিস্ট্রার
বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ।
মাধ্যম: যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে।

বিষয়: পবিত্র হজ্ব পালনের উদ্দেশ্যে ৮ই মার্চ থেকে এপ্রিল ১৯৯৮ পর্যন্ত মোট ০১ মাস ১২ দিন অর্জিত ছুটির আবেদন।

প্রিয় মহোদয়,

নিবেদেন এই যে, আমি আল-াহর অসীম কৃপায় এবছর পবিত্র হজ্ব পালনের জন্যে বাংলাদেশ সরকারের ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় তেকে হজ্ব যাত্রার অনুমতিপত্র পেয়েছি (ফটোকপি সংযুক্ত)। সে উদ্দেশ্যে আমার ৮ই মার্চ থেকে ২২শে এপ্রিল ১৯৯৮ ছুটির প্রয়োজন।

অতএব, পবিত্র হজ্ব পালনের জন্য ৮ই মার্চ থেকে ২২ শে এপ্রিল ১৯৯৮ পর্যন্ত মোট ০১ মাস ১২ দিন অর্জিত ছুটি দানে বাধিত করবেন।

ধন্যবাদান্তে

আপনার বিশ্বস্ত
স্বাক্ষর/-
(ড. মো. আব্দুস সামাদ)
প্রফেসর, মেডিসিন বিভাগ।

বিঃ দ্রঃ হজ্ব যাত্রার অনুমতি পত্রের ফটোকপি সংযোজিত।

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ।[২৬৫]

আদেশনামা

নং-শা-২/এ-১৫০/ ৭৬/১২৪ /সংস্থাপন তারিখ ঃ ২২-২-৯৮

মেডিসিন বিভাগের প্রফেসর ড. মো. আব্দুস সামাদ-কে পবিত্র হজ্ব পালনের উদ্দেশ্যে সৌদি আরব গমনের জন্য ৮-৩-৯৮ হতে ২২-৪-৯৮ পর্যন্ত ৪৬ (ছেচল্লিশ) দিনের পূর্ন গড় বেতনে আর্জিত ছুটি মন্জুর করা হ'ল।

উল্লেখিত ছুটিকালীন সময়ে প্রফেসর ড. সামাদ সৌদি আরবে অবস্থান করলেএ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষেও কোন আপত্তি থাকবেনা।

ভাইস-চ্যান্সেলর মহোদয়ের আদেশক্রমে
স্বাক্ষর/- ডেপুটি রেজিস্ট্রার (সংস্থাপন)-১

মেমো নং-শা-২/এ-১৫০/৭৬/১২৪(৬)/ সংস্থাপন তারিখ ঃ ২২- ২- ৯৮

অনুলিপি প্রেরিত হ'লঃ-

(১) প্রফেসর ড. মো. আব্দুস সামাদ, মেডিসিন বিভাগ।
(২) প্রধান, মেডিসিন বিভাগ। (৩) ডীন, ভেটেরিনারি অনুষদ।
(৪) কোষাধ্যক্ষ (৫) সিনিঃ সহকারী রেজিস্ট্রার, পরিষদ বিভাগ। সিন্ডিকেটের পরবর্তী অধিবেশনে রিপোর্ট করার অনুরোধসহ।
(৬) সংস্থাপন শাখা-১ (গার্ড ফাইল)।

স্বাক্ষর/- (মো. নজিবুর রহমান)
ডেপুটি রেজিস্ট্রার (সংস্থাপন)-১
ফোনঃ (০৯১)৫৫৬৯৫-৯৭/২১০৬

দি পাপুয়া নিউ গিনি ইউনিভারসি অব টেকনোলজি-তে চাকরী অর্জন

২০০৩ সনের মধ্যভাগে 'দি পাপুয়া নিউ গিনি ইউনিভারসি অব টেকনোলজি' (ইউনিটেক) এর ডিপার্টমেন্ট অব অ্যাগ্রিকালচার-এ একজন ভেটেরিনারি বিষয়ের সিনিয়ার লেকচারার নিয়োগের জন্য বিজ্ঞপ্তি দেয়। সে পরিপ্রেক্ষিতে আমি আবেদন করি। রিতিমত টেলিফোনে ইন্টারভিউ হয় এবং পরবর্তীতে আমাকে উক্ত পদে আমাকে নিয়োগদান করে।[২৬৬]

FACSIMILE[২৬৬]

To DR. A. SAMAD
DEPARTMENT OF MEDICINE
BANGLADESH AGRICULTURAL UNIVERSITY, MYMENSINGH-2202, BANGLADESH
Attn.: DR. SAMAD
Fax: 880 91 55810

FROM: REGISTRAR
The Papua New Guinea
UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
Private Mail Bag, Lae, Papua New Guinea
FAX: 011-(675)475 7667

Sub: OFFER OF APPOINMENT

Telephone: 011-(676)473 4946

DATE: 17/02/2004 PAGE 1 of 1

DEAR DR. SAMAD
THE PAPUA NEW GUINEA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY OFFERS YOU APPOINTMENT AS SENIOR LECTURER IN THE DEPARTMENT OF AGRICULTURE FROM DATE AS SOON AS POSSIBLE TO 30 NOVEMBER 2006.
SALARY K 69,911.00 PER ANUM, GRATUITY OF 30% IN THE FIRST YEAR, 35% IN THE SECOND YEAR AND 40% IN THE THIRD YEAR TAXED AT 35%. APPOINMENT & REPATRIATION FARES FOR YOURSELF AND SPOUSE RECREATION LEAVE FARES FOR YOURSELF AND SPOUSE AFTER 18 MONTHS OF SERVICE. SIX WEEKS PAID LEAVE PER YEAR SUPPORT FOR APPROVED RESEARCH STAFF MEMBERS ARE ALSO PERMITTED TO EARN FROM CONSULTANCY UP TO 50% OF EARNINGS ANNUALLY.
CONDITIONS OF SERVICE WILL FOLLOW IN THE MAIL. PLEASE REPLY TO FAX NO: 011 675 475 7667 or 011 675 473 4234

YOURS SINCERELY
Sd/-
ALLAN JQ SAKO
REGISTRAR
HA/AJOS/FHK

বিদেশে চাকরীর জন্য বাকৃবি-তে লিয়েনের আবেদন

দি পাপুয়া নিউ গিনি ইউনিভারসিটি অব টেকনোলোজি (ইউনিটেক)-তে যোগদানের জন্য বাকৃবি-তে লিয়েনের জন্য আবেদন করি। উল্লেখ্য, বাকৃবি-এর প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী একজন শিক্ষক চার বছর লিয়েনে দেশ বিদেশের অন্য সংস্থায় চাকরী করার সুযোগ পায়। সহযোগী অধ্যাপক পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর মহোদয়কে গাভার্নমেন্ট অর্ডার (জিও) ইস্যু করার ক্ষমতা অর্পন করা আছে। কিন্তু প্রফেসর-এর ক্ষেত্রে শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে জিও নেয়ার নিয়ম প্রচলিত। তাই আমার লিয়েনের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে বাকৃবি প্রশাসন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে জিও ইস্যু করার জন্য অনুরোধ জনান (নং-শা-২/এ-১৫০/৭৬/১৮৩২(২)/ সংস্থাপন, তারিখ ২৮-১১-২০০৪)। সে পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষা মন্ত্রণালয় জিও ইস্যু করে।[২৬৭]

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশে সরকার, শিক্ষা মন্ত্রণালয়[২৬৭]

নং-শাঃ ১৫/৪ কৃবি-১/২০০৩/১২৩৯ তারিখ ঃ ০৯-১২-২০০৪

অফিস আদেশ

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিসিন বিভাগের অধ্যাপক ডঃ মোঃ আবদুস সামাদ-কে The Papua New Guinea University of Technology- তে সিনিয়র

লেকচাচার হিসেবে কাজ করার জন্য আগামী ২০-০২-২০০৫ তারিখ থেকে ৩০-১১-২০০৬ তারিখ পর্যন্ত নিম্নোক্ত শর্তে পাপুয়া নিউগিনি গমন ও অবস্থানের অনুমতি প্রদান করতে সরকার সম্মত হয়েছে:

(ক) এ ভ্রমণে বাংলাদেশ সরকার বা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষেও কোন আর্থিক সংশ্লেষ থাকবে না।
(খ) বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাঁকে বিধি মোতাবেক প্রয়োজনীয় লিয়েন মঞ্জুর করবে।
(গ) বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাঁর সাথে প্রয়োজনিয় চুক্তি সম্পাদন করবেন এবং মন্ত্রণালয়কে অবহিত করবেন।
(ঘ) তিনি ছুটি শেষ হওয়ার সাথে সাথে দেশে ফিওে কাজে যোগদান করবেন এবং মন্ত্রণালয়কে অবহতি করবেন।
(ঙ) লিয়েন কালীন সময় তিনি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কোন প্রকার বেতন ভাতাদি পাবেন না।

২) যথাযথ কর্তৃপক্ষেও অনুমোদনক্রমে এ আদেশ জারী করা হলো।

স্বাক্ষর/-
(সৈয়দা আফরোগ বেগম)
সিনিয়র সহকারী সচিব

বিতরণ:
(১) সচিব, স্বরাষ্ট্র / পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
(২) উপাচার্য, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ।
(৩) মহাপরিচালক, বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর, ঢাকা।
(৪) অধ্যাপক ডঃ মোঃ আবদুস সামাদ, মেডিসিন বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ।
(৫) রেজিস্ট্রার, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ।
(৬) পরিচালক, জিয়া আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর, ঢাকা।
(৭) উপ-পরিচালক, বৈদেশিক মুদ্রানিয়ন্ত্রণ, বাংলাদেশ ব্যাংক, ঢাকা।
(৮) সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

অবশেষে ৯ই মার্চ ২০০৫ তারিখ ‘দি পাপুয়া নিউ গিনি ইউনিভারসিটি অব টেকনোলজি’-তে কাজে যোগদান করি। উল্লেখ্য, উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী সকল শিক্ষকের তিন বছরের মেয়াদের জন্য চাকরীর চুক্তি হয়। আমারও ইউনিটেকে তিন বছরে জন্য নভেম্বর ২০০৬ পর্যন্ত চাকরী হয়েছিল কিন্তু ভিসার কারণে উক্ত চাকরীতে একবছর পরে কাজে যোগদান করি। তাই উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে ৯ই মার্চ ২০০৫ তারিখে যোগদান করার পরপরই ১৪ই মার্চ ২০০৫ তারিখ আমার চাকরীর মেয়দ তিন বছর করে আদেশনামা ইস্যু করে।[২৬৮]

FROM THE OFFICE OF THE REGISTRAR[২৬৮]	**THE PAPUA NEW GUINEA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY**
YOUR REF:	Private Mail Bag Lae, Morebe Province 411 Papua New Guinea
OUR REF: P/F: SAMAD, A (DR)	Telephone: (675) 473 4999 Facsimile: (675) 475 7667

14th March 2005
Dr. Abdus Samad
Department of Agriculture
PNG University of Technology
LAE, Morobe Province

Dear Dr. Samad

ADJUSTMENT TO CONTRACT ENDING DATE

I refer to my letter of 12th February 2004 offering you appointment as Senior Lecturer from a date as soon as possible to 30 November 2006.

You commenced employment with this university on 9 March 2005, twelve (12) months into the offered contract.

This note is to inform you that your contract will end on **30 November 2007** and not 30 November 2006. The 3-year contract should commence from the date you took up employment i.e. 9 March 2005.

The terms and conditions of employment will remain the same as previously conveyed to you.

By copy of this letter Staff office will adjust our records.

Yours sincerely

Sd/-
ALLAN JQ SAKO
REGISTRAR
HA/AJQ/fbk
Copies: HOD - Agriculture
Assistant Account (Payroll) via Bursar
Planning Unit

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশে সরকার
শিক্ষা মন্ত্রণালয়[২৬৯]

নং-শাঃ ১৫/ ৪ কৃবি-১/২০০৩/০৯ তারিখ ঃ ০৭-০১-২০০৭

অফিস আদেশ

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিসিন বিভাগের অধ্যাপক ডঃ মোঃ আবদুস সামাদ-কে পাপুয়া নিউগিনির University of Technology সিনিয়র লেকচাচার হিসেবে কাজ করার জন্য ০১-১২-২০০৬ তারিখ থেকে এক বছরের জন্য নিম্নোক্ত শর্তে পাপুয়া নিউগিনি অবস্থানের অনুমতি প্রদান করতে সরকার সম্মত হয়েছে:

(ক) বিদেশে অতিরিক্ত অবস্থানে বাংলাদেশ সরকার বা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কোন আর্থিক সংশ্লেষ থাকবে না ;
(খ) বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাঁকে বিধি মোতাবেক প্রয়োজনীয় ছুটি মঞ্জুর করবে ;
(গ) বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাঁর সাথে প্রয়োজনিয় চুক্তি সম্পাদন করবেন এবং মন্ত্রণালয়কে অবহিত করবেন ;
(ঘ) বিদেশে অবস্থানকালীন সময় তিনি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কোন প্রকার বেতন ভাতাদি পাবেন না ;
(ঙ) পরবর্তীতে আর কোন ছুটি বর্ধিত করা হবে না ;

২) যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে এ আদেশ জারী করা হলো।

স্বাক্ষর/-
(হাফিজ আহমেদ) সহকারী সচিব

বিতরণ:
(১) সচিব, স্বরাষ্ট্র / পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
(২) উপাচার্য, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ।
(৩) মহাপরিচালক, বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর, ঢাকা।
(৪) অধ্যাপক ডঃ মোঃ আবদুস সামাদ, মেডিসিন বিভাগ, বাকবি।
(৫) রেজিস্ট্রার, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ।
(৬) পরিচালক, জিয়া আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর, ঢাকা।
(৭) উপ-পরিচালক, বৈদেশিক মুদ্রানিয়ন্ত্রণ, বাংলাদেশ ব্যাংক, ঢাকা।
(৮) সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ

(ক) ‘দি পাপুয়া নিউ গিনি ইউনিভারসিটি অব টেকনোলজি’-তে কাজে যোগদান করি ০৯-০৩-২০০৫ তারিখে এবং চাকরীর মেয়াদ ছিল ৩০ নভেম্বর ২০০৬ পর্যন্ত। সে অনুযায়ী বিদেশে চাকরীর করার জন্য ৩০ নভেম্বর ২০০৬ পর্যন্ত আমি বাংলাদেশ সরকারের জিও বা অনুমতি লাভ করি।[২৬৭]

(খ) ‘ইউনিটেকে’-এ যোগদান করার পরেই আমার চাকরীর মেয়াদ

উক্ত বিশ্ববিদ্যালয় মোট তিন বছর করে নতুন অর্ডার ইস্যু করে।[২৬৮] এর ফলে প্রয়োজন হবে পিএনজি-এর ভিসার মেয়াদ বৃদ্ধি এবং বাংলাদেশ সরকারের অনুমতির আদেশ। কর্মরত বিশ্ববিদ্যালয় ভিসার মেয়াদ বৃদ্ধির ব্যবস্থা করল। কিন্তু প্রয়োজন বাংলদেশ সরকারের অনুমতি। তাই বাকৃবি-তে লিয়েন-এর মেয়াদ এক বছর বৃদ্ধির জন্য আবেদন করলাম। বাকৃবি একই নিয়মে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে আমার লিয়েনের মেয়াদ বৃদ্ধি অনুমোদনের জন্য লিখল। শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে লিয়েন বৃদ্ধির অনুমোদন প্রাপ্তি পদ্ধতি সম্পর্কে সকলেরই জানা। অবশেষে শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে পুপুয়া নিউগিনি অবস্থানের অনুমতির অফিস আদেশ আমার হস্তগত হয়।[২৬৯]

(গ) বাকৃবি-এর লিয়েনের প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী এক জন শিক্ষক সর্বোচ্চ চার বছর লিয়েন পাবার যোগ্য। প্রথম আবেদনে আমাকে প্রায় এক বছর নয় মাস লিয়েন মঞ্জুর করে[২৬৭] এবং দ্বিতীয়বার এক বছর বিদেশে অবস্থানের অনুমতি প্রদান করে।[২৬৯] অর্থাৎ মোট দুই বছর নয় মাস লিয়েন মঞ্জুর করে দ্বিতীয় অফিস আদেশ-এ উল্লেখ করে, '(ঙ) পরবর্তীতে আর কোন ছুটি বর্ধিত করা হবে না।'[২৬৯] কিন্তু কেন? আমার ধারনা বিশ্ববিদ্যালয় (বাকৃবি) এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়-এর মধ্যে নিয়ম নীতি প্রয়োগের ক্ষেত্রে কোস সামঞ্জস্যতা নেই।

দি পাপুয়া নিউ গিনি ইউনিভারসিটি অব টেকনোলজি বনাম বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় তুলনামূলক

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (বাকৃবি) এর একজন ভেটেরিনারি মেডিসিন-এর প্রফেসর দি পাপুয়া নিউ গিনি ইউনিভারসিটি অব টেকনোলজি (ইউনিটেক)-তে শিক্ষকতা করে উভয় বিশ্ববিদ্যালযে মধ্যে যে তুলনামূলক অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি তা বর্ণনা করলাম (টেবিল-১০)।

Table 10 . Comparison of student evaluation of class teacher at under-graduate level between Unitech, PNG and BAU, Bangladesh.

a. Adress of the Universities	Department of Medicine FVS, BAU, Mymensingh BAU, Mymensingh			Department of Agriculture The PNG Unitech, Lae, Papua New Guinea		
b. Name of Class teacher	Dr. M. A. Samad			Dr. M. A. Samad		
c. Course (Subject)	VM 323 : Poultry Medicine			AG203: Anatomy & Physiology of Farm Animals		
d. Level & Semester	L-3, S- 2/2008			L-2, S- 1/20007		
e. No. of students (n)	n = 62			n = 55		
f. System: Grade each item with a full marks (Each graded from 1 (poor) to 10 (excellent)	10					
S/N Items	Range	Mean	%	Range	Mean	%
① Punctuality / regularity (on time attendance returning assignments, and test results)	9-10	9.86	98.6	9-10	10	100
② Class environment (maintaining class discipline,monitoring studnets' attendance, cleanliness, self discipline of lecturer, etc.)	5-10	8.28	82.8	4-10	8.1	81.0
③ Professional conduct (attitudes, friendliness, availability outside class, puts extra efforts etc.)	5-10	8.65	86.5	8 - 10	9.7	97.0
④ Commitment to teaching (preparation, extra efforts, seriousness, endeavors to improve)	5 -10	9.05	90.5	8 - 10	9.8	98.0
⑤ Teaching methodology (interactive teaching, student-centered learning, problem based, projects based, practical examples, etc.)	0 - 10	8.42	84.2	5 - 10	9.2	92.0

⑥ Teaching plan (written schedules of lecturers, topics with learning objectives, assignments, quizzes, tests and alerting, completion of course topics)	2 - 10	8.59	85.9	8 - 10	9.7	97.0
⑦ Teaching competency (knowledge of subject principles, applications, evaluation, attitude formation, relation to other subjects, etc.)	5 - 10	8.90	89.0	8 - 10	9.6	96.0
⑧ Feedback of class room examination marks on time (quiz, assignments, tests, projects,labs, etc.)	5 - 10	8.68	86.8	7 - 10	9.6	96.0
⑨ Quality of presentation (language, clarity, optimum use of time, materials, resources, course completion, motivation, etc.)	5 - 10	8.48	84.8	1 - 10	8.8	88.0
⑩ Overall teaching performance (relative to other lecturers of the semester courses)	7 - 10	8.59	85.9	7 - 10	9.6	96.0
Overall:	-	-	-	-	9.51	95.1

Comments made by Unitech students:

① A very good lecturer who explains well.

② Writes a lot on the board- not good- 3 hours non-stop. Tiring and boring.

③ To improve presentation skills- too much boxes and diagrams on board.

④ Need to be liberal in marking. Not exactly the words he wants.

⑤ Need to write clearly.

Comments made by BAU students:

① Need Bangla language for teaching and discussion (12.9%).
② Need multimedia for class teaching (20.97%)
③ Not satisfied with class test result (4.84%)
④ Highly satisfied with class teaching (9.68%)
⑤ Understanding problem in the class (6.45%)
⑥ Need printed hand note (9.68%).
⑦ Feel more speed in teaching (1.61%)
⑧ No comments (14.52%)
⑨ Feel class teacher frustrated (14.52%)
⑩ Others (about syllabus, practical class, field practices, books etc., 14.52%)

ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ

(ক) বিশ্ববিদ্যালয়ে শ্রেণি শিক্ষক ছাত্রছাত্রীদের কোর্স সমাপান্তে যেমন ছাত্রছাত্রীদের পরীক্ষার মাধ্যমে মূল্যায়ন করে থাকে। অনুরূপভাবে প্রতিটি শ্রেণী শিক্ষকের পাঠদানের যোগ্যতা ও পদ্ধতি সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট ছাত্রছাত্রীদের মাধ্যমে মূল্যায়ন করা অত্যাবশ্যক। ফলশ্রুতিতে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন পাবে সংশ্লিষ্ট শিক্ষকের পদোন্নয়নের তথ্য এবং সংশ্লিষ্ট শিক্ষক পাবে পরবর্তীতে তার শিক্ষাদান পদ্ধতি উন্নয়নের দিক নির্দেশনা। বিদেশের প্রায় সকল বিশ্ববিদ্যালয়ে কেন্দ্রীয়ভাবে সকল শ্রেণী শিক্ষকদের ছাত্রছাত্রীদের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট কোর্স সমাপান্তে মূল্যায়ন করে। ২০০৫ থেকে ২০০৭ সনে 'দি পাপুয়া নিউ গিনি ইউনিভারসিটি অব টেকনোলজি'-তে শিক্ষকতা করার সময় যে ফরমের মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীদের মাধ্যমে মূল্যায়ন করেছে সেই একই ফরম বাকৃবি-তে আমার পাঠদান করা ক্লাসের ছাত্রছাত্রীদের মাধ্যমে ব্যবহার করে আমার পাঠদান মূল্যায়ন করা হয়েছে।

(খ) একজন বিশ্ববিদ্যলয়ের শিক্ষককে দু'টি ভিন্ন দেশের দু'টি পৃথক বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী মূল্যায়ন করেছে তার তুলনামূলক তথ্য টেবিলে (১০) দেয়া হয়েছে। উভয় দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের মূল উদ্দেশ্য যেভাবেই হোক পরীক্ষায় ভালো নম্বর এবং ভালো গ্রেড প্রয়োজন। ছাত্রছাত্রীদের মেরিট যাচাই করে দেখা যায় প্রতিটি ক্লাসে চার পর্যায়ের ছাত্রছাত্রী রয়েছে। শ্রেণী শিক্ষক অত্যধিক পরিশ্রম ও যত্ন নিয়ে ছাত্রছাত্রীদের ক্লাসে পড়িয়ে সঠিকরূপে মূল্যায়ন করলে ছাত্রছাত্রীদের নিজ নিজ মেরিট অনুযায়ী মূল্যায়ন করে থাকে। শ্রেণী শিক্ষককে মূল্যায়নের ক্ষেত্রে ছাত্রছাত্রীগন প্রধানত কতিপয় বিষয়ের উপর গুরুত্ব দেয় এবং নিম্নোক্ত বিষয়গুলো প্রধান্য দেয় বলে ফলাফলে প্রমানিত হয়:

(অ) সংশ্লিষ্ট ক্লাস টেস্টের ফলাফল। (আ) 'ইউনিটেক'-এ অনুষদ পদ্ধতি নেই। প্রতিটি বিভাগে একটি করে ডিগ্রী দেয়। আমি ইউনিটেক-এ যে বিভাগে চাকরী করেছি তার নাম কৃষি বিভাগ (Department of Agriculture)। এই বিভাগ থেকে চার বছর মেয়াদী বিএসসি (এজি) ডিগ্রী প্রদান করা হয়। এই বিএসসি (এজি) ডিগ্রীর কারিকুলাম ও সিলেবাসে রয়েছে বাকৃবি-এর পাঁচটি অনুষদের কারিকুলাম এবং সিলেবাস সমন্বয়ে কারিকুলাম ও সিলেবাস। ভেটেরিনারি বিষয়যের মধ্যে রয়েছে অ্যানিম্যাল বায়লজি, অ্যানিম্যাল নিউট্রিশন, অ্যানিম্যাল জেনিটিক্স ও ব্রিডিং, অ্যানিম্যাল ম্যানাজমেন্ট, অ্যানাটমি এন্ড

ফিজিয়লজি অব ফার্ম অ্যানিম্যালস এবং অ্যানিম্যাল হেলথ এন্ড ডিজিজ। ভেটেরিনারির এই বিষয়গুলো পড়ানোর জন্য তিন জন শিক্ষক নিয়োজিত ছিলেন। একমাত্র আমি ভেটেরিনারিয়ান এবং অপর দু'জন বিএসসি (এজি) ডিগ্রীধারী। দু'জনের মধ্যে একজন ঘানায় বিএসসি (এজি) ডিগ্রী করে জাপানে জিনেটিক্সের উপর পিএইচডি ডিগ্রীধারী এবং অপর জন ইউনিটেক থেকে বিএসসি (এজি) ডিগ্রী নিয়ে অস্ট্রেলিয়ায় বাইয়কেমিস্ট্রির উপর পিএইড ডিগ্রীধারী। উভয়ই তাঁরা ইউনিটেকে পশু সম্পদ বিশেষজ্ঞ হিসেবে নিজদেরকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তাই আমাকে প্রধানত অ্যানাটমি এন্ড ফিজিয়লজি অব ফার্ম অ্যানিম্যালস এবং অ্যানিম্যাল হেলথ এন্ড ডিজিজ কোর্স দু'টি একাই পড়াতে হতো। অপর দিকে অ্যানিম্যাল বাইয়লজি কোর্সটি তাদের সাথে ভাগ করে পড়াতে হতো। কিন্তু ছাত্রছাত্রীরা ভেটেরিনারিয়ান এবং নন-ভেটেরিনারিয়ানদের পড়ানো পার্থক্য সহজেই অনুধাবন করতে পারে। সেক্ষেত্রে আমার কিছুই করার ছিলনা।

ভেটেরিনারি মেডিক্যাল বিশেষজ্ঞ একজন শিক্ষকের পক্ষে কৃষি বিষয়ের ছাত্রছাত্রীদের পড়ানো, অ-ভেটেরিনারিয়ান শিক্ষকের সাথে পেশা ভিত্তিক বিষয় ভাগ করে পড়ানো একটি দূরহ কাজ। ইউনিটেকে ম্যালেরিয়া স্বাস্থের জন্য একটি অত্যন্ত ঝুকিপুর্ণ সমস্যা। ইউনিটেকে বাংলাদেশী শিক্ষকদের বাঙ্গালী চিন্তাচেতনা ও ধর্ম থেকে বিছিন্ন হয়ে পড়া। অপরদিকে বাকৃবি-এর মেডিসিন বিভাগে বিভাগীয় প্রধান হবার যোগ্যতা সম্পন্ন কোন শিক্ষক না থাকার কারণে প্রি-ক্লিনিক্যাল বিভাগের একজন প্রপেসরকে বিভাগীয় প্রধানের দায়িত্ব অর্পন এবং সর্বপরি বাকৃবি-ক্যাম্পাসস্থ বাসার ব্যাপারে প্রশাসনিকভাবে অ-সহযোগিতা সব কিছু মিলিয়ে ইউনিটেকের চাকরীতে ইস্তফা দিয়ে[২৭০] ২৭-৮-২০০৭ তারিখে বাকৃবি-তে যোগদান করি।

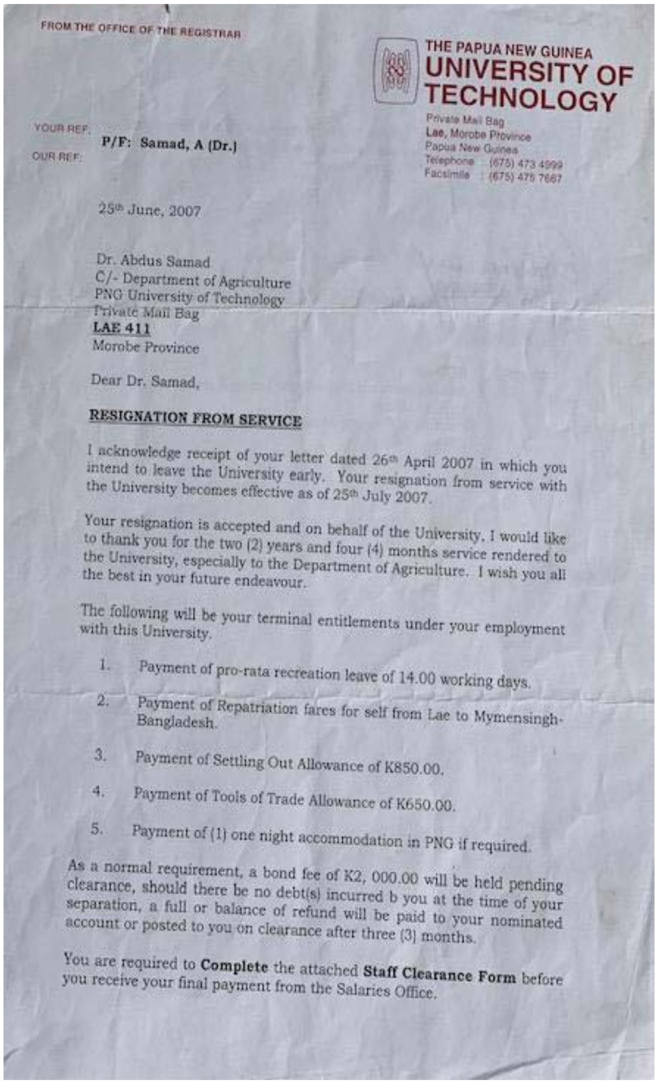
FROM THE OFFICE OF THE REGISTRAR

THE PAPUA NEW GUINEA
UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
Private Mail Bag
Lae, Morobe Province
Papua New Guinea
Telephone : (675) 473 4999
Facsimile : (675) 475 7667

YOUR REF: P/F: Samad, A (Dr.)
OUR REF:

25th June, 2007

Dr. Abdus Samad
C/- Department of Agriculture
PNG University of Technology
Private Mail Bag
LAE 411
Morobe Province

Dear Dr. Samad,

RESIGNATION FROM SERVICE

I acknowledge receipt of your letter dated 26th April 2007 in which you intend to leave the University early. Your resignation from service with the University becomes effective as of 25th July 2007.

Your resignation is accepted and on behalf of the University, I would like to thank you for the two (2) years and four (4) months service rendered to the University, especially to the Department of Agriculture. I wish you all the best in your future endeavour.

The following will be your terminal entitlements under your employment with this University.

1. Payment of pro-rata recreation leave of 14.00 working days.
2. Payment of Repatriation fares for self from Lae to Mymensingh-Bangladesh.
3. Payment of Settling Out Allowance of K850.00.
4. Payment of Tools of Trade Allowance of K650.00.
5. Payment of (1) one night accommodation in PNG if required.

As a normal requirement, a bond fee of K2, 000.00 will be held pending clearance, should there be no debt(s) incurred b you at the time of your separation, a full or balance of refund will be paid to your nominated account or posted to you on clearance after three (3) months.

You are required to **Complete** the attached **Staff Clearance Form** before you receive your final payment from the Salaries Office.

'বিসিএস পরীক্ষার প্রশ্নপত্রে গুরুতর ভূল'

শিক্ষক নেতাদের ধারণা তারাই দেশে শিক্ষা, গবেষণা, সম্প্রসারণ, দলীয় রাজনীতি, দেশের উন্নয়নসহ সব ব্যাপারে সমান পারদর্শী। কিন্তু আমার ধারণা যেসব শিক্ষক নেতা জাতীয় দলীয় রাজনীতি করেন তারা তাদের শিক্ষা ও গবেষণার জ্ঞান সমৃদ্ধি করার সময়টা ব্যয় করেন জাতীয় দলীয় রাজনীতিতে। তাই আমি মনে করি বাংলাদেশের উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দলীয় শিক্ষক রাজনীতিবিদগণের যে হারে রাজনীতির জ্ঞান সমৃদ্ধ হয়েছে সে অনুপাতে শিক্ষা ও গবেষণার জ্ঞান হ্রাস পেয়েছে। তার একটি জলন্ত প্রমান শিক্ষক নেতাদের বিসিএস পরীক্ষার প্রশ্ন প্রণয়ন এবং প্রশ্ন মডারেশনের জ্ঞান। ১৯৯৮ সনে বিসিএস লাইভস্টক ক্যাডার পরীক্ষায় যে প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে পরীক্ষা হয় সে প্রশ্ন এক ছাত্র আমাকে দেখতে দেয় যা পড়ে আমি অত্যন্ত আশ্চার্য হয়ে বিভিন্ন দৈনিক পত্র পত্রিকার চিঠিপত্রের কলামে বিষয়টি তুলে ধরি।[২৭১] সে পরিপ্রেক্ষিতে 'ভোরের কাগজ' আমাকে একটি প্রাইজবন্ডসহ একটি প্রশংসাপত্র দেয়।[২৭২,২৭৩]

বিসিএস পরীক্ষার প্রশ্নপত্রে গুরুতর ভুল

বিগত ২৪ শে অক্টোবর ১৯৯৮ অনুষ্ঠিত বিশেষ বিসিএস (পশু চিকিৎসা) লিখিত নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষার অনেক প্রশ্নে (সেট নং ২) গুরুতর ভুল রয়েছে। প্রচলিত বহুনির্বাচনী পদ্ধতিতে প্রত্যেক প্রশ্নের নিচে চারটি উত্তর দেয়া থাকে। একটি প্রশ্নের একটি মাত্র সঠিক উত্তর দিতে হয়। কিন্তু আলোচ্য পরীক্ষায় বহু প্রশ্নের একাধিক নির্ভুল উত্তর থাকায় পরীক্ষার্থীরা বিভ্রান্তির মধ্যে পড়ে যেমন- ৭০নং প্রশ্নে রয়েছে, Elevation of SGPT is specific for the damage of – (ক) Kidney (খ) Heart (গ) Brain (ঘ) Liver, এখানে (খ) এবং (ঘ) দু'টিই নির্ভুল উত্তর। ৮৯ নং প্রশ্নে রয়েছে, গরুর আঠালীর আক্রমণের ইতিহাসসহ জ্বর, রক্তশূন্যতা ও হিমোগ্লোবিনোরিয়া। (ক) এনাপ্লাজমোসিস (খ) বেবেসিওসিস (গ) ট্রিপানোসোমিয়াসিস (ঘ) থাইলেরিয়াসিস। এখানে (খ) এবং (ঘ) দু'টিই নির্ভুল উত্তর। অনুরূপ প্রশ্ন নং ৫ ঃ সঠিক উত্তর (গ) এবং (ঘ), প্রশ্ন নং ৯১ ঃ সঠিক উত্তর (ক) এবং (গ), প্রশ্ন নং ১১১ ঃ সঠিক উত্তর (ক) এবং (ঘ), প্রশ্ন নং ১২৩ ঃ সঠিক উত্তর (খ) এবং (গ), প্রশ্ন নং ১৩০ ঃ সঠিক উত্তর (খ) এবং (গ), প্রশ্ন নং ১৩৯ ঃ সঠিক উত্তর (ক) এবং (ঘ)। এই অবস্থায় পরীক্ষার্থীরা কোন উত্তর বেছে নিবে?

এছাড়া কিছু কিছু প্রশ্নের সঠিক উত্তর দেয়া নাই যেমন - প্রশ্ন নং ৮০ ঃ গাভীর Ketosis রোগ চিকিৎসায় সব চেয়ে কার্যকরী ঔষধ কোনটি? (ক) ক্লোরেল হাইড্রেট (খ) টেস্টোস্টারন (গ) করটিসোন এসিটেট (ঘ) থাইরয়েড হরমোন। সঠিক উত্তর হবে Glucose or Propylene glycol যার উল্লেখ নেই। ক্লোরাল হাইড্রেট নার্ভাস উপসর্গ এবং করটিসোন এসিটেট মেটাবলিক রেট বাড়ার জন্য ব্যবহার করা হয়। আবার ১১৮ নং প্রশ্নে আছে Inactivated spore vaccine কোন রোগে প্রতিরোধকল্পে ব্যবহৃত হয়? (ক) এনথ্রাক্স (খ) ধনুষ্টংকার (গ) হেমোরেজিক সেপ্টিসেমিয়া (ঘ) ব্লাক কোয়াটার। অথচ উল্লিখিত কোন রোগ প্রতিরোধে Inactivated spore vaccine ব্যবহার হয়না। এনথ্রাক্সের ক্ষেত্রে Live spore avirulent strain, হেমোরেজিক সেপ্টিসেমিয়া ও ব্লাক কোয়াটারের ক্ষেত্রে Inactivated organisms এবং ধনুষ্টংকারের ক্ষেত্রে Inactivated toxoid ব্যবহৃত হয়। ১৪৮ নং প্রশ্নে ছিল The major component of rumen gas is – (ক) Nitrogen (খ) Hydrogen (গ) Oxygen (ঘ) Methane কিন্তু সঠিক উত্তর কার্ব ডাই-অক্সাইড যা থাকে ৬৬%। মিথেন ২৬%, নাইট্রোজেন ৬% এবং হাইড্রোজেন থাকে ০.১%।

এছাড়া কিছু কিছু বিভ্রান্তিমূলক প্রশ্নও রয়েছে যেমন-প্রশ্ন নং ১৪২ The pH of bovine blood is - (ক) 6.3 (খ) 7.0 (গ) 7.3 (ঘ) 7.9 এবং প্রশ্ন নং ১৪৭ The normal value of neutrophil in cattle blood is - (ক) 15% (খ) 30% (গ) 45% (ঘ) 60% উভয় প্রশ্নের উলে- খকৃত উত্তর একটিও সঠিক নয়। কারণ পশুর দেহের রক্তের বায়োলজিক্যাল বিভিন্ন উপাদান এক মাত্রায় fixed অবস্থায় থাকেনা সে কারণে এসব উপাদান range এ প্রকাশ করা হয়। তাই গরুর রক্তের pH 7-8 এবং Neutrophil ১৫-৪৫% স্বাভাবিক ধরা হয়।

প্রশ্নের আরো কিছু অভিনবত্ব উল্লেখ করার মত যেমন- একই প্রশ্ন দুইবার করা হয়েছে। উত্তরও একই। তবে পার্থক্য হল একটি বাংলায় (প্রশ্ন নং ৩২) এবং অপরটি ইংরেজিতে (প্রশ্ন নং ৮৬)। উল্লেখ্য, প্রশ্নপত্রটির ১৫০টি প্রশ্নের মধ্যে ৯২টি (১-৭৭, ১৩৬-১৫০) প্রশ্ন হয়েছে ইংরেজিতে এবং অবশিষ্ট ৫০টি (৭৮-১৩৫) প্রশ্ন করা হয়েছে বাংলায়। শুধু বাংলায় অথবা ইংরেজিতে প্রশ্ন করা যেত নাকি?

এখন প্রশ্ন হল বিসিএস পরীক্ষার মত একটি গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষার প্রশ্নপত্রে এই দৈন্যদশা কেন? তড়িঘড়ি করে প্রশ্ন তৈরি হলেও এমন গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় প্রতিষ্ঠানের পরীক্ষায় এতগুলো বিভ্রান্তিকর প্রশ্ন কোন ক্রমেই বাঞ্ছনীয় নয়।

প্রফেসর ডঃ এম. এ. সামাদ
ভেটেরিনারি মেডিসিন বিভাগ
বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ।

২৭২

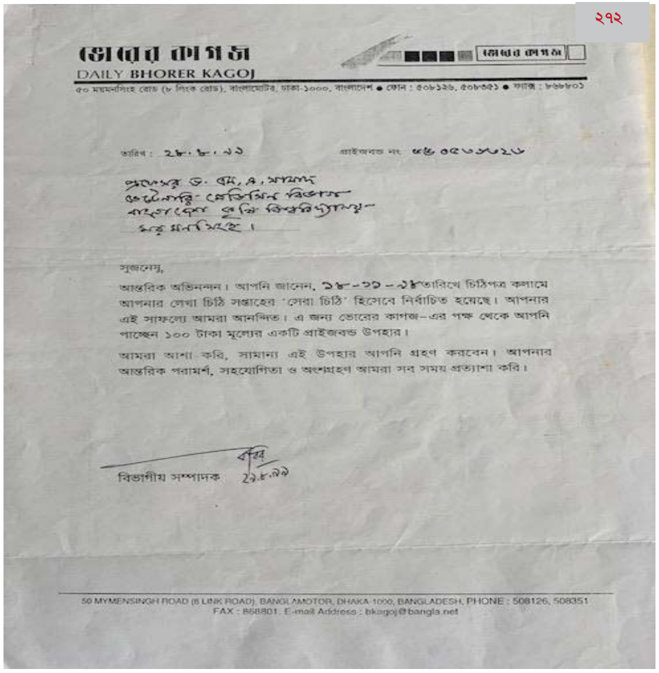

ভোরের কাগজ
DAILY BHORER KAGOJ
৫০ ময়মনসিংহ রোড (৮ লিংক রোড), বাংলামোটর, ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ • ফোন : ৫০৮১২৬, ৫০৮৩৫১ • ফ্যাক্স : ৮৬৮৮০১

তারিখ : ২৮.৮.৯৯ প্রাইজবন্ড নং ক ঙ ০৫৩৬৩২৬

প্রফেসর ড. এম. এ. সামাদ
ভেটেরিনারি মেডিসিন বিভাগ
বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়
ময়মনসিংহ।

সুজনেষু,

আন্তরিক অভিনন্দন। আপনি জানেন, ১৮-১১-৯৮ তারিখে চিঠিপত্র কলামে আপনার লেখা চিঠি সপ্তাহের 'সেরা চিঠি' হিসেবে নির্বাচিত হয়েছে। আপনার এই সাফল্যে আমরা আনন্দিত। এ জন্য ভোরের কাগজ-এর পক্ষ থেকে আপনি পাচ্ছেন ১০০ টাকা মূল্যের একটি প্রাইজবন্ড উপহার।

আমরা আশা করি, সামান্য এই উপহার আপনি গ্রহণ করবেন। আপনার আন্তরিক পরামর্শ, সহযোগিতা ও অংশগ্রহণ আমরা সব সময় প্রত্যাশা করি।

বিভাগীয় সম্পাদক ২৮.৮.৯৯

50 MYMENSINGH ROAD (8 LINK ROAD), BANGLAMOTOR, DHAKA-1000, BANGLADESH, PHONE : 508126, 508351
FAX : 868801, E-mail Address : bkagoj@bangla.net

২৭৩

শিক্ষকদের জ্যেষ্ঠতা ভিত্তিক নামের তালিকা প্রসঙ্গে

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার প্রভাষক থেকে প্রফেসর পদ পর্যন্ত নিয়োগে প্রশাসন যে সমস্ত অনিয়মের আশ্রায় গ্রহণ করেছে তা 'বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরীর ভূয়োদর্শন' অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। বাকৃবি-প্রশাসন একজন রাজনৈতিকভাবে নিরপেক্ষ প্রফেসরের নিয়োগের ক্ষেত্রে অনিয়ম করে ক্ষান্ত হয়নি এমনকি শিক্ষকদের জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে তৈরি তালিকায় আমার প্রাথমিক পর্যায়ের চাকরীর কার্যকাল সংযোজন করা হয়নি। উল্লেখ্য, বাকৃবি এর সংশ্লিষ্ট শাখার দায়িত্ব যে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিটি শিক্ষক কোন পদে কত তারিখ যোগদান করেছে তা সঠিকভাবে জ্যেষ্ঠতা ভিত্তিতে নামের তালিকায় সংযোজন করা। কিন্তু আমার ক্ষেত্রে অজ্ঞাত কারণে ১৯৭৬ থেকে ২০০৩ পর্যন্ত তা করা হয়নি। উল্লেখ্য, রেজিস্ট্রার শাখা প্রতি বছর জুলাই থেকে জুন পর্যন্ত শিক্ষকদের জ্যেষ্ঠতা ভিত্তিতে নামের তালিকা হালনাগাদ করে থাকে এবং এর কপি শুধুমাত্র প্রতিটি অনুষদের ডিন অফিসে দেয়া হয়। ফলে সাধারন শিক্ষকদের জানার সুযোগ থাকে না। তাই বাকবি এর প্রকাশিত শিক্ষকদের জ্যেষ্ঠতা ভিত্তিক নামের তালিকা প্রতি বছর যে প্রকাশিত হয় তা আমি সর্বপ্রথম আগষ্ট ২০০৩ সনে জানতে পারি। আর প্রকাশিত শিক্ষকদের জ্যেষ্ঠতা ভিত্তিক নামের তালিকার কপি পড়ে বুঝতে পারলাম যে আবারও আমার ক্ষেত্রে অনিয়ম। তাই তা সংশোধানের জন্য

আবেদন করি।[২৭৪] উল্লেখ্য, রেজিস্ট্রার মহোদয়ের নিকট থেকে আমার আবেদনের কোন উত্তর না পেলেও পরবতীতে প্রকাশিত শিক্ষকদের জ্যেষ্ঠতা ভিত্তিক নামের তালিকার আমার আবেদন মঞ্জুর করা হয়েছে প্রমানিত হয়।

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়
মেডিসিন বিভাগ, ময়মনসিংহ।[২৭৪]

মেমো নং ৮২৬ / ডিএম তারিখ: ২৭-০৮-২০০৩
বরাবর রেজিস্ট্রার
বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ।
বিষয়: সম্প্রতি প্রকাশিত শিক্ষকদের জ্যেষ্ঠতা ভিত্তিক নামের তালিকা প্রসঙ্গে।

প্রিয় মহোদয়,
অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্প্রতি প্রকাশিত শিক্ষকদের জ্যেষ্ঠতা ভিত্তিক নামের তালিকা (নং শা-২/১১২৮(২১)/সংস্থাপন, তাং ২৬-৭-০৩) আমার প্রায় ২৬ বছর চাকরী জীবনে এই প্রথম দৃষ্টিগোচর হয়েছে। উক্ত তালিকায় আমার প্রভাষক হিসেবে নিয়োগের তারিখ ১৮-৯-১৯৮০ দেখানো হয়েছে। উল্লেখ্য, আমি অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ে অনেক শিক্ষকের যেমন, প্রফেসর মোঃ ইকবাল হোসেন (১.৯.১৯৭৬), প্রফেসর মোঃ মোতাহার হোসেন মন্ডল (৮.৫.১৯৭৬) এবং আরও অন্যান্য অনেক শিক্ষকের ন্যায় ২৯.৭.১৯৭৬ তারিখে (নং ৫৭৬৮ / সংস্থাপন, তাং ১-৯-১৯৭৬) লেকচারার (রিসার্চ) পদে যোগদান করি (ফটোকপি সংযোজিত)। পরবর্তীতে ২২.৬.১৯৭৮ তারিখ (নং ২৬৫৫(৮)/সংস্থাপন, তারিখ ৩০-৬-১৯৭৮) প্রভাষক লীভ ভেক্যান্সি (ফটোকপি সংযোজিত) এবং ১৮-৯-১৯৮০ তারিখে স্থায়ী পদের বিপরীতে প্রভাষক হিসেবে নিয়োগলাভ করি। কিন্তু দুঃখের বিষয় অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার ন্যায় নিয়োগপ্রাপ্ত সকল শিক্ষকদেরই প্রথম নিয়োগের তারিখটিই প্রভাষক হিসেবে শিক্ষকের জ্যেষ্ঠতা ভিত্তিক নামের তালিকায় উল্লেখ করা হলেও শুধুমাত্র আমার ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম ঘটিয়ে আমার স্থায়ী প্রভাষক পদের নিয়োগের তারিখটি উল্লেখ করা হয়েছে।
অতএব, একই বিশ্ববিদ্যালয়ে একই প্রশাসনের একই নিয়মের আওতায় শিক্ষকদের জ্যেষ্ঠতা ভিত্তিক নামের তালিকায় প্রভাষক হিসেবে আমার প্রথম নিয়োগের তারিখটি (২৭.৭.১৯৭৬) অন্যান্য শিক্ষকের ন্যায় সংশোধন ও উল্লেখ করার জন্য অনুরোধ করছি।
ধন্যবাদান্তে

আপনার বিশ্বস্ত
স্বাক্ষর/- ২৭-৮-০৩
সংশ্লিষ্ট কপি সংযোজিত (প্রফেসর ডঃ মোঃ আব্দুস সামাদ)

পূর্ণ পেনশনের জন্য অ্যাসেসমেন্টের আবেদন প্রসঙ্গে

১৯৭৬ সন থেকে বাংলাদেশের একটি সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ে নিষ্ঠার সাথে চাকরী করে বুঝতে সক্ষম হই যে শিক্ষা, গবেষণা, পাঠ্য পুস্তক রচনা, জার্নাল সৃষ্টি এবং বিদেশী অ্যাওয়র্ড কোন কিছুই বাংলাদেশের উচ্চ পর্যায়ের কোন অ্যাওয়ার্ড ও পদ পাবার জন্য উপযোগী কোন ক্রাইটেরিয়া নয়। বাংলাদেশে সরকারী উচ্চ পর্যায়ের পদ ও অ্যাওয়র্ড পাবার প্রধান শর্ত সরকার দলের শিক্ষক নেতা হওয়া। আমার অভিজ্ঞতায় এটা পরিষ্কার যে অ-রাজনৈতিক বা নিরপেক্ষ নির্দলীয় ব্যক্তিদের জন্য বাংলাদেশ চাকরী করা কষ্ঠকর। সেকারণে আমার জানামত অনেক নিরপেক্ষ শিক্ষক এমনকি পাতি নেতা শিক্ষকও বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকরী ছেড়ে বিদেশে পাড়ি জমিয়েছে। তাই হঠাৎ করে আমার মনে হলে আমি যদি বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর চাকরীর বিকল্প কিছু চিন্তা করি সে ক্ষেত্রে আমাকে বাকৃবি পূর্ণ পেনশন দিবে কি না তা অ্যাসেসমেন্টের প্রয়োজন। তাই পূর্ণ পেনশনের জন্য অ্যাসেসমেন্টের আবেদন করি।[২৭৫] কিন্তু সে আবেদনের কোন উত্তর বাকৃবি এর সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ থেকে এখনও পাওয়া যায়নি।

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ।[২৭৫]

মেমো নং ১১৭০ / ডিএম তারিখ: ৮-৬-২০০৪ইং
রেজিস্ট্রার
বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ।
যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে।
বিষয়: পূর্ণ পেনশনের জন্য অ্যাসেসমেন্টের আবেদন।
প্রিয় মহোদয়,
আপনি নিশ্চয় অবগত আছেন যে, আমি বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে মেডিসিন বিভাগে একজন প্রফেসর হিসেবে নিয়োজিত। কিন্তু প্রফেসর পদের পূর্বে অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন মেয়াদে যে সব পদে আমি কর্মরত ছিলাম তা পেনশনের যোগ্য কিনা তা আমার জানা নেই। এমতাবস্থায়, পূর্ণ পেনশনের অ্যাসেসমেন্টের জন্য বাকৃবি আমাকে যে সব পদে নিয়োজিত করেছে তার একটি তালিকা নিম্নের টেবিলে দেয়া হলো।

ক্র/ নং	পদের নাম	হতে - পর্যন্ত	পদের প্রকৃতি	পিএফ কর্তন	মোট মেয়াদ
(১)	লেকচারার (রিসার্চ)	২৯-০৭-১৯৭৬ হতে ২১-০৬-১৯৭৮	অস্থায়ী	না	১-১০-২৪
(২)	লেকচারার (লিভ ভ্যাকেন্সি)	২২-০৬-১৯৭৮ হতে ৩১-১০-১৯৭৮	স্থায়ী	হাঁ	০-৪-৯
(৩)	ট্রেনি	০১-১১-১৯৭৮ হতে ১৭-০৯-১৯৮০	অস্থায়ী	না	১-১০-১৭
(৪)	লেকচারার	১৮-০৯-১৯৮০ হতে ০৭-০২-১৯৮২	স্থায়ী	হাঁ	-
(৫)	অ্যাসিস্টান্ট প্রফেসর	০৮-০২-১৯৮২ হতে ১৯-০৩-১৯৮৬	স্থায়ী	হাঁ	-
(৬)	অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর	২০-০৩-১৯৯৬ হতে ১০-১১-১৯৯২	স্থায়ী	হাঁ	-
(৭)	প্রফেসর	১১-১১-১৯৯২ হতে চলছে	স্থায়ী	হাঁ	-
	মোট চাকুরীর মেয়াদ				২৭-১১-৩

উল্লিখিত চাকুরীর বিবরণ থেকে দেখা যায় যে, ২৯-৭-১৯৯৭ তারিখ হতে ৩০-৬-২০০৪ ইং তারিখ পর্যন্ত আমার মোট চাকুরীর মেয়াদ প্রায় ২৭ বছর ১১ মাস ৩ দিন। অস্থায়ী পদে নিয়োজিত মেয়াদ (১-১০-২৪ + ১-১০-১৭) ৩ বছর ৯ মাস ১১ দিন। উল্লেখ্য, শিক্ষা ছুটির (ট্রেনি) মাধ্যমে অতিবাহিত সময়কে কার্যকরী চাকুরীকাল ও অভিজ্ঞতা হিসেবে গণ্য করার সিদ্ধান্ত রয়েছে (মেমো নং ৫৯৯৪(১০)/ সংস্থাপন, তারিখ ২২-১০-১৯৮৯ ইং)।
এমতাবস্থায়, কোন অপ্রত্যশিত কারণে আগামী ৩০শে জুন ২০০৪ ইং তারিখ পর্যন্ত পূর্ণ পেনশনের জন্য আমার চাকরী মেয়াদ অ্যাসেসমেন্ট করা জরুরী প্রয়োজন। অতএব, আমার চাকুরীর মেয়াদ অ্যাসেসমেন্ট করে পূর্ণ পেনশন হবে কি না অন্যথায় পূর্ণ পেনশনের জন্য অতিরিক্ত কত অর্থ জমা দিতে হবে তা জানিয়ে বার্ধিত করবেন।
ধন্যবাদসহ।

সুপারিশ করা হল। আপনার বিশ্বস্ত
স্বাক্ষর/- ৮-৬-০৪ স্বাক্ষর/- ৮-৬-০৪
প্রধান (ডঃ মোঃ আব্দুস সামাদ)
মেডিসিন বিভাগ, বাকৃবি, ময়মনসিংহ। প্রফেসর, মেডিসিন বিভাগ

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এর রেজিস্ট্রার মহোদয় এআবেদনের কোন উত্তর দেয়নি।

উপসংহার

'টসা' গল্প এবং 'শাসন-প্রশাসন ব্যবস্থার তামাশা' দিয়ে আমার এই অধ্যায়টি শেষ করব। গল্পটি এ রকম: কালু নামের এক গ্রামে গৃহস্থ ছিল। পরিবারে তার বুড়ি বউ, ছেলে, মেয়ে আর পুত্রবধূ। কাকতালীয়ভাবে গৃহস্থ কালুসহ সবাই কানে শোনে না। তো, একদিন টসা কালু গৃহস্থের টসা পুত্র ক্ষেতে হালচাষ করতে গিয়ে দেখে যে মনের ভুলে গরুকে পেটানোর লাঠি (পাইনা) বাড়িতে রেখে এসেছে। পাইনা ছাড়া তো গরু নড়বে না। তখন সে দৌড়ে বাড়িতে গেল এবং বউকে বলল পাইনাটা এনে দিতে। বউতো কানে শোনে না। বউ ভাবল, সকালে ক্ষেতে যাওয়ার সময় পান্তা খেয়ে যায়নি, এখন তো গরম ভাত তৈরি, বোধহয় ভাত খেতে এসেছে। তো, বউ যেই না ভাতের থালা নিয়ে সামনে এলো, কালু গেহস্থের ছেলে উঠল খেপে ; একি মশকরা! ফাজলামে? বউয়ের চুল মুঠি করে ধরে দিল কয়েকটা কিল। স্বামীর এই ব্যবহারে বউ কাঁদতে কাঁদতে চলল শাশুড়ির কাছে নালিশ করতে। শাশুড়ি বসে বসে চরকায় সুতা কাটছিল। বউয়ের কথা টসা শাশুড়ি শুনল ভুল। কী? আমি ভালো করে সুতা কাটতে পারিনা। কত বড় সাহস। বউ হয়ে শাশুড়ির দোষ ধরছে। অভিমানী শাশুড়ি এবার হাঁটা দিল বারান্দার দিকে। বারান্দায় বসে বৃদ্ধ গৃহস্থ টসা কালু তখন হুঁকো খাচ্ছিল। বুড়ি এসে তার সামনে আছাড়িপিছাড়ি করে পড়ল। এ কেমন জীবন আমার! দিন-রাত উজাড় করে দিলাম সংসারে আর কোথাকার এক মেয়ে এসে বলছে, আমি কিছুই পারি না। আমার কাটা সুতা চিকন হোক আর মোটা হোক, তোর তাতে কী? শেষ জীবনে এসে অন্য এক পরিবারের মেয়ের কাছে অপমানিত হওয়া, এর একটা হেস্তনেস্ত করতে হবে আজ। কালু গৃহস্থ চোখ বড় বড় করে দেখল ঠিকঠাক, কিন্তু শুনল ভুল। শরীরটা ক্লান্ত লাগছিল বলে আজ সে মাছ ধরতে যায়নি। কিন্তু বুড়ি বলছে মাছ ছাড়া সে ভাত খাবে না, এই শুনে ব্যথিত কালু উঠে গেল মেয়ের কাছে মাছ ধরার জাল আর খলুই (মাছ রাখার পাত্র) চাইতে। মেয়ের বিয়ের কথাবার্তা চলছিল কদিন থেকে। মেয়ে ভাবল, বাবা তার মতামত জানতে এসেছে। মেয়ে তো লজ্জায় লাল! তার সম্মতি আছে, কিন্তু সরাসরি বাবাকে বলা যায়? টসার মত হইয়াছে আমাদের দেশের শাসন-প্রশাসন ব্যবস্থা। আমরা ভোট দিয়ে দেশে জনগণের সরকার প্রতিষ্ঠিত করেছি। আর বিশ্ববিদ্যলয়গুলো দলীয় রাজনীতির কারণে শিক্ষা, গবেষণা ও প্রশাসন রাজনীতিবিদ তৈরির কারখানা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। অপরদিকে সরকারের মন্ত্রী বাহাদুরগণ বিভিন্ন ভাষণে বলছেন, 'ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়তে দরকার শিক্ষিত জাতি।' বাংলাদেশে ৭৫ শতাংশ সাধারণ মানুষের আবেদন উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে দলীয় রাজনীতি বন্ধ করার। কিন্তু রাজনীতিবিদগণ সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দলীয় রাজনীতি বলবৎ রাখার পক্ষে। বাংলাদেশের ৯০ শতাংশ মুসলমাল দেশের বৃহৎ স্বার্থের জন্য গণতন্ত্রকে মেনে নিয়েছে সুদিনের আশায়। তারা কি অপেক্ষা করেছে এসব তামাশা দেখার জন্য? এটা কোন রাজনীতি? এটা কোন গনতান্ত্রিক অধিকার? এটা কোন জনস্বার্থ? কোন কল্যাণের ইঙ্গিত? হুমায়ন আজাদ লিখেছেন, 'আমি জানি সবকিছু নষ্টদের অধিকারে যাবে।' নষ্টরা কি টসা? নাকি টসারা নষ্ট?

Some reports on the political effects in public universities

- The key aims of higher education are to generate the new knowledge, explore research works on different social and development issues, anticipate the needs of the economy and prepare highly skilled workers. Universities change the society and remain the center of change and development throughout the world. But the political public universities and commercial private universities in Bangladesh are very weak and do not change anything of the society and national development. To make the universities free from the clutches of politics can certainly improve the situation like developed nations.[1]
- Over the years, teachers' politics in public universities has taken a turn for the worse. In the past we had teachers who gave us hope in times of need and led us in all our democratic movements. Back the teachers used to engage in politics because of idealism, for the greater good for our society, while today they engage in party politics for petty interests- mostly to get promotions and important positions in various organizations which give them power and financial benefits. When teachers are appointed upon political consideration and engage in politics for personal interests, can we expect anything better from them? It seems as if these teachers are playing the role of party thugs- often engaging in scuffles with students and even with their fellow colleagues over petty issues.[2]
- Appointment of teachers at public universities often depends on political considerations or personal connections instead of merit, for which under-qualified candidates are recruited has become a menance for such institutions that now hardly produce quality graduates.[3]
- Political leaders including rulling party leaders and government authorities, support the establishment and functioning of party agencies on educational institution campuses and also support the recruitment of teachers and other members of staff from their own political parties.[1,4]
- It is open secrete that the administrative heads in public academic institutions are being appointed based on political involvement rather than academic qualifications. These sorts of practices among teachers are also responsible for student politics and violence in campus.[5]

References

1. Ahmed M (2013). Higher education in public universities in Bangladesh. *Journal of Management Science* 3: 182-190 [Doi: 10.26524/jms.2013.24]
2. Tithi N (2017). Teacher politics: plaguing our public universities. The Daily Star, Tuesday, February 21, 2023.
3. Kamol E (2021). Unfair teacher recruitments plague Bangladesh highger education. newagebd.net/article/127489
4. Shiddike MO and Bockarie A (2020). Higher institutional engagement in partisan politics: perspective in Bangladesh. *International Journal of Teaching and Learning in Higher Education* 32: 214-224
5. Hossain MM, Alam MM and Shahriar SM (2014). Students' perceptions study on 'student politics' in Bangladesh. *International Journal of Economics and Empirical Research* 2: 1-6